

শ্রীশ্রীপদকম্পতরু

পরিশিষ্ট

অর্থাৎ

পদকর্তা বৈষ্ণবদাসের সংলিখিত কিছুদধিক দেড়শত বৈষ্ণব পদকর্তৃগণের
ভিন্ন হাজারের উপর পদাবলীর সূচী, পদকর্তৃগণের সূচী,
সম্পাদকের ভূমিকা এবং শব্দ-সূচী

পঞ্চম খণ্ড

সতীশচন্দ্র রায় এম এ সম্পাদিত

কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

১৩৩৮

প্রিন্টার—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কালিকাপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৩০ নং হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা ।



সতীশচন্দ্র রায় এম এ

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়

(জন্ম—১লা কার্তিক, ১২৭৩, মৃত্যু—৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে নিজ বাড়ীতে অবস্থানকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বর্গীয় রায় মহাশয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক ধামগড়ের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ও তৎপরে ঢাকা কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ঢাকা কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা আসিয়া General Assembly's Institution এ ভর্তি হন। তথা হইতে বি এ ও পরে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম এ পাশ করিবার পর কিছু দিন তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের কাজ করেন। পড়াশুনা ও গবেষণার পক্ষে ঐ চাকুরী অল্পকাল না হওয়ায়, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ও প্রাচীন সাহিত্যের বিশেষরূপ আলোচনা করিতে থাকেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি বি এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁহাদের সঙ্গে প্রথম হন—পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে খ্যাতনামা অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ-বন্ধু কর্মবীর স্বর্গীয় অধিকাচরণ উকিল মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সোণামণি বৃত্তি লাভ করেন।

কর্মজীবনের অবসানে প্রায় গত ১০ বৎসর যাবৎ বাড়ীতে অবস্থান করিয়া তিনি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-চর্চা ও সাহিত্য-সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি গত ৪০ বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার ঞ্চয় এরূপ দীর্ঘকাল একনিষ্ঠার সহিত একটি বিষয়ের আলোচনায় রত থাকার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল বলিলেও অতুক্তি হইবে না। তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত “পদকল্পতরু” তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। পদাবলী-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্যে তাঁহার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য যৎ বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে, তাহা স্বর্গগত মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর, বিশ্ব-বরেন্দ্র কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সুদীর্ঘ মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বৈষ্ণব-পদাবলী বিষয়ক তাঁহার বহু মৌলিক-গবেষণা-পূর্ণ, সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এবং বাঙ্গালার অত্যন্ত মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় ১০১২ বৎসর পূর্বে “অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী” নাম দিয়া সুবিস্তৃত ভূমিকা ও শব্দ-সূচী সহ একখানি উৎকৃষ্ট পদাবলী-সংগ্রহ তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থখানি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বি এ শ্রেণীর পাঠ্যানবিকাভুক্ত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর ৪৫ বৎসর পূর্বে তিনি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মহাকবি ভবানন্দের “হরিবংশ” নামক কাব্য সম্পাদন করিবার জন্ত নিযুক্ত হন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়া তিনি “ঢাকা-রিভিউ ও সন্মিলনী” পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এবং ইহার কয়েক বৎসর পরে মুন্সীগঞ্জ-সাহিত্য-সন্মিলনে ঐ বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। মুন্সীগঞ্জ-সাহিত্য-সন্মিলনে পঠিত ঐ প্রবন্ধটি পরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় “পূর্ব-বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের-হরিবংশ” নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিজের সংগৃহীত প্রাচীন ও প্রামাণিক পুথি ছাড়া

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকশালা হইতে হরিবংশের আরও কয়েকখানা প্রাচীন ও প্রামাণিক হস্তলিখিত পুথি তিনি প্রাপ্ত হন। এই তিন-চারিখানা পুথির পাঠ ও রূপান্তর মিলাইয়া হরিবংশের text বা মূল নিরূপণ করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত-করণে তিনি তিন চারি মাস কাল অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। “হরিবংশ” কলিকাতার ‘প্রবাসী’ প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে, এবং অল্প দিনের মধ্যেই এত্বেহর মুদ্রণ-কার্য শেষ হইবে, আশা করা যায়।

শেষ-জীবনে পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দী-সাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপ্ত ছিলেন। হিন্দী-সাহিত্যের অল্পশীলন সম্পর্কে হিন্দীর বর্তমান অত্যন্তম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক যুক্তপ্রদেশবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্মা মহোদয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। পণ্ডিতজী হিন্দীর তো কথাই নাই, সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় অগাধ পণ্ডিত। পণ্ডিতজীর সহায়তায় তিনি হরদাস, তুলসীদাস, বিহারীলাল প্রভৃতি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবিদিগের কাব্য বিশেষ নমনযোগের সহিত পুনরায় অধ্যয়ন করিতেছিলেন। হিন্দীর সঙ্গে সঙ্গে উর্দুরও আলোচনা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া অতি অল্প দিনের চেষ্টাতেই তিনি হিন্দীতে মৌলিক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের মুখপত্র “সম্মেলন-পত্রিকা”, লঙ্কো হইতে প্রকাশিত “সুধা”, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত “মনোরমা”, বিহার হইতে প্রকাশিত “বালক”, মুজফরপুর হইতে প্রকাশিত “লেখমালা”, মধ্যভারতের ইন্দোর হইতে প্রকাশিত “বীণা”, এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত “বিশাল ভারত” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার লিখিত হিন্দী-প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ৪১৫ বৎসর পূর্বে “সুধার” সাহিত্যক্ষে “বঁগলা-সাহিত্য কে ক্রম-বিকাস কা দিগমর্শন” (শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন। সম্মেলন-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার “অবন্ধার ঔর কবিতা” শীর্ষক প্রবন্ধও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত “কমলা” নামক মাসিক পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধে তিনি “মহাকবি হরদাসের পদাবলী”র বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। (কমলার তৃতীয় বর্ষের শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, ফাল্গুন এবং চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ইহা ছাড়া ১৩৩২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত “হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের সতসঙ্গ” নামক সুবিস্তৃত প্রবন্ধে তিনি কবি বিহারীলালের সতসঙ্গ-কাব্য ও পণ্ডিত-শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্মা মহোদয়-কর্তৃক সম্পাদিত উক্ত কাব্যের প্রসিদ্ধ-সংস্করণের বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের একজন স্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর পূর্বে ভরতপুরে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে বোগদান করিয়া “বিদ্যাপতি কে উপর হিন্দী-সংসার কা অনাদর ঔর উস্ কা সংশোধন” শীর্ষক একটি মৌলিক গবেষণা ও বিচার-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ঐ প্রবন্ধটি হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন “বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা” এই পরিবর্তিত নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির Chaucer Society, Shakespeare Society, Browning Society প্রভৃতির দ্বারা “বিদ্যাপতি-সঙ্গীত-সমিতি” নামক একটি সমিতি গঠন করিবার ইচ্ছা তাঁহার অনেক দিন হইতেই ছিল এবং ঐরূপ একটি সমিতি গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিদ্যাপতির একটি বিশুদ্ধ, প্রামাণিক, সটাক সংস্করণের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিবার জন্ত আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কেবল একজনের চেষ্টায় যে ঐরূপ মহৎ ব্যর্থ কথনও সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তিনি সে কথা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া বিনয়ের সহিত তাঁহাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। “বিদ্যাপতি-সঙ্গীত-সমিতি” গঠন করিয়া বিদ্যাপতির একটি বিশুদ্ধ প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবার তাঁহার সতিশয় আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার “বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা”

নামক পুস্তিকা, মুজঃফরপুর হইতে প্রকাশিত “লেখমালা”র বিদ্যাপতি-অঙ্কে প্রকাশিত “বিদ্যাপতি কে বিষয় যে হমারান নম্র নিবেদন” শীর্ষক প্রবন্ধ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত “বিশাল ভারত” নামক সুবিখ্যাত হিন্দী মাসিক পত্রিকার ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার “বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতি” নামক প্রবন্ধ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিদ্যাবূষণ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত “পঞ্চপুষ্প” নামক মাসিক পত্রের ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত “বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ” শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এবং শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত “সোনার ধোঁরাজ” নামক মাসিক পত্রে গত ৫৬ বৎসর ধরিয়া প্রতি মাসেই ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত তাঁহার “বিদ্যাপতি-মীমাংসা”, “বিদ্যাপতি-বিচার” ও বিদ্যাপতি-বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি তাঁহার ঈশ্বরি “বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতি”র কার্য-প্রণালীর সুত্রপাত করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তিগণের কার্যকে অনেক পরিমাণে অনায়াসসাধ্য করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় গত ২০ বৎসর যাবৎ তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত, পরিষৎ-পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক এবং “পদকল্পতরু”র সম্পাদক হিসাবে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। “পদকল্পতরু” গ্রন্থ-সম্পাদন কার্যে তিনি যে কিরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা “পদকল্পতরু”র পাঠক-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা এ বিষয়ে মাত্র ২১টি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। বৈষ্ণবপদাবলীর বিস্তৃত পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্ত তিনি প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুথির অমূল্যসন্ধান সর্বদাই করিতেন। “পদকল্পতরু”-সম্পাদনের সময় পরিষদের পুথিখানা হইতে যে সমস্ত প্রাচীন প্রামাণিক পুথি পাইয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত তিনি নিজেও কয়েকখানা অতি মূল্যবান প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রাচীন পুথির মধ্যে নিম্নানন্দ দাস-সঙ্কলিত “পদ-রস-সার” নামক সুপ্রাচীন পুথিখানা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ঐ পুথিখানা প্রাপ্তির ইতিহাস এবং সঙ্কলনিতা ও গ্রন্থের পরিচয় দিয়া “নিম্নানন্দ দাসের পদ-রস-সার” শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পাঠ করেন। পরে ঐ প্রবন্ধটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়” প্রকাশিত হয়। “পদ-রস-সার” পুথিখানা অত্যন্ত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার কাজ শেষ করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে, এই সন্তে পুথির মালিকের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন। “পদকল্পতরু”-সম্পাদন-কার্যে উক্ত পুথিখানা প্রতি পদেই তাঁহার প্রয়োজন হইবে জানিয়া, তিনি একখানা মজবুত রকমের বাঁধান খাতায় দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সমস্ত পুথিখানা তাঁহার মুক্তার স্নায় সুদৃশ্য হস্তাক্ষরে নকল করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই “পদ-রস-সারে”র ঐ মূল পুথিখানা একজন ধনী ব্যক্তির গৃহ হইতে অপহৃত এবং সম্ভবতঃ চিরদিনের জন্ত লুপ্ত ও বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার লিখিত খাতাখানাই বোধ হয়, বর্ত্তমানে “পদ-রস-সারে”র একমাত্র প্রামাণিক হস্তলিখিত পুথি। উহা সবত্রে রক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহার লাইব্রেরীর অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকের সহিত যথাসময়ে ঐ খাতাখানিও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে অর্পিত হইবে। “পদকল্পতরু”-সম্পাদন-কার্যে অত্যধিক পরিশ্রম করায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং তিনি দুরারোগ্য বহু-মূত্ররোগে আক্রান্ত হন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায়, এমন কি, তাঁহার জীবন-সংশয়ের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত ঘটয়াছিল। কেবল ভগবদ্রুদ্ভূত হই তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়াও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া তাঁহার সাহিত্য-সাধনা অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর দেখিয়া যাইবার দৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অমূল্যসন্ধান, বহু প্রামাণিক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির পাঠ মিলাইয়া পদাবলীর বিস্তৃত পাঠ ও অর্থনির্ণয়, প্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদের লুপ্ত ও বিনষ্টপ্রায় পদের পুনরুদ্ধার ও প্রকাশ এবং বহু অজ্ঞাতনামা ও অজ্ঞাতপূর্ব পদকর্তাদের পদাবলীর আবিষ্কার প্রভৃতি কার্য তিনি যে কিরূপ অধ্যবসায়, গবেষণা, নৈপুণ্য ও বৈশিষ্ট্য সহকারে করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যসুচরী ও সাহিত্য-রসিক মাত্রেই অবগত আছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া পদাবলী সাহিত্য আলোচনার ফল—তাঁহার সম্পাদিত পদকল্পতরুর দ্বিতীয় সংস্করণ। তবে ভ্রূণের বিষয়, তিনি ইহাকে

পূর্ণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য শেষ হইলে “পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন” শীর্ষক একটি অধ্যায় গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত করিয়া মুদ্রাকর-প্রমাদের সংশোধন ও কোন কোন প্রসিদ্ধ পদকর্তাদের সম্বন্ধে নূতন যে সব আলোচনা তাঁহার ভূমিকাটি লিখিত হইবার পর প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার সঙ্কল্প তাঁহার ছিল। আকস্মিক মৃত্যুর কারণ, তিনি যে এই সঙ্কল্পটি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাতে বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনার যে কিরূপ গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। শব্দ-সূচীটি এবং পূর্বোক্ত “পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন” শীর্ষক অধ্যায়টির মুদ্রণ শেষ হইলেই গ্রন্থের সমাপ্তি হইত, এবং তিনি আর অল্প কিছুদিন বাঁচিয়া গেলেই তাঁহার জীবনের এই মহৎ কার্যের সুসমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারিতেন। পরিশিষ্ট ৬ষ্ঠ খণ্ডে তাঁহার সংগৃহীত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তাদের বহু নবাবিস্কৃত ও অপ্ৰকাশিত পদাবলী এবং প্রায় ৩০ জন অন্ত্যাত-পূর্ব এবং কয়েকজন অন্ত্যাত-নাম পদকর্তার বহু নবাবিস্কৃত পদাবলী প্রকাশিত করিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সর্বসম্মত এই পরিশিষ্ট-পদাবলীর সংখ্যা অনুমান এক হাজারের কিছু অধিক হইবে। এ স্থলে ইহা বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না যে, পরিষৎ কর্তৃক পদকল্পতরুর এই সুরহৎ প্রামাণিক সংস্করণের সম্পাদক নিযুক্ত হইবার বহু পূর্বে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতার ভারতীয় গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি হইতে প্রাচীন পুথি দৃষ্টে, তিনি পদকল্পতরুর একটি ভাল সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরিষদের সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পূর্বে উহা পদকল্পতরুর অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সংস্করণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

পদকল্পতরু-গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হইলে প্রাচীন পুথি দৃষ্টে চৈতন্যচরিতামৃতের একটি বিশুদ্ধ প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবারও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি প্রায় গত ৫৬ বৎসর উক্ত সংস্করণের জন্য উপাদান সংগ্রহ ব্যস্ত ছিলেন। গোবিন্দদাস প্রভৃতি ২১৪ জন প্রসিদ্ধ পদকর্তারও ভাল সংস্করণ প্রকাশ করিবারও আগ্রহ তাঁহার ছিল।

তাঁহার মৃত্যুর কিশ্বিদধিক এক বৎসর পূর্বে পরিষদের এক অধিবেশনে তিনি সর্ব-নশ্বতীক্রমে পরিষদের অত্যন্ত সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। পরিষদের কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিবার ঐক্লপ সুযোগ পাইয়া ধন্যবাদ সহকারে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন। পরিষদের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

তিনি আজীবন সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। কাব্য ও অলঙ্কারের প্রতিই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। অলঙ্কারে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্র তিনি সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং শেষজীবনে গীতা ও উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থরাজি অত্যন্ত যত্ন সহকারে সর্বদাই অধ্যয়ন করিতেন। “প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত ঋষি-কল্প দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রবন্ধাদি তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন (তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেবতার স্থায় ভক্তি করিতেন)। স্বর্গগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত মহাত্মা লোকমান্য তিলকের “গীতারহস্য” নামক অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন শেষ-জীবনে তাঁহার অতি প্রিয় পাঠ্য ছিল। ইংরেজ দার্শনিকগণের মধ্যে তিনি Herbert Spencer-এর প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। Psychology বা মনস্তত্ত্ব ও Psycho-Analysis বা মনোবিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ক Freud-প্রমুখ প্রতীচ্য লেখকগণের পুস্তকাদি তিনি যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন।

তিনি সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় একজন সুকবি ছিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কৃতে সুন্দর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত অনেক সুন্দর শ্লোক তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু-উপলক্ষ্যে তিনি “দেশবন্ধু প্রশস্তিঃ” এই নামে একটি অতি সুন্দর শ্লোক লিখিয়া হিন্দী-পদ্যানুবাদ সহ তাহা মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বৌবনে কলেজ পরিত্যাগের পরে তিনি মহাকবি কাগিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতের একটি উৎকৃষ্ট

পদ্যমুদ্রণ প্রকাশিত করেন। উহা অনেক দিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। পরে তিনি জয়দেবের “গীতগোবিন্দ” ও ভাস্করদত্তের সুপ্রসিদ্ধ “রস-মঞ্জরী” নামক কাব্যদ্বয়ের সুললিত পদ্যমুদ্রণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞ-গণের নিকট হইতে তাঁহার “গীতগোবিন্দ” ও “রস-মঞ্জরী”র পদ্যমুদ্রণ অতি উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। Goethe ও Shelley-র কয়েকটি গীতি-কবিতা ও Milton-এর “On his Blindness” নামক প্রসিদ্ধ সনেটটির তিনি পদ্যমুদ্রণ করিয়াছিলেন; সেগুলি প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত স্ব-রচিত “সরলা” নামী একটি অতি প্রাঞ্জল সংস্কৃত টীকা সহিত মধুর ভট্ট-রচিত প্রসিদ্ধ “সূর্য-শতক” কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট পদ্যমুদ্রণ তিনি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নানা কারণে উক্ত গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য ৭৮ ফর্মার অধিক অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার সম্পাদিত আরও একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তকও পাণ্ডুলিপির আকারেই রহিয়াছে। মৃত্যুর অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি ঢাকা-মিউজিয়ামের শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার নিজের সংগৃহীত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা হইতে প্রাপ্ত প্রায় ১৫ খানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি মিলাইয়া “গোপালচরিত” নামক একখানা সংস্কৃত-কাব্য, একটি পাকিত্য-পূর্ণ ভূমিকা সহ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। “গোপালচরিত”-রচয়িতা যে কে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেবকেই গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

তিনি একজন সুনিপুণ ভাষা-তত্ত্ববিদ ছিলেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিল, উর্দু এবং অল্প-বিস্তর ফার্সী, গুজরাটী ও ওড়িয়া ভাষা তিনি জানিতেন। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের “বাঙ্গলা-শব্দকোষ” এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বব্রহ্মত মহাশয়ের “শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের” সমালোচনায় তিনি তাঁহার ভাষাতত্ত্বজ্ঞানের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন [“বাঙ্গলা শব্দকোষ (সমালোচনা)” ১৩২৩ বঙ্গাব্দের এবং “চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” ১৩২৫ বঙ্গাব্দের পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।] শব্দকোষের সমালোচনা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। তদুপাং ভাষাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং ভট্টর মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের গবেষণার ভূমণী প্রশংসা করিতেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু তাঁহার “Origin and Development of the Bengali Language” নামক অমূল্য গ্রন্থের দুই খণ্ড তাঁহাকে সাদরে উপহার দেওয়ায়, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন, এবং অবকাশ পাইলেই উক্ত গ্রন্থের বিশদরূপে আলোচনা করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিবেন, একরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে ঐতিহাসিক গবেষণা এবং প্রত্নতত্ত্বের দিকে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্বে “রত্নাবলী-রচয়িতা শ্রীহর্ষ” নামক একটি সুদীর্ঘ মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ “সাহিত্য” পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধটি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া Asiatic Societyর পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার জন্ত, তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুবৃত্ত হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে মাসিক পত্রাদিতে কোন প্রবন্ধ না লিখিলেও, এ সম্বন্ধে যে তিনি অনেক পড়াশুনা করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম-মন্দির বিষয়ক তাঁহার হস্ত-লিখিত নোটের ভরা কয়েকখানা পুরাতন খাতা দেখিয়া বুঝিতে পারিষাছি।

চিত্র-বিদ্যা ও ভাস্কর-শিল্পের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদিগের চিত্রাবলী এবং গ্রীক ও রোমান ভাস্কর-শিল্প-বিষয়ক সচিত্র বহু গ্রন্থ তিনি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইটালী-দেশীয় স্থপতি ও চিত্রকর Giorgio Vasari-প্রণীত “Lives of the most excellent Painters, Architects and Sculptors” নামক বিখ্যাত বই তিনি কলিকাতার Imperial Library-তে বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িয়া-

ছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর Hogarth-এর সামাজিক বিকল্প-মূলক Prints বা চিত্রাবলীরও তিনি Imperial Library-তে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করিয়াছিলেন। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যগণ কর্তৃক প্রবর্তিত প্রাচীন ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং অবনীন্দ্রনাথ-লিখিত কলা-বিষয়ক প্রবন্ধাদি তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগের ফলে, লাহোর গবর্ণমেন্ট-আর্ট কলেজের সুযোগ্য সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং পত্রব্যবহার হয়। শেষ হিন্দুরাজা লক্ষণসেনের সময়ের অর্থাৎ মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বের সাহিত্য ও শিল্পকলার নিদর্শনসমূহের বিশদরূপে পর্যালোচনা করিয়া, তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি অপূর্ণ মৌলিক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ তিনি বহুদিন পূর্বে ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'ঢাকা-রিভিউ ও সন্নিগনী' পত্রিকার প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তিনি ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। Chaucer হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর Hardy, H. G. Wells, Bernard Shaw, Galsworthy-প্রমুখ অতি আধুনিক লেখকদিগের রচনাও তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধাদিতে তিনি তাঁহার ইংরেজী সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যে গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, ইটালিয়ান, জার্মান এবং রাশিয়ান প্রভৃতি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা তিনি অত্যন্ত মনোযোগ পূর্বক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফরাসী কথা-সাহিত্যের তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। George Sand, Balzac, Gautier, Daudet, Flaubert, Maupassant, Hugo, Zola, Anatole France প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ফরাসী কথা-সাহিত্যিকদের রচনা তিনি আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছেন। George Sand-এর Consuelo তাঁহার অতি প্রিয় বই ছিল। কলিকাতার Imperial Library-তে বসিয়া তিনি Balzac-এর উপন্যাসসমূহের সুপ্রসিদ্ধ 'Comedie Humaine' নামক ত্রিটি-সংগ্রহ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। Montaigne এবং Sainte-Beuve-এর রচনাবলী তাঁহার অতি প্রিয় পাঠ্য ছিল। ফরাসী-সাহিত্যের উপর তাঁহার এত বেগী অনুরাগ ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে তিনি ফরাসী ভাষা শিখিবেন, এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে তাঁহার জন্ম প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্য বই এবং একখানা ভাল ফরাসী-ইংরেজী অভিধান কিনিয়া পাঠাইতে তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন। তিনি Maupassant-রচিত কয়েকটি ছোট গল্পের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এক বস্তুর অনুরোধে মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। জার্মান কবি গেটের (Goethe) তিনি অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। Eckermann-এর 'Conversation with Goethe' তাঁহার অতি প্রিয় বই ছিল। অলোকসামান্য প্রতিভা, লোকোত্তর কবিত্ব এবং বহুদর্শিতা প্রভৃতি বিষয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তিনি Goethe-এর সহিত তুলনা করিতে ভালবাসিতেন। Goethe ও রবীন্দ্রনাথের এইরূপ তুলনা-মূলক সমালোচনা, আমাদের দেশে কেহই করেন নাই বলিয়া তিনি প্রায়ই হৃঃখ করিতেন এবং পদাবলী-সাহিত্য-প্রকাশ কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

অবসর পাইলেই আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য, বিশেষতঃ বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তরুণ লেখক ও লেখিকাদিগের রচনা তিনি আগ্রহ সহকারে পড়িতেন। লেখিকাদিগের মধ্যে শ্রীমতী নিরুপমা দেবী এক প্রসিদ্ধ 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের কণ্ঠস্বর শ্রীযুক্তা সীতা ও শান্তা দেবীর উপন্যাসগুলির তিনি প্রশংসা করিতেন।

রচনা-রীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহুদিক্তরকে তিনি স্বীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি বহুদিক্ত-সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার চরিত্র ও রচনা-রীতির উপর বহুদিক্ত-সাহিত্যের প্রভাব অতি সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ছাড়া জ্যোতিষ ও সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি প্রায় সমস্ত জীবনই, অবসর সময়ে ফলিত-জ্যোতিষের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ সুদীর্ঘ কাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে ফলিত জ্যোতিষের আলোচনার ফলে, তিনি যে সকল মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেগুলি অবসর পাইলে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবেন, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল। তাঁহাকে শঙ্করচার্য্য, নেপোলিয়ান, কাইজার, কিবেকানন্দ, মেশবর্ষ চিত্তরঞ্জন ও কবীজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কৌশলবিচার করিতে দেখিয়াছি।

সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি একজন উচ্চদরের মৃদঙ্গ ও তবলাবাদক ছিলেন। কলিকাতার পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক স্বর্গীয় মুন্সারিবাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট মৃদঙ্গ শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহা ছাড়া কণ্ঠ ও বস্ত্র-সঙ্গীতের চর্চাও তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া করিয়াছিলেন। স্বর্গগত জ্যোতিষবিজ্ঞান ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক সংগঠিত এক সঙ্গীত-সম্মিলনীতে সভ্য হইয়া তিনি কিছুদিন নিম্নমিতরূপে ‘সঙ্গত’ অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে “মৃদঙ্গ-মঞ্জরী”, “সেতার শিক্ষা” ও সঙ্গীত-বিষয়ক বহু বই দেখিয়াছি। তাঁহার নিজ হাতে লেখা মৃদঙ্গের ‘বোল’-ভরা বহু পুরাতন নোটবই তাঁহার কাগজ-পত্রের মধ্যে দেখিয়াছি। তাঁহার সমসাময়িক বহু শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকের কথাও আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। সাহিত্য-মোদী ও সঙ্গীতজ্ঞ নাটোরের স্বর্গগত মহারাজ জগদিস্ত্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত “সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম” নামক সুবৃহৎ সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ (Encyclopædia) তিনি আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে নোট করিয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইংরেজী কবিতার আলোচনা করিতে হইলে, যেসকল অল্প-বিস্তর ছন্দঃশাস্ত্রের জ্ঞান আবশ্যক, সেইরূপ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলেও, ভাল রকম ছন্দঃশাস্ত্রের জ্ঞান, একরকম অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হেতু ছন্দঃশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। পদাবলী ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে তিনি সর্বত্রই তাঁহার গভীর ছন্দজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার এইরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য ও বহুদিক্ততার সহিত সত্যজ্ঞ, বিনয় ও সহৃদয়তা প্রভৃতি বিবিধ গুণরাজির সমাবেশের ফলে, এক অপূর্ব মণিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে বহুসময়ের অল্পকরণে কাব্য-উপভোগ লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প দিনের চেষ্টার পরেই তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে, এইরূপ ভ্রষ্ট মৌলিক সাহিত্য রচনার উপযুক্ত প্রতিভা তাঁহার নাই এবং তদবধি তিনি কেবল পদ্যাহ্বাদ ও প্রাচীন সাহিত্যের অমূল্যশীল ও বিচার-কার্য্যেই ব্যাপৃত রহেন। পদ্যাহ্বাদে তাঁহার কৃতিত্ব তাঁহার “মেঘদূত”, “গীত-গোবিন্দ” ও “রস-মঞ্জরী”র পাঠক মাজেই সম্যকরূপে অবগত আছেন।

তাঁহার পদাবলী-সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে তিনি সর্বত্রই তাঁহার পূর্ববর্ত্তিগণের যিনি বাহা কিছু করিয়াছেন, তাঁহার সম্রাট উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যের অমুরোধে, কাহারও সহিত কোনও মতভেদ উল্লেখ করিতে বা কাহারও কোন ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিতে বাইরা তিনি কখনও তাঁহার স্বভাব-সুলভ বিনয় ও মৌজ্ঞ্য পরিত্যাগ করেন নাই। “অকরণ্যং মন্দকরণমপি শ্রেয়ঃ”—তিনি সর্বদাই এই মহৎ নীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহার পূর্বের বাহার্য্য পদাবলী-সাহিত্যের সম্পাদনা ও কিছুনাড়ও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, সর্বত্রই অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাদিগের প্রশংসা প্রাণসংসা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সহকারে অর্পণ করিয়াছেন। এ স্থলে সভ্য ও সম্পূর্ণতার অমুরোধে, ইহাও

কলা আবশ্যক মনে করি যে, তিনি কেবল তাঁহার পূর্ববর্তীগণের সম্রদ্ব আলোচনা করিয়াই কান্ত রহেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক বহু প্রবীণ ও তরুণ লেখকদিগের গবেষণারও তিনি সর্বত্রই প্রভা ও সৌজন্য সহকারে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখনও কেবল নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য কোনও বিশেষ একটি মতের সমর্থন করেন নাই;—সর্বত্রই তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা প্রমাণ ও স্মৃতি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন মাত্র। ভ্রম-প্রমাদ হওয়া মানুষ মাত্রেই স্বাভাবিক। নিজের সিদ্ধান্তটিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া চোখ-কান বুজিয়া বসিয়া থাকা অথবা বিজ্ঞপ করিয়া অপরের সিদ্ধান্ত বা মতকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টার ছায় মনের সংকীর্ণতা তাঁহার ছিল না।

সমালোচনা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে তিনি বন্ধিম-প্রদর্শিত আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। বন্ধিমের উত্তরায়নচরিতের এবং স্বর্গীয় ভূদেববাবুর রত্নাবলীর সমালোচনা, তিনি তাঁহার সমালোচনার আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের কাছে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন। ইংরেজী সমালোচনায় সাহিত্যের সহিতও তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল, এবং তিনি তাঁহার লেখার বহু স্থলে প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক Matthew Arnold-এর মতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি স্মরসিক ও পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাকে অনেক পত্রের “রসিক-বরেন্দ্র”—এইরূপ পাঠ লিখিতেন। নীরস ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকেও অত্যন্ত সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

আমরা অতঃপর তাঁহার চরিত্র ও ধর্মমত সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তাঁহার ছায় বিবিধ সদৃশ্যবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রায় সচরাচর দৃষ্ট হয় না বলিলেও অতুক্তি হইবে না। তাঁহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল—তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। তাঁহার চরিত্রে অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের লেশমাত্রও ছিল না। অশেষ জ্ঞানী হইয়াও তিনি বিনয়ের প্রতিমূর্তি ছিলেন। জীবনে কখনও তাঁহাকে ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি রিপূর বশবর্তী হইতে দেখি নাই। তিনি একরূপ ধীর-প্রশান্ত প্রকৃতির ছিলেন যে, তাঁহাকে দর্শনমাত্রেরই মনে প্রদ্বার উদয় না হইয়া পারিত না। দয়া, ক্ষমা ও সহন-শীলতা তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। তাঁহার চরিত্রে একরূপ একটি স্বাভাবিক মাধুর্য্যগুণ ছিল যে, সম্পূর্ণ অনায়াস ব্যক্তিকেও তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিলেন। বহু খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে ‘কাব্যবিনোদ’, ‘সাহিত্যরত্ন’, ‘সাহিত্য-শাস্ত্রী’, ‘কবিভূষণ’ প্রভৃতি উপাধি দেওয়ার বহু প্রস্তাব তিনি বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার নিকট লিখিত এক পত্রে তাঁহাকে ‘পদাবলী-মথক’ বা ঐরূপ অল্প কোনও উপাধি গ্রহণ করিতে না দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। *

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি এবং ‘পদবল্লভ’-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনের শোক প্রকাশার্থে আনুত ১৩৩৮.৩১এ প্রাণ ত্যাগের বিশেষ অবিশেষনে বঙ্গীয় রায় মহাশয়ের স্মরণার্থ পুত্র শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ রায় এম এ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ হইতে পরিবর্তিত আকারে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত।

রচিত প্রবন্ধাদি ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১। প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

- ১। “শ্রীশ্রীপদকল্পতরু”—ভারতীয়-গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি, কলিকাতা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।
- ২। “মেঘদূত”—মূল্যনির্ভর পদ্যগ্রন্থাবলী।
- ৩। “শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ” (সচিত্র)—সুদীর্ঘ ভূমিকা, সংস্কৃত মূল, পূজারি গোস্বামীর টীকা, মূল্যনির্ভর পদ্যগ্রন্থাবলী ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।
- ৪। “রসমঞ্জরী”—বিস্তৃত ভূমিকা, সূচী ও ব্যাখ্যাসম্বলিত মূল্যনির্ভর পদ্যগ্রন্থাবলী, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।
- ৫। “স্বর্নশতক”—ভূমিকা, সংস্কৃতমূল, স্ব-রচিত ‘সরস’ নামী টীকা, পদ্যগ্রন্থাবলী ও ব্যাখ্যা-সম্বলিত (অসম্পূর্ণ)।
- ৬। “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী”—সুবিস্তৃত ভূমিকা, বিবরণ-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী, ছন্দ-সূচী, পদ-টীকা ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচী সহ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ পদ-কর্তার ও ২৮ জন অজ্ঞাত-পূর্ব পদ-কর্তার ৬০০ শব্দের অধিক উৎকৃষ্ট, অপ্রকাশিত ও নবাবিস্কৃত পদাবলীর সংগ্রহ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

২। সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

- ১। “শ্রীশ্রীপদকল্পতরু”—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম খণ্ড, ১৩২২ বঙ্গাব্দ; ২য় খণ্ড, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ; ৩য় খণ্ড, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ; ৪র্থ খণ্ড, ১৩৩৪ সন; ৫ম খণ্ড, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।
- ২। ভবানন্দের “হরিবংশ”—ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।
- ৩। ‘নারিকারত্ন-মালা’—‘ভক্তিপ্রভা’ প্রেস, আলাহাবাদ (হুগলী) হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।
- ৪। “গোপাল-চরিতম্”—(সংস্কৃত কাব্য) সুবিস্তৃত ভূমিকা-সম্বলিত। (অপ্রকাশিত)

৩। প্রকাশিত প্রবন্ধাদি

(বাক্সালা)

- ১। “রত্নাবলী-কল্পিতা শ্রীহর্ষ”—সাহিত্য, ৮ম বর্ষ, ১২ম সংখ্যা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।
- ২। “প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভেদ”—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।
- ৩। “প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ”—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৬শ ভাগ, ২য় সংখ্যা; ১৮শ ভাগ, ২য় সংখ্যা; ২০শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৩১৬, ১৩১৮, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।
- ৪। “লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বঙ্গের অবস্থা”—মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বের সাহিত্য ও শিল্প-কলার নিদর্শন সমূহ বিশদরূপে পর্যালোচনা করিয়া তৎকালের সামাজিক অবস্থা বিষয়ক প্রবন্ধ; ১৪৩ পৃঃ;—ঢাকা রিভিউ ও সন্নিধানী, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

- ৫। “নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার”—(পাবনা উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম-অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ ।
- ৬। “অজ্ঞাতপূর্ব পদকর্তৃগণ”—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ত্রীত্রীবিমুখপ্রিয়া পত্রিকা, ৩০শ পৌষ, ৪২৯ গৌরান্দ্রাব্দ (১৩২১ বঙ্গাব্দ) ।
- ৭। “নবাবিকৃত ত্রীগৌরান্দ্রাব্দাবলী”—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ত্রীত্রীবিমুখপ্রিয়া পত্রিকা, ৭ই মাঘ, ৪২৯ গৌরান্দ্রাব্দ (১৩২১ বঙ্গাব্দ) ।
- ৮। “জ্ঞানদাসের পদাবলী”—জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ-বিচার (রাজসাহী, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম-অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ ।
- ৯। “বৈষ্ণব-পদাবলীর রস-বৈচিত্র্য”—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, অগ্রহায়ণ ও মাঘ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ ।
- ১০। “বাক্যলা শব্দকোষ”—সমালোচনা (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম-অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ ।
- ১১। “অজ্ঞাত পদ-কর্তৃগণ”—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, কার্তিক ও পৌষ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ ; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন (যুগ্ম-সংখ্যা), কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (যুগ্ম-সংখ্যা), ১৩২৪ বঙ্গাব্দ ।
- ১২। “বৈষ্ণব-কবিতা”—সমালোচনা (বগুড়া, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম-অধিবেশনে পঠিত) নারায়ণ, ১৩২৪ সন ।
- ১৩। “চণ্ডীদাসের ত্রীকুম্বকীর্তন”—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৫শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ ।
- ১৪। “ভবানন্দের মহাকাব্য হরিবংশ”—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, ফাল্গুন ও চৈত্র (যুগ্ম-সংখ্যা) এবং তাহার পরের সংখ্যা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ ।
- ১৫। “মহাকবি কালিদাস কি বাক্যলী ?”—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ভারতবর্ষ, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ ।
- ১৬। “বৈষ্ণব-পদাবলীর রসাস্বাদন”—[গোবিন্দ দাস] (সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) প্রাচী, চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ ; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ ।
- ১৭। “হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের সতসঙ্গ”—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ।
- ১৮। “পূর্ববঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের হরিবংশ”—(মুন্সীগঞ্জ-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ।
- ১৯। “গোবিন্দ দাসের পদাবলীর রসাস্বাদন”—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ), সোনার গৌরান্দ্র, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ; সাধনা (কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত), ১ম বর্ষ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ।
- ২০। “বিদ্যাপতি-বিচার”—[সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ] সোনার গৌরান্দ্র, ত্রিহট্ট হইতে প্রকাশিত, ৩য় বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ । ৪র্থ বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ।

- ৩য় বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।
- ৬ষ্ঠ বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, চৈত্র, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।
- ৭ম বর্ষ—কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
- ২১। “মহাকবি রামানন্দ রায়ের পদ”—সোনার গৌরাক, ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।
- ২২। “মহাকবি গোবিন্দলাস কি মৈথিল ?”—(বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বীরভূম-অধিবেশনে পঠিত)
ভারতী, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।
- ২৩। “জ্ঞানদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন”—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ)
সোনার গৌরাক, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।
বৈশাখ, ভাদ্র, পৌষ, মাঘ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।
শ্রাবণ, ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
শ্রাবণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।
- ২৪। “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী-সম্পাদকের নিবেদন”—[চণ্ডীদাস-সম্রাট বিবরণক] ত্রিযুক্ত হরেকৃষ্ণ
মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় লিখিত “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” নামক প্রবন্ধের উত্তর লিখিত।
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।
- ২৫। “মহাকবি সুরদাসের পদাবলী”—(হিন্দী-সাহিত্য-বিবরণক সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ)
কমলা, ৩য় বর্ষ, শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র।
- ২৬। “বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ”—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ)
পঞ্চপুষ্প—আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
- ২৭। “বিজয়চন্দ্রনাথের সত্যনারায়ণের পুঁথি”—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(হিন্দী)

- ১। “বিদ্যাপতি কে বিষয় মে হমারা নম্র নিবেদন”—যুক্তকরণ হইতে প্রকাশিত ‘লেখ-মালা’
নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ‘বিদ্যাপতি-অঙ্কে’ প্রকাশিত, লেখ-মালা, শুক্ল ১, পুষ্প ৪,
বসন্তোৎসব, ১৯৮৪।
- ২। “বিদ্যাপতি কে উপর হিন্দী-সংসার কা অনাদর ঔর উন্মুখ কা সংশোধন”—
ভরতপুর-হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে পঠিত এবং প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন কর্তৃক
“বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা”—এই পরিবর্তিত নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
- ৩। “বিদ্যাপতি-সঙ্গীত-সমিতি”—বিশাল-ভারত, কলিকাতা, অক্টোবর, ১৯২৯।
- ৪। অলঙ্কার ঔর কবিতা—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)
সম্মেলন-পত্রিকা, প্রয়াগ, শ্রাবণ, ভাদ্রপদ, সংবৎ ১৯৮৩ বিং।
- ৫। “রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দী”—মনোরমা, এলাহাবাদ।
- ৬। বঁগলা সাহিত্য কে ক্রম-বিকাশ-কা দিগদর্শন—সুধা, লঙ্কো, সাহিত্যিক ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।
- ৭। “মহারাজী অহল্যা বাকী ঔর রাজী ভবানী”—বীণা, ইন্দোর (মধ্যভারত), অহল্যাক, ভাদ্রপদ, সংবৎ
১৯৮৭, বর্ষ ৩, অঙ্ক ১১।

পদ-সূচী

[অ]

পদ

পদ-কর্তা

পদ-সংখ্যা

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	অমুখণ হেরিয়ে তোহে	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
অকরণ পুন বাল অকরণ	জগদানন্দ	... ৬৫৭	অমুনয় করইতে	জ্ঞানদাস	... ৫০৭
অকলঙ্ক পূর্ণ-চান্দে	বৃন্দাবনদাস	... ২২১৩	অমুনয় করি হরি	রাধামোহন	... ৪৪৯
অখিল ভুবন ভরি	সদানন্দ	... ২১৯৪	অমুপম মন-অভিলাষ	বলরাম	... ৩১০
অখিল-লোচন-তম	চম্পতি	... ৪৮০	অমুপাম গোরা অবতার	নরহরি	... ২২৮৮
অজনাযজ্ঞনামস্তরা	অজ্ঞাত	... ১২৬১	অনেক বিলাপ করি	মোহন	... ১৭১১
অজনে আওব যব	বিদ্যাপতি	... ১২৭৪	অন্তরে জানিয়া	বলরাম	... ৪১৪
অজ মোড়াইছে	কৃষ্ণকান্ত	... ২৯০২	অন্তরে রাইক	মোহন	... ৩৯৬
অজ্ঞে অজ্ঞে মণি	বলরাম	... ৭৯১	অপঘন-বাউত	রূপগোস্বামী	... ২৪৮১
অজ্ঞে অনঙ্গ-জর	গোবিন্দদাস	... ১২৩৮	অপযশ লাগিয়া	রাধামোহন	... ১৮৭৪
অচিরে পুরব আশ	জ্ঞানদাস	... ১২৮১	অপরাক্তে দিবা-শেষে	উদ্ধব	... ২৯১১
অঞ্জন-গঞ্জন জগ-জন	গোবিন্দদাস	... ২৪১২	অপরূপ দিনহি	রাধামোহন	৬৩৪; ২৬৪৪
অঞ্জলি ভরি ফাণ্ড	নবকান্ত	... ১৪৫৩	অপরূপ গোরাচান্দে	জ্ঞানদাস	... ১১০১
অট্টালিকা উপরে	মাধব	... ২৬৯১	অপরূপ গোরা নট-রাজ	গোবিন্দদাস	... ২৯২৫
অতিমিত ষামিনি কাস্ত	গোবিন্দদাস	... ১৬২৩	অপরূপ গৌরাজের লীলা	হরিরামদাস	... ৫৮৬
অতি অমুরাগ ভরল	রাধামোহন	... ৬২৪	অপরূপ চাঁদ উদয়	যজ্ঞনাথ	... ২১৯১
অতি অপরূপ রূপ	শেখর	... ২১৫৭	অপরূপ তুয়া মুরলি	জ্ঞানদাস	... ৪২
অতি আকুল ভৈ	মোহন	... ২০১৭	অপরূপ নব মধু-মাস	মোহন	... ১৪৯১
অতিশয় ছরম	উদ্ধব	... ২৬২৭	অপরূপ নিতাই চাঁদের	বৃন্দাবনদাস	... ১৫৭৭
অদভূত রূপ	রাধামোহন	... ১৭১	অপরূপ শেখলু রামা	বিদ্যাপতি	... ৫৯
অদোষ-দরশী মৌর	কৃষ্ণদাস	... ২৯৯২	অপরূপ মোহন শ্রাম	গোবিন্দদাস	... ২৬৯৫
অদ্বৈত নিতাই সনে	প্রেমদাস	... ২২৮৪	অপরূপ রথ-আগে	বহু	... ১৫৪৬
অধর-সুধারসে	গোবিন্দদাস	... ১২৮৮	অপরূপ রাইক চরীত	জ্ঞানদাস	... ২৮১
অধরই রদন	বলরাম	... ২৪৯৩	অপরূপ রাধামাধব-মেল	শেখর	... ২৭০৯
অধরে অধর	যজ্ঞনন্দন	... ৬৫৪	অপরূপ রাধামাধব রজ	বিদ্যাপতি	... ৪৮৪
অনধিগতাকস্মিক	রূপগোস্বামী	... ১৭২	অপরূপ রাধামাধব সঙ্গে	উদ্ধব	... ২৬৩৭
অমুখণ কোণে থাকি	অজ্ঞাত	... ৮৩৯	অপরূপ হেম-মণি-ভাস	গোবিন্দদাস	... ২০৭৬
অমুখণ গৌর-প্রেম-রসে	ধরণী	... ২৩৮১	অবতার বড়	অজ্ঞাত	... ২৩৪৭
অমুখণ অরূণ নয়ন	বলরাম	... ২৩০১	অবতার ভাগ গৌরাজ	বাহুবোধ	... ৬৬৫
অমুখণ মাধব	বিদ্যাপতি	... ১৬৮৭	অবনত-বয়নি ধরণি	বিদ্যাপতি	... ৫২৮

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
অবনত-বয়নি না কহে	জ্ঞানদাস ...	২২৩	অহে নাথ করি পরিহার	বসন্ত রায় ...	২৯৩৬
অবনিক মাঝে	বুদ্ধাবনদাস ...	২৩৩২	অহে নাথ কিছুই না জানি	" ...	২৯৪৩
অব মধুরাপুর মাধব	বিদ্যাপতি ...	১৬৩৯	অহে নাথ কি বলিব	" ...	২৯৪৬
অবলা কি জানি শুণ ধরে	গোবিন্দদাস ...	৬৮১	অহে নাথ না বোল	" ...	২৯৪৮
অবলা সে বিকুপ্রিয়া	মাধব ঘোষ ...	২২৭৭	অহে নাথ মো বড়	গোপীকান্ত ...	৩০৩১
অবহ' রতস-রস	জ্ঞানদাস ...	৭১৭	অহে রাই যে কহিলে	বসন্ত রায় ...	২৯৪৪
অবহ' রাজপথে	বিদ্যাপতি ...	১০১২	অহে শ্রাম তু বড়ি	শেখর ...	৮০২
অভয় পরাইতে	ধনরাম ...	১১৮০	অহো বিধাতন্তব	ভাগবত-কার ...	১৬৩০
অভিনব কুট্যল-	রূপগোস্বামী ...	১৪২৬			
অভিনব গোরি	গোবিন্দদাস ...	১১৫			
অভিনব-জলধর-	রাধামোহন ...	২৪১৩	আইলা সকলে	চৈতন্তদাস ...	১১৭৩
অভিসার লাগি	" ...	২৮১৩	আইস আইস বন্ধু	অজ্ঞাত ...	১৯৮৭
অভিসারিণি কপট	অজ্ঞাত ...	২৪৫	আইস আইস সুবদনি	বিজ্ঞ হরিদাস ...	২৯৮
অমিয়া মথিয়া কেবা	লোচনদাস ...	২১২৯	আইস বৈস তরু-মূলে	জ্ঞানদাস ...	১৩৫৭
অমুন্যজ্ঞানি	মাধবেন্দ্রপুরী ...	১৬৫২	আওত পিরিতি-	নয়নানন্দ ...	২১১৬
অম্বর ভরি নব	গোবিন্দদাস ...	৯৯১	আওত রে ধতু-রাজ	জ্ঞানদাস ...	১৪২৯
অম্বরে ডম্বর	" ...	৩৪২/২৮৬	আওত রে মধুমঙ্গল	গোবিন্দদাস ...	২৫৪২
অম্বি দীন-দরাজ	মাধবেন্দ্রপুরী ...	১৬৫৩	আওব কাছ	পুরুষোত্তম ...	১৭৬২
অরুণ অধর উরে	অজ্ঞাত ...	১১৬৩	আওব গৌর	নরহরি ...	১৯৭০
অরুণ-উদয়-কালে	জ্ঞানদাস ...	৯০৩	আওয়ে নধু-ঋতু	গোবিন্দদাস ...	১৭২০
অরুণ কমল-আঁখি	লোচন দাস ...	২০৮৮	আওল গোকুলে	বিদ্যাপতি ...	১৭৬৪
অরুণ-কমল-দলে	নরোত্তম ...	৩০৬৮	আওল রাম শুনই	মাধব ...	২৫৪১
অরুণ নয়নে ধারা	বান্ধদেব ঘোষ ...	৩৫৬	আওল শরদ	চম্পতি ...	১৭৪৪
অরুণ নয়নের	শ্রীমদাস ...	২০৯৫	আকাশ ভরিয়া উঠে	নরসিংহ দেব ...	১৫৮৪
অরুণ বসনে	রামানন্দ বসু ...	২৩০১	আকুল কুটিল	গোবিন্দদাস ...	২৭৩৪
অরুণিত চরণে	গোবিন্দদাস ...	২৪২৪	আকুল চিকুর	" ...	৪০৫
অলখিত গতি জ্বিতি	ধনশ্রাম ...	১৫১	আকুল দেখিয়া	কৃষ্ণদাস ...	২৩৫৯
অলখিতে আয়ল	কবিশেখর ...	৭৩১	আগর তাতা	মাধব ...	১২৭০
অলখিতে হাসে হেরি	বিদ্যাপতি ...	১৪৪	আগে জনমিলা	শিবরাম ...	১১১৮
অলসহি নাগরি	কবিশেখর ...	২৮৩৬	আগে পাছে চলে	বংশীবদন ...	৭৯৭
অলসে শুতল বর	রাধামোহন ...	২০১৫	আগে রজ্জা আরোপণ	বুদ্ধাবন ...	২৫
অসনি কহতহি	সিংহভূপতি ...	১৭৯৮	আষণ মাস নাহ-হিয়	বলরাম ১৮৩৫—১৮৪৬	
অহে কানাই বুঝিণু	জ্ঞানদাস ...	৮০৪	আষণ মাস রাস-	গোবিন্দদাস ...	১৮১৪
অহে নাথ আর বোর	বসন্ত রায় ...	২৯৩৯	আষণ মাসে আশ	জ্ঞানদাস ...	১৭৪৮

[আ]

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
আচার্য্য-মন্দিরে	নয়নানন্দ	... ২২৩৪	আজু মৌর গৌরাজ	অজ্ঞাত	... ১২৩৩
আছিলুঁ হাম অতি	বিদ্যাপতি	... ৬১২	আজু রঞ্জে হোরি	শিবরাম	... ১৪৩৯
আজিকার স্বপনের কথা	বাসুদেব বোধ	... ২২৭০	আজু রচিত নব	নরহরি	... ১৫৫৯
আজি কালি করি	জ্ঞানদাস	... ১৮২৯	আজু রজনী হাম কৈছে	বাসু বোধ	... ৩৬৫
আজি কেনে গোরাচাঁদের	বাসুদেব বোধ	... ৩৭০	আজু রজনী হাম ভাগে	বিদ্যাপতি	... ১৯৯৬
• আজি কেনে তোমা	বিদ্যাপতি	... ২২৬	আজু রসে বাদর	নরোত্তম	... ১২২৭
আজি কেনে নাহি	জ্ঞানদাস	... ১৩৯৯	আজু রাধা শ্রাম	নরহরি	... ১৫৬৬
• আজি খেলায় হারিলা	ঘনরাম	... ১১৯৭	আজু রে গৌরাজের	বাসুদেব বোধ	... ১১৮৬
• আজি বড় শোভা	অনন্ত	... ৬৫০	আজু লজিত হাঁড়োর	নরহরি	... ১৫৬৪
আজু অবধি দিন	জ্ঞানদাস	... ১২৭৮	আজু শচিনন্দন	গোবিন্দদাস	... ১৫৬৯
আজু এক অপরূপ	জগদানন্দ	... প্রাক্ষিপ্ত	আজু শিখারে ধনি	"	... ২২২২
(২০১ সং পদের পরে)			আজু হাম কি পেখলুঁ	রাধামোহন	... ৬৮
আজুক প্রান্তরে	রাধামোহন	... ১৬২১	আজু হাম নবদীপ	"	... ১৬৪
আজুক প্রেমক	বাসুদেব বোধ	... ৭২৩	আজু হাম পেখলুঁ	"	... ১৮৮৩
আজুক রজনী	রাধামোহন	... ১০৯৪	আদরে আশুগরি	গোবিন্দদাস	... ৭৫৪
আজুক শরনে	চণ্ডীদাস	... ৭৪১	আদরে বাদর করি	"	... ৩৭৬
• আজুক সপনে	ঘনশ্রাম	... ১২৭১	আধক আধ-আধ	"	... ২৩৪
আজুকার নিশি	চণ্ডীদাস	... ১১০২	আন ছলে আন পথে	"	... ২৭৮৩
• আজু কেন হেন	কৃষ্ণপ্রসাদ	... ২৪৩	আনন্দ-কন্দ নিতাইচন্দ	রাধাবল্লভ	... ২৩২৪
আজু কেনে গোরাচাঁদের	বাসুবোধ	... ১৫২৮	আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ	রামকান্ত	... ১৫৭২
আজু কৈছে তেজলি	গোবিন্দদাস	... ১০০০	আনন্দ নৌর যতনে বারি	রাধামোহন	... ২৭৩৩
আজু কোই কুলবতি	গোবর্দ্ধন	... ১৪৬০	আনন্দ-নৌর যতনে হরি	গোবিন্দদাস	... ২৭৩২
আজু গোঠেরে সজিল	অজ্ঞাত	... ১২২২	আনন্দে ঠাকুর	স্বরূপা	... ১৫৭৪
• আজু ছহঁ ভালে বনি	"	... ১২৯৯	আনন্দে নাচত	মাধবীদাস	... ২২৯০
আজু পরভাতে কাক-	জ্ঞানদাস	... ১২৭৭	আনন্দে ভকতগণ	কৃষ্ণদাস	... ১৫৭০
আজু পরভাতে' দেখিলুঁ	"	... ১৬০৫	আনন্দে জুবদনি	নরোত্তম	... ২০১৪
আজু বন বিজই	অজ্ঞাত	... ১১৯১	আনহি ছল করি	গোবিন্দদাস	... ২৫৭৮
আজু বনি নব	পরমানন্দ	... ১৫৮৫	আদল প্রেমে	"	... ৪৩৩
আজু বনে আনন্দ	প্রেমদাস	... ১২০৩	আজ্জার ঝরের কোণে	বলরাম	... ৮৩৮
আজু বিপরিত ধনি	কবিশেখর	... ২৫১৪	আপন মন্দিরে শুভিরা	মোহন	... ৫৭২
আজু বিপিনে আঙত	গোবিন্দদাস	... ১৩০৫	আপন শপতি করি	বলরাম	... ৮১৮
আজু বিরহ-ভাবে	রাধামোহন	... ১৯৪২	আপনা আপনি	চণ্ডীদাস	... ৮৫২
আজু মনু শুভদিন	বিদ্যাপতি	... ২০৯	আপনা থাইলুঁ	"	... ৮৭৮
আজু মনু সরম	"	... ১১০০	আপনার গুণ গুনি	বলরাম	... ২২৪৫

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
আপনে নাচিতে যবে	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	১৫৪৫	আরে মোর আরে মোর গৌরাজ রায়		
আপাদ মস্তক শ্রেম.	অনন্ত দাস	... ২২০৮	নরহরি	... ৪০৮	
আবিরে অরুণ সব	উদ্ধব	... ১৪৫৮	আরে মোর আরে মোর গৌরাজ রায়		
আবেশে অবশ অঙ্গ	বলরাম	... ২০৮১	রামানন্দ	... ১৪১৭	
আমরা সরল	চণ্ডীদাস	... ৮৮১	আরে মোর আরে মোর নিত্যনন্দ রায়		
আমার গৌরাজ জানে	যহ্ননাথ	... ২১২৫	জ্ঞানদাস	... ২০০৬	
আমার পিয়ার কথা	চণ্ডীদাস	... ১০৯৭	আরে মোর আরে মোর সোণার বন্ধুর		
আমার শপতি লাগে	বাদবেন্দ্র	... ১১৮৯	চণ্ডীদাস	... ৩৯১	
আমি কিছু নাহি জানি	ঘনরাম	... ১১৬৫	আরে মোর গোরা দ্বিজমণি	বাসুদেব	... ৫৪
আমি যাই যাই বলি	চণ্ডীদাস	... ৬৭১	আরে মোর গৌর কিশোর	নরহরি	... ৮৪০
আয়ল ঋতু-পতি	বিদ্যাপতি	... ১৪৩১	আরে মোর গৌর কিশোর	রাধামোহন	... ১০৯২
আর একদিন গৌরাজ	বাসুদেব	... ২১৬৯	আরে মোর গৌর কিশোর	নরহরি	... ৮৪০
আর একদিন সখি	দ্বিজ চণ্ডীদাস	... ৭৪২	আরে মোর গৌর কিশোর	”	১৭৪৬/১২১৭
আর এক লাজ	বিদ্যাপতি	... ৭২৭	আরে মোর গৌর কিশোর	রামানন্দ বাসু	... ১২২৪
আর কত বোল সই	জ্ঞানদাস	... ৮৪৬	আরে মোর গৌর কিশোর	চৈতন্যদাস	... ১২৮৫
আর কবে হবে মোর	কবিরঞ্জন	... ২১২	আরে মোর গৌরাজ নায়র	বাসুদেব ঘোষ	... ২২২৬
আর কি এমন দশা হব	নরোত্তম	... ৩০৫২	আরে মোর গৌরাজ সোণা	”	... ৩০০৮
আর কিরে কনক-	গোবিন্দদাস	... ৭৭৩	আরে মোর নাচত	রামানন্দ দাস	... ২০৯৬
আরতি জয় বৃষভাত্ম	পরমানন্দ	... ২৮৭১	আরে মোর নিতাই নায়র	আত্মারাম	... ২২৯৪
আরতি যুগল কিশোরকি	”	... ২৮৫৮	আরে মোর পছ নিতাইচাঁদ	কান্দিদাস	... ২৩২৭
আর না করিহ বন্ধু	বসন্ত রায়	... ২৯৪৫	আরে মোর প্রেমালয়	নরহরি	... ২১৬৯
আর না হেরিব	বংশী	... ১৮৫৫	আরে মোর রসময়	বাসুদেব	... ২২১১
আর পুন শুনহ	রাধামোহন	... ১৯৬৫	আরে মোর রাম কানাই	ঘনরাম	... ১১৯৬
আর শুভাছ আলো সই	লোচন	... ২১৭৪	আরে মোর শ্রীকৃপ গোপাঞি	রাধাবল্লভ	... ২৩৬৩
আর শুভাছ আলো সই	যহ্ননাথ	... ৯৫১	আরে সখি কবে হাম	কবিরঞ্জন	... ১৭৬০
আরে কমল-দল আঁধি	নরোত্তম	... ১৮৬৬	আলসে আকুল ভেল	শেখর	... ২৭৪৩
আরে নিকুঞ্জ-বনে	লোচন	... ১২৯৮	আলসে শুভল দৌহে	নরোত্তম	... ১০৮৪
আরে তাই বড়ই বিষম	নরোত্তম	... ৩০৩৯	আলিকুল জাগল	শেখর	... ২৭৪৯
আরে মনমথ	ধরণী	... ৮৫৮	(আদিরি) হোত মনহ	জগদানন্দ	... ১২৭৫
আরে মোর আচার্য ঠাকুর রাধাবল্লভ		... ২৩৭৯	আলো ধনি সুনন্দরি	বসন্ত রায়	... ২৯৫৫
আরে মোর আরে মোর			আলো যুঞি জানো না	জ্ঞানদাস	... ১২৩
গৌরাজ গোপাঞি বল্লভ		... ৩০০১	আলো সই করিব কি	অজ্ঞাত	... ৭৯২
আরে মোর আরে মোর গৌরাজ-বিধু			আলো সই কি হইল	বংশীবদন	... ১২১
রাধামোহন	... ২৫২০		আসিবে আমার গৌরাজ	যহ্ননাথ	... ১২৭৬

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
আসিয়া বলাই বলে	ধনরাম	... ১২২৯	ঋতু-পতি-রাতি রসিকবর	বিদ্যাপতি	... ১৫০১
আহা মরি গোরা রূপে	বাসুদেব	... ১০০০	ঋতু-পতি রাধা মাধব	দ্বিজ হরিন্দাস...	১৪৬৮
আহোর-রমণী যত	অনন্ত	... ১৩০৮	ঋতু-রাজাপতি-	রূপগোস্থামী...	১৪৬৬
আঁচরে বদন বাঁগায়হ	বিদ্যাপতি	... ১০৬১	[এ]		
আঁচরে মুখ-শশি গোর	গোবিন্দদাস...	১৭৪			
[ই]			এ অতি কোমলিনী	কৃষ্ণকান্ত	... ২৮৮৯
			এই ত গোকুলবাসী	বংশীবদন	... ১১৮
ইজিতে বুঝিয়া নাগর	শেখর রায়	... ২৬৩১	এই ত বৃন্দাবন-পথে	গোবিন্দদাস	... ১৩০৯
• ইহ কবিরূপ ধন্ত	হরিন্দাস	... ২৬৪২	এই ত মাধবী-তলে	"	... ১৬৭০
• ইহ গুরু-গজেন বোল	জ্ঞানদাস	... ৮৬৯	এইবার করুণা কর	লোচন	১৫৪৩/১০০৩
ইহ পহিল মাঘ কুঁ মাহ	শচীনন্দন	১৭৬৫—১৭৭৬	এই ভয় উঠে মনে	চণ্ডীদাস	... ৮৯৪
ইহ মধু-ধামিনি	রাধাবল্লভ	... ২০৩৭	এই মনে বনে	গোবিন্দদাস	... ১৩৪১
ইহ মধু-ধামিনি মাহ	গোবিন্দদাস	... ৬০২	এই মোর মনে	দ্বিজ চণ্ডীদাস	... ৮৯০
[ঈ]			এক জালা ঘর হৈল	"	... ৯২৫
			এ কথা কহিবে সহ	জ্ঞানদাস	... ১০৯৮
[উ]			এক দিন ঘাটে	বাসুদেব	... ২১৭১
			এক দিন পহুঁ হাঙ্গি	পরমেশ্বর	... ২৩
উজর হার উর	ধনশ্রাম	... ২৪২১	এক দিন বর নাগর	চণ্ডীদাস	... ৩৫০
উজোর রাতি শেজ	গোবিন্দদাস	... ৩০৯	এক দিন মথুরা হৈতে	উদ্ধব	... ১১৪৬
উত্তর না পাই	গোবিন্দদাস	... ৩৬৯	এক দিন মনে আনন্দ	মুরারি	... ২৩৩৪
• উথলই কালিন্দি-নীর	শিবরাম	... ১৫৬৭	এক দিন মনে রতন-	চণ্ডীদাস	... ৬৩৯
উদয় হৈয়াছে শশী	অজ্ঞাত	... ২৮১৬	এক দিন বাইতে	"	... ৭৩৯
উদয়ল কুস্তল-	কবিরঞ্জন	... ১০৭৪	এক দিন স্নানরি	মোহন	... ১৫৮১
উপনন্দ অভিনন্দ	মাধব	... ২৬৯৩	এক দিন হেরি হেরি	বিদ্যাপতি	... ২৩৮
উমত ঝুমত	নরহরি	... ৬৮২	এক দিবস হাম	গোবিন্দদাস	... ১৮৪৮
• উলসিত মকুঁ হিয়া	গোবিন্দদাস	... ১৭০৪	এক মুখে কি কহব	বাসুদেববোষ	... ১১৪১
উলালী ছলালী	শেখর	... ২৫৬১	একলা বাইতে যমুনা	গোবিন্দদাস	... ৬৯২
[উ]			একলি আছিলুঁ হাম	বিদ্যাপতি	... ৭৪০
			একলি কুঞ্জিহ কান	জ্ঞানদাস	... ৯৭৮
[ঋ]			একলি মন্দিরে শুভলি	"	... ৭৩৭
			একসরি বাইতে বামুন	"	... ৭৩৪
ঋতু-পতি বিহরই	গোবিন্দদাস	... ১৪৩৪	একাদশী করি	উদ্ধব	... ১৫৯৫
ঋতু-পতি-ধামিনি	গোবর্দ্ধন	... ১৪৭৬	একি পরমাদ আই	শিবরাম	... ৮৬৫
ঋতু-পতি-রয়নি	"	... ১৪৫৫	একে কাগ হৈল	দ্বিজ চণ্ডীদাস...	৯৪৫
ঋতু-পতি-রাতি উজোরল	গোবিন্দদাস	... ৩১৪			
ঋতু-পতি-রাতি বিরহ	"	... ৩২০			

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
একে কুলবতী করি	বলরাম	২২৯	এ ধনি পছমিনি সহজেই	বিদ্যাপতি	৬৬
একে কুলবতী চিত্তর	জ্ঞানদাস	২৪১	এ ধনি মানিনি কঠিন-পরাধি	"	২০৪৬
একে কুলবতী ধনী	চণ্ডীদাস	২১৪	এ ধনি মানিনি করহ	"	৩৮৭
একে গিরি গোবর্দ্ধন	কৃষ্ণকান্ত	২৮৮	এ ধনি মানিনি মান	দ্বিজ হরিদাস	১৪৬৯
একে তুহঁ নাগরি	গোবিন্দদাস	৪৫৪	এ ধনি রজিগি	বিদ্যাপতি	৭২৮
একে দেখি অতি	জ্ঞানদাস	২৪৬	এ ধনি সুন্দরি কহ পুন	শেখর	২৬৩৩
একে নব পিরিতি	"	২৪০	এ নব নাবিক	গোবিন্দদাস	১৪২২
একে বিরহানল দহই	গোবিন্দদাস	১৭২৪	এ না ছান্দে কে না	জ্ঞানদাস	১৪০৭
একে বিরহানল সহজে	ধনশ্যাম	১৭২৩	এমত বেভার	চণ্ডীদাস	২৫৩
একে সে কনয়া-কষিল	যছ	২৪৫২	এমন পিয়ার কথা	বিদ্যাপতি	২৫২৫
একে সে মোহন	বলরাম	১২৭৮	এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি	চণ্ডীদাস	৬৭০
এ ঘোর রজনী মেঘ-গরজন	জ্ঞানদাস	৩৪৫	এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি	"	২১২
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা	চণ্ডীদাস	৭১৫	এমনে কেমনে যাব	হরেকৃষ্ণ দাস	১৩৬৯
এড়িয়া না ঘাইহ	বংশীবদন	১৩৯৭	এ সখি অদভূত	প্রেমদাস	৫২৬
এত দিনে গগনে	গোবিন্দদাস	১২০৪	এ সখি এ সখি কর	বসন্ত রায়	২৪৫৩
এত দিনে সদয়	বাসুধোষ	১২৯৪	এ সখি এ সখি কি কহব	বিদ্যাপতি	৭৩০
এত শুনি দোতি	যতুনন্দন	৮৮	এ সখি কাহে করসি	"	৯৭১
এত সব রাইক	রাধামোহন	১৬২০	এ সখি বিহি কি	হরিশ্চন্দ্র	২১৪
এতহঁ বচন কহ	যতুনন্দন	৩৭৭	এ সখি মঝু বোলে	বংশীবদন	৫৫০
এতহঁ বিলাপ করল	রাধামোহন	১৬৭৯	এ সখি মোহন	বসন্ত রায়	২৪৪৯
এ তিন ভুবন	বৈষ্ণবদাস	১১১২	এ সখি রজিগি	বিদ্যাপতি	৭২৬
এথা বিফুপ্রিয়া	লোচন	২২২০	এ সখি হাম সে	জ্ঞানদাস	২৬২
এ ছহঁ মঙ্গল-আরতি	রাম রায়	২৮৪৪	এ সখি হামারি	বিদ্যাপতি	১৭৩৫
এ দেশে না রহিব	দ্বিজ চণ্ডীদাস	৮৮৮	এ হেন সুন্দর বেশ	বাসুধোষ	৩৬০
এদেশে বসতি নাই	"	২১৮	[ঐ]		
এ ধনি আঁচরে	গোবিন্দদাস	১০৩৮	ঐছন বচন কহল যব কান	গোবিন্দদাস	১২৫৭
এ ধনি এ ধনি করু	"	২৭৩৮	ঐছন বচন কহল যব কান	মাধবদাস	২৭২৯
এ ধনি এ ধনি বচন শুন	চণ্ডীদাস	২৮	ঐছন মানে বিষুখ	জ্ঞানদাস	৪২৯
এ ধনি এ ধনি বচন শুন	চৈতন্যদাস	৫২৪	ঐছন শুনইতে সুগধিনি	শিবরাম	২৫৫
এ ধনি ঐছন কহবি	শেখর	২৫২২	ঐছন সঙ্কেত জাবিয়া	তরঙ্গীরমণ	৩৫৪
এ ধনি কমলিনি	বিদ্যাপতি	১০৯	[ও]		
এ ধনি কর অবধান	"	২৬	ও গো মা আজি	বিপ্রদাস ঘোষ	১১৭৫
এ ধনি না করু পসাহন	গোবিন্দদাস	১০৩৫	ও গো মা তোমার	বলরাম	১২১৩
এ ধনি পছমিনি পড়ল অকাল	"	১০৪১			

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
ও তহু স্তম্বর	গোবিন্দদাস ...	২১৩৬	কতয়ে মদন তহু	বিদ্যাপতি ...	৮৫৫
ও নব-জলধর	" ...	১২৭২	কত রূপে মিনতি	উদ্ধবদাস ...	৪১৯
ও না কে বল	বাসুদেব ...	২১৫৪	কতহুঁ ছলহ সঙ্গ	কবিশেখর ...	২৫১০
ও মুখ শরদ-	বল্লভ ...	১০২২	কতহুঁ প্রেম-ধন	গোবিন্দদাস ...	৩৬২
ও মোর জীবন-	জগন্নাথ ...	২৫৩৬	কতহুঁ মিনতি কর	জ্ঞানদাস ...	৫৬৩
ও মোর বাছনি	শেখর ...	২৫৬৩	কতহুঁ যতন করি	গোবিন্দদাস ...	২৮০৭
ও মোর সোনার চাঁদ	ধনরাম ...	১১৪৮	কতহুঁ যতন করি সাধল	প্রেমদাস ...	৫৫৮
ও রাম কানাই	বংশীবদন ...	১১৯৪	কতহুঁ যতনে ছুঁ	বল্লভ ...	১০১১
ও রূপ স্তম্বর গৌর	নয়নানন্দ ...	২১১৫	কতহুঁ যতনে ছুঁ নিজ	রাধামোহন	৬৬১২৫০৮
ওরে কালা ভ্রমরা	জ্ঞানদাস ...	১৬৫৭	কথিতসময়েহঁপি	জয়দেব ...	৩১৭
ওরে ভাই নিতাই আমার	বৃন্দাবন ...	২৩২৫	কদম্ব-তরুর ডাল	নরোত্তম ...	১০৭৪
ওহে কানাই এ বুদ্ধি	বংশীদাস ...	১৩৯০	কদম্বের বন হৈতে	যদুনন্দন ...	১৪২
ওহে গৌর বসিরা	অজ্ঞাত ...	১০৩১	কদম্বের বনে থাকে	উদ্ধব ...	৩২
ওহে নাগর কেমনে	" ...	১৩৬২	কদাহং যমুনা-তীরে	অজ্ঞাত ...	৩০৪৭
ওহে নাগর ঘনাইরা	" ...	১৩৬১	কনক চম্পক	নরহরি ...	৮৪৯
ওহে পরাণ গিরিধর	রাধাবল্লভ ...	১৬৬১	কনক-ধরাধর-	কৃষ্ণকান্ত ...	২৮৭৬
[ক]					
কক্খটি-বচন	উদ্ধব ...	২৫০৭	কনক বরণ কিয়ে	চণ্ডীদাস ...	২০৬
কখন না জানি আমি	বলরাম ...	১৬১১	কনক-লতা কিয়ে	গোবিন্দদাস ...	৬২৪
কঞ্জ-চরণযুগ	গোবিন্দদাস ...	১০৩৭	কনরা কবিল মুখ-শোভা	গোবিন্দ দোষ ...	২১৪৬
কণ্টক গাড়ি কমল	" ...	১০০১	বন্দল-কুম্ব-সুকোমল	গোবিন্দদাস ...	২৪১৪
কত কত অমুনয়	বিদ্যাপতি ...	৫১২	কপট চাতুরী চিতে	চন্দ্রশেখর ...	৩০৩০
কত কত ভুবনে	জ্ঞানদাস ...	৫১৭	কপট দানের ছলে দান	বংশীবদন ...	১০৮৫
কত কোটি চন্দ্র	প্রেমদাস ...	১২২৮	কপট দানের ছলে বসিরা	" ...	১০৭১
কত গুরু-গজন	বিদ্যাপতি ...	৯৬৫	কবরি বিধারিত	কৃষ্ণকান্ত ...	২৯৩৩
কত দিন মাধব	" ...	১৮৬২	কবরী-ভয়ে চামরি	বিদ্যাপতি ...	১৩৫৮
কত দিনে ঘুঁচব	" ...	১৯৫৮	কবহুঁ রসিক সনে	কবিশেখর ...	৯৪২
কত দিনে হেরব	বাসুদেব ...	২২৭৯	কবি-পতি বিদ্যাপতি	গোবিন্দদাস ...	২৩৮৬
কত লাস-বেশ করি	বলরাম ...	৬৮৬	কবে প্রভুর অমুগ্ধ	রাধামোহন ...	৩০৫৩
কত পরকার কহল	ধনরাম ...	২০৫৫	কমল জিনিয়া আঁধি	প্রসাদ ...	১৩২২
কত পরকারে তুঁহি	গোবিন্দদাস ...	৭৬৮	কর-অঙ্গুলে হরি	কৃষ্ণকান্ত ...	২৮৯৫
কত তুলী জান	অজ্ঞাত ...	১১৬৮	করঙ্গ কোপীন লৈয়া	নরোত্তম ...	৩০৫০
কত যে কলাবতি	গোবিন্দদাস ...	৬২	করন্তলে বদন-চাঁদ	গোবিন্দদাস	১৭২৭১১২১০
কতয়ে বেরি বেরি	বলরাম ...	১৯৩৯	কর ঘোড়ি কাহু	উদ্ধব ...	৫৭০
			কর ঘোড়ি ময়	শেখর ...	২৭৯৫

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
কর ষোড়ে কহে	শেখর	... ২৭৯৯	কহে হেন হবে	যদুনন্দন	... ১৫০৫
করহি মুরলি	মধুসূদন দাস	... ২৭৮৫	কাঁচা কাঞ্চন-কাঁতি কমল-মুখি গোবিন্দদাস	...	১৮৮৬
করিব কি মুঞি	নয়নানন্দ	... ৬৯৪	কাঁচা কাঞ্চন-কাঁতি কলেশ্বর রাধামোহন	...	২৭০২
করিবর রাজ-হংস-	বিদ্যাপতি	... ২৭১	কাঁচা কাঞ্চন মণি	বাসুদেব ঘোষ	... ২১৪৪
করে কর ধরি	"	... ২৬০	কাঁচা সে সোণার তনু	"	... ২১০০
করে কর মণ্ডিত	মাধব	... ২৮১৮	কাঁচা সে সোণার তনু	অনন্ত	... ২১৬৭
করে কর ষোড়ি	ঘনশ্যাম	... ৪২৭	কাচিৎ স্বনয়ন পুর	অজ্ঞাত	... ২৮২৪
করে ধরি রাই	"	... ৩৫১	কাঞ্চর ভয় তিমির	গোবিন্দদাস	... ৭০৮
কহধৌত-কলবর	বিন্দু	... ২৩৩৩	কাঞ্চর-কচি-হর	শেখর	... ২৭০৬
কহধৌত-কাস্তি	রাধামোহন	... ৪০৪	কাঞ্চন-কমলক কাস্তি	গোবিন্দদাস	... ২৬২৮
কহয়তি নয়নং	রামানন্দ রায়	১০১৬। ১০৪০	কাঞ্চন-কমল নিন্দা	রাধামোহন	... ১৬৭
কহহ করিয়া ছলা	মাধবীদাস	... ২২৩৯	কাঞ্চন-কমল পবনে	গোবিন্দদাস	... ২০০
কলাবতি-কৌশল	কবিশেখর	... ২৫৮২	কাঞ্চন-কুসুম-ছোতি	বিদ্যাপতি	... ৪৯৭
কলি-কবলিত	রায়শেখর	২১৯৭, ২২৬০	কাঞ্চন-গোরী ভোরি	গোবিন্দদাস	... ১৬৬
কলি-ঘোর-তিমিরে	নয়নানন্দ	... ২২০৪	কাঞ্চন দরপণ বরণ	নরোত্তম	... ২১৬৫
কলি-তিমিরাকুল	গোবিন্দদাস	... ২২১৫	কাঞ্চন নগরে এক	বাহুঘোষ	... ২২২৩
কহি যুগ-মন্ত-মতঙ্গ	বলরাম	... ৬১৭	কাঞ্চন মণিগণে	গোবিন্দদাস	... ১২৫৮
কবিল কনয়া কমল	যদুনাথ	... ২৪৭০	কাঞ্চন যুথি কুসুম	"	৯০
কহইতে সো ধনি	জ্ঞানদাস	... ৮১	কানড় কুসুম করে	চণ্ডীদাস	... ৯০৫
কহ কথি সাঙরি	বিদ্যাপতি	... ২৫৪	কানড়-কুসুম জিনি	দ্বিজ চণ্ডীদাস	... ৭৯৫
কহ কহ অবধৌত	প্রেমদাস	... ২২৬৫	কানড়-কুসুম হেরি	রাধামোহন	... ১৫৭
কহ কহ সখি নিকুঞ্জ	বিদ্যাপতি	... ১০৯৩	কানন-কুঞ্জে কুসুম	গোবিন্দদাস	... ২৮১১
কহ কহ স্নানদি	"	... ৬৬৬	কানন-দেবতী বৃন্দা	রায়শেখর	... ২৬২৬
কহ কহ সুবদনি	যদুনন্দন	... ৩১	কানন-দেবতী হেরি	মাধব	... ২৭৪৭
কহ না উপায় সখি	যদু	... ৭০৩	কানন-ভ্রমণ নৈন	...	১০৭৫
কহলম খল-জান	গোবিন্দদাস	... ৪৩৭	কাননে কাতর কুলবতি	কবিশেখর	... ২৫৯৭
কহ হহ লহ	জ্ঞানদাস	... ১৩৭৮	কাননে কামিনি	গোবিন্দদাস	... ১৭২৮
কহ সখি কি করি	"	... ১৪১৩	কাননে কুসুম তোড়সি	...	৬২৯
কহ সখি কিরে ভেল	অজ্ঞাত	... ২৭১	কাননে সবহু কুসুম	...	১০৫১
কহ সখি জীবন-উপায়	বাহুঘোষ	... ১৬৬৯	কানাই কত ফরকাহ	মনোহর	... ১৩৮৬
কহিতে কহিতে এ সব	উদ্ধব	... ১৩৫১	কানাই বলাই চলে	উদ্ধব	... ১২২৩
কহিতে কানুর বিলাস	শেখর	... ৭১২	কানু-অনুরাগে ধরে	জ্ঞানদাস	... ৭৫২
কহিয় কানুরে সই	শেখর	... ১৬৮১	কানু-অনুরাগে হৃদয়	"	... ৯৭৫
কহিলাম মনের কথা	শিবরাম	... ৯০৪	কানু উপেখি রাই	গোবিন্দদাস	... ৫৩৬

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
কাহ্নক ইহ উতকষ্ঠিত	বল্লভদাস	.. ১০০৭	কালিয়া সাজায়	অজ্ঞাত	.. ১১৭২
কাহ্নক ঐছন বাত	জ্ঞানদাস	.. ৪৪	কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া	"	.. ২২৩০
কাহ্নক ঐছে দশা	"	১৮৪২	কান্দে ব্রজেশ্বরী	মাধব	.. ১৪৮৯
কাহ্নক গোষ্ঠ-গমন তহি	মোহন	.. ১০৮৩	কামিনি করই সিনান	বিদ্যাপতি	.. ২০৭
কাহ্নক গোষ্ঠগমন বিরহাতুর	গোবিন্দ দাস	.. ২৭৭৩	কামিনি করি কোন	গোবিন্দদাস	.. ১৬১৪
কাহ্নক গোষ্ঠ গমন হেরি	উদ্ধব	.. ১৩৪২	কামিনি কাহ্ন কহল	"	.. ৫৭৪
কাহ্নক গোষ্ঠ-গমনে ধনি	যতুনন্দন	... ১৩৫২	কামিনি কাম-কলা	কৃষ্ণকান্ত	.. ২২০০
কাহ্নক দরশন ভেল	গোবিন্দদাস	... ২৫২৪	কামিনি বৈঠলি	শেখর রায়	.. ২৭২৭
কাহ্নক নিঠুর বচন	পরমানন্দ	... ১৮৩	কালা গরলের জালা	ধ্বজ চণ্ডীদাস	.. ৮২৮
কাহ্নক মধুর বচন	যতুনন্দন	... ১৩৩৭	কালিক অবধি	বিদ্যাপতি	.. ১৮৬১
কাহ্নক মিনতি	মোহন	... ৪১৮	কালিদমন দিন	গোবিন্দদাস	.. ৫৬
কাহ্নক কলাবতি মরম	বসন্ত রায়	... ২২২৬	কালিন্দী-কানন	রাধামোহন	.. ২০০২
কাহ্নক শেষ-দশা শুনি যুগধিনি	রাধাবল্লভ	... ২২০	কালিন্দী-সলিল-কান্তি	রাধামোহন	.. ২৪৩৯
কাহ্নক শেষ দশা শুনি রাই	মোহন	... ৯৯	কালিন্দী কিনারে	অজ্ঞাত	.. ১৩৪৬
কাহ্নক শেষ মিলিত	মাধব দাস	... ২৮১২	কালিন্দী-তীর নিকুঞ্জক	বলরাম	.. ২০৩০
কাহ্নক সন্দেশে বেশ	গোবিন্দদাস	... ৩৬১	কালিন্দী-তীর সুধীর	গোবিন্দদাস	.. ১২৬৮
কাহ্নক সন্ধান পাই	রাধামোহন	... ২০০৩	কালিন্দীর এক দহে	মাধব	.. ১৫৮৭
কাহ্নক কহে শশি-মুখি	কবিশেখর	.. ২৭২৮	কালিন্দীর কূল বিকসিত	উদ্ধব	.. ১৫৬৫
কাহ্নক কুশলে পর-দেশ	জ্ঞানদাস	... ১৮৫২	কালিয়-দমন জগতে	গোবিন্দদাস	... ১০৫২
কাহ্নক নহ নিঠুর	গোবিন্দদাস	... ১৬২৫	কালিয়স্ত্র ফণ-রত্ন-	অজ্ঞাত	... ১৫৯২
কাহ্নক-পরিবাদ মনে	চণ্ডীদাস	... ৮৯৬	সংখ্যার পরে প্রক্ষিপ্ত		
কাহ্নক-প্রবোধ করি	বংশীবদন	... ৫৫১	কালিয়া বরণ হিরণ	চণ্ডীদাস	.. ১৩৫
কাহ্নক-বদন হেরি	গোবিন্দদাস	... ১৮৯	কালিয়ার রূপ মরমে	উদ্ধব	.. ৩৫
কাহ্নক বিরগ কথি লাগি	কবিশেখর	... ১৬১০	কালি হাম কুঞ্জে	গোবিন্দদাস	.. ১৬০৯
কাহ্নক-মুখ হেরইতে	বিদ্যাপতি	... ১৬১৯	কাহাঁ নথ-চিহ্ন	গোবিন্দদাস	.. ৪২৪
কাহ্নক থাই। কেলি	রাধামোহন	... ১৬৭৫	কাহারে কহিব কাহ্নর	"	.. ৬২০১২৩৮
কাহ্নক পিরিতি চন্দনের	চণ্ডীদাস	... ৮৭৭	কাহারে কহিব দুখ	ধ্বজ চণ্ডীদাস	.. ৮৪১
কাহ্নক পিরিতি মরমে	"	... ৮৭৯	কাহে গুন গৌর কিশোর	রাধামোহন	.. ১৫৯
কাহ্নক লাগিয়া লাগি	অনন্ত	... ৩৪৮	"	গোবিন্দদাস	.. ১৮৮২
কাহ্নক পাঠায়া বনে	শেখর	... ২৫৮০	কাহে কাহ্ন ঘন ঘন	জ্ঞানদাস	.. ২৪২
কাহ্নক সে জীবন	জ্ঞানদাস	... ৮৯৮	কি আনন্দ আজু	কৃষ্ণদাস	.. ১২৪৪
কান্দয়ে নিন্দুক সব	বৃন্দাবন	... ২২৮১	কি কব রাইয়ের	কবিরঞ্জন	.. ১১০৪
কান্দয়ে মহাপ্রভু	নয়নানন্দ	... ২১৮১	কি করব এ সখি	গোবর্দ্ধন	.. ১৪৭৫
কান্দিতে না পাই বজ্র	জ্ঞানদাস	... ৮১৩	কি করব গো-রদ	গোবিন্দদাস	.. ১৩৮০

পদ	পদ-কর্ত্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্ত্তা	পদ-সংখ্যা
কি করিব কোথা যাব	প্রেমদাস	... ৮৪২	কি বলিব বিধাতারে	চৈতন্তদাস	... ১৮৬৭
কি করিব কোথা যাব	বিদ্যাপতি	... ১৬০৩	কি বলিলা নন্দরাণী	অজ্ঞাত	... ১১৬৬
কি করিলা গোরাটান	পরমানন্দ	... ১৬৯৩	কিবা কহ নবদ্বীপ-চান্দ	রাধামোহন	... ১২৯৯
কি কহব অপক্লপ	বাসুদেব ঘোষ	... ২১৫০	কিবা রাতি কিবা দিন	বলরাম	... ৭৮৪
কি কহব মাধব কি করব	বিদ্যাপতি	... ১৮৮৫	কিবা সে কহিব ঐধুর	"	... ৬৮৪
কি কহব মাধব বুঝই	অজ্ঞাত	... ৭৯	কিবা সে কুণ্ডের শোভা	মোহন	... ২৫৭৯
কি কহব মাধব রাইক	কবিশেখর	... ১৭১৯	কিবা সে দৌহার রূপ	রায়শেখর	... ৯৮০
"	নন্দন	... ১৭৪২	কিবা সে মোহন বেশ	বলরাম	৭৯৩/৯২১
কি কহব রাইক চরিত	জ্ঞানদাস	... ৭২২	কিবা সে হস্তের গতি	অজ্ঞাত	... ২৮২৫
কি কহব রাইক লেহা	গোবিন্দদাস	... ১৮৮১	কি বুকে দাক্ষণ বেধ	চণ্ডীদাস	... ৮৭০
কি কহব রে সখি	কবিরঞ্জন	... ২৫৬	কি ভাব উঠিল মনে	লোচন	... ২১২৪
কি কহব রে সখি আজুক বাসুদেব ঘোষ	...	২৪৯	কি মধুর মধুর	হরিকৃষ্ণ দাস	... ৬০
কি কহব রে সখি আনন্দ বিদ্যাপতি	...	১৯৯৫	কিমু চন্দ্রাবলি	রূপ গোস্বামী	... ৫৬৪
কি কহব রে সখি ইহ ছুখ	"	... ৮৩১	কি মোর এ ঘর	অজ্ঞাত	৮৪৭/৯৩৫
কি কহব রে সখি কহইতে	"	... ২৩৯	কি মোহন নন্দ-কিশোর	জ্ঞানদাস	... ২৪৫৬
কি কহব রে সখি কেলি-	"	... ১০৯২	কি মোহিনী জান বহু	দ্বিজ চণ্ডীদাস	... ৮০৫
কি কহব রে সখি তোহার	শেখর	... ২৫২৩	কিয়ে অপক্লপ ঝুলন	উদ্ধব	... ২৬২৫
কি কহব রে সখি রজনিক	বিদ্যাপতি	... ২৩৭	কিয়ে কান্তি-দৈবত	রাধামোহন	... ২৬০৩
কি কহব রে সখি রজনিক	বাসুদেব ঘোষ	... ৭২৪	কিয়ে মনু দীর্ঘ	বিদ্যাপতি	... ১৯৪
কি কহব গো রস-রঙ্গ	গোবর্দ্ধন	... ১৪৫৯	কিয়ে শুভ দরশনে	অজ্ঞাত	... ২৭৪
কি কহলি কঠিনি	গোবিন্দদাস	... ৪৪১	কিয়ে সখি চম্পক	যজ্ঞনন্দন	... ১৬১২
কি কহসি মে'হে	বিদ্যাপতি	... ৪৩৮	কিয়ে হাম পেখলু	বাসুঘোষ	... ১১৫০
কি কহিব শত শত	বাসুঘোষ	... ২২৯২	কিয়ে হিমকর-কর	গোবিন্দদাস	... ২১৯
কি খেনে দেখিলু গোরা	কাম্বোজাস্ত	... ১১৭	কি রূপ দেখিলু মধুর	দ্বিজ ভীম	... ৩৪
কি ঘর বাহির	জ্ঞানদাস	... ৯২২	কি রূপ দেখিলু সই	অজ্ঞাত	... ৭৯৬
কি ছার পিরিতি	(মুরারি) গুপ্ত	... ১৬৯৯	কি লাগি ধুলায়	নরহরি	... ১৯০২
কিছু বৈল নাহে	বংশীবদন	... ১৩৫৬	কি লাগি বদন	বিদ্যাপতি	... ৫১১
কি জানি কি করে হিয়া	অজ্ঞাত	... ২২১৮	কি লাগিয়া আইলা	জ্ঞানদাস	... ১৪০১
কি না সে স্নেহের	নয়নানন্দ	... ২১০৩	কি লাগিয়া আমার	প্রসাদ	... ৩৯০
কি পুছহ সখি প্রেমের	চণ্ডীদাস	... ৬৭৫	কি লাগিয়া গৌর	জ্ঞানদাস	... ৩১২
কি পুছসি রে সখি	কবিরঞ্জন	... ৬৮০	কি লাগিয়া দণ্ড ধরে	বাসুঘোষ	... ২২২৯
কি পেখলু গৌর	রায়শেখর	... ২১৫৯	কি লাগিয়া মোর	নরহরি	... ৩০৭
কি পেখলু যমুনার	যজ্ঞ	... ১৪৭	কিশলয়-শয়নে শুতলি	নরোত্তম	... ৩২৪
কি বলিব আর বহু	যজ্ঞনাথ	... ৮০৮	কিশোর বয়স কত	বলরাম	... ১৪৬

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
কিশোর বয়স মণিকাঞ্চন	জ্ঞানদাস	২২৫	কুর্তি কিল কোকিল	রূপ গোস্বামী	১১১৩
কিসের লাগিয়া রাই	বল্লভ	৬০৩	কুলবতি কেই নয়নে	গোবিন্দদাস	৪৩৪
কি হেরিলু কদম্ব তলাতে	অনন্ত	১২৫	কুল-মরিষাদ-কপাট	"	২৮৮
কি হেরিলু নাগর	বসন্ত রায়	২৪৪৬	কুল-মরিষাদ রহল	ঘনশ্যাম	১৬২৬
কি হেরিলু স্তম্বর	"	২৪৮	কুলের বৈরী হইল	চণ্ডীদাস	৮৫৭
কি হৈল কি হৈল মোরে	চণ্ডীদাস	২২৬	কুসুম-আসন হেরি	নরোত্তম	১২৭৫
কী ফল পরিচয়	রাধামোহন	১৬৭৭	কুসুম ভরে নব-	বলরাম	১৪২০
কীরক মুখে গুনি	গোবিন্দদাস	২৮৬৩	কুসুম-শেজ পর	জ্ঞানদাস	২৭৪৬
কীর্তন মাঝে	নয়নানন্দ	২০৭০	কুসুমাবলিভিক্রপস্কর	রূপ গোস্বামী	৩৫৭
কীর্তন রসময়	রাম	২৩০৯	কুসুমিত কানন হেরি	বিদ্যাপতি	১৯০০
কুচ পর হাত	হরিবল্লভ	১৯০	কুসুমিত কানন হেরি	রাধামোহন	৩৮
কুচযুগ চাকর	বিদ্যাপতি	১০৯৯	কুসুমিত কুঞ্জ কলপতরু-	গোবিন্দদাস	২৪২২
কুঞ্চিত-কেশিনি	গোবিন্দদাস	২৭০	কুসুমিত কুঞ্জ কলপতরু-	শেখর	২৭৯৬
কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল	"	১৮২৩	কুসুমিত কুঞ্জহি কাতর	"	২৫২৮
কুঞ্জকুটীর কুসুম	জ্ঞানদাস	১২২৫	কুসুমিত কুঞ্জে	"	২৭২৩
কুঞ্জ-ভবনে ধনি	গোবিন্দদাস	১৯৩৭	কুসুমিত বৃন্দাবনে	নরোত্তম	৩০৭৪
কুঞ্জ-ভবনে নব	বৈষ্ণবদাস	৩০৮১	কুসুমিত মধুবন	জ্ঞানদাস	১৩০১
কুঞ্জহি ভেটল নাগর	জ্ঞানদাস	৮০০	কুসুমে খচিত	বলরাম	২১৬৪
কুঞ্জে স্তম্বর	শেখর রায়	২৭৯২	কুঞ্জ-কাঞ্চী-কটক-	অজ্ঞাত	২৮২১
কুটিল-কটাক-বিশিখ	গোবিন্দদাস	৭০৫	কৃষ্ণ কৃষ্ণ কমলেশ	গোকুলদাস	২৯৭৫
কুটিল কুস্তল কুসুম-	"	২৪৩২	কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা	বাসু বোষ	৫২৫
কুটিল মামবলোক্য	রূপ গোস্বামী	৭২	কৃষ্ণ-লীলামৃতসার	কৃষ্ণদাস (কবিরাজ)	৩০৪১
কুণ্ডে দিনান কয়ল	মধুসূদন	২৮৫৬	কৃষ্ণের আদেশ পাঞা	মাধব	১২৪৯
কুন্দ-কুন্দ-গজ-	কবিশেখর	১০২৭	কৃষ্ণ: শ্রীমান্	অজ্ঞাত	২৮১৯
কুন্দ-কুসুমে ভর	গোবিন্দদাস	৩৫৫১৫৩	কেনে কৈলু পিরিত্তি	বিজ্ঞ চণ্ডীদাস	৯৫৬
কুন্দন-কনক কমল-	রায়শেখর	২১৬০	কেনে গেলাম জল ভরিবারে	জ্ঞানদাস	১২০
কুন্দন-কনক-কলিত	গোবিন্দদাস	২৪২৮	কেমনে গুনিলা নাম	মাধবী	১৪০
কুন্দন-কনক-কলেবর-	"	২২১৪	কেমনে বিনোদ নাগর	অনন্ত	২০১৯
কুন্দলতা আসি তবে	মাধব	২৬৭৯	কে মোরে মিলাঞা দিবে	বলরাম	১৬৪৫
কুন্দলতা সনে কথা	শেখর	২৫৮৫	কে যাবে কে যাবে বড়াই	বাসু বোষ	১৩৬৯
কুবলয়-কন্দল-কুসুম-	গোবিন্দদাস	২৪৩৭	কে যাবে কে যাবে ভাই	লোচন	২২০৩
কুবলয়-নীল-রতন-	"	২৪২৩	কে যাবে মধুরাপুর	অজ্ঞাত	১৭৩৭
কুবের পণ্ডিত অতি	বৈষ্ণবদাস	১১১৩	কেলি-কলানিধি	রাধামোহন	১৯২৫
কুরু যত্ননন্দ চন্দন-	অন্নমেব	২৭৩৬	কেলি-রস-মাধুরী	রূপ গোস্বামী	১৪২৭

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
কেলি সমাধি উঠল	নরোত্তম	... ১২৭৪	খেঁলত রাধা শ্রাম	উদ্ধব	... ১৪৪৪
কেশের বেশে ভুলিল	শ্রীসাদ	... ২০৮৫	খেঁলাতে হারিয়া শ্রাম	মোহন	... ১৪৪৬
কেহু কহে পরম	শ্রামদাস	... ২৩৫২	খেঁলা-রসে ছিলা	রায়শেখর	... ১৩৫৪
কৈছে চরণে কর-	ঘনশ্রাম	... ৪৩৯	খেঁলা সমাধিয়া	বিশ্বস্তর	... ১১৯৯
কৈছে চরণে কর-	বৃন্দাবন	... ৪৬৮	খেঁজতি ফিরতি	বলরাম	... ২৪৮৭
কৈছে স্তম্ভিণি	কৃষ্ণকান্ত	... ২৮৮২			
কো ইহ পুন পুন	ঘনশ্রাম	... ৩৫০		[গ]	
কো কহে অপরূপ ২৯১৪	গগনক চাঁদ হাথ	জ্ঞানদাস	... ৫০২
কো কহে আজুক	নয়নানন্দ	... ১৪৪৯	গগনহি এক চান্দ	ঘনশ্রাম	... ৩৮৪
কোথায় আছিল গোরা	বলরাম	... ২১১০	গগনহি নিমগন	গোবিন্দদাস	... ৯৯৪
কোথা যাও গোয়ালিনি	অজ্ঞাত	... ১৩৭২	গগনহি মগন মগণ ২৪৮৫
কোথা যাহ পরাণ রাখার	শঙ্কর	... ১৬২৮	গগনে অব ঘন	রায়শেখর	... ২৮৪
কোন বনে গিয়াছিল	দাস বলাই	... ১২১২	গগনে গরজে ঘন	অজ্ঞাত	... ৩৪৪
কোন বিধি সিরঞ্জিল	চণ্ডীদাস	... ৮৩৭	গগনে গরজে ঘন	বিদ্যাপতি	... ১৭০২
কোপহৃদয়ে মঝু	রাধামোহন	... ৪১০	গজেন্দ্র-গমনে নিতাই	দৈবকীনন্দন	... ২৩১৬
কোমল-শপি-কর-	রূপ গোস্থামী	... ১২৭৬	গজেন্দ্র-গমনে যায়	বলরাম	... ২২৯৮
কোরে রহিতে যো	গোবিন্দদাস	... ৬০৫	গদাধর-অঙ্গে পছ	মুরারি শুভ	... ২১২১
কোহেতে করিয়া রাগী	ঘনশ্রাম	... ১১৪৫	গদাধর নরহরি	যত্ননাথ	... ২১২৫
কোতুকে ছহ কুল-	অজ্ঞাত	... ২৬৭	গদাধর-মুখ হেরি	নয়নানন্দ	... ২১১৪
কৌরবমকুরসমাখ্যায়	ভাগবত-কার	... ১৬৩২	গমন অবধি তুয়া	নরনারায়ণ	... ১৯৪৪
ক নন্দ-কুল-চন্দ্রমাঃ	রূপ গোস্থামী	... ১৬৫০	গস্তুরা ভিতরে গোরা	নরহরি	... ১৬৪৩
ক্ষণেক রহিয়া চহিলা	চন্দ্রশেখর	... ১৮৫৪	গরজে গগনে মঘনে	ঘনশ্রাম	... ৩৩৯
ক্ষীরনিধি-জল মাঝে	বৃন্দাবন	... ২১৯০	গরবাহি হুন্দরি	রাধামোহন	... ১৩৪০
	[খ]		গলিত রক্ত-গিরি	সুন্দরদাস	... ১৩২৭
খঞ্জন-গঞ্জন চোচন	আত্মারাম	৬৩৬/২০০২	গলে গলে লাগল	জ্ঞানদাস	... ৫৬৪
খির সর মাখন	বংশীবদন	... ১৪২৪	গহন বিরহ-গহ	গোবিন্দদাস	... ৯১
খেণে খেণে কান্দি	রাধামোহন	... ১৬২৭	গাও রে গাও রে	কৃষ্ণদাস	... ১২৪৩
খেণে খনি রোই	শিবরাম	... ১৬২৬	গাবই সব মধুমা	বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও	
খেণে হাসয়ে	যত্ননন্দন	... ১৭৫		গোবিন্দ চক্রবর্তী ১৮০২—১৮১৩	
খেনে খেনে নয়ন	বিদ্যাপতি	... ৮৩	গায়ে হাত দিয়া	মাধব	... ২৫৬৮
খেলত না খেলত ৮০	গিরিধর লাগে	অজ্ঞাত	... ১৩২৬
খেলত ফাণ্ড গোরা	কৃষ্ণদাস	... ১৫৬৪	গিরিধর-কুঞ্জে	রাধামোহন	... ৬২৫
খেলত ফাণ্ড বৃন্দাবন-	গোবিন্দদাস	... ১৪৩৬	গিরিধর-রাজ	কৃষ্ণকান্ত	... ২৮৮৭
			গিরিধর সময়	মাধব ঘোষ	... ১৫৩৯
			গুণিগুণ করে গান	শেখর	... ২৬৯৬

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
গুরুজন-গঞ্জন	গোবিন্দদাস	... ১৮২০	গোপীগণ-কুচ-কুসুম	নটবর	... ২২৫০
গুরুজন জাগল	"	... ২৫১৮	গোবর্দ্ধন গিরিবর নিকটস্থি শেখর	"	... ২৭২১
গুরুজন-নয়ন-বিধুস্তন	"	... ২২০	গোবর্দ্ধন গিরিবর পরম নরোত্তম	"	... ৩০৬৩
গুরুজন পরিজন	কবিশেখর	... ২১৬	গোবিন্দ প্রদোষ-কালে	অজ্ঞাত	... ২৮৭৫
গুরুজন পরিজন ঘুমাওল	গোবিন্দদাস	... ২৮১৪	গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস	বলরাম	... ২০৬৭
গুরুজন পরিজন সব নির্দ	অজ্ঞাত	... ৬৪৭	গোবিন্দ-মুখারবিন্দ	শ্রদাস	... ১০৮৬
গুরুজন-বচনে পাজর	অজ্ঞাত	... ৮৬৪	গোবিন্দের বাম অংসে	অজ্ঞাত	... ২৬১৩
গুরুজন মোহে কবছ	বনশ্রাম	... ১৬০৭	গোরখ জাগাই	গোবিন্দদাস	... ৩২৮
গুরুজন্যর জাগায়	জ্ঞানদাস	... ৮২৬	গোরা-অমুরাগে নে র	বাসুদেব	... ৭৪৭
গুরু ছুর বঞ্চ	গোবিন্দদাস	... ১০১৪	গোরা-অবতারে বার	পরমানন্দ	... ২২০২
গুড়-রূপে রাম	বৃন্দাবনদাস	... ২৩১২	গোরা-গুণ গাও	বাসুদেব	... ২১৮৫
গৃহ-কাজ করি তাহে	বাসু (বোষ)	... ২১৭৫	গোরা-গুণে আছিল	বল্লভ দাস	... ২২৮১
গৃহে গুরুজন	জ্ঞানদাস	... ২৫৮	গোরা-গুণে প্রাণ কান্দে	বাসুদেব বোষ	... ২২৮০
গৃহে রাখা ঠাকুরাণী	উদ্ধব	... ২২০৮	গোরা গেলা পূর্কদেশে	গোবিন্দ বোষ	... ১৫২৭
গেলি কামিনি	বিদ্যাপতি	... ৫৭	গোরাচাঁদ কিবা তোমার	"	... ১০২৯
গোকুল ছোড়ি যবছ	পুরুষোত্তম	... ১৭৫৪	গোরাচাঁদ নাচে মোর	অজ্ঞাত	... ২০৭৪
গোকুল নগরে ইস্র-পূজা	চণ্ডীদাস	... ৬৪০	গোরাচাঁদ ফিরি চাহ	বৈষ্ণবদাস	... ৩০১২
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে	"	... ৬৪৪	গোরাচাঁদে দেখিয়া	ষহ	... ৮৫২
গোকুল নগরে ভ্রমরে	পুরুষোত্তম	... ১৭৫৬	গোরা-তমু ধলায়	পরমানন্দ	... ২১২০
গোকুল-বকো	অজ্ঞাত	... ২৪৮০	গোরা নাচে নব নব	লোচন	... ২১০৫
গোকুলে দেব-দেয়ানিনি	শেখর	... ২৪০	গোরা নাচে প্রেম-	বাসুদেব	... ২০৭২
গো-খুর-ধূলি	গোবিন্দদাস	... ১৩১৮	গোরা নাচে শচীর জ্বালায়	"	... ১১৬১
গোঠি মাঝি কবল	"	... ২৫৪৫	গোরা পছ না ভজিয়া	বল্লভ	... ২২৮৬
গোঠে আমি যাব	বলরাম	... ১২১৭	গোরা পছ বিরলে বসিয়া	নরহরি	... ৪২১
গোঠে গো চর	গোবিন্দদাস	... ১৩০৭	গোরা পছ বিরলে বসিয়া	শ্রমদাস	... ৪৮৫
গোঠে প্রবেশ করায়ল	"	... ১৩২০	গোরা মোর দয়ার	পরমানন্দ	... ২১১২
গোঠে বিজই ব্রজ	"	... ১৩০৬	গোরা মোর বড়ই	ষহ	... ২১০১
গোঠে বিজই ব্রজ-	অজ্ঞাত	... ১৩৮২	গোরা-রূপ দেখিবারে	বাসু বোষ	... ২১৭৩
গোঠেরে সাজল	যাদবেশ	... ১১৯২	গোরা-রূপ লাগিল নয়নে	"	... ১৯৯১৬
গোধন সঙ্গে রঙ্গে	গোবিন্দদাস	... ১৩০৯	গোরা-রূপ সদাই	গোবিন্দদাস	... ২১৩৪
গোধূলি-ধূসর শ্রামর	মাধব দাস	... ২৮০৫	গোরা-রূপে কি দিব তুলনা	বাসুদেব	... ১১৩৭
গোপ-কুমার-	রামানন্দ রায়	... ১৮১	গোলোক ছাড়িয়া পছ	গোবিন্দদাস	... ২২৪৭
গোপাল নাকি যাবে	অজ্ঞাত	... ১১৭৬	গোড় দেশে রাত ভোমে	উদ্ধবদাস	... ২৩৭৫
গোপালে সাজাইতে	বনরাম	... ১১৮১	গোর-কলেশ্বর	জগদানন্দ	... ১০৩৩

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
গৌর কিশোর পুরুষ-	জগন্নাথ	... ১২১৬	গৌরাজ-বিরহে সডে	প্রেমদাস	... ২২৮২
গৌর গদাধর	যহ	... ২১৮২	গৌরাজ রসের নদী	শেখর	... ২১৯৮
গৌর-গরবে হাম	অজ্ঞাত	... ২২৭৪	গৌরাজ-কাব্য-রূপে	জয়নানন্দ	... ২৯০৭৮৭
গৌর-গোবিন্দ-গুণ	বৃন্দাবন	... ২১৮৭	গৌরাজসুন্দর নট-	যজ্ঞনন্দন	... ২০৯২
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ	প্রেমদাস	... ২২৯৩	গৌরাজসুন্দর নাচে	বৃন্দাবন	... ১৫১৪
গৌর-দেহ স্ফটিক	সিংহভূপতি	... ১০৮০	গৌরাজসুন্দর প্রেমে	মাধব	... ১৫৮৬
গৌর-শ্রিয় গুণ-মণি	নরহরি	... ২৩৭১	গৌরাজের ছটি পদ	নরোত্তম	... ২২০৫
গৌরবরণ তনু শোহন	গোবিন্দদাস	... ১৩২	গৌরাজের সহচর ২৯৭৯
গৌরবরণ তনু সুন্দর	যজ্ঞনাথ	... ২১৮০	গৌরি-আরাধন ছল	রাধামোহন	... ৭৪৫
গৌরবরণ মণি-আভরণ	বলরাম	... ২১০৯	গ্রামহি জাবট	শেখর রায়	... ২৫৮৪
গৌর-বরণ হিরণ-কিরণ	গোবর্দ্ধন	... ১৪৫৪	[ঘ]		
গৌর-বরণ হেরিয়া	চন্দ্রশেখর	... ২১৪৮	ঘন ঘন চূষন	যজ্ঞনন্দন	১৩১৩। ২৭৮৮
গৌর-মনোহর নাগর-	বলরাম	... ২১১৩	ঘন মুরলী-ধ্বনি	গোবর্দ্ধন	... ১৪৬১
গৌরসুন্দর পরম	গোবর্দ্ধন	... ১৫৭৩	ঘন রসময়-তনু	গোবিন্দদাস	... ৭০৪
গৌরসুন্দর পছ	বলরাম	... ২২৪৪	ঘন-শ্রামর-তনু ১৯১৪
গৌরসুন্দর মোর	নরহরি	... ৮৫৩	ঘর হেন নহে মোর	জ্ঞানদাস	... ৯৪৭
গৌরাজ কে জানে ২২৯৩	ঘরে আইল নন্দলাল	অজ্ঞাত	... ২৮০৪
গৌরাজ-চরিত আজু	অজ্ঞাত	... ১৯৪৬	ঘরে ঘরে উকটিতে	ঘনরাম	... ১১৬৭
গৌরাজ-চরিত কিছু	বিশ্বস্তর	... ৭৪৩	ঘরের বাহিরে	চণ্ডীদাস	... ২৯
গৌরাজ-চাঁদের শ্রিয়	বৈষ্ণবদাস	... ১৭	ঘুচাও ঘুচাও আরে	বংশীবদন	... ৫৭৮
গৌরাজচাঁদের ভাব	নরহরি	... ৮৩২	ঘূমে আলাপয়ে	গোবিন্দদাস	... ১৮৩০
গৌরাজচাঁদের মনে	চৈতন্যদাস	... ১১৬৯	ঘোর-তিমির অতি	ঘনশ্রাম	... ৪২১
গৌরাজচাঁদের মনে	বাসুদেব	... ১৩৬৮	[চ]		
গৌরাজচাঁদের মনে ২৬৬৮	চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি	অজ্ঞাত	... ২৩৮৮
গৌরাজ ঝাট করি	মাধবদেব	... ২২৭৮	চণ্ডীদাস শূনি ২৩৮৯
গৌরাজ ঠেকিল পাকে	নরহরি	... ২১২২	চতুর রত্নিনী রাই	শেখর	... ২৫৮৬
গৌরাজ তুমি মোরে	বাসুদেব	... ৩০০৭	চন্দন-চরচিত বিরচিত	মাধব	... ১৫৩৫
গৌরাজ নহিত ২৩৪৫	চন্দন-চর্চিত-নীল-	জয়দেব	... ২০২৮
গৌরাজ পতিত-পাবন	চন্দন চান্দ কুসুম	জ্ঞান (দাস)	... ১২৮৩
অবতারা	গোবিন্দদাস	... ২১৮৪	চন্দ্রবদনি ধনি	রঘুনাথ দাস	... ২৪৬৭
গৌরাজ পতিত-পাবন	চন্দ্রাবলি সঞ্চে বিলসই	যজ্ঞনন্দন	... ২০৩৩
তুলা নাম	বল্লভদাস	... ৩০০৯	চপলহি নন্দ-নন্দন	অজ্ঞাত	... ১১৫৩
গৌরাজ পাতকী উদ্ধার ৫০০২	চম্পক-দাম হেরি	গোবিন্দদাস	... ৮৯
গৌরাজ বলিতে হবে	নরোত্তম	... ৩০৪৬			

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
চম্পক সোন-কুসুম	গোবিন্দদাস	... ৩	চির দিনে গোরাচাঁদের	কৃষ্ণদাস	... ২০১৮
চরণ-নখ রমণি	বিদ্যাপতি	... ৪৫২	চির দিন মৌলন	রাধামোহন	... ১৯৯০
চরণে লাগি হরি	গোবিন্দদাস	... ৪৩৬	চির দিনে মৌলল	বলরাম	... ১৭০৬
চলইতে গজ-পতি	জ্ঞানদাস	... ১৩৫৬	চির দিনে সো বিহি	বিদ্যাপতি	... ২০২১
চলইতে চাহি চরণ	"	... ৫১৮	চিকণি করে ধরি	কবিশেখর	... ৬৬৭
চল চল মাধব	অনন্ত	... ৪১১	চিকণি নিরখি চমকিয়া	বলরাম	... ২৫০০
চলত রাম সুন্দর	নদীর মামুর	... ১৩২৯	চীত-চোর গৌর-অক্ষ	গোবিন্দদাস	... ২১১২
চল দেখি গিয়া	বাসুদেব	১৭৩১২১৭৬	চীত-চোর গৌর মোর	বাসুদেব	... ৩৪১
চলল সুনাগর	যত্ননন্দন	... ২০৫২	চীরক পবনে ধনি	কবি শেখর	... ২৭২৪
চললহি মন্দিরে	গোবিন্দদাস	১০৯১১২৭১১	চুড়ক চুড় ময়ূর-	গোবিন্দদাস	... ৭৪
চললি নিতম্বিনি সখিগণ	মোহন	... ২০২৬	চুয়া চন্দন বন্দন	মাধব	... ১৫৩৪
চললি নিতম্বিনি যমুনা	কবিশেখর	... ৬১৪	চেতন পাইয়া গোরা	অজ্ঞাত	... ১৬৬৩
চললি রাজপথে	গোবিন্দদাস	... ১৩৩৩	চেতন পাইয়া তাই	"	... ১৮৭৫
চলিতে না পার	জ্ঞানদাস	... ৬৭৩	চৈতন্য আদেশ পাইয়া	প্রেমদাস	... ২২৬৩
চলিতে না পারে	শেখর	... ২৭০৭	চৈতন্য কলপতরু	উদ্ধব	... ২০৭২
চলিলা নাগর-রাজ	নরেন্দ্র	... ৩২২	চৈতন্য নিতাই	অজ্ঞাত	... ১৫৪৮
চলিলা নীলাচলে	প্রেমদাস	... ২২৩৮	চৌদিকে চকিত নয়নে	গোবিন্দদাস	... ২২৭
চলিলা রাখালগণ	অজ্ঞাত	... ১২৩০	চৌদিকে চাক্র অঙ্গনা	বিদ্যাপতি, রাধামোহন	১২৭১
চলু গজ-গামিনি	গোবিন্দদাস	... ৯৯৯	চৌদিকে ব্রজ-বধু	মাধব	... ১৫৪০
চলু নব-নাগরি-মালা	অজ্ঞাত	... ৯৭৪	চৌদিকে ভকতগণ	দেবকীন্দন	... ১৫৩১
চলে নিতাই প্রেম-তরে	বৃন্দাবন	... ২২৯৫	চৌদিকে মহাস্ত মেলি	যত্ন	... ১৫৪৭
চাঁচর চিকুর-চুড়ে	গোবিন্দদাস	... ২৪২৫	চৌদ ভুবন ভুবন তিন	আদি চণ্ডীদাস	... ২০২৪
চান্দ নেহারি	গোবিন্দদাস	... ২১৮	[ছ]		
চাঁদ-মুখে বেণু দিয়া	বলরাম	... ১২০৮			
চান্দ-বদনি তুহঁ	"	... ৫০৮			
চান্দ-বদন্তি ধনি চলু	অনন্ত	... ৩৫৫	ছল করি বাণি	গোপাল দাস	... ৩৯১
চান্দ-বদনি ধনি করু	বলরাম	... ১৪৯৬	ছলে দরশায়ল	জ্ঞানদাস	... ৭১৯
চাঁদর-ডামরি	বলরাম	... ২৪৬২	ছিত্র-জালে পূর্ণা	যত্ননাথ	... ৮২৪
চাহ মুখ তুলি রাই	জ্ঞানদাস	... ৪৪৬৫১৩	ছাড়িয়া ধরের আশ	বলরাম	... ৯১৭
চিকণ কালা গলায় মালা	গোবিন্দদাস	... ১৪৯	ছাড়ে ছাড়ুক পতি	"	... ৯৩২
চিকুর-তরঙ্গক-	রামানন্দ রায়	... ১০১৫	ছার দেশে বসতি	বিজ চণ্ডীদাস	... ৮৬২
চিকুরে চোরায়সি	গোবিন্দদাস	... ১৩৭৩	ছোড়ল অভরণ	বিদ্যাপতি	... ২০৩৮
চির চন্দন উরে	বিদ্যাপতি	... ১৬৭০	ছোড়ল অধময়	গোবিন্দদাস	... ১৯১১
চর দিন ছিল যোরে	অজ্ঞাত	... ১৯৯৮			

[জ]

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
			জয় জয় নিত্যানন্দ	কৃষ্ণদাস	... ৩০০৬
জাটলা আসিয়া ওবে	যহনন্দন	... ২৬৭৫	জয় জয় পণ্ডিত গোপাণ্ডি	শিবানন্দ	... ২৩৫৫
জাটলা কহয়ে বধুর ঠাঞি	শেখর	... ২৬৯৮	জয় জয় প্রভু	অজ্ঞাত	... ২৩৫৭
জাটলা-গমন-কথা	মাধব	... ২৬৭৪	জয় জয় বুধভাসু-তনি	উদ্ধব	... ১১৩৯
জাটলা ভুলিলা	শেখর	... ২৬৮৭	জয় জয় ব্রজেন-নন্দন	চৈতন্তদাস	... ১২৪৮
জাটলা শাপ ফুকরি	বিদ্যাপতি	... ৩৯৯	জয় জয় মঙ্গল-আরতি	বলদেব দাস	... ২৮৪২
জননী বিদায় করি	শেখর	... ২৫৭৩	জয় জয় মহাপ্রভু	কৃষ্ণদাস	... ২৮৪৭
জননীয়ে প্রবোধ বচন	প্রমোদদাস	... ২২৬৬	জয় জয় মোর গৌরাজ	অজ্ঞাত	... ৬১৬
জনম অবধি ঠৈতে	অজ্ঞাত	... ২৯৪	জয় জয় যতুকুণ-	গোবিন্দ দাস	... ১৯
জনমহি গৌরক গরবে	মাধব	... ২২৭৫	জয় জয় রাধে গোপাল	সালবেগ	... ২৯৭২
জয় অদভূত	বুদ্ধাবন	... ৬	জয় জয় রাধে জী	মনোহর	... ২৮৭০
জয় অট্টমত-দয়িত	শ্রামদাস	... ২৩৫০	জয় জয় রাম কানাই	অজ্ঞাত	... ১২১৫
জয় গৌরচন্দ্র সর্ব-	অজ্ঞাত	... ৫০৮৭	জয় জয় রূপ	মাধো	... ২৩৬৫
জয় জগ-তারণ	গোবিন্দদাস	... ৪	জয় জয় শচি-নন্দন	রাধামোহন	... ২৬১৯
জয় জগন্নাথ শচীনন্দন	বুদ্ধাবনদাস	... ২৩৪০	জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত	,,	... ৩০০৫
জয় জয় অতিশয়	বৈষ্ণবদাস	... ৯	জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-নাম	গোবিন্দদাস	... ২৩৩৫
জয় জয় অষ্টম আচার্য্য	লোচন	... ২৩৪৯	জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-নাম		
জয় জয় অষ্টম আচার্য্য	অজ্ঞাত	... ১১১৫		সার রাধামোহন	... ২৯৯০
জয় জয় কলরব	বাসুদেব বোষ	... ১১২১	জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত সর্বাশ্রয়	,,	... ৩০৯০
জয় জয় গুরু গোপাণ্ডির	নরোত্তম	... ২৯৫৮	জয় জয় শ্রীগুরু	বৈষ্ণবদাস	... ১
জয় জয় গোকুল-চন্দ	রাধামোহন	... ২৪১৮	জয় জয় শ্রীজয়দেব	রঘুনাথ দাস	... ২৩২৭
জয় জয় গোকুল-চন্দ	,,	... ২৪৪০	জয় জয় শ্রীনবদ্বীপ-	বৈষ্ণবদাস	... ৮
জয় জয় গৌরচন্দ্র	অজ্ঞাত	... সংখ্যা হীন	জয় জয় শ্রীল গদাধর	শিবাই	... ২৩৫৪
	(১৫৮৫ সংখ্যক পদের পরে)		জয় জয় শ্রীল রাম	গোবিন্দদাস	... ২৪০৭
জয় জয় চণ্ডীদাস	নরহরি	... ১৪	জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস	,,	... ১০
জয় জয় জগ-জন-	গোবিন্দদাস	... ২০	জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস নরোত্তম		
জয় জয় জগন্নাথ	বাসুদেব বোষ	... ২১৯২		বৈষ্ণবদাস	... ১৮
জয় জয় জয়দেব	নরহরি	... ১৩	জয় জয় সীতানাথ	অজ্ঞাত	... ৩০৮৯
জয় জয়দেব কবি	বৈষ্ণবদাস	... ১৫	জয় জয় সুন্দর শ্রাম	রাধামোহন	... ২৪৩৮
জয় জয় ধ্বনি	শিবাই	... ১১৩২	জয়তি জয় বুধভাসু-নন্দি	বলরাম	... ২১
জয় জয় নন্দ-নন্দন	রাধামোহন	... ২৪৩৫	জয়তি জয় বুধভাসু-নন্দি	গোবিন্দদাস	... ২৪৬৬
জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ	বংশী	... ২৬	জয় নাগর-বর	মাধব	... ২৬৬৫
জয় জয় নিত্যানন্দ	মনোহর	... ৭	জয় পছ শ্রীল সনাতন	মনোহর	... ২৩৬৬

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
জয় প্রেম-ভক্তি-দাতা	রাধাবল্লভ	... ২৩৮০	জীবের ভাগ্যে অমনী	লোচন	... ২৩৪১
জয় ভট্ট রঘুনাথ	"	... ২৩৬৮	জ্যোত পঙ্ক নয়নে	গোবিন্দদাস	... ১৯১২
জয় রাধা গিরিবর-ধারি	কৃষ্ণদাস	... ২৮৬১	জ্বালায় উপর জ্বালা সহ	লোচন	... ২৫৫
জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ	"	... ২৮৬০	[বা]		
জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে	অজ্ঞাত	... ২২৫৯			
জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে	গোপালদাস	... ২২১৭	ঝঙ্কর বন ভরি	বলরাম	... ২৪৮৯
জয় রাধে শ্রীরাধে	কৃষ্ণদাস	... ২৮৫৯	ঝর ঝর জলধর	গোবিন্দদাস	... ১৭৪১
জয় রে জয় রে গোরা	নয়নানন্দ	... ২	ঝর ঝর বরিধে	শেখর	... ৯৮৫
জয় রে জয় রে জয়	গোবিন্দদাস	... ১১	ঝর ঝর লোচন	নৃপ কবিশেখর	... ১৭৫৯
জয় রে জয় রে জয়	বৃন্দাবন	... ১৫৭৮	ঝাঁপল উতপত	গোবিন্দদাস	... ১৬০১
জয় রে জয় রে শ্রীনিবাস	উদ্ধব	... ৩০৯২	ঝাঁপল কনক-ধরধর	ঘনশ্রাম	... ২০১০
জয় শচি-নন্দন	রাধামোহন	... ২৬৮০	ঝাঁপল দিনমণি	রাধামোহন	... ৯৯৫
জয় শচীনন্দন জগ-জীবন	অনন্ত আচার্য্য	... ২২৮৫	ঝাঁপল বিরহ-মিহির	ঘনশ্রাম	... ২০২১
জয় সাধু-শিরমণি	মনোহর	... ২০৬৭	ঝুলত শ্রাম-গোরি	উদ্ধব	... ১৫৬২
জরভী যতন করি	শেখর রায়	... ২৫৪৯	ঝুলনা হইতে আশ্রিয়া	শেখর	... ২৬২৯
জল-কেলি-অবসানে	মাধবদাস	... ২৭৯০	ঝুলনা হইতে নাশিলা	বৈষ্ণবদাস	... ১৫৬৮
জল-কেলি গোরাচাঁদের	বাসুদেব ঘোষ	১১০৮, ২৬৪৬	ঝুলয়ে সুন্দর রসময়	নরহরি	... ১৫৬০
জল-কেলি সাধে	শেখর	... ২৬৪৮	ঝুলত সুখময় শ্রাম	"	... ১৫৬৩
জলদহি জলদ	গোবিন্দদাস	... ১০৭৩	ঝং ঝং কুর্কুৎ-	অজ্ঞাত	... ২৮২৩
জল-পান করি	শেখর	... ২৫৮৯	[ট]		
জলের জীব কান্দে	যত্ন	... ২১৪৭			
জানল ঘর পর	শেখর	... ২৭০৮	টারল হৈমেন শিশিরক	গোবিন্দদাস	... ১৭১৮
জানলি কান্ন গোপতে	বলরাম	... ২৪৯৬	টুটল রাইক মান	বংশী	... ৪৭৪
জানলু রে হরি	গোবিন্দদাস	... ৪২৫	[ঠ]		
জানিয়া কামিনী যামিনী	বলরাম	... ৩০৭১			
জান্ন-লম্বিত বাহু-যুগল	বৃন্দাবন	... ২১৪৭	ঠাকুর গৌরাক্ষ নাচে	বৃন্দাবন	... ২০৫৯
জাত্ম শুভ্রা কৃষ্ণ-পদ	বলরাম	... ২২৯৯	ঠাকুর পঙ্কিতের বাড়ী	কৃষ্ণদাস	... ২৩৫৮
জাঘুনদ-চয়	বাসুদেব ঘোষ	... ২০৮৭	ঠাকুর বৈষ্ণবগণ	নরোত্তম	... ৩০৯৪
জাঘুনদ-ভয়	গোবিন্দদাস	... ২২১৬	ঠাকুর বৈষ্ণব-পদ	"	... ৩০৯৫
জিনি কাদম্বিনি	শিবরাম	... ১৫১৮	[ড]		
জীবন চাহি বোধন	বিদ্যাপতি	... ৩৩১১০			
জীবনে নহো মুই	অজ্ঞাত	... ৯০৬	ডগদগ অরুণ উজাগরে	গোবিন্দদাস	... ৩৮০
জীবে এমন দয়া	কান্ন দাস	... ২২৪০	ডাকিয়া তখন	চৈতন্যদাস	... ১১৭১
জীবের ভাগ্যে অমনী	বৃন্দাবন	... ২০৯৪	ডালা হৈল রতনে পুরিত	অজ্ঞাত	... ১১৪৯

[ত]		পদ		পদ-বর্ত্তা	পদ-সংখ্যা
পদ	পদ-বর্ত্তা	পদ-সংখ্যা	তু বিহু অখময়	রায় চম্পতি ও	
ঢর ঢর সোণ	মোহন	... ২৩১৭		গোবিন্দদাস	... ৫৩১
ঢল ঢল কাঁচা	গোবিন্দদাস	... ১৫২	তুমি ত নাগর রসের	চণ্ডীদাস	... ৮১৬
ঢল ঢল সজল	"	... ৭৩	তুমি মোর নিধি রাই	বলরাম	... ২০০৫
চুঁড়য়ে সবহ সখীগণ	গোপীকান্ত	... ৫৯৮	তুয়া অঙ্গে পীতিম	রায় শেখর	... ২৫১৫
[ত]			তুয়া অপকৃপ রূপ	গোবিন্দদাস	... ১৫৮
তখন নাগিত আসি	রসিকানন্দ	... ২২২৪	তুয়া নামে ঐশ্য পাই	নরোত্তম	... ১২৪৫
তখনি বলিলুঁ তোরে	বংশীদাস	... ১২২	তুয়া পথ জোই	গোবিন্দদাস	... ১২১৪,
তছু ছুখে ছখী	মাধব বোষ	... ২২৭৬	তুয়া বিনে কান	ঘনশ্যাম	... ৫৩৭
তস্তা থৈ থৈ	শেখর	... ২৭১৭	তুয়া মুখ চাঁদ	রাধামোহন	... ১০৪৩
তহু ঘন-গঞ্জন	গোবিন্দদাস	... ২৪২০	তুয়া রূপ জগ-জন	"	... ১৬৮
তহু তহু মীলনে	"	২৬৪১২৭৬৫	তুরিতহি স্মরনি	শেখর	... ৬১৪
তপত-কাঞ্চন-কান্তি	"	... ৭৮৮	তুলসী আসিয়া	অজ্ঞাত	... ২৫২২
তপনক তাপে	কবিশেখর	... ১৩১০	তুলসী কহল	মাধব	... ২৭৭৮
তব কথাযুতং	ভাগবত-কার	... ১২৬৩	তুলসী চতুরা কহয়ে	শেখর	... ২৭৭৭
তব চঞ্চল-মতি	রূপ গোস্বামী	... ৫৩৩	তুলসী-বচনে সব	"	... ২৫২৫
তবে নন্দ শীঘ্র	চৈতন্তদাস	... ১১৭২	তুই গুণ-মঞ্জরি	শ্রীনিবাস	... ৩০৭৩
তবে রাই সখী মেলা	যছনন্দন	... ২৮৬৭	তুই না পরশ যদি	কবিশেখর	... ৩৮২
তবে সব সখীগণে	অজ্ঞাত	... ২৫৩৪	তুই বিছুরলি গোরি	গোবিন্দদাস	... ১৭৩২
তরুণ অরুণ দিন্দুর	গোবিন্দদাস	... ১৯৬৩	তুই মনমোহন	কবিশেখর	... ১৬০
তরুণী-লোচন	রূপ গোস্বামী	... ১৩১৯	তুই যদি মাধব চাহসি নেহ	বিদ্যাপতি	... ৫২১
তরু তরু নব	গোবিন্দদাস	... ১৪৮২	তুই যদি মাধব চাহসি লেহ	ঘনশ্যাম	... ২০৫৬
তরু পর রৈয়া	উদ্ধব	... ৫৬৫	তুই রহ গরবিনি	গোবিন্দদাস	... ৫৪৮
তরু-মূলে রহি	বসন্ত রায়	... ২৯১৫	তুই রহ নিকরুণ	"	... ১২৩৬
তাতল সৈকত	বিদ্যাপতি	... ৩০১৬	তেজ মন হরি-বিমুখনক	মাধো	... ৩০৩৫
তা তা থৈ থৈ	কবিশেখর	... ২০৯১	তেজল গুরু-কুল	মাধব	... ১২২৯
তা ধিক্ তা ধিক্	অজ্ঞাত	... ২৮২৭	তেজ সখি কান্ধ	বলরাম	... ৩৬৭
তাপনি-তীর-তীর তরু	গোবিন্দদাস	... ১৮৯৬	তৈল হরিদ্রা আর	বাসুদেব বোষ	... ১৫৩৭
তাপে তাপিত তহু	রাধাবল্লভ	... ১৭২৫	তোড়ইতে কুসুম চলল	যছনন্দন	... ২৬০৭
তারে দেখি মনে সুখী	শেখর	... ২৭৯৭	তোমরা কি আর	অজ্ঞাত	... ২৩১
তাহারে বুঝাই সই	চণ্ডীদাস	... ৮৬০	তোমরা মোরে ডাকিয়া	চণ্ডীদাস	... ৮৪৩
তাঁই অগমন করল	গোবিন্দদাস	... ২৮৬৪	তোমাতে আমাতে যেমত	রসময়ী	... ৭৫৭
তিল এক নয়ন	কবিশেখর	... ১৯৪৮	তোমা না দেখিয়া শ্রাম	নরোত্তম	১৬৫৯১৯৫৯
তিল এক শয়নে	গোবিন্দদাস	... ৪৪০	তোমার করুণা বিনে	রাধামোহন	... ৩০৯৯

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
তোমার প্রেমে বন্দী	চণ্ডীদাস ...	৭৫৫	দশ দিশ নিরমল	শেখর ...	২৭৪৮
তোমার বদন	নটবর ...	১৩৬৬	দশমি-দশায় বিলাপয়ে	মোহন ...	১৯৬১
তোমার লাগিয়া বন্ধু	যত্ন ...	৮১৯	দাং ত্রিমিকি ত্রিমি	রামানন্দ ...	১২৭৭
তোমারে कहিয়ে সখি	রামানন্দ বসু ...	১৪৫	দানী কহে ফির ফির	বংশী ...	১৩৮৭
তোমারে বুঝাই বন্ধু	চণ্ডীদাস ...	৮১০	দানী দেখি কাঁপিছে	জ্ঞানদাস ...	১৩৭৬
তোমু আইঠা বড় মিঠা	উদ্ধব ...	১২০০	দাম শ্রীদাম স্নদাম	মাধব ...	২৫৪০
তোহারি কোর পর	গোবিন্দদাস ...	৫১৯	দামিনি-দাম-দমন	জগদানন্দ ...	১০৩২
তোহারি বিচ্ছেদ-ভরমে	" ...	১৬৮৪	দারুণ ঋতু-পতি	বিদ্যাপতি ...	১২২৭
তোহারি বিরহ-বেদনে	বিদ্যাপতি ...	৫৩০১২০৪৪	দারুণ সংসারের চরিত্র	অনন্ত ...	২২২৫
তোহারি বিরহময়	অজ্ঞাত ...	১৭৮	দারুণ দারুণ দগ্নিত-দুষণ	গোবিন্দদাস ...	১২০১
তোহারি বেদন	বিন্দু ...	৭১	দিন অবসান জানিয়া	শেখর ...	২৮০১
তোহারি মথুরা-গমন	উদ্ধব ...	১৭০২	দিনকর-কিরণ রহিত	রাধামোহন ...	১৯৮৯
তোহারি সঙ্কেত-কুঞ্জে	যত্নন্দন ...	৩৩৬	দিবস তিল আধ	বিদ্যাপতি ...	৪২৩
তোহারি সঙ্কেত-নিকুঞ্জে	অনন্ত ...	১৭৪৯	দিবস রজনী গুণ	দ্বিজ চণ্ডীদাস ...	৮৪৮
তোহারি হৃদয় বেনি-	গোবিন্দদাস ...	১৩৪২	দিবসে আন্ধার গোকুল	মাধব ...	১৫৮৮
ত্রিভুবন বিজাই	গোবিন্দদাস ...	১৩৯৩	হুই ভুরু কামের কামান	বলরাম ...	৭৮২
ত্রিভুবন-মনোহর	নরহরি ...	২২৪১	হুখিনোর বেথিত বন্ধু	" ...	৮১৭
স্বং কুচ-বালিত-	রূপ গোস্বামী ...	১০১৩	হুতি-যুখে শুনইতে	দ্বিজ হরিদাস ...	১২৯
[থ]			হুতি-যুখে শুনইতে	শিবানন্দ ...	১৮৫১
থরহরি কাঁপয়ে	রাধামোহন ...	৫১	হুন্সতি ডিঙিম মহরী	বৃন্দাবনদাস ...	১১২৬
থীর নয়নে ধনি	" ...	৩৭৩	হু বাহু পসারি	ঘনরাম ...	১১৬৪
থীর বিজুরি বরণ	চণ্ডীদাস ...	২৫৫	হুরজন-বচন শ্রবণে	গোবিন্দদাস ...	৫০৯
থো দিক্‌ স্রাং স্রাং	অজ্ঞাত ...	২৮২০	হুরতে আওন্ত নাগর-	শেখর ...	২৬৮৩
থোরি বয়স ধনি	রাধামোহন ...	১৬৫	হুরে কর বিরহিণি হুখ	গোবিন্দদাস ...	১৯৬৮
[দ]			হুহু অতি কাতর	পরমানন্দ ...	২৯০৬
দণ্ডবৎ হৈয়ত মার	গোপী ...	২৫৭২	হুইক বদন-শশী	কৃষ্ণকান্ত ...	২৯০১
দধি স্নত গোরসে	মোহন ...	১৩৮৪	হুইক বেয়াঙ্কুল হেরি	বলরাম ...	২৫০৩
দধি-স্নত-পসরা	জ্ঞানদাস ...	১৪১৮	হুইজন আঙল	গোবিন্দদাস ...	৯৯২
দধি-দহ-ধ্বনি	ঘনরাম ...	১১৫৭	হুইজন গুণিগণে	মাধব ...	২৮০৯
দয়া কর প্রভু মোরে	রাধামোহন ...	৩০০৪	হুই জন-নটন	শ্রামদাস ...	১২৮৯
দয়া কর মোরে নিভাই	কাঙ্করাম ...	২৩২১	হুইজন নিতি নিতি	গোবিন্দদাস ...	২৮৭
দরশনে নয়নে নয়নে	রাধামোহন ...	২৬০৫	হুইজন বিলসই	বল্লভ দাস ...	২৮৬২
দরশনে লোর নয়ন-	গোবিন্দদাস ...	২৩৩	হুইজন বেয়াঙ্কুল	যত্ননাথ ...	২০০৭
দলিত-নলিন-সম	বলরাম ...	২৪৯৪	হুই হুই নয়নে	বলরাম ...	১৪৮৬

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
ছ' ছ' পিরিতি	নয়নানন্দ	২০৬৯২৩৫৬	দেখ দেখ গোরা নট-রজ	নয়নানন্দ	... ২১০৬
ছ' দোহাঁ দরশনে উলসিত অজ্ঞাত	...	১০৫৭	দেখ দেখ গোরা নট-রায়	বাসুঘোষ	... ২১৪৩
ছ' দোহাঁ দরশনে প্লবিত নরোত্তম	...	৩২৩	দেখ দেখ গোরা-রূপ-ছটা	যজু	... ২৪০৮
ছ' দোহাঁ দরশনে ভাবে মাধব	...	২৭৮০	দেখ দেখ গৌরচন্দ্র	রাধামোহন	... ৬১৯
ছ' দোহাঁ শীগই	শেখর রায়	... ২৭৮১	দেখ দেখ গৌর প্রেম	"	... ২৪৮
ছ' প্রেম গুরু ভেল	বহুদানন্দ	... ২৬০৬	দেখ দেখ গৌরবর গুণধাম	"	... ১৬২
ছ' মুখ দরশনে	নরোত্তম	... ৫৮৪	দেখ দেখ জীব	রামানন্দ	... ২২৪৮
ছ' মুখ স্নানর	অনন্ত	... ২২৯	দেখ দেখ ঝুলত	উদ্ধবদাস	... ১৫৫৮
ছ' মুখ হেরইতে	রায় শেখর	... ২৬০৪	দেখ দেখ প্রীতম	আগরওরালি	... ২৮৩৪
ছ' রসময়-তনু	বিদ্যাপতি	... ৯১১	দেখ দেখ নব অভিসারিণি রাধামোহন	...	২৭২
ছ' রসে ভোর	রাধামোহন ৭৬২/১০৪৭/২৮১৫		দেখ দেখ নাগর-গৌর	গোবিন্দদাস	... ২১৩৫
ছ' রূপ লাগি	শেখর	... ২৭৫৪	দেখ দেখ পূর্ণতম	রাধামোহন	... ৩৩৩
দূতিকা বচন শুনি	গোবিন্দদাস	... ৪৪২	দেখ দেখ ব্রজেশ্বর-নেহ	"	১৩০৪/২৫৬৯
দূর কর মাধব	বলরাম	... ৪১৩	দেখ দেখ মোর নিত্যানন্দ	রাধাবল্লভ	... ২৩০৭
দূর সঞ্চে নয়নে	গোবিন্দদাস	... ৫২৭	দেখ দেখ রাধা-রূপ	অজ্ঞাত	... ২৪৭১
দূরই ছ' হেরি	রাধামোহন	... ১৩১২	দেখ দেখ সখি গোরা	বাসুঘোষ	... ২১৫৩
দূরই দূরে রহি	মাধব	... ২৬০২	দেখ না ছথানি অজ	অজ্ঞাত	... ৬৫৫
দূরে গেও মানিনি-মান	উদ্ধব	... ৪২০	দেখ নিতাইচাঁদের মাধুরী	লোচন	... ২৩২৯
দূরে গেল মানিনি-মান	বিদ্যাপতি	... ৫২৪	দেখ গাপি আষণ	ঘনশ্যাম	১৮১৫—১৮২৬
দূরে গেল যত বিরহ-বাধা	অনন্ত	... ২০২৩	দেখ ভাই আগম নিগমে	বিজ মাধব	... ২৩৩৯
দেখ অপরূপ চৈতন্ত-ছটা	মাধব	... ২৩২২	দেখ রাই কাছ সখি সনে	উদ্ধব	... ৫৭১
দেখ জীব অপরূপ	অজ্ঞাত	... ২৯১	দেখ রাধা মাধব ধারি	রাধামোহন	... ৪৫০
দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র	বাসু ঘোষ	... ১৫৫০	দেখ রাধা মাধব মেলি	গোবিন্দদাস	... ৬৪৮
দেখত বেকত গৌর	রামানন্দ	... ২১৬৩	দেখ রাধা-মাধব-রজ	বহুনাথ	... ৬০৪
দেখত বেকত গৌরচন্দ্র	গোবিন্দদাস	... ১০৬৩	দেখ রি সখি কঙল-নয়ন	গোপালভট্ট	... ১০৮৮
দেখ ছই ভাই	কৃষ্ণদাস	... ১৫৭৬	দেখ রি সখি শ্রাম-চন্দ্র	জ্ঞানদাস	... ১০৬৬
দেখ দেখ অদভূত	রামানন্দ	... ২১৬২	দেখ শচীনন্দন	রামচন্দ্র	... ২০৬৪
দেখ দেখ অপরূপ গৌর-	বলরাম	... ২২৮৬	দেখ শ্রাম গৌরি	উদ্ধব	... ১৪৭০
দেখ দেখ অপরূপ	মোহন	... ১৪৩৩	দেখ সখি অপরূপ	নন্দ	... ১৬৪৮
দেখ দেখ অপরূপ গৌরাজ	অনন্তদাস	... ২৩৩৭	দেখ সখি গৌরি	গোবিন্দদাস	... ১৫১০
দেখ দেখ অপরূপ গৌরাজ	চৈতন্তদাস	... ১২৪২	দেখ সখি গৌরচন্দ্র	শিবরাম	... ১৫৫১
দেখ দেখ ঝড়-রাজ	বাসুঘোষ	... ১৪২৫	দেখ সখি গৌর নওল	রাধামোহন	... ২৭৩০
দেখ দেখ গোঁকুল-মজল	রাধামোহন	... ২৪১৭	দেখ সখি গৌর পরম	"	... ৭৬
দেখ দেখ গোরাচাঁদ	জগদানন্দ	... ২১৮৩	দেখ সখি ঝুলত বিনোদ	অজ্ঞাত	... ১৫৫৫

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
দেখ সখি ঝুলন্ত যুগল	জগন্নাথ	... ১৫৫৪	ধনি ধনি রমণি শিরোমণি	গোবিন্দদাস	২০১৩১৭৪০
দেখ সখি ঝুলন্ত রাধা শ্রাম উদ্ধব	...	১৫৬১	ধনি সহজে রাজার ঝি	কাঙ্করাম	... ৩১১
দেখ সখি বরিনা-রঙ্গ	বিজ্ঞ নন্দ	... ১৭০৩	ধনি কুন্দলতা	শেখর	... ২৩৮৫
দেখ সখি হোর কিয়ে	বলরাম	... ৩৮০	ধন্য গোকুল ধন্য মথুরা	মাধো	... ২২৬৮
দেখ নাগর নদিয়ায়	বাসুদেব ঘোষ	... ২১৫৫	ধবল পাটের জোড়	লোচন	... ২১৪১
দেখি গোরা নীলাচল-নাথ	নরহরি	... ৭৯৯	ধবলাবলির মাঝে	অজ্ঞাত	... ২৫৪৪
দেখ দিন-অবসান	শেখর	... ২৬৮৪	ধরনী-শয়নে ঝরয়ে	গৌরীদাস	... ১৬১
দেখিয়া কুন্দলতা	"	... ২৫৪৭	ধরম করম গেল	চণ্ডীদাস	... ৮৮৬
দেখিয়া নাগর-শিরোমণি	মোহন	... ১৫৪	ধর ধর ধর	মুরারি	... ২২০৫
দেখিলে যতেক ছুখ	বলরাম	... ১৭০৮	ধরি নাপিতানী-বেশ	চণ্ডীদাস	... ৬০৭
দেখিলে কলঙ্কিনীর মুখ	চণ্ডীদাস	... ৮৪৪	ধরিয়া মায়ের কর	শেখর	... ২৫৬৭
দেখি সব সখিগণ	যত্ননন্দন	... ২০৫৮	ধরি সখি-অঁচর	গোবিন্দদাস	... ১০০
দেব আরাধন-ছলে	কবিশেখর	... ৬২৮	ধাইয়া আইল নন্দরাণী	ধনরাম	... ১২২৬
দেবী ভগবতী	যত্ননন্দন	... ২৫৩৮	ধাওল নদীয়া-লোক	বাসু ঘোষ	... ১৯৯১
দেয়াসিনী-বেশে	চণ্ডীদাস	... ৬৪১	ধাতা কাতা বিধাতার	চণ্ডীদাস	... ৮৫০
দোতকি বচন না শুনল	অজ্ঞাত	... ৫৫৫	ধাতু প্রবাল-দল	বংশী	... ১১৫৪
দোতি-বচন শুনি			ধায়ল বিরহিণি	চম্পতি	... ১৬৬৪
বিদগধ-শিরোমণি	শিবরাম	... ১৬১৮	ধাঁ ধাঁ ছক্ ছক্	অজ্ঞাত	... ২৮২২
দোতি-বচন শুনি			ধিক্ ধিক্ মাধব	বলরাম	... ২০৩২
রসিক-শিরোমণি	যত্ননন্দন	... ৪৬০	ধিক্ রহ জীবনে	চণ্ডীদাস	... ৮৩৪
দোলত রাধা মাধব	জ্ঞানদাস	... ১৪৫২	ধিক্ রহ নারীর	নরহরি	... ৮৩০
দোলা অতিশয় বেগ	উদ্ধব	... ২৬২১	ধিক্ রহ মাধব	বলরাম	... ৪১৬
দোহারী ছলছ ছলছ	বিদ্যাপতি	... ১১০৭	ধৈরজ না রহ	গোবিন্দদাস	... ১৯৬২
দোহে কহি দোহ অল্পরাগ	যত্ননাথ	... ৭৫৮	ধবজ-বজ্রাঙ্কুশ-	"	... ৩৭৯

[ধ]

ধন মোর নিত্যানন্দ	নরোত্তম	... ৩০৪২
ধনি কনক-কেশর-কাঁতি	অনন্ত দাস	... ২৪৬৯
ধনি কানড়-ছাঁদে	গোবিন্দদাস	... ২৪৬৮
ধনি-কোরে বিনদ	রাধাবল্লভ	... ৭৭৩
ধনি তুয়া কিসের গঞ্জনা	বসন্ত রায়	... ২৯৫১
ধনি ধনি কো বিহি	গোবিন্দদাস	... ১০৩৪
ধনি ধনি বনি অতিসারে	অনন্ত	২৯৭১০২৮
ধনি ধনি রমণি জনম ধনি	বিদ্যাপতি	... ৬১

[ন]

নওল কিশোর নওল	অজ্ঞাত	... ১৫২৪
নওল নওল নব	শিবরাম	... ১৫৫৭
ন কুঙ্ক কদর্থন-	রূপ গোস্বামী	... ৬৩১
নখ-পদ হৃদয়ে	গোবিন্দদাস	... ৪২৩
নটহি নটবর	অনন্ত	... ১২৮২
নটবর-ভদ্রী	গোবিন্দদাস	... ১৪৬৭
নটবর রসিক	বলরাম	... ২২৪৯

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
নদি বহে নয়নক	নৃপতি সিংহ	... ১৯৪০	নবদ্বীপ-চাঁদ চাঁদ	রাধামোহন	... ১৯৩২
নদিয়া-উদয়-গিরি	বুদ্ধাবন	... ১১২২	নবদ্বীপ-গগনে উয়ল	বলরাম	... ২১৯৬
নদীয়া নগরে গেলা	কামদাস	... ২২৬৪	নবদ্বীপ-চাঁদের আঁজি	রাধামোহন	... ১৯৬৯
নদীয়া-নাগরী	লোচন	... ২১৭৮	নবদ্বীপে উদয় করিলা	বাসুদেব	... ১৪৯৪
ননদি গো রহিতে	জ্ঞানদাস	... ৭১৪	নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ	কৃষ্ণদাস	... ২০৮৯
ননদিনি লো মিছাই	শিবরাম	... ৮৬৬	নব নব গুণগণ	গোবিন্দদাস	... ৯০২
নহুড়া-বদনি ধনি	বিদ্যাপতি	... ১৯৭	নব নাগরি নব নাগর	অনন্ত	... ১৫৬৮
নন্দ আদি গোপ	চৈতন্যদাস	... ১২৪৬	নব নীরদ-তনু	গোবিন্দদাস	... ২৪১৬
নন্দ-চুলাল বাছা	বলরাম	... ১২১০	নব-নীরদ-নীল	নৃসিংহ	... ১১৫৯
নন্দ-নন্দন গোপী-	গোবিন্দদাস	... ৫	নব বুদ্ধাবন নবীন	বিদ্যাপতি	... ১৪৩২
নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন	"	... ২৪১৯	নব মধুদাস কুম্ভ-ম-	জ্ঞানদাস	... ১৫১৫
নন্দ-নন্দন নিচয়	"	... ১৮৯৪	নবদ্বীপ-ধনি	গোবিন্দদাস	... ১০৬৫
নন্দ-নন্দন নীকে নাগর	রাধামোহন	... ২৪৪৫	নবদ্বীপ-জিনি ছাতি	অজ্ঞাত	... ২৬৫৯
নন্দ-নন্দন সঙ্গে	গোবিন্দদাস	... ১২৮০	নবীন কিশোরী সখী	"	... ২৬৪১
নন্দরাণি গো মনে	শিবাই	... ১১৭৮	নয়নক লোর ওর	ঘনশ্যাম	... ১৯২৭
নন্দরাণি বাছ	বলাই (বলরাম)	... ১২২১	নয়ন-পুতলী রাধা	যতনন্দন	... ২০৫০
নন্দ সুনন্দ বশোমতি	শিবরাম	... ১১২৯	নয়নং গলদশ্রদ্ধারয়া	শ্রীমদ্রহাঙ্গু	... ৩০৫৫
নন্দের নন্দন চতুর	বড়ু চণ্ডীদাস	... ১৯৯৩	সং পদের পরে প্রসিদ্ধ		
নন্দের নন্দন যার	অজ্ঞাত	... ১৫৪৫	নয়নক নীর	ঘনশ্যাম	... ১৩৮
নন্দের মন্দিরে আঁজু	চৈতন্যদাস	... ১১৭০	নয়ন-কোণের বাণে	বলরাম	... ৯২৮
নব অম্বরগ-ভরে	শ্রেয়দাস	... ৭২৮	নয়নে নয়নে থাকে	"	... ৬৮৩
নব অম্বরগিণি নব	গোবিন্দদাস	... ৭৫৯	নয়নের নীর নিকরে	অজ্ঞাত	... ৪৯২
নব অম্বরগিণি রাধা	বিদ্যাপতি	... ৯৭৬	নয়ন-বেগহি ছরমিত	কৃষ্ণকান্ত	... ২৮৯০
নব অম্বরগে ধরে	বলরাম	... ২৮০	নয়ন-নাথ অন্তরে	জগদানন্দ	... ৩০৩৮
নব অম্বরগে মিলল	শ্রেয়দাস	... ৯৭২	না কর না কর ধনি	চণ্ডীদাস	... ৩৯৪
নব অভিসারিণি	রাধামোহন	... ২৭৩	না কর না কর সখি	বিদ্যাপতি	... ২৫১
নব কুচে নথ	বিদ্যাপতি	... ২৫৪	না কর না কর মিছা	অজ্ঞাত	... ২৪৭
নব গোবোচন জিনিয়া	উজ্জব	... ২৪৭০	না কর না কর সখি	কামরাম	... ২০৪৭
নব ঘন কানন	গোবিন্দদাস	... ১৫৫২	না কর রে সখি	রসিক দাস	... ৫৪১
নব ঘন-কিরণ-বরণ	"	... ৬৯৫	নাগর অতি বেগে	উজ্জব	... ২৬২৩
নব ঘন জিনি তনু	উজ্জব	... ১২৩৫	নাগর আপনি হৈলা	চণ্ডীদাস	... ৬৪২
নব ঘন পুঞ্জ-পুঞ্জ	ধরনী	... ২৪৫৪	নাগর-নাগর-কেনি-	শেখর রায়	... ২৬৪২
নবঘন-শ্রাম	নরোত্তম	... ১৬৫৪	নাগর নাগরী সঙ্গে	উজ্জব	... ২৬৭০
নব-জলধর-তনু	অনন্ত	... ৭৭৮	নাগর নাচত নাগরি সঙ্গে	বসন্ত রায়	... ২৯২৯

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
নাগর নিকট সঞ্চে	ব্রজানন্দ ...	১২৭	নাচে শচীসুত	নরহরি ...	২০২৭
নাগর বিলম্বই গোপি-	বসন্ত রায় ...	২২২৭	না জানি কি জানি	বাহুবোষ ...	২২১০
নাগর সঙ্গে রঞ্চে	গোবিন্দদাস ...	৭৭১	না জানি কো মথুরা	গোবিন্দদাস ...	১৬০০
নাগরি নাগর অরুণ	উজ্জব ...	১৪৪৭	না জানি প্রেম-রস	বিদ্যাপতি ...	৬৪
নাগরি নাগর শ্যাম	জ্ঞানদাস ...	১২৮৫	না জানিয়া না শুনিয়া	বাহুবোষ ...	২৫০১
নাগরি নাগর সবগুণ-	কৃষ্ণকান্ত ...	২৮৮৬	না জানিয়ে গোরাচাঁদের	বাহুবোষ ...	১৪০৯
নাগরি নাগরি নাগরি	সালবেগ ...	২৪৭২	না জানিস প্রেম-মর্শ	কৃষ্ণদাস কবিরাজ ...	১৬৩২
নাগরি-বেশ হেরি	বংশী ...	৫৪৫	না দেখিয়ে রথ	রাধামোহন ...	১৬২৯
নাগরি-শেষ-দশা	গোবিন্দদাস ...	১৯৬৭	নানা থেলা খেলা	শিবাই ...	১২০১
নাচত গৌর নটবর	রামানন্দ ...	২০৬০	নানা দ্রব্য আয়োজন	বৃন্দাবন ...	২৪
নাচত গৌর রাস-	রাধামোহন ...	১২৫৪	নানা মত অন্ন-কোটি	অজ্ঞাত ...	১২৫০
নাচত গৌর সুনাগর	বলরাম ...	২০৬৬	নাপিতানী কহে শুন	চণ্ডীদাস ...	৬০৮
নাচত নগরে নাগর	রায়শেখর ...	২০৯০	না পুছ না পুছ সখি	জ্ঞানদাস ...	৬৬৮
নাচত নাগরি নাগর	শেখর ...	২৭১৬	না বাও নবীন কাণ্ডারি	বংশীবদন ...	১৪১৬
নাচত নীকে গৌর	কবিশেখর ...	২০৬৩	না বোল না বোল কান্থর	অনন্ত ...	৫৫৪
নাচত বুধভাঙ্গ-কিশোরি	অজ্ঞাত ...	১২৭৯	না বোল না বোল সখি	জ্ঞানদাস ...	৮৯৭
নাচত মোহন নন্দ-ভ্রুগাল	" ...	১১৬০	নামহি অকুর	গোবিন্দদাস ...	১৬০২
নাচত মোহন নন্দ-ভ্রুগাল	চুড়ামণি দাস ...	১১৪২	না মিলল সন্দরি	জ্ঞানদাস ...	৫০১
নাচত রসময় গৌর	রায়শেখর ...	২১০৭	না ঘাইয় না ঘাইয় রাই	বংশীবদন ...	১৩৬০
নাচয়ে গৌরাজ গদাধর-	নয়নানন্দ ...	২১৭৯	নায়া হে এখন	জ্ঞানদাস ...	১৪১৪
নাচয়ে গৌরাজ পহ	অজ্ঞাত ...	২২৯১	না রহে গুরুজন মাঝে	বিদ্যাপতি ...	১০৫
নাচয়ে চৈতন্ত চিন্তামণি	রামানন্দ বসু ...	২০৮২	নাহ-দরশ-সুখ	" ...	১২৫২
নাচিতে না জানি তসু	হরিন্দাস ...	৩০১৪	নাহি উঠল তিরে রাই	" ...	৭২১
নাচে গোরা প্রেমে	গোবিন্দদাস ...	২০৭৭	নাহি উঠল তিরে সবছ	গোবিন্দদাস ...	২৬৫০
নাচে নিত্যানন্দ ভুবন-	গতিগোবিন্দ ...	২৩১৮	নাহি উঠল তিরে সো খনি	বিদ্যাপতি ...	২১১
নাচে পহ কলধৌত-	মাধব বোষ ...	২২৮৯	নাহি উঠল ছহ	মাধব ...	২৭২১
নাচে বিশ্বস্তর সঙ্গে	নয়নানন্দ ...	২১০৪	নাহি উঠল দৌহে	গোবিন্দদাস ...	১১১১
নাচে রে নাগর	অজ্ঞাত ...	১২৮১	নাহি নাহি রে গৌরাজ বিনে দেবকীনন্দন	" ...	২২০৬
নাচে রে নাচে রে নিতাই	বৃন্দাবনদাস ...	১৫১৩	নিকুঞ্জ-মন্দিরে রাই	বলরাম ...	৫৯১
নাচে রে নাচে রে মোর	অজ্ঞাত ...	১১৫৮	নিকুঞ্জ-মন্দিরে শেজ	শিবরাম ...	৩৩০
নাচে রে ভালি	" ...	২০৮৩	নিকুঞ্জের মাঝে রাধা	" ...	২০০৯
নাচে শচীনন্দন দেখি	গোবিন্দ ...	১৫৪৯	নিজ অপরাধ মানি	জগদানন্দ ...	৪৪৮
নাচে শচীনন্দন ভকত-	লোচন ...	২২৫৮	নিজ কুল-গৌরব	ধনশ্রী ...	১৬৯৫
নাচে শচীর নন্দন	নয়নানন্দ ...	২০৭৩	নিজ-গৃহ তেজি	পুরুষোত্তম ...	১৮৬৮

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
নিজ গৃহে শয়ন করণ	গোবিন্দদাস	২৮১০	নিধুবনে শ্রাম বিনোদিনী	শেখর রায়	৩০০
নিজ গৃহে শয়ন করণ বধ	"	২৭৬১	নিম্নের আলসে	বৈষ্ণবদাস	৩০৮২
নিজ গৃহে সখী সঙ্গে	যহ্নন্দন	২৫৯০	নিপততি পরিতো	রূপ গোস্বামী	১৪৫০
নিজ নামাযুতে মস্ত	কান্দুদাস	২১১৭	নিভৃত-নিকুঞ্জ-গৃহং	জয়দেব	৩৪৭১২০০০
নিজ নিজ মন্দির ঘাইতে	মাধব ঘোষ	৬৬০	নিভৃত সুবল কথা	মাধব	২৫৭৪
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান অজ্ঞাত	"	৬৬২	নিগমন ছুঁজন	জ্ঞানদাস	৫৮৫
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান রাখামোহন	"	২৮৪৯	নিরঞ্জন গেলল বীণ	শেখর	২৭১৫
নিজ পতির বচন	বলরাম	৮১১	নিরঞ্জন ছুঁজন	উদ্ধব	২৭৬৪
নিজ পরসঙ্গ স্বপনে	জ্ঞানদাস	৬৮৫	নয়ণিত বাতহি	কৃষ্ণকান্ত	২৮৭৯
নিজ প্রতিবিম্ব রাই	উদ্ধব	৫৯০	নিরবধি মোর মনে	বাসুদেব	৭৭৭
নিজ মন্দির তেজি	গোবিন্দদাস	২৭৬৯	নিরবধি মোর হেন	অজ্ঞাত	৯৩৬
নিজ মন্দিরে ধনি বৈঠল	গোবিন্দদাস	২৭৭৫	নিরমল কুল-শিল	যহ্নন্দন	১৭০
নিজ মন্দিরে ধনি বৈঠলি	কান্দুদাস	৬৬৩	নিরমল গোরা-তম্বু	বাসুদেব ঘোষ	২৮
নিজ মন্দিরে ঘাই	গোবিন্দদাস	২৮৬৬	নিরমল-বদন-কমল-	গোবিন্দদাস	১৯২
নিজ-সখি-বদন	রাখামোহন	৪৫	নিরমল যমুনা-জল	অজ্ঞাত	১১৮৫
নিজালয়ে সখি সঞে	শেখর	২৬৭৮	নিরমল কো বিধি	নন্দন	১০৪৪
নিতাই করিয়া আগে	বল্লভ	২২৩৩	নিরুদ্ধে দৈত্যাঙ্কি	অজ্ঞাত	১৯৩১
নিতাই করুণাময়	হরিরাম	২৩০৩	নিরুপম কাঞ্চন-রুচির	গোবিন্দদাস	১০৫৪১২৪৫
নিতাই কেবল পতিত জনার	বাসুদেব	২৩১৪	নিরুপম কাঞ্চন-রুচির	রায় শেখর	২১৫৮
নিতাই গুণমণি	লোচন	৬১৮১২০০৮	নিরুপম সুন্দর গৌর-	রাখামোহন	১০৪৯
নিতাইচাঁদ দয়াময়	যহ্ন	২৫০০	নিরুপম ধেম-জোতি	গোবিন্দদাস	২০৭৫
নিতাই চৈতন্ত ছুই	অনন্ত রায়	২৩৩৭	নির্মল কাঞ্চন জিতল	রায় শেখর	২১৫৬
নিতাই চৈতন্ত দোহেঁ	কৃষ্ণদাস	২২৯১	নিশি নিহারি	গোবিন্দদাস	৭০
নিতাই-পদ-কমল	নরেন্দ্র	২৩২৩	নিশাচর ঘরে গেল	শেখর	২৫০৬
নিতাই মোর জীবন	লোচন	২৩২০	নিশি অবশেষে কোকিল	গোবিন্দদাস	২৭৫০
নিতাই রজিয়া মোর	প্রসাদ	২৭৮১২৩০৫	নিশি অবশেষে জাগি	শিবরাম	১১২৮
নিতি নিতি দেখিয়ে	জ্ঞানদাস	২২৮	নিশি অবশেষে জাগি সব	গোবিন্দদাস	২৪৭৮
নিতি নিতি ষাও	"	১৩৯৫	নিশি-অবশেষে সকল	যহ্নন্দন	২৫০৪
নিতাই নৌজুন পিরিতি	চণ্ডীদাস	৯১৩	নিশি অবসান ভেল	বসন্ত রায়	২৯০৫
নিত্যানন্দ সজ্জতি	মাধবী	২২৪০	নিশি অবসান শয়ন	উদ্ধব	২৮৩৮
নিদারুণ দারুণ সংসার	নরহরি	২৯৯৪	নিশি-অবসানে দাস	শেখর রায়	২৫৫৭
নিদে নির্দায়লি বালা	"	১৩৯৫	নিশি-অবসানে বৃন্দা	উদ্ধব	২৮৩৯
নিধুবনে রাখামোহন-	কবি শেখর রায়	২৫১১	নিশি-অবসানে সব	শেখর	২৫১৭
	যহ্নন্দন	২৫১১	নিশি দিশি জাগরি	গোবিন্দদাস	১৯৩৫

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
নিশি পরভাতে ভবে	শেখর	... ২৫৪৬	পঙ্কমিনি পুন পরবোধঙ	গোবিন্দদাস ...	৫৫৩
নিশি পরভাতে শেজ	উদ্ধব	... ২৯০৭	পদ্মা সখি সহ	গোবর্দ্ধন ...	১৪৭৭
নিখাস ছাড়িতে না দেয়	চণ্ডীদাস	... ৮৬৩	পনস পিয়াল চুতবর	উদ্ধব	... ১২৬০
নীরম-নয়নে নীর	গোবিন্দদাস	... ৬৭	পঙ্ক নেহারি বারি	গোবিন্দদাস ...	৩৬৬
নীরম-নীল-নয়ন	"	... ২৭১৩	পবনক পরশাই বিজলিত	কাহ্নরাম	... ৩০২
নীরস সরসিক-ঝামর	গোবিন্দদাস	... ১২২১	পরখি পেখলু	গোবিন্দদাস ...	১৭৪০
নীরাধিপ-ভূতা-রূপ	মাধব দাস	... ১৫৯৬	পরবশ দেহ খেহ	"	... ৪৬৫
নীল-কমল-দল	অজ্ঞাত	... ১৩৪৭	পরম করুণ পই	লোচন দাস	... ৩০৪৫
নীল পীত ধড়া	"	... ১১৮৭	পরম মঙ্গল-কন্দ	গোকুলানন্দ	... ২৩৫১
নীল বসন রতন	জুন্দর দাস	... ১৩২৮	পরম মধুর মুহু	রায়শেখর	... ১০৬৪
নীলাচল পুরে গভারাত	শ্রেয়দাস	... ১৮৫২	পরশ-মণির সনে	পরমানন্দ	... ৬৭২
নীলাচল হৈতে শটীরে	মাধবী দাস	... ১৮৫৩	পরশহি গদ গদ	রাধামোহন	... ১৩৪৪
নীলাচলে কনকাচল	গোবিন্দদাস	... ১৪৬৩	পরশিতে রাই-তুহু	মাধবী দাস	... ৭৭৬
নীলাচলে জগন্নাথ	বৈষ্ণবদাস	... ১৫৪৪	পরান কাম্বে বন্ধু	জ্ঞানদাস	... ৮০৯
নীলাচলে সব মরু	"	... ৩০৫৮	পরান-পির সখি	বিদ্যাপতি ও	
নীলিম মৃগমদে	গোবিন্দদাস	... ৯৮৯	পরান-বন্ধুকে অপনে	গোবিন্দদাস	১৬৭১
নুপুত্র-কলরব শুনহৈতে	রাধামোহন	... ১০৪২	পরিহর এ সখি	চণ্ডীদাস	... ৬৯৬
[প]			পরিহরি সো গুণ-	বিদ্যাপতি	... ১১১
			পরের রমণী	বনপ্রাণ	... ৪৬৬
			পর্কত-গভরে	চণ্ডীদাস	... ৮৬১
			পশ্চতি দিশি দিশি	অজ্ঞাত	... ১২৫২
			পশ্চ শটীতুত-	জয়দেব	... ৩৫৯
			পহিল বরস মোর	রাধামোহন	৩৭৮১৪২২
			পহিল সমাগম	বিদ্যাপতি	... ১৭১৪
			পহিলহি কুল তুল	গোবিন্দদাস	... ২৭৫
			পহিলহি চাঁদ করে	"	... ৭০৯
			পহিলহি পিরিত	জ্ঞানদাস	... ৪৯৬
পঞ্চদীপে নিরমজ্জন	মোহন	... ১২১১	পহিলহি মাঘ গৌরবর	"	... ৭০২
পঞ্চ-বরিশ-বরসাকৃত	বনরাম	... ১১৫২	পহিলহি রাগ নয়ন-	ভুবনদাস ১৭৮৯—১৮০০	
পঞ্চবাণ-ধারী	উদ্ধব	... ৮৫৪	পহিলহি রাধা মাধব	রায়ানন্দ রায়	... ৫৭৬
পচুত কীর অমিরা	মাধব	... ২৬৫৬	পহিলহি জুবদনি	গোবিন্দদাস	... ৫২
পতি অতি ছরমতি	গোবিন্দদাস	... ৬৩০	পহিলে পিরা মোর	মাধব	... ১৫৪১
পতিত চুর্গত দেখি	অজ্ঞাত	... ২২১৭	পহিলে শুনিলু অপক্লপ	অজ্ঞাত	... ২৭০
পতিত হেরি কান্দে	গোবিন্দদাস	... ২২১৩		উদ্ধব	... ৩২
পজাবলিমিহ	রূপ গোস্বামী	২৭০৫			
পথগতি নয়নে	কবিশেখর	... ২৫৫৫			
পথ ছাড় অহে কানাই	অজ্ঞাত	... ১৩৯৬			
পথে জড়াজড়ি	চণ্ডীদাস	... ১২৮			
পদ আধ চলত	বদরাম	... ২৫০৯			
পদউধ কাক	চণ্ডীদাস	... ১৫১২			
পদ-তলে তরুত	গোবিন্দদাস	... ৩০৪			

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
পছঁ করুণা-সাগর	অজ্ঞাত	... ১২১	পীন কঠিন কুচ	বিদ্যাপতি	... ৫১০
পছঁ বিজ্ঞ-রাজ-বর	গোপীকান্ত	... ২৩৮২	পুত্রমুদারমহুত	রূপ গোস্বামী	... ১১৩০
পছঁ মোর অষ্টত-মন্দির	শচীনন্দন	... ২২৩৭	পুন নাহি হেরব	জ্ঞানদাস	... ১৬৪৭
পছঁ মোর করুণা-সাগর	অজ্ঞাত	... ২২৪৬	পুন বৃন্দা-আজ্ঞা পাই	অজ্ঞাত	... ২৬৫৮
পছঁ মোর গৌরাজ	বৈষ্ণবদাস	... ৩০১৩	পুন সব যুরছলি	বিন্দু	... ১৬৬৭
পছঁ মোর গৌরাজ রায়	রামচন্দ্র	... ২১৮৬	পুন হরি নাগরি	কবিশেখর	... ২৭২০
পছঁ মোর নিত্যানন্দ	অজ্ঞাত	... ২৩১৩	পুরবে বাঞ্ছিত চূড়া	বাসু ঘোষ	... ২২৫৫
পাই অবসরে বসিলা	শেখর	... ২৫০৫	পুরুধ-রতন হেরি	কবিরঞ্জন	... ৯৬৪
পাইয়া বাঁশি নাগর	"	... ২৭৮৭	পুরুব-জনম-দিবস	জগমোহন	... ১১২৭
পাটীঘর পরি	বংশীবদন	... ৫৪৪	পুরুবহি শচিসুত	রাধামোহন	... ১৭৬
পাপ পরাণে কত	চণ্ডীদাস	... ৮৮৫	পুলকমুপৈতি ভরান্মম	রূপ গোস্বামী	... ৬৩২
পাপি মাঝে পছঁ	রামানন্দ	... ১৭১১	পুলক-বলিত অতি	গোবিন্দদাস	... ২২৫
পালকে শমন ঘুমে	চম্পতি	... ৭২৫	পুলকে পুরল তম্বু	"	... ১১৮২
পাল জড় কর	বলরাম	... ১২০৭	পুছমো এ সখি	বিদ্যাপতি	... ২৫০
পাল জড় করি	গোবর্দ্ধন	... ১২৪১	পুরবে গোবর্দ্ধন ধরল	জ্ঞানদাস	... ২৩১১
পাসরা না যায় আমার	অজ্ঞাত	... ২৩৪৪	পুরবে শ্রীদাম এবে	উদ্ধব	... ২৩৭৭
পাসরিতে নারি কালা	জ্ঞানদাস	... ২৫২৭	পূর্ণ সুখময় ধাম	স্বরূপ	... ১৫৭৪
পাসরিতে শরির হোয়ে	বিদ্যাপতি	... ৯৪৯	পূর্কীহুে দেখু মিত্র	যতনন্দন	... ২৮৫২
পিয়া-গুণ যে কহিলুঁ	অজ্ঞাত		পূর্কীহুে সখা মেলি	উদ্ধব	... ২৯০৯
৬৭১ সং পদের পরে প্রক্ষিপ্ত			পূর্কী যেই গোপী-নাথ	বিন্দুদাস	... ২২৫৩
পিয়া পরদেশে বেশ	জ্ঞানদাস	... ১৮৫৭	পেখলু গোবুদ-বসতি	ঘনশ্যাম	... ১৬৩৩
পিয়া-পরসঙ্গ রঙ্গ	বদন্ত রায়	... ২৯১৮	পেখলু রে সখি যুগল	গোবিন্দদাস	... ৭৬০
পিয়া সব আওব	বিদ্যাপতি	... ১৯৭৩	পৌখলি রজনী পবন	গোবিন্দদাস	... ৩২৬
পিয়ার কথা কি পুছসি	গোবিন্দদাস	... ৬৮৮	পৌগণ্ড বয়স শেষ	রাধামোহন	... ১০২
পিয়ার পিরিতে জাগি	জ্ঞানদাস	... ৭১৩	প্রকট শ্রীখণ্ড-বাস	উদ্ধব	... ২৩৭৬
পিয়ার ফুলের বনে	গোবিন্দদাস	... ১৬৫৫	প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ	বৃন্দাবন	... ১১২৪
পিরিতিক রীত কোন	"	... ৯৪০	প্রণতি করিয়া মায়	মাধবদাস	... ১১৮৩
পিরিতি পিরিতি কি রীতি	চণ্ডীদাস	... ৮৭৫	প্রথমে জননী-কোলে	বলরাম	... ২৯২৮
পিরিতি বলিয়া একটা	"	... ৮৯১	প্রথমে বান্দিয়া গাই	বলভদ্রদাস	... ৩০১১
পিরিতি বলিয়া এ তিন	বিজ চণ্ডীদাস	... ৮৭৪	প্রদোষে শ্রীব্রজরাজ-	অজ্ঞাত	... ২৮৭৪
পিরিতি বলিয়া এ তিন	"	... ৮৮৯	প্রহুন্নিত কনক-কমল	বিজয়ানন্দ	... ২২৪২
পিরিতিশ্রুতি কড়ু না	"	... ৮৭১	প্রভাতে সময়ে কাক	জ্ঞানদাস	... ১৭০৯
পিরিতি স্নেহের সাগর	"	... ৮৭২	প্রভাতে উঠিরা বরজ-	শেখর দাস	... ২৫৭
পীত-পটী হেম-কাঁঠি	নবচন্দ্র	... ১২৪০	প্রভাতে উঠিরা শ্রীদাম	পুরুষোত্তম	... ১৭৫৮

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
প্রভাতে জাগিল গৌরচন্দ্র	বহুনাথ	... ২৫১২	প্রোমে মস্ত নিত্যানন্দ	অনন্ত	... ২৩২৮
প্রভু কহে নিত্যানন্দ	বলরাম	... ২২৬১	প্রোমে মস্ত মহাবলী	গুপ্তদাস	... ২৩১৯
প্রভু গৌরচন্দ্র	বৈষ্ণবদাস	... ১৬	প্রোমের সাগর নয়ন-কমল	নয়নানন্দ	... ২১৭০
প্রভু মোর মদনগোপাল	নরোত্তম	... ৩০১৯	[ফ]		
প্রভু মোর ত্রিনিবাস	বীর হাথীব	... ২৩৭৮			
প্রভু হে এই বার	নরোত্তম	... ৩০৭৬	ফল লেহ ফল লেহ	ধনরাম	... ১১৪৭
প্রলয়-পর্যোধি-জলে	জয়দেব	২৩৯৫—২৪০৫	ফাণ্ড খেলত বর	গোবিন্দদাস	... ১৪৭০
• প্রাণনাথ কবে মোর	রাধামোহন	... ৩০৭০	ফাণ্ডনে পূর্ণিমা তিথি	জগন্নাথ	... ১১২০
	রামানন্দ বসু	... ৬৫৯	ফাণ্ডনে গণইতে গুণগণ	গোবিন্দদাস	... ১৭২১
প্রাণনাথ কুপা করি শুন	রাধামোহন	... ৩০৯৮	ফাণ্ডনে গৌরচন্দ্র	লোচন	১৭৭৭—১৭৮৮
প্রাণনাথ কেমন করিব	বসন্ত রায়	... ২২৫৩	ফুটল কুসুম অলিক	জ্ঞানদাস	... ১৪৯৮
প্রাণনাথ তোহে কিছু	"	... ২২৫০	ফুটল কুসুম নবকুঞ্জ	বিদ্যাপতি	... ১৭১৩
প্রাণনাথ না বোল	"	... ২২৪২	ফুটল কুসুম সকল	"	... ১৭১৫
প্রাণনাথ মোরে তুমি	রাধামোহন	... ৩১০০	ফুল অশোক	বহুনাথ	... ১৪৩০
প্রাণ-প্রিয়া-হৃদয় শুনি	গোবিন্দদাস	... ৫৮০	ফুল কবরি ধনি	বলরাম	... ২৪৯২
প্রাণ মোর সনাতন	শেখর	... ২০৭২	ফুলক গেন্দু লেই	গৌরদাস	... ১৫২৭
প্রাণের মুকুন্দ হে	গোবিন্দ ষোষ	... ১৬০৬	ফুল-বন গোরাচাঁদ	বাসুদেব	... ১৫২৫
প্রাণেশ্বর নিবেদন	নরোত্তম	... ৩০২১	ফুল-বনে দোলরে	বহুনাথ	... ১৫৩০
• প্রাণেশ্বর এইবার	"	... ৩০৬৭	ফুলের ভিতর হৈতে	অজ্ঞাত	... ২৮০০
প্রাতঃকালে নিত্য-কৃত্য	মাধব	... ২৭৬০	ফুলেন্দী-বর-কান্তি	রাধামোহন	... ২৪৩৩
প্রাতের তুহঁ চলবি	গোবিন্দদাস	... ১৬১৬	[ব]		
প্রাত সহচরি সজ্জি	বুদ্ধাবনদাস	... ৫৭৩			
প্রাতই জাগল রাধা	বসন্ত রায়	... ২৯০৫	বটভাঙিরে ঘাবি	বাদবেন্দ্র	... ১২২৫
• প্রাতই জাগি বশোমতি	রাধামোহন	... ২৮৫০	বড় অপক্লপ দেখিলু	বসন্ত রায়	... ১৩০২
প্রাবৃট-সময়-শেষে	অজ্ঞাত	...	বড় অপক্লপ পেখিলু	শেখর	... ৫৯৫
	১৪২৪ সং পদের পরে ।		বড় অবতার ভাই	বলরাম	... ২২০৭
প্রিয়-সখি নিকটে	উদ্ধব	... ৫২৬	বড়ই চতুর মোর কান	বিদ্যাপতি	... ৬১৩
প্রেম-আশুনি মনহি	গোবিন্দদাস	... ৫০৮	বড়ই বিষম কাগার প্রেম	জ্ঞানদাস	... ২৫৩৩
প্রেমক অছুর ভাত	বিদ্যাপতি ও		বড় দয়ার ঠাকুর মোর	অজ্ঞাত	... ৩০৯৩
	গোবিন্দদাস	... ১৬৪০	বড় শেল মরমে রহিল	নরোত্তম	... ২৯৯৬
প্রেমক গুণ কহই	বিদ্যাপতি	... ৯৬৩	বড়ি মাই কান্নারে	বংশীবদন	... ১৩৫০
প্রেমক পুঞ্জ রি	ত্রিনিবাস	... ৩০৭২	বদন-চাঁদ কোন	ত্রিনিবাস	... ৭৯০
প্রেম-সিদ্ধ গোরা	কৃষ্ণদাস	... ২৩৪৩	বদন না কর মলিন	গোবিন্দদাস	... ৫৮২
প্রেমাবেশে প্রভুরে	স্মারি	... ২২৩১	বদন নিছাই মোছি	"	... ২৮০৬
			বদন মেলিয়া গোপাল	উদ্ধব	... ১১৪৪

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
বদন সোহায়ল	বিদ্যাপতি	... ১০৮১	বহুধণ পদ-ভলে	রাধামোহন	... ৫৮৩
বদ বদ হরি	লোচন	... ৩০৩৬	বহুধণে পরিত্র	গোবিন্দদাস	... ৭৭২
বদসি বদি কিঞ্চিদপি	জয়দেব	... ৪৪৭	বাকুরা পাঁচনী হাতে	জ্ঞানদাস	... ১২২৭
বন মাহা কুসুম ভোড়ি	গোবিন্দদাস	১৫২৬।২৬১০	বাক্ত ডম্ফ রবাব	গোবিন্দদাস	... ১২৬৬
বন সঞে আওত	মোহন	... ১২০৯	বাক্ত তাল রবাব	অনন্তদাস	... ১০৬৯
বন্নিব অটেষত শিরে	বলরাম	... ২৩৪৮	বাক্ত দ্রিগি দ্রিগি	বিদ্যাপতি	... ১৫০২
বন্দে বিশ্বস্তর পদ-কমলং	রাধামোহন	... ২৪০৯	বাজে গিড়ি গিড়ি দিং	শিবরাম	... ১০৭১
বন্দে শ্রীযুবভাঙ্ক-	মাধব	... ২২	বাজে দিগ দিগ	গোবর্দ্ধন	... ১৪৪৩
বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ	বুদ্ধাবনদাস	... ২২২৬	বাজে ধুংনিং ধুংনিং	শিবরাম	... ১০৭২
বন্ধু কানাই কহিলে	জ্ঞানদাস	... ৮০৩	বাদিরার বেশ ধরি	বিজ চণ্ডীদাস	... ৬৪৩
বন্ধুয়া আনিয়া	অনন্তদাস	... ১৯৮০	বানরি-শবদ শারি	উদ্ধবদাস	... ২৮৪০
বন্ধুর রসের কথা	জ্ঞানদাস	... ৭৩৬	বাঙ্কিয়া চিকণ চুড়া	জ্ঞানদাস	... ১০৭৯
বন্ধুর লাগিয়া শেজ	বড়ু চণ্ডীদাস	... ২৮২	বাম ভুজ আঁধি	বংশী	... ১২৭৯
বন্ধুর লাগিয়া সব	জ্ঞানদাস	... ২৬১	বাল গোপাল রঞ্জে	উদ্ধবদাস	... ১১৪৩
বন্ধুর সঙ্কেতে আঁজু	বিন্দু	... ৬৯৭	বালা রমণী	বিদ্যাপতি	... ১৩১
বন্ধুরে কহির মোর কথা	জ্ঞানদাস	১৮২৮।১৯৬০	বাসক গেহ গমন	রাধামোহন	... ২৮৪
বন্ধুরে লইয়া কোরে	নরোত্তম	... ৩৬৩	বাসিত বারি কপূরিত	গোবিন্দদাস	... ৩০৮
বন্ধু সকলি আমার	চণ্ডীদাস	... ৮০১	বাসিত বিশদ বাস-গেহে	"	... ১৯২০
বয়স সখান সঙ্গে	গোবিন্দদাস	... ১০২৩	বাহাড়িয়া আইস বন্ধু	রসময়	... ১৮৬৫
বরণ-আশ্রম কিঞ্চন	বলরাম	... ২২১২	বিকচ কনয়া-কমল	বহু	... ২৪৬০
বরণ কাঞ্চন দশবান	বাসুদেব ঘোষ	... ৪৭৬	বিকচ সরোজ-ভান	অনন্তদাস	২৬৮।২৪৪৩
বরণ দেখিলুঁ শ্রাম	চণ্ডীদাস	... ১৫৩	বিকসিত কুসুম	বলরাম	... ২৪৯৮
বর নাগর সাজাই	ভূপতি	... ৪৮৩	বিগলিত কুস্তল	জ্ঞানদাস	... ৭৬১
বররামা হে সো কিরে	বিদ্যাপতি	... ১৯৪৭	বিগলিত-চিকুর	বিদ্যাপতি	... ১৫৭৯
বরুণক দেশ রয়নি	জ্ঞানদাস	... ৭০৫	বিচলিত বেশ কেশ	উদ্ধবদাস	... ২৬২৪
বলয়ানাং নুগুরাণাং	ভাগবত-কার	... ১২৬৭	বিচ্ছেদে বিকল ভেল	শেখর রায়	... ২৭৫৬
বলরাম তুমি নাকি	বংশীবদন	... ১১৭৭	বিদগধ নাগর	বহুদানন্দ	... ২০৫০
বলরামের কর লৈয়া	মাধব	... ২৫৭০	বিদগধ নাগরি	জ্ঞানদাস	... ১৪৯৩
বলি বলি বাত	নরোত্তম	... ২৪৯১	বিদগিত-সরসিজ	রামানন্দ রায়	... ৫৬২
বসিলা গৌরাক্ষস্র	অজ্ঞাত	... ১৫০৮	বিদ্যাপতি-পদ-	গোবিন্দদাস	... ১২
বসুধা জাহুবীর জীবন-	"	... ৩০৮৮	বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসো	অজ্ঞাত	... ২৩৮৫
বহতি মল্ল-সমীরে	জয়দেব	... ২০৪৫	বিধি মোরে কি কল্পি	নরোত্তম	... ২৯৮০
বহল-বারিদ-বরণ	গোবিন্দদাস	... ২৭১৪	বিধির বিধানে হাম	বিজ চণ্ডীদাস	... ৮৫১
বহুধণ নটন-পরিশ্রমে	বৈষ্ণবদাস	... ২১০৮	বিনদিনি রাধা নব	জ্ঞানদাস	... ১২৮৮

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
বিনোদ ফুলের	লোচন	১৫০২/২১৩২	বিলসে গোবিন্দ	অজ্ঞাত	... ১২৮৭
বিনোদ বন্ধানে নাচে	বৃন্দাবনদাস	... ২০৯০	বিশ্বস্তর গাছ	শেখর	... ২২০০
বিনোদ শ্রামের রূপ	অনন্ত	... ২৯০	বিষম বাণীর কথা	চণ্ডীদাস	... ৮০০
বিনোদিনি শো বড়	বংশীবদন	... ১৪০২	বিষম হইল কালার	বলরাম	... ৯২৭
বিনোদিনি বিনদ নাগর	শেখর	... ২৭১০	বিষয়ে সকলে মন্ত	বৈষ্ণবদাস	... ১১১৪
বিনোদিনি বিনোদ নাগর	রাধামোহন	... ১৫১৯	বিষয়ে অধিক বিষ	বলরাম	... ৮১২
বিনোদিনি বিনোদ নাগর	বহ্ননন্দন	... ২৮৩৭	বিহরই নিধুবনে	জ্ঞানদাস	... ১৪০৫
বিনোদিনীর কবরী বেশ	কৃষ্ণকান্ত	... ২৮৯৮	বিহরই রাধা মাধব	অজ্ঞাত	... ২৮১৭
বিপন্নিত অধর	বলরাম	... ৩০৭৫	বিহরতি সহ	রূপ গোস্থানী	... ১৪৪৫
বিপন্নিত বেশ	বল্লভ	... ১০১০	বিহরে আছু	বলরাম	... ২১১১
বিপন্নিত-রতি	দেবকীনন্দন	... ২০১১	বিহরে শ্রাম	গোবর্দ্ধন	... ১৪৭৯
বিপিন গমন দেখি	মাধবদাস	... ১১৮২	বিহরি কি রীতি	গোবিন্দদাস	... ২১৩৯
বিপিন-বিহার করত	শিবরাম	... ১৫৫০	বীণা উপাঙ্গ	মোহন	... ১৫৮২
বিপিনহিঁ কেলি করল	গোবিন্দদাস	২৬৫/২৭৬৬	বৃন্দলম কাহ্নক	রাধামোহন	... ১৬৬৫
বিপিনে মিলল	"	... ১২৫৬	বৃন্দাঞা বধূরে	শেখর	... ২৫৮৮
বিশ্রুতমভূদলঙ্কৃতি-	রূপ গোস্থানী	... ১১০১	বৃন্দা তুমি কি আর	বলরাম	... ৩০৩৭
বিবিধ কুসুম আনিয়া	অনন্তদাস	... ২০২২	বৃন্দা কহে কান	রায় শেখর	... ২৬০১
বিবিধ কুসুম দিয়া	উদ্ধব	... ১২০৮	বৃন্দা কহে পঢ় শারি	বহ্ননন্দন	... ২৬৬৪
বিবিধ কুসুম বতনে	চণ্ডীদাস	...	বৃন্দা কুন্দলতা দৌহে	মাধব	... ২৬৭১
বিবিধ মিঠাই	গোবিন্দদাস	... ২৭৭১	বৃন্দাদেবি নিজ	উদ্ধব	... ২৬৪০
বিমল হেম জিনি	বৃন্দাবনদাস	... ৩২৫	বৃন্দা-বচনহিঁ উঠই	বলরাম	... ২৪৮২
বিরচিত-চাটু-বচন-	জয়দেব	... ৫৫৬	বৃন্দা-বচনহিঁ সব	"	... ২৪৭৯
বিরমল রতি-রণ	গোবিন্দদাস	... ২৮৩২	বৃন্দাবন জনমোহন	বসন্ত রায়	... ২৯২৩
বিরলে নিতাই পাঞা	শ্রেয়দাস	... ২২৬২	বৃন্দাবন রম্য স্থান	নরোত্তম	... ১৫২০
বিরলে বসিয়া একে-অরে	বাসুদেব	... ১৬৩৫	বৃন্দাবন-লীলা	বাসুদেব	... ১২৫০
বিরলে বসিয়া গোরা	মোহন দাস	... ৯৮৩	বৃন্দাবন-শুক-শারিক	বলরাম	... ২৪৮৮
বিরহ-অনলে জগরে	কাহ্নরাম	... ২০৩৫	বৃন্দাবনে ধুম পড়ল	উদ্ধবদাস	... ১৪৭২
বিরহ-অনলে যদি	গোবিন্দদাস	... ১৯৫৪	বৃন্দা-বিপিনে বিহরই	গোবিন্দদাস	... ১৪২৯
বিরহ-বিকল মার	শ্রেয়দাস	... ২২৬৮	বৃন্দাদেবী-বিরচিত কুসুম-	মাধব	... ২৭৮২
বিরহিণি কি কহব	বলরাম	১৮৪৭/১৯৫০	বৃন্দার রচিত কতেক	বলরাম	... ১৪৪৮
বিরহে ব্যাকুল খনি	রসময়	... ১৮৬৪	বৃবতাজ-কুমারি	উদ্ধব	... ১৪৩৭
বিরহে ব্যাকুল বকুল	ভূপতি	... ৪৮৮	বৃবতাজ-নন্দিনীকে	আনন্দ	... ২৮৭২
বির্য বৃন্দা তখি	শেখর	... ২৬০০	বৃবতাজ নন্দিনীতে	গোপাল ভট্ট	... ২৮৩৩
বির্য বৃন্দা দেবী	মাধব	... ২৫৯৯	বৃবতাজ-পুরে আছু	উদ্ধবদাস	... ১১৪০

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
বেণু কৃষ্ণ বৃক	গোবিন্দদাস	... ৭০৭	ভব-সাগর-বর	ঘনশ্রাম	... ২৩০৮
বেনন সঞে ঘব	গোবিন্দদাস	... ২৬১	ভন্ন পাই অতি	মাধবদাস	... ১৫৮০
বেলি অবসান হেরি	রাধামোহন	... ১৩১৭	ভরি নায়র-কোর	অজ্ঞাত	১২৯৬, ২৭১৮
বেলি অসকালে দেখিলু	চণ্ডীদাস	... ২০২	ভাই রে সাধু-সজ কর	বলরাম	... ৩০০০
বেশ পসারি সোড়রি	কৃষ্ণকান্ত	... ২৮৮০	ভাগ্যবতী যমুনা	যত্ননন্দন	... ১১৯৮
বেশ বনাই পহিরি	বলরাম	... ২৫০২	ভাদরে দেখিলু নঠচাঁদে	দ্বিজ চণ্ডীদাস	... ৮৬৮
বেশ বনাই বদন	গোবিন্দদাস	... ২৮৪৬	ভাঙ্গ-গুলাইমী তিথি	ঘনশ্রাম	... ১১৩৮
ব্রজ-অভিয়ারিণি-ভাব-	রাধামোহন	... ৩৫২	ভাব-ভরে পরগর চিত	বলরাম	... ৬৩৫১, ১০৯
ব্রজকুল-কুমুদ-স্বধাকর	অনন্ত	... ২৪৪১	ভাবিঁ গদগদ	রাধামোহন	... ১৭৩
ব্রজকুল-নন্দন-চান্দ	রাধামোহন	... ১৩৩৪	ভাবাবেশে গোরাচাঁদ	বংশীদাস	... ২৮৫১
ব্রজকে চেষ্টনা খেলত	অজ্ঞাত	... ১৪৬২	ভাবে দর-দর বুক	প্রেমদাস	... ২২৬৭
ব্রজ-জন ঐছে দণা	মধুসূদন	... ১৮৭০	ভাবে ভরল হেম-	গোবিন্দদাস	... ২০৯৮
ব্রজ নন্দকি নন্দন	নৃসিংহ	... ১৩২৪	ভালই আছিলুঁ আন-	জ্ঞানদাস	... ৯৬০
ব্রজ-নাগরিগণ হেরি	জ্ঞানদাস	... ১২৯৩	ভালই সময় ছিল	কৃষ্ণ প্রসাদ	... ৯৪৪
ব্রজ-নিজজন সঙ্গে	গোবিন্দদাস	... ২৭৭২	ভাল নাচে রে	বংশী	... ১১৫৬
ব্রজ-নিজজন হেরি	মাধবদাস	... ১৫৯৩	ভাল ভাল প্রভু নরোত্তম	অজ্ঞাত	... ২৯৮৪
ব্রজবাসিগণ কান্দে	অজ্ঞাত	... ১৫৯১	ভাল ভালি নাচে	রামানন্দ	... ২২৫৭
ব্রজবাসিগণ জীবন-	মাধব	... ১৫৯২	ভাল ভালি রে গৌরাজ	অজ্ঞাত	... ২৮৯
ব্রজরাজ-কোঙর	উদ্ধব	... ১১৩৬	ভাল ভেল মাধব	জ্ঞানদাস	... ৩৮৫
ব্রজেন্দ্র-কুল হৃৎ-শিখু	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	১৬৫১	ভাল ভেল মাধব তুহুঁ	গোবিন্দদাস	... ১৭৫২
ব্রজেন্দ্রনন্দন ভজ	গোচন	... ৩০৪৪	ভাল হৈল আয়ে বন্ধু	চণ্ডীদাস	... ৪০৩
ব্রজ আত্মা ভগবান	প্রেমদাস	... ২৪৫৮	ভালি গোরাচাঁদের আরতি	বীরবল্লভদাস	... ২৮৬৮
[ভ]			ভালি রে গোপাল	নবচন্দ্র	... ১১৯৩
ভকতি-রতন-খনি	ঘনশ্রাম	... ২৩১০	ভালি রে নাচে রে	অজ্ঞাত	... ১১৭৪
ভগবতি দেবতি সময়	কবিশেখর	... ২৫১৩	ভালে সে চন্দন-চান্দ	গোবিন্দদাস	... ২৬৯
ভগবতী আসি ঘর	শেখর	... ২৫৪৩	ভালে সে চন্দন-চান্দ	বলরাম	... ২৭৯
ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ	অজ্ঞাত	... ২৯৬৯	ভীতক চীত-ভুগগ	গোবিন্দদাস	... ১০০২
ভজ গোবিন্দ মাধব	"	... ২৯৭০	ভুজগে ভরল পথ	"	... ৩৪৬
ভজ ভজ হরি	গোচনদাস	... ৩০৪৩	ভুজে ভুজে বন্ধনে	বসন্ত রায়	... ২৯৩৪
ভজ ভাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত	রামানন্দ	... ৩০৪০	ভুবন-আনন্দ-বন্দ	কৃষ্ণদাস	... ১১১৭
ভজ মন নন্দ-কুমার	আত্ম-রাম	... ৩০৩৩	ভুবন ছানিয়া যতন	চণ্ডীদাস	... ৮৭৬
ভজ মন রাধা	অজ্ঞাত	... ২৯৭০	ভুবন-মঙ্গল গোরা	বল্লভ	... ২৩৮৩
ভজ মন সতত	রাধামোহন	... ৩০৩৪	ভুলে ভুলে রে	গোবিন্দদাস	... ৬৪৯
ভজই রে মন	গোবিন্দদাস	... ৩০৩২	ভুগুণ মণ্ডল মাঝে	রায় শেখর	... ২৩৭৪

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
ভোখে ভাত না খায়	বলরাম ...	১৮৬০	মধু-খতু মধুকর-	বিদ্যাপতি ...	১৫০০
ভোজন-মন্দির ভিতর	শেখর ...	২৫৫৯	মধু-খতু বামিনি স্বরধুনি-	নয়নানন্দ ...	১৪৯৫
ভোজন সমাপি	মোহন ...	১২০১	মধু-খতু রজনী উজাগরি	রাধামোহন ...	৪০২
ভ্রমই গহন বনে	রাধামোহন ...	২৬০৫	মধু-খতু রজনী উজোরল	গোবিন্দদাস ...	৩১০
ভ্রমই ভবন-বনে	গোবিন্দদাস ...	১৯২২	মধু-খতু সময় নবদ্বিপ	বৈষ্ণবদাস ...	২০২৪
ভ্রমে গৌরাজ প্রভু	রাধামোহন ...	১৯১৬	মধুকর-রঞ্জিত-	রাধামোহন ...	২১৬৬
ভ্রমর দূত করি	চম্পতি ...	১৬৫৮	মধুবনে মাধব দোলত	জ্ঞানদাস ...	১৪৫১
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌরা	অজ্ঞাত ...	১৫৯৪	মধুর বন্দাবনে নাচত	মাধবদাস ...	২৭১৯

[ম]

মকর-কুণ্ডল বলে	রাধামোহন ...	২৬৪০	মধুর মধুর সৌর	রায়শেখর ...	২০৯২
মকর-কুণ্ডল মেলে	অজ্ঞাত ...	১৩৪৮	মধুর মধুর তুরা রূপ	গোবিন্দদাস ...	৪৬
মকল আরতি যুগল	শ্রীমানন্দ ...	২৮৪০	মধুর বামিনি	জ্ঞানদাস ...	১৫১৬
মকু পদ দংশল	গোবিন্দদাস ...	১০৭৬	মধুর শ্রীবন্দাবনে	গোবর্দ্ধন ..	১৪৭৮
মকু মনে লাগল শেল	বাসুদেব ঘোষ	৪৫১	মধুর সময় রজনী-শেষ	বলরাম ...	২৪৯৭
মকু মুখ-বিমল-কমল-	গোবিন্দদাস ...	৬৪৬	মধুরিপুরদ্য-বসন্তে	রূপ গোস্বামী ..	১৪৬৫
মঞ্জুর কুঞ্জ-তল-	জয়দেব ...	৫৫৯	মধ্যাহ্ন সময়ে রাই	উদ্ধব ...	২৯১০
মঞ্জ-মরকত-নিদি	রাধামোহন ...	২৪৫৬	মনমথ-কেলি-লুবধ	অজ্ঞাত ...	২২৪
	গোবিন্দদাস ...	২১৭	মনমথ তোহে কি	অজ্ঞাত ...	৮৫৬
মণিময় মঞ্জির	" ...	১০০৮	মনমথ-মকর ডরহি	গোবিন্দদাস ..	৬২০
মণ্ডলী রচিয়া সহচরে	নয়নানন্দ ...	২০৬৮	মনমথ-বজ্র-সুধীর	জ্ঞান(দাস) ...	১২৮৪
মণ্ডিত-হরীষক-মণ্ডাং	রূপ গোস্বামী ..	১২৬৯	মন মাহা কোপ	মোহন ...	৩৯৭
মন্ত মধুকর বিবিধ	অজ্ঞাত ...	১০৬৭	মন-মোহনিনা গৌরা	রাধাবল্লভ ...	২১৪২
মধুরার নাম শুনি	চম্পতি ...	১৬৭৪	মনে ছিল না টুটব	বিদ্যাপতি ...	৯৬৯
মধুরা সঞে হরি	রাধামোহন ...	১৯৮৪	মনের আনন্দ সখী	উদ্ধব ...	২৬১৮
মদন-কিরাত কুমুদ-	গোবিন্দদাস ...		মনের মরম-কথা তোহারে	জ্ঞানদাস ...	১৪৪
	৬২৬ সং পদের পরে প্রক্ষিপ্ত		মনের মরম-কথা শুন গো	"	৯২০, ২৫২৯
মদন কুঞ্জ তেজি	ভূপতিনাথ ...	৪৭৯	মনোহর বেশ বনাঙল	রাধামোহন ..	২৬৭২
মদন-কুঞ্জ পর	সিংহভূপতি ...	৪৭৭	মন্দ পবন-বহে	আনন্দদাস ...	২৭৯৪
মদন-মদালসে	বিদ্যাপতি ...	২০০৮	মন্দির চলব জানি	বলরাম ...	২৫০৫
মদনমোহন গৌরাজ-	বাসুদেব ঘোষ	২১৪৯	মন্দির ভেজি কানন	কাহ্নরাম ...	৩০৪
মদন-মোহন-মুরতি	গোবিন্দদাস ..	১৭২২	মন্দির বাহির কঠিন	গোবিন্দদাস ...	৯৮৭
মদ্যধরি তুমি মোরে	বৈষ্ণবদাস ...	৩০৭৮	মন্দির বাহির স্থল	"	২৬৯০
মধু-খতু বিহরই	উদ্ধবদাস ...	১৪৮১	মন্দির মাঝে বৈঠল	জ্ঞানদাস ...	১৫৬
			মন্দিরে আছিলুঁ সহচরি	বিদ্যাপতি ...	২৪৬
			মরকত-দরপণ বরণ	গোবিন্দদাস ...	৫৭

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
মরকত-দরপণ শ্রাম-	শ্রেয়দাস ...	৫৯২	মাধব ধৈর্যজ না কর	গোবিন্দদাস ...	১৬৩
মরকত-মঞ্জু-মুকুর-	গোবিন্দদাস ...	২৪১৫	মাধব নিশট কঠিন	ভূপতিনাথ ...	৪৭৮
মরকত-মঞ্জু-কাস্তি-	রাধামোহন ...	২৪২৭	মাধব পেখলুঁ সো ধনি	বিদ্যাপতি ...	১৭০১
মরকত-মণি নব-ঘন	জ্ঞানদাস ...	২৪৫৫	মাধব বহুত-মিনতি	...	৩০১৭
মরকত-রক্ত মিশাল	শ্রামদাস ...	১৩৩০	মাধব বিধু-বদনা	...	১৬১৭
মরমক বিরহজ দহন	অজ্ঞাত ...	১৮৬৩	মাধব বোধ না মানয়ে	বংশী ...	৫৪৩
মরম কহিলুঁ মো পুন	বলরাম	৬৭৭১২৫২৬	মাধব মনমথ কিরত	গোবিন্দদাস ...	৩১৮
মরিব মরিই সই	গোবিন্দ (চক্রবর্তী)	১৯৫৬	মাধব মাধবি মাধবি-	মাধব ...	১৫০৩
মরি মরি না নদিয়ার	দেবকীনন্দন ...	২০৮৬	মাধব বাই না পেখহ	বিদ্যাপতি ...	১৬৮৫
মরি মরি না লো নদিয়ার	দীনহীন ...	২৮৮	মাধব রাধা সাধিন	...	৫০০১৫০৪
মরি মরি না লো শ্রাম-	মথুরাদাস ...	৭৮৯	মাধব সো অব সুন্দরি	...	১৬৮৬
মরি বাই এমন নিভাই	মদন ...	২০০৪	মাধব হেরিয় আরলুঁ	...	১৮৭৬
মলয়জ-পবন-পরশে	জ্ঞানদাস ...	১৪৯২	মাধবি লতা-তলে	ঘনশ্রাম ...	২১৬
মলয়জ-মিলিত যমুনা-	রামানন্দ বসু ...	৬৫২	মান-দহনে মোর	দলপতি ...	৬০৮
মলিন চিকুর তহু	বিদ্যাপতি ...	১২৪৩	মান বিরহ-ভাবে	রাধামোহন ...	৪০২
মলুঁ মলুঁ শ্রাম-অমুরাগে	রামানন্দ বসু ...	৭৮৬	মানস-গঙ্গার জল	জ্ঞানদাস ...	১৪১১
মহাভূজ নাচত চৈতন্ত	চৈতন্তদাস ...	৬৬৪	মানস-সুধধুনি নিকট	কৃষ্ণকান্ত ...	২৮৭৭
মাতা বশোমতী ধাই	পুরুষোত্তম ...	১২৯২	মানিনি অতরে করহ	ঘনশ্রাম ...	২০৫৪
মাধাইঁ তপন তপত	গোবিন্দদাস ...	১০০৪	মানিনি করবোকে	বংশীবদন ...	৪১২
মাধুর হুত করি	" ...	১৬৯১	মানিনি ছর কর দাক্ষণ	বসন্ত রায় ...	৫৫২
মাধব অপক্লপ পেখলুঁ	" ...	৫২৯	মানিনি মৌল কুঞ্জক	রাধামোহন ...	৫৮১
মাধব অবলা পেখলুঁ	বিদ্যাপতি ...	১৮৯৯	মানিনি হাম কহিয়ে	অজ্ঞাত ...	৫২০
মাধব ঐছে বচন	বলরাম ...	১০৮	মানে মলিন বদন-চাঁদ	শেখর .	৪৮৬১২০৪২
মাধব ও নব নাররি	বিদ্যাপতি ...	১২১৮	মামিঃ চলিতা বিলোক্য	জয়দেব ...	১৫০৪
মাধব কত পরবোধব	" ...	১৮৭৭	মাং শাউন বরিখে	শিবরাম ...	১৫৫৬
মাধব কাহে কান্দারসি	রাধামোহন ...	৩৭৪১৪২৯	মিত্র পুজাইয়া বিশ্বশ্রদ্ধা	মাধব ...	২৬৭৬
মাধব কি কহব দৈব-	গোবিন্দদাস ...	২৭৯	মিলি নিকুঞ্জে রাই	নরোত্তম ...	১০২১
মাধব কি কহব ধনিক	" ...	৩১৫	মীটল চন্দন টুটল	বলরাম ...	২৪৭৭
মাধব কি কহব বিরহ-	বলরাম ...	১৮৩১	মুখ-মণ্ডল জিতি	গোবিন্দদাস ...	২৪৪২
মাধব কৈছন বচন	জ্ঞানদাস ...	১৮৫০	মুখ বব মাঝল	অজ্ঞাত ...	৫৪৭
মাধব তোহে পিরিতি	শ্রেয়দাস ...	৫৬১	মুখরা-বচন শুনিয়া	বহনন্দন ...	২৭৫৮
মাধব তোহে বব	রাধামোহন ...	১৮৮৪	মুখরায় সঙ্গে রাই	...	১৪২৩
মাধব ছবরী পেখলুঁ	ভূপতি ...	১৮৭৮	মুখরিত মুরলি-মিলিত	গোবিন্দদাস ...	২৪২৬
মাধব ছুরে কর	জ্ঞানদাস ...	১৩৯৪	মুখানি পূর্ণিয়ার শশী	নয়নানন্দ ...	২১০২

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
মুঞি আনহুঁ হরি	গোবিন্দদাস	২০৩৯	যজ্ঞ-পত্নী অন্ন দিরা	উদ্ধব	১২৩৬
মুঞি মৈলুঁ মৈলুঁ	অজ্ঞাত	২২০	যত গোপগণ পুজে	চৈতন্তদাস	১২৪৫
মুঞি যদি বলোঁ	গোবিন্দদাস	২০০	যতনহি রাই কেই	গোবিন্দদাস	২৭৭৪
মুড়াইয়া চাঁচর চুলে	বাসু ঘোষ	২২২৫	যত নারীকুল বিরহে	জ্ঞানদাস	১২৬৫
মুদিত-নয়নে হিয়া	গোবিন্দদাস	৯৩	যত নিবারিয়ে পায়	চণ্ডীদাস	৮৩৫
মুদির-মরকত-মধুর	গোবিন্দদাস	১৩০৮।২৪২৯	যতনে যতেক ধন	বিদ্যাপতি	৩০১৮
মুদির-মাধুরি-মধুর	রায় শেখর	২১৬১	যত ব্রজ-বাসীগণ	অজ্ঞাত	১২৫১
মুরছল সহচরি	যত্নন্দন	১৬৬৮	যত যত অবতার-সার	বলরাম	২৩৪৬
মুরছিত যব রহ	গোবিন্দদাস	১৬৮৮	যত রূপ তত বেশ	জ্ঞানদাস	২৯২
মুরছিত রাই হেরি	যত্নন্দন	১৬১৫	যত সেবা-পরা সখী	উদ্ধব	২৬১৭
মুরতি শিকারিণি	গোবিন্দদাস	২৪৬৪	যতিথণে গোরা-রূপ	গোবিন্দদাস	২১৩৮
মুরলি পাওল যব	মাধব	২৬৩৪	যদপি সমাধিযু	রূপ গোস্বামী	৩০১৫
মুরলি মিলিত অধর	গোবিন্দদাস	৬২১	যদবধি যতপুর	রাধামোহন	১৮৮৯
মুরলির স্বরে	চণ্ডীদাস	৮২৯	যদি কৃষ্ণ অকরণ	যত্নন্দন	১৮৫
মুরলি রে মিনতি	উদ্ধব	৮২১	যব ঋতু-পতি নব	কবি শেখর	১৮৩২
মৃদুতর-মারুত-বেলিত	রাধানন্দ রায়	২৪১১	যব কাহ্নু আওল	জ্ঞানদাস	৭০০
মৃদুল-মলয়-পবন-	"	২৪১০	যব গোধুলি সময়	বিদ্যাপতি	২০১
মেঘ-যামিনি অতি	জ্ঞানদাস	৩৪৩	যব তুরা নয়ন	রাধামোহন	১৭৭
মেঘ-যামিনি চললি	গোবিন্দদাস	৯৯৩	যব ছহঁ নিজ পদে	উদ্ধব	২৬২২
মো মেন মন্থ গোরাচাঁদে	নরহরি	১০৩	যব ছহঁ লায়ল	গোবিন্দদাস	১৮৩৩
মো মেনে মলুঁ	গোবিন্দদাস	২৭৭	যব ধনি ঘর সঞে	"	১০০৩
মো যদি কখন	গোপীরমণ	১৬০৮	যব ধনি মুরছি পড়রে	যত্নন্দন	১৬৯২
মোর বন বন	সিংহ কুপতি	১৭৩৬	যব লছ লছ হাসি	গোবিন্দদাস	১৪১২
মোরে উপেখিল	যত্নন্দন	১৮৪	যব রহ অচেতন	রাধামোহন	১৯৬৪
মোহন বিজন বনে	বংশীদাস	১৪০৪	যব হরি আওব	বিদ্যাপতি	১৯৭২
মোহন মুরলী-রবে.	জগন্নাথ	১৩৫৫	যব হরি-পাণি-পরশে	গোবিন্দদাস	২৩৬
মোহন বমুনা-মাঠে	নবচন্দ্র	১২৩৯	যবহঁ বিজয় করু	মাধব	২৫৭১
মোহে বিহি বিপরীত	চৈতন্তদাস	৪৬৩	যবে দেখাদেখি হয়	জ্ঞানদাস	৬৮৯
[য]			যমুনাক তীর তরু-তল	অজ্ঞাত	১১৯৫
			যমুনাক তীর সমীর	বৈষ্ণবদাস	৩০৭৯
			যমুনাক তীরে ধীরে	জগন্নাথ	১৩২৩
			যমুনা-পুলিনে চম্পক-	শেখর	২৭০১
			যমুনায় জলে গেলা	ঘনরাম	১১৬২
যখন দেখিলুঁ গোরাচাঁদে	বাসুদেব ঘোষ	২১৭২	যমুনায় তীরে কানাই	বলরাম	১২০৬
যখন পিরিতি কৈলা	চণ্ডীদাস	৮১৪			
যঙ কলি-রূপ	মাধো	২৩৬৪			
যহু মুখ-লাবণি	রাধামোহন	১৭৯			

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
যমুনার ছ কুল আলা	বংশীবদন ...	১৪১৯	যে পথে নাগর-শিরোমণি	মাধব ...	২৫৫১
যমুনা সমীপ নীপ-	উদ্ধব ...	৫৬৮	যে মোর অঙ্গের পবন-	শঙ্করদাস ...	১৬৪৯
যশমতি যতনহি	গোবিন্দদাস ...	২৭৬৭	যোই নিকুঞ্জে আছে	বলরাম ...	১৭০৫
যশোদা-নন্দন দেখি	অজ্ঞাত ...	১১০৪	যোই নিকুঞ্জে রাই	জ্ঞানদাস ...	১৬৫৬
যশোদা রোহিণী	শেখর ...	২৫৬২	যোগমায়া ভগবতী	শিবাই ...	১১০৫
যশে'মতি আরতি করত	কবিশেখর ...	২৬৮৭	যো গিরি-গোচর	গোবিন্দদাস ...	৭০৬
যত্ন প্রদর্শ্যাসিত-	ভাগবত-কার	১৬০১	যো ধনি সপনে	রাধামোহন ...	১৬৪৪
যাং সেবিতবানসি	রূপ গোস্বামী	৩৮৮	যো মুখ জিতল	" ...	১২০৩
যাইতে পেখলু নাহলি	বিদ্যাপতি ...	২০৮	যো মুখ দেখিতে	বলরাম ...	৭৮০
যাইতে যমুনা-সিনানে	জ্ঞানদাস ...	৭০৩	যো মুখ নিরঞ্নে	গোবিন্দদাস ...	১২৫১
যাকর চরণ-নখর-	গোবিন্দদাস	৪৫০	যো শচিনন্দন চাঁদ	রাধামোহন ...	১৮৯৮
যাকর মাঝ হেরি	বলরাম ...	১৪৮৩	যো শচিনন্দন ভুবন-	" ...	১২০৬
যাকর রচইতে	ঘনশ্রাম ...	২৭০৯	[র]		
যারত জনমে কি হৈল	চণ্ডীদাস ...	৮৮০			
যাশিনি জাগি অলস	গোবিন্দদাস	৪০৯	রক্ত প্রাপ্তা তদন্ত তথাক্তা	" ...	২৮২৬
যাশিনি জাগি জাগি	" ...	১৮৮৭	রক্তে হো হো হোরি	শিবরাম ...	১৪৪১
যারে মুই না দেখে	বলরাম ...	২০৮	রজনী উজাগরি নাগর	গোবিন্দদাস ...	১৫০৯
যাহার লাগিয়া কৈলু	জ্ঞানদাস ...	২৫৯	রজনিক আনন্দ	অনন্ত ...	২০২০
যাই পহি অরুণ-চরণে	গোবিন্দদাস	১২৫৩	রজনিক শেষ সময়	যছনন্দন ...	২০১৬
যাই দরশনে তহু	"	২৩৫	রজনিক শেষে অলসযুত	উদ্ধব ...	২৮৪১
যাই বিলপয়ে বর কান	যছনন্দন ...	৪৮	রজনিক শেষে জাগি	রাধামোহন ...	২৪৭৫
যাই যাই নিকসরে	গোবিন্দদাস	৮৬	রজনী গোড়ায়লি	গোবিন্দদাস ...	৪০৭
যাই সখিগণ সব	উদ্ধব ...	৪৮৯	রজনী-জনিত-গুরু-	জয়দেব ...	৪১৫
যাহে লাগি গুরু-গঞ্জে	গোবিন্দদাস	১৬০৪	রজনী প্রভাতে চলল	গোবিন্দদাস ...	২৭৬৩
যুখে যুখে রজিগি	গোপাল দাস	১২৬১	রজনী শেষ বর	কবিশেখর ...	২৭৫১
যুবতি-নিকর-মাঝে	ঘনশ্রাম ...	৪৬৭	রজনী-কাহিনী কহিতে	শেখর ...	৭১১
যুধি যুধ রমণি	গোবর্দ্ধন ...	১৪৮০	রজনী প্রভাতে মাতা	পুরুষোত্তম ...	১৭৫৫
যেখানে শুভিরা ধনি	পুরুষোত্তম ...	১৮৭০	রতন-খালি ভরি	গোবিন্দদাস ...	২৬৫২
যেখানে সত্য বৈসে	বিদ্যাপতি ...	১৬৮০	রতন-ভবনে কুঞ্জ	শেখর ...	২৬৫১
যে জন গৌরাজ	অজ্ঞাত ...	২৩৩০	রতন-মঞ্জরি ধনি	গোবিন্দদাস ...	১২৯
যে জন তুয়া সঞ্চে	গোবিন্দদাস	৪৯০	রতন-মঞ্জরী যতন	শেখর ...	২৭০০
যে দিগে কান্নর বর	শিবা ...	২০৭	রতন-মন্দির বাহা	গোবিন্দদাস ...	৫৮
যে দিন হইতে গোরা	শ্রেয়দাস ...	২২৭২	রতন-মন্দিরে জাগি	রাধামোহন ...	২৬৫৪
যে দেখেছি যমুনার তটে	ঘনশ্রাম ...	৩৬	রতন-মন্দিরে ছুই	গোবিন্দদাস ...	২৬৩৯
			রতন-মন্দিরে রসারস	যছনন্দন ...	২৭৫৭

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
রতি-অবসানে বৈঠি বর	রাধামোহন	৩০৩।২৭৩১	রাইক উহ উতকণ্ঠিত	বহ্ননন্দন	... ২০০১
রতি অবসানে বৈঠি শ্রাম-	"	... ১০৮২	রাইক ঐছন অকরণ	অজ্ঞাত	... ৫৪২
রতি-রঙ্গ-উচিত	"	১০৭৭।২৭২৬	রাইক ঐছে দশা হেরি	বহ্ননন্দন	... ৩৭
রতি-রঙ্গ-ছরমে	মাধব	... ২৭৮৯	রাইক ঐছে দশা হেরি	রাধামোহন	... ২৬৩৬
রতি-রঙ্গ-রঙ্গভূমি	গোবিন্দদাস	... ৯৮১	রাইক কুঞ্জ-গমন	"	... ৫০
রতি-রঙ্গ-অবশ	"	... ২৭৪৫	রাইক চরিত বুঝিরা	বনশ্রাম	... ৪২৬
রতি-রঙ্গ-ছরমে	"	... ৩০২	রাইক জীবন-শেষ	গৌরমুন্দর	... ১৮৮
রতি-রঙ্গ-শ্রম-যুত	রাধামোহন	... ২৭৪১	রাইক দশমি দশা	পুরুষোত্তম	... ১৮৬৯
রতি-রঙ্গ-মাতল	হরিবল্লভ	৩০১।১৫২২	রাইক দশা শুনি বান	বহ্ননন্দন	... ১৯৭১
রতি-সুখ-শ্রম-ন-	রাধামোহন	৭৬৩।১০৪৮	রাইক দশা সখীর মুখে	বড়ু চণ্ডীদাস...	১৯৬৬
রতি-সুখ-সারে	অন্নদেব	... ১০১৮	রাই কনক-মুকুর-কাঁতি	শ্রামানন্দ	... ১০২৪
রথারূঢ়স্তারাদধিপদবি	রূপ গোম্বা	... ৩০৫৮	রাইক নিষ্ঠুর বচন	চম্পতি	... ৪৮২
	সং পদের পরে প্রক্ষিপ্ত		রাইক পিরিত্তি-বচনে	বসন্ত রায়	... ২৯৪৭
রন্ধনে মলিনী হইলা	শেখর	... ২৫৬০	রাইক বিনয়-বচন	গোবিন্দদাস	... ৪৪৩
রমণী-মোহন বিলসিতে	বিজ চণ্ডীদাস	... ১২৯২	রাইক বেশ বনাইয়া	উদ্ধব	... ২৭৫০
রমণীর মনি পেখলু	চণ্ডীদাস	... ২০৩	রাইক বেশ বনায়ত	শ্রামদাস	... ২৮৪৫
রমণি ছোট অতি	বিদ্যাপতি	... ৯৭৭	রাইক ব্যাধি শুনহ	রসময়	... ১৭০০
রমণি বিহারি ছহ	রায় বসন্ত	... ২৯৩০	রাইক রাগ কহলি	রাধামোহন	... ৪৩
রসবতি বৈঠি রসিকবর	গোবিন্দদাস	... ৭৬৭	রাইক শেষ দশা মধুমঙ্গল	পুরুষোত্তম	... ১৮৭১
রসবতি বাই রসিক-বর	উদ্ধব	... ৫৮৭	রাইক শেষ দশা শুনি	বহ্ননন্দন	... ১৭০০
রসবতি রসিক-শিরোমণি	বসন্ত রায়	... ২৯২৪	রাইক জন্ম-ভাব	গোবিন্দদাস	... ৪৩০
রসবতি রাধা রসময়	গোবিন্দদাস	... ৫৯৯	রাই কাছ নিকুঞ্জ-মন্দিরে	বহ্ননন্দন	... ৭৪৬
রসমই রাসে করই.	বসন্ত রায়	... ২৯২১	রাই কাছ নিকুঞ্জ-মন্দিরে	মধুমঙ্গল	... ২৭৮৬
রসিক নাগর সাজি	উদ্ধব	... ৬৪৫	রাই কাছ পাশা খেলে	অজ্ঞাত	... ২৬৬৯
রসিক নাগরী রসের মরা	চণ্ডীদাস	... ২৩৯৩	রাই-কাছ-পিরিত্তি	নরোত্তম	... ৬৫৩
রসিয়া রমণী যে	গোবিন্দদাস	... ২১৩১	রাই কাছ বিলসই	গোবিন্দদাস	... ৪৬২
রসে তলু ঢর ঢর	নরহরি	... ২২৫৯	রাই কাছ মেলি	রাধামোহন	... ২৮৩০
রসের কারণ রসিকা	অজ্ঞাত	... ২৩৯১	রাই কাছ যমুনার মাঝে	বংশী	... ১৪২০
রসের ভরে অজ	বলরাম	... ৭৮১	রাই-কুণ্ড-তিরে	উদ্ধব	... ২৮৫৭
রসের হাতেতে আইলাম	কাছরাম	... ৩৩৫	রাই কেন বা এমন	জানদাস	১১২।১৩৭
রাই-অজ-ছটায়	নরোত্তম	... ৬৫১	রাই আগ রাই আগ	বংশীবদন	... ৬৫৮
রাই-অনাধর হেরি	গোবিন্দদাস	... ৪৩১	রাই নিরুড় সঞে	বহ্ননন্দন	... ১৩১৫
রাইক অভিশর	বহ্ননাথ	... ১৯৪৯	রাই-সুখ-পঙ্কজ	বলরাম	... ২৫০১
রাইক আগমন-বাত	জানদাস	... ১০৫৩	রাই-সুখ হেরি	শেখর দাস	... ৩৮১১

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
রাই-মুখে তুললি	অজ্ঞাত	... ১২৬	রাধামাধব করু	রাধামোহন	... ২২৮
রাই বব হেরল	কবিশেখর	... ৫২৩	রাধামাধব কুঞ্জ-গৃহে	অজ্ঞাত	... ১৪৮৮
রাইয়েরে দেখিয়া উমতি	শেখর	... ২৫৫৬	রাধামাধব কুঞ্জহি	গোবিন্দদাস	... ১৪৮৭
রাই সাজে বাঁশী বাজে	বংশীবদন	... ১০০৯	রাধামাধব চিরদিনে	রাধামোহন	... ১২৮৬
রাই হেরল বব	নরোত্তম	৪৬১১৫০৭	রাধামাধব ছুই তম্বু	গোবিন্দদাস	... ২৮৩১
রাখালে রাখালে মেলা	উদ্ধব	... ১২৩৭	রাধামাধব নাচত	শিবরাম	... ১৫৪০
রাগ তাল ছুই	রাধামোহন	... ৬২২	রাধামাধব নীপ-মূলে	গোবিন্দদাস	... ১৩৬৭
রাজ-গুরাদগোকুল	রূপ গোস্বামী	... ১৭৬৩	রাধামাধব নীপ-মূলে	অজ্ঞাত	... ১৪০৫
রাজ-সভা মাহ	মাধব	... ২৮৮৮	রাধামাধব পাশক খেলত	রাধামোহন	... ২৬৭৩
রাজা এথা থাকে	বংশীবদন	... ১৩৮৮	রাধামাধব বিলসই	মাধবী দাস	... ৭৭৫
রাজার বিয়ারী	বলরাম	৮৩৬১২২৪	রাধামাধব বিহরই কুণ্ডক	মধুসূদন	... ২৮৫৫
রাতৃদেশে নাম	কৃষ্ণদাস	... ১১১৬	রাধামাধব বিহরই বনে	নরোত্তম	... ২৭৬
রাতৃ মাঝে একচাকা	বৃন্দাবন	... ১১১৯	রাধামাধব বিহরই বিপিনে	বসন্ত রায়	... ২৯৩১
রাগী ভাসে আনন্দ-সাগরে	বলরাম	... ১২১৪	রাধামাধব মীলন ভেল	রাধামোহন	... ১০০৫
রাতি দিনে চোখে চোখে	"	... ৬৮২	রাধামাধব বব ছুই	"	... ১৩১৪
রাধা-কুণ্ড-সন্নিধানে	উদ্ধব	... ২৬১৬	রাধামাধব রতনহি মন্দিরে	বিদ্যাপতি	... ৬০১
রাধাকৃষ্ণ-তম্বু-মন	বহ্নন্দন	... ২৮৫৪	রাধামাধব রতি-রূপ-বিরমে	বলরাম	... ২৮২
রাধাকৃষ্ণ নিবেদন	নরোত্তম	... ৩০২২	রাধামাধব শয়নহি বৈঠল	"	... ২৬৫৫
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মের	"	... ৩০৬০	রাধামাধব সখিগণ সঙ্গ	উদ্ধব	... ১২২০
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসময়	রাধামোহন	... ৩০৯১	রাধামাধব সঙ্গ	জগমোহন	... ১৫১৭
রাধাকৃষ্ণ সেব	নরোত্তম	... ৩০৬১	রাধামাধব সহচরী	গোপীকান্ত	... ৫৯৭
রাধানাথ করুণা করহ	গৌরমুন্দর	... ৩০২৯	রাধামাধব স্নমধুর	কবিশেখর	... ১০৫৮
রাধানাথ কি তব বিচিত্র	"	... ৩০২৬	রাধামুখ-কমল	উদ্ধব	... ১০২৭
রাধানাথ দেখিতে হইছে ভয়	"	... ৩০২৮	রাধা-মুখ-শলি	রায় শেখর	... ২৫৫২
রাধানাথ বড় অপরূপ	"	... ৩০২৫	রাধার কি হৈল	চণ্ডীদাস	... ৩০
রাধানাথ মো বড় অধম	"	... ৩০২৭	রাধার প্রেমের ভরে	উদ্ধব	... ১১০৫
রাধা নাম কি कहিলে	রাধামোহন	... ৭৮	রাধা-রমণ রমণি	গোবিন্দদাস	... ২৪৩১
রাধা প্যারি সহ	উদ্ধব	... ১৪৭১	রাধা রাগি শ্রাম	উদ্ধব	... ২৬২০
রাধা-বদন-চাঁদ	গোবিন্দদাস	... ২৫৫৩	রাধা সখি জল-কেলিষু	রূপ গোস্বামী	... ১১০৯
রাধা-বদন-বিমল-	কৃষ্ণকান্ত	... ২৮৯৭	রাধা সখি সঞে	রাধামোহন	... ২৬৪৯
রাধা-বদন-বিলোকন-	জয়দেব	... ২০০৪	রাধা স্নান বিভূষণ	বহ্নন্দন	... ২৮৪৮
রাধা-বদন হেরি	অজ্ঞাত	... ১৩৩০	রাধিকা-চাতকী দ্বাদি	শেখর	... ২৬৮৫
রাধা-বয়স कहসি	রাধামোহন	... ৮৪১০৭	রাধিকা-সুখারবিন্দ	অজ্ঞাত	... ১০৯০
রাধামাধব করয়ে বিলাস	বসন্ত রায়	... ২৯৩২	রাধিকা রূপসী লইয়া	রায় শেখর	... ২৫৮৯

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
রাখে জয় মাধুর্য্য-পতাকে	অজ্ঞাত	... ২৬৬৬
রাখে নিগদ নিজং	রূপ গোস্বামী	... ৬৯
রাখে নিজ-কুণ্ড-পরিস	"	... ১১১০
রামক নীল বসন	গোবিন্দদাস	... ২৫৩৯
রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ	অজ্ঞাত	... ২৯৭৮
রাষ্ট্রনারায়ণানন্ত	"	... ২৯৭৭
রামানন্দ স্বরূপের সনে	নরহরি	... ৮২০
রামা হে কি আর	অজ্ঞাত	... ৫১৬
রামা হে ক্ষেম অপরাধ	জ্ঞানদাস	... ৫০৫
রায়ান চতুর বড়	শেখর	... ২৭৯৮
রাস-অবসানে অবশ	অনন্ত	... ১২৭০
রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-	জগন্নাথ	১০৮৩।২৮০৫
রাস-বিলাসে মুগ্ধ	উদ্ধব	... ১৫০৩
রাস-বিলাসে রসিক	জ্ঞানদাস	... ১২৮৬
রাস-বিহারে মগন	উদ্ধব	... ১২৫৯
রাস-মণ্ডল মাঝে	বসন্ত রায়	... ২৯২৮
রাস-রজ-খল	কৃষ্ণকান্ত	... ২৮৮৩
রীঝলি রাজ-নগর	গোবিন্দদাস	... ১৮৯৫
রীতুরাজ ব্রজ-সমাজ	উদ্ধব	... ১৪৩৮
রূপ হেরি লোচন	জ্ঞানদাস	... ৭০১
রূপ কলা গুণ	"	... ২৩১
রূপ কোটি কাম জিনি	বলরাম	... ২২৫২
রূপ গুণবতী রস .	বৈষ্ণব (দাস)	... ৩০৮৩
রূপ দেখিলে এমন হবে	অজ্ঞাত	... ৭৮৫
রূপ লাগি আঁখি বুঝে	জ্ঞানদাস	... ৭৪৮
রূপে গুণে অমুপমা	বলরাম	... ২২৯৯
রূপে গুণে ঘোষনে	জ্ঞানদাস	... ৬০৬
রূপে ভরল দিঠি	গোবিন্দদাস	... ৭৯৪
রূপের বৈরাগ্য-কালে	রাধাবল্লভ	... ২৩৬১
রে রে পরম প্রেম-	সিংহভূপতি	... ১৯৮৩
রোই রোই জপে	বাসুদেব ঘোষ	... ১৬৩৪
রোখে দোখলুঁ পিরা	গোবিন্দদাস	... ৪৬৯
রোদন্তি রাধা শ্রাম	"	... ৭৬৬
ললিত-লবঙ্গ-লতা-	জয়দেব	... ২০২৭

[ল]

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
ললিতা বিশাখা আদি	শেখর	... ২৭০৩
ললিতা-ললিত-বচনে	কৃষ্ণকান্ত	... ২০৯৩
লহ লহ ছোড়ি গোরি	বলরাম	... ২৪৮৩
লহ লহ মুচকি	জ্ঞানদাস	... ২৩০
লাখবান কনক	গোবিন্দদাস	... ২১৪০
লাখবান কাঁচা কাঞ্চন	"	... ২১৩৩
লাখবান কাঞ্চন জিনি	"	... ২৬৭
লাখবান হেম চম্পক	রাধামোহন	... ৬২৭
লাখবান হেম জিতি	"	... ১৬৯
লাখবান-হেম-বরণ	"	... ১৩০৩
লাজ-সায়রে ছুঁই	মোহন	... ৬০০
লীলা শুনইতে	বলরাম	... ২২৯৭
লুইই ধরশি ধরি	গোপাল	... ১৮০
লোচনক অরুণ করুণ	মাধব	... ২২৮৫
লোচন-লোর ওটিনি	বিদ্যাপতি	... ১৬৮৩
লোচন শ্রামর	গোবিন্দদাস	... ৪০
লোচনে ঝর ঝর	নরহরি	... ১৭০৭

[শ]

শকতি ষীণ অতি	মাধব ঘোষ	... ১৯২৮
শঙ্খ হুমুভি-নাদ	বাসুদেব ঘোষ	১৫৩৬।১৫৭১
শচী মাতার আজ্ঞা লঞা	প্রেমদাস	... ২২৮৩
শচীর আঙ্গিনায় নাচে	বাসুদেব ঘোষ	... ১১৫১
শচীর কোঙর গোরাজ	গোবিন্দদাস	... ১৩৩
শচীর নন্দন গোরা	বংশীবদন	... ২৫৬৪
শচীর নন্দন গোরাচন্দ	পরমানন্দ	... ২৫২৮
শচীর মন্দিরে আসি	বাসু ঘোষ	... ২২২১
শয়ন-মন্দিরে গোরাজ	লোচন	... ২২১৯
শরত-চান্দ জিনি	কৃষ্ণদাস	... ১৭৪৩
শরদ-চন্দ পবন বন্দ	গোবিন্দদাস	... ১২৫৫
শরদ-পূর্ণিমা নিরমল	চণ্ডীদাস	... ১২৯১
শরদ-স্বধাকর কিরে	মাধব	... ২৪৬১

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
শরদ-সুখাকর-মণ্ডল	গোবিন্দদাস	১০৫৫।২৪৬৩	শুনলহঁ মাথুর চলব	গোবিন্দদাস	... ১৬৩৭
শারদ-কোটা চাঁদ	"	... ২১৩৭	শুন লো বড়াই বুড়ি	বংশীদাস	... ১৪২১
শারি পড়ত অতি অনুপ	মাধব	... ২৬৫৭	শুন লো রাজার কি	বিদ্যাপতি	... ২১৫
শারী-শুক-মুখে	অজ্ঞাত	... ২৬৬১	শুন লো সুন্দরি	অজ্ঞাত	... ১৩৬৩
শাশ ঘুয়ায়ত কোরে	বিদ্যাপতি	... ৭২৯	শুন শুন আছুক	গোবর্দ্ধন	... ১৪৫৭
শান্তকী-সরসে হরষ	শেখর	... ২৬৮১	শুন শুন আরে সখি	অজ্ঞাত	... ৫৯৯
শিলা বেহু বেত্র	ধনরাম	... ১২২৪	শুন শুন এ সখি কর	যত্নন্দন	... ৮৭
শিব বিরিকি যারে	বন্দাবন দাস	... ২১৯৩	শুন শুন এ সখি নিবেদন	গোবিন্দদাস	... ৪৫৭
শির পর খারি	গোবিন্দদাস	... ২৭৬৮	শুন শুন এ সখি বচন	বিদ্যাপতি	... ৪৯
শির পরি লাল জরি	কবি শেখর	... ২৬৯২	শুন শুন কহি পরাণ-	উদ্ধব	... ১৭০৮
শিশিরক অন্তরে	গোবিন্দদাস	... ১৪২৮	শুন শুন গুণবতি রাই	জ্ঞানদাস	... ৯৫
শিশিরক নীত সবহঁ	যত্ননাথ	... ১৭৫০	"	ভূপতি	... ৫৩৯
শিশিরক নীত সমাপলি	গোবিন্দদাস	... ১৭১৭	শুন শুন গুণবতি রাধে	বিদ্যাপতি	... ৯২
শিশুকাল হৈতে	জ্ঞানদাস	... ৬৮৭	"	"	... ৫৪৯
শীতল সমীর বহত	কৃষ্ণকান্ত	... ২৯০৪	শুন শুন নাগর রসিক	যত্নন্দন	... ২৮৫
শুভিরাছে গৌরাচাঁদ	বাসুদেব ঘোষ	৬৫৬;২৪৭৪	শুন শুন নাগর সকল	নন্দ	... ১০৪৫
শুন অহুরাগিণি	শ্রেয়দাস	... ৯৩০	শুন শুন নাগর সব	যত্নন্দন	... ২৮৩
শুনইতে অহুখণ	গোবিন্দদাস	... ৯০১	শুন শুন নিঠুর ১৭২৬
শুনইতে উলসিত সব	বলরাম	... ১৪৮৪	শুন শুন নিরদয়	জ্ঞানদাস	... ১৬৯৭
শুনইতে ঐছন রাইক	বিদ্যাপতি	... ৪৫৮	শুন শুন নীলজ কান	উদ্ধব	... ৫৬৯
শুনইতে কাণহি	বলরাম	... ১৩৬	শুন শুন নীলজ কান	রাধাবল্লভ	... ১৩৯২
শুনইতে কান্থ-মুরলি-	গোবিন্দদাস	... ৪৩৫	শুন শুন পরাণের সহ	জ্ঞানদাস	... ২৫৩০
শুনইতে গৌরাজ-খেদ	রাধামোহন	... ১৯০৯	শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে	যত্নন্দন	... ২৮৬
শুনইতে চমকই	গোবিন্দদাস	... ৩৯	শুন শুন বিনোদিনি	কবিশেখর	... ৯০৪
শুনইতে রাইক ঐছন	মাধব	... ২৭৭৬	শুন শুন মাধব না বোলহ	জ্ঞানদাস	... ৫০৬
শুন তোরে কি বলিব	যত্নন্দন	... ৮২২	শুন শুন মাধব নিরদয়	বিদ্যাপতি	... ৩৬৮
শুন ধনি কহি তুরা কাণে	গোবিন্দদাস	... ৫২৩	শুন শুন মাধব বিদগধ-	নরোত্তম	... ৩২১
শুন বহু-বল্লভ কান	"	... ৪৫৯	শুন শুন মানিনি	ধনশ্রাম	... ৪৫৬
শুন বিনোদিনি ধনি	জগন্নাথ	... ১৪৫৪	শুন শুন যুগধিনি	বিদ্যাপতি	... ১১২
শুন মাধব কি কহব	রাধামোহন	... ১৬৮৯	শুন শুন শুন সুজন	জ্ঞানদাস	... ১৩৭৫
শুন মাধব কি কহিব	বসন্ত রায়	... ২৯৫২	শুন শুন শ্রামরুচন্দ	গোবিন্দদাস	... ১৬৮২
শুন মাধব কোন	গোবিন্দদাস	... ৩৭১	শুন শুন সহ গৌরাজ	গোবিন্দদাস	... ২১৬৮
শুন মাধব রাধা	বিদ্যাপতি	... ৪৩৪	শুন শুন সখি ক্রোহারে	উদ্ধব	... ১৪৫৬
শুনলহঁ কালি পরাতরে	অজ্ঞাত	... ১৬১৩	শুন শুন সুনয়নি	চণ্ডীদাস	... ৩৯২

পদ	পদ-কর্তা	পদসংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
শুন শুন স্তম্ভর কানাই	বিদ্যাপতি	... ২২২	শ্রামর গৌর-বরণ	কবিশেখর	... ২১৮৯
শুন শুন স্তম্ভর নাগর	গোবিন্দদাস	... ২১৩	শ্রামর চন্দ গৌরি	বল্লভ দাস	... ৭৬৯
শুন শুন স্তম্ভর শ্রাম	রাধামোহন	... ১২০৭	শ্রামর চন্দ্র উতাপিত-	কৃষ্ণকান্ত	... ২৮২৬
শুন শুন স্তম্ভরি কর অবধান	নব কবিশেখর	... ৩৮৬	শ্রামর-তনু কিমে	গোবিন্দদাস	... ৩৮১৬১১
"	বিদ্যাপতি	... ২৫০	শ্রামর সকল কলা-	জ্ঞানদাস	... ১২২৪
শুন শুন স্তম্ভরি রাধে	জ্ঞানদাস	... ৫৪০	শ্রাম রাস-রস-রঞ্জিয়া	শিবরাম	... ১০৭০
শুন শুন হে পরাণ-	জ্ঞানদাস	... ২০০৬	শ্রাম-রূপ হিয়ার মাঝে	জ্ঞানদাস	... ২৪৫৭
শুন সহচরি না কর	চণ্ডীদাস	... ৮৭৩	শ্রামলা বিমলা	চণ্ডীদাস	... ২৫২১
শুন সাক্ষাতিনি	অজ্ঞাত	... ৬০৯	শ্রাম-সুধাকর	গোবিন্দদাস	... ২৪৩০
শুনহ নিকরুণ কান	জ্ঞানদাস	... ১৭৪৫	শ্রাম স্তনাগর মনমদ-	বলরাম	... ২৪৭৬
শুনহ রাজার বী	বড়ু চণ্ডীদাস	... ৫৭৫	শ্রামের পিরিতি সুরতি	চণ্ডীদাস	... ৮২৫
শুনহ স্তম্ভরি কি রূপ	বল্লভ	... ১০৬০	শ্রামের সুরগী হৃদয়	মনোহর দাস	... ৮২৫
শুনি বৃন্দাবন-গুণ	বাহু ঘোষ	... ২০৭৮	শ্রম-জলে ঢর ঢর	গোবর্দ্ধন	... ১৪৭৪
শুনিয়া দেখিলু	জ্ঞানদাস	... ৯১৯	শ্রম-জলে ভীগল নিল	মাধব	... ২৬৪৫
শুনিয়া নিষ্ঠুর বচন	যত্ননন্দন	... ১৮৭	শ্রম-জলে ভীগল ছুইক	গোবিন্দ দাস	... ২৭৮৪
শুনিয়া বিশাখা কহে	মাধব	... ২৫১৬	শ্রিত-কমলা-কুচ	জয়দেব	... ২৪০৬
শুনিয়া বিশাখার বাক্য	যত্ননন্দন	... ২৭৫৯	শ্রী আচার্য্য প্রভু	বল্লভদাস	... ২৯৮৩
শুনিয়া শ্রীদামের কথা	উদ্ধব	... ১২৩৪	শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে	অজ্ঞাত	... ২৯৬৩
শুনি সখি-বচন	জ্ঞানদাস	... ৫০৫	শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত গৌরা	গোবিন্দদাস	... ২২৮৭
শুভ কুঞ্জ হেরি	অনন্ত	... ৩০৬	শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত গৌরাঙ্গ	অজ্ঞাত	... ২৯৬০
শ্রদ্ধার-রস বুঝিবে কে	চণ্ডীদাস	... ২৩৯২	শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত নিত্যানন্দ	"	... ২৯৬৪
শেষ-রজনী মায়া	রাধামোহন	... ২৭৪২	শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত নিত্যানন্দ	"	... ২৯৬৫
শৈশব বৌবন দরশন	বিদ্যাপতি	... ১০৪	শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত নিত্যানন্দ বৃন্দাবন দাস	...	৩০৫৬
শৈশব বৌবন দরশন	নব কবিশেখর	... ১০৬	শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত বলরাম	গোবিন্দদাস	... ২৯৮৫
শৈশব বৌবন ছুই	বিদ্যাপতি	... ৮২	শ্রীকৃষ্ণ-ভঞ্জন লাগি	লোচন	... ৩০৯৬
শৈশব-সময় পুছ	জ্ঞানদাস	... ১৮৫৮	শ্রীগুণ-মঞ্জরী-পদ	বৈষ্ণবচরণ	... ৩০৭৭
শ্রাম-অঙ্গ নটন-হন্দ	কৃষ্ণকান্ত	... ২৮৮৪	শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব তোমার	রাধামোহন	... ৩১০১
শ্রামক কোরে যতনে	গোবিন্দদাস	... ৭৬৫	শ্রীগৌরানন্দ চাঁদ হের	অজ্ঞাত	... ১১৬
শ্রাম পানে চাহিয়া	অনন্ত	... ১২৪	শ্রীচৈতন্ত অবতার	বৃন্দাবন	... ১১২৫
শ্রাম বন্ধু চিত্ত-নিবারণ	সৈয়দ মরতুজা	... ২৯৫৭	শ্রীচৈতন্ত-কৃপা হৈতে	রাধাবল্লভ	... ২৩৭০
শ্রাম বন্ধু না বলিহ আর	বসন্ত রায়	... ২৯৫৬	শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ	কৃষ্ণদাস	... ৩০৮৬
শ্রাম বন্ধুর কত আছে	নরোত্তম	... ১৮৫৫	শ্রীচৈতন্ত বিশ্বস্তর	নবদীপচন্দ্র	... ২৯৬১
শ্রাম মনোহর স্তম্ভরি	জ্ঞানদাস	... ১৫২১	শ্রীদাম স্তদাম দাম	বলরাম	... ১২১৮
শ্রামর-অঙ্গ অনঙ্গ-	গোবিন্দদাস	... ২৭১২	শ্রীদাম স্তদাম সঙ্গে	গোবিন্দ ঘোষ	... ২১২৮

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
শ্রীধাম স্নানমে ডাকি	উদ্ধব	... ১২৩৩	সকল ভক্ত মেলি	বান্ধবোষ	... ২০৪১
শ্রীমন্ম-নন্দন	"	... ১২৩২	সকল মহাস্ত্র মেলি	"	... ২২২২
শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্ত	অজ্ঞাত	... ২২৭১	সকল রমণিগণ	উদ্ধব	... ১২৬২
শ্রীপদ-কমল-	গোবিন্দদাস	... ২৭	সকল রাধাল মেলি	মাধব	... ১১৮৪
শ্রীবাস-অজনে	বৃন্দাবন দাস	... ২৬৬	সকল সখি পরবোধি	দ্বিহুতুপতি	... ১১৪
শ্রীবৃন্দাবন অভিনব	রায় শেখর	... ২৩৭৩	সকলে অমনি বৃন্দা	কবিশেখর	৪৮৭।২০৪৩
শ্রীবৃন্দাবন নাম	কৃষ্ণদাস	... ২৩৬০	সকলে আসিহ গোপাল	অজ্ঞাত	... ১২২০
শ্রীমদ্বৈপ-কিশোর	অজ্ঞাত	... ২২৬২	সকলে সিনানে চলিলা	শেখর	... ২৬২
শ্রীরাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ	গোপাল দাস	... ২২৬৬	সখাগণ সঙ্গে রঞ্জে	গোবিন্দদাস	... ২৭৭০
শ্রীকৃষ্ণজরী-পদ	নরেন্দ্র	... ৩০৬৪	সখাগণ সঙ্গে রঞ্জে	অনন্ত	... ১২০৫
শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই	রাধাবল্লভ	... ২৩৬২	সখি অহুমানো জানিয়ে	রাধামোহন	... ৬২৬
শ্রীল নরেন্দ্র আরে	বল্লভদাস	... ২২৮২	সখি আর কি কহিতে	অজ্ঞাত	... ২৫৭
শ্রুতি অবতংস অংস	অনন্ত	... ১২০৪	সখি কর বচনে ধনি	বসন্ত রায়	... ২২২০
শ্রুতি-পাশ বিলাস	অজ্ঞাত	... ২৩১৫	সখি কর ধরি ধনি	"	... ২৩১৭
[স]			সখি কহবি কাহুর পায়	বিজ চণ্ডীদাস	... ১৭১৬
			সখি কাহে কহ বিপরীত	যজ্ঞনন্দন	... ১৮২
সই একত কি সহে	চণ্ডীদাস	... ৮৬৭	সখিগণ কন্দরে	বিদ্যাপতি	... ১২৩০
সই এবে বলি	গোবিন্দদাস	... ৭৪৯	সখিগণ কহে শুন	শেখর	... ২৪২৯
সই কাহারে করিব রোষ	শ্রেয়দাস	... ২৫৪	সখিগণ নিজ গৃহে	মাধব	... ২৫১২
সই কিনা সে বন্ধুর প্রেম	জ্ঞানদাস	... ৬৭৮	সখিগণ বচন না	গোবিন্দদাস	... ২০৪০
সই কেবা শুনাইলে শ্রাম-নাম	বিজ চণ্ডীদাস	... ১৪১	সখিগণ-বচনে বনায়ল	জ্ঞানদাস	... ১০১৯
সই কেমনে দেখাব মুখ	শেখর	... ২৫২	সখিগণ মেলি বহু	গোবিন্দদাস	... ৪২৮
সই চল দেখি গিয়া	নয়নানন্দ	... ২১৭৭	সখিগণ সঙ্গে চলি	রাধামোহন	... ১১৩
সই না কহ ও সব কথা	চণ্ডীদাস	... ২৩৩	"	গোবিন্দদাস	... ২৭৭৯
সই নিরবধি কত	ধরনী	... ৬৭৬	সখিগণ সঙ্গে নাহি	ধনশ্রাম	... ১৫৫
সই পিরিতি আঁধর	বিজ চণ্ডীদাস	... ৮৯০	সখি নাহি বোলহ আর	রাধামোহন	... ১৩৪৩
সই পিরিতি পিয়া	শেখর রায়	... ৬৭৯	সখি বড় অপক্লপ ভেলি	বলরাম	... ৪৭১
সই লো কি মোহন রূপ	বসন্ত রায়	... ২৪৫০	সখি মাধব নিকট	জ্ঞানদাস	... ৭২০
সই লো মনোহর	"	... ২৪৫১	সখির বচনে ধনি	গৌর	... ১০২৫
সকল-কলা-রস-	ধনশ্রাম	... ২৭২০	সখি রাই কলাবতি	যজ্ঞনন্দন	... ২২১
সকল বৈষ্ণব গোসাঞি	রাধামোহন	... ৩০৯৭	সখি রাধা নাথ	জ্ঞানদাস	... ৭১৮
সকল ভক্তগণ	শ্রেয়দাস	... ২২৭১	সখি সে সব কহিতে	যজ্ঞনন্দন	... ৭৭
সকল ভক্ত ঠাঞি	নয়নানন্দ	... ২২৩৬	সখি হে উলটি নেহারহ	বিদ্যাপতি	... ৭৩২
				জ্ঞানদাস	... ৫১৫

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
সখি হে এ তুয়া	বলরাম	২৪২৫	সজনী অপক্লপ দেখসিয়া	নয়নানন্দ	২০৭১
সখি হে ওই দেথ	বান্ধুদেব	২১৫২	সজনী অপক্লপ ক্লপ	"	২১২৩
সখি হে কাহে কহসি	চম্পতি	৪৮১	সজনী ঐ দেথ	বান্ধুদেব	২১৫১
সখি হে কি কহব	বিদ্যাপতি	১০২৬	সজনী কান্ধকে কহবি	বিদ্যাপতি	২৬৮
সখি হে কি পুছসি	কবি বল্লভ	২৩৭	সজনী কি কহব কোতুক	কবিশেখর	৬১০
সখি হে তুয়া হিরা	বসন্ত রায়	২২৪৯	সজনী কি কহিব রাইক	গোবিন্দদাস	৭১৬
সখি হে তোহে হামারি	কবিশেখর	২৪৪	সজনী কি হেরিলুঁ ও মুখ	বসন্ত রায়	২৪৫২
সখি হে না বোল	বিদ্যাপতি	৪২৪	সজনী কি হেরিলুঁ নাগর	"	২৪৪৭
সখি হে ফিরিয়া	মুরারি গুপ্ত	৭৫১৮৪৫	সজনী কো কহ আওব	বিদ্যাপতি	১৮২৭১২৫৭
সখি হে মন্দ প্রেম-	বিদ্যাপতি	২৩৯	সজনী তুহঁ সে কহসি	জ্ঞানদাস	৪২৮
সখি হে শুন শুন	বসন্ত রায়	২২১৬	সজনী তেজহঁ জিবনক	অজ্ঞাত	১৭৩৪
সখীগণ-আগমন	কবিশেখর	২৭০৪	সজনী না কব কান্ধ-	জ্ঞানদাস	৪২৫
সখীগণ কহে নাথ	বসন্ত রায়	২২৪০	সজনী না জানিয়ে	"	২৫৩২
সখীগণ মেলি করত	গোবিন্দদাস	২৮২৯	সজনী না বুঝিয়ে এ মনু	শেখর	৫০৩
সখীগণ মেলি করত			সজনী না বুঝিয়ে পৌরাজ	রাধামোহন	১৮৮৮
গান	মাধব	২৮২৮	সজনী প্রেমক	বল্লভদাস	৭৭০
সখীগণ মেলি কয়ল	গোবিন্দদাস	২৮৬৫	সজনী বড়ই বিদগ্ধ	নরোত্তম	৬৬৯
সখীগণ বিভোর	মোহন	১৮৬	সজনী ভাল করি	বিদ্যাপতি	১২৫
সখীগণ মেলি লইয়া	শেখর	২৬৩০	সজনী মরণ মানিয়ে	গোবিন্দদাস	১৩৯
সখীগণে কান্ধ পুছত	গোবিন্দদাস	২৬৩২	সজনী নয়ন করি	বিদ্যাপতি	১৬৪২
সখীগণে ছহ লেই	যতুনন্দন	২৬০৮	সতী কুলবতী সকল	শেখর	২৮০২
সখী-মুখে শুনইতে	যতুনন্দন	৩৩৮	সনকান্ধি দুনিগণে	"	২১৮৮
সখীর বচনে অধির	প্রেমদাস	৪৭৫	সন্ন্যাস করিয়া প্রভু	প্রেমদাস	২২২৭
সখীর বচন হেরিতে	যতুনন্দন	২০৫১	সন্ন্যাসী হইয়া গেলা	বান্ধুদেব ঘোষ	১৮০১২২৭৩
সখী সাথে চলে পথে	কবিশেখর	২৫৮৩	সন্ত দ্বীপ দীপ্ত করি	প্রেমদাস	২৩৫৩
দেহ-কুণ্ডল রাই	উদ্ধব	২০৩৬	সব-অবতার-সার	বলরাম	২২০১
জননি অদভুত প্রেমক	রাধামোহন	১৬৭৬	সব ধেনুগণ লৈয়া	শেখর	২৫৭৭
জননি অদভুত ফাটরে	"	১৮২২	সব সখীগণ মেলি	গোবিন্দদাস	২৬৪৭
জননি অপক্লপ গো-কুল-	"	২৪৪৪	সব সখীগণ সঞে	বলরাম	২৬৫৩
জননি অপক্লপ পেখলু	রাধাবল্লভ	১২৬	সব সখীগণ মেলে	কান্ধদাস	২০৪৮
জননি ও কথা কহিল	জ্ঞানদাস	৭৩৮	সব সহচর সনে	মোহন	১২০২
জননি ও কে নাগর	অনন্ত	১৪৮	সবহঁ আপন ভবনে	বিদ্যাপতি ও	
জননি ও ধনি কে	চণ্ডীদাস	২১০	"	গোবিন্দদাস	৪০৩
জননি লো সই		৮২৭	সবহঁ গায়ত সবহঁ	"	২০৮০

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
সবছ' বধূজন চলু	গোবিন্দদাস ...	৭৪৪	সহচর সজে রজে	বহুজন	... ১৩৩৫
সবছ' মিলিত ধমুনা-ভীর	প্রসাদ দাস ...	২৫৭৫	সহচর সজে রাই	মাধব	... ১৫২১
সবছ' সধীগণ চলু	জ্ঞানদাস ...	১৪১০	সহজই কাঞ্চন-কাঙ্কি	বলরাম	... ২১৪৫
সভারে সকল কাজে	শেখর ...	২৫৩৭	সহজই কাঞ্চন গৌরা	গোবিন্দদাস	... ২০৮৪
সভে মিলি বৈঠল	রাধামোহন ...	১২৬৩	সহজই গৌরি রোথে	,,	... ৪০৬
সম-বয় বেশ-	,,	১০১৭/১০৫৬	সহজই শীত সময়	রাধামোহন	... ৯৯৭
সময় জানি তব	মাধব ...	২৬১১	সহজে অল্পপা স্তম্ভরি	কৃষ্ণ কান্ত	... ২৮৮৫
সময় জানিয়া তুরিত	শেখর ...	২৬৮৮	সহজেই কুলবতী বালা	জ্ঞানদাস	... ৯১৫
সময় জানি সব	গোবিন্দদাস ...	২৪৮৬	সহজেই তছু তিরিভজ	,,	... ১৪০০
সময় বসন্ত যাম	অজ্ঞাত ...	২৩৯০	সহজেই বিষম অরুণ	ধনশ্রাম	... ১৫০
সময় বসন্ত সবছ'	মোহন ...	২০২৯	সহজহি তুধর পরম	কৃষ্ণ কান্ত	... ২৮৯১
সময় সমাধিয়া	বহুজন	... ১৫২৯	সহজে কাঞ্চন গৌরাচাঁদ	জ্ঞানদাস	... ২৬৯০
সমুখে স্নানাগর হেরি	কৃষ্ণ কান্ত ...	২৮৮১	সহজে গৌর প্রেমের	রাধামোহন	... ৪০১
সমুদিত-মদনে	জয়দেব ...	২০৩৪	সহজে নিতাইচাঁদের	বৃন্দাবন	... ২৩২৬
সরস বসন্ত সময়	অনন্ত ...	১৪৯৭	সহজে হুনিক পুতলি	জ্ঞানদাস	... ৪১
সরস বসন্ত সুধাকর	,,	... ১৫০৮	সহজে শিখারক সার	কৃষ্ণ কান্ত	... ২৮৯৯
সরস সুধময় সময়	অজ্ঞাত ...	৫৫৭	সহজে শ্রাম মনোহর	জ্ঞানদাস	... ১২৮৬
সরস সুধময় সময় ঘটপদ	রায় চম্পতি ...	২০২৫	সং পরে প্রাপ্তি		
সরস কঁকালি	গোবিন্দদাস ...	২১৩০	সহজে স্নানাগর	বসন্ত রায়	... ২২৩০
সহচর-অজে গৌরা	জ্ঞানদাস ...	১৮৯৭	সাজল কুসুম-শেখ	গোবিন্দদাস	... ৩৫৮
সহচরগণ সজে	নরোত্তম ...	২৮৫৩	সাজল রসবতি	বলরাম	... ১৪৮২
সহচর লৈয়া	উদ্ধব ...	৫৬৬	সাজল রাখালগণ	ধনরাম	... ১২১৯
সহচর সজে গৌর	রায়শেখর ...	২৭১১	সাজল শ্রাম সুরত-	জ্ঞানদাস	... ১৪৮৫
সহচর সজহি গৌর	মাধব ...	২৬৩৮	সাজলি রসবতি রঙ্গিণি	বল্লভ	... ১০২০
সহচর সজহি নাগর	,,	... ২৭৬২	সাজ সাজ বলিয়া	জ্ঞানদাস	... ১১৯০
সহচর সজে রজে	রাধামোহন ...	১৩১১	সাঁজহি শচিসুত	রাধামোহন	... ১৫৯৯
সহচরি অহুচরি	শেখর ...	২৭০৫	সাঁঝ সময়ে গৃহে	গোবিন্দদাস	... ২৬৮৬
সহচরিগণ করে	মাধব ...	২৬১৪	সায়ংকালে সুধামুখী	অজ্ঞাত	... ২৮৭০
সহচরিগণ দেখি	বলরাম ...	২৪৯০	সায়ংকালে সুবদনী	উদ্ধব	... ২৯১২
সহচরি চাতুরি	কৃষ্ণ কান্ত ...	২৮৯৪	সিচরমুদকর	রূপ গোস্বামী	... ১০৩৬
সহচরি-বচনহি	জ্ঞানদাস ...	৫০৪	সিনান দোপার সময়ে	গোবিন্দদাস	... ৬৯৩
সহচরি বচনে সমাতি	অজ্ঞাত ...	৫৬০	সিনান সমাধান মুহুর অজ	মোহন	... ১৫৮৩
সহচরি মেলি চলি	গোবিন্দদাস ...	২০৪	সিংহার ত্যজি গৌরা	বাসুদেব বোষ	... ১৬৬২
সহচরি সজে পছে	কৃষ্ণ কান্ত ...	২৮৭৮	সীদতি সধি মম	রূপ গোস্বামী	... ৪৬৪

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
অখণ্ড বৃন্দাবন অখমর	শেখর	১০৬২।২৭২৫	অন্দরি মাধব তুয়া	গৌরমোহন	... ১০২৬
অখের পিরিতি আনন্দ	চণ্ডীদাস	... ৮২২	অন্দরি শুনহ আঙ্ক	যজ্ঞনন্দন	... ১৩৩২
অখের লাগিয়া এ ঘর	জ্ঞানদাস	... ৮৮৭	অন্দরি শুনিয়া না শুন	জ্ঞানদাস	... ১৩৭৪
অখের লাগিয়া পিরিতি	চণ্ডীদাস	... ৮৮২	অন্দরি স্বরূপহি করবি	বসন্ত রায়	... ২৯৪১
অখের লাগিয়া রন্ধন	"	... ৮৮৪	অন্দরি হাম বলিহারি	"	... ২৯৫৪
অগন্ধি ওদন বিবিধ	শেখর	... ২৫৫৮	অন্দরি সখি সঞে	গোবিন্দদাস	... ২৫৫০
অগন্ধি সলিলে রাই	মাধব দাস	... ২৮০৩	অবল মিতা হে	অজ্ঞাত	... ২৫১
• অচির-বিরহ-জর-	ঘনশ্যাম	... ১৬২৪	অবলিত বলিত	জ্ঞানদাস	... ২০৬৮
অধিষ্ঠি দেখি অবল সখা	বংশীবদন	... ১৩২১	অবলের সনে বসিয়া	বিদ্যাপতি	... ১১০৩
অধামুখি কো বিহি	বিদ্যাপতি	... ১০৫২	অমুখী-চরণে চিকণ কাঁশার	বংশী	... ৫৪৬
অন্দর বদনে দিল্লুর	"	... ১৩৩২	অমুখী সঙ্কেত-বেণু	শেখর	... ২৫৬১
অন্দরি অব তুহঁ	বলরাম	... ৪১৭	অমল আরাধিয়া সহচরি	মোহন	... ২৬৭৭
অন্দরি আন-শুণে	নন্দ	... ১০৪৬	অরত-তিয়াসে ধরল	গোবিন্দদাস	... ৫৩।১৩০
অন্দরি আবারে কহিছ	জ্ঞানদাস	... ৭৫৬	অরত সমাপি শুভল	বিদ্যাপতি	১৫২৩।২৭৩৪
অন্দরি আর কত মান	অজ্ঞাত	... ৫৭২	অরধুনি তিরে নব	জ্ঞানদাস	... ৩২৯
অন্দরি আর কত সাধনি	গোবিন্দদাস	... ৪৮২	অরধুনি-তীর তীর	গোবিন্দদাস	... ১৩২১
অন্দরি আর কিরে	অজ্ঞাত	... ৫১৪	অরধুনি-তীরে আঙ্ক	রামানন্দ	... ২৬১৫
	সং পদের পরে প্রক্ষিপ্ত		অরধুনি-তীরে তরুণতর	রাধামোহন	... ৩২৮
• অন্দরি কত সমুদায়ব	গোবিন্দদাস	... ৪৭২	অরধুনি বারি বারি	গোবিন্দদাস	... ১৫৭৯
অন্দরি কাহে করসি	শ্রেয়দাস	... ৮০৭	অরপতি-ধনু কি শিখণ্ডক	"	১০৫০।২৪৩৪
অন্দরি কাহে কহসি কটু	জ্ঞানদাস	... ৩৭৫	অতিতে ধনুশচ	রূপ গোস্বামী	... ৮২৩
অন্দরি কাহে কহসি হেন	যজ্ঞনাথ	... ৬৩৩	সে কাল গেল বৈয়া	শেখর	... ৮০৬
অন্দরি কৈছন আরতি	বল্লভ দাস	... ১০০৬	সেবার সেবকগণ	"	... ২৬৯৭
• অন্দরি জানলু তুয়া	গোবিন্দদাস	... ৫৮৮	সে যে—নাগর	বড়ু চণ্ডীদাস	... ৯৪
অন্দরি তুরিতহি করহ	"	... ১১০৬	সে যে বৃষভানু-অতা	"	... ৩৩১
অন্দরি তুহঁ-বড়ি	বল্লভদাস	... ৯৭	সে যে ব্রজেশ্বরী	শেখর	... ২৫৪৮
" "	গোবিন্দদাস	... ১২৮	সে যে মোর গৌর	শঙ্কর	... ১৯২৬
অন্দরি থির কর	বসন্ত রায়	... ২৯১৯	সোই জনক ব্রজ-রাজ	পুরুষোত্তম	... ১৭৫৭
অন্দরি হুরে কর	উদ্ধব	... ৫৬৭	সো কুলবন্তি অতি	গোবিন্দদাস	... ৯১০
অন্দরি ধরবি বচন	গোবিন্দদাস	... ৭৫০	সোঙরি পুরষ-গৌলা	বাসুদেব ঘোষ	... ১৩৫৩
অন্দরি না কর	বসন্ত রায়	... ২৯৩৭	সোঙরো নব গৌর	কৃষ্ণদাস	... ১০৮৫
অন্দরি বৃন্দলু ভোহার	বলরাম	... ৬৭৪	সোণার গৌরদাঁচাদে	জ্ঞানদাস	... ১৮৯১
অন্দরি বেকত গোপত	নব কবিশেখর	... ২৩২	সোণার নাভিনী	চণ্ডীদাস	... ১৩৪
অন্দরি বেরি এক	ঘনশ্যাম	৫২২।২০৫৭	সোণার বরণ গোরা	শিবানন্দ	... ২১২৭

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
সোণার বরণ গৌরাজ	নরহরি	... ১২০৮	হরি হরি আশার	গোপাল দাস	... ৩০৫৪
সোণার বরণ দেহ	জ্ঞানদাস	... ১২১৫	হরি হরি আর কবে	নরোত্তম	... ৩০৪৯
সোণা শতবান জিনি	নরহরি	... ১৭২৯	হরি হরি আর কি এমন	নরোত্তম	... ৩০৪৮
সো বর শঠ-শুণ	চম্পতি	... ৫৩২	"	"	... ৩০৬৫
সো বহু-বল্লভ	গোবিন্দদাস	... ৪৪০	"	"	... ৩০৬৬
সো মুখ-চান্দ নয়নে	"	... ৪৫৫	"	প্রেমদাস	... ৩০৫৫
সৌন্দর্য-অমৃত-সিদ্ধ	বহ্ননন্দন	... ২৫২১	হরি হরি এ বড়	বলরাম	... ২২৫১
সৌরভ-সেবিত-	রূপ গোস্বামী	... ২৬৬২	হরি হরি ঐছে কি	রামানন্দ	... ৩০৫৭
সৌরভে আগরি	গোবিন্দদাস	... ১০১	হরি হরি কবে মোর	নরোত্তম	... ৩০৬২
সংকীর্ণনে নিত্যানন্দ	বাসু বোষ	... ২৩১৫	"	"	... ৩০৬৯
স্তন-বিমিহিতমপি	জয়দেব	... ২০৩১	হরি হরি কবে হব	"	... ৩০৫১
সুন্দরিন্দীবর-	রূপ গোস্বামী	... ২৬৬৩	হরি হরি কি কহব গোর	গোবিন্দদাস	... ১৬২০
স্বপনে গিয়াছিলু	অজ্ঞাত	... ২২৬৯	হরি হরি কি কহব বিপতি	রাধামোহন	... ১২০৫
স্বপনে দেখিলু সোই	জ্ঞানদাস	... ১৭১০	হরি হরি কি কহিয়ে	বৈষ্ণবদাস	... ৩০৮৫
স্বর্গে ছন্দুতি বাজে	শিবাই	... ১১৫৩	হরি হরি কিনা হৈল	বাসু বোষ	... ২২২৮
স্বর্ণ-পদ্ম কুসুমাক্ত	অজ্ঞাত	... ২৬৬০	হরি হরি কি ভেল	পুরুষোত্তম	... ১৮৭২

[হ]

হস্ত ন কিং মহরয়সি	রূপ গোস্বামী	... ১০৩৯	হরি হরি কিয়ে মোর	"	... ৩০২০
হরত সকল সত্তাপ	রঘুনাথ দাস	... ২৮৬৯	হরি হরি গোরা কেনে	বাসু বোষ	... ৭৬৪
হরি-অভিসারে চলি	অজ্ঞাত	... ২৯৬	"	বলরাম	... ২২৫৪
হরি কি মথুরাপুর	বিদ্যাপতি	... ১৬৩৮	হরি হরি গোরা কোথা	বাসু বোষ	... ১৬৩৬
হরি-কোরে হরিগি-	কবিশেখর	... ২৭২২	"	"	... ১৮৫৬
হরি গেও মথুর	বিদ্যাপতি	... ১৬৪১	হরি হরি বড় ছথ	গোবিন্দদাস	... ২৯৮৭
হরিগ-নরনি ধনি	কবিশেখর	... ২৬৮২	হরি হরি বিফলে	নরোত্তম	... ২৯৮৮
হরিগ-নরানি ভেজি	গোবিন্দদাস	... ৩১৯	হরি হরি বিহি মোরে	বল্লভ দাস	... ৩০১০
হরি নহ নিরদয়	"	... ১৬২৪	হরি হরি মজল	বলরাম	... ২০৬৫
হরি নিজ আঁচরে	"	... ২৭৫২	হরি হরি হেন দিন	নরোত্তম	... ৩০৫৯
হরি বড় গরবি	বিদ্যাপতি	... ৪৭৩	হরে হরে গোবিন্দ	পরমানন্দ	... ২৯৭৪
হরি সব হুরিখে	গোবিন্দদাস	... ৪৭০	হাটের পদ্মন শ্রীশ্রী-	শেখর	... ২১৯৯
হরিরতিগরতি	জয়দেব	... ২০৫৩	হাথক দরপণ	বিদ্যাপতি	... ১৪০৮
হরি রহ কাননে	গোবিন্দদাস	... ৯৯৬	হা নাথ গোকুল-চন্দ্র	বৈষ্ণবদাস	... ৩০৮৪
হরি হরয়ে নমঃ	অজ্ঞাত	... ২৯৭৬	হাম অতি ভীতি	বিদ্যাপতি	... ২৫২
হরি হরি অগাধনে ৩০২৪	হাম অবলা সখি	কবিশেখর	... ২৫২৪

পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা	পদ	পদ-কর্তা	পদ-সংখ্যা
হাম অভাগিনি দোসর	বিদ্যাপতি	... ১৬৭২	হে দেব হে দয়িত হে	রাধামোহন	... ১৬৬৬
হামক মন্দিরে যব	"	... ১৯৮২	হেদে রে নদিয়াবাসী	গোবিন্দ বোষ...	১৬২২
হাম ধনি ভাপিনি	"	... ১৭৩০	হেদে লো তোমারে ভাল	যজ্ঞনাথ	... ৬৯৮
হাম মরইতে তুহঁ	গৌরদাস	... ৪৪২	হেদে লো বিনোদিনি	বংশীবদন	... ১৪০৩
হাম সে অবলা	চণ্ডীদাস	... ১৪৩	হেদে হে কিশোরি গোরি	জ্ঞানদাস	... ১৩৬৪
হাম্মারি নিঠুরপনা	রাধামোহন	... ৪৭	হেদে হে নন্দের স্নাত	অজ্ঞাত	... ১৩৭৯
হাম্মারি বচন বত	"	... ১৬৭৮	হেদে হে নিলজ কানাই	রামশেখর	... ১৩৭৭
হাম্মারি বচন গুন	যজ্ঞনন্দন	... ৬৫	হেদে হে নিলজ বজ্জ	দ্বিজ চণ্ডীদাস	... ৩৯৩
হাম্মারি যতেক ছুখ	বলরাম	... ১৮৩৪	হেদে হে বিনোদ রায়	"	... ৮১৫
হামে দরশাইতে	কবিশেখর	... ২৫৯	হেনই সময়ে এক সখী	যজ্ঞনন্দন	... ১৫০৬
হাসিয়া নেহার রাই	জ্ঞানদাস	... ৫১৪	হেন কালে সখী মেলে	চৈতন্তদাস	... ১২৪৭
হাসিয়া হাসিয়া মুখ	"	... ৬৯১	হেন দিন শুভ পরভাতে	বল্লভ	... ২৩৮৪
হাসি হাসি বয়ন	"	... ২২৯	হেন মতে শুক শারী	অজ্ঞাত	... ২৬৬৭
হাসি হাসি সহচরি	রাধামোহন	... ৬০৭	হেন রূপে কেন যাও	বংশীবদন	... ১৩৫৯
হাহা বুঝভান্ন-স্নাতে	বৈষ্ণবদাস	... ৩০৮০	হেম-বট পাইয়া পাথারে	বড়ু (চণ্ডীদাস)	... ১৩৯৮
হিম-ঋতু-নিশি	গোবিন্দদাস	... ৩৩৯	হেম-জ্যোতি বরভতি	শেখর	... ২৫৯৬
হিম-ঋতু-মামিনি	"	... ৩৩৭	হেম-দরপনি	নরহরি	... ৩১৬
হিম-ঋতু-সময়ে	উদ্ধব	... ১৭৫১	হেম-বরণ বর	জ্ঞানদাস	... ২০৬২
হিম-ঋতু হিম-কর	"	... ১৭৪৭	হেম সঞ্জে অতি গৌরা	রাধামোহন	... ২৫৯৩
হিমকর-কীরণ হিম	কবিশেখর	... ৩২৭	হেম-সরোজহ গোরিক	কৃষ্ণকান্ত	... ২৮৯২
হিমকর পেখি অনন্ত	বিদ্যাপতি	... ১৮৭৯	হের আয় রে	অজ্ঞাত	... ১১৮৮
হিমকর মলিন	গোবিন্দদাস	১৫২১।২৪৮৪	হেরইতে ছুহ জন	যজ্ঞনন্দন	... ৩৪০
হিম শিশিরে রিপু .	জ্ঞানদাস	... ১৭৫৩	হেরইতে বিনোদিনি	গোবিন্দদাস	২৬৩১২৫৪
হিম-হিমকর-কর	বিদ্যাপতি	... ১৭১২	হেরইতে হেরি	"	... ৮৫
হিয়ার কণ্টক-দাগ	অজ্ঞাত	... ১৩১৬	হের দেখসিয়া	লোচন	... ১১২৩
হিয়ার আশুনি-ভরা	শেখর রায়	... ২৫৬৬	হের হো মৌলগিরি-	অজ্ঞাত	... ১৫৪২
হিরণক হার হৃদয়ে	গোবিন্দদাস	... ১৯২৩	হেরি ছুহঁ নিশি	যজ্ঞ	... ১০৮৯
হৃদয়ক মান গোপসি	"	... ৫৭৭	হেরি মুখচন্দ্র-সুধারস	গোবিন্দদাস	... ৭৭৯
হৃদয় বিদারত মনমথ-	"	... ১৬৪৬	হে হরে মাধুর্য-গুণে	চৈতন্ত	... ১৬৬০
হৃদয়-মন্দিরে যোর	"	... ৭১০	হোর দেখে অপরূপ	গোবিন্দদাস	... ২১৯৪
হৃদয়ান্তরমখশিরিতং	রূপগোস্বামী	... ৩৭২	হোর দেখে নব নব	রাধামোহন	... ১৩৩১
হে গোবিন্দ গোপীনাথ	নরোত্তম	... ৩০২৩	হোর দেখে না	উদ্ধব	... ২৬১৯
হেদে আর কথা গুনহ বি	শেখর	... ২৬৯৯	হোর দেখে বাছার	বংশী	... ১১৫৫
হেদে গো মাগিনি সহ	বল্লভ	... ২২৩২	হোরি হো রঞ্জে মাতি	শিবরাম	... ১৪৪২
			হোলির প্রকার বৈছে	মাধব	... ২৬১২

୧୨୦୦।୧୨୨୦।୧୨୩୦।୧୨୪୦।୧୨୫୦।୧୨୬୦।୧୨୭୦।୧୨୮୦।୧୨୯୦।
 ୧୩୦୦।୧୩୧୦।୧୩୨୦।୧୩୩୦।୧୩୪୦।୧୩୫୦।୧୩୬୦।୧୩୭୦।୧୩୮୦।୧୩୯୦।
 ୧୪୦୦।୧୪୧୦।୧୪୨୦।୧୪୩୦।୧୪୪୦।୧୪୫୦।୧୪୬୦।୧୪୭୦।୧୪୮୦।୧୪୯୦।
 ୧୫୦୦।୧୫୧୦।୧୫୨୦।୧୫୩୦।୧୫୪୦।୧୫୫୦।୧୫୬୦।୧୫୭୦।୧୫୮୦।୧୫୯୦।
 ୧୬୦୦।୧୬୧୦।୧୬୨୦।୧୬୩୦।୧୬୪୦।୧୬୫୦।୧୬୬୦।୧୬୭୦।୧୬୮୦।୧୬୯୦।
 ୧୭୦୦।୧୭୧୦।୧୭୨୦।୧୭୩୦।୧୭୪୦।୧୭୫୦।୧୭୬୦।୧୭୭୦।୧୭୮୦।୧୭୯୦।
 ୧୮୦୦।୧୮୧୦।୧୮୨୦।୧୮୩୦।୧୮୪୦।୧୮୫୦।୧୮୬୦।୧୮୭୦।୧୮୮୦।୧୮୯୦।
 ୧୯୦୦।୧୯୧୦।୧୯୨୦।୧୯୩୦।୧୯୪୦।୧୯୫୦।୧୯୬୦।୧୯୭୦।୧୯୮୦।୧୯୯୦।

କବିସମ୍ମତ, —ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୨୭୭ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

କବି ଭୂପତି କର୍ତ୍ତାହାର, —ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୪୮୮ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

କବିରଞ୍ଜନ, —ପଦ-ସମସ୍ତି—୭

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨୧୨।୨୫୬।୬୮୦।୧୨୫୮।୧୦୭୮।୧୧୦୮।

୧୧୬୦।

କବିଶେଖର (ନବ), —ପଦ-ସମସ୍ତି—୪

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୦୬।୨୦୨।୩୮୬।୧୮୭୨।

କବିଶେଖର (ବିଦ୍ୟାପତି), —ପଦ-ସମସ୍ତି—୭

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨୫୮।୬୧୦।୧୧୮୮।

କାନ୍ତ ଦାସ, —ପଦ-ସମସ୍ତି—୬

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୬୬୦।୨୦୮୮।୨୧୧୧।୨୨୫୦।୨୨୬୮।୨୨୭୨।

କାନ୍ତରାମ ଦାସ, —ପଦ-ସମସ୍ତି—୭

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୭୧୧।୭୭୨।୭୭୫।୭୭୬।୨୦୦୫ ।

୨୦୫୧।୨୦୨୧।

କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ, —ପଦ-ସମସ୍ତି—୨୩

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨୮୭୬—୨୩୦୫ ।

କୃଷ୍ଣଦାସ, —ପଦ-ସମସ୍ତି—୨୨

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୦୫୫।୧୧୧୬।୧୧୧୭।୧୨୫୦।୧୨୫୮।୧୨୬୮।

୧୫୧୦।୧୫୧୬।୧୫୧୭।୧୫୧୮।୧୫୧୯।୧୫୨୦।୧୫୨୧।୧୫୨୨।୧୫୨୩।

୧୫୨୪।୧୫୨୫।୧୫୨୬।୧୫୨୭।୧୫୨୮।୧୫୨୯।୧୫୩୦।୧୫୩୧।୧୫୩୨।

କୃଷ୍ଣଦାସ (କବିରାଜ), —ପଦ-ସମସ୍ତି—୫

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୫୫୫।୧୬୭୨।୧୬୮୧।୧୭୦୮।୧୭୧୬।

କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, —ପଦ-ସମସ୍ତି—୨

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨୫୦।୨୫୫।

ଗତିଗୋବିନ୍ଦ, —ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୨୦୧୮ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ଶୁକ୍ଳ, —ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୧୬୩୩ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ଶୁକ୍ଳ ଦାସ, —ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୨୦୧୩ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ଗୌକୁଳ ଦାସ, —ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୨୨୧୫ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ଗୌକୁଳାନନ୍ଦ, —ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୨୦୫୧ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ଗୋପାଳ ଦାସ, —ପଦ-ସମସ୍ତି—୬

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୮୦।୨୦୫।୧୨୬।୨୨୬।୨୨୬।୨୨୬।୨୦୫୮।

ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ, —ପଦ-ସମସ୍ତି—୨

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୦୮୮।୨୮୦୩।

ଗୋପୀ, —ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୨୫୧୨ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ଗୋପୀକାନ୍ତ, —ପଦ-ସମସ୍ତି—୪

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୧୧।୧୧୮।୧୨୮।୨୦୦୦।

ଗୋପୀରାମ, —ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୧୬୦୮ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, —ପଦ-ସମସ୍ତି—୧୬

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୨୫୧।୧୫୫୦।୧୫୫୮।୧୫୫୯।୧୫୬୦।

୧୫୬୧।୧୫୬୨।୧୫୬୩।୧୫୬୪।୧୫୬୫।୧୫୬୬।୧୫୬୭।୧୫୬୮।୧୫୬୯।

୧୫୭୦।୧୫୭୧।୧୫୭୨।

ଗୋବିନ୍ଦ, —ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୧୫୫୩ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ଗୋବିନ୍ଦ ସୋଷ, —ପଦ-ସମସ୍ତି—୬

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨୦୨୧।୧୫୫୧।୧୬୦୮।୧୬୫୨।୧୬୫୩।୧୬୫୪।

ঘনশ্যাম দাস—পদ-সমষ্টি—৪২

পদ-সংখ্যা—৩৬।৫৫। ১৩৮।১৫০। ১৫১।১৫৫। ২১৬।
 ৩৪৯।৩৫০।৩৫১।৩৮৪।৪২৬।৪২৭।৪৩৯।৪৫৬।৪৬৬।৪৬৭।
 ৪৯১।৫২২।৫৩৭।১১৩৮। ১১৪৫। ১৬০৭। ১৬৩৩। ১৬৯৪।
 ১৬৯৫।১৬৯৬। ১৭২৩।১৮১৫ (১৮১৬—১৮২৬ পদাংশ
 সহ)। ১৯২৭।১৯৭১।২০১০।২০২১।২০৫৪।২০৫৫।২০৫৬।
 ২০১০।২০৩৮।২৪২১।২৭২০।২৭৩৯।২৯১৪।

চণ্ডীদাস—পদ-সমষ্টি—৯০

পদ-সংখ্যা—২৯।৩০।৯৮।১৩৪।১৩৫।১৪৩।১৫০।১৯৮।
 ২০২।২০৩।২০৫।২০৬।২১০।২৫৩।৩৯১।৩৯২।৩৯৪।৪০০।
 ৬৩৮।৬৩৯।৬৪০।৬৪১।৬৪২।৬৪৪।৬৭০।৬৭১।৬৭৫।৬৯৬।
 ৭১৫।৭৩৯।৭৪১।৭৫৫।৭৯৫।৮০১।৮১০।৮১৪।৮১৫।৮১৬।
 ৮২৭।৮২৯।৮৩০।৮৩৪।৮৩৫।৮৩৭।৮৪৩।৮৪৪।৮৫০।৮৫২।
 ৮৬০।৮৬১।৮৬৩।৮৬৭।৮৭০।৮৭১।৮৭২।৮৭৩।৮৭৫।৮৭৬।
 ৮৭৭।৮৭৮।৮৭৯।৮৮০।৮৮১।৮৮২।৮৮৩।৮৮৪।৮৮৫।৮৮৬।
 ৮৮৯।৮৯১।৮৯২।৮৯৩।৮৯৪।৮৯৫।৮৯৬।৯০৫।৯১২।৯১৩।
 ৯১৪।৯১৮।৯২৩।৯৩০।৯৫৩।১০৯৭।১১০২।১২৯১।১৫১২।
 ২০৯২।২৩৯০।২৫২১।

চণ্ডীদাস (আদি)—পদ-সংখ্যা—১

২০৯৪ সংখ্যক পদ।

চণ্ডীদাস (দ্বিজ)—পদ-সমষ্টি—২০

পদ-সংখ্যা—১৪১।৩৯৩।৬৩৭।৬৪৩।৭৪২।৮০৫।৮২৮।
 ৮৪১।৮৪৮।৮৫১।৮৬২।৮৬৮।৮৭৪।৮৮৮।৮৯০।৯২৫।৯৪৫।
 ৯৫৬।১২৯২।১৭১৬।

চণ্ডীদাস (বড়ু)—পদ-সমষ্টি—৬

পদ-সংখ্যা—৯৪।২৮২।৩৩১।৫৭৫।১৯৬৬।১৯৯০।

বড়ু (অর্থাৎ চণ্ডীদাস)—পদ-সংখ্যা—১

১৩৯৮ সংখ্যক পদ।

চন্দ্রশেখর—পদ-সমষ্টি—৩

পদ-সংখ্যা—১৮৫৪।২১৪৮।৩০০০।

চম্পতি—পদ-সমষ্টি—৯

পদ-সংখ্যা—৪৮০।৪৮১।৪৮২।৫০২।৭২৫।১৬৫৮।
 ১৬৬৪।১৬৭৪।১৭৪৪।

চম্পতি রাগ—পদ-সংখ্যা—১

২০২৫ সংখ্যক পদ।

চুড়ামণি দাস—পদ-সংখ্যা—১

১১৪২ সংখ্যক পদ।

চৈতন্যদাস—পদ-সমষ্টি—১৬

পদ-সংখ্যা—৪৬৩। ৫৯৪। ৬৬৪। ১১৬৯। ১১৭০।
 ১১৭১।১১৭২। ১১৭৩। ১২৪২। ১২৪৫। ১২৪৬। ১২৪৭।
 ১২৪৮।১৬৬০।১৬৬১।১৯৮৫।

জগত (জগদানন্দ)—পদ-সংখ্যা—১

১৯৭৫ সংখ্যক পদ।

জগদানন্দ—পদ-সমষ্টি—৬

পদ-সংখ্যা—৪৪৮।৬৫৭। ১০৩২। ১০৩৩।২১৮৩।
 ৩০৩৮।

জগন্নাথ দাস—পদ-সমষ্টি—১০

পদ-সংখ্যা—৬৩৩।১০৮৩।১১২০। ১২১৬।১৩২৩।
 ১৩৫৫।১৪১৫।১৫৫৪।২৫৩৬।২৮৩৫।

জগমোহন—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—১১২৭।১৫১৭।

জয়দেব—পদ-সমষ্টি—২০

পদ-সংখ্যা—৩১৭।৩৪৭।৩৫৯।৪১৫। ৪৪৭।৫৫৬।
 ৫৫৯।১০১৮।১৫০৪।২০০০।২০০৪।২০২৭।২০২৮।২০৩১।
 ২০৩৪।২০৪৫।২০৫৩। ২৩৯৫ (২৩৯২—২৪০৫ পদাংশ
 সহ)। ২৪০৬।২৭৩৬।

জ্ঞানদাস—পদ-সমষ্টি—১৮৬

পদ-সংখ্যা—৪১।৪২।৪৪।৮১। ৯৫।১১৯। ১২০।
 ১২৩।১৩৭। ৪৪।১৫৬।২২৩।২২৮।২২৯।২৩০।২৩১।২৪২।
 ২৮১।২৯২।২৯৫।৩১২।৩২৯।৩৪৩।৩৪৫।৩৭৫।৩৮৫।৪৪৬।
 ৪৯৫।৪৯৬।৪৯৮।৪৯৯।৫০১।৫০২।৫০৪।৫০৫।৫০৬।৫০৭।
 ৫১৩।৫১৪। ৫১৫। ৫১৭। ৫১৮।৫৩৫। ৫৪০।৫৬৩।৫৬৪।
 ৫৮৫।৬০৬।৬৬৮।৬৭০।৬৭৮।৬৮৫।৬৮৭।৬৮৯।৬৯১।৭০০।
 ৭০১।৭০২।৭১০।৭১৪।৭১৭।৭১৮।৭১৯।৭২০।৭২১।৭২৩।
 ৭৩৪।৭৫৫।৭৬৩।৭৬৮।৭৪৮।৭৫২।৭৫৬।৭৬১।৭৮৫।৮০০।
 ৮০৩।৮০৪।৮০৯।৮১৩।৮২৬।৮৪৬।৮৬৯।৮৮৭।৮৯৭।৮৯৮।

ଭୁବନ ଦାସ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୧୭୮୩ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ (୧୭୩୦—୧୮୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ) ।

ଭୂପତି—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୫

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୫୮୦।୧୦୩।୧୨୩।୧୮୭ ।

ଭୂପତିନାଥ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୫୭୮।୫୭୯ ।

ସମ୍ଭୁରା ଦାସ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୭୮୩ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ସଦନ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୨୦୦୫ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ସମ୍ଭୁଜନ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୫

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୮୭୦।୨୧୮୫।୨୮୫୫।୨୮୫୫ ।

ସନୋହର ଦାସ,—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୬

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧।୮୨୫।୧୦୮୬।୧୦୮୬।୧୦୮୬।୧୦୮୬ ।

ସାଧବ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୫୫

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨୨।୨୨୫।୨୨୫।୨୨୫।୨୨୫ ।

୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫ ।

୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫ ।

୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫ ।

୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫ ।

୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫ ।

୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫।୧୫୦୫ ।

୧୫୦୫।୧୫୦୫ ।

ସାଧବ ଘୋଷ,—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୭

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୬୦୦।୧୦୦୦।୧୦୦୦।୧୦୦୦।୧୦୦୦।୧୦୦୦ ।

ସାଧବ ଦାସ,—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୫

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୧୮୨।୧୧୮୨।୧୧୮୨।୧୧୮୨।୧୧୮୨ ।

୧୧୮୨।୧୧୮୨।୧୧୮୨।୧୧୮୨।୧୧୮୨।୧୧୮୨ ।

୧୧୮୨।୧୧୮୨ ।

ସାଧବ ଦାସ (ସିଂହ)—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୨୦୦୫ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ସାଧବୀ,—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୮୦।୨୨୫୦ ।

ସାଧବୀ ଦାସ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୫

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୧୫।୧୧୫।୧୧୫।୧୧୫।୧୧୫ ।

ସାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୬୫୨।୧୬୫୨ ।

ସାଧୋ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୫

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨୦୫୫।୨୦୫୫।୨୦୫୫।୨୦୫୫ ।

ସୁରାରି—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୩

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨୨୦୧।୨୨୦୧।୨୨୦୧ ।

ସୁରାରି ଶୁକ୍ତ,—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୫୧।୨୨୨୧ ।

ସୋହନ,—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୩୦

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୩୩।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫ ।

୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫ ।

୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫ ।

୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫ ।

ସହ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୫

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫ ।

୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫।୧୫୫ ।

୧୫୫ ।

ସହନନ୍ଦନ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୧

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧ ।

୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧ ।

୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧ ।

୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧ ।

୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧ ।

୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧ ।

୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧ ।

୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧।୦୧ ।

୦୧।୦୧।୦୧ ।

अन-संख्या—१२०/२०१२/२०१० ।

ମନୀନନ୍ଦ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୨୧୭୫ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ମାଳାବେଗ,—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୩

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୫୫୨।୨୫୧୨।୨୫୧୨ ।

ସିଂହ (ନୃପତି)—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୧୨୫୦ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

• ସିଂହ (ହୃପତି)—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୬

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୧୫।୫୧୧।୧୦୮୦।୧୦୮୦।୧୧୦୬।୧୧୦୬।୧୧୦୬ ।

• ଶୁନ୍ଦର ଦାମ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୦୨୧।୧୦୨୮ ।

ସୁର(ଦାମ)—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୧୦୮୬ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ମୈତ୍ରୟନ ଗୁରୁତ୍ଵା—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୨୨୫୧ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ସ୍ଵରୂପ ଦାମ,—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୫୧୫।୧୫୧୫ ।

ହରିକୃଷ୍ଣ ଦାମ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୭୦ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ହରିନାମ,—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨୦୫୨।୨୦୫୨ ।

ହରିନାମ (ଦ୍ଵିଜ)—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୫

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୨୩।୧୨୩।୧୨୩।୧୨୩ ।

ହରିବଲ୍ଲଭ,—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୫

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧୨୦।୨୧୫।୨୦୧।୧୫୨ ।

ହରିନାମ ଦାମ,—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୨

ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୫୮୬।୨୦୦୦ ।

ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାମ—ପଦ-ସଂଖ୍ୟା—୧

୧୦୧୦ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ ।

ভূমিকা

বৈষ্ণবদাসের সংকলিত “পদকল্পতরু” গ্রন্থের আগে ও পরে আরও কতকগুলি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল; বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে পদকল্পতরুর অসাধারণ বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, উহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক। আমরা এই গ্রন্থগুলির পৌরুষাপর্য্য অনুসারে উহাদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আজ পর্য্যন্ত যতগুলি পদ-সংগ্রহ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যে খৃষ্টীয় বোড়শ শতকের সুপ্রসিদ্ধ কণদা-গীত-চিন্তামণি বৈষ্ণবাচার্য্য ত্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ওরফে পদ-কর্তা “হরিবল্লভ” বা সংক্ষেপে “বল্লভ” দাসের সংকলিত “কণদা-গীত-চিন্তামণি” গ্রন্থখানাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

- চক্রবর্তী মহোদয়ের বিস্তৃত পরিচয় পদ-কর্তা হরিবল্লভের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইবে। এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে, তিনি বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বহুসংখ্যক পদ-কর্তার কতকগুলি পদ লইয়া রাগানুগুণ বৈষ্ণব তত্ত্বদিগের ভঙ্গনের সুবিধার জন্তে এই পুঁথিখানা সংকলিত করিয়া দিয়াছেন। “কণদা-গীত-চিন্তামণি” গ্রন্থে চক্রবর্তী মহোদয়ের “হরিবল্লভ” ও “বল্লভ” ভণিতার কয়েকটি পদও দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, “কণদা-গীত-চিন্তামণি” গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদ একটীও পাওয়া যায় না। আমরা চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিব। “কণদা-গীত-চিন্তামণি” বৃহৎ গ্রন্থ নহে;
- উহাতে মাত্র ৩১৫টি পদ আছে। চক্রবর্তী মহোদয় প্রবীণ বয়সে এই সংগ্রহ-গ্রন্থখানি সংকলিত করেন—এরূপ অনুমান করিলে আন্দাজ ১৭০০ খৃষ্টাব্দে উহা সংকলিত হইয়াছিল, মনে করা অসঙ্গত হইবে না। দেবকীনন্দন যন্ত্রালয় হইতে প্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহোদয় কর্তৃক কণদা-গীত-চিন্তামণি গ্রন্থের একখানা উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাবনের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যধাম-পত প্রভুপাদ রাধিকানীধ গোস্থানি-মহোদয়ের অমৃতম প্রিয়-শিষ্য পণ্ডিত-প্রবর প্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহোদয় প্রভু-পাদের ব্যাখ্যাত রস-বিশ্লেষণ অবলম্বন করিয়া রাগানুগুণ তত্ত্বদিগের সুবিধার জন্ত বিস্তৃত টীকা, রস-বিশ্লেষণ, “পাঠান্তর” ও সূচীর সহিত এই গ্রন্থের সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত বিনয়বশতঃ নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। সম্পাদক বাবাজী মহোদয়ের পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা সর্ব-জন-বিদিত। উহার রস-বিশ্লেষণ যে উত্তম হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাচীন ও প্রামাণিক হস্ত-লিখিত পুঁথির অসংখ্য ভুলই হটক কিংবা অজ কারণেই হটক, এই বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণটীতেও অসংখ্য পদেই বিতুল পাঠ ও অর্থের নির্ণয়ে অনেক ভ্রম-প্রসাদ দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে, সুবিস্তৃত রস-বিশ্লেষণ অপেক্ষাও বিতুল পাঠ ও অর্থই সাহিত্য-সেবক পাঠকদিগের অধিক প্রয়োজনীয় বটে। হৃৎধের বিষয় যে, এই বৃহৎ ও রস-বিশ্লেষণের হিসাবে উৎকৃষ্ট সংস্করণখানা দ্বারাও গীত-চিন্তামণি গ্রন্থের একখানা শুদ্ধ পাঠ ও অর্থ-যুক্ত প্রামাণিক সংস্করণের অভাব পূর্ণ হয় নাই। আমরা ভরসা করি, অতঃপর এই গ্রন্থখানার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত করার সময়ে সম্পাদক মহোদয় উহার পাঠ ও অর্থের বিতুলতার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

“গীত-চিন্তামণি” গ্রন্থের সম্ভবতঃ ২০১৫ বৎসর পরেই সুপ্রসিদ্ধ “ভক্তি-রত্নাকর” গ্রন্থ রচয়িতা বনশ্রাম

গীত-চন্দ্রোদয়

ওরফে নরহরি চক্রবর্তী মহাশয়ের দ্বারা “গীত-চন্দ্রোদয়” নামক গ্রন্থখানা বৃহৎ পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়। “গীত-চন্দ্রোদয়” পুঁথি এখন যে জন্তাই ইউক, নিতান্ত

ছত্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অথবা কলিকাতা বা ঢাকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুঁথি-শালায় “গীত-চন্দ্রোদয়” নাই। আজ পর্য্যন্ত আমাদেরিগের উহা দেখার সৌভাগ্য ঘটে নাই; তবে বিশ্বস্ত-সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছি যে, স্বাধীন ত্রিপুরা আগরতলা রাজধানীর রাজকীয় গ্রন্থ-শালায় গীত-চন্দ্রোদয়ের একখানা পুঁথি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ-পরিবার সাহিত্যানুরাগ ও বৈষ্ণবতার জন্ত চির-প্রসিদ্ধ। যদি সেখান হইতে এই পুঁথিখানা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে উহা রাজ-বংশের একটা স্মরণীয় কীর্তির কারণ হইতে পারে। বনশ্রাম ওরফে নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

“নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে ।

পূর্ববাস গঙ্গাভীরে জানে সর্বজনৈ ॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত ।

তার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥”

সুতরাং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ওরফে হরিবরভের “গীত-চিন্তামণি” আনুমানিক ১৭১০ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত হওয়ার, উহার আনুমানিক পঁচিশ বৎসর পরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে “গীত-চন্দ্রোদয়” সঙ্কলিত হইয়াছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

পদামৃত-সমুদ্র

গীত-চন্দ্রোদয়েরই প্রায় সমকালে সুপ্রসিদ্ধ ত্রিনিবাস আচার্য্য-শ্রদ্ধা স্মরণ্য বংশধর রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক “পদামৃত-সমুদ্র” নামক প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়। রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের গুরুদেব ছিলেন। তিনি নিজের একজন পদ-কর্তা। পদামৃত-সমুদ্রের মোট ৭৪৬টি পদের মধ্যে তাঁহার স্ব-রচিত পদের সংখ্যা ২২৮। বাকি পদের মধ্যে আবার গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যা ২৭০। অবশিষ্ট ৩৪৮টি পদ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির পদাবলী হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুর পরবর্তী সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাবিচার্য্য। তিনি নিজের সঙ্কলিত “পদামৃত-সমুদ্র” গ্রন্থের যে সংস্কৃত টিপ্সনী রচনা করিয়া ঐ গ্রন্থ সহিত সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, উহা হইতে পদাবলীর পাঠান্তরের ও ছন্দ শব্দ ও বাক্য-সমূহের অর্থ-নির্ণয়ে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া না গেলেও, তাঁহার সংক্ষিপ্ত অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রস-বিশ্লেষণ দ্বারা রসজ্ঞ পণ্ডিত পাঠকদিগের যথেষ্ট জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে। আর কোনও পদ-সংগ্রহ গ্রন্থেরই এরূপ প্রামাণিক টীকা পাওয়া যায় নাই। সে জন্তই সটীক পদামৃত-সমুদ্র অতিজ্ঞ পাঠক-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্বর্গগত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক বহরমপুর খাগড়াছিত রাধারমণ বজ্র হইতে সটীক পদামৃত-সমুদ্রের ক্রমে দুইটা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় বহু অপ্ৰকাশিত বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রকাশক বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন; কিন্তু হৃৎখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার অনেক গ্রন্থের জ্ঞান সটীক “পদামৃত-সমুদ্র” গ্রন্থখানিও উপযুক্ত সংশোধনের অসম্ভাব হেতু ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ অবস্থায়ই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানা অপ্ৰকাশিতপূর্ব না হইলেও পদাবলী-পাঠকের হিতার্থে ইহারও একটা শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে।

“পদামৃত-সমুদ্র” গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হওয়ার আনুমানিক ২০১৫ বৎসর পরেই গোবিন্দানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণব

পদ-কল্পতরু

দাস কর্তৃক “পদ-কল্পতরু” নামক স্মৃতি-সংগ্রহ ও উৎকৃষ্ট সংগ্রহ-গ্রন্থখানা সঙ্কলিত হয়। বৈষ্ণব দাস গ্রন্থ-শেষে অনুবাদ-প্রকরণে লিখিয়াছেন,—

“শ্রীআচার্য্য-শ্রুত-বংশ শ্রীরাধামোহন ।
 কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন ॥
 যাহার বিগ্রহে গৌর-প্রেমের নিবাস ।
 যেন শ্রীআচার্য্য শ্রুতের দ্বিতীয় প্রকাশ ॥
 গ্রন্থ কৈলা পদামৃত-সমুদ্র আখ্যান ।
 জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান ॥
 নানা পর্যাটনে পদ সংগ্রহ করিয়া ।
 তাহার যতক পদ সব তাহা লৈয়া ॥
 সেই মূল-গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল ।
 প্রাচীন প্রাচীন পদ যতক পাইল ॥
 এই গীত-কল্পতরু নাম কৈলু সার ।
 পূর্বরাগাদি-ক্রমে চারি শাখা যার ॥”

“গীত-কল্পতরু” নামটি বিক্রপে “পদ-কল্পতরু” নামে পরিবর্তিত হইল, সে সম্বন্ধে আনাদিগের অনুমান চতুর্থ খণ্ডের ২৬৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আমরা লিপি-বদ্ধ করিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক । পদকল্পতরু গ্রন্থে কোন্ কোন্ পদ-কর্তার কতগুলি পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহার বিস্তৃত পরিচয় “পদ-কর্তৃ-সূচী” হইতেই পাওয়া যাইবে । এখানে পদকল্পতরুর সম্বন্ধে শুধু ইহাই বলা আবশ্যক যে, একরূপ একটা বিরাট্ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বঙ্গালায় আর কখনও সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই । বর্তমান সময়ে ইহা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আর সকল সংগ্রহ-গ্রন্থগুলিকেই এক প্রকার অনাবশ্যক ও অচল করিয়া ফেলিয়াছে । কেবল সংগ্রহ-কারের খ্যাতির জোরে “ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি,” “পদামৃত-সমুদ্র” প্রভৃতির স্তায় প্রাচীন পদ-সংগ্রহ এখনও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া রহিয়াছে । পদকল্পতরুর সংগ্রহের পরিপুষ্টিতা ও পদাবলীর উৎকৃষ্টতার জন্ত বহুকাল পূর্বে হইতেই এই গ্রন্থখানা পাঠক-সমাজে নিভাস্ত সমাদৃত হওয়ায়, আজ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ হইয়াছে ; কিন্তু পাঠান্তর, পাঠ-বিচার, টীকা, শব্দ-কোষ ও সূচী ইত্যাদি-সম্বলিত কোনও সংস্করণ ইতিপূর্বে আরপ্রকাশিত হয় নাই । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগ ও অর্থ-ব্যয়ে এবং গ্রন্থ-সম্পাদকের প্রায় বিশ বৎসরবাগী পরিশ্রমের ফলে এই সংস্করণটি খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইল । “পদকল্পতরু” গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ পদকর্তাদিগের যে সকল পদ সংগৃহীত হয় নাই এবং “পদ-রস-সার,” “পদ-রত্নাকর” প্রভৃতি পরবর্তী পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, উহার মধ্য হইতে অন্যান্য এক হাজার পদ নাই । পদ-কল্পতরুর একটা পরিশিষ্ট বর্তমান সম্পাদকের দ্বারা সঙ্কলিত করা ইহা প্রকাশিত করা হইবে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল । এই পরিশিষ্ট প্রকাশে অনিবার্য্য কারণে বিলম্ব ঘটায় “পদকল্পতরু,” “ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি” প্রভৃতি ইতিপূর্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ-সমূহের অতিরিক্ত ছয় শতের অধিক অপ্রকাশিত ও উৎকৃষ্ট পদাবলী দ্বারা আমরা “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” নামক একখানা ভূমিকা, পদ-সূচী, শব্দ-সূচী ও টীকাসম্বলিত পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত করিয়াছি । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা প্রকাশিতব্য পূর্বোক্ত স্মৃতিপত্র পদাবলী-পরিশিষ্ট মুদ্রিত ও প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” দ্বারা ই পদকল্পতরুর পরিশিষ্টের প্রয়োজন কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইতে পারিবে । “পদ-রস-সার,” “সঙ্কীর্ণনামৃত,” “পদ-রত্নাকর” প্রভৃতি পুথিগুলি এ যাবৎ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই । ঐ সকল পুথিতেও জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-পূর্ব পদ-কর্তাদিগের অনেক উৎকৃষ্ট পদ আছে । ঐ সকল পদের স্থানিক-বিধান ও সূত্রচাের

জন্তে যদি একান্ত পক্ষে ঐ পুথিগুলির সমগ্র মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলেও জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-পূর্ব পদ-কর্তাদিগের সমস্ত অপ্রকাশিত পদাবলীই যে একত্র সঙ্কলিত করাইয়া সত্ত্বর প্রকাশিত করা কর্তব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এ বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি সান্বিত করিতেছি।

“পদকল্পতরু” বিরাট আধার হইলেও সমুদ্রতুল্য পদাবলী-সাহিত্যের রত্নরাজির সমগ্র দূরে থাকুক, অধিকাংশকে ধারণ করার উপযুক্ত স্থানও উহার ছিল না। সুতরাং সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থানান্তর হেতু প্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদিগেরও অনেক উৎকৃষ্ট পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে ও বর্ণনীয় বিষয়ের সংযোগ-স্বত্র রক্ষা করার জন্ত অনেক স্থলে অনেক চল-সই পদও সন্নিবেশিত করিতে এবং একই পদ বিভিন্ন স্থানে একাধিক বার উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। এতদ্বিত্তি ইহা বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পরবর্তী কালে যে সকল পদ-কর্তা জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের কোন পদই পদকল্পতরু গ্রন্থে সংগৃহীত হইতে পারে নাই। সে সময়ে পুস্তক ছাপাইবার জন্ত মুদ্রা-যন্ত্র কিংবা দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের জন্ত রেল-গাড়ী ছিল না; সুতরাং পূর্ববর্তী বা সমকালবর্তী অনেক পদ-কর্তা বা তাঁহাদিগের অনেক পদও যে, সংগ্রহ-কারের অজ্ঞাত থাকা বিচিত্র ছিল না, সহজেই ইহা বুঝা যাইবে। দৃষ্টান্ত স্থলে পদ-কর্তা গৌরসুন্দর দাসের সঙ্কলিত “কীর্তনানন্দ” নামক পুথিখানার উল্লেখ করা যাইতে পারে। লালগোলায় বিদ্যোৎসাহী বদান্তবর মহারাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বহরমপুর হইতে শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক উক্ত পুথিখানি প্রকাশিত হইয়াছিল; এখন উহা অপ্রাপ্য হইয়াছে। ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় “শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর” ইত্যাদি পদের অন্তিম কলি-দ্বয় এইরূপ,—

“মোর অপরাধ ঠাকুর বৈষ্ণব
 ক্ষেমিয়া করহ পান।
 শ্রীরাধা কৃষ্ণ- লীলা-সমুদ্রহি
 কীর্তনানন্দ নাম।
 তোমরা বৈষ্ণব পরম বান্ধব
 পুর মোর অভিলাষ।
 গৌরাদ-চরণ মধুকরে গৌর-
 সুন্দর দাস আশা ॥”

পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস ও কীর্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দর দাস কেহ কাহারও সংগ্রহ-গ্রন্থের যুগ্মাকারেও উল্লেখ করেন নাই; কীর্তনানন্দে ‘বৈষ্ণব দাস’ ভণিতার কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই; কিন্তু পদকল্পতরুতে “গৌরসুন্দর দাস” ভণিতার পাঁচটা পদ* উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে ‘গৌর’ ও ‘গৌরদাস’ ভণিতারও চারিটা পদ আছে†। ‘গৌরদাস’ ভণিতার ৩০২৬ সংখ্যক পদটা পদকল্পতরুর ৩০২৫। ৩০২৭—৩০২৯ সংখ্যক গৌরসুন্দর দাসের প্রাথনা-পদাবলীর অন্ততম পদ বটে। উহার একটা পদও কিন্তু গৌরসুন্দরের কীর্তনানন্দে পাওয়া যায় নাই। এ অবস্থায় পদকল্পতরুর উদ্ধৃত “গৌরসুন্দর দাস” ভণিতার পদগুলি কোন্ গৌরসুন্দর দাসের, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়া থাকে। পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই, এরূপ অনেক

* পদ-কল্পতরুর ১৮৮। ৩০২৫। ৩০২৭—৩০২৯ সংখ্যক পদাবলী। সং।

† ৪৪২। ১০২৫। ১৫২৭। ৩০২৬ সংখ্যক পদাবলী। সং।

সুন্দর সুন্দর পদ কীর্তনানন্দে দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তথাপি পূর্বোক্ত কারণে “পদকল্পতরু” ও “কীর্তনানন্দ” গ্রন্থদ্বয়ের পৌরুষাপর্য্য সম্বন্ধে কোনও একটা সিদ্ধান্ত করা বর্তমান অবস্থায় সম্ভবপর বিবেচনা হয় না। পদ-কর্তা দীনবন্ধু দাসের সম্বলিত “সংকীৰ্ত্তনামৃত” নামক পুথিখানার সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য বটে। আমরা অন্তঃপর উহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কীর্তনানন্দের সম্বন্ধে এখানে শুধু বক্তব্য এই যে, উহাতে প্রায় সাড়ে ছয় শত পদ এবং উহার মধ্যে পদ-কল্পতরুর অতিরিক্ত অনেক পদও আছে। কীর্তনানন্দের পূর্বোক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে সংশোধনের জন্যে অনেক ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয় ; বিশেষতঃ ঐ গ্রন্থখান এখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং উহার হই চারিখানা পুরাতন হস্তলিখিত পুথি অবলম্বনে উহার একটা শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পদ-কর্তা দীনবন্ধু দাসের সম্বলিত “সংকীৰ্ত্তনামৃত” পুথিখানি স্বর্গীয় মহাত্মা চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পুথি-শালায় ছিল। দাশ মহাশয় তাঁহার সমস্ত পুথিগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাশ্রম কাব্যতীর্থ মহাশয় ১৩২৬ সালের “নারায়ণ” পত্রিকার কার্তিকের সংখ্যায় “সংকীৰ্ত্তনামৃত” শীর্ষক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধে সর্বপ্রথমে এই পুথিখানার পরিচয় প্রদান করেন। অধুনা ঐ পুথিখানা শ্রীযুক্ত অমৃগ্যচরণ বিদ্যাবূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত হইতেছে। সংকীৰ্ত্তনামৃতের যে হস্ত-লিখিত পুথিখানি অবলম্বনে এই সংস্করণ করা হইতেছে, উহা ১৬২৩ শকাব্দের অর্থাৎ প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বের লিখিত বটে। কাব্যতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, দীনবন্ধু সংস্কৃত, বাংলা ও ব্রজ-বুলি—ত্রিবিধ পদই রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার স্ব-রচিত পদের সংখ্যা ২০৭টি বটে। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অংশ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য, যথা—“আশ্চর্য্যের বিষয়, যে চণ্ডীদাসের নাম বাঙ্গালীর অস্থি-মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার একটি পদও আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্তমানে আমরা বাহ্যকে চণ্ডীদাসের পদ বলি, দীনবন্ধু দাসের কয়েকটি পদে তাহার সুর যেন বিলক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে।” “সংকীৰ্ত্তনামৃত” পুথিতে চণ্ডীদাসের পদ না থাকার সম্ভব কারণ কি হইতে পারে, আমরা চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে উহার আলোচনা করিব। এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে, পদ-কল্পতরু গ্রন্থে দীনবন্ধু দাসের কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়াই তাঁহাকে বৈষ্ণব দাসের পরবর্তী পদ-কর্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হইবে না। অবশ্য যদি “সংকীৰ্ত্তনামৃত” পুথিতে বৈষ্ণব দাসের কোনও পরিচিত পদ পাওয়া যায় এবং ঐ পদ পরবর্তী কোনও লিপিকর কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণব দাসকেই পূর্ববর্তী মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু সন্দেহ কোনও প্রমাণ না পাওয়ার, বৈষ্ণব দাস ও দীনবন্ধু দাসের পৌরুষাপর্য্যও অসীমায়সিত থাকিয়া যাইতেছে। সংকীৰ্ত্তনামৃত পুথির পদ-সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক হইবে না ; ইহার মধ্যে সঙ্কলনিতার স্ব-রচিত পদের সংখ্যা ২০৭টি। এতদ্ব্যতীত তিনি রঙ্গ-শাস্ত্রের পর্যায়গুলির লক্ষণ প্রদর্শিত করার জন্য গ্রন্থের নানা স্থানে বহুসংখ্যক স্ব-রচিত পয়ার সংযোজিত করিয়াছেন ; সুতরাং চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সম্বলিত “নারিক-রত্ন-মালা”* গ্রন্থের ভ্রায় “সংকীৰ্ত্তনামৃত” গ্রন্থের বেশীর ভাগই যে সঙ্কলনিতার নিজস্ব ও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা বলা বাহুল্য।

* হুগলী জিলার আলাটী (পোঃ—আলাটী) হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন তঞ্চবাস্পতি মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত “ভক্তিপ্রভা” নামক দাসিক পত্রিকার সহিত আমাদের সম্পাদকতায় এই অপ্ৰকাশিত উৎকৃষ্ট রস-প্রকাশনা ভ্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সং।

“পদ-রস-সার” পুথির সম্বন্ধে আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২১ ভাগের ১ম সংখ্যার “নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার” শীর্ষক প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের “অপ্রকাশিত পদ-রস-সার” গ্রন্থের ভূমিকাও “পদ-রস-সার” গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকার দেওয়া

হইয়াছে। আমরা এখানেও উহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। পদ-রস-সার পুথিখানি নিমানন্দ দাস নামক পদ-কর্তার দ্বারা অল্পমান শতাধিক বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল; এই গ্রন্থের পদ-সংখ্যা প্রায় ২৭০০ শত। উহার মধ্যে প্রায় সাড়ে ছয় শত পদ পদকল্পতরুর অতিরিক্ত ও অবশিষ্ট পদগুলি উত্তর গ্রন্থের সাধারণ পদ। কিন্তু এই সাধারণ পদগুলিতেও পাঠের অনেক পার্থক্য আছে। পাঠক পদকল্পতরুর পাঠান্তরে উহা দেখিতে পাইবেন। পদ-রস-সারে ১। অভিরাম, ২। কাশীদাস, ৩। কিশোর, ৪। কুবের-আনন্দ, ৫। কৃষ্ণকান্ত-তনয়া, ৬। কৃষ্ণানন্দ, ৭। জয়চন্দ্র, ৮। তরণীরমণ, ৯। দীনবন্ধু, ১০। নিমানন্দ, ১১। নীলাধর, ১২। বদন, ১৩। বল্লবীকান্ত, ১৪। বীরবাহু, ১৫। ভাগবতানন্দ, ১৬। মন্থধ, ১৭। রাঘব, ১৮। রাজচন্দ্র, ১৯। রাসানন্দ, ২০। স্বরূপচরণ, ২১। হরিবংশ—এই একুশ জন অজ্ঞাত-পূর্ব পদ-কর্তার পদাবলী আছে; তন্মধ্যে সঙ্কলয়িতা নিমানন্দ দাসের স্বকৃত পদের সংখ্যা ১৪৬টি। পদ-রস-সারে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদিগের অনেক অজ্ঞাত পদ ও অজ্ঞাত পদ-কর্তাদিগের অনেক সুন্দর সুন্দর পদ ও তুচ্ছ সংগৃহীত হইয়াছে। নিমানন্দ দাস যে, বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরুকে আদর্শ করিয়া উহার “পদ-রস-সার” সঙ্কলিত করেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; কেন না, পদ-রস-সার পুথিতে তিনি অনেক স্থলেই পদকল্পতরু হইতে উহার পদ-বিস্তার অব্যাহত রাখিয়া পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গ্রন্থ-শেষে কেবল “পদকল্পতরু” নামের স্থলে “পদরসসার” নামটি বসাইয়া বৈষ্ণব দাসের প্রার্থনাটিও অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“পদ-রস-সার” পুথিখানা আমরা পাবনা জিলার অন্তর্গত ডেমরা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র গ্রন্থখানা স্বহস্তে নকল করিয়া রাখিয়াছি। জানিতে পারিয়াছি যে, অতঃপর ঐ পুথিখানা উহার প্রকাশেচ্ছু কোনও একজন ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে অপহৃত হইয়াছে। আমরা বজ্রদেশে ও বন্দাবনে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও দ্বিতীয় “পদ-রস-সার” পুথির খোঁজ করিতে পারি নাই। অনেক প্রাচীন পুথিই এ ভাবে লুপ্ত হইতেছে।

কমলাকান্ত দাসের সঙ্কলিত “পদ-রত্নাকর” পুথিখানা বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষদের পুথি-শালায় রক্ষিত আছে। আমরা ১৫।১৬ বৎসর পূর্বে যখন উহার সহিত পদকল্পতরুর পাঠ মিলাই, তখনই পদ-রত্নাকর পুথিখানির অনেক অংশে জল লাগিয়া কাগজ পচিয়া গিয়াছিল; আমরা বিশেষ কষ্টে ম্যাগনিকাইং গ্লাসের সাহায্যে পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ইদানীং বোধ হয়, উহার অধিকাংশ স্থলই অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে; অথচ এই পুথির দ্বিতীয় সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। গত বর্ষে বঙ্গবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় পুথির খোঁজে আগরতলা রাজধানীতে বাইয়া স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র শাপক্য বর্মা বাহাদুরের সুযোগ্য প্রাইবেট সেক্রেটারী বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্বর্গীয় রাধারমণ বোষ মহাশয়ের তত্ত্বাঙ্গ অগ্নয় হইতে ৫০।৬০ বৎসরের অনধিক পুরাতন একখানা খণ্ডিত “পদ-রত্নাকর” পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন; কিন্তু উহাতে শেষের দিকের প্রায় দশ আনা পুথির পত্র নাই। সমস্যাভাবে তখন আমরা পরিষদের সম্পূর্ণ পুথিখানার নকল করিয়া রাখিতে পারি নাই; এখন সে জন্ম অন্ততাপ হইতেছে; কেন না, পুথিখানা প্রায় অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে; আর কিছু দিন পরে উহা কোনই কাজে আসিবে না। তবে একরাত্রি সন্ধানের কথা এই যে, আমরা পদ-কল্পতরুতে পদ-রত্নাকরের প্রায় সকল প্রয়োজনীয় পাঠান্তরই

প্রদর্শিত করিয়াছি এবং আমাদের “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থে উহা হইতে অনেক অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছি ।

“পদরত্নাকর” গ্রন্থের পরিচয় “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থের ভূমিকার ১০—১১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে । উহার সঙ্কলয়িতা পদ-কর্তা কমলাকান্ত দাস বৈষ্ণব দাসের অনেক পরবর্তী ব্যক্তি ; অতএব পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার কোনও পদ সংগৃহীত হইতে পারে নাই ; সুতরাং পদকল্প-তরুর পদ-কর্তাদিগের পরিচয়-প্রসঙ্গে কমলাকান্ত ও তাঁহার “পদ-রত্নাকর” সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া, এখানেই পদ-কর্তা কমলাকান্ত ও তাঁহার পদ-সংগ্রহ পদ-রত্নাকরের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব ।

পদ-রত্নাকরের সঙ্কলয়িতা পদ-কর্তা কমলাকান্ত দাস গ্রন্থ-শেষে নিজের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন,—

“প্রভু মোর রূপা-সিদ্ধু পতিতের প্রাণ-বন্ধ
কাকে দিলা গুরুড়ের ভার ।
পদ-রত্নাকর নাম সংগ্রহ সুখের ধাম
মুখ-মুখে করিলা প্রচার ॥
নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা ভয় হয় চিতে
অস্তরে উপজে অতি ঘৃণা ।
তথাপি তেজিয়া লাজ নৃত্য করি সভা মাঝ
প্রকাশিতে প্রভুর করুণা ॥
রাঢ় দেশে অমুপাম সৎপত্নী সিউর গ্রাম
সাধু-সন্ত-মহন্তের স্থিতি ।
পূর্ব পক্ষ-যোজনাস্তে কণ্টকনগর-প্রান্তে
পতিত-পাবনী ভাগীরথী ।
তথি জাতি ত্রীকরণ সাধু-সেবা-পরায়ণ
পিতা ব্রজকিশোর আখ্যান ।
কনিষ্ঠ কল্লিণীকান্ত সদগুণ-আধার শাস্ত
বৈষ্ণবের দাস অভিমান ॥”

সুতরাং জানা যাইতেছে যে, কমলাকান্ত রাঢ় দেশের সিউর গ্রামে—বাহার পূর্বদিকে ছই যোজন অর্থাৎ আট ক্রোশ দূরে গজা-তীরে কণ্টকনগর বা কাঁটোয়া ছিল—ত্রীকরণ অর্থাৎ ‘করণ-কায়েত’ বংশে উদ্ধৃত হইয়াছিলেন ; তাঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম কল্লিণীকান্ত । পদ-রত্নাকর সঙ্কলন সম্বন্ধে কমলাকান্ত লিখিয়াছেন,—

“যুগ-যুজ (গা) যুগল সমুদ্রে শশি-শাকে ।
গুরুবার সপ্তবিংশ দিবস বৈশাখে ॥
সহস্র অধিক সংখ্যা ছই শত সন ।
তথি পরি ত্রয়োদশ অধিক গণন ॥
বর্জ্যমানে নির্জনে বসিয়া নিরন্তর ।
প্রাণ-পণে পূর্ণ কৈল পদ-রত্নাকর ॥

বহু পরিশ্রমে এই পদ-রত্নচয় ।

মধুকর-বৃন্তে মুগ্ধী করিল সঞ্চয় ॥”

‘যুগ-যুগ’ শব্দের দ্বারা $৪ \times ২ = ৮$, ‘যুগল’ শব্দে ২, ‘সমুদ্র’ শব্দে ৭ ও ‘শশি’ শব্দে ১ বুঝা যায়। “অঙ্কত বামা গতিঃ”। সুতরাং উক্ত অঙ্কগুলির প্রথমোক্তটী সর্বদক্ষিণে ও বাকী অঙ্কগুলির ক্রমে একটি অঙ্কটীর বারে বসাইলে যে ১৭২৮ শাক বা ১২১৩ সন পাওয়া যায়, উহাই গ্রন্থ-সঙ্কলনের কাল বটে।

এ যাবৎ আমরা যতগুলি প্রসিদ্ধ প্রাচীন পদাবলীর পুথি পাইয়াছি, উহার একখানাও সঙ্কলনিতার স্বহস্ত-লিখিত নহে। সাহিত্য-পরিষদের এই আলোচ্য পুথিখানা কিন্তু সঙ্কলয়িতা কমলাকান্ত দাসের স্বহস্ত-লিখিত বলিয়াই অনুমান হয়; কেন না, গ্রন্থ-শেষে লিখিত হইয়াছে,—

“মহারাজ-অধিরাজ অবনীৰ ইন্দ্র ।

বর্দ্ধমান-ভূমির ভূপতি তেজচন্দ্র ॥

কন্দর্প জিনিয়া রূপ গুণের সাগর ।

বুদ্ধে (দ্যে) বৃহস্পতি রূপা-পূর্ণ কলেবর ॥

তঁার কার্য্যকারকগণের অবতংগ ।

কায়স্থকুলেতে রাখানাথ বহু-বংশ ॥

* * * *

তঁার অমুরোধে অনবধি পরিশ্রমে ।

লিখিল পুস্তক-রাজ পরম যতনে ॥

নব দ্বার পুরীর দ্বারের বাম দিকে ।

পক্ষ বসিয়াছে সমুদ্রের বামা-দিকে ॥

সমুদ্রের পূর্বতীরে চন্দ্রের উদয় ।

শাক-সংখ্য। সঙ্কেতে কহিল স্মৃতিচয় ॥

বার শত চৌদ্দ সন মার্গশীর্ষ মাসে ।

বারে বৃহস্পতি ষষ্ঠবিংশতি দিবসে ॥

বর্দ্ধমানে বিরলে বসিয়া নিরন্তর ।

সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ পদ-রত্নাকর ॥”

কমলাকান্ত প্রথমে লিখিলেন যে, তাঁহার রূপা-সিন্ধু প্রভু অর্পাৎ গুরু বা ইষ্ট-দেব ক্ষুদ্র কাকের উপর পক্ষি-রাজ গরুড়ের গুরুতর কার্য্য-ভার অর্পণ করিয়া মূৰ্খ সেবকের দ্বারা পদ-রত্নাকর পুথির প্রচার করাইলেন। ইহার ফলে কমলাকান্ত ভ্রমর-বৃন্তি অবলম্বনে বহু পরিশ্রমে পদ-সঞ্চয় করিয়া, বর্দ্ধমানে নির্জন স্থানে থাকিয়া ১২১৩ সালে পদ-রত্নাকর পূর্ণ করিলেন। পরে লিখিতেছেন যে, বর্দ্ধমান-রাজের প্রধান কার্য্য-কারক রাখানাথ বহুর অমুরোধে তিনি বর্দ্ধমানে থাকিয়া ১২১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ২৬এ বৃহস্পতি বার গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিলেন। এই উক্তির ছইটী অর্থই হইতে পারে। প্রথমতঃ এরূপ হইতে পারে যে, তিনি গুরুর নিয়োগ-ক্রমে ১২১৩ সালে পদ-রত্নাকরের অঙ্ক নানা স্থান হইতে পদ-সংগ্রহ করিয়া, খসড়া খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; পরে ১২১৪ সালে রাখানাথ বহুর অমুরোধে উহা গ্রন্থাকারে লিখিয়া শেষ করেন। দ্বিতীয়তঃ এরূপও হইতে পারে যে, ১২১৩ সালে তিনি যে পদ-রত্নাকর গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন, ১২১৪ সালে রাখানাথ বহুর জন্তে উহারই একটি অঙ্কলিপি গুপ্তত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লেখার ভাবে প্রথম অনুমানটাই অধিক সম্ভবপর মনে করি।

কেন না, কমলাকান্ত নিজে অমূল্য-কারক হইলেও এ ভাবে অমূল্য-কারক ইতিহাস পুথির মধ্যে সন্নিবেশিত করা কিছু রীতি-বিরুদ্ধ মনে হয়। যে অমূল্য-কারক হইবে না কেন, আলোচ্য পুথিখানায় লিপি-কারের স্বতন্ত্র নাম বা লিপি-কালের কোনও উল্লেখ নাই; স্বয়ং সঙ্কলয়িতা লিপি-কার হইলে সেরূপ স্বতন্ত্র উল্লেখেরও কোন প্রয়োজন থাকে না। কমলাকান্তের রচনা দর্শনে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়াই বিবেচনা হয়। প্রাচীন কালে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণও প্রায়শঃ বাঙ্গালা লিখিতে যাইয়া শব্দের বর্ণ-বিত্যাসে ‘ষত্’ ‘ণত্’ বিচার করেন নাই। সুতরাং আলোচ্য পদ-রত্নাকর পুথিতে যে শব্দের বানানে ভ্রম-প্রমাদ আছে, উহা দ্বারা লিপি-কারের মূর্ত্ততার অমূল্যতা করা সম্ভব হইবে না। আলোচ্য পুথির লেখা ও কাগজের অবস্থা দেখিয়া, উহার বয়স শতাধিক বৎসরের কম হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

• পদ-রত্নাকর পুথির ৪৩৮টি ভ্রমের মধ্যে মোটে ১৩৫৮টি পদ আছে; উহার মধ্যে কমলাকান্তের স্ব-রচিত পদের সংখ্যা মাত্র ১৩৮টি। কিন্তু তিনি বেশীর ভাগে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদিগের পদাবলী দ্বারা পুথিখানা পূর্ণ করিয়া যে যথেষ্ট সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু ছঃখের বিষয় যে, এই ১৩৮টি পদ ছাড়া তাঁহার আর কোন পদই এখন পাওয়া যাইতেছে না। পদ-কর্তা রাধামোহন, দীনবন্ধু বা নিমানন্দ্রের ছায়া কমলাকান্তও যদি তাঁহার সংগ্রহে স্ব-রচিত বহু-সংখ্যক পদাবলী সন্নিবেশিত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, উহা এত সহজে বিলুপ্ত হইত না।

কমলাকান্তের কবিত্ব-খ্যাতি যখন এই অল্প কয়েকটি পদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, তখন তাঁহার সম্বন্ধে একটু উদারতা প্রদর্শন করা অসম্ভব হইবে না মনে করিয়া, তাঁহার ১১৮টি পদ আমরা “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। তাঁহার রচনার নমুনাস্বরূপ আমরা এখানে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিলাম।

[শ্রীরাধার পূর্ব-রাগ]

তুড়ী।

কদম্ব-কাননে উঠিছে সন্ধানে

এ কি ধনি অনুপাম।

শ্রুতি-পথ দিয়া অন্তরে পশিয়া

চঞ্চল করিল প্রাণ ॥

সই এ তোরে কহিলু সার।

হেন সুমধুর ধনি রস-পুর

ভুবনে না গুনি আর ॥ ৫ ॥

না জানি সজনি হেন ধনি গুনি

কেন কাঁপে মোর গা।

বসন খসিল কেশ আউলাইল

চলিতে না চলে পা ॥

ময়নের বারি নিবারিতে নারি

বয়ানে না সরে কথা।

ଧାନଶି ।

ଟାଟର ଟିକୁର କବରୀ ପର ଶୋହନ
 କୁହୁରାବଳି ଅହୁପାମ ।
 କାଳିନ୍ଦି-ନୀର-ତରଙ୍ଗେ ବିରାଜିତ
 ଜହୁ ସନ ଫେଣକ ଦାମ ॥
 ମଧୁର ବିହାରୀଣି ବାଳା ।
 ମହର ଗମନେ ବିଲୋକିତ ଓର ପର
 ମଞ୍ଜୁଳ ମଣିଷର ମାଳା ॥ ୩ ॥
 ରଜିନି-ସଜିନି-କର-ଅବଳାସିନି
 ଓଞ୍ଜଳ-ଅହୁପାମ-ବେଶ ।
 ଲମ୍ବାଇ ବାସ ନରନ ଜହୁ ମନମଥେ
 କରତ ନଟନ-ଉପଦେଶ ॥
 ଲଜ୍ଜା-ତର-ସୁତ ଲୋଚନ-ଉତ୍ତଳେ
 ଚଢ଼ଳ ଚାହିନି ଥୋର ।

কুবলয়-চর উপহার দেই জন্ম
 ভেটলি নন্দ-কিশোর ।
 প্রথম সমাগমে ছুই দোহী দরশনে
 ভাবে ভূষিত ভেল অঙ্গ ।
 কমল কহত ছুই-অস্তরে উপজল
 মনসিজ সিদ্ধ-তরঙ্গ ।

[উৎকৃষ্টিতা]

শ্রাম গুণ-	ধাম বিনে
	ধাম যুগ ভেল ।
কাম-শর-	দাম অব
	ভেল মুখে শেল ॥
ভ্রমর-কুল-	নাদে অব-
	সাদ মরু প্রাণ ।
কুঞ্জ মন-	রঞ্জ ভর-
	পুঞ্জ সম ভান ॥
কোবিল-কল-	ভাষে অব
	ত্রাস ভেল চীত ।
সঙ্গ-সুখ	লাগি মম
	অঙ্গ ভেল ভীত ॥
গন্ধ সহ	গন্ধবহ
	মন্দ-গতি ভেল ।
ইহ সুখদ	বিপিন-ক্রম-
	দাম সুখ দেল ॥
বিকচ ফুল-	বৃন্দ চিত
	গন্ধ হরি গেল ।
সবল-হৃদি	কমল অব
	তরল-মতি ভেল ॥

কমলাকান্তের বাজালা ও ব্রজ-বুদী উভয়-বিধ পদের রচনাই প্রোজল ও মধুর । তিনি যে, এই অল্প-সংখ্যক পদ রচনা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না । তাঁহার বংশধর কেহ তাঁহার রচিত অজ্ঞাত পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিলে একটা ভাল কাজ হয় ; সেই সঙ্গে কমলাকান্তের নামের সহিত প্রকাশকের নামও পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে ।

পদ-রচয়িত্রেরও প্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদিগের অনেক অজ্ঞাত পদ বাতীত ১। কমলাকান্ত, ২। জনকী-

বল্লভ, ৩। ধনঞ্জয়, ৪। সর্বানন্দ, এই চারি জন অজ্ঞাত-পূর্ব পদ-কর্তার কতকগুলি অজ্ঞাত সুন্দর সুন্দর পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা এখানে শুধু কমলাকান্তের তিনটি পদ উদ্ধৃত করিলাম; কোতুলো পাঠক জানকীবল্লভ প্রভৃতি অবশিষ্ট পদ-কর্তাদিগের পদাবলী “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থে দেখিবেন।

“পদ-কল্পগতিকা” নামে আর একখানা ক্ষুদ্র সংগ্রহ-গ্রন্থ অনেক দিন পূর্বে কলিকাতার বটভালা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থে সঙ্কলয়িতার নাম কিংবা সময়ের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। এই গ্রন্থখানির পদ-সংখ্যা তিন শতের অধিক নহে। ইহার পদাবলীর মধ্যে ‘চণ্ডীদাস’-ভণিতার পদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক বটে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার পদ-বিভাগে রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুলভ বলিয়া সাধারণ বৈষ্ণব পাঠক-সমাজে ইহার যথেষ্ট প্রচার দেখা যায়।

পূর্বোক্ত নামাঙ্কিত পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ ও পুথিগুলি ব্যতীত নাম-হীন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন পদ-সংগ্রহ পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সময় ও সুযোগের অভাবে সকল পুথির চর্চা করিতে পারি নাই। ভরসা করি, অতঃপর উৎসাহী শিক্ষিত যুবকবৃন্দ এই সকল পুথি হইতে অজ্ঞাত পদাবলী খুঁজিয়া বাহির করিয়া, ক্রমশঃ প্রকাশিত করিবেন। আমাদের দৃষ্ট ও আলোচিত নাম-হীন সংগ্রহ-পুথিগুলির মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ২০১ সংখ্যক পুথিখানা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বটে। পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় নাই। এরূপ অনেক পদ এই পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। এই পুথির পদের সংখ্যা প্রায় সাত শত। ইহার মধ্যে আমরা ১। গৌরাজ দাস, ২। দয়াল, ৩। নন্দহুলাল—এই তিন জন অজ্ঞাত-পূর্ব পদ-কর্তার কয়েকটি পদ পাইয়া “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

আধুনিক সময়েও নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা সময়ে নানা পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু ঐগুলির উপকরণ প্রায় সমস্ত পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি পূর্ব-বর্ণিত আধুনিক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থাবলী প্রাচীন প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ হইতে গৃহীত হওয়ায়, সম্পাদকতার বৈশিষ্ট্য ব্যতীত এই গ্রন্থগুলিতে পদাবলীর কোনও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। আধুনিক এই পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের দ্বারা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত “প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহ” (চুঁচুড়া, ১২৮৫), স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভট্ট মহাশয়ের দ্বারা সঙ্কলিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত “শ্রীগৌর-পদ-তরঙ্গিণী” (কলিকাতা, ১৩১০) গ্রন্থ-দ্বয়ই বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য বটে। অক্ষয় বাবুর সংগ্রহে শুধু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস, এই কবি-ত্রয়ের পদাবলীই সঙ্কলিত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবুর সুরবহু সংগ্রহে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব পদ-কর্তার শ্রীগৌরাজ ও তাঁহার ভক্তগণ সম্বন্ধীয় প্রায় দেড় হাজার পদাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু ও জগদ্বন্ধু বাবু উভয়ের গ্রন্থই এখন অপ্রাপ্য হইয়াছে। অক্ষয় বাবুর ঐ গ্রন্থ প্রকাশের পরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলীর আরও পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্টতর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার “প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহ” গ্রন্থের অভাব এখন আর তেমন অনুভূত হয় না; কিন্তু “শ্রীগৌর-পদ-তরঙ্গিণী” গ্রন্থখানির অভাব বিশেষ-ভাবেই অনুভূত হয়; জগদ্বন্ধু বাবুর ঐ সংগ্রহ অরণ্যনে ঐ সুরবহু গ্রন্থখানির একটি অধিকন্তর শুদ্ধ ও প্রামাণিক সংস্করণ অনতিবিলম্বেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক পদ-সংগ্রহের আর একখানা গ্রন্থ আমরা উল্লেখ-যোগ্য বিবেচনা করি। উহা বহু কাল পূর্বে

পদ-রত্নাবলী

ত্রিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বর্গীয় ত্রিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহযোগিতায়

“পদ-রত্নাবলী” নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উহাতে প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব

কবিদিগের প্রায় সোয়া শত পদ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। পদকল্পতরুর ভায় বিরাট সংগ্রহ হইতে বাছিয়া বাছিয়া মাত্র সোয়া শত পদ লওয়া হইয়াছে এবং কবির রবীন্দ্রনাথ ও কৃতী উপভাস-লেখক ত্রিশচন্দ্র ঐ পদাবলীর নির্দাচক; স্মরণ্য ঐ সংগ্রহে খাঁটি রত্নাবলী ব্যতীত বুটা কোন জিনিস যে স্থান পায় নাই, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই ক্ষুদ্র কথচ উৎকৃষ্ট সংগ্রহখানাও অধুনা অপ্রাপ্য হইয়াছে। সে সময়ে পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের কোনও প্রামাণিক সংস্করণ প্রচারিত হয় নাই; এ জন্ত উক্ত পদ-রত্নাবলীর অনেক পদেও অনেক স্থলে পাঠের ভুল রহিয়া গিয়াছে; তন্নিম্ন উহার পদাবলীর দুরূহ শব্দ বা বাক্যের কোনও টীকা দেওয়া হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের অনুমতি-গ্রহণে তাঁহার কোনও শিষ্য কর্তৃক এখন পুনরায় ঐ গ্রন্থখানির একটা বিগুহ ও সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইলে নব্য শিক্ষিত সমাজে উহা বিশেষ সমাদর লাভ করিতে পারে।

পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে আর একখানা পুথির বিষয় জানা গিয়াছে। হুগলী জিলার অন্তর্গত বদনগঞ্জ-

পদ-সমুদ্র

নিবাসী স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় নানা সময়ে নানা পত্রিকায় লিখেন যে,

তাঁহার অতিবুদ্ধপিতামহের সম-সাময়িক বাবা আউল মনোহর দাস নামক এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহন্ত প্রায় ১৫০০০ পনের হাজার পদ-পূর্ণ “পদ-সমুদ্র” নামক একটা বিরাট পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার গৌর-পদ-তরঙ্গিনীর উপক্রমণিকার ১৪২ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় এই পুথিখানার অস্তিত্বের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—“বাঙ্গালী ভাষা ও সাহিত্যে দীনেশ বাবু একটা টীকায় বলেন, পদসমুদ্র স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির নিকট ছিল, কলিকাতার কোন দোকানদার ২০০০ টাকা মূল্যে এই গ্রন্থস্বত্ব খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় তাহা দেন নাই। * * * এ সম্বন্ধে আরও একটু বক্তব্য আছে, আনার শ্রদ্ধাস্পদ কবেকজন সাহিত্যিক বন্ধু এই পুস্তকের অস্তিত্বে সন্দেহান হইয়াছেন। আর কেন জানি না, কিন্তু এই সন্দেহকারীদের মধ্যে আমি একজন আর দীনেশ বাবু স্বয়ং একজন। সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণও আছে। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় এখন গৌর-ধামে গোলোকে; তথা হইতে তাঁহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা নিষ্ঠুর ও অসত্যের কাজ, অতএব আমরাও নীরব রহিলাম।”

জগদ্বন্ধু বাবু কিংবা দীনেশ বাবু পদ-সমুদ্রের কাল্পনিকতার সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই; শুধু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, স্বর্গীয় ভক্তিনিধি মহাশয়ের প্রতি ইহা দ্বারা অবিচারই করা হইয়াছে; কেন না, সন্দেহের কারণগুলি ব্যক্ত করিলে, উহা যথেষ্ট কি না, অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিচার করিতে পারিতেন। উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়া, একজন ভদ্রলোকের সত্যবাদিতার বিরুদ্ধে একপন ইঙ্গিত করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। জগদ্বন্ধু বাবু ও দীনেশ বাবুর আলোচনা হইতে এইমাত্র জানা গিয়াছে যে, ভক্তিনিধি মহাশয় দুই হাজার টাকা মূল্য পাইলেও তাঁহার পুথিখানা বিক্রয় করিতে রাজি হন নাই; এমন কি, কলিকাতার কোন সাহিত্য-সেবা চেষ্টা করিয়াও এই পুথিখানি দেখিতে পান নাই। বলা বাহুল্য যে, এই দুইটা কারণ পুথি-খানার অনস্তিত্বের পক্ষে প্রচুর কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ভক্তিনিধি মহাশয় তাঁহার পদ-সমুদ্র পুথি হইতে বিদ্যাপতির আত্মপরিচয়-বিবরণ—

“জনমদাতা মোর

গণপতি ঠাকুর

মৈথিলী দেশে করু বাস।

পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ
 কৃপা করি লেউ নিজ পাশ ।
 বিনক্ষী গ্রাম দান করল মুখে
 রহতহি রাজ-সন্নিধানে ।
 লছিমা-চরণ-ধ্যানে কবিতা নিকসয়ে
 বিদ্যাপতি ইহ ভণে ।”

পদাংশ ও চণ্ডীদাসের রামী রজকিনীর রচিত—

“কোথা যাও ওহে প্রাণ-বঁধু মোর
 দাগীরে উপেক্ষা করি ।” ইত্যাদি

তথা—

“তুমি দিবা ভাগে লীলা অমুরাগে
 ভ্রম সদা বনে বনে ।”

ইত্যাদি পদ-স্বর উদ্ধৃত করিয়াছেন।* আন্দাজ পাঁচ শত বৎসর পূর্বের এক “রজক-ঝিরাড়ী”র পক্ষে একরূপ ভাষায় একরূপ পদ রচনা করা যদি সম্ভবও মনে হয়, তাহা হইলেও বিদ্যাপতির পক্ষে “লছিমা-চরণ-ধ্যানে কবিতা নিকসয়ে” ইত্যাদি উক্তি করা যে, সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা এখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাঝেই বৃথিতে পারেন। কিন্তু তা বলিয়াই কি ভক্তিनिधि মহাশয় বাহাঙ্গুরী লগ্নয়ার জন্তে এই সকল রচনা জাল করিয়া পদ-সমুদ্রের নামে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন—একরূপ মনে করা যাইতে পারে? বিদ্যাপতি ও রামী রজকিনীর সম্বন্ধে বঙ্গদেশের বৈষ্ণব-সমাজে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, উহার উপর নির্ভর করিয়া পরবর্তী কোন কোন পদ-কর্তা এই পদগুলির রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং সেগুলি বিদ্যাপতি ও রামীর খাঁটি রচনা-জ্ঞানেই হউক কিংবা তাঁহাদিগের মনোভাবের সূচক অস্ত্রের বর্ণনা বলিয়াই হউক, মনোহরের পদ-সমুদ্রে সংগৃহীত হইয়াছে—একরূপ অমুমান করাই আমাদের সঙ্গত মনে হয়।

বলা বাহুল্য যে, আমরা ভক্তিनिधि মহাশয়ের পক্ষে ওকালতী গ্রহণ করি নাই; পনের হাজার পদ-পূর্ণ পদ-সমুদ্রের সম্পূর্ণ পুথিখানা ভক্তিनिधि মহাশয়ের নিকট ছিল কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তবে আমাদের বিশ্বাস যে, পদ-সমুদ্র পুথির কিয়দংশ ভক্তিनिधि মহাশয়ের নিকট ছিল; তিনি উহা হইতেই একরূপ অনেক অজ্ঞাত পদ তাঁহার লেখায় উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুথিখানা খণ্ডিত বলিয়া উক্তি করিলে, উহার প্রামাণিকতার বিষয়ে পাঠকদিগের মনে সন্দেহ হইতে পারে বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ আগে প্রকৃত কথাটা গোপন করিয়া গিয়াছেন এবং পরে অপ্রতিভ হইবেন বলিয়া তাঁহার খণ্ডিত পুথিখানা আর লোক-লোচনের গোচর করিতে সমর্থ হন নাই। সম্পূর্ণ পুথিখানাতে পনের হাজার পদ ছিল বলিয়া হয় ত একটা জন-প্রবাদ ছিল; তিনি উহার উপরে নির্ভর করিয়াই সে কথাটার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরুতে প্রায় দেড় শত পদ-কর্তার পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। দেড় শত পদ-কর্তার প্রত্যেকে গড়ে এক শত পদ রচনা করিলে পনের হাজার পদ হইতে পারে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির প্রত্যেকের এক শতের অনেক বেশী পদ পাওয়া গিয়াছে; সংরক্ষণের ক্রটিতে কাল-ক্রমে অনেক পদ-কর্তারই যে অধিকাংশ পদাবলী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ আছে স্থান পাইয়া তাঁহাদিগের অল্প মাত্র পদ স্থানান্তরিত করিয়াছে, ইহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। সুতরাং একরূপ অবস্থায় এখন পনের হাজার পদ-পূর্ণ পদসংগ্রহ

* ‘রামী’ ভণিতা-বৃত্ত সম্পূর্ণ পদ-স্বর রমণী মল্লিকের চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।—সং

পুথির কথা বত অনন্তব মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে উহা সেরূপ নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম, এ মহাশয় “দীন চণ্ডীদাস” নামক একজন পদ-কর্তার রচিত দুই হাজারেরও কিছু অধিক পদ-পূর্ণ দুইখানি খণ্ডিত পুথির পরিচয় গত বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-সম্মিলন করিয়াছেন। এই পুথি দুইখানা ইহার পূর্ব পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; মণীন্দ্র বাবু উহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়া, বিশেষতঃ চণ্ডীদাস সমস্তার স্ত্রীমাংসার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় দুই একটি উপকরণ উপস্থাপিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্বয়ী উপকার করিয়াছেন। এইরূপ কত পুথি যে, এখনও অজ্ঞাত ও অনাগোচিত রহিয়াছে, উহার ইয়ত্তা কে করিবে? আমরা আমাদের শিক্ষিত যুবক-বৃন্দকে মণীন্দ্র বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান ও আলোচনার লিপ্ত হইতে অনুরোধ করি। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিয়াছি যে,

• এ ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিলে উহা সম্পূর্ণ বিফল হয় না। অর্থোপার্জনের বিশেষ সাহায্য হউক বা না হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, এইরূপ চেষ্টা দ্বারা অনুসন্ধানকারীর যথেষ্ট যশোলাভ ঘটতে পারে। সে বাহা হউক, ভক্তিनिधि মহাশয় যে সম্পূর্ণ পদ-সমুদ্র পান নাই, উহার অতি অল্প কিছু খণ্ডিত অংশ পাইয়া থাকিবেন, আমাদের এই অনুমানের কারণ এই যে, তাঁহার নিকটে ঐ পুথির সম্পূর্ণ অথবা প্রহাংকারে প্রকাশ-যোগ্য অংশ থাকিলে তাঁহার আয় বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈষ্ণব-সমাজের হিতার্থে এবং নিজের স্বার্থে সুবোগসম্ভেৎ যে উহার মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করেন নাই, ইহা বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয় না। পদ-সমুদ্রের অন্তিম বসার্থ কিংবা কাল্পনিক, বাহাই হউক না কেন, এখন আর উহা পাওয়ার আশা করা যায় না; ভক্তিनिधि মহাশয়ের উদ্ধৃত পদগুলিই কেবল পদ-সমুদ্রের ক্ষীণ স্মৃতিকে জাগরুক রাখিবে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, এ যাবৎ প্রাচীন বৈষ্ণব-পদাবলীর যতগুলি সংগ্রহ-গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যে পদকল্পতরুই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বটে। ইহার সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস নিজে একজন রসজ্ঞ পদ-কর্তা ও কীর্তন-পারদর্শী ছিলেন; তথাপি তিনি তাঁহার বিরাট সংগ্রহে নিজের রচিত মাত্র ২৬টা পদ উদ্ধৃত এবং প্রহের কলেবর অল্প প্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদিগের পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়া নিত্যন্ত সচিবচনা ও সুরচরিত্রই পরিচয় দিয়াছেন। এই বিরাট সংগ্রহে কত বিভিন্ন পদকর্তার কত বিভিন্ন বিষয়ের পদাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহা পদ-কর্তৃ-সূচী ও বিষয়-সূচী দেখিলেই বুঝা যাইবে, আমরা সে সম্বন্ধে এখানে কিছু লেখা অনাবশ্যক বিবেচনা করি। এখানে শুধু ইহা বলিলেই সঙ্গত হইবে যে, এই প্রহের বহুসংখ্যক বিষয়গুলিকে বৈষ্ণবদাস যে ভাবে সুবিন্যস্ত এবং বিষয়-অনুযায়ী পদ বাছিয়া বাছিয়া যথাযোগ্য ভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, উহা দ্বারা তাঁহার অসাধারণ রসজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বৈষ্ণব-পদাবলী সমুদ্র-বিশেষ। বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু বিরাট সংগ্রহ হইলেও নানা কারণেই যে উহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির সমস্ত পদ সংগৃহীত হইতে পারে নাই, তাহা সহজেই অনুমেয় বটে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ করা হইয়াছিল; উহা নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ার, পুনরায় নূতন সংস্করণ করার প্রস্তাব হইয়াছে; কিন্তু গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদিগের যে সকল পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় না, কিংবা যে সকল পদ-কর্তার পদাবলী উহাতে সংগৃহীত হইতে পারে নাই, ঐ সকল পদের একটি সটীক প্রামাণিক সংস্করণের আজিও অভাব রহিয়া গিয়াছে। এই সকল পদের জন্য এখন আর অধিক দূরে যাইতে হইবে না; পদামৃত-সমুদ্র, পদ-রত্নাকর ও পদ-রস-সার হইতেই এরূপ অনূন এক হাজার পদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, বাহার মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদিগের পদের সংখ্যা নিত্যন্ত

কম নহে। আমাদের “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থে আমরা পদামৃত-সমুদ্র, কীৰ্ত্তনানন্দ প্রভৃতি পূৰ্ব-প্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থের পদ সম্মিলিত করি নাই; আধুনিক সময়ে নানা পুঁথি হইতে পদ-সংগ্রহ করিয়া যে “গোবিন্দদাসের পদাবলী”, “চণ্ডীদাসের পদাবলী”, “জ্ঞানদাসের পদাবলী”, “কীৰ্ত্তন-গীত-রত্নাবলী” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা হইতেও বিশেষ কারণবশতঃ ছই চারিটা পদ ব্যতীত অধিক পদ গ্রহণ করা হয় নাই। সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, পদকল্পতরুর পরেও একটা প্রামাণিক পরিশিষ্ট-পদাবলীর প্রয়োজন অস্বত্ব হইতেছে। পদকল্পতরুর প্রকাশের সময়ই সাহিত্য-পরিষৎ ঐ প্রস্তাব স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। আশা করা যায় যে, পদকল্পতরুর ভূমিকা-ভাগের সুদ্রাঙ্কণ শেষ হইলেই প্রস্তাবিত পরিশিষ্ট-পদাবলীর সুদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা করা হইবে।

পদকল্পতরুর পদাবলীর সম্বন্ধে অজ্ঞাত প্রয়োজনীর বিষয়ের আলোচনা করার পূর্বে উহার পদ-কর্তৃ-গণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যিক; কেন না, বৈষ্ণব-পদ-কর্তৃ-গণের সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থে অথবা জগদ্বন্ধু বাবুর গৌর-পদ-তরঙ্গিনীর উপক্রমণিকায় যে আলোচনা করা হইয়াছে, উহা যথেষ্ট নহে এবং উহার মধ্যে এরূপ অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে, যাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বৈষ্ণব-পদ-কর্তৃ-গণের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বাইরা, আমরা পদ-কর্তৃ-সূচীর অমুসৃত অ-কারাদি-ক্রমেই আলোচনা করিব। পদ-কর্তাদিগের পদ-সমষ্টি ও পদ সংখ্যা উক্ত সূচীতেই প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া, বাহ্যিক ভাবে এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিব না। পাঠক উহা পদ-কর্তৃ-সূচী হইতে দেখিয়া লইবেন।

প্রথমেই অজ্ঞাত পদ-কর্তাদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক। পদ রচনা করিতে বাইরা, পদের শেষে নিজের প্রকৃত নাম কিংবা প্রসিদ্ধ ছদ্ম-নামের উল্লেখ করা এ দেশের পদ-কর্তাদিগের সনাতন প্রথা বটে। উহা সম্বন্ধে পদকল্পতরুর ১৮১টী পদে কি জ্ঞান ভণিতা পাওয়া যায় না, ইহা চিন্তার বিষয় বটে। আমরা এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে যাহা লিখিয়াছি, * উহা হইতে নিম্নে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

“পদকল্পতরু গ্রন্থে যে সকল ভণিতা-হীন পদ দৃষ্ট হয়, উহাদের রচয়িতৃগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই সেইরূপ পদ রচনা করিয়াছেন অথবা এই সকল পদাবলী পূৰ্ব্ব-কালে কেবল লোকের মুখে মুখে গীত হইত বলিয়া কাল সহকারে তাহাদের ভণিতা নুপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণ স্থির করা একরূপ অসম্ভব। পদাবলীর অন্ত্যস্ত জংশ মনোহর রচনা ও কবিত্বের জন্ত সজীব থাক। যেরূপ সম্ভবপর, ভণিতাংশ সেইরূপ নহে। ইতিহাস-পরাম্ভুধ ভাবগ্রাহী সাধারণ শ্রোতৃগণের নিকট ভণিতার মূল্য অতি সামান্য। এই জন্তই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক প্রাচীন পদের রচয়িতার সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রাচীন লেখক ও কীৰ্ত্তনিয়াগণ অনেক সময়ে সুবিধাসম্বন্ধে প্রকৃত রচয়িতার নাম-ধাম জানিবার চেষ্টা না করিয়া “যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং” এই সরল নীতির আশ্রয় লইয়াছেন। যাহা হউক, পদকল্পতরুর কতকগুলি পদে ভণিতা না থাকার বিশিষ্ট কারণ আছে। পদকল্পতরু গ্রন্থে গ্রন্থান্তর হইতে কতক-গুলি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকাবলীকে প্রকৃত পক্ষে পদ বলা যায় না; উহাতে ভণিতা যোগ করা সুবিধাজনক নহে এবং সেইরূপ প্রথাও নাই। দৃষ্টান্তস্বৰূপে জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জয়দেবই সৰ্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত গীতের আকারে পদ রচনা করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের সঙ্গীতাত্মক পদগুলি সৰ্ব্বত্রই ভণিতায়ুক্ত—কিন্তু শ্লোকাবলীতে কুত্রাপি ভণিতা সংযুক্ত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাবলী প্রকৃত পদ না হইলেও উহা রাগ রাগিণী সহকারে গীত হইতে পারে। বোধ হয়, পূৰ্ব্বে পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ—এমন কি,

কাব্যাদি পর্য্যন্ত সর্বত্র সুর-সংযোগে পঠিত হইত। আমাদিগের দেশে চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ অদ্যাপি সেইরূপে পঠিত হইয়া থাকে। উড়িষ্যা দেশে রঘুবংশাদির মত কাব্যের শ্লোকগুলিও সুর-সহকারে পঠিত হয়। পদ-কল্পতরু গ্রন্থেও কতকগুলি শ্লোক এইরূপ পদরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল শ্লোকের মধ্যে যেগুলির রচয়িতা আমরা স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহা সেই সেই কবির নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি অজ্ঞাত কবিগণের পদাবলীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সকল শ্লোকও কোন না কোন সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে; সুতরাং আশা করা যায়, অনুসন্ধান দ্বারা সময়ে উহাদেরও রচয়িতা স্থির হইতে পারিবে।

“অধিকাংশ ভগিনীতাহীন বাঙ্গালা পদ সম্বন্ধেই কিন্তু ইহা বলা যায় না। এই সকল পদের অধিকাংশই কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নহে—সুতরাং তাহাদের রচয়িতার নাম ধাম জানিবার সহজ কোন উপায় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্তচরিতামৃত হইতে পদকল্পতরুতে যে কয়েকটা ভগিনীতাহীন পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আমরা উক্ত কবিরাজের নামাঙ্কিত করিয়াছি।

“অনেকে মনে করিতে পারেন যে, পরবর্তী লেখকগণের প্রমাদবশতঃই এই সকল পদাবলীর অধিকাংশের ভগিনী পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু পদ-সংগ্রহকার বৈষ্ণবদাসের সময়েও যে, অনেকগুলি পদের ভগিনী ছিল না, তাহা বৈষ্ণবদাস ওয় শাখার পঞ্চবিংশ পল্পবের এক স্থলে লিখিয়াছেন, যথা—“পূর্বাপর-মনোহরসাহি-শ্রীসংকীর্ণনা-মুসারেণ এতদঙ্গীত-সংগ্রহঃ। তত্র সকলেষু পদেষু ভগিনী নাস্তি, কেবলং গানানুসারেণ সংগ্রহঃ।” *

“সে বাহা হউক, এই সকল পদের ভগিনী না থাকায় তাহাদের কবিত্ব আশ্বাদনের কোন ব্যাঘাত হইবে না। সহৃদয় পাঠকগণ জানেন যে, অনেক সময়ে অনেক অকিঞ্চিৎকর পদাবলি—লেখক মহাশয়দিগের অনুরাগে—বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত হইয়া—রসগ্রাহী নিরপেক্ষ সমালোচকগণেরও মতি-বিভ্রম ঘটাইয়াছে; সুতরাং পদাবলীর প্রকৃত গুণ-বিচারের জন্য বিংশ শতাব্দীর নিরপেক্ষ সমালোচক বোধ হয়, কবিগণের ভগিনীতাহীন পদাবলী পাঠ করাই বাঙ্গালীর মনে করিবেন। এরূপ অবস্থায় একটু ‘স্বচ্ছন্দচিত্তে’ ভগিনীতাহীন পদগুলির কবিত্ব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। বলা বাহুল্য যে, প্রায় পোনে দুই শত ভগিনীতাহীন পদের মধ্যে উত্তম ও অধম নানারূপ কবিতাই দৃষ্ট হয়। উত্তম পদাবলীর মধ্যে কতকগুলি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।”

“কি কহব মাখব বুঝই না পারি।

কিয়ে ধনি বালা কিয়ে বরনারী ॥”

(প-ক-ত, ৭২ সং পদ)

ইত্যাদি পদটিতে ভগিনী না থাকিলেও, উহা বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট বয়ঃসন্ধির পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত হইলে উহা নিঃসন্দেহে তাঁহার রচিত বলিয়া চলিয়া যাইত। “গুন গুন আরে সখি আঁজুক রঙ্গ” ইত্যাদি ৬৯৯ সংখ্যক ও “সুবল মিতা হে কি কব সে সব রঙ্গ” ইত্যাদি ২৫৮ সংখ্যক রসোদগারের পদ দুইটির সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে।

পদকল্পতরুর ২৭৪।৫২০।৬০২।৭২২।৭২৬।৮৪৭।৯৩৬।১১৭৬।১২২৬।১৩৬২ ও ১৯৮৭ সংখ্যক ভগিনীতাহীন পদ-গুলি অতি উৎকৃষ্ট রচনা। ইহার মধ্যে—

“মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি ।
নাহ নিকটে পাই যো জন বঞ্চয়ে
তাকর বড়ই অভাগি ॥ ৫ ॥”

ইত্যাদি ৫২০ সংখ্যক পদটি নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতির রচিত বিবেচনার উহার বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । ১২৯৬ সংখ্যক “ভরি নায়র-কোর” ইত্যাদি পদটির যে রূপান্তর পদ-রত্নাকরে পাওয়া যায়, উহার শেষে আছে,—

“বিদ্যাপতি কবি-ভাষ ।
কহতহি হেরত গোবিন্দদাস ॥”

বোধ হয়, বিদ্যাপতির রচনার সহিত সাদৃশ্য দর্শনেই পরে এই ভণিতাটা সংযোজিত হইয়াছে । পদ-রত্নাকরের উক্ত রূপান্তরে এই পদের উৎকৃষ্ট তিনটি কলি পরিত্যক্ত হওয়ায় আমরা উহার পাঠ সমীচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই । পরিত্যক্ত কলিগুলি যথা,—

‘হুই হুই-গুণ গায় ।
একই মুরলি-রঞ্জে, দুজন বাজায় ॥
কেহ কহে মৃদু ভাষ ।
নাগরি-পরশে অবশ পিতবাস ॥
কেহ কাড়ি লয়ে বেণু ।
রাস-রসে আজু ভুলল কাহু ॥”

পদকল্পতরুর কোন কোন ভণিতাহীন পদে “পদ-রস-সার” কিংবা “পদ-রত্নাকর” পুথিতে ভণিতা পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু পূর্বোক্ত ১২৯৬ সংখ্যক পদের স্থায় আমরা অনেক স্থলেই পদকল্পতরুর প্রাচীনতর পুথিগুলির প্রমাণের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন “পদ-রত্নাকর” বা “পদ-রস-সার” পুথির প্রমাণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই । এখন আবার আলোচনা করিতে যাইয়া দেখা গেল যে, পদকল্পতরুর দুই একটা ভণিতাহীন পদে অল্প পুথির প্রমাণ অনুসারে ভণিতার কতিটা সংযুক্ত না করিয়া, উহা পাঠান্তরে মুদ্রিত করা ভুল হইয়াছে । দৃষ্টান্তস্থলে ১৩৬২ সংখ্যক—

“ওহে নাগর,
কেমনে তোমার সঙ্গে পিরিতি করিব ।
সোণার বরণ তুমুখানি মোর
ছুইলে বদল পাছে হব ॥ ৫ ॥”

ইত্যাদি সরল ও সুন্দর পদটির উল্লেখ করা যাইতে পারে । পদকল্পতরুর পুথিগুলিতে ও পদ-রস-সার পুথিতে এই পদে কোনও ভণিতা নাই, এবং—

“কি জানি কি কর্যা রাখালে তুলাঞা
আইলা কোন বনে ধুঞা ।
আমরা রাখাল নই চতুর সমাজে রই
তুলাইবা কি বোল বলিয়া ॥”

কলির দ্বারা পদটী শেষ করা হইয়াছে ; কিন্তু পদ-রত্নাকর পুথিতে এই কলির পরিবর্তে নিম্নলিখিত ভণিতার কলি দৃষ্ট হয়, যথা—

“অরুণ্য ভিতরে পাইয়া অবলা
বিবাদ না কর কালা ।
বংশীদাসে কর ভাল না হইবে
আমরা কুলের বালা ।”

সুপ্রাচীন পদ-কর্তা বংশীবদনের সরল ও স্বাভাবিক রচনার সহিত এই পদটির যথেষ্ট সৌন্দর্য্য রহিয়াছে ; সুতরাং এই পদটী তাঁহার রচনা বলিয়াই আমাদের ধারণা হইতেছে । পদ-রত্নাকরে “কি জানি কি করা” ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কলিটী যে পরিত্যক্ত হইয়াছে, উহা সংগ্রহকার কিংবা গিপি-কারের ভুল । ঐ কলির সহিত উদ্ধৃত ভণিতার কলির কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই ; বরং অতীষ্ট ভাব-প্রকাশের জন্য দুইটী কলিই আবশ্যক বিবেচনা হয় ; যদিও পদকল্পতরু সম্পাদন করিতে যাইয়া আমরা উহার প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিতে না পারিরা, এই ভণিতার কলিটাকে পাঠান্তরের মধ্যে স্থান দিয়াছি, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ভবিষ্যতে কোন স্বাধীন পদ-সংগ্রহকার পদকল্পতরুর এই পদটির পরে পদ-রত্নাকরের ভণিতার কলি সংযুক্ত করিয়া, উহাকে বংশীদাসের পদরূপে উদ্ধৃত করিলে অসঙ্গত হইবে না । ভণিতাহীন পদগুলির পাঠান্তর খুঁজিলে একরূপ দৃষ্টান্ত আরও দুই চারিটা মিলিতে পারে ।

পদকল্পতরুতে “অনন্ত আচার্য্য,” “অনন্ত দাস” ও “অনন্ত রায়”—এই ত্রিবিধ ভণিতার পদই পাওয়া গিয়াছে ।
অনন্ত “অনন্ত আচার্য্য” ও “অনন্ত দাস” ভণিতার অল্প করেকটী ত্রিগোষ্ঠ-বিষয়ক পদ
গৌর-পদ-তরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে । জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ২১ পৃষ্ঠায় পদ-কর্তা অনন্তের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়াছেন, যথা,—“অনন্ত দাস—(১) অষ্টৈতশাখা-বিশেষ । নীলাচলে যাইবার সময় মহাপ্রভুর সহিত গঙ্গা-তীরস্থ আতিথ্যার গ্রামে ইহাঁর সাক্ষাৎ হয় । ইনি দর্শন মাত্র মহাপ্রভুর চরণ-কমলে আত্মসমর্পণ করেন । (২) অনন্ত আচার্য্য ও অষ্টৈতশাখা ।” এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে বিশেষ কিছুই জানা যায় না । বৈষ্ণব কবিগণ ভণিতায় প্রায়শঃই দীনতাব্যঞ্জক ‘দাস’ উপাধির ব্যবহার করিয়াছেন । স্বীয় কুলোপাধি এইরূপে গুপ্ত রাখার অনেক সময়েই তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । পদ-কর্তা অনন্তের সম্বন্ধেও কিয়ৎপরিমাণে সেই গোলযোগই ঘটিয়াছে ; কেন না, “অনন্ত দাস” ভণিতার পদগুলির মধ্যে কোনগুলি অনন্ত আচার্য্যের রচিত ও কোনগুলি অনন্ত রায়ের রচিত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলার উপায় নাই । সাধারণতঃ ‘রায়’ উপাধির সহিত ‘আচার্য্য’ উপাধি সংযুক্ত দেখা যায় না ; সুতরাং অনন্ত রায় ও অনন্ত আচার্য্য বিভিন্ন পদ-কর্তা বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে । “অনন্ত দাস” ভণিতার বহুসংখ্যক পদাবলীর মধ্যে নিশ্চয়ই অনন্ত আচার্য্য ও অনন্ত রায়ের অনেক পদাবলী মিশিয়া গিয়াছে, উহা এখন পৃথক্ করা অসম্ভব না হইলেও কষ্ট-সাধ্য কার্য্য বটে ।

চৈতন্তচরিতামৃতের দুইটী স্থলে “অনন্ত আচার্য্য” নামক বৈষ্ণব ভক্তের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

“পণ্ডিত গোসাঁঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য ।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু উদার সর্ব-আর্য্য ।
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহঁতে পণ্ডিত হরিদাস ।

তিহঁা বড় রূপা করি আঁজা দিল মোরে ।

গৌরাজের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে ॥”

—(আদির ৮ম পরিচ্ছেদ) ।

গুনস্—

“ত্ৰীগদাধর পণ্ডিত-উপশাখা মহোত্তম ।

তার উপশাখা কিছু করি যে গণন ॥

* * * *

অনন্ত আচার্য্য কবি দত্ত মিশ্র নয়ন ।”

—(আদির ১২শ পরিচ্ছেদ) ।

চৈতন্তচরিতামৃতে অনেক স্থলেই “পণ্ডিত গোসাঞি” শব্দ দ্বারা গদাধর পণ্ডিতকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; সুতরাং এই উক্ত বর্ণনার “অনন্ত আচার্য্য” যে একই ব্যক্তি, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় ।

কৃষ্ণদাস বাবাজী প্রণীত বাঙ্গালা “ভক্ত-মাণ” গ্রন্থে এক অনন্ত আচার্য্যকে ত্ৰীগদাধর সখী স্নেহবীর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,—

“স্নেহবী অনন্ত আচার্য্য গৌরাজ-কিঙ্কর ॥”

সম্ভবতঃ চৈতন্তচরিতামৃতের বর্ণিত “অনন্ত আচার্য্য” সম্বন্ধেই এ কথা বলা হইয়াছে । এই সকল উক্তি হইতে অনন্ত আচার্য্যকে ত্ৰিমহাপ্রভু ও গদাধর পণ্ডিতের সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া জানা যাইতেছে । তিনিই আশাদিপের আলোচ্য পদ-কর্তা অনন্ত আচার্য্য কি না, অবশ্যই সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে ; কিন্তু বৈষ্ণব ইতিহাসে যখন আর কোন প্রসিদ্ধ অনন্ত আচার্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না, এ অবস্থায় অল্প কোনও অনন্ত আচার্য্যের দাবী প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই অনন্ত আচার্য্যকেই পদ-কর্তা বলিয়া স্বীকার করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না ।

চৈতন্তচরিতামৃতে অষ্টম আচার্য্যের শাখা গণনার এক অনন্ত দাসেরও উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

“অনন্ত দাস, কান্ধ পণ্ডিত, দাস নারায়ণ ॥”—(আদির ১২শ পরিচ্ছেদ) ।

এই অনন্ত দাসই পদ-কর্তা অনন্ত দাস কি না, তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না । যদি অনন্ত আচার্য্য ও অনন্ত দাস ব্যতীত অনন্ত দাসকেও অন্ততম স্বতন্ত্র পদ-কর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই অনন্ত দাসকে সেই পদ-কর্তা অনন্ত দাস মনে করা যাইতে পারে কি না, বিবেচ্য বটে ।

অনন্ত দাসের পদ রাখামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্রে উদ্ধৃত হইয়াছে ; সুতরাং পদ-কর্তা অনন্ত দাস যে তদপেক্ষা প্রাচীন ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । ত্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যাবল্লভ কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের “ত্ৰীকৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থের অল্প কয়েকটি পদের ভণিতায় অনন্ত নামটি বড় চণ্ডীদাসের নামের সহিত এমন ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, “অনন্ত” বড় চণ্ডীদাসের আর একটা নামান্তর ছিল—ইহা মনে না করিয়া গতাস্তর দেখা যায় না । তবে ঐ গ্রন্থে আমরা বড় চণ্ডীদাস ওরফে অনন্তের রচনার যে আদর্শ পাইয়াছি, উহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে পদকল্পতরুর এই অনন্ত দাস ভণিতার কোন পদই যে বড় চণ্ডীদাস ওরফে অনন্তের রচিত নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ।

অনন্ত লুকাই ছিলেন । তিনি এক দিকে জ্ঞানদাস প্রভৃতির দ্বারা সরল ভাষায় ছই চারিটি কথার প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে পারিতেন ; অন্য দিকে আবার গোবিন্দ দাসের দ্বারা কব্য-পূর্ণ অলঙ্কৃত পদ-বিশ্বাসেও

অপটু ছিলেন না। অনন্তের “কি হেরিলু কদম্ব-তলাতে।” ইত্যাদি ১২৫ সংখ্যক পূর্বরাগের স্থূললিত পদটি প্রথম শ্রেণীর কবির অল্পপণ্ডিত নহে। ঐ পদের—

“কিশোর বয়স বেশ আর তাহে রসাবেশ
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি।
হাগির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি।”

ইত্যাদি সরল ও কবিত্বপূর্ণ উক্তি দ্বারা কবি শ্রীরাধার প্রেম ও ব্যাকুলতা অতি অপূর্বভাবে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। অনন্তের “সজনি, ও কে নাগর তরু-মূলে” ইত্যাদি ১৪৮ সংখ্যক পূর্বরাগের পদটিও অতি সুন্দর।

অনন্তের “কাহ্নুর লাগিয়া জাগি পোহাইলু” ইত্যাদি ৩৪৮ সংখ্যক পদটিও বেশ প্রশংসনীয়।

অনন্তের ব্রজ-বুলীর পদের সংখ্যা যদিও অল্প, কিন্তু তাঁহার “বিকচ সরোজ ভান মুখ-মণ্ডল” ইত্যাদি ২৬৮ সংখ্যক ব্রজ-বুলীর পদে তিনি যে রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, উহা বিলক্ষণ প্রশংসনীয়। অনন্তের বাকি পদগুলি যদি লুপ্ত হইয়াও যায়, তাহা হইলেও অনন্তের এই চারিটি পদ তাঁহাকে পদাবলী-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। অনন্ত নিজে প্রথম শ্রেণীর কবি না হইয়াও যে, কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর কবিতা লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে একটা স্বর্ণীয় ঘটনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

পদ-কর্তা আগরওয়ালির সম্বন্ধে আমরা “প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” শীর্ষক গ্রন্থে* বাহা লিখিয়া-ছিলাম, উহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

“ভগিতা দর্শনে ইহাঁকে মুসলমান বলিয়া জানা যায়। ইহাঁর দেশ-কাল কিছুই জানিবার উপায় নাই। এই
আগরওয়ালি একটি মাত্র পদ পাঠ করিয়া ইহাঁর কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা অসম্ভব; কিন্তু এই একটি
মাত্র কবিতাই ইহাঁর বৈষ্ণবতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার
মাধুর্য্য যে, একজন মুসলমান কবির অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিমোহিত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের ভিখারী
করিয়াছিল—এই কবিতাটি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং ইহাই এই কবিতার বিশেষত্ব।”

প্রায় বিশ বৎসর আগে পদ-কর্তা আগরওয়ালির সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছিল, উদ্ধৃত মন্তব্যে উহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর আগরওয়ালির আলোচ্য পদের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া, আমাদের প্রতীতি অনিয়মিত যে,—

“দেখ দেখ প্রীতম প্যারিক সোহাগে।
স্বহস্তে বোড় শ্রাম দেত
খণ্ডিত আধ আপ লেত
পৌছত পট পীত পীক
অভিশয় অহুরাগে ॥ ৩ ॥”

ইত্যাদি আগরওয়ালির সূত্র ২৮৩৪ সংখ্যক পদটির ভাষা বাঙ্গালার তথাকথিত “ব্রজ-বুলী” কিংবা বিদ্যাপতির গাঁঠি পদের মৈথিল ভাষা নহে; উহা ব্রজ-ধামের প্রাচীন ব্রজ-ভাষা বটে। পদকল্পতরু গ্রন্থে ব্রজ-ভাষার ৩৩ ছই চারিটি পদ আছে। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ গোপাল ভট্ট মহাপ্রভুর একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তিনি প্রথম যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর উপদেশে ব্রজে বাস করেন; তিনি বাঙ্গালা বা মৈথিল ভাষা বোধ হয় ভালরূপে জানিতেন না।

তখন পর্যন্ত বাঙ্গালার তথাকথিত ব্রজ-বুলী ভাবার সৃষ্টি হয় নাই। গোপাল ভট্ট ব্রজ-ধামের উৎকাল-প্রচলিত ব্রজ-ভাবার পদ-রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত ১০৮৮ ও ২৮৩৩ সং ব্রজ-ভাবার পদব্রজরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। আগরওয়ালির রচিত ২৮৩৪ সংখ্যক পদের সহিত উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ২৮৩৩ সংখ্যক গোপাল ভট্টের পদের ভাবার তুলনা করিলেই অভিজ্ঞ পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, আগরওয়ালির আলোচ্য পদের ভাষাও ব্রজ-ভাষা বটে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দিল্লী ও আগরা প্রদেশের মুসলমানদিগের মধ্যেও সে সময়ে ব্রজ-ভাবার কবিতা রচনা করা একটা প্রথা হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল সম্রাট আকবর ও তাঁহার একজন প্রধান মনসবদার নবাব আকবুল রহীম খান-খানাঁ ব্রজ-ভাবার কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে বৈষ্ণব মুসলমান কবিবও নিতান্ত অভাব ছিল না। “রসখান” নামক একজন বৈষ্ণব মুসলমান কবির উৎকৃষ্ট ব্রজ-ভাবার কবিতাবলী এখনও হিন্দী-সাহিত্যে কৃতবিদ্যা হিন্দুস্থানী পণ্ডিতগণ সর্বদা মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। আমাদিগের এখন ধারণা হইতেছে যে, সম্ভবতঃ আগরওয়ালি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোনও বৈষ্ণব মুসলমান কবি ছিলেন; কেন না, বাঙ্গালী কোনও মুসলমান কবি হইলে তিনি বাঙ্গালা কিংবা বাঙ্গালার ব্রজ-বুলী ভাবার পদ রচনা করিতেন; তাঁহার পক্ষে ব্রজ-ভাবার পদরচনা সম্ভবপর হইত না। ব্রজ-ধামে বিশেষ খোঁজ করিলে বোধ হয় আগরওয়ালির পরিচয় ও তাঁহার অন্ত্যস্ত পদাবলীও মিলিতে পারে।

পদ-কর্তা আত্মারাম দাসের সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার গৌর-পদ-তরঙ্গিনীর উপক্রমণিকার ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“আত্মারাম দাস—পদ-কর্তা, ত্রিগোবিন্দের সমসাময়িক। শ্রীখণ্ড গ্রামে অষ্টকুলে ইহার জন্ম। ইহার জ্যৈষ্ঠ নাম সৌদামিনী দাসী ছিল।” জগদ্বন্ধু বাবু কোনও প্রমাণ দেন নাই। শ্রীখণ্ডে কোনও আত্মারামের আবির্ভাব হইয়া থাকিলেও তিনিই যে, আলোচ্য পদ-কর্তা আত্মারাম, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

আত্মারামের চারিটা পদের মধ্যে ৬০৬১২২৯৪, ২৩০২ সংখ্যক তিনটি পদই শ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ক বটে। অবশিষ্ট ৩০০৩ সংখ্যক “ভক্ত মন নন্দ-কুমার” ইত্যাদি পদটি প্রার্থনা-স্মৃচক। এই পদগুলি হইতে পদ-কর্তার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না; তবে উহা তাঁহার নিত্যানন্দ-প্রীতির ও বৈষ্ণবতার পরিচায়ক বটে।

“আনন্দচাঁদ” ও “আনন্দদাস” উভয় ভণিতার পদই পদকল্পতরুতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা একজন কিংবা পৃথক পৃথক পদ-কর্তা, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; তবে আমাদিগের বিবেচনায় আনন্দচাঁদ ও আনন্দদাস অভিন্ন। আনন্দচাঁদের রচিত ২৪৫৫ সংখ্যক ত্রিক্ষণের রূপ-বর্ণনার সুদীর্ঘ পদের সহিত আনন্দ দাসের ২৮৭২ সংখ্যক ত্রিরাধার রূপ-বর্ণনার পদের আলোচনা করিয়া উত্তর পদ একজনের রচিত বলিয়াই প্রতীতি হয়। আনন্দচাঁদের দেশ-কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। ইনি যে সুন্দর শব্দবিভ্রাসে পটু ছিলেন, তাঁহার কৃত ২৪১৫ সংখ্যক ত্রিক্ষণের সর্বাঙ্গব-রূপ-বর্ণনাই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবে। তাঁহার এই পদটি গোবিন্দদাস বা বলরাম দাসের এই শ্রেণীর পদের সহিত তুলনায় বটে।

উদ্ধবদাস অন্ততম প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা। পদকল্পতরুতে তাঁহার নানা বিষয়ক ৯৯টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—“এক উদ্ধবদাস ত্রিগোবিন্দ পণ্ডিতের শাখা। কিন্তু পদাবলী-রচয়িতা উদ্ধবদাস স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পদ-কর্তা উদ্ধবদাস অষ্টকুল-সমুদ্র ও টেকা বৈদ্যপুরনিবাসী। ইনি শ্রীনিবাসচাৰ্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং ইনি শকাব্দ শতদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। ইহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মহম্মদার এবং ইনি পদকল্পতরু গ্রন্থের সকলরিতা বৈষ্ণবদাস বা গোবিন্দানন্দ সেনের বন্ধু ছিলেন।” জগদ্বন্ধু বাবু এখানে দীনেশ বাবুর উক্তিই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কেহই এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। বৈষ্ণবসমাজের

প্রচলিত কিংবদন্তী এইরূপই বটে। আমরা উদ্ধবদাসের একটা পদে এই কিংবদন্তীর অমূল্য যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা এখানে প্রদর্শিত করিব।

পূর্ব বৈষ্ণব মহন্তগণের বন্দনা-শ্লোক ৩০৯২ সংখ্যক “জয় রে জয় রে শ্রীনিবাস নরোত্তম” ইত্যাদি উদ্ধবদাসের দীর্ঘ পদটীতে লিখিত হইয়াছে,—

“শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁর যত শাখা হয়
মুখ্য কিছু করিলে প্রকাশ।
রামকৃষ্ণ আচার্য্য খ্যাতি গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী
ভক্তিমুগ্ধি গামিলা নিবাস।
রূপ রাধুরায় নাম গোকুল শ্রীভগবান
ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস।
শ্রীল রাধাবল্লভ চাঁদ রায় প্রেমার্ণব
চৌধুরী শ্রীখেতরি নিবাস।
শ্রীরাধামোহন-পদ যার ধন-সম্পদ
নাম গায় এ উদ্ধবদাস।”

এই পদের রচয়িতা উদ্ধবদাস “ভক্তিমান শ্রীউদ্ধবদাস” বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিতই পূর্ববর্তী অত্র কোন উদ্ধব হইবেন; কেন না, পদ-কর্ত্তা উদ্ধবের পক্ষে নিজকে “ভক্তিমান” বলিয়া খ্যাপিত করা একান্ত অসম্ভব বটে। তার পরে “শ্রীরাধামোহন-পদ যার ধন-সম্পদ” উক্তিদ্বারাও বুঝা যায় যে, রাধামোহন ঠাকুর উদ্ধবদাসের দীক্ষা-গুরু কিংবা শিক্ষা-গুরু ছিলেন; নতুবা এ ভাবে তাঁহাকে উল্লেখ করার কোনই কারণ নাই। সুতরাং পদ-কর্ত্তা উদ্ধবদাসকে রাধামোহন ঠাকুরের প্রায় সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য না হইলেও তাঁহার প্রতি ভক্তিমান সমসাময়িক বাক্তি ছিলেন; এ অবস্থায় তাঁহার সহিত সমধর্ম্মা উদ্ধব দাসের শ্রীতি ও বন্ধুত্ব থাকাই খুব সম্ভব। বৈষ্ণবদাস উদ্ধবদাসের বহু পদ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার পদের প্রতি যে অমুরাগের পরিচয় দিয়াছেন, উহার কতটা তাঁহার বন্ধু-শ্রীতি-প্রসূত ও কতটা তাঁহার নিরপেক্ষ বিবেচনা-প্রসূত, তাহা বিবেচ্য বটে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্রে উদ্ধবদাসের বা বৈষ্ণবদাসের কোনও পদই উদ্ধৃত হয় নাই। ইহার কারণ শুধু ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, পদামৃত-সমুদ্রের সঙ্কলন-কাল পর্য্যন্ত উদ্ধবদাস কোনও পদ রচনা করেন নাই। পদামৃত-সমুদ্রে রাধামোহন ঠাকুরের যে, প্রায় সোয়া ছই শত পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, ঐ সকল পদের রচনা ও তাঁহার রচিত পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা-পূর্ণ সংস্কৃত টীকা দর্শনে উক্ত গ্রন্থখানা তাঁহার প্রবীণ বয়সের কৃতিত্ব বলিয়াই বিবেচনা হয়। সেই সময় পর্য্যন্ত উদ্ধবদাস কোনও পদ রচনা না করিয়া থাকিলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের আদ্য ও মধ্যভাগে বর্ত্তমান রাধামোহন ঠাকুর অপেক্ষা উদ্ধবদাস ও বৈষ্ণবদাসের পদ রচনার কাল অনূন ২০।২৫ বৎসর পরবর্তী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

উদ্ধবদাস পূর্বরাগ, মান, আক্ষেপাল্লরাগ, বালালীলা, গোষ্ঠ, রাসলীলা, দানলীলা, হোরি, ঝুলন, মাথুর, বিরহ, রূপবর্ণন প্রভৃতি নানা বিষয়ের পদ রচনা করিয়াছেন। কবিত্ব বিষয়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, রায় শেখর, বসন্ত রায় প্রভৃতি কবিগণের পরেই ইহার স্থান নির্দেশ করিতে হয়। উদ্ধবদাস বিগুজ বাজালা ও ব্রজ-বুলী, ছই রকম পদই রচনা করিয়াছেন। ইহার রচিত প্রাঞ্জল ও সুললিত লঘুজিগীর্ষা ছন্দের “কদম্বের বনে থাকে কোন জনে” ইত্যাদি পদগুলি ইহার ভাবার বিস্তৃতি সধকে

সাক্ষ্য প্রদান করিবে। পাঠকগণ উক্তবাদের ৩২, ৩৩ ও ৩৫ সংখ্যক পদে তাঁহার অনুলিখিত অবিশিষ্ট বাঙ্গালা রচনার, ৪১৯, ৪২০ সংখ্যক পদে উৎকৃষ্ট ব্রজ-বুলী রচনার এবং “দেখ সখি ঝুলত রাধা শ্রাম” ইত্যাদি ১৫৬১ সংখ্যক ও “নব গোরোচন জিনিয়া বরণ” ইত্যাদি ২৪৭৩ সংখ্যক পদে তাঁহার সুন্দর কবিতা ও কবিত্বের পরিচয় লইবেন। নানাবিষয়ক রচনায় প্রায় তুল্য দক্ষতা প্রদর্শিত করা শক্তিখালী কবির কার্য্য; সুতরাং উক্তবাদের নানাবিষয়ক উৎকৃষ্ট পদাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। প্রাচীন বৈষ্ণব-মহাজনদিগের বর্ণনাত্মক উক্তবের ২৩৭৫—২৩৭৭ সংখ্যক ও ৩০৯২ সংখ্যক পদগুলি ঐতিহাসিকের নিকট অনাদৃত হইবে না। আমাদের এই ইতিহাস-হীন দেশে অনেক স্থলেই এইরূপ ব্লিঙ্কিষ্ট বিবরণসমূহের সংগ্রহ ব্যতীত প্রাচীন মহাজনগণের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত জানিবার অণু উপায় দেখা যায় না।

পদ-কর্ত্তা “কবি ভূপতি কণ্ঠহার” কোন্ সময়ে কোন্ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিছুই জানা যায় নাই।

কবি ভূপতি কণ্ঠহার তাঁহার একটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। “বিরহ-বাকুল বকুল-তরু-মূলে” ইত্যাদি, এই ৪০৮ সংখ্যক পদটি বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পদক নগেন্দ্র বাবু

তাঁহার সংস্করণে “গীত-চিন্তামণি” ও “কীর্ত্তনানন্দ” গ্রন্থের নামোল্লেখ বিদ্যাপতির পদ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহার ধৃত পাঠ অনুসারে—

“মান মণি তেজি সুদতি চলু য়িহ
রায় রদিক সুজান রে।
সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক
সুকবি ভণথি কণ্ঠহার রে॥”

ভণিতার কলির ঢাকা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—“সুকবিকণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) অত্যন্ত শ্রুতি-সুখকর সরস দণ্ডক ছন্দ কহিতেছে।” নগেন্দ্র বাবু তাঁহার গ্রন্থের ৥১০ পৃষ্ঠায় “বিদ্যাপতির উপাধি” শীর্ষকে লিখিয়াছেন, “বিদ্যাপতির কি কি উপাধি ছিল? নিখিলার পদাবলীতে এই কয়টি উপাধি পাওয়া যায়—কবি-কণ্ঠহার, কবিশেখর, দশাবধান, অভিনব জয়দেব ও পঞ্চানন।” পুনশ্চ—“কবিকণ্ঠহার উপাধি সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। তথাপি এ দেশের সম্বলন গ্রন্থে যে পদে বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার, এইরূপ ভণিতা আছে, তাহাই বিদ্যাপতির বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহাতে শুধু কবিকণ্ঠহার আছে, তাহা গৃহীত হয় নাই।”

বিদ্যাপতির কোন কোন মৈথিল পদে যে, বিদ্যাপতির “কবিকণ্ঠহার” উপাধির ব্যবহার দেখা যায়, তাহা সত্য। নিম্নলিখিত ভণিতা দেখিলেই উহা প্রতীত হইবে, যথা—

(১) “ভণই বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
রস বুঝ শিব সিংহ নৃপ মহোদার॥”
(নগেন্দ্র বাবুর ২০ সংখ্যক পদ)

(২) “মেধা দেবিপতি রূপ নরায়ন
সুকবি ভণথি কণ্ঠহার রে॥”
(ঐ ৬০ সং পদ)

(৩) “ভণই বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
এক সর মনমথ ছই জিব মার।”
(ঐ ৮০ সং পদ)

ইহাও সত্য যে, কোনও কবির “কবিশেখর” “কবিকণ্ঠহার” ইত্যাদির মত প্রসিদ্ধ উপাধি থাকিলে তিনি অনেক সময়ে সংক্ষেপ ও সুবিধার জন্ত ভণিতায় নামের বদলে সেই উপাধিটীরও ব্যবহার করিতে পারেন। বিদ্যাপতি যে শুধু “কবিশেখর” ভণিতা দিয়া কোন কোন পদ রচনা করিয়াছেন, উহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং কবিকণ্ঠহার উপাধি দ্বারাও বিদ্যাপতিকে বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে ভণিতার প্রকৃত পাঠ— “সুকবি ভণি কণ্ঠহার রে।” কিংবা পদকল্পতরুর গৃহীত “কবি ভূপতি কণ্ঠহার” হইবে, তাহা বিবেচ্য বটে। নগেন্দ্র বাবু গীত-চিন্তামণি ও কীর্ত্তনানন্দ হইতে এই পদটী গৃহীত বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু কীর্ত্তনানন্দের মুদ্রিত গ্রন্থে এই পদটী নাই। গীত-চিন্তামণি গ্রন্থের পূর্বোক্ত প্রামাণিক সংস্করণে অন্তিম অঙ্ক কলির পাঠ,—

“সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক
সুকবি ভণ কণ্ঠহার।”

ঐ গ্রন্থের সুবিজ্ঞ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদনাস বাবাজী মহাশয় উহার টীকায় লিখিয়াছেন,—গীতকর্তার প্রকৃত নাম “রায় চম্পতি”; তাঁহার উপাধি ছিল “সুকবি বিদ্যাপতি”; তিনি কহিতেছেন—রসিক ভক্ত-গণের আকাজক্ষিত দোতাচাতুরীময়—শ্রুতি-সুখদ সরস-দণ্ডক ছান্দর এই গীতটী কণ্ঠহাররূপে ধারণী। “পদ-রত্নাকর” পুথিতে “সুকবি ভণ কণ্ঠহার” স্থলে “সুকবি কণ্ঠক হার।” পাঠ দেখা যায়। পদকল্পতরুর পাঁচখানা হস্ত-লিখিত পুথিতেই কিন্তু পাঠ আছে,—

“কবি ভূপতি কণ্ঠহার।”

“ভূপতি” ও “ভূপতিনাথ” ভণিতার ছয়টি পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া গিয়াছে। শিব সিংহ মিথিলার বুজা অর্থাৎ ভূপতি ছিলেন এবং ভূপতির ব্রজ-বুলী পদগুলির সহিত বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদাবলীর ভাষা-গত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে,—সুতরাং “ভূপতি” ও “ভূপতিনাথ” ভণিতার পদগুলি সম্ভবতঃ নিজের প্রতিপালক রাজার নামে প্রচারিত বিদ্যাপতির রচিত পদই হইবে, এইরূপ অনুমান করিয়া নগেন্দ্র বাবু উক্ত ছয়টি পদের মধ্যে পাঁচটি পদই নিজের সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেই নজিরে তিনি পদকল্পতরুর “ভূপতি” নামাঙ্কিত এই পদটী বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহার অনুপযুক্ত হইত না; কিন্তু যে জগাই হউক, পদকল্পতরুর কোন উল্লেখ না করিয়া, তিনি গীতচিন্তামণি ও কীর্ত্তনানন্দের নাম করিয়াছেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অধিক অশুকুল মনে করিয়া গীত-চিন্তামণির পূর্বোক্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। হৃৎথের বিষয়, আমরা তাঁহার এই কার্যের সমর্থন করিতে পারিতেছি না। অনেক পদ-কর্তার ত্রায় পদ-কর্তা “ভূপতি” বা “ভূপতিনাথের” দেশ, কাল ও চরিত্র না জানিলেও তাঁহার পদগুলির রচনা ও বর্ণনার বৈশিষ্ট্যই তাঁহার অন্তিমের বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আমরা পদকল্পতরুতে “ভূপতি সিংহ কবি” ও “সিংহ ভূপতি” ভণিতা-যুক্ত কয়েকটি পদ পাইয়াছি। এগুলি সম্ভবতঃ রাজা শিব সিংহেরই রচিত; কিন্তু নগেন্দ্র বাবু ঐ পদগুলি বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির বর্ণনা অনুসারে সকল-গুণ-নিধান রাজা শিব সিংহকে তাঁহার প্রাপ্য কবিশ্রী হইতে অবিচারে বঞ্চিত করিয়া, নগেন্দ্র বাবু সে যশটা বিদ্যাপতিকে যদি দিতে ইচ্ছা করেন—সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি করার কারণ নাই। কিন্তু তিনি ভণিতায় রাজার গন্ধ পাইলেই উহা রাজা শিব সিংহ অর্থাৎ তাঁহার মতে বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিবেন, ইহা আমরা নিতান্তই অপ্রামাণিক ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। ভূপতি ও ভূপতিনাথের পদগুলির সহিত এই আলোচ্য পদটী ভাল করিয়া মিলাইয়া পাঠ করিলে, বিদ্যাপতির ঐটি পদগুলির অপেক্ষা ভূপতির পদের সহিতই ইহার অধিক ভাষা-গত ও ভাব-গত সাদৃশ্য দেখা যাইবে। ‘কবিশেখর’ উপাধির ত্রায় ‘কবিকণ্ঠহার’ উপাধিটীও বিদ্যাপতির নিজস্ব না হইতে

পারে ; সুতরাং কৃষ্ণপদ্যদাস বাবাজী মহাশয়ের ব্যাখ্যাত স্লিষ্ট অর্থ তর্ক-স্থলে কাল্পনিক বলিয়া পরিত্যক্ত করিলেও কবিকর্তৃহার পদ-কর্ত্তা ভূপতির একটা উপাধি বলিয়া স্বীকার করায় বাধা দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয় যে, এই পদটি ‘রায় চম্পতি’ নামক পদ-কর্ত্তার রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ কোন্‌ও কিংবদন্তী বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত আছে কি না, আমরা জানি না। আমাদের বিবেচনায় পদকল্পতরুর স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে শুধু কিংবদন্তী-মূলে এরূপ একটা মত প্রকাশ করা সম্ভব নহে। রায় চম্পতি ও ভূপতি পৃথক্‌ কবি। রায় চম্পতির যে ‘সুকবি বিদ্যাপতি’ উপাধি ছিল, তাহা আমরা জানি না। নগেন্দ্র বাবু শুধু ‘চম্পতি’ ভণিতার নহে—‘রায় চম্পতি’ ভণিতার পদ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্তর্গত করিয়াছেন। “চম্পতি” প্রসঙ্গে-আমরা তাঁহার এই কার্যের অসমীচীনতা প্রদর্শিত করিব। এখানে শুধু প্রসঙ্গতঃ ইহাই বক্তব্য যে, মিথিলায় বাহিরে বাজলায় কিংবা উড়িষ্যায় যদি “বিদ্যাপতি” উপাধি-যুক্ত আর একজন শ্রেষ্ঠ পদ-কর্ত্তা প্রাক্তত্ব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ‘বিদ্যাপতি’ ভণিতার অনেক বঙ্গীয় পদাবলী এই দ্বিতীয় বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া অনুমান করার ভাব-গত ও ভাব-গত যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা ‘চম্পতি’ ও ‘বিদ্যাপতি’ প্রসঙ্গে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

‘কবিরত্নভ’ নামক পদ-কর্ত্তার শুধু একটা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিরত্নভের এই “সখি হে
কবিরত্নভ
কি পুছসি অনুভব মোয়” ইত্যাদি ৯৩৭ সংখ্যক পদটির সম্বন্ধে একটা গুঢ় রহস্য আছে ; আমরা এখানে উহা বিবৃত না করিলে চলিবে না। এই পদটি প্রথমে স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বিদ্যাপতির সম্বন্ধে বিদ্যাপতির ভণিতা-যোগে প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্র বাবু ইহাকে বিদ্যাপতির সর্বোৎকৃষ্ট পদ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সারদা বাবুর গৃহীত পাঠ অনুসারে পদটি তাঁহার সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু ঐ পদের টীকায় লিখিয়াছেন,—“এই পদ এই আকারে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি বহরমপুর হইতে আনীত একখানি হস্ত-লিখিত পুথিতে প্রাপ্ত হন। মিথিলায় প্রায় এই পাঠ প্রচলিত আছে। পদকল্পতরুর ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম নাই।” নগেন্দ্র বাবু তাঁহার “পাঠ নির্ণয়” শীর্ষকের ২৮০ পৃষ্ঠায় এই পদের মৈথিল যে পাঠ “প্রকৃত” বলিয়া প্রদর্শিত করিয়াছেন, আলোচনার সুবিধার জন্ত উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

“সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।

সোই পিরীতি অনুরাগ বখানহৈতে

তিলে তিলে নূতন হোয় ॥

জনম অবধি হম রূপ নিহারল

নয়ন না তিরপিত ভেল।

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল

শ্রুতিপথে পরশ ন গেল ॥

কত মধু ঘামিনি রঙসে গমাওল

ন বুঝল কৈসন কেল।

লাখ লাখ যুগ হিরে হিরে রাখল

তৈও হির জুড়ন ন গেল ॥

যত যত রসিক জন রসে অনুমগন

অনুভব কাছ ন পেথ।

বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত

লাখে না মিলল এক ॥”

সারদা বাবুর উক্ত পদেও ভণিতার কলি এইরূপ। তবে ‘যত যত রসিক জন’—এই ছন্দোছষ্ট পাঠের বদলে ‘কত বিদগধ জন’ পাঠ আছে। এখন প্রথমেই তিজ্ঞাস্ত এই যে, নগেন্দ্র বাবু এই পদটি মিথিলার কোন পুথিতে পাইলেন? তিনি ইহা মৈথিল তালপত্রের পুথি কিংবা ‘রাগতরঙ্গিনী’ পুথিতে পাইলে নিশ্চিতই তাহা লিখিয়া, এই সন্দিক্ষ পদটি যে বিদ্যাপতির রচিত, সে সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণও দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। নগেন্দ্র বাবু মিথিলার উক্ত পুথি হুইখানার বিগুপ্ততার ও প্রামাণিকতার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবুর উক্ত এই মৈথিল রূপান্তরে অনেকগুলি মারাত্মক ছন্দের ভুল আছে। নগেন্দ্র বাবুর ‘বখানইতে’ স্থলে ‘বখানিতে’, ‘গুনল’ স্থলে ‘শুনল’, ‘তৈও’ স্থলে ‘তউ’ এবং “যত যত রসিক জন রসে অমুগন” এই আদ্যস্ত ছন্দোছষ্ট পংক্তির স্থলে পদকল্পতরুর গৃহীত “কত বিদগধ জন রস অমুমোদই” পাঠ না ধরিলে এই পদের ছন্দোছটি যে অনিবার্য হইয়া পড়ে, ছন্দোবিৎ পাঠক সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। মিথিলার বিদ্যাপতির অনেক পদ যেমন বাঙ্গালার আসিয়াছে; তেমনি বাঙ্গালার অনেক পদও মিথিলায় গিয়াছে; স্মরণ্য মিথিলার যে কোন হস্ত-লিখিত পুথি বা আধুনিক “মৈথিল গীতসংগ্রহ” ইত্যাদির দ্বায় পুথিতে একরূপ বিরূত একটা পদে বিদ্যাপতির ভণিতা পাইলেই উহাকে অবিচারে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না—ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সারদা বাবুর প্রাপ্ত বহরমপুরের হস্তলিখিত পুথিই বা কত দূর প্রামাণ্য, তাহাও বলা যায় না। আমরা প্রসিদ্ধ পদকল্পতরুর সকলগুলি পুথি ও পদরসসার পুথিতে সর্বত্রই কবিরাজভট্টের ভণিতা পাইতেছি। এতদ্ব্যতীত এই পদের প্রথম কল্পিতে এমন একটা চূড়ান্ত ভাব-গত আভাস্তরীণ প্রমাণ আছে, যাহাতে এই পদটাকে শ্রীরূপ গোস্বামীর “উজ্জল-নীল-মণি” গ্রন্থের পরবর্তী রচনা বলিয়া স্বীকার না করিয়া কোন মতেই উহাকে তাঁহার শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির রচনা বলা যাইতে পারে না। আমরা এখন সেই আভাস্তরীণ অকাট্য প্রমাণের সম্বন্ধেই কিঞ্চৎ আলোচনা করিব।

নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সংস্করণের প্রত্যেক পদের প্রায় প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের টীকা করিয়া থাকিলেও যে জুই হউক, আলোচ্য পদের ১ম কলির ত্রুত্বার্থ “সেই পিরীতি অমুরাগ বখানিতে” ইত্যাদি পংক্তি দুইটির কোনও অর্থ লিখেন নাই। ‘পিরিতি’ ও ‘অমুরাগ’ শব্দ দুইটা একার্থক। ‘সেই পিরিতিকেই অমুরাগ ব্যাখ্যা করিতে (হয়), (যাহা) তিলে তিলে নূতন হয়’—এই সহজবোধ্য ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে মহাকবি বিদ্যাপতির রচনায় “প্রক্রম-ভঙ্গ” নামক অলঙ্কার-দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কবির যদি উহাই বলা উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে দুইটা ‘পিরিতি’ বা দুইটা ‘অমুরাগ’ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত ছিল; যেমন—“সেই পিরিতিকেই বলি পিরিতি” অথবা “সেই অমুরাগকেই বলি অমুরাগ” ইত্যাদি। কবি এখানে ‘পিরিতি’ ও ‘অমুরাগ’ দুইটা পৃথক শব্দের প্রয়োগ করায়, ঐ বাক্যের অর্থ ইহা নহে, কিন্তু রূপ গোস্বামী মহোদয়ের উজ্জল-নীলমণি গ্রন্থের বর্ণিত রস-শাস্ত্রের অন্ততম প্রসিদ্ধ পারিভাষিক “অমুরাগ” শব্দের লক্ষণ বিবৃত করাই কবির উদ্দেশ্য বটে, একপই নিঃসন্দেহে প্রতীত হয়। “উজ্জল-নীল-মণি” গ্রন্থে প্রেম বা পিরিতির পরিণতি ‘অমুরাগ’ শব্দের লক্ষণ বলা হইয়াছে,—

“সদামুভূতমপি যঃ কুর্য্যানবনবং প্রিয়ম্।

রাগো ভবনবনবঃ সোহমুরাগ ইতীয়াতে ॥”

অর্থাৎ যে ‘রাগ’ বা প্রেম নব-নব রূপ ধারণ করিয়া সর্বদা অমুভূত প্রিয়জনকেও নব-নব রূপে আশ্বাদিত করায়, তাহাকেই ‘অমুরাগ’ বলা যায়।

রূপ গোস্বামীর পূর্বে আর কোন রস-শাস্ত্রকারই ‘অমুরাগ’ শব্দটির একরূপ একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। বিদ্যাপতির প্রায় সম-সাময়িক মৈথিল কবি ভাস্করদত্তের সুপ্রসিদ্ধ রস-গ্রন্থ রস-মঞ্জরীতে বা বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণে অমুরাগের এই বিশেষ লক্ষণ বর্ণিত হয় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহা উজ্জল-নীল-মণির একটা নিজস্ব শব্দ। কবিবল্লভের আলোচ্য পংক্তি-দ্বয় যে উজ্জলের উক্ত শ্লোকের একরূপ কথায় কথায় অনুবাদ, তাহা লক্ষ্য করার বিষয় বটে। এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে কলিটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে কোনও বাধা হয় না এবং এই পদের অন্তিম কলিতেও কি জ্ঞাত যে বিদগ্ধ জনের রস-শাস্ত্র-জ্ঞান-সূচক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ রস-ব্যাখ্যা হইতে সহজ ও স্বাভাবিক অনুভবকেই কবি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাও বুঝা যায়। বস্তুতঃ প্রথম কবির যেরূপ অর্থই হউক না কেন, পদকল্পতরুর প্রমাণের বিরুদ্ধে আমরা সারদা বাবু কিংবা নগেন্দ্র বাবুর প্রকাশিত পূর্বোক্ত অগ্রচুর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই পদটিকে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

নগেন্দ্র বাবু “সখি হে কি পুছসি” ইত্যাদি পদটিকে “বিদ্যাপতির পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা” বলিয়া লিখিয়াছেন। “ভিন্নরুচিহি লোকঃ”। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহা বিদ্যাপতির রচিত হইতে পারে না। এই পদটি সুন্দর ও প্রশংসনীয় হইলেও আমাদের মতে সর্ব-শ্রেষ্ঠ কবিতা হওয়া দূরে থাকুক, ইহা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদিগের শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। আমরা স্থানান্তরে† গোবিন্দদাসের “আধক আধ-আধ দিষ্টি-অঞ্চলে” ইত্যাদি পদকল্পতরুর ২৩৪ সংখ্যক পদের আলোচনার কবিবল্লভ এবং তাঁহার এই পদটির সম্বন্ধ যাহা লিখিয়াছি, এখানে উহা হইতে কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিলেই আমাদের এই মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝা যাইবে। কিন্তু তৎপূর্বে তুদনার জ্ঞাত গোবিন্দদাসের ঐ পদটিও এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যিক। পদের শব্দ, বাক্য ও ব্যঞ্জনার ব্যাখ্যা ঐ পদের টীকায় দ্রষ্টব্য; বাহ্য-ভয়ে এখানে উদ্ধৃত করা হইল না।

“আধক আধ-আধ দিষ্টি-অঞ্চলে

যব ধরি পেখলুঁ কান।

কত শত কোটি কুমুম-শরে জর-জর

রহত কি যাত পরাণ ॥

সজনী—জানলুঁ বিহি মোহে বাম।

ছুহঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই

তছু পায়ে মবু পরণাম ॥ ৫।

সুনয়নি কহত কাহু ঘন-শ্রামর

মোহে বিজুরি সম লাগি।

রসবতি তাক পরশ-রসে ভাসত

হমারি হৃদয়ে জলু আগি ॥

প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত

চপল জীবনে মবু সাধ।

গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে

রসবতি-রস-মরিষাদ ॥”

“এই কবি অর্থাৎ পদ-কর্তা বলভ যে কে ছিলেন, নিশ্চিত বলা যায় না; তবে গোবিন্দদাস যে পূর্বোক্ত ‘আধক আধ-আধ’ ইত্যাদি পদের ভণিতায় এই বলভকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যায়; কেন না, গোবিন্দ দাসের ‘চপল জীবনে মনু সাধ’ এই বাক্যের ধ্বনি এই যে—জীবন নখর হইলেও শ্রীরাধা অগত্যা সারাটা জীবন ভরিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অসীম প্রেম-সাগরের কিয়দংশ উপভোগ করিতে চাহেন; তাঁহার ইচ্ছাই গভীর আক্ষেপ যে, জীবন অবিনশ্বর নহে; জীবন অবিনশ্বর হইলে তিনি অনন্ত কাল ধরিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের রসাস্বাদন করিতে পারিলে বোধ হয় কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন। কবি বলভের উক্ত পদেও এই অসীম রস-পিপাসা ও অকৃষ্টিই পরিস্ফুট হইয়াছে; তবে উভয় পদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, গোবিন্দদাস ‘সুমন’ ‘রসবতি’ ও ‘প্রেমবতি’ শব্দগুলির বিপরীত-লক্ষণা-মূলক ধ্বনির দ্বারা আপাত-প্রশংসিত নাগিকার দৃষ্টি-কুণলতা, রসজ্ঞতা ও প্রেমিকতার নিন্দা বাজিত করিয়া কবিত্বের যে উৎকর্ষ প্রদর্শিত করিয়াছেন, কবি বলভের পদে ধ্বনির স্বেচ্ছা চমৎকারিত্ব নাই। কবি বলভের “জনম অবধি” ইত্যাদি পঙক্তিদ্বয়ে যে অসীম অকৃষ্টি সুন্দর স্বাভাবিক ভাষায় বাজিত হইয়াছে,—তাঁহার “লাখ লাখ যুগ” ইত্যাদি পঙক্তিতে যে স্বাভাবিকতা ও রস-বাজনা রক্ষিত হয় নাই। জগতের আপামর সকল ব্যক্তির নিকটেই সুখের সময়টা সংক্ষিপ্ত ও দুঃখের সময়টা অন্তর্বিপ্রতীত হয়; এ অবস্থায় মিলনের কালটা যে কি জঘন্য শ্রীরাধার নিকট “লাখ লাখ যুগ”ব্যং প্রতীত হইবে, তাহা বুঝিতে হইলে শক্তিমান ও শক্তিরূপা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অনাদি-অনন্ত-কাল-বাপী নিত্য প্রেম-সম্বন্ধ-রূপ বৈষ্ণব-দর্শনের প্রসিদ্ধ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে চলে না। কবিতায় এইরূপ দার্শনিক-তত্ত্বের আশ্রয়-গ্রহণ কাব্যের উৎকর্ষের পরিচায়ক না হইয়া, সহৃদয়দিগের বিবেচনায় কাব্যের অপকর্ষেরই কারণ বটে। সে যাহা হউক, এই পদের প্রথম কলিতে উজ্জলনীলমণির মতাত্মোদিত অমুরাগের লক্ষণ ও পরবর্তী কলিগুণিতে গোড়ায় বৈষ্ণব দর্শন ও রস-শাস্ত্রের মত উপস্থাপিত হওয়ায় পদটী যে অনেক পূর্ববর্তী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচনা নহে,—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয়দিগের পরবর্তী কোনও বঙ্গীয় কবির রচনা, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। পদকল্পত্র গ্রন্থে ‘বলভ’ ও ‘হরিবলভ’ ভণিতার আরও অনেকগুলি পদ আছে। তন্মধ্যে ‘হরি-বলভ’ ভণিতায়ুক্ত পদগুলি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-টীকাকার কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের রচিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে। চক্রবর্তী মহাশয় গোবিন্দদাসের অনেক পরবর্তী; সুতরাং গোবিন্দদাসের প্রশংসিত শ্রীবলভ ‘হরি-বলভ’ হইতে পারেন না।—শুধু ‘বলভ’ বা ‘শ্রীবলভ’ ভণিতার পদগুলির মধ্যে পদকল্পত্রের ৩য় শাখার ১৩শ পল্লবের “ও মুখ শরদ-সুধাকর-সুন্দর” ইত্যাদি (১০২২ সংখ্যক) পদটির ভণিতায় আছে,—

“নরোত্তম দাস আশ চরণে রহ

শ্রীবলভ মন ভোর ॥”

ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, এই পদের রচয়িতা “শ্রীবলভ” সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-আচার্য্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জ্ঞানৈক শিষ্য, সুতরাং গোবিন্দদাসের সমসাময়িক ছিলেন।”

‘বলভ’ ও ‘শ্রীবলভ’ একই পদ-কর্তা বলিয়া মনে হয়। কেবল ১০২২ সংখ্যক পদেই শ্রীবলভ ভণিতা আছে; বাকি পদগুলিতে শুধু বলভ। বলভ স্নকবি ছিলেন, তাঁহার অনেক পদেই বিশেষতঃ ব্রজ-বুলী পদগুলিতে রচনা-শক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য পদটি এই বলভের রচিত হওয়া কিছুই অসম্ভব বোধ হয় না। এই বলভ যে নরোত্তম ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ ও শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়দিগের অপরিচিত ও সম-সাময়িক ছিলেন, তাহা তাঁহার ২৯৮১ ও ২৯৮৩ সংখ্যক পদ-দ্বয় হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। এ অবস্থায় গোবিন্দ দাসের পূর্বোক্ত পদের ভণিতায় ইহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এই অনুমানই সমীচীন বিবেচনা হয়।

অবশ্য “বল্লভ” নামের ‘হরিবল্লভ’ ‘রাধাবল্লভ’ ইত্যাদি নামের সংক্ষেপ হইতে পারে; কিন্তু এ দেশে শুধু “বল্লভ” নামেরও অপ্রচলন দেখা যায় না। ‘বল্লভ’ নামক পদকর্তাও বোধ হয়, কবি শেখরের ভায় কখন কখন নিজের নামের পূর্বে ‘কবি’ বিশেষণের ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। পদকল্পতরুতে তাঁহার এক প একটা মাত্র পদই সংগৃহীত হইয়াছে।

“কবিরঞ্জন” ভণিতার পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই বৈষ্ণব-নাহিত্যে প্রসিদ্ধি আছে। বাঙ্গালী পদ-
কবিরঞ্জন
কর্তাদিগের মধ্যে “কবিরঞ্জন” উপাধির কোনও পদ-কর্তা হইয়াছিলেন বলিয়া জানা
যায় নাই। কেবল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের প্রায় সমকালে কালীকান্ত নীত
বলীর রচয়িতা সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ সেন মহোদয়েরও নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রদত্ত “কবিরঞ্জন”
নামক উপাধি ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। সেন মহোদয় যে কোনও বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন,
এরূপ জানা যায় নাই। বিদ্যাপতির যে “কবিরঞ্জন” উপাধি প্রায় নামের মতই তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরি-
চায়ক হইয়া পড়িয়াছিল, উহার প্রমাণ পদকল্পতরুতেই পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের বর্ণনাস্থক
২৩৯০ সংখ্যক প্রাচীন পদেই বর্ণিত হইয়াছে,—

“সময় বসন্ত যাম দিন-মাঝি

বটতলে সুরধুনি-তীর।

চণ্ডীদাস কবিরঞ্জে মৌল

পুলক কলেবর গীর ॥”

* * *

পুহুত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জে

শুনতহি রূপনরায়।

কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ

লছিমা-পদ করি ধান ॥”

(প-ক-ত, ৪র্থ শাখা, ২৬শ পদ্য)

বলা আংশক যে, পদকল্পতরু গ্রন্থে “কবিরঞ্জন” ভণিতার যতগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সকলগুলির
সহিতই বিদ্যাপতির রচনার সৌন্দর্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

“কবিশেখর (নব)” অর্থাৎ “নব কবিশেখর” ভণিতা-যুক্ত পদগুলিও বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই অনুমান হয়।

কবিশেখর (নব)
“নব কবিশেখর” শব্দের অর্থ নূতন বা দ্বিতীয় ‘কবিশেখর’। বলা বাহুল্য যে, আগে এক
জন কবিশেখর প্রসিদ্ধি লাভ না করিলে, পার্থক্য-রক্ষার জন্ত পরবর্তী কবিশেখরকে

‘নব’ বিশেষণ প্রদান করার কোনও প্রয়োজন থাকে না। বঙ্গদেশে ‘শেখর রায়’, ‘রায় শেখর’ বা ‘কবিশেখর’ নামে
একজন প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা প্রাচুর্য হইয়া বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীর বহু উৎকৃষ্ট পদ-রচনা ও সম্পূর্ণ স্ব-রচিত পদাবলী
দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্ট-কালীয় নিত্য ব্রজলীলার বর্ণনা-বিষয়ক “দণ্ডাঙ্কিকা পদাবলী” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সকল
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভণিতার “কবি শেখর” শব্দটি তাঁহার উপাধি না হইয়া নামের সহিত প্রযুক্ত
“কবি” বিশেষণ বলিয়াই বিবেচনা হয়। তাঁহার “শেখর” নাম-টা “চন্দ্রশেখর” ইত্যাদির ভায় কোনও পূর্ণ
নামের সংক্ষেপ কি না, তাহাও নিশ্চিত জানা যায় না। বাহা হউক, তাঁহার পরে এদেশে “কবিশেখর” নামে
যে অল্প কোনও পদ-কর্তা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ জানা যায় নাই। পক্ষান্তরে নগেন্দ্র বাবু তাঁহার
সংস্করণের “নব কবিশেখর” ভণিতা-যুক্ত ৫ সংখ্যক পদের টীকা লিখিয়াছেন,—“কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি।

তঁাহার পূর্বে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবিশেখরচাৰ্য্য নামে বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ছিলেন, এই কারণে কিছুদিন বিদ্যাপতিকে নব কবিশেখর বলিত।”

বর্ণিত কারণে বিদ্যাপতি “নব কবিশেখর” উপাধি ধারণ করিলেও তিনি যে তঁাহার “কবিশেখর” ভণিতার সকল পদেই এই “নব” শব্দটীর ব্যবহার করা কৰ্ত্তব্য বা সুবিধা-জনক মনে করিয়াছেন, এরূপ বিবেচনা হয় না। সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় কবি রায় শেখরের রচিত ‘কবিশেখর’-ভণিতার পদের সহিত কবিশেখর বিদ্যাপতির অনেক পদ যে মিশিয়া গিয়াছে, এরূপ অসম্ভব সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু ছঃশের বিষয় যে, নগেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে আর কোনও বিচারের অপেক্ষা না করিয়া, শুধু ভাষা-গত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়াই রায় শেখরের ‘কবিশেখর’ ভণিতার বহুসংখ্যক পদ বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা ‘কবিশেখর’ শীৰ্ষকে এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য বিবৃত করিলাম।

পদকল্পতরু গ্রন্থে ‘শেখর’ ও ‘কবিশেখর’ ভণিতার বহুসংখ্যক পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল পদের মধ্যে আমরা যে কয়েকটি পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, কেবল কবিশেখর (বিদ্যাপতি)

উহাই ‘কবিশেখর’ (বিদ্যাপতির) শীৰ্ষকে এবং বাকী সমস্ত পদ ‘শেখর (কবি)’

শীৰ্ষকে প্রদর্শিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু কিন্তু রায় শেখরের অন্ততঃ ২২টি পদ অবিচারে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি তঁাহার গ্রন্থের ১:৮০ পৃষ্ঠায় ‘কবি শেখর বিদ্যাপতি’ শীৰ্ষকে লিখিয়াছেন,—“কবরী ভঃ চামরী গিরিকন্দরে মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদের ভণিতা গীতচিন্তা-মণিতে আছে—“কবিশেখর ভণ কত কত ঐসন কহব মদন পরতাপ।” ভণিতার গোলমাল এমন অনেক আছে, তাহাতে কিছু সিদ্ধান্ত হয় না। তথাপি কবিশেখর ভণিতায়ুক্ত পদগুলি পদকল্পতরুতে ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক।” অতঃপর তিনি পদকল্পতরুর “সই পিরিতি পিয়া সে জানে” ইত্যাদি ৬৭২ সংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ রায় শেখরের পদের “মো যদি দিনাঙ আগিলা ঘাটে” ইত্যাদি পরবর্তী কলিগুলি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—“এই পদের রচয়িতা যে বঙ্গবাসী এবং তঁাহার রচনার উপর চণ্ডীদাসের প্রভাব আছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পক্ষান্তরে :—সখি হে তোহে হমর বহু সেবা।* এই পদ লাখশ্রেণীভুক্ত এবং স্পষ্টতঃ বিদ্যাপতির।” আমরাও ইহাকে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই স্বীকার করি; কিন্তু আমরা নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি না। সত্য বটে, বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীতে ‘লাখ’ বা ছলনাবিষয়ক কয়েকটি পদ দেখা যায়, কিন্তু ‘লাখ’ বা ছলনার পদ হইলেই যে উহা বিদ্যাপতির রচিত হইবে, এমন কি কথা আছে? বিদ্যাপতির অস্বাক্ষরক বঙ্গীয় পদকর্ত্তারাও কি তঁাহার অস্বাক্ষরপে ‘লাখ’-বিষয়ক পদ রচনা করিতে পারেন না? মূল ও অস্বাক্ষরপে ভাষা-গত ও ভাব-গত প্রভেদ অনেক সময়েই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আনোচ্য পদে নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতিব্রূ মৌলিক রচনার সেরূপ কোনও বৈশিষ্ট্য পাইয়াছেন কি? পাইয়া থাকিলে এখানে উহাকেই শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র কারণরূপে উল্লেখ করা কৰ্ত্তব্য ছিল। এরূপ কারণ থাকিলে নগেন্দ্র বাবুর ভ্রান্ত ভণিতাহীন কোন কোন পদকেও আমরা নিঃসন্দেহে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। দৃষ্টান্ত স্বলে পদকল্পতরুর “অভিসারিণি কপট করহ কখি লাগি” ইত্যাদি ২৪৫ সংখ্যক পদটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ পদে ভণিতা নাই; কিন্তু উহার ভাষা উহার মৈথিলতার স্পষ্ট প্রমাণ দিতেছে। নগেন্দ্র বাবু উহাকে নিজের সংস্করণে উদ্ধৃত না করিলেও মৈথিল “রাগ-তরঙ্গিণী” পুথি হইতে ঐ পদেরই আর একটা মৈথিল রূপান্তর (“গোর পয়োধর নথরথ সুনন্দর” ইত্যাদি “নানাবিষয়ক পদাবলীর” ৬ সংখ্যক পদ) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

* নগেন্দ্র বাবু এখানে “সখি হে তোহে হমরি বহু সেবা” ইত্যাদি পদকল্পতরুর ২৪৪ সংখ্যক পদটা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সঃ

বিদ্যাপতির অনেক পদেই ত্রীরাধা বা ত্রীকৃষ্ণের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু একরূপ অস্বীকার্য পদ ত্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজগীতা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রস-বিরুদ্ধ না হইলে, একরূপ করারও কোন ক্ষতি আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রস-বিরুদ্ধ হইলে ইহা দ্বারা সকলনের মাধুর্য্য সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। হৃৎথের বিষয় যে, অনবধানতা হেতু নগেন্দ্র বাবু ত্রীরাধার সুখ দিয়া এমন কোন কোন পদ বাহির করিয়াছেন, যাহা ষোটেই সঙ্গত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্থলে নগেন্দ্র বাবুর “রাধার উক্তি” ২২৩ ও ২২৪ সংখ্যক পদ দুইটি দেখুন। ২২৩ সংখ্যক “গুণ অগুণ সম কর মানএ” ইত্যাদি পদের অস্তিত্ব কলি,—

“কাম কলারস কত দিখাউবি

পূব পছিম ন জান।

রভগ বেরা নিম্বে বেয়াকুল

কিছু ন তাহি গেনান।”

২২৪ সংখ্যক “কুটিগ বিলোক তন্ত নহি জান” ইত্যাদি পদে আছে,—

“কি সখি করব কঞোন পরকার।

মিলল কন্ত মোহি গোপ গমার।

কপট গমন হমে লাউলি বেরি।

বাহু-মূল দরশন হসি হেরি।

কুচযুগ বসন সস্তরিকহ দেল।

তইঅও ন মন তরিক বহরি ভেল।”

বলা বাহুল্য যে, এই বর্ণনা রসিক-শিরোমণি ত্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছুতেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। রস-শাস্ত্রে “অনভিজ্ঞ” নায়কের যে হস্ত-জনক অজ্ঞতার লক্ষণ ও উদাহরণ দেখা যায়, ইহা সেইরূপ অনভিজ্ঞ নায়কের একটা বর্ণনা বটে। ত্রীরাধা মানিনী হইয়া ত্রীকৃষ্ণের প্রতি শঠ, লম্পট ইত্যাদি মর্শ্বভদ্র বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কাম-কলার অনভিজ্ঞ বা অরসিক বলিয়া কখনও ত্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা করেন নাই। ত্রীকৃষ্ণের পরম নিম্নকও কখনও তাঁহার সেই অপবাদ দিতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ রস-বিরুদ্ধ বিভিন্ন বিষয়ের পদ ত্রীরাধা-কৃষ্ণের ব্রজ-গীতার স্থান না দিয়া, উহা “নানা বিহ্বল পদাবলীর” মধ্যে সন্নিবেশিত করিলে ও চতুরা নায়িকার অসাধারণ বৈদগ্ধ্য-স্বত্ব পুরোক্ত ‘গোর পয়োদর’ ইত্যাদি পদ ব্রজ-গীতার ত্রীরাধার উক্তিরূপে উদ্ধৃত করিলেই সঙ্গত হইত।

নগেন্দ্র বাবু অতঃপর পদকল্পতরুর “কাজর-কুচি-হর রসনি বিশালা” ইত্যাদি ২৭০৬ সংখ্যক পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য লিখিয়াছেন,—“এই রচনা বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কাহারও মনে হয় না।” নগেন্দ্র বাবুকে আমরা বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্ততম বিশেষজ্ঞ বলিয়া শ্রদ্ধা করিলেও হৃৎথের বিষয় যে, তাঁহার এই যুক্তিহীন আত্মমানিক উক্তিটিকে সম্বোধন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। কোন্ কোন্ মূল-স্বত্র অনুসারে বিচার করিলে কবিশেখর বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙ্গালী কবিশেখরের পদাবলী হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে, নগেন্দ্র বাবু কোথাও উহার আলোচনা করেন নাই। বিষয়টি নিতান্ত প্রয়োজনীয়; সুতরাং আমরা স্থানান্তরে সে সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, উহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া, এই ক্ষুদ্র বিষয়ের সীমাংসা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য ব্যক্ত করার চেষ্টা করিব।

“নামের একাংশ গ্রহণ দ্বারা সম্পূর্ণ নামটিকেই গ্রহণ হয়, এই প্রসিদ্ধ সূত্র অনুসারে শুধু ‘শেখর’ শব্দ দ্বারাও কবিশেখর নামটি স্মৃতিতে হইতে পারে; সুতরাং বিদ্যাপতি যে ‘কবিশেখর’ ও শুধু ‘শেখর’ নামেও পদরচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা ‘কবিশেখর’ ও ‘শেখর’ ভণিতায়ুক্ত বিদ্যাপতির কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ পদ-পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কিন্তু ‘রায় শেখর’ নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পদকর্তাও ছিলেন। তিনি ‘ব্রজবুলী’ পদরচনার প্রায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ত্রায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই রায় শেখর স্মৃতিতে বাংলা ও ব্রজবুলী পদাবলী দ্বারা অষ্টকালীয় লীলা-বর্ণনবিষয়ক ‘দুঃখাঙ্গিকা পদাবলী’ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংকলন করেন; তাঁহার বহু পদেও রায় শেখরের ত্রায় ‘কবিশেখর’ ‘নৃপকবিশেখর’ ও শুধু ‘শেখর’ ভণিতা দেখা যায়। আমরা শেখর নামক কোন নৃপতি পদ-কর্তার বিবরণ জ্ঞাত হই নাই। বোধ হয়, শেখর কোন নৃপতির রাজ-কবি (Poet Laureate) থাকায়ই ‘নৃপকবিশেখর’ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার রচিত অনেক ব্রজবুলীর পদ সর্বপ্রায়ে গোবিন্দদাসের, এমন কি, বিদ্যাপতির পদের সহিত তুলনার যোগ্য; সুতরাং বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কেবল ভণিতা, এমন কি, বাহ্যিক রচনাগত সাদৃশ্য দেখিয়া ‘কবিশেখর’ ও ‘শেখর’ ভণিতায়ুক্ত পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া স্থির করা সম্ভব হইবে না। সুদীর্ঘকাল পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আমরা বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী ও বঙ্গদেশের প্রচলিত তৎ-কথিত ব্রজবুলী পদাবলীর মধ্যে ভাষা-গত ও ভাব-গত পার্থক্যের নির্ণায়ক দুইটি মূলসূত্র নির্দিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা তাঁহার নিজের সৃষ্ট নহে, উহা মিথিলার তৎকালীন প্রচলিত ভাষা; উহাতে সংস্কৃত ‘তৎসম’ শব্দ অপেক্ষা ‘তদ্ভব’ মৈথিলী শব্দ ও মিথিলার রীতি-সিদ্ধ প্রয়োগ (Idiom) অনেক বেশী দেখা যায়। বাঙ্গালার তৎ-কথিত ‘ব্রজবুলী’ পদাবলী কোনও প্রদেশের কোনও সময়ের প্রচলিত ভাষা নহে, ইহা বিদ্যাপতির মৈথিল রচনার অনুসরণে কিছু মৈথিলী, কিছু হিন্দী ও কিছু বাংলা শব্দের মিশ্রণে বাঙ্গালী পদ-কর্তাদিগের দ্বারা সৃষ্ট কেতাবী ভাষা। ইহাতে ‘তদ্ভব’ শব্দ অপেক্ষা ‘তৎসম’ সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য ও রচনার বঙ্গ-ভাষা-মূলত সংস্কৃতপ্রবণতাই অধিক লক্ষিত হয়; মৈথিল রীতি-সিদ্ধ প্রয়োগ ইহাতে নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। এই তৎ-কথিত ব্রজবুলীতে যদিও ব্যাকরণ ও ছন্দ বিষয়ে প্রায় সর্বত্র বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষাই অনুসৃত হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালী পদ-কর্তাদিগের মৈথিল ভাষায় অনভ্যাস ও অনভিজ্ঞতা হেতু ব্যাকরণ ও ছন্দের ব্যতিক্রম তাঁহাদিগের রচনার বিরল নহে। পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রেম-ধর্ম প্রচারের ফলে বাঙ্গাল দেশে বৈষ্ণব-ধর্মের একটা বিশেষত্ব বঙ্গমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রণিধান করিলে শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী বৈষ্ণব-ভাবের সহিত উহার বিশেষত্ব সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মধুর-ভাবে ভগবানের উপাসনা বা ব্রজ-গোপীর ভাবের মধ্য দিয়া, অন্ততঃ ব্রজ-গোপীর অনুগ্ধা বা সহচরীর ভাব লইয়া সাধনা করিতে হইবে—শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত মর্মজ্ঞ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎস্বরূপ গোস্বামী কর্তৃক এই রস-তত্ত্ব দার্শনিক-যুক্তি সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সেইরূপ ধারণা এ দেশে বোধ হয় কেহই করিতে পারেন নাই। সুতরাং চৈতন্য দেবের পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কিংবা তাঁহার প্রায় সমকালবর্তী ব্রজ ভূমির কবি হরদাস প্রভৃতির রচনার ভক্ত-মূলত বৈষ্ণবতার প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান থাকিলেও পরবর্তী পদ-কর্তাদিগের রচনায় সখী-মূলত সেবা-ধর্মের যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে—সেরূপ কোথাও দেখা যায় না। পরবর্তী বৈষ্ণব পদ-কর্তাদিগের পদাবলীর এই ভাষা-গত ও ভাব-গত বিশেষত্বের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সহিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের বর্ণনার ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলাইয়া বিচার করিলে, অনেক সন্দেহ বিষয়ের স্তবীয়াসা হইতে পারে; আমরা এখানে উহার দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইব।

“নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতিতে ‘শেখর’ ভণিতা যুক্ত নিম্নলিখিত পদটি সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথা—

“বাজর-কুচিহর রয়নি বিশালা ।
 তনু পর অভিসার কর ব্রজবালা ॥
 ঘর সঞে নিকসল জইসন চোর ।
 নিশবদ পদ গতি চলিছ খোর ॥
 উনমত চিত অতি আরতি বিখার ।
 গরু নতম নব বৌবন ভার ॥
 কমলিনি মাঝ খীনি উচ কুচ জোর ।
 ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর ॥
 রঙ্গিনি সঙ্গিনি নব নব জোর ।
 নব অমুরাগিনি নব রসে ভোর ॥
 অজক অভরণ বাসর ভার ।
 নেপুর কিঙ্কিনি তেজল হার ॥
 লীলাকমল উপেখলি রামা ।
 মধুর গতি চলু ধরি সখি শামা ॥
 যতনহি নিঃসর নগর দুরতা ।
 শেখর অভরণ তেল বহতা ॥”

নগেন্দ্র বাবুর ভূমিকার ১১০ পৃষ্ঠায়ও এই পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ‘সঞে’ ‘জইসন’, ‘পদ’ ‘উনমত’, ‘খীনি’, ‘নেপুর’ ও ‘শামা’ শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে ‘সঞে’, ‘বৈসন’, ‘পথ’, ‘উনমতি’, ‘খিনী’, ‘নুপুর’ ও ‘শ্রামা’ পাঠ আছে। পাঠভেদের বিচার এ স্থলে নিম্নয়োজন। নগেন্দ্রবাবু এই পদের সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেন,—“এই রচনা বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কাহারও মনে হয় না।” এই উক্তি কত দূর সত্য, তাহা স্থির করার জন্য আমাদের উল্লিখিত সূত্রগুলির প্রয়োগ করা যাউক। প্রথমেই তাহা বিচার্য। পদটির ভাষায় যে বিদ্যাপতির পদের সহিত সৌন্দর্য্য আছে, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু বিশেষভাবে প্রাধান্য করিলে বুঝা যাইবে যে, ‘রয়নি বিশালা’ বাক্যের ‘বিশালা’ বিশেষণ-প্রয়োগে সংস্কৃত-প্রবণতা, বিশেষতঃ অধিকরণ-কারকের অর্থে পদকল্পতরুর ‘তা পর’ বা নগেন্দ্র বাবুর সংশোধিত ‘তনু পর’ শব্দের মৈথিল-রীতি-বিকল্পতা এবং ছন্দের অমুরোধে ‘আরতি’, ‘নিতম ও ‘মাঝ’ শব্দগুলির গুরু-বর্ণসমূহের লঘু-বাবহার পদ-কর্তার মৈথিল-রচনায় অপরিপক্বতাই প্রকাশ করিতেছে। ইহাতেও যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে “শেখর অভরণ তেল বহতা”—এই শেখর চরণটি দেখিলে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। পদ-কর্তা শেখর এখানে অভিসারিকা শ্রীরাধার সহচরী হইয়া, তাঁহার পরিত্যক্ত অভরণগুলি বহন করিয়া সঙ্গে বাইতেছেন; এই সখী-মূলত সেবা-কার্যের নিদর্শন চৈতন্য প্রভুর পরবর্তী পদ-কর্তাদিগের রচনা ব্যতীত তাঁহার পূর্ববর্তী রচনায় কোথাও দেখা যায় না। ইহার সহিত, এই পদটি রায় শেখরের স্ব-রচিত দণ্ডাঙ্কিত-পদাবলীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে,—এই পদটি বা ইহার ছায় দণ্ডাঙ্কিত অষ্টাষ্ট ব্রজ বুলীর পদগুলি মিথিলার কোনও পুথিতে পাওয়া যায় নাই,—এই ঐতিহাসিক প্রমাণ বোঝা করিলে, পদটি যে বাঙ্গালী পদকর্তা রায় শেখরের রচিত, বিদ্যাপতির নহে—এইরূপ অনুমানই অনিবার্য্য হয় না কি? (অপ্রকাশিত পদ-সমগ্রাবলীর ভূমিকা, দণ্ডা—১, পৃষ্ঠা)।

উল্লিখিত মূল-সূত্রগুলি ছাড়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রাক-চৈতন্য যুগের পদাবলীর আরও একটা অসাধারণ বিশেষণ আছে। বিদ্যাপতির ঐটি পদাবলীতে ও বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কুড়াপি দলিতা, বিশাখা,

ইত্যাদি শ্রীরাধার সখীদিগের, স্রবল, মধুমঙ্গল ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সখীগণের ও জটিল-কুটিলার প্রসঙ্গ বা উল্লেখ দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জটিল সর্বত্রই ‘জরতী’ বা ‘বৃটী’ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। রায় শেখরের দণ্ডাত্মিকা-পদাবলীর বর্ণিত সূর্য্য-পূজার ছলে ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীদিগের সহিত শ্রীরাধার দ্বিবা-ভাগে বৃন্দাবনে অভিসারও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, গুণরাজ খানের “শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল” বা বিদ্যাপতির খাঁটি পদাবলীতে পাওয়া যায় না। প্রাক্-চৈতন্য-যুগের “গোপাল-চরিত” ওয়ফে “প্রেমামৃত” নামক প্রাচীন সংস্কৃত ব্রজ-লীলার কাব্যেও এ সকল দেখা যায় না; শ্রীকৃষ্ণ গোস্থামীর “শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা”, “উজ্জল-নীল-মণি” ও শ্রীজীব গোস্থামীর “শ্রীগোপাল-চম্পু” গ্রন্থই সর্বপ্রথমে এই সকলের উল্লেখ পাওয়া যায়; অতএব যে সকল পদে উহার কোনটার উল্লেখ আছে, উহা যে, বিদ্যাপতি বা বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা নহে, এরূপ অস্বাভাবিক করা যাইতে পারে। কবিশেখর ও শেখর ভণিতা-যুক্ত পদকল্পতরুর যে সকল পদ পূর্বোক্ত স্থল-স্থলগুলির সাহায্যে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিয়া বিদ্যাপতির রচিত নহে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি, নগেন্দ্রবাবু এরূপ উনত্রিশটা পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থান দিয়াছেন। আমরা নিম্নে ঐ পদগুলির একটা তালিকা প্রদান করিলাম। যথা,—পদকল্পতরুর ২৪০। ৩২৭। ৫০৩। ৬৮। ৭৩১। ৯০৪। ৯৪২। ৯৮৪। ৯৮৫। ১০২৭। ১০৫৮। ১৩১০। ২৫১১। ২৫১৫। ২৫২১। ২৫২৩। ২৫২৪। ২৫৫৫। ২৫৯৭। ২৫৯৮। ২৬০৪। ২৬৮২। ২৭০৫। ২৭০৬। ২৭০৮। ২৭২২। ২৭৫১। ২৭৫৪। ২৭৫৬ অর্থাৎ নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতির যথাক্রমে ৫৩৩। ৩০২। ৪০৪। ৫৪৫। ৫৫৪। ১২৮। ৪৩৬। ২২০। ২২২। ২৫২। ৫৪৬। ৩১৬। ৫২৭। ১২৩। ১৮৯। ৫৫৫। ৫৫২। ২৬। ২৭১। ২৫৫। ৫২৭। ২৭৬। ২৪৯। ২৫৩। ২৩৬। ১৭৮। ২৬৩। ২৬৫। ২৬৪ সংখ্যক পদ। ইহার প্রত্যেকটা পদ ধরিয়া বিচার করিয়া দেখাইবার স্থান এখানে নাই। আমরা স্থানান্তরে সেইরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি*। এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে, বিজ্ঞ পাঠক অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে উক্ত পদগুলিতে উল্লিখিত আপত্তিগুলির স্থল দেখিতে পাইবেন।

নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতির পদ-সংগ্রহের জন্ত এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি কেবল ‘শেখর’ ও ‘কবি-শেখর’ ভণিতার পদ সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই;—তিনি অগ্রনিধানে অথবা জবরদস্তী করিয়া ‘রায় শেখর’ ও ‘কবিশেখর রায়’ ভণিতার কয়েকটা পদও বিদ্যাপতির পদাবলী-ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, কবিশেখর বা উহার সংক্ষেপ শেখর নাম বা পদবীর সহিত যদি “রায়” উপাধিটা সংযোজিত থাকে, তাহা হইলেও উহাকে বিদ্যাপতিরই উপাধি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, এরূপ কথা নগেন্দ্র বাবুও কৃত্রাপি বলেন নাই; এরূপ অবস্থায় তিনি যে কয়েকটা পদের স্পষ্ট ‘রায়’ উপাধিটা পর্য্যন্ত অগ্রাহ করিয়াছেন, উহাকে অগ্রনিধান বা জবরদস্তী ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? আমরা নিম্নে ঐ পদগুলির ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(ক) “কহ কবিশেখর রায়।

ধরম সরম লাগি ও রস নিভায়।”

(নগেন্দ্র বাবুর ৫২৭ সংখ্যক)।

(খ) “কবিশেখর বচনে অভিসর

কিয়ে সে বিধি বিধার।”

(ঐ, ২২০ সংখ্যক)।

* শাইতাপল্ল শোঃ (শ্রীহট) হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ দ্বারা সম্পাদিত “শ্রীশ্রীসোপার পৌরাণ” নামক মাসিক বৈষ্ণব-পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের “বিদ্যাপতি-বিচার” শীর্ষক প্রবন্ধাবলী জটিল। সং

এই ভণিতার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পদ-কল্পতরুর সকল মুদ্রিত ও প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতেই ‘কবিশেখর’ স্থলে ‘রায় শেখর’ পাঠ আছে। এই পদের প্রত্যেক অঙ্ক-কলিতে ৩+৪, ৩+৪, ৩+৪+৩=২৪ বাজা পাওয়া যায়। সুতরাং ‘রায়’ স্থলে ‘কবি’ পাঠ ধরিলে ছন্দঃপতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। নগেন্দ্র বাবুর মত একজন প্রবীণ সম্পাদক এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন নাই কিংবা করিয়াও উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহার কারণ কি মনে করা যাইবে? রায় শেখরের অভিসার-বর্ণনার এই পদটী নগেন্দ্র বাবুর প্রশংসিত “কাকর কচি-হর রয়নি বিশালা” ইত্যাদি পদ হইতেও উৎকৃষ্ট; ইহা বিদ্যাপতির বর্ণনাত্মক যে কোনও উৎকৃষ্ট পদের সমকক্ষ। এক নিঃসন্দেহ পদ হইতেই বাঙ্গালী কবিশেখর অর্থাৎ রায় শেখরের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই পদ মৈথিল বা নেপালী পুথিতে নাই। পদকল্পতরুতে ও রায় শেখরের দণ্ডাঙ্কিত-পদাবলীতে আছে; পদটির রচনা বাংলার ব্রজবুলীর অল্পরূপ সংস্কৃত-বহুল। এবং ইহার ভণিতায় নগেন্দ্র বাবুর দ্বারা ‘কবিশেখর’ স্থলে বাঙ্গালী সকল গ্রন্থ ও পুথিগুলিতে একমাত্র শুদ্ধ পাঠ “রায় শেখর”—বকলগুলি অবহাই পদটী বাঙ্গালী রায় শেখরের রচিত বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। তুলনার জন্ত আমরা সম্পূর্ণ পদটী পদকল্পতরু হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

“গগনে অব ঘন	মেঘ দাক্ষ
সঘনে দামিনি ঝলকই।	
কুলিশ-পাতন	শব্দ ঝন ঝন
পবন ধরতর বলগই ॥	
সজনি আজু ছরদিন ভেল।	
হমারি কাস্ত নি-	তাস্ত অগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল ॥ ৫ ॥	
ওরল জলধর	বরিতে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।	
শ্রাম নাগর	একলি কৈছনে
পহু হেরই মোর ॥	
সঙরি মঝু তম্বু	অবশ ভেল জম্বু
অধির থর থর কাঁপ।	
এ মঝু গুরুজন-	নয়ন দাক্ষ
ঘোর তিমিরহি কাঁপ ॥	
ভুরিতে চল অব	কিরে বিচারহ
জিবন মঝু অগুসার।	
রায় শেখর	বচনে অভিসর
কিরে সে বিধিন বিধার ॥”	

(গ) পদকল্পতরুর ২৫২২ সংখ্যক একাবলী-ছন্দের ব্রজবুলীর—

“এ ধনি ঐছন কহবি মোর।
আজু যে কৈছন দেখিয়ে তোয় ॥

নয়ন বয়ন আনহি ভাঁতি ।

কহিতে কাহিনি ভুলসি পাঁতি ॥”

ইত্যাদি পদের ভণিতায় আছে,—

“কহয়ে শেখর কি কর লাজে ।

কহ না কাহিনি সখির মাঝে ॥”

নগেন্দ্র বাবু এই পদের ছন্দ যে অক্ষর-বৃত্ত এগার-অক্ষরী একাবলী ছন্দ, উহা বুঝিতে না পারিয়া, উহাকে মাত্রা-বৃত্ত “চৌপাঙ্গি” ছন্দে পরিণত করার ব্যর্থ চেষ্টায় পদটাকে বিকৃত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; উহার ভণিতায়ও পরিবর্তন করিয়া ছন্দটাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; যথা—

“কহ কবিশেখর কি কর লাজে ।

কহ ন কাহিনি সখিনি সমাজে ॥”

বলা বাহুল্য যে, এরূপ কল্পিত পাঠে মাত্রা-বৃত্ত “চৌপাঙ্গি” কিংবা অক্ষর-বৃত্ত একাবলী, কোন ছন্দই রক্ষিত হয় নাই। ‘কি কর’ স্থলে ‘কি করসি’ পাঠ কল্পনা করিলে ভণিতার প্রথম চরণকে চৌপাঙ্গি-ছন্দে পরিণত করা যাইতে পারিত; কিন্তু “কহ ন কাহিনি” বাক্যের কোন সঙ্গত পাঠেই ছন্দ রক্ষা করা যায় না। নগেন্দ্র বাবুর গৃহীত “নয়ন বয়ন আনহি ভাঁতি” ইত্যাদি অনেক চরণেই তাঁহার কল্পিত চৌপাঙ্গি-ছন্দ মিলে নাই; অথচ এরূপ ব্যর্থ পরিবর্তনে পদটার এগার-অক্ষরী একাবলী ছন্দটাও নষ্ট হইয়াছে। এরূপ স্বেচ্ছাকৃত ব্যর্থ ভণিতা-পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আমরা নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে আরও কয়েকটি পাইয়াছি; বাহুল্য-ভয়ে উহা এখানে প্রদর্শিত হইল না। আমাদের “বিদ্যাপতি-বিচার” শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে এ সকল বিষয়ের সুবিস্তৃত সোদাহরণ আলোচনা করা যাইতেছে; বিশেষ-জিজ্ঞাসু পাঠকদিগের দৃষ্টি আমরা তৎপ্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

আমরা ‘কবিশেখর’ (বিদ্যাপতি) নামে যে তিনটি পদ চিহ্নিত করিয়াছি, উহার কোনটাই রায় শেখরের দণ্ডাঙ্কিত-পদাবলীতে নাই। ইহা ব্যতীত ৬১০ সংখ্যক পদের ভণিতায় “কবিশেখর” পাঠের স্থলে পদ-রত্নাকর পুথিতে “বিদ্যাপতি” পাঠ এবং ১৯৩৮ সংখ্যক পদের ভণিতায়—

“কহ কবিশেখর অনুভবি জানলু

বড়কা বড়ই পিরীত ॥”

স্থলে পদ-রস-সার পুথিতে পাঠ আছে,—

“বিদ্যাপতি ভণে ভাব না জানিয়ে

সোই বড়ই বিপরীত ॥”

এই পদ তিনটি “কবিশেখর” বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই আমরা অমুমান করি। ইহা ছাড়াও “কবিশেখর” ভণিতা-যুক্ত পদকল্পতরুর ১৬০১২৫৯৫২৩১৬৬১০৬১০ সংখ্যক পদগুলি রায় শেখরের দণ্ডাঙ্কিত-পদাবলীতে পাওয়া যায় নাই। ঐ পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত হইলেও হইতে পারে, সুতরাং নগেন্দ্রবাবু সেগুলি বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন বলিয়া কোনও আপত্তি করি নাই। পদগুলি কিন্তু সন্নিধ; আমরা রায় শেখরের উৎকৃষ্ট ব্রজ-বুলী রচনার ও কবিশেখর যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে পরবর্তী গবেষণার ফলে এই পদগুলি তাঁহার রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইলেও বিস্মিত হইব না।

পদ-কর্তা কান্হু দাস ও কান্হুরাম দাস এক ব্যক্তি কিংবা বিভিন্ন ব্যক্তি—নিশ্চিত বলা যায় না। স্বর্গীর জগদ্ধব বাবু তাঁহার গৌরপদভরণীয়া উপক্রমণিকায় ৫৫ পৃষ্ঠায় তিন জন কান্হু দাসের পরিচয় দিয়াছেন, যথা—(১) নিত্যানন্দ প্রভুর শাখা-ভুক্ত সদাশিব

কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের পুত্র কান্ধ ঠাকুর। (২) নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জ্ঞানবা ঠাকুরাণীর অমুগত ও শ্রীধণ্ডাবানী রঘুনন্দন গোস্বামীর পুত্র কান্ধ পণ্ডিত এবং (৩) রসিকমঙ্গল গ্রন্থের বর্ণিত শ্রামানন্দ পুরীর শ্রমিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য কান্ধদাস। ইনি নাকি একজন নীলাচল-বাসী কবি ছিলেন। দীনেশ বাবু বলেন, “ইহঁদের গুরু দামোদর পণ্ডিত,” জগদ্বন্ধু বাবু মন্তব্য লিখিয়াছেন,—“যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, শেষ জনই পদকর্তা ছিলেন।” হৃৎথের বিষয়, তিনি তাঁহার এই উক্তির পোষকতার কোনও প্রমাণ দেন নাই। বোধ হয়, তিনি শুধু কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই একরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা ত্রিচৈতন্ত্যচরিতামৃত গ্রন্থে ছই জন প্রসিদ্ধ কান্ধদাসের উল্লেখ পাই। যথা,—

“শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।

শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়।

আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।

নিরন্তর বালালীলা করে কৃষ্ণ * মনে।

তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকান্ধ ঠাকুর।

যার দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত-পুর।” (আদি—১১শ)

দ্বিতীয় কান্ধদাসের উল্লেখ চৈতন্ত্যচরিতামৃতের ১২শ পরিচ্ছেদে অষ্টম প্রভুর শাখা-গণনার দশা যায়, যথা—“অনন্ত দাস কান্ধ পণ্ডিত দাস নারায়ণ।” জগদ্বন্ধু বাবু কি প্রমাণ অনুসারে এই ছই কান্ধকে পরিচয় করিয়া রসিকানন্দের শিষ্য কান্ধদাসকেই পদ-কর্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। পদকল্পতরুতে কিংবা গৌরপদ-তরঙ্গিনীতে কান্ধদাসের যে পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার কয়েকটি পদে বিশেষ-ভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা ও তাঁহার চরিত্র-বর্ণনা দেখিয়া পদ-কর্তা যে নিত্যানন্দ-ভক্ত ছিলেন, তাহা বোঝা যায়। পক্ষান্তরে তাঁহার কোন পদেই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রামানন্দ বা তাঁহার শিষ্য রসিকানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের এই আলোচ্য কান্ধদাস রসিকমঙ্গলের বর্ণিত কান্ধদাস না হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর শাখা-ভুক্ত সদাশিব কবিরাজের পৌত্র কান্ধঠাকুর হওয়াই অধিক সম্ভব মনে হয়। “রসিকমঙ্গল” পুথি আমরা দেখি নাই। ঐ পুথির বর্ণিত কান্ধদাসের পদ-রচনার উল্লেখ উহাতে আছে কি? থাকিলে, জগদ্বন্ধু বাবু সে প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই কেন? চৈতন্ত্য-চরিতামৃত একরূপ অমুল্লেক্ষের কারণ সুস্পষ্ট; কিন্তু রসিকমঙ্গলে অমুল্লেক্ষের কি কারণ আছে? কান্ধরাম দাস খাটি বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলী—ছই রকম পদই রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ৩১১৩০৫ ইত্যাদি পদে প্রাঞ্জল বাঙ্গালা রচনার ও ৩০২। ৬৬০ প্রভৃতি পদে সুন্দর ব্রজ-বুলী রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। পদগুলি একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়িলেই বুঝা যায় যে, কান্ধদাস ও কান্ধরাম দাস একই ব্যক্তি; বিভিন্ন পদ-কর্তা নহেন। কান্ধরাম দাসের যদিও ১২টি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু উহাই তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনা ও কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার ৩৩৫ সংখ্যক—

“রসের হাটেতে আইলাম সাজাইয়া পসার।

গাহক না আয়ল ঘোবন ভেল তার।”

ইত্যাদি পদটি বিখ্যাত। পদ-রচনার পুথিতে এই প্রাচীন সুন্দর পদটির একটা আধুনিক ও অসুন্দর রূপান্তর

গোবিন্দদাসের ভণিতা-যুক্ত হইয়া উদ্ধৃত হইরাছে ; আমরা ৩০৫ সংখ্যক পদের পাঠান্তরে উহা প্রদর্শিত করিয়াছি। এইরূপ কৃত্রিম রূপান্তর দ্বারা কাহ্নরামের মূল পদটার প্রসিদ্ধি ও প্রাচীনতাই অহুনিত হইয়া থাকে। কাহ্নরামের উৎকৃষ্টতা-বর্ণনার—

“পবনক পরশর্হি বিচলিত পল্লব
শব্দর্হি সজল নয়ান।
সচকিতে সঘনে নয়নে ধনি নিরখয়ে
জানল জায়ল কান।”

ইত্যাদি ৩০২ সংখ্যক পদে জয়দেবের—

“পততি পতন্ত্রে বিচলিত-পত্রে শঙ্কিততবহুপবানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্চাতি তব পছানম্।”

ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কবিতার একটু ছায়াপাত হইয়া থাকিলেও পদটার রচনা সুললিত ও কবিত্বপূর্ণ। পদ-রস-সার পুথিতে এই পদেরও একটা বিশেষ সাধুশা-যুক্ত রূপান্তর গোবিন্দদাসের নামে উদ্ধৃত হইরাছে। ৩০২ সংখ্যক পদের পাঠান্তরে আমরা উহা প্রদর্শিত করিয়াছি। মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ কাহ্নরামের পরবর্তী পদ-কর্তা হইলেও তিনি যে কাহ্নরামের পদের একরূপ অযোগ্য অপহরণ করিবেন, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং পদ-রস-সার পুথির এই “গোবিন্দদাস” হয় ত কোনও কীৰ্ত্তন-গায়ক বা লিপি-কারের কল্পিত ব্যক্তি অথবা অপর কোনও নগণ্য গোবিন্দদাস হইবেন, ইহাই অসম্ভব হইতেছে।

পদকর্তা কৃষ্ণকান্তের রচিত ২২টি পদই পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ৩২ পল্লবে এক স্থানে সন্নিবেশিত হইরাছে। উহার মধ্যে শুধু শ্রীগৌরাজ-বিষয়ক “কনক-ধরাধর-মদ-হর দেহ”

কৃষ্ণকান্ত

ইত্যাদি ২৮৭৬ সংখ্যক পদটা গৌর-পদ-তরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত হইরাছে। জগদ্বন্ধু বাবু

পদকর্তা উদ্ধবদাসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি অষ্টকুলসমুত ও টেঞা বৈদ্যপুরুষ-নিবাসী ছিলেন এবং পদকল্পতরুর রচয়িতা বৈষ্ণব দাসের সহিত ইহার বন্ধুতা ছিল। অত্ৰ কোনও পদকর্তা কৃষ্ণকান্তের বৃত্তান্ত জানা যায় নাই। সুতরাং আমরা এই কৃষ্ণকান্তকে উদ্ধবদাস হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বিবেচনা করি। ইনি সুললিত ব্রজ-বলীর পদ-রচনার বেশ পটু ছিলেন ; ইহার অধিকাংশ পদই ব্রজ-বলী-মিশ্রিত। বহিঃপ্রকৃতির মনোহারিত্ব ইহার রচনায় বেশ ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে ইহার—
“সহজই ভূধর পরম মনোহর” ইত্যাদি ২৮৯১ সংখ্যক পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার রচিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের গিরিগোবর্দ্ধন-ভটে নিত্য-রান-লীলার বর্ণনাম্বক ২৮৮৩—২৯০৩ সংখ্যক পদগুলিতে তাবের বিশেষ গভীরতা না থাকিলেও উহা বর্ণন-নৈপুণ্যে বেশ উপভোগ্য।

পদকল্পতরুর ‘কৃষ্ণদাস’ ভণিতার পদাবলীর মধ্যে যে পাঁচটি পদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্ত-

চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইরাছে, আমরা সেগুলি তাঁহার নামেই পদ-কর্তৃ-কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীতে প্রদর্শিত করিয়াছি। এগুলি স্বতন্ত্র পদ নহে ; শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের উদ্ধৃত

কোন কোন সংস্কৃত শ্লোকের তিনি যে রস-বিলেপনপূর্ণ স্বাধীন বিস্তৃত মর্যাদাবাদ করিয়া স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, বেশীর ভাগ উহাই রাগ-রাগিনী-সংযুক্ত পদরূপে পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইরাছে। কচিং চরিতামৃতের পয়ারও সুর-সংযোগে এই পদাবলীর অন্তর্গত করা হইরাছে ; যথা—“আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।” ইত্যাদি ১৫৫৫ সংখ্যক পদ অষ্টম। বাকি ‘কৃষ্ণদাস’-ভণিতার পদগুলির রচয়িতা কে বা কোন কোন ব্যক্তি,

তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। আমরা আমাদের “প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” প্রবন্ধে + ‘কৃষ্ণদাস’ প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“কৃষ্ণভক্তদিগের নিকট কৃষ্ণদাস নামটি বড়ই প্রিয়; তাই চৈতন্তচরিতামৃত, চৈতন্তভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেকগুলি কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা,—

১ম। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে মহাপ্রভুর সহচর কুলীন ব্রাহ্মণ “কৃষ্ণদাস”।

“কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।

যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন।”—(চৈ-চ, আদি, ১০ম পং)।

ইনি অতি সরল-স্বভাব ছিলেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে ভট্টমারীগণ ইহাকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায় (চৈ-চ, মধ্য, ৯ম)। ভট্টমারীগণের নিকট হইতে ইহাকে উদ্ধার করিয়া নানাদেশ পর্যটনান্তে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহাকে যথা ইচ্ছা যাইবার আদেশ করেন। কিন্তু যখন কৃষ্ণদাস প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তখন অগত্যা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ জগদানন্দ প্রভৃতির অনুরোধে ইহার দ্বারা গোড়ের অর্ধেক আচার্য্যাদির নিকট সংবাদ দিয়া পাঠান (চৈ-চ, মধ্য, ১০ম)। ইহার পরে এই কৃষ্ণদাসের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ স্বদেশে গৌরান্দ-ভক্তিতে ইহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকিবে।

“২য়। নিত্যানন্দের শ্বশুর সূর্য্যদাস সরথেলের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস।

“সূর্য্যদাস সরথেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।

নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস।”—(চৈ-চ, আদি, ১১ম)।

ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না।

“৩য়। অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস।

“অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম।”—(চৈ-চ, আদি, ১০ম)।

“অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।”—(চৈ-ভা, শেষ, ৭ম)।

“৪র্থ। কৃষ্ণদাস (বৈদ্য)।

“কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।”—(চৈ-চ, আদি, ১০ম)।

“৫ম। রাঢ়দেশবাসী কালিয়া কৃষ্ণদাস।

“রাঢ় দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস বিজবর।

শ্রীনিত্যানন্দের তিরোঁ পরম কিঙ্কর।

কালী কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।

নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা কিছু নাহি জান।”—(চৈ-চ, আদি, ১১ম)

“রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিজ কৃষ্ণদাস।

নিত্যানন্দ-পারিষদ যাহার বিলাস।

প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণ নাম ত্রিভুবনে।

গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্বরণে।”—(চৈ-ভা, শেষ, ৫ম)।

মহাপ্রভুর আজ্ঞার নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের ভক্তি প্রচারার্থ গোড়দেশে গমন-প্রসঙ্গে চৈতন্তভাগবতে যে কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের কথা লেখা আছে, বোধ হয়, সেই কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ও কালিয়া কৃষ্ণদাস অভিন্ন ব্যক্তি।

এই কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের ভক্তগণমধ্যে অতি প্রধান ছিলেন, সময়ে সময়ে ইহঁার ব্রজ-গোপালের ভাবাবেশ হইত,—

“কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস ছই জন ।

গোপাল-ভাবে হৈ হৈ করে অহঙ্কণ ॥”—(চৈ-তা, শেষ, ৫ম) ।

“৬ষ্ঠ । নারায়ণ, মনোহর ও দেবানন্দের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস । এই নারায়ণ সম্বন্ধেই সম্ভবতঃ বলা হইয়াছে,—

“নারায়ণ পণ্ডিত শাখা এ বড় উদার ॥”—(চৈ-চ, আদি, ১০ম) ।

এই কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না ; নিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদগণের নাম প্রসঙ্গে এই চারি ভ্রাতার উল্লেখ পাওয়া যায় । চৈতন্যভাগবতেও একত্র কৃষ্ণদাস ও দেবানন্দের উল্লেখ আছে,—

“কৃষ্ণদাস দেবানন্দ ছই শুদ্ধমতি ॥”—(চৈ-তা, শেষ, ৫ম) ।

“৭ম । বড়গাছীনিবাসী কৃষ্ণদাস ।

“বড়গাছীনিবাসী স্নকৃতী কৃষ্ণদাস ।

বঁহার প্রামেতে নিত্যানন্দের বিলাস ॥”—ঐ ।

“৮ম । কৃষ্ণদাস—অষ্টমত আচার্যের শাখাভূক্ত ছিলেন । চৈ-চ, আদি, ১২শ ।

“৯ম । উড়িষ্যাদেশীয় জগন্নাথ দেবের সুবর্ণ-বেত্রবাহক কৃষ্ণদাস ।

“কৃষ্ণদাস নাম এই সুবর্ণ-বেত্রধারী ॥”—(চৈ-চ, মধ্য, ১১শ) ।

“১০ম । দ্বিতী ওরফে শ্যামানন্দ ওরফে কৃষ্ণদাস । ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্তীর রচিত ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে এই কৃষ্ণদাসের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে । এই কৃষ্ণদাস দণ্ডেশ্বর গ্রামবাসী এক সদগোপের পুত্র । বাল্যকালে সকলে ইহঁাকে দ্বিতী বলিয়া ডাকিত । ইহঁার দীক্ষা-গুরুর নাম হৃদয়চৈতন্ত । বৃন্দাবন বাসকালে দ্বিতী কৃষ্ণদাস শ্যামানন্দ নামে পরিচিত হন । ইহঁার শেষজীবন উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে অতিবাহিত হয় । ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন ।

“১১শ । চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থের প্রণেতা সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস কবিরাজ । ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার খামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে ইহঁার জন্ম হয় । কৃষ্ণদাস দারপরিগ্রহ করেন নাই ।

নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ইনি বৃন্দাবনে প্রস্থান করেন এবং তথায় রূপসনাতন, লোকনাথ, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট—এই সুপ্রসিদ্ধ বট্ গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য-প্রাপ্তি লাভ করেন । ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা-বিষয়ক “গোবিন্দ-লীলামৃত” নামক সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ ও বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর-কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা রচনা করিয়া ৭৬ বৎসর বয়সে “চৈতন্তচরিতামৃত” রচনায় প্রবৃত্ত হন । এই গ্রন্থ রচনা বিষয়ে মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা, রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রুত ও তাঁহার সাক্ষাৎদৃষ্ট মহাপ্রভুর বিবরণ এবং বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্তভাগবত” ই তাঁহার মূল অবলম্বন ছিল । এতদ্বিধ মহাপ্রভুর ভক্ত শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণ-পুত্রের রচিত “চৈতন্তচন্দ্রোদয়” নামক সংস্কৃত নাটক ও রূপ গোস্বামীর কড়চা হইতেও তিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । চৈতন্তচরিতামৃতের রচনা নয় বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছিল ।

“উপরে যে ১১ জন কৃষ্ণদাসের নাম লিখিত হইল, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগেরই প্রায় সমসাময়িক আরও ২৪ জন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাসের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় । তাঁহারা সকলেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক ।*

* অধুনা আমরা আর একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কৃষ্ণদাসের পরিচয় জানিতে পারিয়াছি । ইনি শ্রীমহাপ্রভুর প্রায় সম-সাময়িক ব্যক্তি এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভায়াপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত “শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল” নামক বাঙ্গালা কাব্যের চরিত্রিতা কাব্য-কুল-জাত কৃষ্ণদাস । ৬

কৃষ্ণদাস বাবাজীর রচিত “ভক্তমালা” গ্রন্থে ইহাঁদিগের ২১ জনের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত ব্রজভাচারী সম্প্রদায়ের আদিগুরু মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্রজভাচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস পরমাহারীই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইনি ব্রজভাষার কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কৃষ্ণলীলাস্বক পদ রচনা বিষয়ে তিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিতীর কবি হরদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আগর দাস ইহার অল্পতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। আগর দাসের শিষ্য নাভাজী ব্রজ-ভাষার দোহা-ছন্দে তিন্দী “ভক্ত-মালা” গ্রন্থ রচনা করেন। এই কৃষ্ণদাস বা ওলামখারী অপর মহাপ্রাণ যে বাজালা ভাষার অথবা তথাকথিত ব্রজবুলী ভাষার পদ রচনা করিয়াছেন, ইহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং ইহাঁদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা প্রাধান্যতঃ ১১ জন + কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাই। এক্ষণ অবস্থায় “কৃষ্ণদাস” ভণিতায়ুক্ত এই পদগুলি যে কোনটি কাহার রচিত, তাহার মীমাংসা করা একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

“ভণিতায় কেবল “কৃষ্ণদাস” নাম পাওয়া গেলেও আমরা এই পদাবলীর মধ্যে ৫টি পদ কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চিহ্নিত করিয়াছি। এইরূপ করার কারণ এই যে, এই পদগুলি “চৈতন্তচরিতামৃত” গ্রন্থে অবিকল দৃষ্ট হয়। রচনা বা বিষয় দৃষ্টে এই পদগুলি যে উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, এক্ষণ সন্দেহ হইতে পারে না। এমন কি, দুই তিনটি পদের পূর্বে পদকল্পতরু গ্রন্থে “তথাহি চৈতন্তচরিতামৃতে” এইরূপ পদ-কর্তার নির্দেশ আছে। অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটির ভণিতায় “কৃষ্ণদাস” নামের পূর্বে ‘হুখী’ এই বিশেষণটি সংযুক্ত দেখা যায় (১১১৬, ১১১৭ ও ২০১৮ সংখ্যক পদ), এইরূপ বিশেষণ দর্শনেই কেহ কেহ এই পদগুলিকে নিঃসন্দেহে “হুখী কৃষ্ণদাস” ওরফে শ্রামানন্দের রচিত বলিয়া স্থির করিতে চাহেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা সম্ভব বোধ হয় না। প্রথমতঃ বৈষ্ণব কবিগণ ভণিতায় নিজ নিজ নামের পূর্বে যে অনেক স্থলেই দীনতাব্যঞ্জক অনেক বিশেষণ সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতে পারে। কৃষ্ণদাসের ভণিতায়ুক্ত পদেও অনেক স্থলে “দীন” (১০৮৫, ১৪৬৪ ও ২০৫৮ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) ও কোন কোন স্থলে “দীনহীন” (২৫৫২ ও ২০৬০ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় বোধ হয়, “হুখী” শব্দটিও ঐরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। নতুবা কষ্ট-কল্পনার ‘দীন’ ও ‘দীনহীন’ শব্দের ‘হুখী’ অর্থ ধরিয়া ঐ পদগুলি সমস্তই ‘হুখী’ কৃষ্ণদাসেরই রচিত বলিয়া স্থির করা যায় না কি ? পূর্বেই বলিয়াছি যে, দীক্ষান্তে ‘হুখী’ কৃষ্ণদাস “শ্রামানন্দ” নামে বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রামানন্দের ভণিতায়ুক্ত কয়েকটি পদও পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা একাধিক শ্রামানন্দের বিষয় অবগত নহি। এক ব্যক্তির দুই নামে পদ রচনা করাও সম্ভব বোধ হয় না।

“আমাদিগের বর্ণিত কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে এক উড়িয়া কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট সকলেরই পদ রচনার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এক্ষণ অবস্থায় বিশেষ প্রমাণের অভাবে আমরা কাহারও সম্বন্ধে পক্ষপাত করিতে প্রস্তুত নহি। এই পদগুলির অধিকাংশই গৌরাজ ও নিত্যানন্দের বর্ণনা এবং গৌরাজ ও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। তন্মধ্যে ১৫৭৬ সংখ্যক পদে অধিকানগরবাসী গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দের অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে। তদ্রূপ ২০৫৮—২০৬০ সংখ্যক পদে উক্ত গৌরীদাসের স্বপ্ন ও তাঁহার গৃহে শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দের অধিষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য নহে। এই সকল পদের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইলে তাহা অন্ততঃ পূজ্য-রূপেও তাঁহার গ্রন্থে স্থান না পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। পরিশেষে সত্যের অনুরোধে ইহাও বক্তব্য যে, অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটির রচনা-প্রণালীর

সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদাবলীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ২৩৪০ সংখ্যক পদটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিঃসন্দেহ পদগুলির সহিত তুলনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে।

“কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক। গৌরান্দ-ভক্ত বৈষ্ণব-জগতে ভক্তি-শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের জ্ঞাত যে সকল মহাত্মা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাদের মধ্যে একজন। এ বিষয়ে তাঁহাকে রূপ, সনাতন, জীব গোস্থামী ও রামানন্দ রায়ের সমকক্ষ বলিলেও বোধ হয় অত্যাুক্তি হইবে না। তাঁহার “চৈতন্তচরিতামৃত” বঙ্গীয় বৈষ্ণব-জগতে দ্বিতীয় ভাগবতরূপে পূজিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, উদারতা, অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা, সহৃদয়তা ও ভগবন্তের প্রশংসা করিয়া শেব করা যায় না; এই সকল গুণে তাঁহার চৈতন্ত-চরিতামৃত চৈতন্তভাগবতাদির পরবর্তী হইলেও মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম ও তাঁহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন ও ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়াছে। কবিরাজ গোস্থামীর পদাবলীই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্য যেরূপ প্রশংসারযোগ্য, কবিত্ব সেইরূপ নহে। পদাবলীর কবিত্ব উপলক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিতেছি—নতুবা ঘটনাবলীর বর্ণনায় তিনি যে অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহার তুলনাস্থল অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার বর্ণিত মহাপ্রভুর অমৃত্যমান চরিত্রের আশ্রয়নে অতি পাষাণের হৃদয়ও বিগলিত না হইয়া পারে না। গোস্থামীর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী ও পদাবলী কালে বিলুপ্ত হইতে পারে—কিন্তু তাঁহার “চৈতন্তচরিতামৃত” তাঁহাকে চিরকালের জ্ঞাত অমর করিয়া রাখিবে।”

পদকর্তা কৃষ্ণপ্রসাদের মাত্র দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুরের রচিত কৃষ্ণপ্রসাদ পদামৃত-সমুদ্রের সংস্কৃত টীকায় এক কৃষ্ণপ্রসাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃত-সমুদ্রের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,—

“বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্তদায়কম্।

গীতবেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্তো যৎকৃপাশয়া ॥

গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীলকৃষ্ণাখ্যং সর্বসিদ্ধিদম্।

প্রসাদপদসংযুক্তং বন্দেহং কল্পদারবম্।”

পুনশ্চ সংস্কৃত টীকায় লিখিয়াছেন,—“শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুবংশোদ্ভবতৎস্বরূপশ্রীমজ্জগদানন্দসংস্কৃত-শ্রীগুরোর্বন্দনং কৃদ্ভা শব্দপ্ৰবেশে তজ্জানকং শ্রীলকৃষ্ণপ্রসাদঠাকুরং বন্দতে। প্রসাদপদসংযুক্তমিত্যনেন শ্রীল-কৃষ্ণপ্রসাদঠাকুরো লভ্যতে।” ইত্যাদি।

সুতরাং জানা যাইতেছে যে, রাধামোহন ঠাকুরের গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশোদ্ভব যে জগদানন্দ ঠাকুর ছিলেন, তাঁহারই পিতার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর বটে। রাধামোহন ঠাকুর কৃষ্ণপ্রসাদের ভণিতা-যুক্ত ২৪৪ সংখ্যক “ভালই সময় ছিল যখন শিশুমতি।” ইত্যাদি পদটি তাঁহার পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার গুরু জগদানন্দ ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণপ্রসাদই এই পদের রচয়িতা হইবেন। রাধামোহন ঠাকুর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ও মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং এই কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে অসম্ভব হইবে না। বাঙ্গালার অনেক প্রসিদ্ধ শাস্ত্র ও বৈষ্ণব গুরুবংশে নিজ বংশীয় কোনও মহাত্মার নিকট হইতেই নীক্ষা-গ্রহণ করায় কৌলিক রীতি দেখা যায়। শ্রীনিবাস আচার্য্য ঐভূর বংশোদ্ভব রাধামোহন ঠাকুরও সে কল্পই ঐ বংশের জগদানন্দ ঠাকুরের নিকট নীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণপ্রসাদের এই দুইটি মাত্র পদ দেখিয়া, তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা সম্ভব হইবে না। তবে ঐ পদ হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের আদর্শে পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পদ দুইটির সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনা বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

পদকল্পতরুতে ‘গতিগোবিন্দ’ ভণিতার শুধু একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ পদের ভণিতার আছে,—

গতিগোবিন্দ

“মনের আনন্দে

ত্রিনিবাস-সুত

গতিগোবিন্দ-চিত ভোর রে।”

রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,—“ত্রিগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং কুবি সর্বতঃ।” পুনশ্চ উহার চাঁকায় লিখিয়াছেন,—“ত্রিমদাচার্য্যপ্রভোঃ পুত্রং ত্রিগোবিন্দগতিসংজ্ঞকং তৎপুত্রাংশ্চ ত্রিগোবিন্দ-গতিমিত্যাদিনা পুনর্বন্দতে।” গোবিন্দগতি ওরফে গতিগোবিন্দ তাঁহার পদে জগদ্বিখ্যাত পিতার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন; সুতরাং আলোচ্য পদের রচয়িতা ত্রিনিবাস আচার্য্যের পুত্র ও রাধামোহন ঠাকুর কর্তৃক প্রশংসিত গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দ হইবেন বলিয়াই বিবেচনা হয়। গতিগোবিন্দের অল্প একটি “রাই-তম্বু শোভার ভাণ্ডার” ইত্যাদি স্তম্ভের পদ আমাদেরিগের “অগ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিনিবাস আচার্য্য ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে খেতুরীর মহোৎসবে শুভাগমন করিয়াছিলেন; তখন তাঁহার প্রৌঢ় বয়স। সুতরাং তাঁহার পুত্র গতিগোবিন্দ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন—এরূপ অনুমান করিলে অসম্ভব হইবে না। পদামৃতসমুদ্রে ইহার কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। তবে তিনি শুধু “গোবিন্দ” ভণিতা দিয়া কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলে, উহা ‘গোবিন্দদাস’ ভণিতার পদাবলীর সহিত মিশিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু তিনি যে শুধু “গোবিন্দ” ভণিতা দিয়া কোনও পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

গতিগোবিন্দের রচিত ২০১৮ সংখ্যক পদটি নিত্যানন্দের বন্দনা-বিষয়ক। পদ-কর্তার উহাতে কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শনের বিশেষ অবসর মিলে নাই; কিন্তু তাঁহার পূর্বোক্ত “রাই-তম্বু শোভার ভাণ্ডার” ইত্যাদি অগ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ৪৩৯ সংখ্যক মাথুর সখী-সংবাদের পদটি পড়িলে মনে হয় যে, গতিগোবিন্দ কেবল পিতার পরিচয়ে প্রসিদ্ধ হন নাই; তাঁহার নিজেরও কিছু পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা ছিল। হৃৎপথের বিষয় যে, আমাদেরিগের এই হৃৎগায় দেশে অনেক সুপ্রসিদ্ধ পিতার পুত্রের সম্বন্ধেই কিন্তু এতটুকুও বলা চলে না।

‘গুপ্ত দাস’ ভণিতার একটি মাত্র পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ‘গুপ্ত দাস’ যেক, তাহা নিশ্চিত বলা কঠিন। আমরা পদকল্পতরুতে সুরারি গুপ্ত ভণিতার দুইটি পদ (৭৫১ ও ২১২১ সংখ্যক) পাইয়াছি। ঐ পদ-দ্বয়ের রচনার সহিত তুলনা করিলে আলোচ্য ‘গুপ্ত দাস’ ভণিতার পদটির রচয়িতাও সেই সুরারি গুপ্ত বলিয়াই অনুমান হয়। বৈষ্ণব ইতিহাস ও সাহিত্যে একজন সুরারি গুপ্তই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি শ্রীমহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ও পরমভক্ত ছিলেন। ইহার অনেক প্রসঙ্গই ত্রিচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইনি ১৪০৫ শকে “চৈতন্যচরিত” নামে সংস্কৃত একখানা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর আটাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে। সমসাময়িক ভক্তের রচিত এই গ্রন্থের বর্ণিত লীলা বিশেষ প্রামাণিক বিবেচনার বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্তী জীবন-চরিতকারেরা সুরারি গুপ্তের এই গ্রন্থখানা হইতে অনেক স্থলেই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের একখানা সংস্করণ কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা-প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুরারি গুপ্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

পদকল্পতরুতে ‘গোকুল দাস’ ভণিতার একটি পদ ও ‘গোকুলানন্দ’ ভণিতার একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।
 গোকুল দাস এই ‘গোকুল দাস’ ও ‘গোকুলানন্দ’ একজন কিংবা বিভিন্ন পদকর্তা,
 গোকুলানন্দ নিশ্চিত বলা কঠিন। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের আসল নাম ছিল
 গোকুলানন্দ সেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য ও তাঁহার নিবাস মুরশিদাবাদের অন্তর্গত টেঞা বৈদ্যপুর।
 বৈদ্যজাতীয় প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা ‘উদ্ধব দাস’ ওরফে কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের সহিত তাঁহার বিশেষ
 বন্ধুতা ছিল। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় ‘রাধামোহন’ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—রাধামোহন ঠাকুরের
 সঙ্গে কয়েকটা পণ্ডিতের স্বকীয় ও পরকীয়র শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ১১২৫ সালে অর্থাৎ ১৬৫০ শকে এক বিচার
 হয়। ঐ বিচার-সভায় গোকুলানন্দ ও তাঁহার স্বজাতি-বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার (উদ্ধব দাস) উপস্থিত ছিলেন।
 স্মৃতরাং সাহস সহকারে বলা যাইতে পারে, ইঁহারা উভয়েই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন।
 ১৬৫০ শক ইংরেজী ১৭২৮ সালের সমান বটে। স্মৃতরাং বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস নব-যুবক অবস্থায় ১৭২৮
 সালের বিচার-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন স্বীকার করিলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তাঁহাদিগের জন্ম
 অনুমান করিতে হইবে। জগদ্বন্ধু বাবু ভুলে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিবর্তে সপ্তদশ শতাব্দী লিখিয়াছেন কিংবা
 উহা ছাপার ভুলও হইতে পারে। বৈষ্ণবদাস যে, রাধামোহন ঠাকুরের পরবর্তী, উহা পদকল্পতরুর অনুবাদ
 প্রকরণে লিখিত তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানা যায়। বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস রাধামোহন ঠাকুরের
 সমসাময়িক হইলেও ‘পদামৃত-সমুদ্র’ সঙ্কলনের সময়ে তাঁহাদিগের বয়স খুব কম ছিল এবং তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা
 কেহই পদ-কর্তারূপে প্রসিদ্ধ হন নাই—ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে; কেননা, ইহাতে তাঁহা-
 দিগের কোন পদই উদ্ধৃত হয় নাই। স্মৃতরাং জগদ্বন্ধু বাবুর পুরোক্ত লেখার মূল কি, তাহা না জানিলেও
 বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাসের জন্ম অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে অনুমান করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় উহাতে
 ত্রুটি না হওয়াই সম্ভব বটে। এখন বিচার্য্য, বৈষ্ণবদাস ওরফে গোকুলানন্দ সেনই আমাদের আলোচ্য ‘গোকুল’
 ও ‘গোকুলানন্দ’ ভণিতার পদ-ধ্বয়ের রচয়িতা কি না। বৈষ্ণবদাস যে ‘গোকুল’ বা ‘গোকুলানন্দ’ নামেও
 পদ-রচনা করিয়াছেন, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার ওরফে উদ্ধব-
 দাসের “জয় রে জয় রে ত্রিনিবাস নরোত্তম” ইত্যাদি ৩০৯২ সংখ্যক পদের—

“ত্ৰিদাস গোকুলানন্দ

চক্রবর্তী ত্ৰিগোবিন্দ

ত্ৰিরাঘচরণ ত্ৰিল ব্যাস।

শ্যামদাস চক্রবর্তী

কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি

কর্ণপুর ত্ৰিবল্লবী দাস ॥

ত্ৰিগোপীরমণ নাম

ভগবান গোকুলাখ্যান

ভক্তি-গ্রন্থ কৈলা পরকাশ।”

ইত্যাদি বর্ণনায় ‘গোকুলানন্দ দাস’ ও ‘গোকুল’ আখ্যান-বিশিষ্ট ভক্তি-গ্রন্থের রচয়িতা গোকুলের উল্লেখ
 পাওয়া যায়। ইঁহারা কিন্তু বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেন হইতে পৃথক্ ও প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াই
 মনে হয়। উদ্ধবদাস এই পদে তাঁহার গুরুদেব রাধামোহন ঠাকুরের নামের পৃথক্ উল্লেখ না করিয়া কেবল
 ভণিতার নিজের পরিচয়ে লিখিয়াছেন,—

“ত্ৰিরাধামোহন-পদ

যায় ধন-সম্পদ

নাম গায় এ উদ্ধব দাস।”

এই পদে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের শাখা-ভুক্ত প্রধান প্রধান কতকগুলি পূর্ববর্তী বৈষ্ণব মহাজনের নাম ব্যতীত অস্ত্রের নামোল্লেখ করেন নাই; সুতরাং এখানে ‘শ্রীদাস গোকুল’ বা ‘গোকুলাখ্যান’ শব্দের দ্বারা তিনি যে তাঁহার বহু পদকর্তা বৈষ্ণবদাসকে বুঝাইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। উক্তবদাসের উল্লিখিত এই গোকুল-দ্বয় কে, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহঁরাও আমাদের আগোচ্য পদ-দ্বয়ের রচয়িতা হইতে পারেন।

‘গোপাল দাস’ ভণিতার ৬টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২৯৬৬ সংখ্যক পদটির

গোপাল দাস

ভাষা বাঙ্গালার ব্রজবুলী নহে,—উহা ষোড়শ শতাব্দীর খাঁটি ব্রজ-ভাষা। বাঙ্গালী

পদ-কর্তার পক্ষে ব্রজধামের প্রচলিত ভাষার পদ-রচনা করার সম্ভাবনা কম বলিয়া

আমরা এই পদটি শ্রীবৃন্দাবন-বাসী প্রদিক্ষ বট গোস্বামীর অন্ততম গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত বলিয়াই অনুমান করি; কেন না, পদকল্পতরুতে তাঁহার ১০৮ ও ২৮৩৩ সংখ্যক দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে; ঐ পদ-দ্বয়ের সহিত ২৯৬৬ সংখ্যক পদটির ভাষা-সাদৃশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ২৯৬৭ সংখ্যক পদে ব্রজ-ভাষার লক্ষণ তত স্পষ্ট না হইলেও আমরা ঐ পদটিও গোপাল ভট্টের রচিত বলিয়াই অনুমান করি। তথাপি এই পদ-দ্বয়ে ‘ভট্ট’ স্থলে ‘দাস’ উপাধি থাকায়, উহা সূচীতে ‘গোপালদাস’ নামাঙ্কিত পদের অন্তর্গত করা হইয়াছে। সে বাহা হউক, যে যুক্তি অনুসারে বাঙ্গালী কোন পদ-কর্তা ব্রজ-ভাষার পদের রচয়িতা হইতে পারেন না,—সেই যুক্তি অনুসারেই ব্রজ-বাসী দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ গোপাল ভট্ট গোস্বামীও ‘গোপালদাস’ ভণিতার বাকী ব্রজবুলী পদের রচয়িতা হইতে পারেন না। সুতরাং এই পদগুলির রচয়িতা যে কোন বাঙ্গালী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নারিকা-ভেদ-বিষয়ক “রস-মঞ্জরী” নামক বাঙ্গালা গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা পীতাম্বর দাস ‘রসবল্লবজী’ গ্রন্থের রচয়িতার পুত্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন এবং রসমঞ্জরীতে গোপাল দাসের ভণিতায়ুক্ত কয়েকটি পদও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রসমঞ্জরীর মুখবন্ধে সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রসকল্পবল্লী হইতে উহার রচয়িতা রামগোপাল দাসের স্ব-পরিচয় নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

“চক্রপাণি মহানন্দ ছই মহাশয় ।

নীলাচলে ছই ভাই প্রভুকে মিলয় ।

রঘুনন্দনের সেবক বলি প্রীতি করিলা ।

ছই জনের মন্তকে নিজ চরণ ধরিলা ।

মহানন্দকে কহেন বৈষ্ণব অকিঞ্চন ।

সেবার্ধ্য করি তুমি করহ সাধন ।

চক্রপাণিকে কহেন সংসারী বৈষ্ণব ।

পুত্র পৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব ।

তঁার আজ্ঞা পাঞা ছুঁহে থণ্ডকে আইলা

শ্রীমদ্বাকর ঠাকুর অনেক গিরিতি করিলা ।

বৃন্দাবনচন্দ্র দিলা সেবা করিতে ।

ছই ভাইর সেবা ধর্ম্য যোবেন জগতে ।

চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নাম নিত্যানন্দ ।

বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবার পরম আনন্দ ।

তাঁহার তনয় চতুর্ধ্বী গঙ্গারাম ।
 তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রাম রায় নাম ॥
 তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্ধ্বী মদন রায় ।
 রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কথা সদায় হিয়ার ।
 গোবিন্দলীলামৃত ভাষা কৈল পদাবলী ।
 নিরন্তর বাঞ্ছে বৈষ্ণব-পদ-ধূলি ॥
 তাঁহার কনিষ্ঠ রামগোপাল নাম ।
 কুলদ্বার কুশীল বিষয়-তৃষ্ণা-কাম ॥
 আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে ।
 বাণ-অঙ্গ-শর-ব্রহ্ম নরপতি শাকে ॥ (১৫৬৫)
 সপ্ত মাস অবলম্ব কান্তিকে সম্পূর্ণ ।” ইত্যাদি

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত শ্রীধণ্ডাবানী চক্রপাণি চৌধুরীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামগোপাল চৌধুরীই রস-কল্পবল্লীর রচয়িতা । তিনি ‘গোপালদাস’ ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন । পদকল্পতরুর আলোচ্য পদগুলির রচয়িতা সম্ভবতঃ তিনিই হইবেন ; কেন না, পদকল্পতরুর ‘গোপালদাস’ ভণিতার ৩৯৫ সংখ্যক পদেরই একটা রূপান্তর আমরা পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর ৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত দেখিতে পাই । সাহিত্য-পরিষদের রস-মঞ্জরী অধুনা অগ্রাপ্য হওয়ায়, আমরা কোঁতুহলী পাঠকগণের তুলনার সুবিধার জন্ত ঐ পদটি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । রসমঞ্জরী ও পদকল্পতরুর সঙ্কলন-কালের মধ্যে ৫০ বৎসরের অধিক পার্থক্য ছিল না ; এই অল্প কালের মধ্যেই গোপালদাসের এই পদের পাঠে কত পার্থক্য ঘটিয়াছে, হুইট পদের “তুলনা করিলে, তাহাও বুঝা যাইবে ।

বিভাষ ।

ছল করি বানীয়া আপন ঘরে আনলু
 তুহারি বচন পরমানে ।
 চারি চৌপর নিসি জাগি গুহাঅলু
 আঅলি রাতি বিহানে ॥
 মাধব আজি তুহঁ দেঅলি বড় দুখ ।
 ভালহি আরতি নাহি কোই তোহে
 হেরি পাঅলুঁ সুখ ॥
 ভালহি সিন্দূরে কাজরে সব গুরল
 বদনহি দশনক রেখ ।
 হেরইতে তোহে মোহে লাজ লাগই
 জাকর রাগ পরতেক ॥
 কমলিনী পাসর পরস রস ভাবলি
 না বুঝলি মালতিক গন্ধ ।
 গোপাল দাস কহে উনমত না জানাএ
 কিরে কুলে কিরে মকরন্দ ॥

রসমঞ্জরীর এই পদে পাঠের গোলযোগ হেতু দুই ভিন স্থানে অর্থ-গ্রহ হয় না ; কিন্তু পদকল্পতরুর পাঠে অর্থ বেশ বুঝা যায়। সুতরাং সর্বত্র পুস্তকের গৃহীত পাঠও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করা যায় না। বোধ হয়, অনভিজ্ঞ লিপিকরদিগের দোষেই রসমঞ্জরীর পাঠে এরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে। রসমঞ্জরী আছে,—

“ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে।

প্রভাতে দেখিলুঁ যুধ দিন যাবে ভালে।”

ইত্যাদি চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত পদকল্পতরুর প্রসিদ্ধ ৪০৩ সংখ্যক পদটি গোপালদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। দীনেশ বাবু এ ক্ষেত্রে গোপালদাস ও তাঁহার পুত্র গীতাম্বর দাসের উপর চৌর্য্য অপরাধের আরোপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বস্তুতঃ এই পদটি এত দিন চণ্ডীদাসের নামেই চলিয়া আসিতেছিল ; কিন্তু বামুনী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ গ্রন্থখানা আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হওয়ার পরে এখন চণ্ডীদাস-ভণিতার প্রচলিত পদগুলির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার, শুধু দুই একখানা পুথির ভণিতার উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত করা যায় না। “সই জানি কুদিন সুদিন ভেল।” ইত্যাদি চণ্ডীদাসের ভণিতার আর একটা পদও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত-ভাবে রসমঞ্জরীর ৬১৬২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাস-ভণিতার রস-ভাবপূর্ণ উৎকৃষ্ট পদগুলি বড়ু চণ্ডীদাসেরই খাটি রচনা—এই মতটাকে সপ্রমাণ করার জন্য যিনি এখন সর্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা ও আলোচনা করিতেছেন, বীরভূম-বাসী স্নেহধক সেই শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত “বীরভূম-বিবরণ” গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৬০৬১ পৃষ্ঠায় এই পদ ছটির সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি,—

“উদ্ধৃত পদের রচনারীতি চণ্ডীদাসের অনুরূপ, ভাবের দিক্ দিয়াও ইহা অসঙ্করশাস্ত্রের গতানুগতিক উদাহরণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তথাপি এই পদ আমরা গোপালদাসের রচিত বলিয়াই মনে করি। নাহুর হইতে শ্রীখণ্ডের দূরত্ব অধিক নহে। সুতরাং গোপালদাসের উপর চণ্ডীদাসের প্রভাবের কথা না বলিলেও চলে। সে কালে কীর্তন গানের বখেট প্রচার ছিল। চণ্ডীদাসের গান পিতার নামে চালাইলে ধরা পড়ার আশঙ্কাও কম ছিল না, আর তা ছাড়া একজন বৈষ্ণব-মামুষ শ্রীখণ্ডের সাধু-আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়া পরের গান কি জন্য পিতার নামে প্রকাশ করিবেন? নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে খণ্ডিতার এই ধরনের আরো যে কয়টা গান আছে, সেগুলির সম্বন্ধেও আলোচনা হওয়া উচিত।”

পুনশ্চ—“কাহার পদ কাহার নামে চলিয়া গিয়াছে? গোপালদাস চণ্ডীদাসের পদের কিছু অদল বদল করিয়াছেন, না গোপালদাসের পদ কেহ জুড়িয়া তাড়িয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছে? এ বিষয়ে কোনোরূপ সম্ভাব্য দেওয়া বড় শক্ত।”

হরেকৃষ্ণ বাবু রসকল্পবন্দীর ‘বাণ-অঙ্গ-শর-ব্রজ নরপতি শকে’ বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“অঙ্গ” শব্দে বড়ু ও অষ্টাঙ্গ দুইই বুঝাইতে পারে। মহাপ্রভুর সম-সাময়িক রঘুনন্দনের শিষ্য চক্রপাণি হইতে রামগোপাল অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। এই হিসাবে এবং বৈদ্যপ্রধান খণ্ডের বৈষ্ণব অষ্টাঙ্গের সঙ্গেই বেশী পরিচিত বলিয়া আমরা ১৫৮৫ সংখ্যাই গ্রহণ করিলাম।”

বস্তুতঃ এক শতকে তিন পুরুষ ধরিয়া হিসাব করিলে রসকল্পবন্দীর রচনা-কাল ১৫৬৫ অথবা ১৫৮৫ শক—কোনটাই অসম্ভব না হইলেও এবং ‘অঙ্গ’ শব্দে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বা নবাজ ভক্তি—অনেক কিছুই বুঝা যাইতে পারিলেও বেদের শিক্ষা-কর প্রভৃতি ছয় অঙ্গই বিশেষ প্রসিদ্ধ বটে। এ অবস্থায় আমরা কালনিক কারণে ‘অঙ্গ’ শব্দের একটা অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ অর্থ না ধরিয়া, এখানে ‘বড়ু’ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করি। চক্রপাণিকে শ্রীমহাপ্রভুর ঠিক সম-বয়স্ক ধরিয়া লইলে এক শতকে তিন পুরুষের হিসাবে তাঁহাকে লইয়া পাঁচ

পুরুষে ১৪০৭+১৬৬=১৫৭৩ শক পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ তাঁহার বুদ্ধপ্রপৌত্র রামগোপাল জীবিত ছিলেন, অল্পমান করা যাইতে পারে; সুতরাং এই হিসাবে রসকল্পবল্লী রচনার কাল ১৫৮৫ শক না হইয়া ১৫৬৫ শক হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে। তবে চক্রপাণি শ্রীমহাপ্রভু হইতে অন্ততঃ ১৫ বৎসরের ছোট ছিলেন এবং রামগোপাল তাঁহার মৃত্যুর কেবল ২১৩ বৎসর পূর্বে রসকল্পবল্লী রচনা করেন—এরূপ অল্পমান করিলে তাঁহার পক্ষে ১৫৮৫ শাকে গ্রন্থ-রচনা অসম্ভব নাও হইতে পারে। এক শতকে তিন পুরুষ—ইহা একটা মোটামুটি গণনা; এই গণনায় দশ বিশ বৎসরের পার্থক্য ধর্তব্য নহে। তবে হরেকৃষ্ণ বাবু পুরুষের হিসাব ও অন্ত কালনিক অভ্যুহাতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমীচীন কাল-নির্দেশ অগ্রাহ্য করায়, আমরা এ সম্বন্ধে বিতৃপ্ত আলোচনা করিলাম। আমাদের বিবেচনায় পূর্বোক্ত শ্রীমহাপ্রভু,—

“চক্রপাণিকে কহেন সংসারী বৈষ্ণব।

পুত্রপৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব ॥”

যাক। হইতে বুঝা যায় যে, তৎসময়ে চক্রপাণির পৌত্রও জন্মিয়াছিল। মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর বয়সে অগ্রকট হন। সুতরাং তাঁহার অগ্রকটের সম্ভবতঃ অনধিক হই এক বৎসর পূর্বেই তাঁহার সহিত নীলাচলে চক্রপাণির সাক্ষাৎকার ঘটে এবং তাঁহার বয়সও তখন নূনপক্ষে ৪৫।৪৬ বৎসরের কম ছিল না, ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং এ অবস্থায় পুরুষের হিসাবে ১৫৮৫ শাকে গ্রন্থ-রচনা রামগোপালের পক্ষে একান্ত অসম্ভব না হইলেও শ্রীমহাপ্রভুর উক্ত বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার পক্ষে ১৫৮৫ শক পর্য্যন্ত জীবিত না থাকাই অধিক সম্ভব বোধ হয়। বিশেষতঃ ‘অঙ্গ’ শব্দের প্রসিদ্ধ ‘বড়ঙ্গ’ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, কালনিক কারণে অন্ত অর্থ গ্রহণ করারও কোন হেতু দেখা যায় না; সুতরাং আমরা নানা কারণেই ১৫৬৫ শকে রসকল্পবল্লী রচিত হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া পারি না।

পদকল্পতরু ও রসমঞ্জরীতে এই গোপালদাসের যে নিঃসন্দ্বিগ্ন পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া হরেকৃষ্ণ বাবুর জ্ঞান আমাদেরও ধারণা জন্মিয়াছে যে, রামগোপাল ওরফে গোপাল দাসের পদের “রচনারীতি চণ্ডীদাসের অনুরূপ, তাবের দিক্ দিয়াও ইহা অলঙ্কারশাস্ত্রের গতানুগতিক উদাহরণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।” বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যেও দশ পাঁচটা গৌরবের বর্জিত স্থল ব্যতীত অলঙ্কার শাস্ত্রের অঙ্গ অন্তর্ভুক্তি ও বৈশিষ্ট্যহীন গতানুগতিকতারই অধিক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গোপালদাস যে তাঁহার কোন কোন পদে উহা ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় বটে। হুঃখের বিষয় যে, তাঁহার কয়েকটা স্নন্দর স্নন্দর পদ যে জন্তই হউক, পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই। আমরা রসমঞ্জরী হইতে এরূপ একটি পদ তাঁহার কবিত্বের নিবর্ণনস্বরূপ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

“সজনি ডাহিন নয়ান কেনে নাচে।

খাইতে সুইতে মুক্ধি সোয়াহ না পাইলু

অকুশল হব জানি পাছে ॥

শয়নে সপনে আমি ভর বেন বাসি গো

বিনি ছুখে চিন্তা উপজায়।

পিন্ন সখীর কথা সহনে না যায় গো

অথ নাহি পাই নিজ গায় ॥

নগর বাজারে সব কানাকানি করে গো

ঘরে ঘরে করে উত্তরোল।

কাহারে পুছিলে কেহ উত্তর না দেয় গো

কেহ নাহি কহে সাঁচা বোল ॥

আমারে ছাড়িয়া পিয়া বিদেশ যাইব গো

এহি কথা বুঝি অল্পমানে ।

গোপালদাসে কহে কহিতে লাগয়ে ভয়

কেবা জানি আইল বিমানে ।” *

‘গোপাল ভট্ট’ ভণিতার ছইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব

গোপাল ভট্ট

ভট্টের পুত্র। তিনি তরুণ যৌবনেই শ্রীমহাপ্রভুর রূপা লাভ করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ

করেন। ইহার চরিত্র কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত হয় নাই ;

কিন্তু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তীর রচিত “আরে মোর প্রেমালয়” ইত্যাদি পদকল্পতরুর ২৩৬৯ সংখ্যক

সুদীর্ঘ পদে ইহার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্য-ভয়ে ঐ পদটি এখানে উদ্ধৃত হইল না ; জিজ্ঞাসু পাঠক

উক্ত পদে গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের অপূর্ণ প্রেম-ভক্তি-পূর্ণ চরিত্রের আশ্বাদন করিবেন। পরবর্তী

কালে ইনি শ্রীকৃষ্ণাবনে সনাতন, রূপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঘট-গোস্বামীর অন্তঃস্বরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন

এবং প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-স্মৃতি “হরি-ভক্তি-বিলাস” নামক গ্রন্থ সম্পাদিত করেন। শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্তী কালের

সর্কাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু এই গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ

করিয়াছিলেন। জগৎধ্ব বাবুর মতে ১৫২৫ শকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভট্টমারি গ্রামে বৈষ্ণব ভট্টের গুরুর ইহার

জন্ম এবং ১৫০০ শকে ইহার তিরোভাব হয়। আমরা পদ-কর্তা ‘গোপালদাস’ প্রসঙ্গে গোপাল ভট্টের পদের

ভাবার বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার এই পদগুলির বিষয়ে আর বিশেষ কোন বক্তব্য নাই।

পদকল্পতরুতে ‘গোপী’ ভণিতার একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে ‘গোপীকান্ত’ ও ‘গোপী-

গোপী

রমণ’ উত্তর ভণিতার পদই পাওয়া গিয়াছে ; সুতরাং আলোচ্য পদ-কর্তা গোপী

সম্ভবতঃ উইাদিগের মধ্যেই একজন হইবেন। তিনি তাঁহার পদের শেষে যে ভাবে

নিজের নামের সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাতে গোপী শব্দের দ্বারা কোন পদ-কর্তা না বুঝাইয়া, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠী-

গমন দর্শনেচ্ছু কোন ব্রজগোপীকেও বুঝাইতে পারে। যথা,—

“নাচিতে নাচিতে যায় নুপুর পঞ্চম গায়

পাঁচনি ফিরায় শিশুগণে।

তৈ হৈ রাখাল বলে শুনি সুখ সুরকূলে

গোপী বলে নাথ যায় বনে ।”

বস্তুতঃ পদ-কর্তারা অনেক সময়েই স্মরণে পাইলে ঐরূপ শব্দশ্রেণ দ্বারা একাধিক অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,

দেখিতে পাওয়া যায়। পদ-কর্তা ‘বল্লভ’ ওরফে হরিবল্লভ তাঁহার কোন কোন ভণিতায় ঐরূপ কৌশলে

‘বল্লভ’ শব্দের প্রয়োগ করার বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু ‘বল্লভ’ শব্দে গোপীদিগের বল্লভ

শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়া, ঐরূপ বল্লভ ভণিতার কয়েকটি পদ ভুলে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ঐরূপই ভণিতার অর্থের গোলযোগে পদকর্তা তরঙ্গীরমণের একটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াও উহা

‘রমণ’ নামক কল্পিত পদকর্তার পদরূপেই পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে চলিয়া গিয়াছিল। আমরা ‘তরঙ্গীরমণ’

* কল্পিত কারণে রসমঞ্জরীতে সর্বত্র ‘নয়ান’, ‘সোয়াহ’, ‘ভদ্র’, ‘উপভায়’ ইত্যাদি স্থলে ‘নয়ান’, ‘সোয়াহ’ ‘ভদ্র’, ‘উপভায়’ ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। আমরা উহার পরিবর্তে প্রচলিত বানান দিলাম।—সম্পাদক

ও ‘বল্লভ’ প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব। এখানে আমরা শুধু প্রসঙ্গ-ক্রমে ইহাই বলিতে চাহি যে, বৈষ্ণব পদ-কর্তাদিগের ভণিতায় অনেক সময়েই অনেক রহস্ত অন্তর্নিহিত থাকে ; মনোযোগের সহিত পড়িলে, কাব্য-রসের সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে অনেক গূঢ় তত্ত্বও জানা যাইতে পারে।

পদ-কর্তা গোপীকান্তের নিশ্চিত বৃত্তান্ত কিছু জানা যায় নাই। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

গোপীকান্ত

“রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরাম আচার্য্যের পুত্র। ইনি পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ

করেন এবং পিতার জায়গাই করি ও পদ-কর্তা ছিলেন।” জগদ্বন্ধু বাবু অনেক

স্থলের জায় এখানেও তাঁহার এই উক্তির পোষক কোনও প্রমাণ প্রদর্শিত করেন নাই। যাহা হউক, গোপীকান্তের ২৩৮২ সংখ্যক পদে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর চরিত্রাশ্রয়ন করিয়াছেন।

“কনক-বরণ ওহু প্রেম-মুরতি জহু

কণ্ঠহি তুঙ্গিক মাল।

গৌর-প্রেম-ভরে অহনিশি আঁখি বুঝে

হেরি কাঁপয়ে কলি-কাল ॥

শ্রীমন্তাগবত উজ্জল-প্রস্থ যত

দেশে দেশে করিলা প্রচার।

পাষণ্ড অধমগণে করুণাবলোকনে

সভাকারে করল উদ্ধার ॥

ভক্ত-প্রিয়োত্তম ঠাকুর নরোত্তম

রামচন্দ্র প্রিয় দাস।

অধম নিতান্ত গোপী-কান্ত-হৃদয়ে পহু

চরণ করহ পরকাশ ॥”

গোপীকান্তের এই বর্ণনা ও ভণিতার কলির প্রার্থনা অধিক পরবর্তী সাধারণ একজন বৈষ্ণব পদকর্তার বলিয়া মনে হয় না; ইহা যেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের সমসাময়িক কোন ভক্তের বর্ণনা ও প্রার্থনা। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রামচন্দ্র কবিরাজের মধ্যে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকিলেও উভয়ের বয়সে অধিক পার্থক্য ছিল না। সুতরাং রামচন্দ্র কবিরাজ গোপীকান্তের পিতার গুরু হইলে, তিনি সম্ভবতঃ বাল্য-কালে শ্রীনিবাস আচার্য্যকে প্রাচীন অবস্থায় দেখিয়া থাকিবেন। বালকের হৃদয়ে আচার্য্য প্রভুর উজ্জল গৌরবর্ণ প্রেমময় মূর্তিটা একটা মোহ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল; তাই বুঝি তিনি পরবর্তী সময়ে তাঁহার সেই ক্ষীণ স্মৃতিটাকে চির-কাল হৃদয়ে জাগরুক করিয়া রাখার জন্যই নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট আচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণে ব্যাকুল-হৃদয়ে এই কাতর-প্রার্থনা জানাইয়াছেন। এই ভাবে দেখিলেই গোপীকান্তের এই পদটার প্রকৃত রসাস্বাদন করা যায়। সুতরাং আমরাও বিকল্প প্রমাণের অভাবে এই গোপীকান্তকে পদকর্তা হরিরামের পুত্র বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। হরিরাম দাসের দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে তাঁহার ৫৮৬ সংখ্যক “অপরূপ গৌরাজের লীলা” ইত্যাদি পদটি প্রতিবিম্ব-দৃষ্টে শ্রীরাধার নিহেতু মানের গৌরচন্দ্র বটে। তাঁহার পুত্র গোপীকান্তের ৫৯৭ ও ৫৯৮ সংখ্যক পদ দুইটিও দিনাস্তরের সেই নিহেতু বিচিত্র মান ও উহার বিচিত্র অবসানের বর্ণনাস্বক। বোধ হয়, পিতা ও পুত্র উভয়েই মানের পালা রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদাস উহা হইতে পদ উদ্ধৃত করিতে যাইয়া, পিতা ও পুত্র উভয়েরই সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। উক্ত পদগুলি একই বিহয়ের এবং পদবল্লভরূপে একই স্থলে (২য় শাখার ২২শ পন্নবে)

সম্মিলিত হইয়াছে ; ইহা হইতেও আমাদের পূর্বোক্ত অল্পমান সমর্থিত হইতেছে। পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পিতা ও পুত্রের এই পদগুলি পড়িলে পিতা অপেক্ষা পুত্রেরই অধিক কৃতিত্ব স্বীকার করিতে হয়। “পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ং” এই সমীচীন নীতি অল্পসারে এ জন্ত পিতা হরিরামেরই ভাগ্যের প্রশংসা করিতে হইবে ; কেন না, “পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্”।

গোপীরমণের শুধু একটিমাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গোপীরমণ পদকল্পতরুর ১৮ সংখ্যক পদে বৈষ্ণবদাসের “জয় জয় গোপীরমণ রসায়ন উজ্জল-সুরতি নিত্যম্” বর্ণনায় এক গোপীরমণের উল্লেখ আছে। উদ্ধব দাসের ৩০৯২ সংখ্যক পদেও তাঁহারই উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

“শ্রীগোপীরমণ নাম ভগবান গোকুলাখ্যান
ভক্তিগ্রন্থ কৈলা পরকাশ ॥”

বোধ হয়, ইনিই পদকর্তা গোপীরমণ। তিনি ভাবী বিরহ-বর্ণনায় এই ১৬০৮ সংখ্যক—

“মো যদি কখন যুগের আলসে
শুভিরে সে তনু লাগি।

মোর অঙ্গ-জল বসনে মোছয়ে
রজনী পোহার জাগি ॥”

ইত্যাদি সুন্দর পদে শ্রীরাধার মুখে তাঁহার সোহাগের উজ্জল চিত্রটি পরিস্ফুট করিয়া, ভাবী বিরহের তমসাবৃত চিত্রেরই অসহনীয়তা ঘনীভূত করিয়াছেন। গোপীরমণ যিনিই হউন না কেন, তাঁহার এই একটিমাত্র পদই তাঁহার কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কলনিতা বৈষ্ণব দাসেরও সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

পদকর্তা গোবর্দ্ধনের বোলটি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু প্রশংসনীয় অল্পসঙ্কানের

কলে কয়েকজন গোবর্দ্ধনের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—
“গোবর্দ্ধন দাস—এই নামে আমরা চারিজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠাইছি।

- (১) কবি রাধাবল্লভ দাস একটি পদে গোবর্দ্ধন দাসকে রঘুনাথ দাসের পিতা ও চাঁদপুর গ্রামবাসী বলিয়াছেন। ইহার গৃহে যখন হরিদাস বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। (২) জয়পুরের গোকুলচন্দ্র বিগ্রহের প্রধান কীর্তিনিরা ও পদকর্তা। ইনি ১৭৫০ শকের লোক বলিয়া বিখ্যাত। (৩) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য কবি গোবর্দ্ধন দাস। ইহার সম্বন্ধে প্রেমবিলাস বলেন, “গোবর্দ্ধন ভাগুরী শাখা সর্বত্র বিদিত। মহাশয় করে তারে অতিশয় শ্রীত ॥” আবার নরোত্তমবিলাস গ্রন্থ বলেন,—“জয় শ্রীভাগুরী গোবর্দ্ধন ভাগ্যবান্। য়েহ সর্বমতে কার্য করে সমাধান ॥”
- (৪) রসিক-মঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এক গোবর্দ্ধন দাস শ্রীমৎ শ্যামানন্দ পরিবারভূক্ত ব্যক্তি ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, অল্পসঙ্কান করিলে এরূপ আরও অনেক গোবর্দ্ধনের উল্লেখ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে আমাদের মধ্যে কে কে পদ-রচনা করিয়াছেন, নিশ্চিত বলা যায় না। (১) রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা গোবর্দ্ধন বাঙ্গালার নবাবের একজন পরাক্রান্ত ইজারাদার ছিলেন। তাঁহার বার্ষিক আয় বারো লক্ষ টাকা ছিল বলিয়া জানা যায়। তিনি যে একজন বৈষ্ণব-কবি ছিলেন, কোথাও এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না ; নতুবা অন্ততঃ জগদ্বিখ্যাত পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সংশ্রবে কোন না কোন গ্রন্থকার পিতা গোবর্দ্ধনের কবিত্ব-খ্যাতির উল্লেখ করিয়া যাওয়া একান্ত সম্ভব ছিল। (২) জয়পুরের গোবর্দ্ধন বাঙ্গালী ছিলেন কি না এবং তিনি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীর পদ-রচনা করিয়াছেন কি না, সে সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। (৩) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য গোবর্দ্ধন সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবু ‘প্রেমবিলাস’ ও ‘নরোত্তমবিলাস’ হইতে যে দুইটি

পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা হইতে তাঁহার ভাণ্ডারের কর্তৃককুলতারই পরিচয় জানা যায়। তিনি পদকর্তা হইলে উক্ত গ্রন্থে সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ না থাকার কি কারণ আছে? থাকিলে, সে উল্লেখ কোথায় ও কিরূপ? (৩) রসিক-মঙ্গলের উল্লিখিত গোবর্দ্ধন যে পদকর্তা ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমরা চারি জন গোবর্দ্ধন পাইলেও পদকর্তা গোবর্দ্ধনের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন সংবাদই পাই নাই—ইহা না বলিয়া উপায় নাই। গোবর্দ্ধন যিনিই হউন, তাঁহার বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী উভয়বিধ পদ-রচনারই কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার ১৪৫৪ সংখ্যক—

“গৌর-বরণ হিরণ-কিরণ

অরুণ বসন তার।

রাতা উতপল নয়ন-যুগল,

প্রেম-খারা বহি যায়।”

ইত্যাদি সুললিত বাঙ্গালা পদে শ্রীমহাপ্রভুর ভাব-গম্য স্নন্দর চিত্রটি অল্প কথায় বেশ ফুটিয়াছে। তাঁহার ১৫৭৩ সংখ্যক—

“গৌর স্নন্দর পরম মনোহর

শ্রীবাস পণ্ডিত-গেহ”।

ইত্যাদি পদে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমহাপ্রভুর যে অভিষেক-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, উহাতেও বেশ স্রাব্যবিকতা দেখা যায়। গোবর্দ্ধনের বেশীর ভাগে হোরি-লীলার পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গোবর্দ্ধনের ১৪৭৯ সংখ্যক বসন্ত-বিহারের ব্রজ-বুলীর পদে পাঠক তাঁহার স্নন্দর রচনা ও বর্ণনার পরিচয় পাইবেন। আমরা নিয়ে ঐ পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

বিহড়গা।

বিহরে শ্যাম নবিন কাম

নবিন বৃন্দা-বিপিন ধাম

সঙ্গে নবিন নাগরিগণ

নব ঋতু-পতি-রাতিয়া।

.নবিন গান নবিন তান

নবিন নবিন ধরই মান

নৌতুন গতি নৃত্যতি অতি

নবিন নবিন ভাতিয়া ॥

ইসত সরস মধুর ভাষ

সরসে পরশে কক্ক বিলাস

রসবতি ধনি রস-শিরোমণি

সরস রভসে মাতিয়া।

সরস কুসুম সরস অশ্বম

সরস কাননে ভেলি ভূষণ

রসে উনমত ঝঙ্কতি কত

সরস ভ্রমর-পাঁতিয়া ॥

মধুর কেলি মধুর মেলি

মধুর মধুর করয়ে খেলি

মধুর যুবতি মাঝে মধুর

শ্রামর-গৌরি-কাঁতিয়া।

কিবা সে ছুইক বদন-ইন্দু

তাহে শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু

আনন্দে মগন গোবর্দ্ধন

হেরিয়া ভরল ছাতিয়া ॥”

পদ-কর্তা গোবিন্দ ঘোষের ছয়টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি এই পদগুলিতে তাঁহার নামের

গোবিন্দ ঘোষ

সঙ্গে সঙ্গে ঘোষ উপাধির উল্লেখ করায়ই তাঁহার এই পদগুলি চিনিতে অসুবিধা

ঘটে নাই। তিনি যদি ঘোষের পরিবর্তে ‘দাস’ উপাধি দিয়া পদ-রচনা করিয়া

থাকেন, তাহা হইলে সেই পদ গোবিন্দ দাস ভণিতার পদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, উহা এখন চিনিয়া

বাহির করা সহজ নহে। তবে কথা এই যে, মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের ‘গোবিন্দদাস’ ভণিতায়ুক্ত প্রায় সকল পদেই ভাষা ও ভাবের এমন একটা নিজস্ব ছাপ আছে যে, উহার সহিত অন্ত্রের পদ মিশ্রিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। পদকর্তারা অনেক সময়েই ছন্দের অমুরোধে ভণিতায় পূর্ণ নামের সংক্ষেপ করিতে বা উপাধির উল্লেখ না করিয়া, শুধু দীনতা-সূচক ‘দাস’ শব্দের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ‘বোষ’ ও ‘দাস’ শব্দ দুইটা সম-অক্ষর ও সম-মাত্রাবিশিষ্ট হওয়ায় পদ-কর্তা গোবিন্দ বোষের পক্ষে ছন্দের অমুরোধে ‘দাস’ শব্দের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নাই। গোবিন্দ বোষ, মাধব বোষ ও বাসুদেব বোষ—তিন ভ্রাতাই শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক ও তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেন। ইহাদিগের তিন জনের পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহারা সকলেই নামের পরে স্তুতি পাঠিলে ‘বোষ’ উপাধির উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং গোবিন্দ বোষ, গোবিন্দ দাস ভণিতা দিয়া কোনও পদ রচনা করেন নাই বলিয়াই আমাদের অমুমান হয়। তবে এই গোবিন্দ বোষ ছাড়া গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেক গোবিন্দই যে ‘গোবিন্দ দাস’ ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিয়াছেন, উহাতে সন্দেহ নাই। আমরা ‘গোবিন্দ দাস (ওরফে গোবিন্দ চক্রবর্তী)’ প্রসঙ্গে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জগদ্বন্ধু বাবু ‘বাসুদেব বোষ’ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, “ইহঁার অপর দুই সহোদরের নাম মাধব বোষ ও গোবিন্দ বোষ। কোন কারণে বাসুদেব বোষের পিতা কুমারহট্টে আসিয়া বাস করেন; পরে তথা হইতে তিন ভ্রাতা নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন। ইহঁারা তিন জনই শ্রীগৌরাজের সমসাময়িক, তিন জনই গৌরাজভক্ত এবং গৌরাজ-গঠিত সঙ্কীৰ্ত্তন দলের মূলগায়ক ছিলেন। ইহাদিগের নবদ্বীপবাসের ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া অমুমান হয়। তিন ভ্রাতাই পদকর্তা এবং তিন ভ্রাতাই সুকণ্ঠ সঙ্গীতকার ছিলেন। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের নানা স্থানে তিন ভ্রাতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিন ভ্রাতাই শ্রীগৌরাজের গণ; কিন্তু গোবিন্দ ভিন্ন অপর দুই ভ্রাতা প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে গোঁড়মণ্ডলে নাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, এই জন্ত তাঁহারা নিত্যানন্দ-পরিবার মধ্যেও গণ্য। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—

নিত্যানন্দে আশ্রয় দিলা যবে গোঁড়ে ধাইতে ।

মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে ॥

অতএব দুই গণে দৌহার গণন ।

মাধব বাসুদেব বোষের এই বিবরণ ॥”

আমরা স্থানান্তরে* গোবিন্দ বোষের পদগুলির সম্বন্ধে যে সম্ভব প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখানে উহাই উদ্ধৃত করিলাম,—“গোবিন্দ বোষের সকল পদই গৌরাজ-বিষয়ক ও বিশুদ্ধ বাদ্যলা ভাষায় রচিত; উহাদিগের কবিত্ব বেক্সপই হউক, গৌরাজ-ভক্ত ও পুরাতত্ত্বসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট এই পদগুলি অমূল্য। মহাপ্রভুর বক্তব্যের জীবন-চরিত-লেখকগণ কেহই তাঁহার সম-সাময়িক নহেন; তাঁহাদিগের বর্ণিত বিবরণের সত্যতার জন্ত তাঁহাদিগকে সম-সাময়িক ব্যক্তিগণের লিখিত ও মৌখিক বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। গোবিন্দ বোষের পদগুলি সেরূপ নহে। গোবিন্দ বোষের পদাবলীতে মহাপ্রভুর জীবনের যে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, গোবিন্দ বোষ সে সকল নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন, এরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। যাহারা মহাপ্রভুর জীবনচরিতের ঐতিহাসিকতার সমালোচনা করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে গোবিন্দানন্দ, বাসুদেব, মাধব, রামানন্দ বহু প্রভৃতি মহাপ্রভুর সম-সাময়িক ব্যক্তিগণের বর্ণিত বিবরণ সহ গোবিন্দ বোষের পদাবলী যত্নের সহিত আলোচ্য বটে।”

গোবিন্দ চক্রবর্তী 'গোবিন্দ দাস' ও 'গোবিন্দ দাসিনা' ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার কোন কোন পদ 'গোবিন্দ দাস' ভণিতার পদাবলীর সহিত মিশিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃতসমুদ্রের টীকায় ১৩৩/২৬৭।২৭৭ ও ১২৫৬ সংখ্যক পদগুলি গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করার, আমরা এই পদগুলিকে তাঁহার নামে নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ১৮০৮—১৮১৩ সংখ্যক পদগুলি পদকল্পতরুর একটা সুদীর্ঘ বারমাসী পদের অন্তর্গত আখ্যায়িকার মধ্যে ছয় মাসের বর্ণনা। বৈষ্ণব দাস এই পদ ও ইহার জায় আর করেকটা সুদীর্ঘ বারমাসী পদের প্রত্যেকটিকে বারোটি পদ বলিয়া গণিত করার গোবিন্দ চক্রবর্তী, উক্ত ছয় মাসের যে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা ছয়টি পদরূপে গণিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ পদটির শেষে বৈষ্ণব দাস মন্তব্য লিখিয়াছেন,—“মত চাতুর্ঘ্যন্তঃ বিদ্যাপতিচক্রবর্ত্ত ততো মাস-বৎ গোবিন্দদাসকবিরাজচক্রবর্ত্ত ততোহবশিষ্টমাস-বটকং গোবিন্দ-চক্রবর্ত্তিচক্রবর্ত্ত বর্ণনং।”* পদটা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে কবিত্বের রচনা ও বর্ণনার বৈশিষ্ট্য বেশ বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ সহস্রর পাঠক মনোযোগের সহিত পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই পদের উক্ত তিনটি অংশ কোন মতেই একজন কবির রচনা হইতে পারে না। তৈত্র হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত চারি মাসের বর্ণনার ছন্দ বিদ্যাপতির নিজস্ব। বাক্যাদি ব্রজ-বুলীতে শুধু বিদ্যাপতির অঙ্গুর্যেই এই নবীন ছন্দটা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শতাব্দীর গোঁড়াঙ্গবিষয়ক “ইহ পহিল মাঘক মাহ। সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ।” ইত্যাদি (পদকল্পতরুর ১৭৬৫—১৭৭৬ সংখ্যক বারমাসী পদ) ও সেইরূপ আর দুই একটা পদ ছাড়া বাক্যাদি কবিতায় উহার দৃষ্টান্ত বিরল। পদ্মাস্তরের বিদ্যাপতির নিঃসন্দ্বিগ্ন মৈথিল পদেও এই ছন্দের প্রায় অল্পরূপ কবিতা পাওয়া গিয়াছে ; দৃষ্টান্ত-স্থলে নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের নানাবিধরূপ পদাবলীর ২৪ ও ৫ সংখ্যক পদগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির রচিত ১৮০২—১৮০৫ সংখ্যক পদ অর্থাৎ পদাংশগুলিতে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক মৈথিল ভাষার রীতি-নিষ্ঠ শব্দ-যোজনা এবং

“গিল্লি পাখির দিয়াসে পীড়িত
সন্তত পিউ পিউ রাবিয়া।
(পির)-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে
দিয়া সে পেখি ন পাইয়া।”

ইত্যাদি বাক্যের সরল কবিত্ব-পূর্ণ বর্ণনা অস্ত্রের পক্ষে সুগাথা নহে। গোবিন্দ কবিরাজের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস-বৎসরের বর্ণনাক্রমে পদাংশ-বৎসরে তাঁহার স্বাভাবিক শব্দের ব্যহার, অল্পপ্রাপ্তের—বিশেষতঃ ‘নৈরাশ বাসর’, ‘ঝলকে দামিনি পলকে কামিনি’ ও ‘ভাদরে বাদর’ ইত্যাদিরূপ ছেকানুপ্রাসের অনন্তসাধারণ নৈপুণ্য তাঁহার নিজস্ব বটে। তাঁহার এই শ্রাবণ ও ভাদ্রের বর্ণনার সহিত তুলনা করার জন্য আমরা তাঁহার নিঃসন্দ্বিগ্ন “আষণ মাস” ইত্যাদি ১৮১৪ সংখ্যক পদের বর্ষার বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিব।

“পাপী শাউন মাস।
বিরহিণি-জিবন নৈরাশ ॥ ৫ ॥

* বৈষ্ণবদাসের এই মন্তব্য উহার পরবর্ত্তী গোবিন্দ কবিরাজের ১৮১৪ সংখ্যক “আষণ মাস মাস-বৎসর-মাসের মাসের মাসের মাসের ইত্যাদি হুপ্রসিদ্ধ পদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য মনে করিয়া মগেন্দ্র বাবু তাঁহার একটা প্রবন্ধে এই পদটিকেই উক্ত তিন কবির রচিত মনে করিয়াছেন। সঃ

নৈরাশ বাসর রজনী দশ দিশ
 গগনে ব্য্রিহ কস্পিরা ।
 ঝলকে দামিনি পলকে কামিনি
 হেরি মানস কস্পিরা ॥
 গাপ ডাহকি ডহকে ডাকই
 মউর নাচত মাতিয়া ।
 একলি মন্দিরে অমিঁদ লোচনে
 জাগি সগরিহ রাতিয়া ॥
 রাতি দিবসে রহ ধন্দ ।
 ভাদরে বাদর মন্দ ॥ ৫ ॥
 মন্দ মনসিজ মনহি দহ দহ
 দহই মাক্ত মন্দ ।
 তরল জলধর বরিধে ঝর ঝর
 হমারি লোচন-ছন্দ ॥
 উছল ভুধর পুরল কন্দর
 ছুটল নদ নদি সিঙ্গুরা ।
 হাম সে কুলবতি পরক যুবতি
 গমনে জগ তারি নিম্নুরা ॥”

এখন ১৮১৪ সংখ্যক গদের বর্ণনা দেখুন,—

“মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
 হেরি নব নীরদ-কাঁতি ।
 নীরদ-সুরতি নয়নে যব লাগয়ে
 নিঝরে ঝরয়ে দিন-রাতি ॥
 শাউনে সধনে গগনে ঘন-গরজন
 উনমত দাহুরি-বোল ।
 চমকিত দামিনি আগরে কামিনি
 জীবন কঠিহি লোল ॥
 ভাদরে দর দর দারুণ ছরদিন
 কাঁপল দিনমণি চন্দ ।
 শীকর-নিকরে খীর নহ অন্তর
 দহই মনোভব মন্দ ॥”

উদ্ধৃত অংশ-দ্বয়ে রচনা ও ভাবের সাদৃশ্য এতই সুস্পষ্ট যে, আমরা উহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে বাইরা পাঠকদিগের বোধ-শক্তির অবমাননা করিব না ।

যদিও মহাকবি-দ্বয়ের সহিত তুলনা করিতে গেলে গোবিন্দ চক্রবর্তী ঠাকুরের প্রতি একটু অভাব করা হয়, কিন্তু তিনি যখন ইচ্ছা করিয়াই বিদ্যাপতি ও গোবিন্দরালের আসরে গান গাহিতে নামিয়াছেন, তখন রসজ্ঞ পাঠক

তাঁহার গীতেরও একটু পরিচয় লউন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পূর্ববর্তী জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীত-কার-ঘরের সমকক্ষ না হইয়াও তিনি যদি কোন প্রকারে আসন্ন রক্ষা করিয়া যাইতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহাও তাঁহার পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় হইবে না। গোবিন্দ চক্রবর্তী শরৎকালের বর্ণনার গাহিয়াছেন,—

“নিদ্ৰু আপন পরভাস।

ভৈগেল আশিন মাস ॥ ক্র।

মাস গণি গণি আশ গেলহি

খাঁস রহ অবশেষিয়া।

কোন সমুদ্রব হিয়ক বেদন

পিয়া সে গেল পরদেশিয়া ॥

সময় শারদ চাঁদ নিরমল

দীঘ দীপতি রাত্তিয়া।

ফুটল মালতি কুম্ভ কুমুদিনি

পড়ল ভ্রমরক পাতিয়া ॥

পাতিয় শমনক লাই।

আওল কাভিক খাই ॥ ক্র।

খাই ষটপদ লাই পছমিনি

পাই কিরে রস-মাধুরি।

ওহি নিশঙ্কহি সঘনে চুষই

কোন বুখে অছু চাতুরি ॥

যবহঁ পিয়া মঝু নেহ করলহি

মেহ চাতক রীতিয়া।

পিয়াসে দুরহি রোয়ে পাগিনি

ওই রহল কি রীতিয়া ॥”

০ গোবিন্দ চক্রবর্তীর বাকি চারি মাসের বর্ণনা আমরা বাহুল্য-ভরে উদ্ধৃত করিলাম না; কৌতুহলী পাঠক পদকল্পতরুর ১৮১০—১৮১৩ সংখ্যক পদাংশগুলিতে উহা দেখিবেন। গোবিন্দ চক্রবর্তী এই পদের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

“যোর হেরি সখি সব কোই।

চৌঠ মাস বহ রোই ॥

রোই ঝর ঝর নিঝর লোচন

বিষম অব দৌ মাস।

কতিহঁ অন্তর ততহি রহলিহ

হমারি গোবিন্দদাস ॥

আধ বরিখহি তাহি পাষরি

দাস গোবিন্দ দাসিয়া।

অবহঁ তব অব কবহঁ ন পাওব
রহল করমক নাশিয়া ।”

গোবিন্দ চক্রবর্তী তাঁহার কাব্য-রচনার গুরু গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনুকরণ হিসাবে সে চেষ্টা একবারে বিফল হয় নাই; তথাপি আসলে আর নকলে কত প্রভেদ। গোবিন্দ চক্রবর্তীর ব্রজ-বুলীতে ভাবার জড়তা ও অস্পষ্টতা আছে; সে জন্ত অনেক স্থলেই তাঁহার উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে কষ্ট হয়। তথাপি তাঁহার উপসংহারের “বিষম অব দৌ মাস,” “হমারি গোবিন্দদাস” ও ভণিতার “পামরি দাস গোবিন্দ দাসিয়া” বাক্যগুলি দ্বারা মাকের মাস ঘরের বর্ণনা যে, তাঁহার শ্রবের গোবিন্দ দাসের ও বাকি ‘আধ বহিখ’ অর্থাৎ ছয় মাসের বর্ণনা অধম ভৃত্য গোবিন্দ দাসিয়ার অর্থাৎ নিজের কৃত্ত, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। গোবিন্দ কবিরাজের প্রায় পাঁচ শত নিঃসন্দ্বিগ্ন পদের মধ্যে তিনি কোথাও নিজেকে ‘পামরি’ বা তুচ্ছতা-সূচক ‘গোবিন্দ দাসিয়া’ নামে উল্লেখ করেন নাই। গোবিন্দ চক্রবর্তীর এই পদ কয়েকটির মধ্যে তিনি ২৬৭ ও ১৮১৩ সংখ্যক পদে নিজেকে “পামরি গোবিন্দদাসিয়া” ও ১৯৫৬ সংখ্যক পদে শুধু ‘গোবিন্দ দাসিয়া’ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এটাকে তাঁহার ভণিতার একটা বিশেষত্ব মনে করা যাইতে পারে।

এই গোবিন্দ চক্রবর্তীর প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—“ইনি ধোঁরা কুলী গ্রামবাসী। পূর্ববাস মহলা গ্রামে ছিল। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও ভক্ত। ভক্তিরস্বাকরে যথা—

“আচার্য্যের অতি প্রিয় শিষ্য চক্রবর্তী।

গীতবাদ্যবিদ্যায় নিপুণ ভক্তিমুগ্ধি ।”

তত্ত্বনিধি মহাশয় * বলেন, “গোবিন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গীত চর্চার ভাব ও প্রাবল্য দর্শনে সকলে তাঁহাকে ভাবক চক্রবর্তী নামে ডাকিতেন।” ইহার কৃত পদ গোবিন্দ কবিরাজের পদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, বাছিয়া বাছির করিবার যো নাই। পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখা ৯ম পদ্যে “শ্রীরাধার দ্বাদশমাসিক বিরহ” বর্ণনের একটা স্মরণীয় পদ আছে। বৈষ্ণবদাস তৎসম্বন্ধে বলেন,—“অথ চাতুর্দশাত্ত বিদ্যাপতিঠাকুরত বর্ণনং” ইত্যাদি।

বোধ হয়, এই পদ-কর্তা গোবিন্দ চক্রবর্তীর সম্বন্ধেই বৈষ্ণবদাস তাঁহার ১৮ সংখ্যক বন্দনার পদে লিখিয়াছেন,—

“জয় জয় যুগল-

পিরিতিময় শ্রীযুত

চক্রবর্তী গোবিন্দ।

গৌর-গুণার্ণবে

স্বরত অহনিশি

জয় মন্দার গিরীজ ।”

পদকর্তা উক্ত দাস ও তাঁহার ৩০৯২ সংখ্যক পদে এই গোবিন্দ চক্রবর্তীর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

“শ্রীদাস গোকুলানন্দ

চক্রবর্তী শ্রীগোবিন্দ

শ্রীরামচরণ শ্রীল ব্যাস ।”

এই গোবিন্দ চক্রবর্তী তাঁহার গুরু-তাই গোবিন্দ কবিরাজের সহিত পরামর্শ করিয়াই বিদ্যাপতির পূর্বোক্ত “গাবই সব মধু-মাস” ইত্যাদি অসম্পূর্ণ পদের বাকি অংশ ভাগ্যভাগি করিয়া পূরণ করিয়াছিলেন, ইহাই অজ্ঞান

* শ্রীহট্টের বৈমানিবাগী শ্রীযুত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়—বাঁহাচর দিকট হইতে জগদ্বন্ধু বাবু অনেক বৈষ্ণব পদকর্তার কিরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সঃ

হয় ; নতুবা গোবিন্দ কবিরাজ ঐ পদের পূরণ করিতে যাইয়া শুধু দুই মাসের বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন কেন কিংবা তিনি ব্যক্তি আট মাসের বর্ণনা করিয়া থাকিলে শেষ ছয় মাসের বর্ণনা গোবিন্দ চক্রবর্তীর নিকট অপ্রাপ্য হইবে কেন, ইহা একান্ত হুবোধ্য বটে। সুতরাং “এই বারমাস্তার পদগুলি বিদ্যাপতির ছিল ; কালক্রমে তাহার লোপ হওয়াতে কবিরাজ ঠাকুর তাহা পূর্ণ করেন এবং তাহাও অপূর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়াতে চক্রবর্তী ঠাকুর কর্তৃক ছয়টি পদ রচিত হয়,” তদ্বিনিধি মহাশয়ের এই অনুমান আমরা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। গোবিন্দ চক্রবর্তী যে গোবিন্দ কবিরাজের গুরু-ভাই এবং সমকালীন ব্যক্তি, বোধ হয় সেই কথাটা বিস্মৃত হওয়াতেই সুবিস্তৃত তদ্বিনিধি মহাশয়েরও অনুমানে ভ্রম হইয়া থাকিবে।

শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক ভক্ত গোবিন্দ চক্রবর্তী কিংবা পূর্ব-বর্ণিত গোবিন্দ চক্রবর্তীকে রাখামোহন ঠাকুর টাকার “চক্রবর্তী-ঠাকুর” শব্দে লক্ষ্য করিয়াছেন, সে বিষয়েও সন্দেহ হইতে পারে। আমাদের “প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” গ্রন্থে আমরা ১৩৩।২৩৭।২৭৭ ও ১৯৫৬ সংখ্যক পদগুলি মহাপ্রভুর সম-সাময়িক ভক্ত গোবিন্দানন্দ চক্রবর্তীর রচিত বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় ব্রজ-বুলীর সৃষ্টি হয় নাই। রাখামোহন ঠাকুর তাঁহার টাকায় ‘গোবিন্দানন্দ’ নাম উল্লেখ না করিয়া শুধু “চক্রবর্তী-ঠাকুর” লিখিয়াছেন ; ভণিতায় ‘গোবিন্দ’ ছাড়া ‘গোবিন্দানন্দ’ নাম নাই এবং ১৮।৩ সংখ্যক ব্রজ-বুলীর পদের উপসংহারের উক্তি অনুসারে ঐ পদের রচয়িতা ‘পামরি গোবিন্দ দাসিয়া’কে গোবিন্দ কবিরাজের সম-সাময়িক মনে না করিয়া পায়া যায় না ; সুতরাং ভণিতার পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য দ্বারা ২৬৭ সংখ্যক পদটিও সেই ‘পামরি গোবিন্দ দাসিয়া’ অর্থাৎ গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচিত বলিয়াই অনুমান করা সম্ভব—এই সকল কারণে আমরা এখন আমাদের পূর্ব-মত পরিত্যাগ করিয়া বোরাবুলীর গোবিন্দ চক্রবর্তীকেই আশ্রয় পদগুলির রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ‘ভক্তিরসাকর’,

গোবিন্দ দাস

‘প্রেমবিলাস’, বাঙ্গালা ‘ভক্তমাল’ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়।

তথাপি চুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু ও জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা সম্বন্ধে ঐ সকল গ্রন্থে কোনও বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সামান্য বাহা কিছু পাওয়া যায়, উহার মধ্যেও অনেক অশ্লীল আছে। সুতরাং মহাকবি গোবিন্দদাসের জীবন-বৃত্তান্ত অনেক পরিমাণেই সন্দেহপূর্ণ মনে হয়। বাহা হউক, অগতঃ বাবু গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহার গৌরবদ-তরঙ্গিনী গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বাহা লিখিয়াছেন, ঐ গ্রন্থখানা ইদানীং হস্তপ্রাপ্য হওয়ায় ঐ বিবরণটা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

“গোবিন্দ কবিরাজ—ভক্তমাল, প্রেমবিলাস, ভক্তিরসাকর, সারাবলী, বর্ণানন্দরস, মুক্তচরিত, অমরাগবতী, নরোত্তমবিলাস ও শ্রীনিবাসচরিত গ্রন্থে ইহার কোন না কোন বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আমরা দুই তিনখানির বিশেষ সাহায্য লইব। ভক্তমাল মতে গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ, রামচন্দ্র কবিরাজ কনিষ্ঠ এবং ইহার বৃথরী আমবাসী। উক্ত গ্রন্থ মতে ইহার উভয় ভ্রাতাই প্রথমে শাক্ত ছিলেন, রামচন্দ্রের বিবাহান্তে গৃহে প্রত্যাগমনকালে পথে শ্রীনিবাসাচার্যের সহিত দেখা হয়। রামচন্দ্র অতি রূপবান্ পুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীনিবাসাচার্য বলিয়াছিলেন, ‘এমন সুন্দর পুরুষ যদি কৃষ্ণভজন করেন, তবে রূপ সফল হয়।’ পরদিন রামচন্দ্র আচার্যের নিকট গমন করেন এবং আচার্য কর্তৃক দীক্ষিত হইলেন। গোবিন্দের বয়ঃক্রম বখন ৪০ বৎসর, তখন ভরানক গ্রন্থী রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইলেন। কোনও চিকিৎসাতে কিছুমাত্র উপকার দর্শিল না ; গোবিন্দ জীবিতাশায় জলাঞ্জলি দিলেন। সংসারে গোবিন্দের একমাত্র পরম স্নেহী রামচন্দ্র

কবিরাজ। তিনি তখন গুরুপাট যাজ্ঞীগ্রামে ছিলেন। একদা গোবিন্দ সুমুখু অবস্থায় পতিত হইয়া, স্বীয় পরমারাধ্যা দেবী ভগবতীকে স্মরণ করিলেন; তখন দেবী তাঁহাকে আকাশ-বাণীতে কহিলেন, “বিপদে শ্রীমধুসূদন নামই সার। অতএব সেই বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীগোবিন্দের নাম স্মরণ কর, তিনি তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।” এই প্রবাদটীর তিনখানি প্রোহেই উল্লেখ আছে। যথা,—

“হেনকালে অলক্ষ্যে কহেন ভগবতী। কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি ॥”—ভক্তি-রত্নাকর

“গোবিন্দ স্মরণ কর পরিজ্ঞাপদাতা। স্বর্গ মর্ত্য পাতালের তিনি হন কর্তা ॥”—প্রেমবিলাস

“আকাশ-বাণীতে দেবী কহে বার বার। গোবিন্দ শরণ লও পাইবা নিস্তার ॥”—ভক্তমাল

“আকাশবাণী শ্রবণমাত্র গোবিন্দ পুত্র দিব্যসিংহের দ্বারা ভ্রাতার নিকট পত্র লিখিলেন, “আগনি অজুনর বিনয় করিয়া আচার্য্য প্রভুকে বৃধরীগ্রামে লইয়া আসিবেন। আমি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত। আচার্য্যপ্রভুর দ্বারা আমাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া উদ্ধার করাইবেন।” পত্র পাইয়া রামচন্দ্র যুগপৎ হর্ষ বিবাদে অভিভূত হইলেন। বিবাদ—ভ্রাতার পীড়ার জন্ত; হর্ষ—তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে মতি হইবার জন্ত। রামচন্দ্র আচার্য্যপ্রভুর চরণধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—

“প্রভু তুমি আমাদের কুলের দেবতা। তোমা বিনা কেউ নাই মো সবার জাতা ॥

মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল। কাতর হইয়া মোরে পত্র পাঠাইল ॥”—ভক্তমাল

“দয়াজ্ঞানর আচার্য্যরত্ন সশিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত যাজ্ঞীগ্রাম হইতে বৃধরীগ্রামে গমনপূর্ব্বক গোবিন্দকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চতুরক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মহামন্ত্র গ্রহণের পরেই গোবিন্দ রোগমুক্ত হইলেন।

“উপরি উদ্ধৃত ভক্তমালের পয়ার হইতে জানা গেল, গোবিন্দ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর। কিন্তু রামচন্দ্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট যে আশ্র-পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে গোবিন্দকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানা যায়। প্রেমবিলাসে যথা,—

“রামচন্দ্র নাম মোর অর্ঘ্যকূলে জন্ম।

কেবল লালসা প্রভুর চরণ দর্শন ॥

তিলিয়া-বৃধরী গ্রামে জন্ম মোর হয়।

পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন মহাশয় ॥

কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম হয় শ্রীগোবিন্দ।

একোদরে ছই ভাই পরম স্বচ্ছন্দ ॥”

“নাতাজীকৃত মূল ভক্তমালে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আছে কি না, আমরা বলিতে পারি না। * বাঙ্গালা ভক্তমাল কৃষ্ণদাস বাবাজীকৃত; তিনি অনেক পরের লোক; সুতরাং তাঁহারই ভ্রম হইবার অধিক সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে প্রেমবিলাস-রচয়িতা গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব সেনের সমসাময়িক লোক; সুতরাং তাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প। ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী প্রেমবিলাস হইতে গোবিন্দের আখ্যায়িকা গ্রহণ করিলেও তিনি প্রেমবিলাসের সকল কথা প্রামাণ্য না হইলে গ্রাহ্য করিতেন না।

* নাতাজীকৃত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থে গোবিন্দ দাসের ও তাঁহার স্থান অনেক বাঙ্গালী ভক্তেরই কোন উল্লেখ নাই। এ সকল বাঙ্গালা ভক্তমাল-রচয়িতার পরবর্তী সংযোজন।—সম্পাদক।

+ প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিশ্চিতই গোবিন্দ দাসের সম্বন্ধেও জীকিত ছিলেন; নতুবা তিনি এই সকল বিবরণ লিখিলেন কি প্রকারে?—সম্পাদক।

কারণ, তিনি অগাধ ঐতিহাসিক কবি। তিনি যখন গোবিন্দকে কনিষ্ঠ বলেন, তখন গোবিন্দের বয়ঃকনিষ্ঠতা সন্দেহে আমাদের সন্দেহ নাই। প্রেমবিলাসের উক্ত অংশে আর একটা কথা পাইতেছি। অর্থাৎ “রামচন্দ্র ও গোবিন্দ তিলিয়া-বুধরীনিবাসী চিরঞ্জীব সেনের পুত্র এবং উক্ত বুধরী গ্রামে ছই সহোদরের জন্ম হয়।”

“চৈতন্তচরিতামৃতে শ্রীখণ্ডবাসী এক চিরঞ্জীব সেনের উল্লেখ আছে; যথা,—

“মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।

খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর স্নলোচন।”

এই চিরঞ্জীব সেন পরম বৈষ্ণব এবং মহাপ্রভুর শাখাভূক্ত। ভক্তিরত্নাকর-মতে প্রেমবিলাসোল্লিখিত চিরঞ্জীব সেনের জ্ঞান ইনিও জ্ঞাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং কটক-নগরের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী ভাগীরথী-তীরস্থিত কুমারনগর ইহার বাসস্থান ছিল। ইনি প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় অস্ত্রাচ্ছ বৈষ্ণবগণের সহিত নীলাচলে গমনপূর্বক মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আদিতেন। ইহারও রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ নামে ছই পুত্র ছিল। ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা স্বনামধন্য চক্রবর্তী আরো বলেন, রামচন্দ্রের মন্ত্র গ্রহণের কিছুকাল পরে শুক্লাক্ষর ব্রহ্মচারী, গদাধর দাস প্রভৃতির অগ্রকট-ব্রহ্মস্তম্ভ শ্রবণ করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য বিরাগী হইয়া শ্রীরূপাবনে প্রস্থান করেন। ইহার এক মাস পরে খণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী আচার্য্যরত্নকে গোড়ো ক্রিরাইয়া আনিবার জন্ত রামচন্দ্র কবিরাজকে রূপাবনে প্রেরণ করেন। রূপাবন যাইবার সময় রামচন্দ্র গোবিন্দকে কুমারনগর পরিত্যাগপূর্বক গঙ্গা ও পদ্মাবতীর মধ্যস্থান পুণ্যক্ষেত্র তিলিয়া-বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করিতে উপদেশ করেন। তদনুসারে গোবিন্দ অনতিবিলম্বে কুমারনগর পরিত্যাগপূর্বক বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করেন।

“প্রেমবিলাস-রচয়িতা শ্রীনিত্যানন্দদাস স্বয়ং শ্রীখণ্ডবাসী এবং মহাপ্রভুর সম-সাময়িক। ইহার প্রভুর স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় যে, ইনি অনেক সময়ে শ্রীনরহরি সরকারের দক্ষিণ পার্শ্বে চিরঞ্জীব সেনকে ও বামভাগে স্নলোচন দাসকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যে এই চিরঞ্জীবের পুত্র, তাহা প্রায়ে কুত্ৰাপি উল্লেখ করেন নাই।* ইহাতে কেহ কেহ অস্বস্তি করেন যে, খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব ও বুধরীবাসী চিরঞ্জীব স্বভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহারা আরো অস্বস্তি করেন যে, পরম বৈষ্ণব চিরঞ্জীব সেনের পুত্রস্বয় মহাশক্ত ছিলেন, এ কথা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। এ সকল যুক্তি যে খুব সারবান, তাহার সন্দেহ নাই।† তথাপি আমাদের বিশ্বাস হয় যে, ছই চিরঞ্জীবই এক ও অভিন্ন। তাহা না হইলে রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জীবনবৃত্তান্ত ঘটনার আনুপূর্বিক এত ঐক্য থাকিতে পারে না। গোল বড় বিষয়, কিন্তু আমরা অস্বাভাবিক-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোল মিটাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।

“আমরা পূর্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ সন্দেহে মূল বৃত্তান্তের যখন

* অল্পমাত্র দ্বারা অনতিদূর প্রমাণিত হয় না; বিশেষতঃ স্বনামধন্য রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজের পিতৃ-নামে পরিচয় অব্যাহতক বটে।—সম্পাদক।

† যুক্তির সারবত্তা বুঝা গেল না। খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনের নাম চৈতন্তচরিতামৃতের আদির ১০মে, মধ্যের ১২শে মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দনের সহিত একত্র উল্লেখ এবং “চৈতন্তের গণ সব চৈতন্ত-জীবন” কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি দ্বারা চিরঞ্জীব সেন যে, দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা নিশ্চিত বুঝা যায় না। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার মহাশয় শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীখণ্ডের বৈদ্যেরা প্রসিদ্ধ শাক্ত কুল-গুরুর নিকট দীক্ষিত হওয়াই অধিক সম্ভব বোধ হয়। চিরঞ্জীব সেন সম্ভবতঃ নরহরি সরকার ঠাকুরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং সে সময়েই সরকার ঠাকুরের সভায় তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সম্মানার্থে স্থানে উপবিষ্ট থাকিতেন। সে কালে সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বিষেব প্রবল ছিল না; হুতরাং শক্তি-মত্রে দীক্ষিত হইলেও চিরঞ্জীবের একগুণ সম্মানের কিংবা শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার একান্ত ভক্তি বিশ্বাসের কোন বাধা দেখা যায় না।—সম্পাদক।

সম্যক মিল, তখন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনই ইহাদিগের পিতা এবং প্রেমবিলাপোক্ত চিরঞ্জীব আর ইনি অজ্ঞান ব্যক্তি। আমরা আরো অনুমান করি যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জন্ম কুমারনগর মাতামহালয়েই হইরাছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ যে, শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট বলিয়াছিলেন, “ভিলিয়া-বুধরী গ্রামে জন্ম মোর হয়”—বোধ হয়, তাহার অর্থ এই যে, “আমি বুধরী-গ্রামবাসী”। হয় ত ঋগুর দামোদর সেনের সহিত কোন বিষয়ে মতানৈক্য হওয়াতে চিরঞ্জীব সেন ঋগুরালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শিশু পুত্রস্বরূপ লইয়া কিছু দিন বুধরী গ্রামে বাস করিয়া থাকিবেন এবং বুধরী থাকিতে থাকিতেই রামচন্দ্র ও গোবিন্দ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন; তখন হয় ত চিরঞ্জীব সেন ইহাশ্রমকে নাই। হয় ত মাতামহের পরালাক গমনের পর সোহাদর-স্বরূপ মাতামহবিন্ধু পাইয়া পুনরায় কুমারনগরে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার কুমারনগর বাবাস করিবার অল্পকাল পরেই হয় ত রামচন্দ্র শ্রীনিবাসান গমন করিয়াছিলেন। তখন কুমারনগরে “বাসের সঙ্গতি ভাল নয়” এবং তাহা “উৎপাতপূর্ণ”; সুতরাং “সদা মনে অতিশয় আশঙ্কা” উপস্থিত হওয়াতে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববাস বুধরীতে যাইয়া বাস করিবার জন্য রামচন্দ্র গোবিন্দকে উপদেশ প্রদান করিয়া যান। আমাদের অজ্ঞান নিশ্চয় সত্য হইলে, তাহার ফল এই দাঁড়াইল—

(১) চিরঞ্জীব সেনের পূর্ব্ববাস শ্রীখণ্ড গ্রামে; ঋগুরালয় কুমারনগরে।

(২) চিরঞ্জীব কুমারনগর-বাসী দামোদর সেনের কৃত্রিম বিবাহ করিয়া ঋগুরালয়েই কিছুদিন বাস করেন। এই স্থলে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে।

(৩) ঋগুরের সহিত কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে চিরঞ্জীব দুই পুত্র লইয়া ভিলিয়া-বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই বুধরী গ্রামে চিরঞ্জীবের মৃত্যু হয়।

(৪) ভ্রাতৃদ্বয় পিতার ও মাতামহের মৃত্যুর পর বুধরী হইতে পুনর্ব্বার কুমারনগরে যাইয়া বাস করেন।

(৫) রামচন্দ্রের উপদেশক্রমে গোবিন্দ পুনরায় বুধরীতে যাইয়া বাস করেন এবং সেই স্থলেই গোবিন্দের জীবনাবসান হয়।

“আমরা বিবিধ প্রস্তুত বিবরণের সামঞ্জস্য করিবার জন্য উপরে যে সকল অনুমিতি বা যুক্তির আশ্রয় লইরাছি, তাহা যে সত্য, নির্দোষ ও অপ্রাসঙ্গিক, আমরা এক্ষণ নির্দেশ করিতে সাহস করি না এবং আশা করি, অতঃপর কোন তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত ও বৈষ্ণব লেখক এই সকল তত্ত্বের নিতুল মীমাংসা করিবেন। *

“রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যে প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে প্রথম ভ্রাতা বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে ও দ্বিতীয় ভ্রাতা চত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বৈষ্ণব মত্রে দীক্ষিত হইলেন, এ কথা আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। শ্রীনিবাসাচার্য্যের একটি কথা রামচন্দ্রের মন এমন ফিরিয়া গেল যে, তিনি সেই জন্য শাক্তধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব হইলেন; আমাদের এক্ষণ বিশ্বাস হয় না। বরং আমাদের বিশ্বাস যে, তিনি বিবাহের পূর্বে দীক্ষিত হইরাছিলেন না; শাক্ত পাঠে বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়া দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; এমন সময়ে আচার্য্যরাজের কথা ও তাঁহার মহিমা জানিতে পারিয়া তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গোবিন্দের ধর্মগ্রহণ সম্বন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় যে কারণ নির্দেশ করেন, তাহা অযৌক্তিক নহে। তিনি বলেন, “গোবিন্দ বালাবধি শক্তি-উপাসক ছিলেন। পিতা চিরঞ্জীব গৌর-ভক্ত হইলেও গোবিন্দ প্রসিদ্ধ নৈয়ারিক মাতামহ দামোদরের

* অগত্যা বাবুর এই সকল অনুমিতির অনেক কথা শুধু কল্পনামূলক হইলেও এইরূপ কল্পনা বাতীল কোনও ‘তত্ত্বজ্ঞ’ ‘ভক্ত’ ও ‘বৈষ্ণব’ যে পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থের আপাত-বিরুদ্ধ উক্তিগুলির ইহা অপেক্ষা জরীমাংসা করিতে পারিবেন, এক্ষণ মনে হয় না। তিনি এ সম্বন্ধে যে দীক্ষতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, উহা নিতান্ত প্রশংসনীয়।—সম্পাদক

অনুগত ছিলেন। এবং শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হন।” আমাদেরিগের তথ্যসি বিশ্বাস যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ প্রায়ন্ত হইতেই পিতৃ-ধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষিত ছিলেন। তবে গোবিন্দের ধর্মমত পরিবর্তনের যে আখ্যায়িকা হই তিনখানি গ্রন্থ দেখা যায়, তাহা সাম্প্রদায়িকতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা যে সময়ের বৃত্তান্ত প্রকটন করিতেছি, তখন শাক্ত বৈষ্ণবে ঘোর দ্বন্দ্ব। উভয়ে উভয়কে জয় করিবার জন্য স্বমতের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি করেন। গোবিন্দের জীবনীতে যেরূপ বিবরণ দেখিতেছি, প্রায় তৎসদৃশ বিবরণ চণ্ডীদাসের জীবনেও দৃষ্ট হয়। এই সকল আখ্যায়িকার সহিত সত্যের সংস্ব কতটুক আছে, আমরা তাহা স্থির করিতে অশক্ত। বৈষ্ণব ধর্ম সকল ধর্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা যে কেবল বিশ্বাস করি একরূপ নহে, উহা প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু তাই বলিয়া শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ঘটিত কোন প্রকার গোঁড়ামিতে আমরা যোগ দিতে পারি না।”

সত্যের অনুরোধে আমরা এখানে না বলিয়া পারিতেছি না যে, জগদ্বন্ধু বাবু শাক্ত গোবিন্দ কবিরাজের বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণের যে আখ্যায়িকাটি শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব-জনিত গোঁড়ামি হইতে প্রসূত বলিয়া অবিশ্বাস্ত বিবেচনায় অমূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহাকে সেইরূপ মনে করার কোনই কারণ নাই। জগদ্বন্ধু বাবু চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্বোক্ত উল্লেখ দর্শনে অবিচারে রামচন্দ্র ও গোবিন্দের পিতা চিরঞ্জীব সেনকে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া অনুমান করায়ই তাঁহার পুত্রদ্বয়কে কোনও সময়ে শাক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ হইয়াছে এবং সে জন্তই অন্ততঃ গোবিন্দ কবিরাজ যে আগে শক্তি-মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কয়েকখানা প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থের উক্তি এবং গোবিন্দ কবিরাজের বর্তমান বংশধরদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে উহা সত্য বলিয়া জানা গেলেও, শাক্ত বৈষ্ণবের গোঁড়ামি-রূপ একটা কলিত ও অসম্ভব কারণের উল্লেখ করিয়া প্রকৃত কথাটা উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। রামচন্দ্র কবিরাজ বা গোবিন্দ কবিরাজের কৌলিক শক্তি-মন্ত্র পরিত্যাগপূর্বক বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ দ্বারা তদানীন্তন বৈষ্ণব-সমাজের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে, ইহা সত্য হইলেও সে জন্তই ‘প্রেমবিলাস’ ‘ভক্তিরত্নাকর’ প্রভৃতির প্রণেতারা যে, এই মিথ্যা উপাখ্যানের প্রচার করিয়াছেন, আমরা প্রমাণাভাবে কিছুতেই একরূপ দোষারোপ বা ইঙ্গিত করিতে প্রস্তুত নহি। বাসুদেব-ভক্ত কবি বড়ু চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের আখ্যায়িকা অন্যতর হইতে পারে; তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত আখ্যায়িকার পোষক পদাবলী তাঁহার প্রায় তিন শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল; সুতরাং সেগুলির সত্যতার অবিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু গোবিন্দের সমসাময়িক প্রেমবিলাস ও অল্পকাল পরের ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বিবরণে অবিশ্বাস করার কি কারণ আছে? শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় গোবিন্দ কবিরাজের শক্তি-মন্ত্র-গ্রহণ স্বীকার করিয়াও উহার যে কলিত কারণ অনুমান করিয়াছেন, তাহাও যথার্থ বলিয়া বিবেচনা হয় না। প্রাচীন কালের তো কথাই নাই, অদ্যাপি শাক্ত-বিশ্বাসী স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু সমাজে কৌলিক ইষ্ট-মন্ত্র অথবা গুরুকে পরিত্যাগ করা অতিশয় অধর্মজনক ও নিন্দনীয় কার্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এ অবস্থায় চিরঞ্জীব সেনের বৈষ্ণব-ধর্ম কৌলিক ধর্ম হইলে দামোদর সেনের জ্ঞান একজন সুপণ্ডিত বিজ্ঞ ব্যক্তি নিজের স্নেহাঙ্গদ দৌহিত্র গোবিন্দ কবিরাজকে সেইরূপ নিন্দনীয় অধর্ম-কার্যে প্রবৃত্ত করাইতে যাইতেন না। শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক নবদ্বীপের নৈয়ায়িক পণ্ডিত অর্থাৎ গোড়া বৈষ্ণবদিগের ভাষায় “ঘট-পট্টা মুখ” গণ তাঁহার ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই তত্ত্বনিধি মহাশয় নৈয়ায়িক মাত্রের উপরই একরূপ অসন্তুষ্ট কি না, বলিতে পারি না। আমাদেরিগের বিবেচনায় অন্ততঃ শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্তী কালে জ্ঞান-শাক্ত পড়িয়া কোনও তार्কিক পণ্ডিত দেব-দেবীর মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসী নাস্তিক না হইয়া গেলে, তাঁহার পক্ষে শাক্ত হওয়ার যতটা সম্ভাবনা আছে, বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনাও উহা অপেক্ষা কম নহে। জ্ঞানশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ

এছ ভাষণরিচ্ছেদের রচয়িতা বিশ্বনাথ পঞ্চানন তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলচরণে ‘নূতন-জলধর-রুচি’, ‘গোপ-বধূ-জুগু-চৌর’ শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন। দামোদর সেন যে পুরুষ বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহার কি প্রমাণ আছে? বস্তুতঃ চিরজীব সেনকে দীক্ষিত বৈষ্ণব বলিয়া ধরিয়া লওয়ায়, জগদ্ধকু বাবু ও তবুনিধি মহাশয় কল্পনার আশ্রয় লইয়াও রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজের জীবনের উক্ত সর্ব প্রধান ঘটনার সামঞ্জস্য প্রদর্শিত করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে যদি তৎসময়ের প্রায় অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থবংশের ত্রায় চিরজীব সেনও অন্ততঃ শাক্ত-কুলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে কৌলিক প্রথা অনুসারে তাঁহার পুত্র-দ্বয় প্রথমে শাক্ত থাকিরা, পরে বিশেষ কারণে বৈষ্ণব আচার্য্যের নিকট হইতে বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করার কোনও অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। জগদ্ধকু বাবুর অনুমান মতে যদি রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার বিবাহের সময় পর্য্যন্ত মন্ত্র-গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আগোচ্য বিষয়ের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত তাঁহার যে আগে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, ইহা পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। বৈষ্ণব-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণব-মন্ত্র গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার পিতা বৈষ্ণব হইলে তিনি তাঁহার শৈত্বক বৈষ্ণব-গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া কি জন্ত অপরের নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্র গ্রহণ করিতে যাইবেন, উহার কোন কারণ বুঝা যায় না; এবং এ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের উক্ত আক্ষেপ-উক্তিও সম্পূর্ণ অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের বর্ণিত বিবরণের নথ্যার্থতা ও ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্ত আমরা জগদ্ধকু বাবু ও তবুনিধি মহাশয়ের অধিকাংশ মত খুব শ্রদ্ধেয় হইলেও এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্তের অবশিষ্ট বিবরণের জন্তও আমরা জগদ্ধকু বাবুর লেখার বাকী অংশই নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি,—

“গোবিন্দের মাতার নাম সুনন্দা। মাতামহ দামোদর সেনকে বনশ্রাম চক্রবর্তী মহাকবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

“দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।

যেহেঁ মহাকবি নাম বিদিত জগতে ॥”

“গোবিন্দদাস স্বরচিত “সঙ্গীতমাধব” নাটকেও মাতামহের কবিত্ব-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।”
যথা,—

“পাতালে বাসুকির্কিতা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।

গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ ॥”

বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, আচার্য্য প্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র গোবিন্দ দাসের বদন-সরোরুহ হইতে নিম্নলিখিত অমৃত-ধারা নিঃস্রবিত হইয়াছিল :—

* দুঃখের বিষয় যে, গোবিন্দ কবিরাজের “সঙ্গীত-মাধব” নাটকখানি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বনশ্রাম গুরুকে বনহরি চক্রবর্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে সঙ্গীতমাধবের প্রস্তাবনা হইতে যে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা হইতেই আমরা বাবু এই সোকটী গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয়, এই সোকট সোমসময়ে শ্রীখণ্ডের সর্বত্র লোক-মুখে প্রচলিত ছিল। “গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা” বাক্যের দ্বারা গৌড়-রাজ লক্ষণ সেনের পঞ্চদশ-সত্তার অন্ততম রত্ন সুপ্রসিদ্ধ “আধা-সপ্তশতী” গ্রন্থের রচয়িতা গোবর্দ্ধন আচার্য্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধেই গীতগোবিন্দে উক্ত হইয়াছে :—“শৃঙ্গারোত্তর-সংগ্রহের-রচনৈরাচার্য্য-গোবর্দ্ধন-স্পর্শা কোহপি ন বিপ্রতঃ *** ॥” দামোদর সেনের রচিত কোন গ্রন্থ এ বাৎসব্য বিদিত হয় নাই। অন্ততঃ ইহার রচিত উক্ত সোকাবলীও সংগৃহীত হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না কি?—সম্পাদক

“ভজহঁ রে মন নন্দ-নন্দন-

অভয় চরণারবিন্দ রে।” ইত্যাদি *

“এই কবিতা শ্রবণ মাত্র আচার্য্য প্রভু গোবিন্দকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনের সঙ্গে তাঁহাতে শক্তিসংস্পর্শক করিতেন,—

“গৌরশ্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়।

নির্যাস বর্ণন কৈল যত গুণচয় ॥

স্বচ্ছন্দ বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণ-লীলা।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যে ভাবে রচিল ॥”

শ্রীগুরুদেবের আদেশক্রমে গোবিন্দ দাস নির্যাস-তত্ত্বমতে সাধন করিতে ও রাধাকৃষ্ণ-লীলায়ক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্যাস-তত্ত্ব একখানি কুলাণব গ্রন্থ; ইহাতে গোপী-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনের বিধি আছে। এই ভজনের বলে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিদ্যমঙ্গল ও রায় রামানন্দ সর্বদা স্ব স্ব হৃদয়ে নিকুঞ্জ-লীলা সন্দর্শনপূর্বক তাহা কবিতায় বর্ণন করিতেন।† কিছুদিন পর আচার্য্য প্রভু গোবিন্দের রসবোধ হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করার জন্ত গোবিন্দকে বিদ্যাপতির একটা অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন। গোবিন্দদাস সে পদ এমন সুন্দর করিয়া পূরণ করেন যে, আচার্য্য-প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া গোবিন্দকে “কবিরাজ” উপাধি প্রদান করেন। গোবিন্দ সংস্কৃতে “সঙ্গীত-মাধব” নাটক, রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অষ্টকালীয় একাদশ পদ ও গৌরলীলায়ক বহু বাঙ্গালা পদ রচনা করেন।‡ সংস্কৃত পদও বয়েকটা দৃষ্ট হয়। নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষ দত্ত (রাজোপাধিকারী) গোবিন্দদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন; তাঁহারই অমুরোধে “সঙ্গীতমাধব” নাটক রচনা করেন। গোবিন্দ কবিরাজের রচনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। “পদকল্পতরু ও পদকর্তৃ মহাজনগণ” প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—“শ্রীনিবাসাচার্য্যের আদেশক্রমে তিনি বিদ্যাপতির কোন কোন অসম্পূর্ণ পদ পূর্ণ করিলেন। বিদ্যাপতির ‘প্রেমক অঙ্কুর’ পদ এইরূপেই পূর্ণ হয়। এইরূপ পদের টীকা স্থলে শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রে লিখিয়াছেন, যথা,—“বিদ্যাপতিকৃত-ত্রিচরণ-গীতং লক্ষ্য শ্রীগোবিন্দকবিরাজেন চরণৈকং কৃৎস্না পূর্ণং কৃতং।” বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ, এই যুক্ত নামের ভণিতাসম্বিত পদগুলি গোবিন্দ কর্তৃক সংশোধিত বা পূর্ণ

* পদকল্পতরুর ৩০৩২ সংখ্যক পদ।—সম্পাদক

† অগম্য বাবু প্রচলিত কিংবদন্তী ও উহার পোষক পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর উপর বিশ্বাস করিয়াই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। জয়দেব ও বিদ্যমঙ্গলের ভজন-প্রণালীর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জানা যায় নাই; তবে তাঁহারা যে গোপী-ভাবে আবিষ্ট হইয়া ভজন করিতেন, তাঁহাদের “গীতগোবিন্দ” ও “কৃষ্ণকর্ণামৃত” কাব্যে এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি যে স্মার্ত-মত অনুসারে পঞ্চ-বেশোপাসক মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা পরবর্তী নিরপেক্ষ গবেষণার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” কাব্যে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি যে শক্তি-দেবতা বাসলীর সেবক ছিলেন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজ-লীলাবিষয়ক কাব্য রচনা করিলেও মহাপ্রভুর পরবর্তী অধিকাংশ বৈষ্ণব কবির দ্বারা গোপী-ভাবে ভজন করিতেন না, তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে।—সম্পাদক

‡ অগম্য বাবু এখানে গোবিন্দ কবিরাজের উৎকৃষ্ট “ব্রজবুলি” পদাবলীর উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দের সর্বপ্রথম রচনা “ভজহঁ রে মন” ইত্যাদি ৩০৩২ সংখ্যক পদটি ব্রজ-বুলীর পদ। ইহা বাতীত তাঁহার পদাবলীর বেশীর ভাগই ব্রজবুলীর বটে। ব্রজবুলী পদ রচনার কৃতিত্বে গোবিন্দ বৈষ্ণব কবিসিংহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাব পূর্বের বাঙ্গালাব আর কেহ ব্রজ-বুলী পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।—সম্পাদক

হইয়াছে বৃত্তিতে হইবে। তদ্ব্যতীত গোবিন্দ দাসের অপর অনেক পদেও বিভিন্ন নাম পাওয়া যায় ; যথা—
 “গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমস্ত । ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥” এই রায় বসন্ত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং
 ইহাঁর বন্ধু ছিলেন বলিয়া পদের শেষে তাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। গোবিন্দের কোন পদে এইরূপ আছে ;
 যথা—“রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ, গোবিন্দদাস পরমাণ।” এ স্থলে তিনি পঞ্চপল্লীর কবি-নৃপতি নরসিংহ ও
 তাঁহার সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণকে স্মরণ করিয়াছেন মাত্র।

“ভক্তিরত্নাকরে গোবিন্দদাসের “কবিরাজ” উপাধি প্রদানের দুইটি স্বতন্ত্র উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।
 উপরের উপাখ্যান হইতে তাহার প্রত্যেকটাই স্বতন্ত্র।

“প্রথম উপাখ্যান। শ্রীনিবাসাচার্য্য কিছু দিন গোবিন্দের গৃহে অবস্থিতি করিয়া তদীয় কবিত্ব-শক্তির
 নব নব উন্মেষাবলোকনে চমৎকৃত হইয়া, তাঁহাকে মহাপ্রভুর লীলাময় পদ রচনা করিতে আদেশ করেন।
 তদনুসারে গোবিন্দ প্রতিদিন চৈতন্ত-লীলা-গীতামৃত বিতরণে স্বীয় ইষ্টদেবকে পরিতুষ্ট করিতেন। তাহাতে
 আচার্য্যরত্ন প্রীত হইয়া গোবিন্দকে “কবিরাজ” উপাধি প্রদান করেন।

“দ্বিতীয় উপাখ্যান। গোবিন্দদাস জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন ; তথায় পরমেশ্বরী দাস
 গোবিন্দকে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচিত করাইয়া দেন। গোস্বামিপানগণ গোবিন্দ দাস-
 বিরচিত “সন্নীতমাধব” নাটক শ্রবণ ও তদীয় অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট চিত্তে
 তাঁহাকে “কবিরাজ” উপাধিতে ভূষিত করেন। গোস্বামী প্রভৃগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির পদের
 সহিত তুলনায় গোবিন্দদাসের পদ কোন অংশে নিষ্কণ্টক নহে।

“গোবিন্দ কবিরাজের প্রতি শ্রীজীব গোস্বামীর এতই স্নেহ হইয়াছিল যে, মধ্যে মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন হইতে
 ব্রজধামবাসী মহাস্তগণের সংবাদ-সম্বন্ধিত পত্র গোবিন্দের নিকট প্রেরণ করিতেন। উহার কোন কোন পত্রে
 গোবিন্দকে তাঁহার স্ব-রচিত পদ প্রেরণ করিতে লিখিতেন। গোবিন্দের কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে
 লেখা আছে যে, খেতুরীর মহোৎসবে একদা প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী গোকুল দাস কীর্তিনয়ার
 মুখে গোবিন্দের একটা কীর্তন শ্রবণানন্তর এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে,

“শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি করে ধরি।

কহে তুয়া কাবোর বালাই লৈয়া মরি ॥”

“কথিত আছে—শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালে গোবিন্দদাস মিথিলা দেশের অন্তর্গত বিসপী (বিসফী)
 গ্রামে বিদ্যাপতির সমাধি মন্দির সন্দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। এবং তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া
 বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ উচ্চার করিয়া লইয়া আইসেন। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী গোবিন্দের অনুরোধে
 কিছুদিন তদীয় আলয়ে অবস্থিতি করিয়া একচক্রা নগরীতে গমন করেন। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ, দেবীর সঙ্গে সঙ্গে
 কণ্টকনগর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস মধ্যে মধ্যে পঞ্চপল্লীর রাজা নরসিংহের ও যশোহর-রাজ
 প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে গমন করিতেন এবং প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতে পদকর্তা বসন্ত রায় গোবিন্দদাসের
 পরম বন্ধু ছিলেন। মধ্যে মধ্যে রস-বাটীতে তরঙ্গার লড়াই উভয়ের মধ্যে হইত। একজন কবিতায় প্রশ্ন করিতেন,
 অপর জন কবিতায় উত্তর করিতেন। এই সকল মধুর পদ পদ-সমুদ্রে আছে। শেষ বয়সে কবি তাঁহার
 পদগুলি একত্র সংগ্রহ করেন। ভক্তিরত্নাকরে যথা—

“নির্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে।

কয়েন একত্র অতি উল্লাসিত মনে ॥”

“গোবিন্দ কবিরাজ মধ্যে মধ্যে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে যাইয়া স্বীয় বন্ধু বসন্ত রায়ের সঙ্গে কবিতায়

তরকার লড়াই করিতেন, এই সকল বিবরণ ৩হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু ইতিহাসের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ভক্তিনিধি মহাশয়ের এই কথা কল্পনা-বিজুস্তিত। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতা বসন্তরায় ছিলেন; এবং গোবিন্দদাসের কোন কোন পদে বসন্ত রায়ের উল্লেখ আছে, এই দেখিয়া ভক্তিনিধি মহাশয় কল্পনার আশ্রয় লইয়া এক উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পাঠকগণ জানেন, এই ছই বসন্ত রায় ভিন্ন ব্যক্তি। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতা বসন্ত রায় কায়স্থ ও শাক্ত ছিলেন; গোবিন্দদাসের বসন্ত রায় বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভক্তিনিধি মহাশয় “দ্বিজরাজ” উপাধিটীর প্রতি একটু গুণিধান করিলেই প্রাপ্ত ভ্রমে পতিত হইতেন না *। ভক্তিনিধি মহাশয় বলেন, “নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, নিত্যানন্দ-তনয় বীরচন্দ্র প্রভৃতি পূজ্যতম মহাপুরুষগণ গোবিন্দ কবিরাজের মুখে তৎকৃত গীত শ্রবণে পুলকিত হইতেন।”

“গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ ও ১৪৯৯ শকে মৃত্যুগ্রহণ করেন। এবং ১৫৩৫ শকের চান্দ্রাব্দে কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে মানব-লীলা সম্বরণ করেন, এই হিসাবে তিনি ৭৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। ভক্তিনিধি মহাশয় বলেন,—“রোগমুক্তির পর গোবিন্দ এইরূপ ‘ভগ্নন’ ও ‘বর্ণন’ করিয়া ছত্রিশ বৎসর কাল কীৰ্ত্তন গান করেন।” উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, ৪০ বৎসর বয়সে গোবিন্দ রোগাক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত হইলেন; ৫৭ বৎসরে ৩৬ বৎসর কীৰ্ত্তন-ব্যবসায় কাল যোগ করিলেও মৃত্যু-সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৬ বৎসর হয়। গোবিন্দের বয়স যখন ২৫ কি ২৬ বৎসর, তখন তদীয় পত্নী মহামায়া’র গর্ভে তাঁহার দিবাসিংহ নামে এক পুত্র জন্মে। গোবিন্দের লোকান্তর গমনের পর দিবাসিংহ জীবিত ছিলেন কি না, জানা যায় না, কিন্তু এই মাত্র জানা যায় যে, তিনি পিতার ভায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন।† দিবাসিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনশ্যাম। দীনেশ বাবুর মতে পদকল্পতরুর “কবিনূপবংশজ ভুবনবিদিতবংশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম।” এই ব্যক্তি। গোবিন্দের “কর্ণামৃত” নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যও আছে।”

আমরা আমাদের সহ গোবিন্দ দাস সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবুর আলোচনা উদ্ধৃত করিলাম। জগদ্বন্ধু বাবু জগদানন্দ, নরহরি চক্রবর্তীর ভায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসিদ্ধ পদ-কর্তার রচনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার উপক্রমণিকায় বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভুর পরবর্তী সময়ের সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে নিজে স্বাধীন-ভাবে কোন আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। বোধ হয়, তাঁহার মনের ভাব এই যে,

* আমাদের মনে হয় যে, ৩হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের উপর এই অনীক উপাখ্যানসৃষ্টির দোষারোপ করা জগদ্বন্ধু বাবুর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। গোবিন্দদাসের “প্রেম-আশুনি মনহি শুনি গুণি গুণি” ইত্যাদি ৫৩৮ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

“প্রাত আদিত ও রস-গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥”

‘প্রাত আদিত’কে কেহ কেহ বাজার রাজা ‘প্রতাপ-আদিত্য’ নামের ছন্দোমিলনার্থে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ এই উপাখ্যানটা হারাধন ভক্তিনিধির অনেক আগে হইতেই চলিয়া আসিতেছে; উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোন কোন গ্রন্থকার রাজা প্রতাপাদিত্যের সভায় গোবিন্দদাসেরও অবতারণা করিয়াছেন। ইহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, পদ-কর্তা বসন্তরায় যে তাঁহার অনেক পদে, “দ্বিজ রায় বসন্ত” বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন, স্তব্রাং কায়স্থ-জাতীয় প্রতাপাদিত্যের খুল্লতা হইতে পারেন না; ইহা নিশ্চিত বটে!—সম্পাদক

† এখানে জগদ্বন্ধু বাবু পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন,—“এই প্রবন্ধের অধিকাংশ উপকরণ আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদ-চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের “সাহিত্য” পত্রিকায় প্রকাশিত একটা প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিলাম। ক্ষীরোদ বাবুর মতে গোবিন্দের জন্ম ১৪৫৭ শকে।” ছুঃখের বিষয় যে, জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার এই স্বীকৃতি আলোচনায় গোবিন্দ দাসের জন্ম ও মৃত্যুর সন্দেহ কালের যথার্থ নির্ণয়ের জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই; এমন কি, তাঁহার নির্দিষ্ট জন্ম ও মৃত্যুর শকের মূল কি, তাহাও উল্লেখ করেন নাই।—সম্পাদক

প্রদানের আলো জালিয়া স্বর্গকে দেখাইবার কি প্রয়োজন আছে ? আমরা কিন্তু এখানে আমাদের অমূল্য রীতি অনুসারে গোবিন্দদাসের রচনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগের সর্ব-শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও তাঁহার রচনার ভাবের গূঢ়তা, অলঙ্কার ও ধ্বনির প্রাচুর্য ও সমাস-বাহুল্যের জন্ত তাঁহার রচনা সাধারণ পাঠকের ত কথাই নাই,—অধিকাংশ শিক্ষিত ও সৌখীন কাব্য-রসায়নাদী পাঠকের পক্ষেও ছুরবিগম্য হইয়া রহিয়াছে। যাইরা ধৈর্য্য ধরিয়া বিজ্ঞ ও রসজ্ঞ কোনও কীর্ত্তন-গায়কের মুখে গোবিন্দদাসের পদ শুনিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের পদাবলী সমুদ্রবিশেষ হইলেও গোবিন্দদাসের অন্ততঃ বাছা বাছা ছই চারিটা পদ উত্তম-রূপে আঁধার নিয়া গান করিতে না পারিলে কীর্ত্তনের কোন পালাই জনে না। এ অবস্থায় গোবিন্দ দাসের স্বভাবতঃ ছন্দ অথচ উৎকৃষ্ট পদাবলীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও রস-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারিলে সহৃদয় পাঠক-সমাজে উহার সমুচিত সমাদর হইতে বিলম্ব হইবে না—এই আশায় আমরা অনেক দিন পূর্বে হইতেই সে বিষয়ের স্ব-পাত করিয়াছি। ১৩১৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় “প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ” শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত “গোবিন্দদাস” প্রসঙ্গে আমরা গোবিন্দদাসের সুশ্লিষ্ট অথচ ভাব-পূর্ণ রচনা, তাঁহার নানাবিধ স্নমধুর ছন্দ ও উৎকৃষ্ট কবিত্বের সম্বন্ধে রস-বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু তাঁহার শতাধিক উৎকৃষ্ট পদের মধ্যে শুধু ছই চারিটা পদের রসবিশ্লেষণ করিলেই যথেষ্ট হইল না, বিবেচনা করিয়া আমরা ১৩৩০ সালের ভূতপূর্ব “প্রাচী” পত্রিকার চৈত্রের সংখ্যায় ও ১৩৩১ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রের সংখ্যাগুলিতে “বৈষ্ণব পদাবলীর রসান্বাদন” শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে শুধু গোবিন্দ দাসের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদের রসবিশ্লেষণ করিয়াছি। অতঃপর ‘প্রাচী’ পত্রিকা উঠিয়া যাওয়ার, “শ্রীশ্রীসোণার গৌরব” পত্রিকার* ৩য় বর্ষের ৯ম সংখ্যায় ও “সাধনা” পত্রিকার † ১ম বর্ষের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৭ম সংখ্যাগুলিতে প্রাচীর আলোচনার অনুরূপি স্বরূপ “গোবিন্দদাসের পদাবলীর রসান্বাদন” শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে গোবিন্দদাসের নানা-বিষয়ক পদাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখানে ঐ সকল আলোচনার সংক্ষিপ্ত স্মৃতি প্রদান করারও স্থানাভাব; সুতরাং বিশেষ-জিজ্ঞাসু পাঠকদিগের দৃষ্টি উক্ত প্রবন্ধাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়া, গোবিন্দদাসের কবিতার অনন্তসাধারণ বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমরা “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থের ভূমিকায় বাহা লিখিয়াছি, উহা হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি,—

“স্নমধুর ব্রজ-বুলি পদ-রচনায় গোবিন্দ দাসের কৃতিত্ব অতুলনীয়। বিদ্যাপতি তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও রচনার লালিত্যে, ছন্দের স্বাকারে ও অনুপ্রাস স্লেষাদি নানাবিধ বিচিত্র অলঙ্কার-প্রয়োগের নৈপুণ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকেরও পরাস্ত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির রচনা অনেকাংশে কালিদাসের রচনার জায়; আর গোবিন্দদাসের রচনা মাধ বা শ্রীহর্ষের রচনার লক্ষণাক্রান্ত। কালিদাসের ভাবার্থ বা অলঙ্কারের গ্রন্থিমোচনের জন্ত টীকাকার মল্লিনাথকে বেগ পাইতে হয় নাই; কিন্তু মাধ ও শ্রীহর্ষের কাব্যের টীকা করিতে যাইয়া মল্লিনাথকে প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই সূক্ষ্ম অলঙ্কারের বিচার দ্বারা তাৎপর্য্যার্থ পরিস্ফুট করিতে হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রের যে সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রায় বারো আনাই গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর রস-ব্যাখ্যা-পূর্ণ। সাহিত্য-পরিষদের জন্ত ‘পদবল্লভক’ সম্পাদন করিতে যাইয়া আমাদেরকেও প্রায় দেহরূপই করিতে হইয়াছে। এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট গোবিন্দদাসের এ জন্ত ধরূপ সমাদর—অন্ত এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট তাঁহার সেইরূপ অনাদর ঘটয়াছে। কিন্তু রস-বিশ্লেষণ করিয়া

* শাইস্তাগঞ্জ (পোষ্ট) শ্রীহট্ট হইতে শ্রীযুক্ত বোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসিন্দোব কর্তৃক সম্পাদিত।

† সুমিয়া শঙ্কর-প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত বাধাণাথ বিদ্যাসিন্দোব কর্তৃক সম্পাদিত।

দেখাইলে কেহই অন্ততঃ তাঁহার ভাব-বৈচিত্র্যে মোহিত না হইয়া পারেন না। আমাদের দেশের রসজ্ঞ কৌতুনিয়াগণ আঁখর দিয়া পদের হুহু ভাবগুলি শ্রোতাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া, অকৌশলে ও অতি সূক্ষ্ম ভাবে টীকা-কারের কার্য সম্পন্ন করেন বলিয়া, রসজ্ঞ কৌতুনিয়াগণের মুখে গোবিন্দদাসের পদ শুনিতে যেমন ভাল লাগে, তেমন বোধ হয় আর কিছু নহে; এজন্যই গোবিন্দদাসের পদে পালা যেমন জন্মে, অল্প কাহারও পদে সেরূপ জন্মে না। গোবিন্দ দাস স্ব-রচিত পদাবলীর দ্বারা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকৌতুকের ছায় পালা সাজাইয়া গিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই*। সেইরূপ করিয়া থাকিলেও আমরা এ পর্য্যন্ত তাহা পাই নাই† গোবিন্দ দাসের পদাবলী নামে আন্দাজ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন যে কয়েকখানা সংগ্রহ পুথি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাদিগের পদ-সংখ্যার নুনাধিক্য, পদ-বিত্তাসের ঘৈষ্ম্য ও স্থানে স্থানে রস-বিকৃততা দর্শনে ঐগুলিকে বিভিন্ন লিপিকর-কৃত পদ-সংগ্রহ বাতীত আর কিছুই মনে করিতে পারি নাই। স্বর্গগত কালিদাস নাথ মহাশয়ের সম্পাদিত সটীক ‘গোবিন্দ দাসের পদাবলী’ এইরূপই একখানা প্রাচীন সংগ্রহ বটে। কালিদাস বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্যে, বিশেষতঃ পদাবলী-সাহিত্যে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার এই সংস্করণটিতে + গোবিন্দ দাসের অনেক উৎকৃষ্ট পদ না থাকিলেও সম্পাদকের অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস বাবু এই সংগ্রহটিকে “গোবিন্দদাসের পদাবলী—পূর্বভাগ” নামে অভিহিত করিয়াছেন; গোবিন্দ দাসের অবশিষ্ট পদাবলী দ্বারা উহার শেষ ভাগ সঙ্কলিত করা বোধ হয় কালিদাস বাবুর বাসনা ছিল; কিন্তু তিনি স্বর্গগত হওয়ায় সেই কার্যটি সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কালিদাস বাবু রায় শেখরের পদাবলী ও জগদানন্দর পদাবলীরও দুইখানা উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বাংলা-সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন ‡।”

কালিদাস বাবুর উক্ত সংস্করণে গোবিন্দ দাসের মোটে ২৯১ টি পদ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই, একরূপ পদও কতকগুলি আছে। পদকল্পতরুতে গোবিন্দ কবিরাজের মোট পদসংখ্যা ৪৬০। পদামৃতদমুজ্রে গোবিন্দ কবিরাজের পদ-সংখ্যা ২৭০; কিন্তু উহার মধ্যেও পদকল্পতরুর অতিরিক্ত কয়েকটা পদ আছে। “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থে আমরা জ্ঞাতভাবে গোবিন্দ কবিরাজের পূর্ব-প্রকাশিত পদ উদ্ধৃত করি নাই; তথাপি উহাতে তাঁহার রচনার লক্ষণাক্রান্ত ‘গোবিন্দ দাস’-ভণিতার ৬৮ টি নূতন পদ সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এখনও গোবিন্দ কবিরাজের প্রায় সাড়ে পাঁচ শত পদ পাওয়া যায়। ভূষণের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত গোবিন্দ দাসের একটি সর্কাসম্পন্ন প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এ বিষয়ের প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং কলিকাতা ও ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গোবিন্দ কবিরাজের প্রদত্ত শেষ করার পূর্বে বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কিছু দিন পূর্ব হইতে গোবিন্দ দাসের সম্বন্ধে যে একটা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভ্রান্ত মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

নগেন্দ্র বাবু গোবিন্দ কবিরাজকে মৈথিল কবি প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে গত ১৩৩১ সালের মাসিক “বঙ্গমতী” পত্রিকার কার্তিকের সংখ্যায় “মিথিলার কবি গোবিন্দদাস” নাম দিয়া একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে গোবিন্দ দাসের কয়েকটা প্রসিদ্ধ পদও উদ্ধৃত ও বাখ্যাত হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি যে সমীচীন নহে, তাঁহার উদ্ধৃত পদাবলী যে বাঙ্গালী পদ-কর্ত্ত! গোবিন্দ কবিরাজেরই রচিত,

* গোবিন্দদাসের ‘একাদশ পদ’ নামে প্রসিদ্ধ অষ্ট-কালীর নিত্য-সীলবিষয়ক পদাবলী লীলা-কালের পৌরীপর্বা অনুসারে সজ্জিত হইলেও উহা পালা-রূপে গীত হয় না এবং গোবিন্দদাস নিজে উহার সঙ্কলয়িতা কি না, তাহাও নিশ্চিত জানা যায় নাই। সম্পাদক

† সংস্করণটি অধুনা অপ্রাপ্য।—সম্পাদক

‡ কালিদাস বাবুর উক্ত দুইটি সংস্করণও এখন অপ্রাপ্য হইয়াছে।—সম্পাদক

ইহা প্রমাণিত করার জন্য আমরা “মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল ?” শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ১৩৩২ সালের চৈত্রের বীরভূম সিউড়ীর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রেরণ করি। ঐ প্রবন্ধ ১৩৩৩ সালের “ভারতী” পত্রিকার ৩য়, ৪র্থ, ৫ম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। পুরাতন পত্রিকার কহিল খুঁজিয়া উক্ত বাদ-প্রতিবাদের প্রবন্ধগুলি পাঠ করা অনেক পাঠকের পক্ষেই অসুবিধাজনক বলিয়া, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা এখানে নগেন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত প্রধান যুক্তিগুলি তাঁহার ভাষায় প্রদান করিয়া, উহার উত্তরে আমাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—“বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর গোবিন্দ দাস অপর কবিদিগের অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। গোবিন্দ দাস নামে কয়েক জন পদ-কর্তা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি মিথিলার কবি। বিদ্যাপতির পরে ইনি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং অনেক পদ বিদ্যাপতির অনুকরণে রচনা করেন। ইনি যে মিথিলা-বাসী, তাহার প্রমাণ—ইহার রচিত পদ এদেশে অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। ইহার পদাবলী বিগুহ্ব আকারে মিথিলায় পাওয়া যায় এবং মিথিলার কুলজীতে ইহার নাম আছে। বিদ্যাপতির যে বন্দনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই কবির রচিত। চণ্ডীদাসের বন্দনা বাঙ্গালার কবি গোবিন্দদাস-কৃত। অনুপ্রাণপূর্ণ অনেক-গুলি পদ মিথিলার গোবিন্দদাসের রচনা। পদকল্পতরুতে দ্বাদশ মাসিক বিরহ বর্ণনায় কবি বৈষ্ণব দাস এক স্থানে লিখিয়াছেন,—“অথ চাতুর্মাস্য বিদ্যাপতিঠাকুরস্য বর্ণনং ততো দ্বয়মাস গোবিন্দকবিব্রাজঠাকুরস্য তচ্ছেষ যথাস গোবিন্দ চক্রবর্তীঠাকুরস্য বর্ণনং।” কবিরাজ গোবিন্দ ঠাকুর মিথিলার কবি। গোবিন্দদাস মিথিলার ব্রাহ্মণ, নাম গোবিন্দদাস বা অথবা ওঝা, কবিরাজ তাঁহার উপাধি।”

পুনশ্চ—

“এই গোবিন্দদাস মিথিলা-বাসী; হরিনারায়ণ মিথিলার রাজার উপাধি। অল্প পদের ভগিতায় রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ ও রায় চম্পতির নাম আছে।”

“গোবিন্দ দাসের ভাষা বিদ্যাপতির অপেক্ষা কঠিন ও জটিল এবং শব্দের ছটাও অধিক।”

“মিথিলার কবি গোবিন্দদাসের বিরচিত গৌরচন্দ্রিকার একটিও পদ নাই; থাকিবার কথাও নহে। গোবিন্দদাস নামধারী বাঙ্গালী কবি মিথিলার কবির ভাষার অনুকরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের বন্দনা ও লীলা বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু ছই ভাষায় অনেক প্রভেদ। গোড়াতেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মিথিলার কবি গোবিন্দদাসের ভাষা কঠিন ও এ দেশে তাঁহার পদাবলীর পাঠে অত্যন্ত অশুদ্ধি ও বিকৃতি ঘটিয়াছে। শ্রীখণ্ড-নিবাসী কবি গোবিন্দদাস মিথিলার কবির পদ আবৃত্তি করিয়া থাকিবেন, এবং ইহাই অধিক সম্ভবপর। কারণ, বৈষ্ণব হইবার পূর্বে যে বৈদ্য গোবিন্দদাস গীত রচনা করিতেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই।”

“অন্ন জন্ম শ্রীল রাম রঘুনন্দন” ইত্যাদি পদ-কল্পতরুর শ্রীরাম-বন্দনার ২৪০৭ সংখ্যক পদটির সম্বন্ধে গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—“বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব অথবা অপর কবির নামের বন্দনা করিতেন না। মিথিলায়, বেহারে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে সর্বত্র নামের বন্দনার নিয়ম।” এই যুক্তি অনুসারে তিনি উক্ত পদটিকেও মিথিলার গোবিন্দদাসের রচনা বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং অতঃপর গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বাঙ্গালায় যে বহু পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাঁহার এই কল্পিত কথার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি গোবিন্দদাসের কতকগুলি পদের অশুদ্ধ ও বিকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিয়া, সেই অশুদ্ধ ও বিকৃত পাঠগুলিকেই তিনি মৈথিল-পাঠের অনুধারী শুদ্ধ পাঠ বলিয়া প্রচারিত করার জন্য হস্ত-জনক প্রয়াস করিয়াছেন। আমরা প্রথমে তাঁহার পূর্বোক্ত মূল যুক্তিগুলির সম্বন্ধে আমাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, পরে আলোচ্য পদাবলী যে বাঙ্গালী কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজের রচনা, তৎসম্বন্ধে আমরা যে কতিপয় ভাষা-গত ও ভাব-গত নিঃসন্দেহ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ও ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শিত করিয়াছি, উহার কিয়দংশও উদ্ধৃত করিব।

“প্রথমেই বক্তব্য এই যে, গুপ্ত মহাশয় গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত কতগুলি এবং কোন্ কোন্ পদ মিথিলার কোন্ কোন্ প্রাচীন গীত-সংগ্রহে দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট লিখেন নাই; তবে অনুমানে বলা যায় যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের যে ১৩১৭টি পদ বা পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি তিনি মিথিলার কোন-না-কোন গীতসংগ্রহে দেখিতে পাইয়াছেন। গোবিন্দ কবিরাজের রচিত উৎকৃষ্ট পদাবলী, বাহা ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি, পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু, পদ-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সংখ্যা অনুন পাঁচ শত হইবে। আন্দাজ ছই তিন শতাব্দী পূর্বেও সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগের শাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য উত্তর দেশে পরস্পর যাতায়াত হেতু বাক্সালা ও মিথিলার মধ্যে যথেষ্ট বনিষ্ঠতা ছিল; বর্তমান সময়ের ত কথাই নাই; একরূপ অবস্থায় বাক্সালী গোবিন্দ কবিরাজের রচিত, মৈথিলী ভাষার সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত কতকগুলি ব্রজ-বুলি পদ বাক্সালা হইতে মিথিলায় নীত এবং প্রচারিত হওয়া খুব সম্ভবপর মনে হয়। বস্তুত ভাষা ও ভাবে প্রায় একই প্রকারের অন্ততঃ ৩৪ শত ব্রজবুলির পদের মধ্যে গোবিন্দদাসের ভণিতা-যুক্ত যদি মাত্র ২০।২৫টি পদ মিথিলায় পাওয়া যায়, আর বাকিগুলি সেখানে মোটেই পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বাক্সালা দেশই যে সেই পদগুলির জন্ম-ভূমি, একরূপ অনুমানই অনিবার্য হইয়া পড়ে। মিথিলায় গোবিন্দ ঠাকুর নামক একজন প্রাচীন পণ্ডিত ছিলেন; ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার রচিত কতকগুলি মৈথিল গীতও পাওয়া যায়; গুপ্ত মহাশয় যে “মিথিলা-গীত-সংগ্রহ” নামক গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন, দেই গ্রন্থখানা প্রাচীন সংগ্রহ নহে। দারভাঙ্গার অন্তর্গত শুভকরপুর গ্রামের অধিবাসী দারভাঙ্গা-রাজের জনৈক পারিষদ শ্রীযুক্ত ভোল বা কৰ্ত্তৃক ঐ গ্রন্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কা মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগ এখন অপ্রাপ্য; আমরা বহু চেষ্টারও সংগ্রহ করিতে পারি নাই; দ্বিতীয় ভাগ এক খণ্ড পাইয়াছি; উহাতে গোবিন্দ ঠাকুরের “সুস্থ ভুবনেশ্বর নাথ” ইত্যাদি একটিমাত্র গীত উদ্ধৃত হইয়াছে; ভণিতাটী এইরূপ,—“কহ গোবিন্দ কর জোরি বিনয় প্রভু মানিয়” ইত্যাদি। ইনি যে ‘দাস’ উপাধির ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন কিংবা কবিত্বের জন্য “কবিরাজ” উপাধি পাইয়াছিলেন, একরূপ কোনও প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ বিদ্যাপতির পরে গোবিন্দদাস নামক যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি মিথিলায় প্রোহৃত হইয়া মৈথিল ভাষায় বহু শত উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, এ সম্বন্ধে “শিবসিংহ সরোজ” নামক হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যের প্রামাণিক গবেষণা-পূর্ণ ইতিহাসে অথবা সার গ্রিয়ারসন সাহেব কর্তৃক সংকলিত “History of Hindi Literature বা Maithil Chrestomathy” গ্রন্থে কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না। মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুরের গীতের সহিত ‘গোবিন্দদাস’ ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলি পদগুলির ভাষা কিংবা ভাবগত কোনও সাদৃশ্য নাই। কবিত্ব হিসাবেও সেগুলি নগণ্য। এ অবস্থায় মৈথিল-পঞ্জী অর্থাৎ মৈথিল-বংশ-তালিকায় গোবিন্দ ঠাকুর নামক কোনও ব্যক্তির নাম পাওয়া, তাহা নিই ‘গোবিন্দদাস’ ভণিতা-যুক্ত উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই চূঃনাহসের কার্য বলিয়া মনে হয়। * * * মিথিলার গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে নামের শেষে ‘দাস’ উপাধি সংযোগের দৃষ্টান্ত মোটেই পাওয়া যায় না; সুতরাং অল্প প্রমাণ না থাকিলেও শুধু ‘গোবিন্দ দাস’ ভণিতা দর্শনেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ‘গোবিন্দ দাস’ আর যিনিই হউন না কেন, তিনি পূর্বোক্ত* প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার কিংবা মৈথিল-পঞ্জীর উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব গোবিন্দ ঠাকুর নহেন। ইহাদের কাহারও নামই দাসান্ত দেখা যায় না; সুতরাং ‘দাস’ উপাধি নহে, ‘গোবিন্দ-চরণ’ বা ‘গোবিন্দ-প্রসাদ’ ইত্যাদি নামের মত ‘গোবিন্দদাস’ও একটা সম্পূর্ণ নাম, একরূপ ভর্ক করাও খাটে না; কেন না, তাহা হইলে কোন-না-কোন স্থলে তাঁহাদের নামের পরিচয়ে সম্পূর্ণ ‘গোবিন্দদাস’ নামটী অবশ্যই ছই এক বার উল্লিখিত হইত *

* গোবিন্দ কবিরাজ কোন কোন ভণিতায় যে ভাবে ‘দাস’ শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে উহা যে, বাক্সালী বৈষ্ণব পদ-কর্তাদিগের স্বাভাবিক দীনতা-সূচক উপাধি-মাত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। যথা—

শুষ্ঠ মহাশয় যে, পদকল্পতরুর ‘হানিশানিক বিরহ-বান’ পদের মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুরের উল্লেখ দেখিয়াছেন, উহা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, পদকল্পতরুর সঙ্কলন-কর্তা বৈষ্ণব দাস মিথিলার উক্ত গোবিন্দ ঠাকুরকেই ‘কবিরাজ ঠাকুর’ শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন কিংবা তাঁহার মতেও ঐ পদটির “হয়-হাস” মিথিলার গোবিন্দ ঠাকুরের রচনা। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহন্ত ও পদ-কর্তারাও গৌরব-সূচক ‘ঠাকুর’ নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—‘ঠাকুর নরহরি, ঠাকুর নরোত্তম’ ইত্যাদি *। প্রকৃত পক্ষে মৈথিল কবি গোবিন্দ ঠাকুরের নাম ও পদাবলী বাঙ্গালার তৎকালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; নতুবা পূর্বোক্ত প্রাচীন পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুরের অবিসংবাদিত পদাবলী হইতে অন্তত দুই চারিটিও উদ্ধৃত হওয়া সম্ভবপর ছিল।

“শুষ্ঠ মহাশয় যে গোবিন্দদাসের “জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন” ইত্যাদি পদকল্পতরুর শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-সূচক পদটিতে “হরিনারায়ণ” শব্দ পাইয়া, উহা মিথিলার রাজার উপাধি (?) বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে। “হরিনারায়ণ” কোনও রাজার উপাধি নহে। উহা শিবসিংহের পরবর্তী মিথিলার রাজা ঠৈরব সিংহেরই নামান্তর।† উক্ত “জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন” ইত্যাদি পদের ভণিতার কলি এইরূপ,—

“ভকত-অনিন্দ মকুত-নন্দন
চরণ-কমল করু সেবা।
গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারণ
হরি নারায়ণ দেবা ॥”

“বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে ‘হরি নারায়ণ’ কোনও ব্যক্তির নাম অর্থ করিলে ‘গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারণ’ এই বাক্যটি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। এই বাক্যের একমাত্র সম্ভব অর্থ এই যে, গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারণ করিল যে, (বর্ণিত রামচন্দ্র) হরি ও নারায়ণ দেব অর্থাৎ রামচন্দ্র, হরি ও নারায়ণ অভিন্ন দেবতা। শাস্ত্রের মর্ম্ম ও গোড়ায়

“তরুণ-অরুণ-রুচি পদ-অরবিন্দ।
নথ-মণি-নীছনি দাস গোবিন্দ ॥” (১৯ সংখ্যক পদ)
“লহ লহ হাস ভাব মুহূ বোলত
শোহত গতি অতি মন।
দিন-জনে নিজ বিজ দেখেই সব তারল
বকিত দাস গোবিন্দ ॥” (১৩২ সং পদ)
“এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিণাম
দাস গোবিন্দ কর ॥” (১৫২ সং পদ) ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরূপ বহু স্থলে ‘দাস’ শব্দটি যে নামের অংশ-রূপে নহে, কিন্তু বাঙ্গালী পদ-কর্তাদিগের রীতি অনুসারে ব্যবহৃত বীনতা-সূচক উপাধি মাত্র, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।—সম্পাদক

* অধিক কি, যখন হরিনাস ও তাঁহার অতুলনীয় ভক্তির জন্য বৈষ্ণব-জগতের বহু হরিনাসদিগের মধ্যে ‘হরিনাস ঠাকুর’ নামেই বিখ্যাত হইয়াছেন।—সম্পাদক

† প্রিয়ার্দন সাহেব মহোদয়ের “Maithil Chrestomathy” গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবদিগের ধারণাও এইরূপই বটে। তবে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন যুগের অবতার, ইহাতেই বা কিছু পার্থক্য *। “বাল্যাদি দেশে বৈষ্ণব অথবা অপর কবিরা রামের বন্দনা করিতেন না”—এইরূপ একটা ব্যাপক উক্তির উপযুক্ত প্রমাণ আছে কি? শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্র—কেহই দেশ-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহেন। কৃষ্ণবাস হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য রামায়ণ-কারেরা প্রধানতঃ গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীরামের বন্দনাই করিয়াছেন। প্রত্যেক ভক্ত-সম্প্রদায়েরই স্বীয় উপাস্ত-দেবতার প্রতি পক্ষপাত শোভন ও স্বাভাবিক; সুতরাং গোড়ায় বৈষ্ণব পদ-কর্তারা যে সকলেই শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের বন্দনাই সাধারণতঃ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। এইরূপ ব্যবহার হইতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁহাদিগের অশ্রদ্ধা বা উদাসীনতা সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখায় সপ্তবিংশতি পদ্যবলী দেব-বন্দনার তেরটি পদে পূর্ণ বটে। শ্রীগীত-গোবিন্দের “প্রলয়-পয়োধি-জলে” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ দশাবতার-বর্ণনার দীর্ঘ পদটির এগারটি কলি এই পদ্যবলীর প্রথমেই এগারটি পদরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত দশাবতার বর্ণনার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের সামান্ততঃ উল্লেখ ও গণনা থাকিলেও দশাবতারদিগের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য প্রদর্শিত করার জন্যই বৈষ্ণব গ্রন্থকার আগে ১২শ পদরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় “শ্রীত-কমলা-কুচ-মণ্ডল” ইত্যাদি জয়দেবের প্রসিদ্ধ পদটি উদ্ধৃত করিয়া, পরে ১৩শ পদরূপে গোবিন্দ দাসের উক্ত শ্রীরাম-বন্দনার পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক্ষণ বিশেষ প্রয়োজনে পদকল্পতরুতে শ্রীরাম-বন্দনার এই পদটি উদ্ধৃত না হইলে, বোধ হয় উহা এত দিনে বিলুপ্ত হইয়া বাইত; কেন না, পূর্বোক্ত কারণে সাধারণতঃ বৈষ্ণব কীৰ্ত্তনগায়কগণ শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ব্যতীত অন্য কোনও দেবতার বন্দনা গাহেন না।

“পদকল্পতরুর ২৪১৬ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

“কমলা-লালিত চরণ-কমল-মধু
পাওরে সোই সূজান।
রাজা নরসিংহ রূপ নারায়ণ
গোবিন্দ দাস অমুমান ॥”

“আবার পদকল্পতরুর ৪৩১ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

“বিরহ-মোচন এ তুয়া লোচন-
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥”

“মিথিলার রাজ-বংশের তালিকায় পূর্বোক্ত হরিনারায়ণের পুত্র রূপনারায়ণ ও হরিনারায়ণের পিতার নামান্তর ‘নরসিংহ’ দেখা যায়; শুষ্ঠ মহাশয় কোনও রূপ সন্দেহ না করিয়াই উদ্ধৃত ভণিতায় ‘নরসিংহ’ ও ‘রূপনারায়ণ’কে মিথিলার রাজ-ঘর স্থির করিয়া বসিয়াছেন এবং ইহাও গোবিন্দদাসের মৈথিলিকের একটা ভাল প্রমাণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মিথিলার রাজা উক্ত নরসিংহ ও রূপনারায়ণ ছাড়া কি আর কোনও নরসিংহ ও রূপনারায়ণ থাকিতে পারেন না? এই ভণিতাটি লক্ষ্য করিয়াই বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্বর্গীয় অগাধজ্ঞ ভক্ত মহাশয় তাঁহার “গৌর-পদ-তরঙ্গিণী” গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—“এ স্থলে তিনি (অর্থাৎ গোবিন্দদাস) পক্ষপন্নীয় কবি-নুপতি নরসিংহ ও তাঁহার সভা-পণ্ডিত রূপনারায়ণকে স্মরণ করিতেছেন মাত্র।” বস্তুতঃ নরসিংহ

* গোড়ায় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণতম অবতার, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে অংশ-অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। আলোচ্য বিষয়ের বিচারে সেই পার্থক্যের উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন বলিয়া, উহা বলা হয় নাই।—সম্পাদক

বা নৃসিংহ বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। পদকল্পভরু ১১৫৯ ও ১৩২৪ সংখ্যক তোটক-ছন্দের বিচিত্র পদ-দ্বয় নৃসিংহ দেবের রচিত। গোবিন্দ কবিরাজ খুব সম্ভবতঃ এই নৃসিংহেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আর যদি তর্ক-স্থলে ভণিতার নরসিংহ ও রূপনারায়ণকে মিথিলার সেই নরসিংহ ও রূপনারায়ণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই গোবিন্দ দাসের মৈথিল্য সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? পরবর্তী ও ভিন্নদেশীয় বাঙ্গালী কবি গোবিন্দ দাস শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে কি বিদ্যাপতির প্রতিপালক ও সমকালীন ব্যক্তি সেই রাজা হই জনের এ ভাবে উল্লেখ করিতে পারেন না? গুপ্ত মহাশয়ের মতেও মৈথিল কবি গোবিন্দ ঠাকুর বিদ্যাপতির পরবর্তী; তিনিই বা নিজের প্রতিপালক রাজার গুণকীর্তন না করিয়া, অনেক পূর্ববর্তী রাজা হই জনের স্তুতি করিবেন কেন? বিশেষ প্রসিদ্ধির জন্ত সেরূপ করিয়া থাকিলে, বিদ্যাপতির সংস্রবে তাঁহার বঙ্গদেশেও প্রসিদ্ধি লাভ করায়, বাঙ্গালী গোবিন্দ দাসও সেইরূপ তাঁহাদের গুণকীর্তন করিতে পারেন। গুপ্ত মহাশয় কেবল তাঁহার মতের আপাত-অনুকূল বিষয়গুলিই ধরিয়াছেন, বাহা তাঁহার মতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, যে জন্তই হউক, উহার ধার দিয়াও যান নাই। ভাবা ও ভাবে সম্পূর্ণ এক-জাতীয় গোবিন্দদাসের কতকগুলি পদে* রায় বসন্তের, ২৪১৫ সংখ্যক পদে রায় সন্তোষের ও ৫৩৮ সংখ্যক পদে ‘প্রাত আদিত’ নামক ব্যক্তিদিগের প্রশংসা-সূচক উল্লেখ আছে। ‘প্রাত আদিত’কে কেহ কেহ বাঙ্গালার রাজা ‘প্রতাপ আদিত্য’ নামের ছন্দোমিলনার্থে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর মনে করেন। কোন কোন পুথিতে আবার ‘প্রাত আদিত’ স্থলে ‘রায় চম্পতি’ পাঠও দেখা যায়। প্রকৃত পাঠ এই হইটীর মধ্যে যেটাই হউক না কেন, প্রাত আদিত বা রায় চম্পতি, কেহই মৈথিল বলিয়া জানা যায় নাই। পক্ষান্তরে রায় চম্পতি যে, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের জনৈক মহাপাত্র ছিলেন, তাহা ‘চম্পতি’ ভণিতা-যুক্ত “সখি হে কাহে কহি কটু ভাবা” ইত্যাদি ৪৮১ সংখ্যক পদের সংস্কৃত টীকায় পদামৃতসমুদ্র-প্রণেতা রাধামোহন ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন। চম্পতি বা চম্পতি রায়ের রচিত কয়েকটা উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদের দ্বারা তাঁহার রচিত ২৬টা খাঁটি বাঙ্গালা পদও পদকল্পভরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয় ‘চম্পতি’ বিদ্যাপতির একটা উপাধি—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুবর্তী হইয়া, তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে চম্পতির ব্রজবুলি পদগুলি সমস্তই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; † এখানে উহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। সম্ভবতঃ ‘চম্পতি’ এই অর্থ-শূন্য নামটা বৈয়াকরণিকদিগের উল্লিখিত ‘ডিথ’ ‘ডবিথ’ ইত্যাদি সংজ্ঞার মত ব্যক্তিবিশেষের নাম না হইয়া যে, কিরূপে একটা বিশেষণ-বাচক উপাধি হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। ‘চম্পতি’ শব্দটা ‘চম্পতি’ (অর্থাৎ সেনানায়ক) শব্দের অপভ্রংশজাত, যদি কেহ কষ্ট-কল্পনা দ্বারা এরূপ অনুমান করেন, তাহা হইলে, আমাদের পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর যে, মিথিলার রাজবংশের সেনা-নায়ক হইয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সেরূপ হইলে ওরূপ অর্থে মৈথিল ভাষায় ‘চম্পতি’ শব্দের ব্যবহার না থাকার কোনই কারণ দেখা যায় না। আর যদি ‘চম্পতি’ সেনা-নায়কই হইবেন, তবে উহার সহিত আবার ‘রায়’ উপাধি জোড়া হইয়াছে কেন? গুপ্ত মহাশয়ও আমাদের স্বীকৃত বিগত পাঠ-যুক্ত পূর্বোক্ত ভণিতায় ‘রায় চম্পতি’ শব্দের স্থলে ছন্দ বজায় রাখিয়া কোন মতেই ‘কবি চম্পতি’ বা আর কিছু পাঠ কল্পনা করিয়া ‘রায়’ শব্দটা উড়াইয়া দিতে পারেন না। আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা যদি মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুর বা অত্র কোনও মৈথিল কবি হইতেন, তাহা হইলে তিনি বাঙ্গালার পদ-কর্তা বনন্ত রায় ও বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ভূস্বামী সন্তোষ রায়ের (নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষ দত্ত) উল্লেখ কেন করিবেন, গুপ্ত মহাশয় ইহার সহজতর

* পদকল্পভরু ১০৫০, ১৭২০ ও ২৪৩৪ সংখ্যক পদ উল্লেখ।

† “অসমাপ্ত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থের ভূমিকা, ১৮০ পৃষ্ঠা উল্লেখ।

দিতে পারেন কি ? ফলতঃ পূর্বোক্ত সকলগুলি বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, এই সকল উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদের রচয়িতাকে গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।” * * * *

“এখন ভাষার কথা ধরা যাউক। গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—“গোবিন্দ দাসের ভাষা বিদ্যাপতির অপেক্ষা কঠিন ও জটিল।” দুঃখের বিষয়, তিনি এই কাঠিন্য বা জটিলতার কারণ অমুসন্ধান করেন নাই। কোনও সন্দেহ কবি প্রকৃতপক্ষে মৈথিল, কি বাঙ্গালী, তাহা নির্ণয়ের জন্য ভাষা সম্বন্ধে স্বল্প বিচার এবং ভাষা ও ভাবগত পার্থক্যের আলোচনাই যে, অত্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হওয়ার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলী বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া গুপ্ত মহাশয়ের প্রাচীন মৈথিল ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে যে একটা ধারণা জন্মিয়াছে, উহার সহিত তুলনায় তিনি গোবিন্দ দাসের ভাষাটা কঠিন ও জটিল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন ; তিনি একটু নিরপেক্ষ ভাবে প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির খুব ভক্ত এবং অনেক স্থলেই বিদ্যাপতির অনুকারী হইলেও বিদ্যাপতির ও তাঁহার ভাষায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বিদ্যাপতির পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলী আর গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিদিগের ভাষা তথা-কথিত ‘ব্রজ-বুলী’। বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিল রীতি-সিদ্ধ (idiomatic) সরল স্বাভাবিক ; প্রাচীন মৈথিল-ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সাধারণতঃ উহা হ্রস্বোধ্য নহে। গোবিন্দ দাস প্রভৃতির ব্যবহৃত ‘ব্রজ-বুলী’ সংস্কৃতানুযায়ী দীর্ঘসমাস-যুক্ত ও সংস্কৃত ও প্রাকৃত-জাত বহু নব-কল্পিত ‘তদ্ভব’ শব্দ-পূর্ণ। ইহাদিগের—বিশেষতঃ সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে পারদর্শী গোবিন্দ কবিরাজের রচনা অতিরিক্তরূপে অনুপ্রাণ ও ‘শ্লেষ’, ‘রূপক’, ‘সমাসোক্তি’ প্রভৃতি জটিল অলঙ্কার-পূর্ণ। গোবিন্দদাস তাঁহার অনেক পদেই বাঙ্গালার বৈষ্ণবাচার্য্য রূপ গোস্বামী প্রভৃতির প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য-নাট্যাদি ও রস-শাস্ত্র হইতে ভাব ও রসের ধারা গ্রহণ করায়, গোবিন্দ দাসের পদাবলী ভালরূপে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার বিশেষ ব্যুৎপত্তির সহিত বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্য ও রস-তত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। একরূপ পাঠকের সংখ্যা স্বভাবতই খুব বিরল বলিয়াই বৈষ্ণব-কাব্য-প্রিয় আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও গোবিন্দদাসের প্রতি অমুচিত অনাদর দেখা যায়। গোবিন্দদাসের ব্যবহৃত এই তথাকথিত ব্রজ-বুলীর সৃষ্টি হইয়াছে বাঙ্গালা দেশে ; উহা গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিদিগেরই নিজস্ব ; মৈথিল কবির পক্ষে বিদ্যাপতির অনুকরণে মৈথিল ভাষায় কবিতা না লিখিয়া এই কল্পিত “ব্রজ-বুলী” ভাষায় কবিতা লিখা একান্তই অসম্ভব বটে। গোবিন্দদাসের পদের ভাষা যে মৈথিলী নহে—কিন্তু ব্রজ-বুলী, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ডাক্তার দোনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর তাঁহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থে নানা স্থানে ইহা বলিয়া গিয়াছেন ; আমরাও নানা স্থানে নানা প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন সুপণ্ডিত ভাষা-তত্ত্ব-বিদের সাক্ষ্যও অপ্রাপ্য নহে। গত ১৩৩০ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় “পদ-সাহিত্য ও গোবিন্দদাসের ভাষা” নামক একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, গোবিন্দদাস তাঁহার রচনায় প্রাকৃত-ভাষার প্রভাবই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং তিনি বিদ্যাপতির বিশেষ অমুরক্ত ও ভক্ত ছিলেন বলিয়া, বিদ্যাপতিরও কিছু ভাব ও ভাষা তাঁহার পদাবলীতে স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করায়, ঐ প্রবন্ধের আলোচনা উপলক্ষে প্রসিদ্ধ ভাষা-তত্ত্ব-বিদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন,—“আমি প্রবন্ধটী মনোযোগ দিয়া শুনিলাম, কিন্তু মূল আলোচ্য বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখকের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। * * বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষার রচিত গান বাঙ্গালার আইদে। ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মিথিলায় বেশ যোগ ছিল। বাঙ্গালী বিদ্যার্থীরা মিথিলায় সংস্কৃত পড়িতে যাইতেন। মৈথিল গান বাঙ্গালীদের ভাল লাগায় তাঁহারা উহা

গাহিতেন। কিন্তু মৈথিলের ব্যাকরণ-চর্চা করিয়া ঐ গানগুলির ভাষা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কাহারও আবশ্যকতা ছিল না। ফলে বাঙ্গালীর মুখে অল্প কালের মধ্যে মৈথিলের বিপুল পরিচয় রহিল না; মৈথিলে বাঙ্গালার সংমিশ্রণ ঘটিল এবং এই মিশ্র ভাষায় ছই চারিটা অবহট্ট ও পশ্চিমা-হিন্দীর রূপও আসিল। এই সংমিশ্রণে বিদ্যাপতির পদের যে রূপ দাঁড়াইল, তাহা না-মৈথিল-না-বাঙ্গালা। ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব-প্রভাবে যখন বিদ্যাপতির গানের আদর বাড়িয়া গেল, তখন বাঙ্গালা দেশের লোকের কাছে এই মিশ্র-ভাষার একটা নাম-করণ হইল; ব্রজ-মণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা লইয়া এই পদ, এই জন্ত ইহার নাম হইল “ব্রজবুলী”। তখন কেহ ইহার মৈথিল মূল্যের খোঁজ করেন নাই। পশ্চিমা-হিন্দীর রূপ-ভেদ ও মথুরা আগরা অঞ্চলে প্রচলিত ‘ব্রজভাষা’ হইতে এই ব্রজবুলী হিন্দী নয়, ‘ব্রজভাষা’ই হিন্দী; ‘ব্রজবুলী’ প্রাকৃত-প্রভাবে জাত বাঙ্গালার রূপ-ভেদ নয়, ইহা মৈথিলি বাঙ্গালার মিশাইয়া এক অতি সুমধুর সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষা।”*

“মৈথিল কোনও কবির পক্ষে বাঙ্গালীদিগের সৃষ্ট এই কৃত্রিম কেতাবী ভাষায় কবিতা রচনা করা অসম্ভব। যদি কেহ এরূপ বলেন যে, বিদ্যাপতির খাঁটি মৈথিল পদাবলী যেমন বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত ও পূর্বোক্ত কারণে বিকৃত হইয়া কচিং কোন স্থলে খাঁটি বাঙ্গালায় ও অধিকাংশ স্থলে ব্রজবুলীতে পরিবর্তিত হইয়াছে, সেইরূপ মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুর বা গোবিন্দ-নামক অল্প কোন মৈথিল কবির মৈথিলী পদাবলীও বাঙ্গালায় আদিয়া,—

“চিকণ কালা গলায় মালা

বাজন নুপুর পায়।

চুড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে

তেরছ নরানে চায়।”

ইত্যাদির মত পদে খাঁটি বাঙ্গালায় ও অধিকাংশ পদেই ব্রজবুলীতে পরিবর্তিত হইয়াছে। আমরা এ কথার উত্তরে বলিব যে, মৈথিলার প্রাচীন পুথিতে বিদ্যাপতির পদগুলি মৈথিল-আকারেই পাওয়া গিয়াছে, উহার সহিত বিদ্যাপতির বঙ্গীয় ব্রজবুলী পদাবলীর ভাষা-গত পার্থক্য সুস্পষ্ট। * * * কিন্তু শুণ্ড মহাশয় গোবিন্দ-দাসের ভাব ও ভাষায় একই মহাকবির লক্ষণাক্রান্ত অন্যান্য তিন চারি শত ব্রজবুলীর পদাবলীর মধ্যে মৈথিলার পুথিতে যে মোটে ২০২৫টা পদ দেখিতে পাইয়াছেন এবং উহার অনেকগুলি হইতেই উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে পূর্বোক্ত লেখার কায়দায় ‘যছু’ ‘তছু’ ‘যৈছন’ ‘তৈছন’ ইত্যাদি স্থলে ‘জসু’ ‘তসু’ ‘জৈসন’ ‘তৈসন’ ইত্যাদি ব্যতীত ভাষা-গত কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। মৈথিল পুথিতেও ঐ পদগুলি খাঁটি ব্রজবুলীই রহিয়া গিয়াছে; সুতরাং সেগুলি যে, কোনও বাঙ্গালী কবির রচনা, মৈথিল কবির নহে, ইহা এই ভাষা-গত নিঃসন্দেহ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।”

পুনঃ—

“এখানে ভাষা-গত প্রমাণের প্রসঙ্গেই গোবিন্দদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, উহার পোষকতায় গোবিন্দদাসের ভাব-গত কতকগুলি অল্পকূল প্রমাণ ও কয়েকটা ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপিত করিব।

(১) গোবিন্দদাস স্থানে স্থানে বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাবের কিছু কিছু অঙ্কুরণ করিয়াছেন, সত্য বটে; কিন্তু তিনি বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য রূপ গোস্বামীর অনেক সংস্কৃত কাব্য হইতে অনেক শ্লোকের শুধু অঙ্কুরণ নহে, তাৎপর্য্যানুবাদ করিয়া গিয়াছেন; ইহা তাঁহার বাঙ্গালী ও গোড়ীয় বৈষ্ণবদেরই পরিচায়ক। আমরা নিম্নে কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম;—

(ক) পদকল্পতরুর ১৩৯ সংখ্যক “সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।” ইত্যাদি ব্রজবুলীর পদটি “বিদগ্ধমাধব” নাটকের “একস্ত্রী ক্রতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং” ইত্যাদি শ্লোকের মৰ্ম্মানুবাদ।

(খ) পদকল্পতরুর ৬৪৬ সংখ্যক “মঝু মুখ-বিমল-কমল-বর-পরিমলে” ইত্যাদি স্তম্ভের ব্রজবুলীর পদ “উজ্জ্বল-সন্দেহ” কাব্যের “মদবস্ত্রাশ্চৌরুচ-পরিমলোন্মত্ত সেবানুবন্ধে” ইত্যাদি শ্লোকের মৰ্ম্মানুবাদ।

(গ) পদকল্পতরুর ৭১৬ সংখ্যক “সজনি কি কহব রাইক সোহাগি।” ইত্যাদি পদটি উজ্জলনীলমণি-ধৃত—“সঙ্কেতীকৃত-কোকিলাদিনিনদং কংসবিসং কুর্ক্বতো” ইত্যাদি শ্লোকের মৰ্ম্ম লইয়া রচিত।

(ঘ) পদকল্পতরুর ১৬৯১ সংখ্যক “মাথুর-দূত করি গরুতহি মানি” ইত্যাদি পদ “হংসদূত” কাব্যের অন্তর্ভুক্ত রচিত।*

“আমরা অন্তর্ভুক্ত + বিশেষভাবে আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছি যে, ত্রীরাধার সখীদিগের অনুরূপে ত্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা শুধু শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত গোড়ায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই বিশেষত্ব; শুধু গোড়ায় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত পদ-কর্তাদিগকেই স্ব-রচিত পদাবলীর ভণিতায় সখী-ভাবে সেবায় নিযুক্ত দেখা যায়। ইহাও তাঁহাদিগের বাঙ্গালীত্বের পরিচায়ক বটে। নিম্নে গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট ব্রজ-বুলীর পদ হইতে সখী-ভাবে সেবার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল;—

(ক) “গোবিন্দদাস পঙ্খ দরশায়ত” (৭৪৪ সং পদ)

(খ) “গোবিন্দদাস যতন করি রাখত লাজক জালে আগোর।” (২০২ সং পদ)

(গ) “চলইতে দৌগ-ভরম জনি হোয়।

গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গৌর ॥” (৯৮৬ সং পদ)

(ঘ) “বীজন করতহি গোবিন্দদাস ॥” (১১১১ সং পদ)

(চ) “আনন্দে সেবই গোবিন্দ দাস ॥” (১৩৬৭ সং পদ)

(ছ) “হা হা প্রাণ-রাই ভেল অচেতন

গোবিন্দ দাস করু কোর ॥” (১৬১৪ সং পদ)

(জ) “সখাদি না আওত গোবিন্দ দাস ॥” (১৬৩৭ সং পদ)

(ঝ) “জানইতে কানুক সো আশোয়াস।

চলু মথুরাপুর গোবিন্দ দাস ॥” (১৬৪৮ সং পদ)

(ঞ) “কো কহে কানুক পাশ।

চলতহি গোবিন্দ দাস ॥” (১৭৩১ সং পদ)

(ট) “জল-সেবন করু গোবিন্দ দাস ॥” (২৭৮৪ সং পদ)

(ঠ) “চরণ-সেবন করু গোবিন্দ দাস ॥” (২৮২৯ সং পদ)

“ত্রীরাধা-কৃষ্ণের নিভৃত-লীলায় সেবা করার অধিকার সখী ও সখীর অনুরূপা ভিন্ন আর কাহারও নাই। পুঙ্খানুপুঙ্খানুগত পক্ষে এখানে দ্বার রুদ্ধ। বিদ্যাগতি হইতে আরম্ভ করিয়া দারভাজার অধীশ্বর স্বর্গীয় সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহোদয়ের সভা-কবি হর্ষনাথ বা পর্য্যন্ত যত মৈথিল কবির যত পদ দেখা গিয়াছে, উহার

* স্থানান্তরে সম্পূর্ণ পদ ও শ্লোকগুলি একত্রে উদ্ধৃত হয় নাই, পদকল্পতরুর উক্ত পদগুলির টীকায় মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি তুলনার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।—সম্পাদক

+ “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থের ভূমিকায় ৮৮০—১/০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

কোনটাই একরূপ সমী-ভাবে সেবার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই; সুতরাং এ সকল-দেখিরাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এ সকল পদের রচয়িতা বাঙ্গালী ছাড়া মৈথিল কবি নহেন।

“(৩) আলোচ্য পদাবলীগুলি যে, মৈথিল-কবি গোবিন্দ ঠাকুরের নহে, উহার আর একটা আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এই যে, “মিথিলা-গীত-সংগ্রহ” নামক গ্রন্থের ২য় ভাগে আমরা গোবিন্দ ঠাকুরের যে নিঃসন্দেহ একটি পদ দেখিতে পাই, তাহার ভাষার সহিত ‘গোবিন্দ দাস’ ভণিতা-যুক্ত পদগুলির ভাষা বা ভাবের কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না; পক্ষান্তরে গোবিন্দদাসের অনুন দুই তিন শত ব্রজবুলী পদের মধ্যে ভাষা ও ভাবের একরূপ সাদৃশ্য এবং একজন শ্রেষ্ঠ-কবির নিপুণ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায় যে, সেইগুলিকে গোবিন্দ ঠাকুর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও উচ্চ-শ্রেণীর কবির রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিয়া পারা যায় না। ব্রজ-বুলী পদের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি গোবিন্দ দাসের সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা পদাবলীর কথা ধরা যায়, যথা—“চিকণ কালা গলার মালা” ইত্যাদি (১৪৯ সং), “ঢল ঢল কাঁচা অন্ধের লাবনি” ইত্যাদি (১৫২ সং), “মুখি যদি বলোঁ পাসরোঁ কান, মনে সে না লয় আন” ইত্যাদি (১৯০ সং), “অবলা কি জানি শুণ ধরে” ইত্যাদি (১৬১ সং), “এই ত মাধবী-তলে” ইত্যাদি (১৬৭৩ সং),—তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, এই সকল উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদেও আমরা দেখি শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ দাসেরই নিজস্ব-ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। বাঙ্গালী পদ-কর্তা জ্ঞানদাসের মত গোবিন্দ দাসও বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ-রচনায় তুল্য কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। রায় শেখরও অনেকটা একরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যাবহিত হওয়ার কোনও কারণ নাই; তবে ব্রজবুলির অধিক মষ্টতার জন্যই হউক কিংবা অথ যে কারণেই হউক, গোবিন্দদাস যে ব্রজবুলী পদের রচনায় শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মহাপ্রভুর পরবর্তী কালের পদ-কর্তাদিগের মধ্যে যেমন কবিত্ব হিসাবে গোবিন্দ কবিরাজ শ্রেষ্ঠ, সেরূপ ব্রজবুলীর স্রষ্টা বা অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক বলিয়াও তিনি চিরকাল মান্য হইয়া আসিতেছেন।”

গোবিন্দ কবিরাজের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণাবলীর মধ্যে ‘প্রেমবিলাস’, ‘ভক্তিরত্নাকর’ ও ‘ভক্তমালে’র লিখিত বিবরণ তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত প্রদানে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব খ্যাতির সম্বন্ধে আরও কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রমাণ নিয়ে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

“গোবিন্দ কবিরাজ যেমন পূর্ববর্তী পদকর্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বন্দনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার পরবর্তী ও আনু্য ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন কবি “ভক্তি-রত্নকার” গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার একটা পদে লিখিয়াছেন,—

“শ্রীধরের দামোদর কবি-কুলে শ্রেষ্ঠতর

গোবিন্দের হন মাতামহ।

সুর-শুভ্র সঙ্গে যার

তুলনার বারে বার

লোকে যশ গায় অহরহ।

বুঝি মাতামহ হৈতে

কবি-কীৰ্ত্তি বিধিমতে

পাইলা গোবিন্দ কবিরাজ।

কহে দীন নরহরি

তাই ধন্ত ধন্ত করি

শুণ গায় গণ্ডিতসমাজ।”—(গৌর-পদ-সুত্রঙ্গী, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)।

আন্দাজ সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন কবি বল্লভ দাস লিখিয়াছেন,—

“শ্রী:গোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবি-সমাজ
কাব্য-রস-অমৃতের খনি ।
বাগ্‌দেবী যাহার দ্বারে দাসীভাবে সব ফিরে
অলৌকিক কবি-শিরোমণি ॥
ব্রজর মধুর গীতা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি ।
তাহা হৈতে নহে নান গোবিন্দের কবিত্ব গুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥
অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পছন্দ
পরলোকে করিলা গমন ।
গুরুর আদেশক্রমে শ্রী:গোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিলা পূরণ ॥
এমন সুন্দর তাহা আচার্য্য-রত্ন শুনি বাছা
চমৎকার ভাবে মনে মনে ।
তাই গুরু মহানন্দে “কবিরাজ” শ্রী:গোবিন্দে
উপাধিটা করিলা প্রদানে ॥
গোবিন্দের কবিত্ব-শক্তি সাধন ভজন ভক্তি
অতুলন এ মহীমণ্ডলে ।
ধন্য শ্রী:গোবিন্দ কবি কবি-কূলে যেন রবি
এ বল্লভ দৃঢ় করি বলে ॥”—(ঐ, ৪৮০ পৃষ্ঠা)

“পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন,—

“জয় কবিরাজ-রাজ রস-সায়র
শ্রীযুত গোবিন্দ দাস ।
ঐছন কতিহঁ না গেরিয়ে ত্রিভুবনে
প্রেম-মুরতি পরকাশ ॥
ষাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চীত ।
শুনইতে গরু খরু তব হোয়ত
ঐছন রসময় গীত ॥”—(পদকল্পতরু, ১৮ সংখ্যক)

গোবিন্দ কবিরাজ যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রী:রাব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট হইতে কবি-শ্রেষ্ঠ বলিয়া
‘কবিরাজ’ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, ভক্তিরত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে ইহা বর্ণিত হইয়াছে ; যথা,—

“গোবিন্দ শ্রী:রামচন্দ্রামুজ ভক্তিময় ।
সর্বশাস্ত্রে বিদ্যা কবি সবে প্রশংসয় ॥

শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে ।

পরমানন্দিত বার গীতামৃত পানে ॥

‘কবিরাজ’-খ্যাতি সবে দিলেন তথাই ।

কত স্নাঘা ঠেকল স্নোকে ব্রজস্থ গোপাঞ্জে ॥

তথ্যি—

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র-চন্দন-গিরেশচন্দ্রসন্তানিল

নানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু-সম্বন্ধভাক্ ।

শ্রীমজ্জীব-সুরাজিবি পাশ্রয়জুঘো ভূদ্বান্ সমুদাদয়ন্

সর্বত্রাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমশ্রুৎ পরম্ ॥”

গোবিন্দ কবিরাজের মন্ত্র-দাতা গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয় বহু দিন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন । শ্রুতরাং নরহরিচক্রবর্তীর “শ্রীলোকনাথ আদি” দ্বারা শ্রীনিবাস আচার্য্যও লক্ষিত হইতেছেন ; এ জন্ত ভক্তিরত্না-করের এই উক্তির সহিত পদ-কর্ত্তা বল্লভের পূর্বোক্ত উক্তির বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই । * * *

“সে সময়ে আজকালের মত উপাধি সুলভ ছিল না ; শ্রীজীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়দিগের শ্রুত শ্রুপ্রসিক্ত পণ্ডিত ও সংস্কৃতের কবিরাজ গৌরব-সূচক উপাধি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন । ইহারা বাহ্যকে গৌরব করিয়া ‘কবিরাজ’ উপাধি দানে অভিনন্দিত করিয়াছেন, তাঁহার মহাকবির উপযুক্ত গুণগ্রাম ছিল না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে কি ? গুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি ? গুপ্ত মহাশয় এক স্থানে যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, সে ভাবে অশ্রের পদ “আবৃত্তি” (?) করিয়া কেহ কোন কালে “কবি-রাজ” হইতে পারিয়াছেন কি ?”

অতঃপর আমাদের প্রবন্ধে আমরা গুপ্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি । গুপ্ত মহাশয়ের একটা প্রধান যুক্তি এই যে, যেহেতু গোবিন্দদাসের পদাবলীর অনেক পাঠ বঙ্গীয় গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ও বিকৃত, কিন্তু মৈথিল গ্রন্থে শুদ্ধ পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা ই বুঝিতে হইবে যে, মৈথিল কবি গোবিন্দদাসের পদের পাঠ বাঙ্গালা দেশে আসিয়া তাঁহার ভাষায় অনভিজ্ঞ গায়ক ও লিপি-করদিগের দ্বারা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে । গুপ্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণগুলির বিশেষ আলোচনা দ্বারা আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে, তিনি যে দুই একটা বিকৃত পাঠ দেখাইয়াছেন, উহার শুদ্ধ পাঠ বাঙ্গালার প্রাচীন পুথিতেই পাওয়া যায় । সাহিত্য-পরিষদের পদকল্পনাকালে আমরা শুদ্ধ পাঠই গ্রহণ করিয়াছি । এতদ্ব্যতীত তিনি মৈথিল গ্রন্থের যে সকল পাঠ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উহার মধ্যে বহুসংখ্যক অর্থশূন্য বিকৃত পাঠ রহিয়াছে । স্থানাভাব হেতু ঐ পাঠ-বিচার এখানে উদ্ধৃত হইল না ; কোতূহলী পাঠক আমাদের উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দেখিবেন । আমাদের মতে পুথির লেখকদিগের একরূপ ভ্রম-প্রমাদ হইতে এত সহজে কোন কবির জন্ম-স্থল বা ভাষা সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত করা চলে না । গোবিন্দ কবিরাজের এই আলোচ্য পদাবলীর সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং ভাব-গত ও ভাব-গত নিশ্চয়ত্বক আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এত রহিয়াছে যে, গুপ্ত মহাশয়ের প্রযুক্ত এই হেতুভাসের আশ্রয় লওয়া আমাদের সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ; নতুবা তাঁহার এই যুক্তি অল্পসংখ্যকই আমরা বলিতে পারিতাম যে, যেহেতু গোবিন্দ দাসের পদাবলীর মৈথিল-পাঠ বিকৃত ও অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বঙ্গীয় প্রাচীন পুথির পাঠ শুদ্ধ, ইহা দ্বারা ই তাঁহার বাঙ্গালী প্রমাণিত হইতেছে ।

শুণ্ড মহাশয়ের প্রবন্ধে একটা ইঙ্গিত দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্তের বন্দনা ও লীলার বর্ণনা-কারী বাঙ্গালী গোবিন্দদাসের রচনা কোন বিষয়েই ব্রজ-লীলার কবি মৈথিল গোবিন্দদাসের অঙ্কুর নহে। এইরূপ ইঙ্গিত যে সম্পূর্ণ অমূলক ও অসঙ্গত, শ্রীগৌরাজের বন্দনা-মুদ্রক “নীরদ নয়নে নীর ঘন দিকনে” (পদকল্পতরুর ৬৭ সংখ্যক) ইত্যাদি দুই চারিটা পদ পাঠ করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। গোবিন্দদাসের শ্রীগৌরাজ-লীলার পদগুলিতেও তাঁহার ব্রজ-লীলার পদের স্রাব একই মহাকবির স্রনিপুণ হস্তের পরিচয় বিবল নহে; তবে কাব্যোচিত বিষয়ের প্রাচুর্য্য হেতু তাঁহার হাতে যে, ব্রজলীলার বর্ণনা অধিক ফুটিয়াছে, তাহা সহজেই অস্বপ্ন। কেবল গোবিন্দ দাস নুহে, জ্ঞানদাস, রায় শেখর, বলরাম প্রভৃতি অত্রাঙ্ক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালী পদ-কর্তার সম্বন্ধেও এ কথা তুল্যভাবে প্রযোজ্য বটে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গোবিন্দ কবিরাজের আলোচ্য পদাবলী মিথিয়ার পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদিগের স্বদেশী গোবিন্দদাস নামক কল্পিত কবির রচিত বলিয়া আজ পর্য্যন্ত দাবী করিতে অগ্রসর হন নাই। এ অবস্থায় গুপ্ত মহাশয় তাঁহার স্বদেশী ও স্ব-জাতীয় মহাকবি গোবিন্দদাসকে মৈথিল কবি বলিয়া প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হওয়ার, আমরা তাঁহার উদারতার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু নগেন্দ্র বাবুর মত একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে নিজের একটা কাল্পনিক মতের পোষকতায় এরূপ অসার যুক্তির অবতারণা করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও হুঃখিত না হইয়া পারি নাই।

পদ-কর্তা 'গৌর দাস' কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। তবে তিনি ৩৭৭ সংখ্যক পদের ভণিতায় লিখিয়াছেন,—“কহে যহ্ননন্দ দাসক দাস। গৌর দাস তহিঁ করু আশোয়াস॥” ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা যহ্ননন্দ ঠাকুরের জনৈক ভক্ত ছিলেন। যহ্ননন্দ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্তা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন; তিনি ১৫২২ শকে ৭০ বৎসর বয়সে “কর্ণানন্দ” নামক গ্রন্থ রচনা করেন; সুতরাং তিনি যে খৃষ্টীয় ১৬০৭ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভক্ত গৌরদাসও সম্ভবতঃ শতকের প্রথম ভাগেই বর্তমান ছিলেন, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। গৌরদাসের মাত্র পাঁচটা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৩০২৬ সংখ্যক প্রার্থনার পদটা ছাড়া গৌরদাসের বাকি পদগুলি ব্রজ-বুলীর পদ। শুধু এই কয়েকটা পদ দেখিয়া তাঁহার কবিজ্ঞ সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসার কথা কিছু বলা যায় না; তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ব্রজ-বুলী রচনায় তিনি অপটু ছিলেন না। তাঁহার ১০২৫ সংখ্যক জ্যোৎস্না অভিসারের সঙ্কেতমুচক—

"এত শুনি দূতি চলল অবিলম্বে

আসি ভেল উপনিত কামুক পাশ।

মঙ্গল-তরঙ্গে সকল সমুখাঘল

পুন হেরি কুমুদ কহে পরকাশ ॥

কুমুদিনি গুণ পরি- মলে ভগ জীতল

কাহ্নে বিলম্বায়ত শ্রামল ভূদ ।

দুভিক বচনে
চলল বর-নাগর

তুর্নিতহি গৌর হৃদয় পরসম ।”

পঙক্তিগুণিতে কবি সুন্দর কৌশলে দৃষ্টান্ত সঙ্কেত ব্যবহৃত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবনে অভিসার-যাত্রার পরেই শ্রীরাধাকে অভিসারে গমনের জন্য দৃষ্টান্ত প্রদান ও তদনুসারে শ্রীরাধারও বৃন্দাবনে অভিসারের বর্ণনাস্বক

গৌরমোহনের ভণিতা-যুক্ত ১০২৬ সংখ্যক পদটি পাওয়া যায়। উভয় পদের রচনা-সাদৃশ্য ও একটির সহিত আর একটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দর্শনে দুইটি পদই একজনের রচনা বলিয়া বিবেচনা হয়। সুতরাং ‘গৌরমোহন’ গৌরদাসেরই পূর্ণ নাম বলিয়া অনুমান হইতেছে। কিন্তু ৩০২৬ সংখ্যক প্রার্থনার পদের রচয়িতা ‘গৌর’ যে ‘গৌরমোহন’ নহেন, কিন্তু ৩০২৫ হইতে ৩০২৯ সংখ্যক সম্পূর্ণ এক-জাতীয় প্রার্থনার পদগুলির রচয়িতা গৌরমুন্দর বটে, পদগুলি প্রাধান্য সহকারে পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। এই সকলগুলি পদেরই ছন্দ একটু বিচিত্র এবং সবগুলি পদের সবগুলি কবির আগেই ‘রাধানাথ’ সংবোধন-পদটি দৃষ্ট হয়, যথা—

“রাধানাথ বড় অপরূপ লীলা।

কিশোর কিশোরী ছ’ এক-মেলি

নবদীপে প্রকটিল। ॥ ধ্রু।

রাধানাথ বড় অপরূপ সে।

শ্রীচৈতন্ত নামে দয়া দীন হীনে

তপত-কাঞ্চন দে ॥”—ইত্যাদি, ৩০২৫ সংখ্যক পদ।

“রাধানাথ কি তব বিচিত্র মায়া।

একলা আইসে একলা যায়

পড়িয়া রহয়ে কায়া।

রাধানাথ সকলি এমনি প্রায়।

ভাই বন্ধু আদি পুত্র কলজাদি

সঙ্গে কেহ নাহি যায় ॥”—ইত্যাদি, ৩০২৬ সংখ্যক পদ।

‘গৌরমুন্দর’ ভণিতার চারিটি পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা ‘গৌরদাস’ প্রসঙ্গে বলিয়াছি

যে, ৩০২৬ সংখ্যক ‘গৌর’ ভণিতার পদটিও রচনা দর্শনে গৌরমুন্দরের রচিত বলি-
গৌরমুন্দর
য়াই বিবেচনা হয়; সুতরাং পদকল্পতরুতে গৌরমুন্দরের মোটে পাঁচটি পদ পাওয়া

হইতেছে। ইহা দ্বারা পদ-কর্তা গৌরমুন্দর যে পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের পূর্ববর্তী কিংবা অন্ততঃপক্ষে সমকাল-বর্তী কবি, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। লালগোলায় অধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুরের সম্পূর্ণ অর্থব্যয়ে বহরমপুরের শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত “কীর্তনানন্দ” * গ্রন্থে সঙ্কলয়িতার নাম মুদ্রিত হয় নাই। সেরূপ বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় কীর্তনানন্দ পুথির উল্লেখ ও উহা হইতে বহুসংখ্যক পদ সংগ্রহ করিয়া থাকিলেও অন্ততঃ পুথি-খানার প্রাচীনতা প্রমাণিত করার জন্তও উহার সঙ্কলয়িতার নাম-নির্দেশ ও সময় নিরূপণ করার জন্ত চেষ্টা করেন নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁহার উল্লিখিত ও শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয়ের উক্ত সংস্করণের আধার-ভূত ‘কীর্তনানন্দ’ পুথিখানা শেষ অংশে খণ্ডিত; সুতরাং পুথির শেষে সঙ্কলয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই। আমরা কিন্তু ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠার একটা পদের উক্তি হইতে “গৌরমুন্দর দাস” শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা-সমুদ্রস্বরূপ “কীর্তনানন্দ” সঙ্কলিত করেন, ইহা জানিতে পারিয়াছি। পদটি নিয়ে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর ।

দোষ পরিহরি শুনহ শ্রবণ-মধুর ॥৬৭॥

বড় অভিলাষে রাখাকৃষ্ণ-লীলা

গীতহি সজ্জতি করি ।

হয় নাহি হয় বুঝিতে না পারি

সবে মাত্র আশা ধরি ॥

তোমরা বৈষ্ণব সব শ্রোতাগণ

চরণ ভরসা করি ।

আপন ইচ্ছায়ে আমি নাহি লেখি

সেই লেখায় গৌরহরি ॥

মোর অপরাধ ঠাকুর বৈষ্ণব

ক্ষেমিয়া করহ পান ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ- লীলা-সমুদ্রহি

কীৰ্ত্তন আনন্দ নাম ॥

তোমরা বৈষ্ণব পরম বাক্যব

পূর মোর অভিলাষা ।

গৌরাক-চরণ মধুকরে গৌর-

সুন্দর দাস আশা ॥”

এই ‘কীৰ্ত্তনানন্দ’ গ্রন্থের ৫ পৃষ্ঠার “স্মৃতিকা মন্দিরে গিয়া আনন্দে বলাই ।” ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলার পদের ভণিতা এইরূপ, যথা—

“বৈষ্ণব দাসেতে কয় মনের হরিষে ।

জন্ম নিত্য লীলা প্রভু করিলা প্রকাশে ॥”

এই পদের রচয়িতা ‘বৈষ্ণব দাস’ যদি পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস হয়েন, তাহা হইলে গৌরসুন্দর ও বৈষ্ণব দাস পরস্পরের গ্রন্থে পরস্পরের পদ উদ্ধৃত করায়, উভয়েই সমকাল-বর্তী পদ-কর্তা, এইরূপ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য মনে হয়। বস্তুতঃ এই “কীৰ্ত্তনানন্দ” পুথিখানাতেও “পদ-রস-সার” ও “পদ-রত্নাকর” পুথির ভ্রায় পদকল্পতরুতে যাহা উদ্ধৃত হয় নাই, এরূপ বহু-সংখ্যক পদ দেখা যায়। “পদ-রস-সার” ও “পদরত্নাকর” যে পদকল্পতরুর পরবর্তী সংগ্রহ, তাহা উক্ত পুথি-দ্বয়ের প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হইয়াছে। “কীৰ্ত্তনানন্দ” পুথিখানাকেও আমরা সেইরূপ পরবর্তী সংগ্রহ বলিয়াই বিবেচনা করি। তবে গৌরসুন্দরের এই সংগ্রহ-গ্রন্থের কাল পদকল্পতরুর অল্প কিছু পরবর্তী হইলেও তাঁহার কয়েকটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহাকে বৈষ্ণব দাসের সম-সাময়িক প্রায় ছই শত বৎসরের পূর্ববর্তী পদ-কর্তা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে। গৌরসুন্দরের রচনায় বিশেষ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার “কীৰ্ত্তনানন্দ” সংগ্রহ গ্রন্থখানার জন্তই যে, তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌরসুন্দরের কয়েকটি পদ কীৰ্ত্তনানন্দেও আছে। এই গৌরসুন্দর দাস ছাড়া অল্প কোনও গৌরসুন্দরের পরিচয় পাওয়া যায় নাই; সুতরাং অল্প প্রতিবন্দীর অভাবে কীৰ্ত্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দরকেই আমরা পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া অনুমান করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুইজন গৌরীদাসের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাদিগের প্রথম জন পণ্ডিত গৌরীদাস 'ঠাকুর পণ্ডিত' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি অধিকা-কালনানিবাসী মুখটা-বংশীয় কংসারি মিশ্রের পুত্র এবং সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই ভ্রাতৃ-দ্বয় শ্রীমহা-প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম-সাময়িক এবং তাঁহাদিগের পরম ভক্ত ছিলেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেম-ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের এক বৎসর পূর্বে একদা নিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া অধিকা-কালনার গৌরীদাসের ভবনে শুভাগমন করেন। এই সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর সহিত তাঁহার যে প্রীতিমুচক কথোপ-কথন হয়, উহা পদ-কর্তা কৃষ্ণদাস পদকল্পতরুর ২০৫৮ ও ২০৫৯ সংখ্যক ঐতিহাসিক পদ-দ্বয়ে চিত্র-স্বরূপে করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু গৌরীদাসের গৃহে এই উপলক্ষে যে অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শিত করেন, তাহা ২০৫৯ ও ২০৬০ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে যে, গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রতি-ষ্ঠিত এই শ্রীগৌরাদ ও শ্রীনিত্যানন্দের যুগল-মূর্ত্তির সেবাই প্রভুদ্বয়ের সর্কাপক্ষা প্রাচীন সেবা বটে। গৌরী-দাস পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনের সুবল-সখা ও তাঁহার জন্ম-ভূমি অধিকা-কালনা দ্বাদশ-পাটের অন্ততম পাটরূপে বৈষ্ণব-সমাজে বিখ্যাত। নিত্যানন্দ প্রভু ইহার পরবর্ত্তী কালে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কস্তা বনুধা ও জাহ্নবী ওরফে জাহ্নবা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই গৌরীদাস পণ্ডিত আলোচ্য পদের রচয়িতা কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। দ্বিতীয় গৌরীদাস একজন প্রসিদ্ধ কীৰ্ত্তনিয়া এবং নিত্যানন্দের সম-সাময়িক ভক্ত ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনার লিখিত হইয়াছে,—

“গৌরীদাস কীৰ্ত্তনিয়ার কেশেতে খরিয়া।

নিত্যানন্দ স্তব করাইলা নিজ-শক্তি দিয়া।”

পদকল্পতরুর ‘গৌরীদাস’ ভণিতার—“পহু মোর নিত্যানন্দ রায়” ইত্যাদি ২৩১৩ সংখ্যক পদটী নিত্যানন্দ বন্দনা-বিষয়ক বটে। এই বন্দনা-পদকে লক্ষ্য করিয়াই বৈষ্ণব-বন্দনার ঐক্য লিখিত হইয়াছে, ইহা অনুমান করিয়াই বোধ হয়, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় এষ্ট কীৰ্ত্তনিয়া গৌরীদাসকেই পদ-কর্তা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার ঐ মতই সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি।

গৌরীদাসের এই দুইটা মাত্র পদ দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা যাইতে পারে না। তবে তাঁহার ১৬১ সংখ্যক—

“ধরণী-শয়নে

বায়ুয়ে নয়নে

সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ।

চম্পক-বরণ

তাপে মলিন

হৃদয় দহ অনঙ্গ।”

ইত্যাদি ত্রিরাধার আশু-দুতীর উক্তি পূর্ব্বরাগের পদটী দেখিয়া মনে হয় যে, গৌরীদাসের পদগুলির রচনা বেশ প্রাঞ্জল ছিল। পূর্ব্বোক্ত ২৩১৩ সংখ্যক নিত্যানন্দ-বন্দনার পদের ভণিতার কবিতা আছে,—

“পসারিয়া বিশ্বস্তর

আর প্রিয় গদাধর

আচার্য্য-চক্রে বিকি কিনি।

গৌরীদাস হাসি হাসি

রাগার নিকটে বসি

হাটের মহিমা কিছু শুনি।”

এই রাজা শ্রীগৌরোদয়ের প্রেমের হাটের রাজা নিত্যানন্দ । কেন না, গৌরীদাস পদের দ্বিতীয় কণ্ঠে লিখিয়াছেন,—

“চৈতন্ত-অগ্রজ নাম ত্রিভুবন-অমুপাম
সুধধনৌ-তীরে করি থানা ।

হাট করি পরবন্ধ রাজা হৈল নিত্যানন্দ
পাষণ্ডী-দলন বীর-বানা ॥”

গৌরীদাসের,— “গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি ॥”

সুকৌশলময় উক্তি পড়িয়া, উহা পরবর্তী কোনও কবির শুধু কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষা বলিয়া মনে হয় না ; ইহা যেন সত্যই তাঁহার সাক্ষাৎদৃষ্ট ঘটনার অপূর্ণ বর্ণনা । সুতরাং গৌরীদাস যিনিই হউন, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সম-সাময়িক, তাঁহার অনন্তভক্ত ও কৃপা-পাত্র ছিলেন এবং এই বন্দনাটাই বৈষ্ণব-বন্দনার উল্লিখিত সেই নিত্যানন্দ-বন্দনা—এইরূপে দেখিলেই এই পদটির, বিশেষতঃ উহার সুমধুর উপপংহারের প্রকৃত রসান্বাদন করা যায় ।

বাঙ্গালা সাহিত্যে একজন ঘনরাম সুবিখ্যাত । ইনি “শ্রীধর্মজল” নামক বৃহৎ কাব্যের প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্তী ।

ঘনরাম

বর্তমান জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে গৌরীকান্ত চক্রবর্তীর ঔরসে সীতা দেবীর গর্ভে ইহার জন্ম । জন্মের শক নিশ্চিত জানা যায় নাই ; তবে ১৬৩৩ শকের

অগ্রহায়ণ মাসে ‘ধর্মজল’ কাব্যের রচনা শেষ হইয়াছিল বলিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । বহুকাল পূর্বে, বঙ্গ-বাসী-যজ্ঞালয় হইতে ‘ধর্মজল’ কাব্যখানা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । ঘনরাম এই কাব্যে বিশেষ প্রশংসনীয় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । বোধ হয়, তিনি প্রৌঢ় বয়সেই এই কাব্যের রচনা করেন । সুতরাং আনু্য ১৬০০ শাক অর্থাৎ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্বেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর কোন ঘনরামের উল্লেখ পাওয়া যায় না । সুতরাং পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদগুলি এই ধর্মজলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর রচিত বলিয়াই অনুমান হয় । ঘনরাম দাসের ভণিতা-যুক্ত পদগুলির সমস্তই বাৎসল্য-রস ও গোষ্ঠ-লীলার সখা-রসের পদ বটে । উহার প্রায় কুত্রাপি ব্রজ-বুলী ব্যবহৃত হয় নাই ; কিন্তু ১১৫২ সংখ্যক পদটি একটু বিজ্ঞি রকমের । ঐ পদের আগের দিকের কলিগুলি ব্রজ-বুলী মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দে, কিন্তু শেষের চারি ছত্র খাঁটি বাঙ্গালা পদ্যর ছন্দে রচিত । একই পদে এরূপ ভাষা ও ছন্দের প্রভেদ পদাবলী-সাহিত্যে খুব বিরল । সম্ভবতঃ লিপিকরের ভ্রমে দুইটা বিভিন্ন পদ মিশিয়া যাইয়া এইরূপ একটা অদ্ভুত মিশ্র-পদের উৎপত্তি হইয়াছে । ঘনরামের আলোচ্য পদগুলির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সেগুলির মধ্যে পদ-কর্তা সরল ভাষায় মা যশোদার বাৎসল্য ও সখা-গণের সখা-ভাবে অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক চিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন । এই পদগুলি প্রোজলতা ও স্বাভাবিকতায় সকল পাঠকেরই মনোরঞ্জন করিয়া থাকে । আমরা কোতূহলী পাঠকদিগকে ঘনরামের ১১৬৪ ও ১১৬৫ সংখ্যক পদ দুইটা পাঠ করিতে অনুরোধ করি । স্বভাবতঃ মধুর-রসপ্রিয় বৈষ্ণব পদ-কর্তা-দিগের অল্প রসের রচনা কম পাওয়া যায় । সুতরাং ঘনরামের এই বাৎসল্য ও সখা-রসের সুন্দর পদগুলির দ্বারা পদকল্পতরুর যে বিশেষ রস-বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুই জন প্রসিদ্ধ ঘনশ্রামের বিবরণ পাওয়া যায় । (১) “ভক্তি-রত্নাকর” নামক প্রসিদ্ধ

ঘনশ্রাম

বৈষ্ণব-ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা পদ-কর্তা ঘনশ্রাম ওরফে নরহরি চক্রবর্তী ।

(২) ‘কবিরাজ’-বংশোদ্ভূত মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্রাম কবিরাজ ।

ঘনশ্রাম ওরফে নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার “ভক্তি-রত্নাকর” গ্রন্থের শেষে নিজের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

“নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে ।

পূর্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব জনে ॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত ।

তঁার শিষ্য মোর পিতা বিশ্ব জগন্নাথ ॥

না জানি কি হেতু হৈল মোর ছই নাম ।

নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥”

‘ঘনশ্যাম’ ও ‘নরহরি’—এই দুইটা নামের মধ্যে যে জড়ই হটক, বোধ হয়, তাঁহার ‘নরহরি’ নামটাই অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরসাকরে গোবিন্দদাস প্রভৃতির অল্পসংখ্যক পদ সহ নিজের ‘নরহরি’ ও ‘ঘনশ্যাম’ উভয় ভণিতার ছই শত ত্রৈণিগীতী বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীর পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন; আমরা গনিয়া দেখিয়াছি, উহার মধ্যে মাত্র ৩২টি ঘনশ্যাম ভণিতার পদ আছে। তিনি বাঙ্গালা পদে মিলের (Rhyme) অল্পরোধে ও ব্রজ-বুলী পদে ছন্দের মাত্রার অল্পরোধে ‘ঘনশ্যাম’ নামের ব্যবহার করিয়াছেন; তাহা ছাড়া তাঁহাকে এই ‘ঘনশ্যাম’ নামের ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। ২০০টি পদের মধ্যে ৩৯ বার ‘ঘনশ্যাম’ নাম পাওয়ার ইহার প্রায় গড়ে প্রতি ছয়টি পদের মধ্যে একটি ‘ঘনশ্যাম’ ভণিতার পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পদকল্পতরুতে ‘নরহরি’-ভণিতাযুক্ত মোটে ৩৪টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ পদ যে, শ্রীমহাপ্রভুর সমনাময়িক অন্তরঙ্গ-ভক্ত শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।* সুতরাং এই ৩৪টি পদের মধ্যে আনু্য ১৮টি পদ নরহরি চক্রবর্তীর রচিত মনে করিলে, পূর্বোক্ত অল্পপাতে পদকল্পতরুতে তাঁহার ‘ঘনশ্যাম’ ভণিতার মাত্র ৩টি পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নরহরি সরকার ঠাকুরের খাঁটি বাঙ্গালার প্রাচীন পদে এবং নরহরি চক্রবর্তীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীর পদে ভাবাগত ও ভাবগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ সাহায্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুব কঠিন নহে। আমরা অনেকগুলি পদই পৃথক্ করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং উহা ‘নরহরি’ প্রসঙ্গে প্রদর্শিত করিব। এখানে ‘ঘনশ্যাম’ প্রসঙ্গে ইহাই বক্তব্য যে, নরহরি চক্রবর্তী ও ঘনশ্যাম কবিরাজ, উভয়েই প্রায় এক সময়ের পদ-কর্তা ও পদ-রচনার প্রায় সমান নিপুণ বলিয়া, ‘ঘনশ্যাম’ ভণিতার পদাবলী হইতে উভয়ের পদ বাছিয়া পৃথক্ করা তত সহজ নহে। তথাপি বিশেষ মনোযোগ সহকারে উভয়ের পদাবলীর অনুশীলন করিয়া আমাদেরিগের ধারণা জন্মিয়াছে যে, পদকল্পতরুতে নরহরি চক্রবর্তীর ‘ঘনশ্যাম’ ভণিতার ৩টি পদ থাকার সম্ভাবনা থাকিলেও ‘ঘনশ্যাম’ ভণিতার আলোচ্য পদাবলীর সকলগুলি পদই আমাদেরিগের নিকট ঘনশ্যাম কবিরাজের রচিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। ঘনশ্যামের আলোচ্য পদগুলির মধ্যে ছই চারিটা ছাড়া বাকি সব ব্রজ-বুলীর পদ। ঘনশ্যাম তাঁহার পদে, বিশেষতঃ ব্রজ-বুলীর পদে তাঁহার পিতামহ গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণে যে অনুপ্রাস-ঝঙ্কার ও অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর ব্রজ-বুলী পদে ছন্নত। সুতরাং ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনার লক্ষণযুক্ত ব্রজ-বুলীর পদগুলির মধ্যে একটিও ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদ নাই,—ইহা একরূপ নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, নরহরি চক্রবর্তী বাঙ্গালা পদে শুধু মিলের (Rhyme) জায়গার কচিং ‘ঘনশ্যাম’ নামের ব্যবহার করিয়াছেন। পদকল্পতরুর বাঙ্গালা পদের ভণিতার মিলের জায়গায় সর্বত্র ‘ঘনশ্যাম দাস’ পাওয়া যায়; শুধু ‘ঘনশ্যাম’ কুড়াপি নাই; সুতরাং সম্বন্ধ-বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ ‘নরহরি দাস’ নাম দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হওয়ার অপ্রসিদ্ধ ‘ঘনশ্যাম’ নাম

* কেহ কেহ বিশেষ বিচার না করিয়াই, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পদকল্পতরুর ‘নরহরি’ ভণিতার সকল পদগুলিই শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুরের। এই মত যে সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা ‘নরহরি’ প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।—সম্পাদক।

ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়গুলি মনে রাখিলে বুঝা যাইবে যে, পদকল্পতরুর ‘ঘনশ্যাম’ ভণিতার পদে নরহরি চক্রবর্তীর রচিত পদ না থাকা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

‘ঘনশ্যাম’ ভণিতার পদাবলীর মধ্যে ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদ না পাওয়ায়, আমরা দ্বিতীয় ঘনশ্যাম অর্থাৎ গোবিন্দ কবিরাজের সুযোগ্য পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজই আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া বিবেচনা করি। এই ঘনশ্যাম কবিরাজ কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই; তবে, গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে, তিনি প্রায় ৪০ বৎসর বয়সের সময় প্রথম পদ-রচনা আরম্ভ করেন। এবং সে সময়ে তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন। গোবিন্দ কবিরাজ ইহার পরেও ৩৬ বৎসর জীবিত থাকিয়া বহুসংখ্যক পদ-রচনা করিয়া ১৫৩৫ শকে অর্থাৎ ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়স্ক হইয়াছিলেন এবং সে জ্ঞাত পিতামহের নিকট হইতেও পদ-রচনা বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ করার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয়, উহা অসম্ভব হইবে না। দিব্যসিংহও পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন *; কিন্তু বোধ হয়, উহার সংখ্যা খুব কম ও উহা সাধারণের নিকট তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। সে জ্ঞাতই পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহে দিব্যসিংহের কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। বোধ হয়, “পুত্রাস্তে ফল”—এই প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য অনুসারে মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের কবিত্ব-শক্তির প্রকৃত উত্তরাধিকার তাঁহার বর্ষীয়ান পুত্র দিব্যসিংহে না বর্ত্তিয়া, তাঁহার নবযুবক পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজেই যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তিয়াছিল; তাই তিনি মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ কবিরাজের অপেক্ষা কবিত্ব বিষয়ে অনেক হীন হইলেও, অদ্বিতীয় পিতামহের যোগ্য পৌত্র বলিয়াই পদকল্প-সমাজে গণ্য হইতে পারিয়াছেন। ঘনশ্যামের সম-সাময়িক ও পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তারা তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আমরা নিজে উহার কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(ক) “কবি-নৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত-বশ

ঘনশ্যাম বলরাম।

ঐছন দুহুঁজন নিরুপম গুণগণ

গৌর-প্রেমময়-ধাম ॥”

—বৈষ্ণব দাস; পদকল্পতরু, ১৮ সংখ্যক পদ।

(খ) “শ্রীঘনশ্যাম কবি-রাজ-রাজ-বর

অদভূত বর্ণন-বন্ধ ॥”—গোপীকান্ত; কীর্ত্তনানন্দ, ২৮ পৃষ্ঠা।

(গ) “দাস ঘনশ্যাম কয়লহি বর্ণন

গোবিন্দদাস-স্বরূপ ॥”—গৌর স্তম্ভর; কীর্ত্তনানন্দ, ২৯ পৃষ্ঠা।

(ঘ) “শ্রীঘনশ্যাম দাস কবি-শশধর

গোবিন্দ-কবি-সম-ভাস ॥”—কমলাকান্ত; পদরত্নাকর পুথি।

‘গোবিন্দদাস-স্বরূপ’ ও ‘গোবিন্দ-কবি-সম-ভাস’ বাক্যদ্বয়ে অবশ্য অতিশয়োক্তি আছে; কিন্তু বৈষ্ণবদাস,

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিভুক্ত ভাষ্যপ্রসঙ্গ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩২৬ সালের “নারায়ণ” পত্রিকার কার্ত্তিকের সংখ্যায় “সংকীৰ্ত্তনামৃত” শীর্ষক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, পদকর্ত্তা দানবন্ধু দাসের সংকলিত “সংকীৰ্ত্তনামৃত” নামক একখানা ১৬৯৯ শকাব্দের লিখিত পুথিতে তিনি দিব্যসিংহের ভণিতামুক্ত একটি পদ পাইয়াছেন।—সম্পাদক।

গৌরসুন্দর, কমলাকান্ত প্রভৃতি রসজ্ঞ পদ-সংগ্রহকারদিগের নিকট ঘনশ্যামের পদাবলী যে প্রকৃতপক্ষেই খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল, ইহা তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ বটে।

ঘনশ্যামের বাঙ্গালা পদের রচনা প্রাঞ্জল। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁহার ৩৬।২১৬।১১৩৮।১১৪৫।২৩১০ সংখ্যক বাঙ্গালা পদগুলি উল্লেখ-যোগ্য। ১১৪৫ সংখ্যক পদটির রচয়িতা ‘ঘনরাম’ কিংবা ‘ঘনশ্যাম’, তাহাতেও সন্দেহ আছে। ঘনশ্যামের বাৎসল্য-রসের কোনও পদ পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে ঘনরামের সমস্তই বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদ। এই পদটির সহিত ঘনরামের পদের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট; সুতরাং এখন আমাদের মনে হইতেছে যে, ‘ধ’ ও ‘পদ-রস-সার’ পুথির প্রমাণ অনুসারে এই পদটি ঘনরামের বলিয়া গ্রহণ করিলেই ভাল হইত। সে যাহা হউক, বাকি তিনটি বাঙ্গালা পদের মধ্যে শ্রীরাধার জন্মলীলা-বিষয়ক পদটা ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচিত হইলেও হইতে পারে; কেন না, উহার রচনায় এমন কোনও বিশেষত্ব নাই, যাহা দ্বারা উহাকে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচিত বলিয়া বাছিয়া লওয়া যায়। কিন্তু ঐ পদটা ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায় নাই; উহার মিলের জায়গায়ও ‘ঘনশ্যাম’ নাম প্রযুক্ত হয় নাই; সুতরাং উহাতে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনার লক্ষণ না পাইলেও আমরা অগত্যা উহাকে তাঁহার রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিরাছি। ঘনশ্যাম ভণিতার ব্রজ-বুলী পদগুলিতে কিন্তু ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনার লক্ষণ সুস্পষ্ট। স্থানাভাব হেতু আমরা এখানে তাঁহার পদ ও পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া কবিত্বের আলোচনা করিতে অক্ষম। কৌতূহলী পাঠক তাঁহার ৩৪৯-৩৫১, ২০৫৪-২০৫৬, (১৮১৬-১৮২৬ পদাংশ সহ) ১৮১৫, ২৭২০ ও ২৭৩৮ সংখ্যক ব্রজ-বুলীর উৎকৃষ্ট পদগুলি পড়িলেই তাঁহার রচনা ও কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাইবেন। স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তিতে ঘনশ্যাম গোবিন্দ কবিরাজ, রায় শেখর, জ্ঞানদাস ও বলরামদাস প্রভৃতি ৬৭ জন সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্তা হইতে নূন হইলেও তাঁহাকে রাখামোহন ঠাকুর, জগদানন্দ, ঘনশ্যাম নরহরি প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ পদকর্তার আগেই স্থান দিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পদকল্পতরুর উদ্ধৃত ৪২টি পদের অতিরিক্ত ঘনশ্যাম কবিরাজের আরও ১৮টি সুন্দর ব্রজবুলীর পদ “পদ-রত্নাকর”, “পদ-রস-সার” প্রভৃতি পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়া “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঘনশ্যাম কবিরাজের অনেক সুন্দর সুন্দর ব্রজ-বুলীর পদ যে অনাদরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। বেধানে ভাবের গূঢ়তার জন্য গোবিন্দ কবিরাজের অপূর্ণ পদাবলীরও সমুচিত সমাদর ঘটে নাই, সেখানে যে ঘনশ্যামের কিঞ্চিৎ হ্রস্বোদ্য ব্রজ-বুলী পদাবলীরও অসুচিত অনাদর ঘটিবে, তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই। আমরা আশা করি যে, অতঃপর সুশিক্ষিত-পাঠক-সমাজে গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর সহিত কিয়ৎপরিমাণে সম-ভাবাপন্ন ঘনশ্যামের পদাবলীরও যথাযোগ্য আলোচনা হইতে থাকিবে। আমাদের মিলিত যুবকগণ ধোঁজ করিলে বোধ হয়, ঘনশ্যাম কবিরাজের বহু লুপ্ত প্রায় পদের এখনও সন্ধান মিলিতে পারে। ঘনশ্যাম কবিরাজ ‘গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী’ নামক একখানা পুথি রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার ঐ পুথিপানার একটা প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গালার আদি ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্ডীদাসের জীবন-বৃত্তান্ত ও পদাবলী লইয়া অনেক আগে হইতেই কতকগুলি সমস্তা চলিয়া আসিতেছিল; সেগুলির সর্ব-বাদি-সমস্ত সুসীমাংসা হওয়ার পূর্বেই শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ মহাশয়ের দ্বারা বাসলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” পুথিখানি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হওয়ায়, ঐ সমস্তা আরও গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-শালায় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম, এ, মহাশয় কর্তৃক ‘দীন চণ্ডীদাস’-রচিত দুইখানা সুবৃহৎ—কিন্তু খণ্ডিত পদাবলীর পুথি আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং মণীন্দ্র

বাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩০ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩৩৪ সালের ১ম ও ২য় সংখ্যায় “দীন চণ্ডীদাস” শীর্ষক তিনটি গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস হইতে দীন চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্রতা উত্তমরূপে প্রমাণিত করায়, ‘দীন চণ্ডীদাস’, ‘বিজ চণ্ডীদাস’ ও শুধু ‘চণ্ডীদাস’ ভণিতা-যুক্ত বহুদুঃখ্যক এক-শ্রেণীর পদের কৃতিত্ব নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়া থাকিলেও ‘পদামৃতসমুদ্র’, ‘পদ-কল্পতরু’, ‘কীর্তনানন্দ’ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃত ‘চণ্ডীদাস’ ভণিতার উৎকৃষ্ট ও সর্বত্র সমাদৃত পদের কৃতিত্ব নির্ণয়ের সমস্তা, যে জটিল, সে জটিলই রহিয়া গিয়াছে। আমরা সেই জটিল সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারিব, এইরূপ আশা করিতে না পারিলেও এ যাবৎ নানা সুধী ব্যক্তিগণের প্রশংসনীয় গবেষণা ও আলোচনা দ্বারা এই জটিল বিষয়ের উপর যে আলোক বিকীর্ণ হইয়াছে, উহার সাহায্যেই চণ্ডীদাস-সমস্তার সম্বন্ধে আমাদের মস্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই প্রশ্ন উঠে—তিনি কোন্ চণ্ডীদাস? শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশের পূর্বে ‘চণ্ডীদাস’ ভণিতার প্রচলিত পদাবলীর বিশেষ-ভাবে অল্পগীলন করিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ঐ পদাবলীর মধ্যে অনেক পরবর্তী কালের ব্রজ-বুলী ভাষার কয়েকটি পদ ও রস-ভাব-শূন্য রস-বিরুদ্ধ অনেক পদ থাকায়, সে সকল মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যে বিচার-সূত্রের সাহায্যে মহাকবির পদগুলি বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে, আমরা সেইরূপ কয়েকটি সূত্র নির্দিষ্ট করিয়া ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় “প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত “চণ্ডীদাস” প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করি যে, “চণ্ডীদাস” ভণিতার সকল পদই কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচিত নহে। বড়ু চণ্ডীদাসের নিঃসন্দেহ রচনার আদর্শ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সে পর্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায়, আমরা কেহই তখন মনে করিতে পারি নাই যে, চণ্ডীদাস-ভণিতার সর্বোৎকৃষ্ট পদাবলীর ভাষা ও ভাবের মধ্যেও এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে সেগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং মহাকবি চণ্ডীদাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য অপকৃষ্ট পদগুলি দেখিয়া তখন কেবল ইহাই অস্বাভাবিক হইয়াছে যে, হয় ত গায়ক বা লিপিকরগণ অন্ত্রের রচিত কতকগুলি অপকৃষ্ট পদ চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন, এবং সম্পাদকদিগের অনবধানতা হেতু সেই অপকৃষ্ট ও রসবিরুদ্ধ পদগুলি চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আমাদের উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের অল্প পরেই স্বর্গীয় ঘোষকেশ মুস্তোফী মহাশয় চণ্ডীদাসের রচিত “শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-খণ্ড” নামক পুথির সম্বন্ধে পরিষৎ-পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, উহা কোন মতেই পদাবলীর রচয়িতা কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এই সময় হইতেই একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার্য হইয়া পড়ে। ‘শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন’ গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবীদিগের সমাজে একটা মহা হলহুল পড়িয়া যায়। উহার ভাষা, ভাব ও রসের ধারার সহিত প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর এতই পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে, উহাকে মহাকবি চণ্ডীদাসের খাটি রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে অনেক সাহিত্য-সেবীই একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। সম্পাদক বসন্তবাবু কিন্তু কৃষ্ণকীর্তন পুথিখানার ও উহার ভাষার প্রাচীনতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিতে কোনও ত্রুটি রাখেন নাই; তিনি অসাধারণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের সাহায্যে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, কৃষ্ণকীর্তন পুথির ভাষা ও রসের ধারাই শ্রীমহাপ্রভুর আনন্দ এক শতকের পূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের পক্ষে স্বাভাবিক; কেন না, গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি পূর্ব-প্রকাশিত সকল প্রাচীন গ্রন্থেরই প্রাচীন ভাষা পরবর্তী সময়ে অস্বাভাবিক পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান আকারে উপনীত হইয়াছে; সুতরাং উহার উপর নির্ভর করিয়া ভাষার বিচার করা চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের

প্রাচীনতা, মৌলিকতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াও বসন্তবাবু তখন 'চণ্ডীদাস'-ভণিতাযুক্ত উৎকৃষ্ট পদাবলীর মোহ সঘরণ করিতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি বিশেষ বিচার না করিয়াই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের সম্পাদকীয় বক্তব্যের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেন,—“কৃষ্ণকীর্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে।” বসন্তবাবুর এই অনুমান যে সমর্থনযোগ্য নহে, কৃষ্ণকীর্তনে একজন “প্রবল শক্তিশালী” কবির পরিণত-বয়সের নিপুণ-হস্তেরই পরিচয় পাওয়া যায়, কৃষ্ণকীর্তনের একটা ঘটনার বর্ণনাত্মক পদ* কিঞ্চিৎ রূপান্তরিতভাবে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া গেলেও কৃষ্ণকীর্তনের অল্প কোন পদেই মেন্দ্রপ রূপান্তর দেখা যায় না; সুতরাং কৃষ্ণকীর্তনের পদাবলীই ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীর আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করার বিশিষ্ট হেতু নাই; কৃষ্ণকীর্তনের আখ্যান-বস্তু ও রসের ধারার সহিত প্রচলিত পদাবলীর এতই গুরুতর প্রভেদ যে, ঐ সকল একই কবির যৌবন ও পৌঢ় বয়সের রচনা বলিয়া কোনরূপেই অনুমান করা যাইতে পারে না—আমাদিগের এই মতের আলোচনার সহিত কতকগুলি স্বাধীন যুক্তি দ্বারা কৃষ্ণকীর্তন পুথিখানির অকৃত্রিমতা ও বসন্তবাবুর উৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণের কতকগুলি শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যার অসঙ্গতি প্রদর্শিত করার জন্য আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩২৫ সালের ৩য় সংখ্যায় “চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” শীর্ষক একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করি। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র রায় বাহাদুর “কৃষ্ণকীর্তনে সংশয়” নামক একটা প্রবন্ধে ‘কৃষ্ণকীর্তন’ পুথিখানার লিপি-কাল ও ভাষার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে এবং আমাদের উক্ত প্রবন্ধের কোন কোন মন্তব্যের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও তিনি মোটের উপর উহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের অধুনা বর্তমান একমাত্র খাঁটি রচনা বলিয়া মানিয়া লয়েন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, ভাষাতত্ত্ববিৎ মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় একটা গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে যোগেশবাবুর সন্দেহ-নিরসন করায় ও উহার কয়েক বৎসর পরে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, লিট্, মহাশয় তাঁহার “The Origin and Development of the Bengali Language” নামক মৌলিক ভাষা-তত্ত্ব-বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে কৃষ্ণকীর্তনের মৌলিকতার অস্বকুলে মত প্রকাশ করায়, এক সময়ে ঐহার উহাকে কৃত্রিম ও জাল পুথি বলিয়া মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার অগত্যা নীরব হয়েন, কিন্তু “কৃষ্ণকীর্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে”—বসন্তবাবুর এই যুক্তিহীন সূত্রাকার উক্তিটাকেই একমাত্র সম্বল পাইয়া, ছই একজন কৃতী সমালোচক এখনও চণ্ডীদাস-ভণিতার প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদগুলিকে কৃষ্ণকীর্তনের প্রণেতা চণ্ডীদাসেরই পরিণত বয়সের নূতন ভাবোদ্দীপনার ফলে প্রসূত রচনা বলিয়া প্রচার করার ঝোঁক ছাড়িতে পারিতেছেন না। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর তাঁহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থের নূতন সংস্করণে চণ্ডীদাসের নূতন ভাবোদ্দীপনার কথাটা পাড়িয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস, ভাষা ও ভাবে অন্ততঃ ছই শতক পরবর্তী সময়ের লক্ষণযুক্ত পদাবলী যে শুধু একটা জীবনের যৌবন ও প্রৌঢ়তার অন্তরালের বড় জোর ৩০,৪০ বৎসর সময়ের মধ্যে কিরূপে নূতন ভাবোদ্দীপনার ফলে রচনা করিয়া ফেলিলেন, সেই কোতূহলজনক শিক্ষণীয় তথ্যটা আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য দীনেশবাবু মোটেই প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আমরা সকলেই জানি যে, ২৫,৩০ বৎসর তো বড় কথা, অনেক সময়ে বিশেষ কোনও উদ্দীপনার ফলে ইহা অপেক্ষা অল্প সময়েও কোনও কবির রচনার ভাষায়, ভাবে ও বর্ণনায় বিষয়ে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিতে পারে; কিন্তু এই ২৫।৩০ বৎসর সময় মধ্যে এমন কি নূতন উদ্দীপনা আসিতে পারে, যাহাতে ছই শত বৎসর পূর্বের উপযোগী কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও রসের ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে? কৃষ্ণকীর্তনে পরবর্তী রস-শাস্ত্রের বর্ণিত পূর্ব-রাগ, অম্বররাগ, অতিসার, মান প্রভৃতি রস-পরিণাম

নাই; শ্রীরাধার শান্তডী-ননদী জটিল-কুটিলার নাম নাই; ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখী নাই; কৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী শ্রীরাধারই নামান্তর; চণ্ডীদাস যে মূৰ্খতা হেতু এ সকল জানিতেন না, একরূপ মনে করার কোন হেতু নাই; কেন না, তাঁহার সমদাময়িক কবি বিদ্যাপতির বৈষ্ণব-পদাবলীতেও আমরা এ সব দেখিতে পাই না; উহার কিছু পরবর্তী সময়ের ‘গোপাল-চরিত’ ওরফে ‘প্রেমবিলাস’ নামক শ্রীমহাপ্রভুর ও মতান্তরে গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত সংস্কৃতের প্রাচীন কাব্যধানিতেও পাই না; সুতরাং আমরা হৃৎকথের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, চণ্ডীদাসের নূতন ভাবোদ্দীপনা বিষয়ে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুরের কল্পিত ও অসম্পূর্ণ উক্তির ক্রটি পূরণ ও পোষকতা করিতে যাইয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত “বীরভূম-বিবরণ” গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন*, তাহা আপাততঃ সঙ্গত মনে হইলেও চণ্ডীদাসের পক্ষে পুরী-গোসাঞিদেগের নিকট পরবর্তী যুগের রূপ-শাস্ত্রের ধারার ও ‘জটিল’, ‘কুটিল’, ‘ললিতা’, ‘বিশাখা’, ‘চন্দ্রাবলী’ প্রভৃতি লৌকিক বৈষ্ণব-ধর্মরূপ কল্পতরুর পরবর্তী শাখা-প্রশাখাগুলির জ্ঞান-লাভ করার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা,—ইহা একটা সর্ববাদিসম্মত সত্য এবং মণীন্দ্রবাবুর পূর্বোক্ত গবেষণা দ্বারা “দীন চণ্ডীদাস”, “বিজ চণ্ডীদাস” ও শুধু “চণ্ডীদাস” ভণিতার বহু-সংখ্যক পদ আর একজন পরবর্তী চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইলেও ‘চণ্ডীদাস’ ভণিতার যে সকল উৎকৃষ্ট পদ পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলির কৃতিত্ব বইয়া এখনও তর্ক চলিতেছে। এ সম্বন্ধে আমরাদিগের যাহা বক্তব্য, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৩ সালের ২য় সংখ্যায় “অপ্রকাশিত পদ-রচনাবলী-সম্পাদকের নিবেদন” শীর্ষক প্রবন্ধে হরেকৃষ্ণ বাবুর সমালোচনার উত্তরে আমরা উহা সংক্ষেপে নিবেদন করিয়াছি; কোতূহলী পাঠক ঐ প্রবন্ধটা পড়িলেই এ সম্বন্ধে পূর্ক্স আলোচনার ধর্ম অবগত হইতে পারিবেন। হরেকৃষ্ণ বাবু ঐ সংখ্যায় আমরাদিগের প্রবন্ধের শেষে একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রকাশিত করায় ও ঐতিহাসিক বন্ধুর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ মহাশয় একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধে† একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এক চণ্ডীদাসই বিভিন্ন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর রচনা করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করায় এবং সম্প্রতি বন্ধুর হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার “বীরভূম-বিবরণ” গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে চণ্ডীদাসসমস্ত সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন তর্ক উপস্থিত করায়, আমরাদিগকে এই অনালোচিতপূর্বক বিষয়গুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইতেছে। ভরসা করি, বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া অভিজ্ঞ পাঠকগণ ধীরভাবে এ সম্বন্ধে বিচার ও বিবেচনা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশের পূর্বেই “শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে”র আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু সিদ্ধান্ত করেন যে, উহার রচয়িতাকে কোনরূপেই পদাবলীর চণ্ডীদাস বলিয়া স্বীকার

* “শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী বহু তীর্থ পর্যটন করিয়াছেন, বাঙ্গালার বহুবার আসিয়াছেন। কোন কোন প্রবীণ বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গালার অন্ততম বৈষ্ণব-তীর্থ, জয়ধেবের বেণুগীতি-মুগ্ধরিত কেন্দ্রবিধে তিনি শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং কবি চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কবি বিদ্যাপতির মত পুরী পোষাঘরীও দীর্ঘজীবী ছিলেন, আচাধ্যা অশেষ বখন যুবক, তিনি তখন প্রায় লৌহর অতিক্রম করিয়াছেন। সুতরাং চণ্ডীদাসকে তিনি দেখিয়াছিলেন, এ প্রবাদে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কোন কোন বৈষ্ণব মনে করেন, মাধবেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ও চণ্ডীদাসের পরিবর্তনের অন্ততম কারণ।”—বীরভূম-বিবরণ, ৩য় খণ্ড; ১৯২০ পৃষ্ঠা। বাহুলীর উপদেশে শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম-গ্রন্থ ও রাবীর সহিত আদর্শ প্রেমও হরেকৃষ্ণ বাবুর মতে চণ্ডীদাসের ভাব পরিবর্তনের অপর ছুইটা কারণ বটে। বলা বাহুল্য যে, উহা হইতে আধাস্বিকৃতা আসিতে পারে; কিন্তু উহা হইতে ছুই তিন শতক পরবর্তী কালের ভাব ও রসশাস্ত্রের জ্ঞান আসিতে পারে না।—সম্পাদক।

† ১৩৩৪ সালের “ভারতবর্ষ” পত্রিকার কাল্কণ্ড ও চৈত্র সংখ্যায় “বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মাধুর পদাবলী”—সম্পাদক।

করা যাইতে পারে না। তখন পর্য্যন্ত নীলরতন বাবুর 'চণ্ডীদাস' প্রকাশিত হয় নাই; নতুবা উহার "দীন চণ্ডীদাস" ভণিতার পদাবলী দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশের সঙ্গিত বোমকেশ বাবুর আলোচ্য পুথির প্রণেতার রচনার সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেন। সে বাহা হউক, এত দিন পরে ভট্টশালী মহাশয় আবার সেই অতীত যুগের স্বীকার্য্য কথাটার সত্যতার সন্নিহান হইয়াছেন দেখিয়া, আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছি। ঐতিহাসিকেরা 'পাখুরা' প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহেন না; কেবল ইহা হইলে কোন কথা ছিল না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শুধু কল্পনার বলেই ভট্টশালী মহাশয় অশেষবিং পানিনির * হ্রায় ঋ (কুকুর), যুবা ও মঘবা (ইন্দ্র)কে একই স্বত্রে গাঁথিয়াছেন; অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড' ইত্যাদির 'দীন চণ্ডীদাস,' শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের "প্রবল শক্তিশালী কবি" চণ্ডীদাস ও প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পদাবলীর কবীন্দ্র চণ্ডীদাস — এই পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতির তিন জন চণ্ডীদাসকেই অভিন্ন বলিয়া প্রচারিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা আগে তাঁহার এই মতের আলোচনা করিব; কেন না, যদি এক চণ্ডীদাসের দ্বারাই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন বটে। একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বর্গীয় বোমকেশ বাবু, মনোবা স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি অনেক সুবী সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু নলিনী বাবুর তর্কের বিরুদ্ধে আমরা ব্যক্তিগত মত প্রদর্শিত করিব না; কেন না, উহাতে তর্ক-শাস্ত্র অনুসারে Argumentum ad hominem নামক Fallacy বা হেতুভাস ঘটিবে। নলিনী বাবুর একটা প্রধান যুক্তি এই যে, চণ্ডীদাসের বাছা বাছা উৎকৃষ্ট পদগুলির রসান্বাদন করিয়া করিয়া আমাদের রুচি অভিমান্যর সৌখীন হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাঁহার মধ্যম ও অধম রচনাগুলি এখন আমাদের কাছে ভাল লাগে না; এমন কি, আমরা এখন সেগুলিকে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহি। নলিনী বাবুর বর্ণিত রুচির স্বেচ্ছাচারিতা বিষয়টা যে কদাচিৎ কোন স্থলে না ঘটিতে পারে, আমরা এমন কথা বলি না। পদাবলীর রসজ্ঞ হরেকৃষ্ণ বাবুর আলোচনায়ই আমরা ইহার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাইয়াছি। চণ্ডীদাসের—“নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী” ইত্যাদি ও “ধার বিজুরী বরণ গোরী” ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব-রাগ-বিষয়ক পদ দুটা প্রসিদ্ধ। প্রথম পদটিকে আমরা চণ্ডীদাসের চল-সই মধ্যম-শ্রেণীর পদ আর “ধীর বিজুরী” ইত্যাদি পদটাকে চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর পদ বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু হরেকৃষ্ণ বাবু এই পদ দুইটিকে অগ্রাহ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—“এ প্রগল্ভার চিত্র চণ্ডীদাসের নহে। অন্ধের বসন ঘুগাইয়া সঘনে ঝাঁপিয়া লওয়া, সহাস কটাক্ষ, ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরিবার ছলে পার্শ্বদেশ প্রদর্শন, এই যে রূপ দেখাইয়া নায়ককে ভুগাইবার চতুরতা, ইহা “চণ্ডীদাসের” রাধিকার কোনো অবস্থাতেই ছিল না। নায়ককে দেখিয়া তরুণীগণের এইরূপ লীলা-বিলাস চেষ্টাকৃত নাও হইতে পারে, হয় তো ইহা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক; কিন্তু সে নায়িকার সজাগ অবস্থায়। নায়ককে দেখিয়া নায়িকা বেধানে মজিয়াছে, হৃদয়ে লাগসা, বাহিরে লজ্জায় বন্দ্য বাধিয়াছে, এবং দেহে দেহে হুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বন্দ্য রূপে রূপে আপন অধিকার বিস্তার করিতেছে, সেখানে এই বিলাসকলা হয় তো স্বাভাবিক ভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু দর্শনমাত্রেরই নায়ক বাহার চিত্র কাড়িয়া লইয়াছে, অজ্ঞান করিয়া দিয়াছে, বুকি বা চেতনা পর্য্যন্ত হারিয়া লইবে, তাহার দেহে এই কলাবিলাসের স্থান কোথায়?” ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, হরেকৃষ্ণ বাবু এখানে শ্রীরাধার যে প্রেম-তন্ময়তার অবস্থা কল্পনা করিয়া লইয়া উক্ত স্তম্ভের বিশ্লেষণটা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহাও তরুণীদিগের স্বাভাবিক বিলাস-কলার মতই প্রেমের আর একটা দিক্ মাত্র। শুধু যৌবন-জাত বিলাস-কলা অথবা প্রেম-তন্ময়তা লইয়া কোনও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন প্রেম-

* “অশেষবিং পানিনিরকস্বত্রে স্থানং যুবানং মঘবানমাহ ॥”—প্রাচীন উক্ত্য শ্লোক।

চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে না। যে শ্রীরাধার শুধু কৃষ্ণ-নাম শ্রবণেই একরূপ প্রেম-তন্ময়তা উপস্থিত হয় যে, তিনি ভাবোচ্ছ্বাসিত-কণ্ঠে বলিতে থাকেন,—

“না জানি কতক মধু
শ্রাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম
অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সহি তারে॥”

সেই নারিকার প্রেমিকার আদর্শ বলিয়া গণ্য হওয়ার উপযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে নারিকার বানাইয়া তাঁহার দ্বারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পদাবলীর পালা রচনা করা চলে না। “সহি কেবা শুনাইলে শ্রাম-নাম” পদের শ্রীরাধার সহিত তুলনা করিয়া চণ্ডীদাসের পদ বাছিতে হইলে, তাঁহার উৎকৃষ্ট পদাবলীর মধ্যেও অনেকগুলিকে একরূপে বাদ না দিয়া উপায় নাই। অথচ এই সকল পদের মধ্যে রচনা ও কবি-কলার যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা বোধ হয়, অতিমাত্রায় কঠোর না হইলে রসজ্ঞ হরেকৃষ্ণ বাবুরও বুঝিতে কোন কষ্ট হইত না। আমরা এই অতিরিক্ত কঠোরতাকে কঠির স্বেচ্ছাচার, স্তূত্রাং পদাবলীর কৃতিত্ব-বিচারের পক্ষে অনেক পরিমাণে অহুপযোগী মনে না করিয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু তা বলিয়া দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত শত শত নিকৃষ্ট পদাবলীকে কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। মণীন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত পুথির প্রায় সমস্ত পদাবলী ও নীলরতন বাবুর সংগ্রহের দান-খণ্ড, রাস-লীলা ইত্যাদি বিষয়ক প্রায় সমস্ত পদাবলী আমরা তৃতীয় শ্রেণীর রচনা বলিয়া বিবেচনা করি। যদি নলিনী বাবু বা অপর কেহ উহার মধ্য হইতে দশ পাঁচটাও একরূপ উৎকৃষ্ট রচনার উদাহরণ দেখাইতে পারেন, যাহার সহিত চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর তুলনা হইতে পারে, তাহা হইলে ‘দীন’ চণ্ডীদাসই সাধনার ফলে কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস হইয়াছিলেন, ইহা মানিয়া লইতেও আমরা দিগের আপত্তি থাকিবে না। ভট্টশালী মহাশয়ের অপর যুক্তি এই যে, ‘দীন চণ্ডীদাস’ ভণিতার কতকগুলি ‘মাথুর’ বা বিরহ-লীলার কিঞ্চিৎ ভিন্ন পাঠ-যুক্ত পদ তিনি ফরিদপুর ও বরিশাল ছেলার প্রসিদ্ধ এক কথক মহাশয়ের গৃহে ও অপর ছুইটি স্থানে প্রাপ্ত হইয়া, নীলরতন বাবুর সংস্করণেও সেই পদগুলিও রূপান্তরিত-ভাবে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সে জ্ঞাত অমুমান করেন যে, সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্তা চণ্ডীদাসের রচিত না হইলে সুদূর বীরভূম হইতে পূর্ব-বঙ্গ পর্য্যন্ত ঐ পদগুলি প্রচারিত হইয়া, নানা গায়ক ও লিপিকরের হাতে পড়িয়া, ঐরূপ রূপান্তরিত হইতে পারিত না। স্তূত্রাং ঐ পদগুলির বহুল প্রচার দ্বারাই সেগুলি মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হয়। স্তূত্রাং ‘দীন’ চণ্ডীদাসকেও বড় চণ্ডীদাস বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। মণীন্দ্র বাবু ‘দ্বিজ’ চণ্ডীদাসকে ‘দীন’ চণ্ডীদাস হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কিন্তু “সহি কেবা শুনাইলে শ্রাম-নাম” ইত্যাদির দ্বারা অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ পদে “দ্বিজ” চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। নলিনী বাবুর মতে ঐ পদগুলি অগ্রাহ্য করিতে গেলে বড় চণ্ডীদাসের মাহাত্ম্য যে কতটা ধ্বংস হইয়া পড়ে, মণীন্দ্র বাবু তাহা মোটেই বিবেচনা করেন নাই। নলিনী বাবুর এই তর্কের উত্তরে আমরা দিগের বক্তব্য এই যে, মাথুর-লীলার অধিকাংশ পদ-কর্তার পদেই প্রায় এক ভাবের কতকগুলি মামুলী করুণ গাথা পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের মাথুর-লীলার পদের সংখ্যা অল্প; উহার মধ্যে উৎকৃষ্ট পদের সংখ্যা ৩৫টির অধিক নহে। নলিনী বাবুর আলোচিত পদগুলি চল-সহি পদ। ‘দীন’ চণ্ডীদাসের পক্ষে একরূপ পদ রচনা করা অসম্ভব নহে। কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচিত হইলে ঐ পদগুলি চণ্ডীদাসের অনেক চল-সহি পদের সহিত পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত না হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। নলিনী বাবু

যে আলোচ্য পদগুলির বহুল প্রচার কল্পনা করিয়াছেন, উহাও প্রকৃত নহে। বস্তুতঃ পশ্চিম-বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের অনেক কীর্তন-গায়কের মুখে আমরা ঐ পদগুলির কোন পদ শুনি নাই। নীলরত্ন বাবুর দ্বারা উহা সর্বপ্রথমে সংগৃহীত হইয়াছে। স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত কথক মহাশয় পূর্ববঙ্গের একজন সুপ্রসিদ্ধ কথক ও গায়ক ছিলেন। বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে সম্ভবতঃ তাঁহার যাত্রারাত ছিল। 'দীন' চণ্ডীদাসের কতকগুলি পদ 'চণ্ডীদাস' নামের মাহাত্ম্যে কোনও সময়ে কোনও ব্যক্তির দ্বারা সুদূর পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব-বঙ্গে সমানীত হইয়া, করিমপুর ও বরিশালের তিনটি স্থানে উহার প্রতিলিপি প্রচারিত হওয়া একান্ত অসম্ভব নহে। ত্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ পদকর্তা লোচনদাসের ২২টা উৎকৃষ্ট পদ আমরা পাবনা জেলার এক কীর্তন-গায়কের গৃহের একখানা প্রাচীন পুথিতে প্রাপ্ত হইয়া "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী"তে সন্নিবেশিত করিয়াছি। আমরা অনেক অল্পসংখ্যানেও উক্ত পদগুলি পশ্চিম-বঙ্গের কোন স্থানে আছে বলিয়া এ যাবৎ জানিতে পারি নাই। যে সময়ে মুন্সীবাগের প্রচলন ছিল না, সে সময়ে বেশী ভাগ মুখে মুখে গীত ও প্রচারিত হইয়া কোনও পদ রূপান্তরিত হইতে বেশী সময় লাগিত না। সুতরাং আমাদের মতে নলিনী বাবুর উল্লিখিত যুক্তি 'দীন' চণ্ডীদাসকে 'বড়ু' চণ্ডীদাস প্রমাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে মণীন্দ্রবাবু কৃষ্ণকীর্তনে কুত্রাপি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা না পাওয়ায় এবং 'দীন চণ্ডীদাস'র রচিত নিঃসন্দ্বিগ্ন পুথিতে মাঝে মাঝে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়ায়, বোধ হয় ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, বড়ু চণ্ডীদাস "দ্বিজ" চণ্ডীদাস নহেন; 'দীন' চণ্ডীদাসের পুথিতে কচিং কোনও পদে 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। অবশ্য এ কথা বলিলে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতার সকল পদই যে 'দীন' চণ্ডীদাসের রচিত, এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না; কেন না, উহাতে Undistributed middle নামক একটা fallacy হইয়া পড়ে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মণীন্দ্র বাবু যে এরূপ একটা মোটা ভুল করিবেন, উহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; কিন্তু তাঁহার লেখার অনবধানতা হেতু মনে হয়, যেন তিনি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ও 'দীন চণ্ডীদাস' অভিন্ন পদকর্তা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এরূপ তাঁহার সিদ্ধান্ত হইলে, উহাতে পূর্বোক্ত হেতুভাষ্য ঘটে এবং ঐ মন্তব্য পদাবলীর আলোচনা দ্বারাও সমর্থিত হয় না; কেন না, চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর মধ্যে 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের বহু পদ পাওয়া যায়। এক 'পদকল্পতরু' গ্রন্থেই 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতার কুড়িটা পদ আছে। মণীন্দ্র বাবু 'দীন' চণ্ডীদাস ভণিতার পদে যখন লিপি-করদিগের ভ্রম-প্রমাদ মানিতে সম্মত নহেন, তখন 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের এই পদগুলিতেই কি জ্ঞাত লিপি-করদিগের ভুল বলা যাইবে? আমাদের বিবেচনার কৃষ্ণকীর্তনের 'প্রবল শক্তি-শালী' কিন্তু পদাবলীর উন্নত আধ্যাত্মিকতার লেশ-শূন্য কবি চণ্ডীদাস বরং কোনও অচিন্তনীয় সাধনার বলে পদাবলীর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি চণ্ডীদাসে পরিণত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু 'দীন' চণ্ডীদাসের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বটে। সুতরাং আমরা 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলিকে বরং বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াও মানিতে রাজি আছি, কিন্তু 'দীন' চণ্ডীদাসকে কিছুতেই 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস বলিয়া মানিতে পারি না। কৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাসই যে ক্রমে হাত পাকাইয়া পদাবলীর চণ্ডীদাসে পরিণত হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে নলিনী বাবু স্বতন্ত্র কোনও যুক্তি দেন নাই। তিনি বোধ হয়, এ সম্বন্ধে হরকৃষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত যুক্তির উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। তিনি হরকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতের 'হা হা প্রাণ-প্রিয় সই কিনা হৈল মোরে' ইত্যাদি ভণিতা-হীন পদাংশটিকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখার যোগ্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উহাকে প্রস্তর-লিপি অপেক্ষাও উচ্চ স্থান দিয়াছেন। হরকৃষ্ণ বাবুও আমাদের পূর্বোক্ত কৈফিয়তের উত্তরে বিশেষ করিয়া সেই চৈতন্য-চরিতামৃতের কথাই একটু তীব্রভাবে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সুতরাং অস্ত্র অস্ত্র প্রদানের পূর্বে আমরা সেই যুক্তিটার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ শ্রীমহাপ্রভুর অভিশয় শ্রিয় ছিল, ইহা শ্রীচরিতামৃত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি চণ্ডীদাসের যে পদগুলি আশ্রয় করিতেন, সেগুলি কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ কিংবা ‘চণ্ডীদাস’ ভণিতার প্রচলিত কীর্তনের পদ—তাহা জানিতে পারিলে চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রাচীন রূপ যে কি ছিল, উহা নির্ণয়ের যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে বলিয়া, উহা জানিবার জন্য আশ্রয়ের একান্তই কৌতূহল হয়। আমরা শ্রীমদভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক “এবং শশাঙ্কাত্তবিরাজিতা নিশা” ইত্যাদি রাসলীলার প্রসিদ্ধ শ্লোকের সনাতন গোস্বামি-প্রণীত ‘বৃহৎ বৈষ্ণবভাষ্য’ টীকা পড়িতে যাইয়া, উহাতে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেখিতে পাই; যথা,—“কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্র্যে তাসাং সৃষ্টিশচ গীত-গোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধান্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি-প্রকারাশচ জ্ঞেয়াঃ।” অর্থাৎ উক্ত শ্লোকের অন্তর্গত ‘কাব্য-কথা’ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মহাপ্রভুর সম-সাময়িক সনাতন গোস্বামিমহোদয় লিখিয়াছেন যে, কাব্য শব্দের দ্বারা সেই কথাসমূহের পরম-বৈচিত্র্য এবং উহাদিগের গীত-গোবিন্দাদিতে প্রসিদ্ধ, তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদির দ্বারা প্রদর্শিত ‘দানখণ্ড’, ‘নৌকাখণ্ড’ প্রভৃতি প্রকার সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, ভাগবত-রচনার সময়ে গীতগোবিন্দ বা চণ্ডীদাসের কাব্য রচিত হয় নাই; স্তব্ধভাষ্য ভাগবতকার নিশ্চিতই উক্ত কাব্যদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ‘কাব্য-কথা’ শব্দটির প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু টীকাকার সনাতন গোস্বামীর নিকট উক্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কাব্যদ্বয় সুপরিচিত ছিল বলিয়া, তিনি ‘কাব্য-কথা’ শব্দের ব্যাখ্যায় উক্ত কাব্য-দ্বয়েরই প্রধানতঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে ‘দান-খণ্ড’ ও ‘নৌকা-খণ্ড’ই প্রথমে সন্নিবেশিত দুইটি প্রধান ও বিস্তৃত পালা বটে; কিন্তু ‘পদামৃত-সমুদ্র’, ‘পদকল্পতরু’ প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহে চণ্ডীদাসের রচিত দান-খণ্ড ও নৌকা-খণ্ডের পালা দূরে থাকুক—ঐ বিষয়ের দুই চারিটা পদও পাওয়া যায় না। নীলরতন বাবুর সংগ্রহে অবশ্য ‘দীন’ চণ্ডীদাস ও শুধু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের অনেকগুলি নূতন পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি যে প্রাচীন সংগ্রহকারদিগের অজ্ঞাত একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবির রচনা, উহা বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না। ঐ পদগুলি কবি-শ্রেষ্ঠ বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া হরেকৃষ্ণ বাবুও দাবী করেন নাই; করিলেও নিরপেক্ষ সহদয় সমালোচকের নিকট সে দাবী গ্রাহ্য হইবে না। এ অবস্থায় আমরা দিগকে বাধ্য হইয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে যে, সনাতন গোস্বামীর সময়ে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনই বর্তমান ছিল, তাঁহার কীর্তনের পালা—যাহা পরবর্তী রস-শাস্ত্রের দ্বারা অল্পদূরে শ্রীরাধার পূর্ব-রাগে আরম্ভ হইয়াছে—তখন ছিল না। হরেকৃষ্ণ বাবু কিন্তু শ্রীচরিতামৃতের একটা ভণিতাহীন পদাংশের বাকি কলিগুলি একটুকরা প্রাচীন কাগজে চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত পাইয়া, উহা দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর সময়েও চণ্ডীদাসের কীর্তনের পদাবলীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাঠকদিগের বুঝিবার সুবিধার জন্ত এই পদাংশের ও পদের আত্মপূর্বিক বিবরণ দিতেছি।

চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য-লীলার ৩য় পরিচ্ছেদে আছে যে, সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রায় অব্যবহিত পরে যখন শ্রীমহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীমৎ অষ্টম আচার্যের গৃহে শুভাগমন করেন, তখন আচার্য্য প্রভু বিদ্যাপতির—“কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর” ইত্যাদি পদ গান করাইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করেন।

অন্তঃপর,—

“প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে।

তাবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে।

আচার্য্য উঠাইল প্রভুরে করিতে নর্ত্তন ।

পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ।

অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদগদ বচন ।

অগ্নে উঠে অগ্নে পড়ে অগ্নেকে রোদন ।

তথাহি পদম্ ।

“হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে ।

কান্ন-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জারে ।

রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াধ না পাও ।

যাই গেল কান্ন পাও তাই উড়ি যাও ॥”

এখন হরেকৃষ্ণ বাবু লিখিতেছেন,—“হা হা প্রাণপ্রিয় সখি” পদটি আরো ছয়টা কলি সহ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ পদটি উদ্ধৃত করিলাম। পুরানো পুঁথি বাঁটিতে বাঁটিতে আরো অন্ত্যন্ত পদ লেখা টুকরা কাগজের সঙ্গে ইহা পাইয়াছি, এক টুকরা কাগজে এই পদটি লেখা আছে। কাগজের উপরে “শ্রীরাম” ও এক কোণে ১১১২ সাল লেখা আছে। পদটি এই,—

হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে ।

কান্ন-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জারে ।

দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াধ না পাই ।

যথা গেল কান্ন পাই তথা উড়ি যাই ।

যেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাধানি ।

অবলা করিলি মোরে জনমছাধিনী ।

ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জালা ।

এ পাশ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা ।

অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল ।

চণ্ডীদাস বলে ধনি এমতি না বল ॥”*

হরেকৃষ্ণ বাবুর আবিষ্কৃত পদটির সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে, ত্রিচরিতামৃতে সম্পূর্ণ পদটি উদ্ধৃত না হওয়ায় এবং উহার প্রথম দুইটি শ্লোক বেরূপ সুন্দর, স্বাভাবিক ও চণ্ডীদাসের আক্ষেপ-অনুরাগের উৎকৃষ্ট পদের লক্ষণ-যুক্ত, বাকি শ্লোক তিনটি দেহরূপ না হওয়ায়, এই পদের শেষ অংশ কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া মনে হয় না। সম্পূর্ণ পদটি বড় চণ্ডীদাসের রচিত হইলে, শ্রীমহাপ্রভুর আশ্বাদিত এই পদটি যে কি জন্ত উচিত সমাদর লাভ করিয়া পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহে স্থান পায় নাই, তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহাকে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া অস্বীকার করিলে, শুধু বাঙ্গালা ১১১২ সালান্তরিত এক টুকরা কাগজের পুরানো লেখার জোরে ইহাকে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া প্রমাণ করা অনুযায় নহে। তথাপি আমরা এ সকল আপত্তি না করিয়া ও তর্ক-স্থলে ইহা উৎকৃষ্ট কৌতূহল-পদাবগীর রচয়িতা চণ্ডীদাসের পদ মানিয়া লইয়াই পূর্বোক্ত ১৩৩৩ সালের পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধে লিখিয়াছি,—“বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বহু প্রসিদ্ধ পদ সে সময়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে গীত হইত; অন্তরাং তৈত্তরচরিতামৃতের বর্ণিত অবস্থার আচার্য্য প্রভু ও শ্রীমহাপ্রভু যে তাঁহাদিগের তৎকালীন

মনোভাবের ব্যঞ্জক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদ গাহিয়া নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করিবেন, ইহা নিত্য সম্ভবপর বটে; কিন্তু অষ্টমত প্রভু আর শ্রীমহাপ্রভু যে ঠিক এই দুইটা পদই গান করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে চৈতন্তচরিতামৃতের সাক্ষ্য কত দূর বিশ্বাসযোগ্য, একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা সবচেয়ে প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, বখাসময়ে রোজ-নাম্চা লিখিয়া না রাখিলে, আমরা আজ যে গানটা শুনিলাম, কয়েক বৎসর পরে শুধু স্মরণ করিয়া উহা বলা নিত্য কঠিন হইয়া পড়ে। অষ্টমত প্রভু কিংবা শ্রীমহাপ্রভু তৎসময়ে শাস্তিপুরে ভাবাবেশে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের যে পদটা গান করিয়াছিলেন, তাহা কোনও সাক্ষ্যে শ্রোতা রোজ-নাম্চা করিয়া না রাখিলে, ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পরেই ঐ গানের ঠিক কথাগুলি সাক্ষ্যে শ্রোতাদিগেরও স্মরণ থাকা সম্ভব বোধ হয় না। মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; এখানেই চৈতন্ত-চরিতামৃতের বর্ণিত আদি-লীলার শেষ। তার পরে মধ্যলীলা,—

“তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।

নীলাচল, গোড়, সেতুবন্ধ বন্দাবন।

তাহাঁ বেই লীলা তার মধ্য-লীলা নাম।

তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান।”—(চৈ-চ, মধ্য, ১ম পরিচ্ছেদ।)

এই মধ্যলীলার শেষ সময়ে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবন্দাবনের পথ ভুলিয়া রাঢ়দেশে উপনীত হইলে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম-পূর্ণ কৌশলে তিনি শাস্তিপুরে শ্রীমৎ অষ্টমত প্রভুর গৃহে সমানীত হইয়াছিলেন; স্মৃতরাং তাঁহার আনন্দের ত্রিশ বৎসর বয়সের কালে অর্থাৎ ১৪৩৭ শকে এই শাস্তিপুর-মিলন সম্ভটিত হয়। চৈতন্ত-চরিতামৃতের উপ-সংহার-শ্লোক (“শাকে সিদ্ধমিবাণেন্দো জ্যোষ্ঠে বন্দাবনান্তরে। সূর্য্যাহেহসিতপঙ্কমাং গ্রহোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ।”) হইতে জানা যায় যে, ১৪৩৭ শকে উক্ত গ্রহ সম্পূর্ণ হয়। অতএব বর্ণিত ঘটনার ঠিক এক শত বৎসর পরে কবিরাজ গোস্বামী এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে উক্ত ঘটনার স্মৃতিস্মরণ বিবরণের রোজনাচ্চা-লেখক কোনও বিশ্বস্ত সাক্ষ্য-দ্রষ্টার নিকট হইতে নিঃসন্দেহরূপে উল্লিখিত পদ-দ্বয়ের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই; স্মৃতরাং তিনি যে কেবল তাঁহার সময়ের বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই এরূপ লিখিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। চৈতন্ত-চরিতামৃতের বর্ণিত শ্রীমহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থল ঘটনাবলীর মধ্যেও ঐতিহাসিক সমালোচক-দিগের অনুসন্ধানের ফলে আজকাল এত অসঙ্গতি ধরা পড়িয়াছে যে, চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থখানাকে শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের ও তাঁহার প্রচারিত গোড়ীয় বৈষ্ণব-মতের একটা উৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিশ্লেষণ ব্যতীত উহাকে নিঃসন্দেহ প্রামাণিক জীবন-বৃত্তান্ত বলা চলে না। অতএব হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত পদটির দ্বারা শ্রীমহাপ্রভু কর্তৃক উহা নিশ্চিতই আশ্রয়িত হইয়াছিল, স্মৃতরাং উহা চণ্ডীদাসের খাটি পদ, এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না; ইহা দ্বারা বড় জোর এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের উক্ত ঘটনার প্রায় এক শত বৎসর পরে কবিরাজ গোস্বামীর বৃদ্ধাবস্থার সময়ে চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত ঐ পদটি বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত ছিল। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত পদটি পদ্যমুতসমুজ্জ, পদকল্পতরু, পদ-রস-সার, পদ-রসাকর, কোর্জনানন্দ প্রভৃতি কোনও প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহে নাই। শ্রীমহাপ্রভুর দ্বারা সমাদৃত ও তৎকর্তৃক গীত হওয়ার অসামান্য সৌভাগ্য লাভ করা সম্বন্ধে উক্ত পদটি যে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রাচীন পদসংগ্রহে পুঁথিগুলিতে স্থান পায় নাই, ইহা হইতেও যদি কেহ অন্ততঃ ঐ পদের নবাবিষ্কৃত বলি ভিনটীর প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাহা হইলে, এমন কি, কবিরাজ গোস্বামীর সময়েও সম্পূর্ণ পদটি এ ভাবে বর্তমান ছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়ে। আমাদের বিবেচনার ১৪৩৭ শকে এই পদটি বখাবধ ভাবে বর্তমান ছিল, ইহা ওর্কস্থলে

স্বীকার করিয়া নইলেও উহা দ্বারা বেশী কিছু আসে যায় না ; বাণলো-ভক্ত আদি বৈষ্ণব পদ-কর্তা চণ্ডীদাস—প্রচলিত চণ্ডীদাস ভণিতার পদের রচয়িতা নহেন, যদি ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত অতি উৎকৃষ্ট পদাবলীর রচয়িতারা রামু শামুর মত নগণ্য লোক ছিলেন না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ঐরূপ ভাবপূর্ণ পদ-রচনা কেবল গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর, বংশীবদন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদিগের পক্ষেই সম্ভব বাটে। ইহারা প্রায় সকলেই শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্তী শতকের লোক এবং কবিরাজ গোস্বামীর প্রায় সম-সাময়িক ; সুতরাং আদিকবি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পদাবলী শ্রীমহাপ্রভুর বিগুহ ও পবিত্র বৈষ্ণব-মতাবলম্বী বঙ্গ-সমাজে ভাষা ও ভাবের বিশেষ পরিবর্তন হেতু শ্রোতৃবর্গের দুর্বোধ্য ও অশ্রীতিকর হইয়া পড়িলে, যখন কীর্তনগায়কগণ শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের জন্ত নিরুপায় হইয়াই তৎকালীন প্রসিদ্ধ পদকর্তাদিগের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদাবলী আশ্রয় করিয়া, চণ্ডীদাসের নাম দিয়া চালাইতে আরম্ভ করেন, তখন হইতেই চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলীর উদ্ভব হইতে থাকে। গোবিন্দদাস পরবর্তী সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা হইলেও তাঁহার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পদ ব্রজবুলীর রচনা বলিয়া, তাঁহার উপর কীর্তন-গায়কদিগের বেশী দোষাত্ম্য খাটে নাই। জ্ঞানদাস, রায় শেখর ও বংশীবদনের বাঙ্গালা পদগুলি ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের গভীরতার জন্ত সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া, তাঁহাদিগের উপরই অধিক অত্যাচার হইয়াছে। সে সময়ে সংবাদপত্রের প্রচার ছিল না ; সুতরাং কখন কোন্ কীর্তনিনী তাঁহাদিগের কোন্ পদটিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা যোগ করিয়া কোথায় গান করিল, যথাসময়ে জানিবার বা জানিয়া প্রতিবাদ করার কোনও সুবিধা ছিল না ; সুতরাং উক্ত পদকর্তারা কিংবা তাঁহাদিগের শিষ্যগণ যে এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণবোচিত উদারতা-বশতঃ ঐদাদীত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্যের কারণ নাই। ঐরূপ স্থলে প্রসিদ্ধ কীর্তনিনীদিগের ব্যবহার ও অমূল্য-মূল্যে জ্ঞানদাস প্রভৃতির কতকগুলি পদ সাধারণের নিকট নির্বিন্যাসে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া প্রচলিত হইলেও প্রাচীন পদ-সংগ্রহের সঙ্কলনিতা ও লিপিকারদিগের সত্যপ্রিয়তার জন্ত ঐ সকল পদের ভণিতার প্রকৃত পদকর্তার নামই রহিয়া গিয়াছে এবং উহার দ্বারা এখন এই পরম্পরাধরণ-রহস্তের একটু ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতেছে।”

হরেকৃষ্ণ বাবু আমাদের এই উক্তরের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন,—“‘চণ্ডীদাস’ সম্বন্ধে বক্তব্য যে, যদিও অষ্টমত আঠারোয় গৃহে শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে মুকুন্দ যে পদ গান করিয়াছিলেন, তাহার ‘রোজনাম্‌চা’ কেহ রাখে নাই এবং কবিরাজ গোস্বামী তাহার এক শত বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ঠিক সেই গানই, উদ্ধৃত করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, তথাপি ইহার উত্তরে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, যে মুকুন্দ, এই গান গাহিয়াছিলেন, তিনি পুরীধামে বহুবার উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ গায়ক শ্রীপাদ স্বরূপের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, মুকুন্দের মূখে শুনিয়া শ্রীপাদ তাহা নিজ অন্তরঙ্গ ভক্ত দাস গোস্বামীর নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়নকালে দাস গোস্বামী ঐ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং বিষয়টি যে, ‘রোজনাম্‌চার’ ব্যঙ্গোক্তিভেদে উড়াইয়া দিবার নহে, ইহা বলা বোধ হয় আবশ্যক।” হরেকৃষ্ণ বাবুর এই প্রত্যুত্তরের উত্তর দেওয়ার সুযোগ আমাদের এ পর্য্যন্ত বাটে নাই ; তাই এখানে সংক্ষেপে বলিতে চাহি যে, ঐরূপ একটা চিরস্মরণীয় উৎসবের আসরের সৌভাগ্যবান্ গীতগায়ক মুকুন্দ দাসের রোজ-নাম্‌চা ছাড়াও এই গানের কথা স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকা অসম্ভব নহে ; কিন্তু তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর জীবনের ঐরূপ একটা সাধারণ ঘটনার বিষয় শ্রীপাদ স্বরূপ শুনিয়া থাকিলেও, উহার এত সূক্ষ্ম বিবরণ রোজ-নাম্‌চার অভাবে তাঁহার স্মরণ থাকা এবং তাঁহার নিকট শুনিয়া আবার দাস গোস্বামীর সে সকল সূক্ষ্ম বিবরণ কবিরাজ গোস্বামীকে দেওয়া নিতান্তই কালজিক ও অসম্ভব মনে

হয়। আমরা রোজ-নাম্চার কথা লইয়া বাজ বা বিক্রম করিয়াছি—এ কথা হরেকৃষ্ণ বাবু কোথায় পাইলেন? আমরা সশ্রদ্ধ ভাবেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, স্মরণ রোজ-নাম্চা না রাখিয়া থাকিলে এরূপ একটা গানের দুইটি কলি শ্রীপাদ স্বরূপ বা দাস গোস্বামীর কোনরূপেই দীর্ঘকাল স্মরণ করিয়া রাখার কোনই কারণ বা সম্ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া, মুকুন্দ হইতে শ্রীপাদ স্বরূপ, তাঁহার নিকট হইতে দাস গোস্বামী ও তাঁহার নিকট হইতে আবার কবিরাজ গোস্বামী সম্ভবতঃ এই গীতের কলি দুইটির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, হরেকৃষ্ণ বাবুর এরূপ কল্পনা-মালা ছাড়া ইহার সমর্থক আর কোনই প্রমাণ নাই। তবে দ্বিজান্ধ হইতে পারে যে,—কবিরাজ গোস্বামীর ছায় একজন সুপণ্ডিত ও মহাত্মার কি সম্ভব ও অসম্ভবের জ্ঞান ছিল না? তিনি . ভালরূপে বাচাই করিয়া বিষয়টা সত্য বলিয়া না বুঝিলে, নিশ্চয়োক্তনে এরূপ অমূলক কথা লিখিবেন কেন? মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা কেহ যদি ভুলে যথাযথ মনে করেন, সে জন্যে তিনি আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন,—

“দক্ষিণ-গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।

সহস্র সহস্র তীর্থ কৈলা দরশন।

সে সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈলা।

সেই ছলে সে দেশের লোক নিস্তারিলা।

সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি।

দক্ষিণ বামে তীর্থ গমন হয় ক্ষেত্রাক্ষিরি।

অন্ত এব নামমাত্র করিয়ে গণন।

কহিতে না পারি তার বথা অল্পক্ৰম।”—(১৫-৮, মধ্য, ৯ম)

এই তীর্থগুলির মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি প্রধান তীর্থের উল্লেখ গ্রন্থের উপাদেশভার জন্ত একান্ত আবশ্যক বলিয়া, কবিরাজ গোস্বামীকে অগত্যা এইরূপ অসম্পূর্ণ বর্ণনা-প্রণালীর অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত সত্যপ্রিয় বলিয়া তিনি সে কথা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের গীতটা উদ্ধৃত করার তো সেরূপ প্রয়োজন ছিল না। সেরূপ অপরিহার্য প্রয়োজন থাকিলে, তিনি উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলেন না কেন? গীতের বাকিটা তিনি জানিতেন না, এরূপ অনুমান খাটে না; কারণ, আবশ্যক বোধ করিলে গানের অন্ত্যস্ত অংশটা সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন হইত না। একমাত্র সম্ভবত অনুমান এই যে, তাঁহার সময়ে এই গীতটা প্রসিদ্ধ ছিল, তাই উহার দুইটি কলি উদ্ধৃত করিয়া গীতটা স্মৃতিত করিয়াছেন; প্রয়োজন বোধ না করার সম্পূর্ণ গীতটা উদ্ধৃত করেন নাই। যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, তিনি নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ পদটা শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে গীত হইয়াছিল। নতুবা তাঁহার ভ্রাতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সত্যপ্রিয় মহাত্মা কিছুতেই এ ভাবে এই পদটার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেন না।

এই সম্বন্ধে আমাদের মনেও উদিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচরিতামৃত হইতেই এই সমস্তার অতি সমীচীন অথচ কৌতুকজনক সমাধান পাইয়াছি। প্রায় এক বৎসর কাল পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির সহিত মিলাইয়া আমাদের কাছে বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রীচরিতামৃতের আদ্যস্ত পড়িতে হইয়াছিল। উহা হইতে ঐ গ্রন্থের যে সকল পাঠ-বিস্তারের কথা জানিতে পারিয়াছি, শ্রীচরিতামৃতের দ্বিজান্ধ পাঠকদিগের অবগতির জন্য সমরাস্তরে স্তব্ধ প্রবন্ধে সেই বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে তাঁহার উক্তির পোষকতার “তথ্য” বলিয়া যে সকল লোক শ্রীমহাপ্রভুর মুখ দিয়া বাহির করাইয়াছেন, উহার মধ্যে কতকগুলি মহাপ্রভুর

মুখে উচ্চারিত হওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব ছিল। একরূপ স্থলে কবিরাজ গোস্বামী নিছক মিথ্যা অথবা উদ্ভট-প্রলাপ লিখিয়া গিয়াছেন, একরূপ সিদ্ধান্ত এড়াইতে হইলে, ঐ সকল উক্তির অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে যে, মহাপ্রভু ঠিক সেই শ্লোকটা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি সেই ভাবের কিছু কথা বলিয়াছিলেন, অত কাল পরে যুগ্ম যোজনামৃতা না থাকায় অবিকল সেই কথার পুনরুক্তি করার কাহারও সাধ্য নাই; তবে সেই কথাগুলির তাৎপর্যের একটা আভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার নিজের রচিত বা জ্ঞাত পরবর্তী অত্র শ্লোকাদি “তথাহি” বলিয়া মহাপ্রভুর মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন। বিষয়টা সত্য হইলেও শুনিতে এত অদ্ভুত যে, শ্রীচরিতামৃত হইতে ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত না দেখাইলে চলিবে না।

শ্রীমহাপ্রভু অন্ত্য-সীলায় যখন শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমে শ্রীক্ষেত্রের পুষ্পাদ্যানে শ্রীকৃষ্ণের আবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও মূচ্ছিত হইতেছেন, কখনও অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ প্রভুতির যত্নে চেতনা লাভ করিয়া চারি দিকে তাকাইতে তাকাইতে অশ্রু-প্লাবিত-নেত্রে গদগদ-কণ্ঠে বলিতেছেন,—

“কাহাঁ গোলা কৃষ্ণ এখনি পাইলু দর্শন।

যাঁহার সৌন্দর্য্যে হরিল নেত্র মন ॥

পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলী-বদন।

তাঁহার দর্শন লোভে ভ্রময়ে নয়ন ॥

বিশাখাকে রাধা যেই শ্লোক কহিলা।

সে ই শ্লোক মহাপ্রভু পঢ়িতে লাগিলা ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টম সর্গে চতুর্থ শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং

“নবানুদলছাতির্নবতড়িঅনোজ্জাঘরঃ

অচিৎমুরলীমুখঃ শরদমন্দজ্ঞাননঃ।

ময়ূরদলভূষিতঃ স্তভগতারহারপ্রভঃ

স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্র-স্পৃহাম্ ॥—(১৫ চ, অন্ত্য, ১৫শ)।

পুনশ্চ—

“শ্লোক * শুনি মহাপ্রভু মহাতৃপ্ত হৈলা।

রাধার উৎকর্ষ-শ্লোক আপনি পঢ়িলা ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টম সর্গে অষ্টম শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং

“ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ” ইত্যাদি।—(ঐ, ১৬শ)

পুনশ্চ—

“কৃষ্ণগঙ্গুলুক রাধা সখীকে যে কহিলা।

সে ই শ্লোক পঢ়ি প্রভু অর্থ করিলা ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টম সর্গে ষষ্ঠ শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং

“কুরঙ্গমদজিহ্বপুঃ পরিমলোন্মীকৃষ্টাঙ্গকঃ” ইত্যাদি।—(ঐ, ১৯শ)

আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিগুলিতে ও কয়েকখানা ভাল মুদ্রিত সংস্করণে এইরূপ পাঠই পাইয়াছি। এখন বিবেচ্য এই যে, কবিরাজ গোস্বামী প্রায় এক শতক পরবর্তী কালের স্ব-রচিত এই গোবিন্দলীলামৃতে

শ্লোকগুলি শ্রীমহাপ্রভুর মুখ দিয়া বাহির করিগেন কি প্রকারে ? বলা বাহুল্য যে, আমরা পূর্বে বাহা লিখিয়াছি, উহা ব্যতীত এই পৌরুষাণ্য-ব্যতিক্রম (Anachronism) ও স্পষ্ট সত্যের অপগমের (False statement) অল্প কোন সীমাংশা হইতে পারে না। ইহা হইতে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, স্মৃদর্শী ও সত্যাহুতাগী কবিরাজ গোস্বামী প্রকৃত পক্ষেই “হাং প্রাণপ্রিয় সখি” ইত্যাদি পদটি মহাপ্রভুর সমক্ষে গীত হইয়াছিল, ইহা বুঝাইবার জন্যে উহার ক্রিয়দংশ উদ্ধৃত করেন নাই; কিন্তু মহাপ্রভুর সমক্ষে ঐ ভাবের একটা পদ গীত হইয়াছিল, ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার সময়ে প্রচলিত একটা গীতের দুইটা কলি মুকুন্দের মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন। স্মৃতরাং ইহা দ্বারা যে বিশেষ কিছু প্রমাণ হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে চণ্ডীদাসের নামে একরূপ একটা পদ প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও কোন ক্ষতি নাই। এই পদের ভাষা ও ভাব ঠিক কৃষ্ণকীর্তনের অমুরূপ না হইলেও কৃষ্ণকীর্তনের কবির রচিত কোন কোন পদ যে এক শতক কালের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণব-সমাজে প্রচারিত হইতে পারে, ইহা অস্বীকার করার কোনই হেতু নাই। আমাদের পক্ষে শুধু বক্তব্য এই যে, আমরা পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি পুথিতে চণ্ডীদাস ভণিতার পদগুলি যে আকারে পাইতেছি, উহার পৌনে ষোল আনা পদেই কৃষ্ণকীর্তনের কবির ভাষা ও রসের ধারার ঠিক ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাপি যদি কোন চণ্ডীদাস-ভক্ত নিজের মনস্তত্ত্বের জন্য কল্পনা করিতে চাহেন যে, বড়ু চণ্ডীদাসের রচনাই ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া এখন ভাষায়, ভাবে ও বর্ণনায় বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার সেরূপ কল্পনায় আমরা বাধা দিব না। তবে সত্যের অমুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, আমরা চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা, ভাব ও আখ্যান-বস্তুর সহিত কোনরূপেই বড়ু চণ্ডীদাসের নিঃসন্দ্বিগ্ন রচনা কৃষ্ণকীর্তনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে সমর্থ হই নাই। এ অবস্থায় চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলীর উদ্ভব বুঝিবার জন্য দুইটি প্রশ্নালী আছে। এক প্রশ্নালী—আর একজন পদকর্তা চণ্ডীদাসের কল্পনা। অল্প প্রশ্নালী—অল্প প্রকারে সেই পদাবলীর উৎপত্তি বুঝিবার চেষ্টা। কৃষ্ণকীর্তনের কবি চণ্ডীদাসের অপর নাম ছিল অনন্ত; স্মৃতরাং ‘চণ্ডীদাস’ তাঁহার একটা প্রসিদ্ধ উপনাম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তত্ত্বের রাগাঙ্গিক পদাবলীর “আদি চণ্ডীদাস” শব্দের দ্বারাও পরবর্তী এক বা একাধিক চণ্ডীদাস অহুমিত হয়। তার পরে ত্রিকৃষ্ণের জন্মখণ্ড নামক পুথির ভাষাগত ও ভাবগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুসারে উহার প্রণেতাকে স্বতন্ত্র একজন চণ্ডীদাস না বলিয়াই উপায় নাই। মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত পুথির ‘দীন চণ্ডীদাস’ সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। স্মৃতরাং যেখানে অন্ততঃ দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সুপ্রমাণিত হইয়াছে, সেখানে উৎকৃষ্ট প্রচলিত পদাবলীর রচয়িতা তৃতীয় একজন চণ্ডীদাস স্বীকার করার যথেষ্ট কারণ আছে কি না, বিশেষ বিবেচ্য বটে। এই পদাবলীর চণ্ডীদাসের গৌরাজ-বন্দনার পদ না পাওয়া গেলেও, ইনি যে মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগের কবি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব-ইতিহাসের অভাব নাই। এই যুগে কবিশ্রেষ্ঠ কোনও চণ্ডীদাসের উদ্ভব হইয়া থাকিলে, পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাসের দেশব্যাপী নাম ও খ্যাতির অন্তরালে এই কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস ঢাকা পড়িয়া অজ্ঞাত থাকিতে পারেন কি না, তাহাও বিবেচ্য বটে। সম্পাদক বসন্তাবাবুর দ্বারা আমরাও বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে সহজিয়া ভাবের কোনও পরিচয় পাই নাই। পক্ষান্তরে ‘চণ্ডীদাস’-ভণিতার ‘রাগাঙ্গিক’ পদাবলীতে সহজিয়া ভাবের এবং কয়েকটা ‘রাগাঙ্গিক’ পদে অপূর্ব আখ্যানিকতার নিদর্শন স্পষ্ট। মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগে সহজিয়া ধর্মের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হওয়ায়, সে জন্য এই সহজিয়া শ্রেষ্ঠ কবিকে বৈষ্ণব-সমাজ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন কি না এবং আশ্রয় দেড় শত, কি দুই শত বৎসর পরে লোকে তাঁহার রজকী-সংসর্গ ও সহজিয়া অপবাদ বড়ু চণ্ডীদাসের উপর তুলে আরোপ

করার, নিজস্ব অপূর্ণ কবিত্বের প্রভাবে তাঁহার উৎকৃষ্ট পদগুলি আন্দাজ দুই শত বৎসর যাবৎ পদাবলি-সাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে কি না—এই বিকল্প দুইটীর মধ্যে কোনও একটি বিকল্প সঙ্গত কি না, সঙ্গত হইলে কোনটি অধিকতর সঙ্গত, তাহাও বিচার করিয়া দেখা উচিত। আমরা আমাদের পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলিতে যেভাবে ‘চণ্ডীদাস’ ভণিতার প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদগুলির উৎপত্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, উহা কেহ বিন্দ্ববাক্য ও কেহ হান্তজনক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞানদাস, যদুনন্দন, ‘রসকল্পবলী’ পুথির প্রণেতা গোপাল দাস প্রভৃতির কতকগুলি প্রসিদ্ধ পদ, গায়ক ও লিপিকরদিগের ভুল বা কারসাজির দরুণ চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সকলেরই স্বীকৃত বটে*। তবে এ সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণবাবুর একমাত্র আপত্তি এই যে, গায়ক বা লেখকদিগের কারসাজিতে এতগুলি পদের ভণিতার পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ‘চণ্ডীদাস’ ভণিতার পদগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর পদ বড় জোর ৪০-৫০টির অধিক হইবে না; বাকি মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর পদগুলির মধ্যে বহুসংখ্যক পদই যে, মণীন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত পুথির প্রণেতা ‘দীন’ চণ্ডীদাসের, উহা বেশ বুঝা গিয়াছে। রসজ্ঞ হরেকৃষ্ণ বাবুও একাধিক স্থানে এ কথা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের মধ্যম শ্রেণীর পদগুলি ‘দীন’ চণ্ডীদাস বা অন্ত যে কোন মধ্যম শ্রেণীর কবিই রচনা করিতে পারেন। এ অবস্থায় কেবল ৪০-৫০টি উৎকৃষ্ট পদের জন্যই মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগ আর একজন মহাকবি চণ্ডীদাসের করনা করা সঙ্গত কি না, তাহাও নিরপেক্ষ সমালোচকদিগের বিচার্য্য বটে। আমরা ইতিপূর্বে এক একটা নির্দিষ্ট মতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায়, এই বিষয়ে নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা ও বিচার করার শক্তি ও অধিকার বোধ হয় আমাদের এখন লুপ্ত হইয়াছে। তাই রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর ও ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের মত ভাষ্য-তত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে আমরা সনির্বন্ধে অহরোধ করি, তাঁহারা এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করিয়া, এই জটিল সমস্যার সমাধান করুন। ইহা সত্য বটে যে, অন্ত কোনও কবির ভণিতা লইয়াই এরূপ গোলযোগ বা সন্দেহের কারণ ঘটে নাই। কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, চণ্ডীদাসের নামে কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদাবলী প্রচারিত করার যে অপরিসংখ্য ও বিশিষ্ট কারণ ঘটয়াছিল, অন্ত কোনও পদকর্তার সম্বন্ধে সেদরূপ বিশিষ্ট ও ব্যাপক কারণ ঘটে নাই। সুতরাং ঐরূপ একটা ব্যাপক কারণ হইতে যে ব্যাপক কার্যের উৎপত্তি হইবে, উহাতে আশ্চর্যের কারণ নাই। আমাদের মতে এই বিকল্পের বিরুদ্ধে একটা প্রধান আপত্তি এই যে, চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদগুলির মধ্যে একটা ভাষ্য-গত ও ভাব-গত ঐক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পদ-কর্তার পদে এরূপ ঐক্য থাকার আশা করা যাইতে পারে না; সুতরাং অন্ততঃ ‘চণ্ডীদাস’ ভণিতার

* নীলরতন বাবুর ২২২ সংখ্যক “কান্ন সে জীবন জাতি প্রাণধন” ইত্যাদি চণ্ডীদাস ভণিতার পদে পদকল্পতরু, পদরত্নাকর, পদরসসার ও সাহিত্য-পরিবাদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে জ্ঞানদাসের ভণিতা আছে; নীলরতন বাবুর ১২০ সংখ্যক “একলি মন্দিরে” ইত্যাদি পদে এবং ৩১১ সংখ্যক “সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিছ” ইত্যাদি ও ৩২১ সংখ্যক “না বল না বল সখি” ইত্যাদি চণ্ডীদাস-ভণিতার পদে পদকল্পতরু ও পদরসসারে জ্ঞানদাসের ভণিতা আছে। নীলরতনবাবুর ২০৩ সংখ্যক “রাই আজু কেন হেন দেখি” ইত্যাদি পদে পদকল্পতরুতে কুককিশোর-এর ভণিতা আছে। নীলরতনবাবুর “কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে” ইত্যাদি ৬৩ সংখ্যক পদ চণ্ডীদাসের অনূন এক শতক পরবর্তী রূপ গোপালদাসের ‘বিদম্বাধা’ নাটকের “নামঃ কদম্ববিটপান্তরতো বিসর্পন” ইত্যাদি স্রোতের বহুনন্দন ঠাকুরকৃত মর্দানুবাদ। পদকল্পতরুতে এই পদের শেষের দুইটি কলি উদ্ধৃত না হওয়ার ভণিতা পাওয়া যায় না। কিন্তু পদরসসার পুথিতে সম্পূর্ণ পটী বহুনন্দনের ভণিতা সহ উদ্ধৃত হইয়াছে (পদকল্পতরুর ১৪২ সংখ্যক পদের পাঠান্তর স্রষ্টব্য)। নীলরতন বাবুর “ভাল হৈল আরে বন্ধু” ইত্যাদি ২২১ সংখ্যক পদ ও “সই জানি কুদিন হুদিন ভেল” ইত্যাদি ১২৩ সংখ্যক পদের একটা রূপান্তর পীতাম্বর দাসের ‘রসমঞ্জরী’তে তাঁহার পিতা গোপালদাসের ভণিতাবৃত্ত পাওয়া গিয়াছে।—সম্পাদক।

উৎকৃষ্ট পদগুলি একজন শ্রেষ্ঠ কবির রচনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সম্ভাবিত আপত্তির উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, একই যুগের একই সম্প্রদায়-ভুক্ত ও একই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদিগের ভাষা ও ভাবের মধ্যে অনেক স্থলেই একরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায় যে, অনেক সময়েই তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে কোনটী কাহার রচিত, তিনিয়া লওয়া বিশেষজ্ঞদিগের পক্ষেও অসম্ভব মনে হয়। অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন যে, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, বংশীবদন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্তাদিগের প্রত্যেকেই দশ পাঁচটী করিয়া একশ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ আছে, যাহা ভাষার কিংবা ভাবে চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। এ অবস্থায় তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট পদাবলী হইতে কতকগুলি পদের ভণিতা পরিবর্তিত হইয়া চণ্ডীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলি প্রচার হওয়া বিষয়টা আপাততঃ যেকোন অসম্ভব বা দুর্বোধ্য মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে উহা সেরূপ নহে।

হরেকৃষ্ণ বাবু কৃষ্ণকীর্তনের সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর রচনার ও ভাবের ঐক্য দেখাইবার জন্য তাঁহার প্রাচ্যে ১০৬—১১৩ পৃষ্ঠাগুলিতে প্রকৃত ও কল্পিত সাদৃশ্যের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্তী যুগের পদাবলী-সাহিত্যে তাঁহার অনেক কথা ও ভাবের প্রতিধ্বনি পাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক; উহা দ্বারা কৃষ্ণকীর্তনের ও চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর সম-কালীনতা বা অভিন্ন কবির কৃতিত্ব প্রমাণিত হয় না। অভিজ্ঞ পাঠকগণ জানেন যে, দুই হাজার, কি অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসরের প্রাচীন কবি কালিদাসের অনেক সংস্কৃত শ্লোকের ভাবের প্রতিধ্বনি বাঙ্গালার প্রবাদকথা ও কবিতায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গালার একজন পণ্ডিত এরূপ কতকগুলি সাদৃশ্যের উদাহরণ দেখাইয়া উহাও কালিদাসের বাঙ্গালীভাষ্যে একটা প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে যে সকল প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, কৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক বসন্ত বাবু এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্পাদক রমণী বাবু ও নীলরতন বাবু তাঁহাদিগের ভূমিকায় সে সকল বিবরণ বর্ণিত করিয়াছেন; সুতরাং এখানে উহার পুনরুক্তি করা নিম্প্রয়োজন। সম্প্রতি যোগেশ বাবু একটা গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধে * প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাঁকুড়ার অন্তর্গত ছাতনার চণ্ডীদাস বাসলীর সেবক ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যোগেশ বাবুর প্রদর্শিত প্রমাণগুলি চূড়ান্ত না হইলেও উহা দ্বারা যে চণ্ডীদাসের জীবন-বৃত্তান্তের অনেক সন্দিগ্ধ বিষয়ের অধিকতর সঙ্গত মীমাংসা হইতে পারে, ইহা তিনি সুন্দর-রূপেই প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি চণ্ডীদাসের দেশ ও কাল সম্বন্ধে অল্পসন্ধান করিতে বাইয়া মহাপ্রভুর আনন্দের এক শতক পূর্বের একজন ও মহাপ্রভুর সমসাময়িক একজন চণ্ডীদাসের খোঁজ পাইয়াছেন। যোগেশ বাবুর প্রবন্ধটা অল্পসন্ধিৎসু ব্যক্তিদেরই বিশেষভাবে আলোচ্য বটে। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

“চণ্ডীদাসের কাল ঠিক জানা থাকিলে তাঁহার কীর্তিহান অন্বেষণে অনেক সুবিধা হইতে পারিত। ইহার উপর, চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃত নাম চণ্ডীদাস না হইলেও ডাক-নাম বা উপাধি চণ্ডীদাস ছিল। কোথায় কখন কোন্ চণ্ডীদাস ছিলেন,—দেশ কাল পাত্র—তিনিই অজ্ঞাত। “শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন” আবিষ্কারের পর এই প্রশ্ন আরও দ্রুত হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নয়, দুই বাসলী স্থানে দুই কালে চণ্ডীদাস ডাক-নামধারী দুই ব্যক্তি ছিলেন; কিংবা একই বাসলী স্থানে দুই কালে দুই জন ছিলেন, পরে বিস্মৃতি ও অনবধান হেতু একের জীবন-কাহিনী অস্ত্রে আরোপিত হইয়াছে। এ সকল তর্কের

নিরাশ কোনও কালে হইবে কি না, সন্দেহ। তথাপি নানা বিজ্ঞ জ্ঞানে নানা দিক্ দিগা বহু করিলে ফল হইতে পারে। বর্তমানে চণ্ডীদাস এক অলৌকিক করিতে হইতেছে, যাহাকে ধরিয়া নানা কাহিনী রচনা হইয়াছে। তথাপি পরে দেখা যাইবে, ছাতনার হই কালে যেন হই চণ্ডীদাস ছিলেন। একজন চৈতন্যদেবের প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে, আর একজন তাঁহার সম-সাময়িক ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হই জন কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনার পুনরাবলোচনা আবশ্যক মনে হইতেছে।”

মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত পদাবলীর প্রণেতা ‘দীন’ চণ্ডীদাসের সম্বন্ধ নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয় নাই। হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার সঙ্কলিত বীরভূম-বিবরণ ৩য় খণ্ডের ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত ঠাকুর নরোত্তমের একটি বন্দনার পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির এবং নীলমতনবাবুর সংগ্রহের দীন চণ্ডীদাস ও এই বন্দনার রচয়িতা একই ব্যক্তি। বন্দনার পদটি এইরূপ,—

“জয় নরোত্তম গুণধাম ।

দীন দয়াময় অধম দুর্গত

পতিতে কল্পণাবান ॥

সখা রামচন্দ্র সনে আলাপনে

নিশি দিশি রসভোর ।

মো হেন পাতকী তারণকরণ

গুণে ভুবন উজোর ॥

নব তাল মান কীর্তন স্মরণ

প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ ।

অতুল ঐশ্বর্য লোভের সমান

তাজনে না সহে বাজ ॥

নরোত্তম রে বাণ রে ডাকে স্তাসিমণি

পুন প্রভু আবির্ভাব ।

দীন চণ্ডীদাস কহ কত দিনে

পদযুগ হবে লাভ ॥”

“নরোত্তম-শাখা গণনার একজন চণ্ডীদাসের নাম আছে। ইনি দীনের প্রতি অতি দয়াবান ছিলেন; হইকে পারে, এই অস্ত্রই নিজকেও দীন বলিয়া পরিচিত করিতেন। তবে কি তিনিই কবি দীন চণ্ডীদাস? দীন চণ্ডীদাসের লেখা রাধার কলঙ্কভঞ্নের ছন্দ ও রচনা-রীতি ঠাকুর নরোত্তমের রচিত রাধিকার মানসভঞ্নের পদের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। ইহার ত্রিনির্ঘাস নামে সহজ ভঞ্নের একখানি পুথি আছে। বৈষ্ণব সহজভঞ্জন—বাহা রসরাজ উপাসনা নামে পরিচিত, তাহার পদ্ধতি নরোত্তম ঠাকুর ও ত্রিনির্ঘাস আচার্য্যের এবং তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের দ্বারা ই প্রচলিত হয়। এই সব কারণে দীন চণ্ডীদাসকে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য বলিয়াই মনে হইতেছে। চণ্ডীদাস ভণিতায়ুক্ত সহজ ভঞ্নের পদগুলি অদি চণ্ডীদাস ও রামীর প্রবাহ অবলম্বন করিয়া। এই দীন চণ্ডীদাসই লিখিয়াছিলেন, এখন এরূপ অসুস্থমানের মূলেও জোর পাওয়া যাইতেছে। নরোত্তম-বিগানে চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ লিখিত আছে—

“জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্বগুণে ।

পাণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে ॥”

কোথাও কোথাও পণ্ডিতের স্থানে ‘মণ্ডিত’ পাঠও আছে। নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে দীন চণ্ডীদাসের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ সত্য হইলে—ইহাঁকে খেতুরার মহোৎসবের (১৫৮২ খৃঃ) কিছু পরবর্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কবির সমগ্র কাব্য এবং সম্পূর্ণ পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। এতদ্বিত্ত চণ্ডীদাসের নামে আর কোনো বাঙ্গালী কবি অথবা পদকর্তা ছিলেন কি না, সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান হওয়া উচিত।”

এই দীন চণ্ডীদাস যদি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও সম-সাময়িক হয়েন, তাহা হইলে, ইনি যোগেশ বাবুর বিকল্পিত চৈতন্তদেবের সমসাময়িক ২য় চণ্ডীদাস হইতে পারেন না। এই দুই চণ্ডীদাসের মধ্যেও তাহা হইলে অন্ততঃ ৭০।৮০ বৎসরের ব্যবধান হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া এই দীন চণ্ডীদাসের ভাল ও মন্দ বহু পদাবলীর বিশেষ আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইহার মত তৃতীয় শ্রেণীর একজন কবির দ্বারা ‘চণ্ডীদাস’ ও ‘বিজ্ঞ চণ্ডীদাস’ ভণিতার উৎকৃষ্ট পদাবলী রচিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। হরেকৃষ্ণ বাবুর সহিত আমাদের বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা লইয়া গুরুতর মতভেদ থাকিলেও ‘দীন’ চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের ধারণাই প্রায় এক রকম। হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার চণ্ডীদাস প্রসঙ্গের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—“শ্রীযুক্ত সত্যশচন্দ্র রায় এম্, এ, মহাশয় বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনখানাই খাঁটি, পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভণিতার একটা গানও প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের নহে। রায় শেখর, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির গানই চণ্ডীদাসের ভণিতার চলিয়া গিয়াছে। ইহা যে কিরূপে সম্ভব, আমরা বুঝিতে পারি না। একটা হুইটা পদের গোলমাল ঘটিতে পারে, কিন্তু একেবারে মূলে হা-ভাত কি করিয়া হইল, কে বলিবে? নরহরি সরকার হইতে কান্দুদাস, প্রসাদ দাস পর্য্যন্ত পদকর্তাগণ চণ্ডীদাসের বন্দনা গাহিলেন, আর তাঁহার একটা পদও কেহ জানিলেন না, শুনিলেন না, ইহা যেন বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। পদের খবর না রাখিয়া,—সুতরাং বিনিশ্চয় পরিচয়েই কেবল নামমাত্র শুনিয়া গতানুগতিক ভাবে তাঁহার বন্দনা রচিলেন, গানের মধ্যে “মনে ভাব উঠে মুখে ভাবা ফুটে,” “সরল ভরল রচনা প্রাঞ্জল” ইত্যাদি লিখিলেন, ইহা একরূপ মন্দ কথা নহে। তার পর রাধামোহন ঠাকুর এবং বৈষ্ণবদাস চণ্ডীদাসের যে সব গান সংগ্রহ করিলেন, তাহার সমস্তগুলিই তবে জাল পদ? বলিবার উপায় নাই দীন চণ্ডীদাসের; কারণ, দীন চণ্ডীদাসের লেখা বাহির হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পদাবলীর চণ্ডীদাসের অনেক পার্থক্য।”

হরেকৃষ্ণ বাবুর এই প্রধান আপত্তিগুলির উত্তর আমরা আমাদের প্রবন্ধগুলিতে দিয়াছি; এখানেও সংক্ষেপে উত্তর দিব। ভৎপূর্বে তাঁহার শেষ ছত্র দুইটির প্রতি পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রসজ্ঞ হরেকৃষ্ণ বাবু স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, চণ্ডীদাস-ভণিতার পদাবলী ‘দীন’ চণ্ডীদাসের রচিত বলিবার উপায় নাই; কারণ, উভয়ের রচনার অনেক পার্থক্য।

আমরা বলি যে, হরেকৃষ্ণ বাবু চণ্ডীদাস ও ‘দীন’ চণ্ডীদাসের রচনার মধ্যে যে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন, উহা একই যুগের রচনার মধ্যে শক্তি ও প্রতিভার পার্থক্য মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের পদের ভাবা, ভাব ও রসের ধারার সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর পার্থক্য অন্ততঃ দুই শতকের ভাষা, ভাব, আখ্যান-বস্তু ও রসের ধারার গুরুতর পার্থক্য। সুতরাং চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত পদাবলীর কোন সময়ে কিরূপে উৎপত্তি হইল, এই জটিল বিষয়ের মোমাংসা করা আমাদের সাধারণতঃ হউক বা না হউক, সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর দুই একটা পদে কৃষ্ণকীর্তনের রচনার কতকটা চিহ্ন পাইলেও, বাকি পদে উহা অপ্রাপ্য বটে। এ অবস্থায় কোন কোন বিজ্ঞ ও সূচতর ব্যক্তির দ্বারা একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া নীরব না থাকিয়া, আমাদের জ্ঞাত উপকরণগুলির সাহায্যে আপাততঃ অসমঞ্জস বিষয়গুলির মধ্যে একটা সাহজস্ত করিয়া, বৈষ্ণব-ইতিহাসের অজ্ঞাত এবং আজ পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ প্রমাণ দ্বারা অনির্ণীত

তৃতীয় একজন চণ্ডীদাসের কল্পনা না করিয়া, চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত পদাবলীর উৎপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, এ সম্বন্ধে আমাদের অনুমানের অনুকূল কতকগুলি বিষয় উপস্থাপিত করা বাতীত, এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ দেওয়া চলে না। তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের পূর্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে হরেকৃষ্ণ বাবু এখানে যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, উহা আমরা সবল বলিয়া মনে করি না। হরেকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থে তিনি অল্প পদকর্তার অন্ততঃ ৬৭টা পদে গায়ক ও লেখকদিগের ভুলে বা কারসাজীতে চণ্ডীদাসের ভণিতা সংযুক্ত হওয়ার উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পূর্বেরই বলিয়াছি যে, চণ্ডীদাস ভণিতার প্রথম শ্রেণীর পদ ৪০:৫০টার অধিক নহে। যদিও অল্প সাধারণ পদ-কর্তার ছই চারিটা পদে বাতীত ভণিতার গোলযোগ দেখা যায় না, তথাপি পূর্ব-বর্ণিত বিশেষ ও ব্যাপক কারণ হেতু চণ্ডীদাসের বাকী পদগুলিতেও ভণিতার এক্রূপ গোলযোগ হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। চণ্ডীদাসের বন্দনা-কারক পদকর্তীগণ তাঁহার পদ না পড়িয়াই ওরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, এক্রূপ অদ্ভুত কথা হরেকৃষ্ণ বাবু কোথায় পাইলেন? তাঁহারা যে কৃষ্ণকীর্তন পড়েন নাই, এক্রূপ কি প্রশংসা আছে? “সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল” ইত্যাদি আপত্তির সমাচীন উত্তর অনেক পূর্বে কৃষ্ণকীর্তনের বিজ্ঞ সম্পাদক বসন্ত বাবুই দিয়াছেন। তিনি তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্যে লিখিয়াছেন,—“বঁধু কি আর বলিব আমি” পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক—একবারে হালী। উহা বাঙালী ভাষার ইতিহাসে আদৌ খাপ খায় না। সুতরাং কোন ক্রমেই চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বহুল প্রচলিত পদের ভাষা গায়ক ও লিপিকরগণের কৃপায় পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। চণ্ডীদাসের গোঁড়া ভক্তেরা অবশ্য তাহা স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না। তাঁহারা “সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা” কান্হদাসের এই পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিবেন, ‘কি দারুণ বুকের বাধা,’ ‘বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ’ প্রভৃতি পদের ভাষাই উহা দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ২০০ ছই শত বর্ষ পূর্বে যে ভাষা সরল, তরল ও প্রাঞ্জল ছিল, আজ তাহাই কটমট হইবার পক্ষে যে কোন বাধা নাই, অনেকে এ কথাটা বুঝিতে পারেন না।”

বসন্ত বাবুর এ মন্তব্য বাতীত, এ সম্বন্ধে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, পদকর্তা কান্হদাস জগদ্বন্ধু বাবুর মতে “শ্রীমানন্দ পুরীর প্রণিষা” ছিলেন; সুতরাং তিনি আনুজ ২৫০ আড়াই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন ছিলেন না। সে সময়ের কিছু আগে হইতেই চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত “সরল তরল” পদাবলীর প্রচার হইতেছিল। সুতরাং কান্হদাসও যে সেগুলিকে চণ্ডীদাসের রচনা মনে করিয়াই এক্রূপ উক্তি করিয়া থাকিবেন, এক্রূপ মনে করিতে কোন বাধা নাই। বরং ইহাই আমাদের নিকট অধিক সম্ভবপর বিবেচনা হয়। হরেকৃষ্ণ বাবু চণ্ডীদাস-বন্দনার পদ মহাপ্রভুর সম-সাময়িক নরহরি সরকারের রচিত অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু আমরা ঐ পদ রচনা-গত ও ভাব-গত অভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুসারে তাঁহার প্রায় ছই শত বৎসরের পরবর্তী পদকর্তা নরহরি চক্রবর্তীর রচিত বলিয়া বিবেচনা করি। তর্ক স্থলে তাঁহাকে নরহরি সরকার বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার নিকট কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা “সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল” বিবেচিত হওয়া কোন মতেই অসম্ভব নহে। জগদ্বন্ধু বাবুর মতে প্রসাদ দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং তিনি আনুজ ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন পদ-কর্তা। তিনি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন পড়িয়া উহার প্রাচীন ভাষার সম্বন্ধে “মধুর মধুর শব্দে গাইলা যুগল রসের ভাব” উক্তি করিবেন ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

চণ্ডীদাস-সম্ভার সম্বন্ধে আমাদের মতামত বথাসম্ভব সংক্ষেপে বলা হইল। এখন চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্বন্ধে ছই চারিটা অতি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। নীলরতন বাবুর সম্পাদকতার সাহিত্য-

পরিষৎ হইতে প্রায় নয় শত পদ-পূর্ণ যে সংস্করণগৌ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা নিঃশেষ হওয়ার, অধুনা পরিষৎ আর একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করার সংকল্প করিয়া, কয়েকজন সুপণ্ডিত ব্যক্তির উপর সম্পাদনের ভার দিয়াছেন। ইতিপূর্বে চণ্ডীদাসের পদাবলীর কয়েকটী সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও ঐ সকল সংস্করণে ক্রীতিমত প্রাচীন পুথির পাঠ মিলাইয়া, পাঠবিচার দ্বারা পাঠ সংশোধনের জন্ত ক্রীতিমত চেষ্টা করা হয় নাই। পদ-নিরূপণ ও পদ-বিভাগের অনেক ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়। পরিষদের সংকল্পিত সংস্করণখানিতে সেরূপ ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদ থাকিবে না বসিয়াই আশা করি। এ সম্বন্ধে সম্পাদক-সম্প্রদায়ের যথাযথ সাহায্য করার জন্ত আমরাও বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সম্পাদক-সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে কৃত্তিত হইব না। আমাদের বিবেচনায় নীলরতনবাবুর দ্বারা চণ্ডীদাসের ও দীন চণ্ডীদাসের পদগুলি একত্র মিলাইয়া না ফেলিয়া, একান্তই যদি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী গ্রন্থমধ্যে স্থান দিতে হয়, তাহা হইলেও সেগুলি পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া কর্তব্য। বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতেও মনীন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত করার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরা যৌথভাবে সাহিত্যগ্রন্থের সম্পাদন-কার্য্যে অনেক সময়েই সুবিধা অপেক্ষা অধিক অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া থাকিলেও, এ ক্ষেত্রে বলা আবশ্যক মনে করি যে, সাহিত্য-পরিষৎ ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একযোগে চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্পাদন করা যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে সেরূপ করাই সুবিধাজনক বটে। যদি একান্তই উহা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে মনীন্দ্র বাবুর দ্বারা ‘দীন’ চণ্ডীদাসের পদাবলী ও পরিষদের দ্বারা চণ্ডীদাসের পদাবলী সুসম্পাদিত করার চেষ্টা ও সুবন্দোবস্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যৌথভাবে গ্রন্থ সম্পাদনে সম্পাদকগণ নিজ নিজ কর্তব্য সাধন করিতে চাহিলে, সে জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করা আবশ্যক; তাহা সবেও কার্য্যে অত্যধিক বিলম্ব অবশ্যস্তাবী। ভরসা করি, পরিষৎ এ সম্বন্ধে সম্পাদকসম্প্রদায়কে যথোচিত সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিতে কৃত্তিত হইবেন না।

সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব চণ্ডীদাসের সংস্করণে পদ-নিরূপণ, পদ-সম্মিলন, পাঠ ও পদের অর্থ বিষয়ে শতাধিক গুরুতর অসঙ্গতি আছে। ঐগুলি প্রবন্ধাকারে প্রদর্শিত করিলে সম্পাদক-সম্প্রদায়ের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে বিবেচনায় আমরা সুযোগ পাইলেই সে বিষয়ে দুই চারিটা প্রবন্ধ লিখিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ভূমিকায় ঐ বিষয়ের আলোচনা করার স্থান নাই, ইহা বলা বাহুল্য।

চণ্ডীদাস ভণিতার কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের অপূর্ণ কবিত্ব একরূপ সর্লক্ষণবিদিত যে, সে সম্বন্ধে ভূমিকায় কিছু বলা নিম্প্রয়োজন মনে হয়। সত্য বটে, হুর্ভাগ্য হেতু আমরা ঐ পদগুলি প্রকৃতপক্ষে কাহার রচিত—এই জটিল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি না; কিন্তু ঐ পদগুলি পদ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার; সে জন্ত সর্বপ্রথমে অবিলম্বে সেগুলির একটা প্রামাণিক ও শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হউক, ইহাই সর্লক্ষণ-করণে কামনা করি।

বৈষ্ণব সাহিত্যে তিন জন চম্পশেখর প্রসিদ্ধ। (১) শ্রীচৈতন্য প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত চম্পশেখর আচার্য্য।

চম্পশেখর

ইনি পূর্ব আশ্রমের সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য প্রভুর মাসী-পতি। চৈতন্যভাগবত,

চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার “আচার্য্য-ভক্ত” উপাধি দেখা যায়। নবদ্বীপ-

নীলায় শ্রীমহাপ্রভু ইহার গৃহেই অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের সঙ্গে নিজের স্বকীয় ও শ্রীরাধা সাক্ষিয়া নৃত্যাতিনয় করেন, ইহা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, এই শুভ সংবাদ তিনি তাঁহার যে কয়েকটা পরম অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে চম্পশেখর আচার্য্য অন্যতম। শ্রীমহাপ্রভুর

গৃহভ্যাগের পর দিবসই চন্দ্রশেখর আচার্য্য নিত্যানন্দ, গদাধর, যুকুম্ভ ও ব্রহ্মানন্দের সহিত প্রত্যাভিভ্রমণে কাটোয়ার ঘাইয়া শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সন্মিলিত হইলেন এবং তাঁহার তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করার সময়ে চন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রায় প্রতি বৎসর রথ-যাত্রার প্রাক্কালে অন্ত্যস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের সহিত পুরী-ধামে ঘাইয়া শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন এবং চাতুর্মাস্যের কালটা সেখানেই বাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য শ্রীমহাপ্রভুর নবমীপের ও নীলাচলের লীলাঙ্গমূহের অনেক স্মরণীয় ঘটনা নিজের প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদ তিনটি ইহঁার রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। ১৮৫৪ সংখ্যক “কণ্ঠেক রহিয়া, চলিয়া উঠিয়া, পণ্ডিত জগদানন্দ” ইত্যাদি গৌরান্দলীর পদটির একত্র বর্ণেই ঐতিহাসিক মূল্য আছে। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ২১৪৮ সংখ্যক পদটি শ্রীগৌরাজের রূপ-বর্ণনাবিবরণ এবং ৩০৩০ সংখ্যক পদটি দৈন্ত্যহৃৎক প্রার্থনার পদ। এই পদের ভণিতার—

“চন্দ্রশেখর দাস এই মনে অভিলাষ
আর কি এমন দশা হব।
গৌরা-পারিষদ সঙ্গে সঙ্কীৰ্ত্তন-রস-রঙ্গে
আনন্দে দিবস গোড়াইব।”

এইরূপ উক্তি দ্বারাও ইহঁাই প্রতীত হয় যে, পদ-কর্তা চন্দ্রশেখরের এক সময়ে অর্থাৎ নবমীপ-লীলার শ্রীগৌরাজ প্রভুর পারিষদ হওয়ার মৌড়াগ্য ঘটনাছিল; কিন্তু সন্ন্যাস-লীলার সময়ে তিনি সেই মৌড়াগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সে জন্ম আক্কেপ করিয়াছেন।

চন্দ্রশেখরের পদগুলির ভাষা খুব প্রাঞ্জল ও কোমল। তাঁহার ২১৪৮ সংখ্যক—

“গৌর-বরণ ছেরিয়া বিজুরী
গগনে বসতি কেল।
ত্রিভুবনে যত শোভার বিততি
হারি পরাজিত ভেল।”

ইত্যাদি পদে যদিও তিনি বতকগুলি মামুলী উপমার সাহায্যেই শ্রীগৌরাজের রূপ বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নিজস্ব বলিবার ভঙ্গীতে পদটি সুন্দর হইয়াছে। তিনি গৌরান্দ-লীলা ছাড়া ব্রজ-লীলার কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই।

(২) চন্দ্রশেখর দাস, জাতিতে বৈদ্য ও শ্রীমহাপ্রভুর বিশেষ রূপার পাত্র একজন দীন ভক্ত ছিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে শ্রীমহাপ্রভু কালীধামে এই চন্দ্রশেখরের বাসায় কিছু দিন অবস্থান করেন। এই চন্দ্রশেখরকে পদকর্তা বলিয়া জানা যায় নাই।

(৩) চন্দ্রশেখর ও তাঁহার অল্পজ্ঞ শশিশেখর বৈষ্ণব দাসের পরবর্ত্তী সময়ের দুই জন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। পদকল্পতরুতে ইহঁাদিগের রচিত কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। আধুনিক কীর্ত্তন-গায়কদিগের মুখে ইহঁাদিগের অনেক সুন্দর সুন্দর পদ শুনা যায়। আমাদের “অপ্রকাশিত পদ-সম্ভারলী” গ্রন্থে ইহঁাদিগের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পীতাম্বর দাসের “রসমঞ্জরী” গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই ভ্রাতৃদ্বয়ও “নাগিকারত্নমালা” নামে একখানি ‘অষ্ট-নারিক’বিবরণ রসগ্রন্থের রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থখানা আমাদের সম্পাদকতার “ভক্তি-প্রভা” কাৰ্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেও উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের বহু অপ্রকাশিত

পদ পাওয়া গিয়াছে। “বীরভূম-বিবরণ” এর খণ্ডের সঙ্কলয়িতা ত্রিযুক্ত হরেকৃষ্ণ সুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,*—“চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর দুই সহোদর ভ্রাতা, পিতার নাম গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, জন্মভূমি কাঁদরা। মূলকের বিখ্যস্তর ঠাকুরের সময় ধরিয়া হিসাব করিলে ইহাদিগকে মাত্র দেড় শত বৎসরের কিছু অধিক পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের কোনো পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছিল কি না, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অনেকে পদকল্পতরুর শেখর ভণিতায়ুক্ত পদগুলি রায় শেখরের বলিয়া অনুমান করেন। আমাদেরিগের কিন্তু মনে হয়, পদকল্পতরু সংগ্রহের সময় এই শেখর ভ্রাতৃদ্বয় ও বিখ্যস্তর ঠাকুর ইহারা, তিনজনেই বর্তমান ছিলেন এবং ইহাদেরও দুই একটি করিয়া পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তবে ইহারা তখনো তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া বৈষ্ণবদাস ইহাদের অধিক পদ সংগ্রহ করেন নাই। বৈষ্ণবদাসের পর ইহারা জীবিত ছিলেন এবং খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্যই পরবর্তী পদসংগ্রহে ইহাদের অনেক পদ স্থান পাইয়াছিল।”

হরেকৃষ্ণবাবুর এই অনুমান প্রকৃত নহে। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোন পদই যে ‘পদকল্পতরু’ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা আমরা স্থানান্তরে লিখিয়াছি; † এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া সে সম্বন্ধে পুনরাবলোচনা করা হইল না; তবে সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য এই যে, ‘শশিশেখর’ ভণিতার একটা পদও পদকল্পতরুতে নাই। পদকল্পতরুর ‘শেখর’ ভণিতার কোন পদই যে, শশিশেখরের নহে, উহার বখেটে প্রমাণ আছে; ‘রায় শেখর’ ও ‘শেখর’এর প্রসঙ্গে উহা আলোচিত হইবে। পদকল্পতরুতে ‘চন্দ্রশেখর’ ভণিতার আলোচ্য পদ তিনটি যে, ত্রিমহাপ্রভুর সমসাময়িক অন্তরঙ্গ ভক্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের রচিত, সে সম্বন্ধে বৈষ্ণব মহাজনদিগের মতবৈধ নাই। পদ তিনটির রচনা ও ভাবগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারাও উহাই প্রতীত হয়। পদকল্পতরুতে ‘বিখ্যস্তর’ ভণিতার দুইটি পদ পাওয়া গিয়াছে। উহা যে হরেকৃষ্ণবাবুর বর্ণিত বীরভূমের মূলকের বিখ্যস্তর ঠাকুরের রচিত নহে, তাহা বিখ্যস্তরের প্রসঙ্গেই আলোচিত হইবে।

‘চম্পতি’ ও ‘চম্পতি রায়’ ভণিতার মোটের নয়টি পদ পদকল্পতরুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পদগুলির

চম্পতি রায়

মধ্যে ৭:৫ সংখ্যক “পালঙ্কে শয়ন, ঘুম অচেতন” ইত্যাদি বাংলা লঘু ত্রিপদী

ছন্দে রচিত পদ বাংলা-মিশ্রিত ব্রজবুলী ও ১৬৭৪ সংখ্যক “হুথুরার নাম শুনি পরাণ কেমন করে।” ইত্যাদি পদটি খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত; বাকি পদগুলি ব্রজবুলীর পদ বটে। ইহা ব্যতীত পদকল্পতরুর ৭৬৮ সংখ্যক “শুন শুন মাধব” ইত্যাদি ব্রজবুলী পদটিতে ‘বিদ্যাপতি’ ও ‘কবি চম্পতি’র সংযুক্ত ভণিতা (“বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ।”) পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিদ্যাপতির সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংস্করণে চম্পতির উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর ৪৮১৪৮২১৬৫৮১৬৬৪ ও ১৭৪৪ সংখ্যক পদগুলি পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার ৪৮০ ও ৫০২ সংখ্যক ব্রজবুলীর পদ, ৭২৫ সংখ্যক বাংলামিশ্র পদ ও ৩৬৭ সংখ্যক সংযুক্ত-ভণিতার পদটি বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং টীকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়াছেন; বধা,—

“কবি চম্পতি (বিদ্যাপতি) কহে” ইত্যাদি পরিবৎ সংস্করণ, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

“চম্পতি পতি (বিদ্যাপতি) গাবউ” ইত্যাদি ঐ ২৪১ পৃষ্ঠা।

চম্পতি পতি—কবি চম্পতি বিদ্যাপতি।” ঐ ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

সংযুক্ত ভণিতার পদটির সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু মন্তব্য লিখিয়াছেন,—“বিদ্যাপতি কবিচম্পতি—বিদ্যাপতি

* “বীরভূম-বিবরণ” এর খণ্ড, ১৫৩, ১৫৪ পৃঃ।

† “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী” গ্রন্থের ভূমিকা, ২৬০ ও ২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

কবি চম্পই, একরূপ মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে।” এই সকল মন্তব্য চাইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ‘কবিরঞ্জন’ বা ‘কবিশেখর’ পরবীর ছায় ‘কবি চম্পতি’ ও ‘চম্পতি পতি’—এই দুইটা নামকেও নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির নামান্তর বা উপাধি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং ‘কবিশেখর’ প্রভৃতি কোন কোন বাঙ্গালী কবির কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদের ছায় চম্পতির উক্ত পদগুলিও বিদ্যাপতির পদাবলী বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা আবশ্যক যে, চম্পতির ভণিতায়ুক্ত এই সুপ্রসিদ্ধ পদগুলির একটাও মৈথিল তাল-পত্রের পুথি বা নেপালের পুথিতে পাওয়া যায় নাই। প্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের ছায় চম্পতির দুই চারিটা উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর পদ ‘গোবিন্দদাস’ শীর্ষকে সবিস্তারে আলোচিত কারণবশতঃ যদি পরবর্তী কালে মিথিলায় প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সেগুলিকে অবিচারে বিদ্যাপতির বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ‘কবিরঞ্জন’ বা ‘কবিশেখর’এর ছায় ‘চম্পতি’ বা ‘চম্পতিপতি’ কাহারও উপাধি হইতে পারে না। মূলে ‘চম্পতি’ শব্দটি সংস্কৃত ‘চমুপতি’ (অর্থাৎ সেনাপতি) শব্দ হইতে সম্ভবতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকিলেও হিন্দী, মৈথিল কিংবা বাংলায় ‘দেনাপতি’ অর্থে ‘চম্পতি’ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। পক্ষান্তরে ‘চম্পতি’ নামটা খুব বিরল নহে। মধ্যভারতে বৃন্দলখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছত্রশালের পিতার নাম ছিল ‘চম্পতি’। ‘শিবসিংহ-সরোজ’ নামক হিন্দী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে পরবর্তী সময়ের এক চম্পতি-নামক হিন্দী-কবির উল্লেখ আছে। কয়েক মাস পূর্বে লক্ষ্মী হইতে প্রকাশিত ‘সুখা’-নাম্নী হিন্দী মাসিক পত্রিকার সাহিত্য-সংখ্যায় ‘চম্পতি’ নামক লেখকের একটা প্রবন্ধ পড়িয়াছি। উড়িষ্যার কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বাংলা দেশে এখনও অনেকের ‘চম্পতি’ শব্দের অপভ্রংশ ‘চম্পটা’ ডাক-নামের প্রচলন আছে। ‘চম্পতি’ শব্দের সন্দিক্ত মৌলিক ‘সেনাপতি’ অর্থ স্বীকার করিলেও মিথিলায় প্রাচীন রাজবংশের সভা-পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-কুল-ভিলক যে, ক্ষত্রিয়োচিত ‘চমুপতি’ বা ‘চম্পতি’ উপাধি পাইয়াছিলেন, ইহার অগ্রমাত্রও প্রমাণ নাই। ‘চম্পতি’ বিদ্যাপতির উপাধি বা নামান্তর হইলে মৈথিল তাল-পত্রের পুথি বা নেপালের পুথির পাঁচ ছয় শত নিঃসন্দিক্ত পদের মধ্যে অন্ততঃ দুই একটি পদেও যে, ‘চম্পতি’ ভণিতা পাওয়া যায় না, ইহা দ্বারা কবি চম্পতির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

পদকল্পতরুর ৪৮১ সংখ্যক পদটির যে একটি রূপান্তর কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণে ‘মান’ প্রকরণের ১৯ সংখ্যক পদ-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে “চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব, তব মীলব হরি সঙ্গে”— এই ভণিতার অন্তিম চরণের পরিবর্তে পাঠ আছে,—

“বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব

তবহি না মিল হরি সঙ্গে।”

কাব্যবিশারদ মহাশয় এই পাঠ কোন পুথিতে পাইয়াছেন, আমরা জানি না। যেখানেই পাইয়া থাকুন, ইহা যে প্রামাণিক ও শুদ্ধ পাঠ নহে, তাহার পক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলিই যথেষ্ট বটে, যথা—

(১) প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন রাধামোহন ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত “পদামৃত-সমুদ্র” নামক প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহে এই পদ চম্পতির নামে উদ্ধৃত ও তাঁহার স্বকৃত সংস্কৃত টিপ্সনোতে চম্পতির পরিচয় সহ ওড়িয়া-ভাষায় অপক নারিকেলকে ‘পৈড়’ বলে, কপূর সংযোগে ডাবের জল বিষ-তুল্য হয়—এইরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে।

(২) আত্মদেবের দৃষ্ট ও আলোচিত ‘পদ-রত্নাকর’ পুথি ও পদকল্পতরুর পাঁচখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতেই “চম্পতি পৈড়” ইত্যাদি ভণিতা আছে। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার টীকায় ভণিতার ‘চম্পতি পৈড়’ ইত্যাদি পাঠান্তরের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পদামৃত-সমুদ্রের উক্ত প্রামাণিক টীকা দৃষ্টি না করিয়া, কোন পণ্ডিতমণ্ডল মূর্খ বাবাজীর অলীক কথার উপর নির্ভর করিয়াই বোধ হয়, নিম্নলিখিত হান্তজনক মন্তব্য লিখিয়াছেন,—

“সাধু বৈষ্ণবগণ বলেন, চম্পতি পৈণ্ড, নারিকেল গাছ। কর্পূর মিশ্রনে ডাণের জল বিমূহা হয়” ইত্যাদি। বস্তুতঃ কাব্যবিশারদ মহাশয়ের চম্পতি সম্বন্ধে এরূপ যারায়ক ভুল না হইলে, তিনি রাখামোহন ঠাকুরের প্রামাণিক মতটিকে অগ্রাহ্য করিয়া, একটা বাজে পাঠান্তর আলম্বনে নিশ্চিতই চম্পতির এই প্রসিদ্ধ পদটা বিদ্যাপতির নামে উদ্ধৃত করিতে যাইতেন না। নগেন্দ্র বাবু ‘চম্পতি’-ভণিতার কয়েকটা পদ বিদ্যাপতির পদাবগোতে অক্ষরপে উদ্ধৃত করিয়া থাকিলেও পাঠান্তরে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এই উৎকৃষ্ট পদটা যে কি অল্প উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

(৩) পদকল্পতরুর “অখিল-পোচন-তম” ইত্যাদি ৪৮০ সংখ্যক পদ ও আলোচ্য ৪৮১ সংখ্যক পদ উক্ত গ্রন্থে একই স্থানে পর পর সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৪৮০ সংখ্যক পদটী মানিনী শ্রীরাধার প্রতি সখীর প্রবোধ-উক্তি এবং ৪৮১ সংখ্যক পদ সখীর প্রতি শ্রীরাধার প্রত্যাশা। দ্বিতীয় পদটী প্রথমটির ঠিক পালটা পদ বটে। উভয় পদের ভাষা, ভাব, অলঙ্কার সম্পূর্ণ একরূপ। প্রথম পদটী সর্ষ-বাদি-সম্মতরূপে ‘চম্পতি’র ভণিতাযুক্ত হওয়ার, দ্বিতীয় পদটীতে অপরেক, বিশেষতঃ বিদ্যাপতির ভণিতা-সংযোগ সম্ভব হইতে পারে না। কেন না, রাখামোহন ঠাকুর তাঁহার টীকায় ‘চম্পতি’র পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—“শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজস্ত মহাপাত্রচম্পতিরায়নামা মহাভাগবত আদীং। স এব গীতকর্তা। তস্ত সিন্ধি-দশায়ামপি তন্মাম।” বিদ্যাপতি, শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অন্তর্গত এক শত বৎসরের পূর্ববর্তী কবি; সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র চম্পতি রায়ের ৪৮০ সংখ্যক পদের পালটা পদ রচনা করা সম্ভবপর হইতে পারে না। তবে অবিচারে ‘চম্পতি’, ‘চম্পতিপতি’ ও ‘চম্পতি রায়’—এ সমস্তই বিদ্যাপতির নামান্তর বা উপাধি, এরূপ একটা অজুত সিদ্ধান্ত করিতে পারিলে সকলই সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু হুঃখের বিষয় যে, রাখামোহন ঠাকুরের পূর্বোক্ত সুস্পষ্ট উল্লেখ ও উহার পোষকতার পদকল্পতরুর ২০২৫ সংখ্যক ‘চম্পতি রায়’ ভণিতার পদটাই সব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ‘চম্পতি’ বা ‘চম্পতিপতি’ শব্দ দুইটী যেন বিদ্যাপতির নামান্তর বা উপাধি বলনা করা গেল, কিন্তু ‘চম্পতি’র ‘রায়’ উপাধিটার কি গতি করা যাইবে? পদকল্পতরুর ২০২৫ সংখ্যক পদের ভণিতা এইরূপ, যথা—

“(মঝু) চীত গেও তাই। দেহ রহ ইই।

কহলু মরমক বাত।

• (নিজ) চরণ প্রিয়-জন রায় চম্পতি

রচই ভাবিনি সাথ।”

যাত্রা-ছন্দে অভিজ্ঞ পাঠক দেখিবেন যে, বন্ধনী চিহ্নের অন্তর্গত অংশ বাদ দিয়া এই পদের প্রত্যেক কলিতে—

৩+৪

৩+৪

৩+৪+৪০=২৫ যাত্রা

দৃষ্ট হয়। সুতরাং এখানে ‘রায় চম্পতি’ পাঠের স্থলে ‘কবি চম্পতি’ বা ‘চম্পতিপতি’ পাঠ কোনরূপেই কল্পিত হইতে পারে না। সেরূপ পাঠ বলনা করিলে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে। নগেন্দ্র বাবু ইহা বুঝিতে পারিয়াই ‘রায় চম্পতি’ ভণিতার এই পদটা ত্যাগ করিয়াছেন কি? আমাদের মনে হয় যে, কাব্যবিশারদ মহাশয় ও নগেন্দ্র বাবু, কেহই রাখামোহন ঠাকুরের পূর্বোক্ত মন্তব্য দেখেন নাই; দেখিলে, তাঁহারা ঐ মন্তব্য

* কবিতার চরণের অভিন্ন বর্ণ বিকলে গুরু গণ্য হয়; এ অল্প ‘বাত’ ও ‘সাথ’ শব্দদ্বয়ের জন্য অক্ষর পদের অভ্যাস কলির যাত্রার সহিত সামঞ্জস্যের অভ্যাস গণিত হইয়াছে।—সং।

সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা না করিয়া, চম্পতি নামের পদ বিদ্যাপতির বসিয়া গ্রহণ করিতে লক্ষ্য করাই হইতেন না।
পদকল্পতরুর ৩৬৮ সংখ্যক পদের ভণিতা এইরূপ ; যথা,—

“বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ ।

রাই না হেরব হোহারি বয়ান ।”

অবশ্যই নগেন্দ্র বাবু এই সংযুক্ত ভণিতা তাঁহার অমুমিত বিদ্যাপতি ও কবি চম্পতির অভিন্নতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি ও চম্পতির অভিন্নতা যে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না, নিম্নলিখিত অবস্থান্তরগুলির পর্যালোচনা করিলেই উহা বোধগম্য হইবে ; যথা,—

(১) ‘গোবিন্দ দাস’ ও ‘বিদ্যাপতি’র সংযুক্ত ভণিতার ৩টা পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। এই ‘গোবিন্দ দাস’ সুবিখ্যাত বাঙ্গালী পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজ হউন, কিংবা নগেন্দ্র বাবুর অমুমিত মৈথিল কবি ‘গোবিন্দ ঠাকুর’ই হউন, তাঁহারা যে বিদ্যাপতি হইতে স্বতন্ত্র কবি ছিলেন এবং অনেক পরবর্তী সময়ে বিদ্যাপতির পদের লুপ্ত অংশ পূরণ করিবার জন্য অথবা যে জনাই হউক, বিদ্যাপতির নামের সহিত স্বনাম সংযোগে এই পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও মতবৈধ নাই। পরবর্তী কবি ‘গোবিন্দ দাস’ এরূপ সংযুক্ত ভণিতার পদ-রচনা করিতে পারিলে, পরবর্তী কবি ‘চম্পতি’ সেরূপ করিতে না পারিবেন কেন ?

(২) পূর্বোক্ত “কৃষ্ণদাগীতচিন্তামণি” গ্রন্থের সুবহুং সঙ্গীত সংস্করণের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার সংস্করণের ১২৬ পৃষ্ঠায় “বিরহ-ব্যাকুল বকুল তরুতলে” ইত্যাদি পদের টীকায় এই পদের রচয়িতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“গীতকর্তার প্রকৃত নাম রায় চম্পতি ; তাঁহার উপাধি ছিল ‘কবি বিদ্যাপতি’। বাবাজী মহাশয়ের এরূপ সিদ্ধান্তের মূল কি, আমরা জানিতে চাহিলে তিনি আমাদের নিকট পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, তিনি শ্রীমদ্বাবনের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য তাঁহার গুরুদেব নিত্যানাম-গত প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী মহোদয়ের নিকট এই বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। ‘চম্পতি’ সম্বন্ধে এরূপ কিংবদন্তী নাকি শ্রীমদ্বাবনে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বাবাজী মহাশয় বর্তমানে নিতান্ত জরা-জীর্ণ ও ক্লান্ত বলিয়া বিদ্যাপতি ও চম্পতির নিঃসন্দেহ পদাবলীর আলোচনা দ্বারা পূর্বোক্ত কিংবদন্তীর পোষকতা করিতে অক্ষম হইয়া লিখিয়াছেন, তিনি আশা করেন যে, আমাদের বর্তমান আলোচনার ফলে এই বিষয় সুসন্ধানিত হইতে পারিবে। বস্তুতঃ বাবাজী মহাশয়ের নিকট চম্পতির সম্বন্ধে এই অতি প্রয়োজনীয় তথ্য জানিতে পারায়, এখন আমাদের মনে বিদ্যাপতি ভণিতার অন্ততঃ কতকগুলি খুব সন্দেহ পদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি,—

অভিজ্ঞ পাঠকগণ জানেন, পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রামাণিক পদসংগ্রহ গ্রন্থেও বিদ্যাপতি-ভণিতা-যুক্ত এমন কতকগুলি খাটি বাংলা ও বাংলা-মিশ্রিত ব্রজ-বুলী পদ পাওয়া যায়, যেগুলি কোন মতেই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির খাটি রচনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। আমরা এই অসামঞ্জস্য বিদূরিত করার জন্য কল্পনা করিয়া আসিতেছি যে, অনভিজ্ঞ গায়ক ও লিপি-করদিগের ভুলেই এই পদগুলি অকারণে বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু মিথ্যাস্ত এই যে, রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতি সুবিজ্ঞ পদ-কর্তা ও পদ-সংগ্রহকর্তারা কেন সেরূপ ভুল করিবেন এবং মূর্খ গায়ক ও লিপি-করদিগের দলে মিশিয়া কেন গড্ডলিকাপ্রবাহের বুদ্ধি করিতে যাইবেন ? যদি ছই একটি পদে এরূপ হইত, তাহা হইলে “সুনীলাক্ষ মতিভ্রমঃ” বলিয়া, না হয় উহা উপেক্ষা করা যাইতে পারিত ; কিন্তু এক পদকল্পতরু গ্রন্থেই বিদ্যাপতি ভণিতার নিম্ন-লিখিত উৎকৃষ্ট বাংলা পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা,—

(ক) “শুন লো রাজার কি
তোরে—কহিতে আগিয়াছি।

কাহ্ন হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলা কি।”

—ইত্যাদি ২১৫ সংখ্যক।

(খ) “আজি কেনে তোমা এমন দেখি।
সবনে চুলিছে অরুণ আঁখি।”

—ইত্যাদি ২২৬ সংখ্যক।

(গ) “এক দিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলি বাজায়।”

—ইত্যাদি ২৩৮ সংখ্যক।

(ঘ) “কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়।”

—ইত্যাদি ১৬০০ সংখ্যক।

(ঙ) “সজল নয়ন করি পিয়া-পথ হেরি হেরি
ভিলে এক হয়ে যুগ চারি।”

—ইত্যাদি ১৬৪২ সংখ্যক।

(চ) “যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখি মোর নাম ছই চারি।”

—ইত্যাদি ১৬৮০ সংখ্যক।

(ছ) “এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া দিয়ে।

গড়োর কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া

আলাই বালাই তার নিয়ে।”

—ইত্যাদি ২৫৪৫ সংখ্যক।

এই পদগুলির ভাষা একরূপ খাঁটি বাংলা যে, কল্পনা-মূলে ভাষার পরিবর্তনে দিক্‌হস্ত নগেন্দ্র বাবুও এখানে নিরুপায় হইয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন; পদগুলিকে কোন প্রকারেই একটা মৈথিল সাজ দিতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণ হইতে বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এইরূপ আরও কতকগুলি বাংলা বা বাংলা-মিশ্রিত ব্রজবুলীর পদে তিনি নিজের মন-গড়া একটা মৈথিল রূপ সংযোজিত করিয়া, বিদ্যাপতির মৈথিল পদ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু নগেন্দ্র বাবুর বিশেষ চেষ্টায়ও সেগুলির ভাষা মৈথিল হয় নাই; না মৈথিল, না ব্রজবুলী একটা অদ্ভুত খিচুড়ী ভাষায় পরিবর্তিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ভাষা পরিবর্তনের উদাহরণ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিব না; বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে আমাদের কাছে এ সম্বন্ধে সোদাহরণ আলোচনা করিতে হইবে। এখানে আমাদের ইচ্ছাই জিজ্ঞাস্য যে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতি কিরূপে এই সকল পদের রচয়িতা হইতে পারেন এবং এতগুলি উৎকৃষ্ট পদই বা কিরূপে বিজ্ঞ পদকর্তা ও পদসংগ্রহকারিগের দ্বারা অথবা বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত হইতে পারে? বড়ু চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাসের দ্বারা একাধিক বিদ্যাপতির অস্তিত্ব দিক্‌ হইলে এই আপাতদুর্বোধ্য বিষয়ের একটা স্তম্ভোৎসাহ হইতে পারে। শ্রীমহাপ্রভুর উড়িষ্যার নীলাচলে দীর্ঘকাল অবস্থানের কালে সেখানে অসংখ্য বাঙ্গালী ভক্তরিগের যাতায়াত ও অবস্থান হেতু ব্রজবুলী ও বাংলা কীর্ত্তন পদাবলীর বহুল প্রচার এবং প্রাচীন উড়িষ্যা ভাষার সহিত প্রাচীন বাংলার অধিকতর সাদৃশ্য হেতু শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত উড়িষ্যাবাসী কবি চম্পতির পক্ষে খাঁটি বাংলা ও বাংলা-মিশ্রিত ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনা করা তেমন অসম্ভব মনে হয় না। বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত পূর্ববর্ণিত কিংবদন্তী প্রকৃত হইলে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতি যেমন কোন কোন পদে শুধু তাঁহার উপাধি ‘কবিরঞ্জন’, ‘নব কবিশেখর’ বা ‘কবিশেখর’ ভণিতা দিয়াছেন, সেরূপ চম্পতি রায়ও তাঁহার কোন কোন পদে শুধু তাঁহার ‘বিদ্যাপতি’ উপাধি ভণিতার দিয়াছেন, একরূপ অহুমান করিলে অসম্ভব হইবে না। কবি চম্পতি কোন কোন পদের ভণিতার শুধু ‘বিদ্যাপতি’ উপাধি সংযোগ করিয়াছেন, অহুমান করিলে, ৩৬, সংখ্যক পদের সংযুক্ত ভণিতারও আর একটা উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গোবিন্দ কবিরাজের দ্বারা চম্পতিও যে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতির কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদ পাইয়া, উহাদের অপ্রাপ্ত অংশের পূরণ করিয়া সত্যের অল্পরোধে সেগুলিতে বিদ্যাপতির নামের সহিত নিজের নামের ভণিতা দিয়াছেন,

একপ কোনও কিংবদন্তী বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত নাই। সুতরাং এ অবস্থায় ৩৬৮ সংখ্যক পদের “বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ” ভণিতার অস্ত্র ব্যাখ্যা অপেক্ষা কবি চম্পতি এখানে তাঁহার নামের সহিত তাঁহার “বিদ্যাপতি” উপাধিটারও উল্লেখ করিয়াছেন, একপ অসুস্থমানই অধিকতর সমীচীন মনে হয়। বিদ্যাপতির ‘নব কবিশেখর’ ও ‘অভিনব জয়দেব’ উপাধির জায় চম্পতিরও ‘সুকবি বিদ্যাপতি’ উপাধি থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। সংক্ষেপের জন্ত বিদ্যাপতি যেমন অনেক পদের ভণিতায় ‘নব কবিশেখর’ এর পরিবর্তে শুধু ‘কবিশেখর’ লিখিয়াছেন, সেইরূপ চম্পতিরও কচিং কোনও পদে ‘সুকবি বিদ্যাপতি’র পরিবর্তে ‘কবি বিদ্যাপতি’ ‘বিদ্যাপতি কবি’ বা শুধু ‘বিদ্যাপতি’ লিখা অসম্ভব মনে হয় না। নগেন্দ্র বাবু ৩৬৮ সংখ্যক “শুন শুন মাধব” ইত্যাদি পদটা বিদ্যাপতির নামে উদ্ধৃত করিয়া, ‘সুকবি চম্পই(তি)’ বিদ্যাপতির উপাধি বলিয়া অসুস্থমান করিয়াছেন; কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে, ‘চম্পতি’ নাম-বিশেষ; উহা কাহারও উপাধি হইতে পারে না। সুতরাং ‘সুকবি চম্পতি’ শব্দটাকে বিদ্যাপতির অস্ত্রতম উপাধি মনে না করিয়া ‘সুকবি বিদ্যাপতি’কে চম্পতি-নামক পদ-কর্তার উপাধি মনে করিলেই বৈষ্ণব-সমাজের উক্ত কিংবদন্তীর সম্মান-রক্ষা ও আমাদের আলোচিত কতিপয় অসামঞ্জস্যের সুমীমাংসা হইতে পারে।

(৩) আমরা গোবিন্দদাস প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, গোবিন্দ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীগৌরাজ-ভক্ত গোড়ীয়-বৈষ্ণব পদ-কর্তাদিগের পদে শ্রীগৌরাজের আচরিত ও প্রচারিত সখী-সুলভ সেবা-ধর্মের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, অস্ত্র সম্প্রদায়ের পদ-কর্তা বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদে উহা লক্ষিত হয় না। চম্পতির প্রায় প্রত্যেক পদের ভণিতায়ই তাঁহাকে অন্তরঙ্গ সখীর জায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের কোন না কোন সেবা-কার্যে নিযুক্ত দেখা যায়; সুতরাং আভাস্তরীণ ভাব-গত এই বিচার দ্বারাও বিদ্যাপতি হইতে চম্পতির বিভিন্নতা ও তাঁহার গোড়ীয়-বৈষ্ণবতা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

(৪) উল্লিখিত পদগুলির ভণিতায় পদ-কর্তা কোনও স্থলে ‘চম্পতি’ এবং কোনও স্থলে ‘চম্পতিপতি’ নামের ব্যবহার করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু উভয় শব্দকে একার্থক মনে করিয়া ‘চম্পতি’র জায় ‘চম্পতিপতি’র অর্থও ‘বিদ্যাপতি’ লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। ‘চম্পতিপতি’ শব্দের অর্থ—চম্পতি-নামক পদকর্তার পতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। ‘সুন্দাস’ ‘তুলসীদাস’ প্রভৃতি হিন্দীর সুপ্রসিদ্ধ কবিষয় এবং ব্রজ-ভাষার ও বাংলায় বহুসংখ্যক পদ-কর্তা এ ভাবে তাঁহাদিগের পদে উপাশ্রয় দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গীত-রচয়িতাদিগের ইহা একটা অনন্তসাধারণ বিশেষত্ব। শৈব-ধর্মাবলম্বী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নিঃসন্দেহ পদে আমরা কোথাও ‘বিদ্যাপতি-পতি’ শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই না। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর বিবেচনার নিরর্থক ও অনাবশ্যক ‘পতি’ নামাংশটুকু দ্বারাও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্যই জানা যাইতেছে।

চম্পতি রায়ের কবিত্ব সম্বন্ধে আমরা এখানে অধিক কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না। তাঁহার উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর পদগুলি যথাস্থলে টীকার সযত্নে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রসজ্ঞ পাঠক ৪৮০, ৪৮১ প্রভৃতি পদে চম্পতির কবিত্বের পরিচয় লইবেন। বৈষ্ণব-সমাজের পূর্বোক্ত কিংবদন্তী প্রকৃত হইলে, ‘বিদ্যাপতি’-ভণিতায় অনেক সন্দেহ বাংলা ও ব্রজবুলীর পদ যে চম্পতির রচিত, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, তাহা হইলে চম্পতির পদের সংখ্যা ও গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া যাইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেও রচনার উৎকর্ষই কবিতার যথার্থ পরিচায়ক, রচনার বাহুল্য নহে,—এই সর্বত্র সমাদৃত বিচারস্থল অসুস্থমানের শ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্ব পরবর্তী বৈষ্ণব পদ-কর্তাদিগের মধ্যে চম্পতি রায়ের স্থান খুব উচ্চ নির্দেশ করিতে হইবে।

চুড়ামণি দাসের শুধু একটি পদ (১১৪২ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি ত্রীকৃষ্ণের
 চুড়ামণি দাস
 কৌমার-কালোচিত নৃত্যের বর্ণনা। এই পদ হইতে পদ-কর্তার সম্বন্ধে কোন তথ্যই
 জানা যাইতে পারে নাই। পদটি ব্রজবুলী ভাষায় রচিত ও পদ-কর্তার রচনা-
 পারিপাট্যের পরিচায়ক। তিনি অবশ্যই আরও বহু পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। পদকল্পতরুর মত প্রসিদ্ধ
 সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান না পাওয়ায়, সেগুলি বোধ হয় এত দিনে বিলুপ্ত বা বিলোপোন্মুখ হইয়াছে। প্রাচীন পদাবলী-
 সাহিত্যের প্রতি অল্পরাগী আমাদের উৎসাহী যুবক সাহিত্যদেবদীপিকে আমরা পদ-কর্তা চুড়ামণি দাসের
 জীবন-বৃত্ত সহ তাঁহার বিলুপ্তপ্রায় পদাবলী সংগ্রহের কার্যে মনোনিবেশ করার জন্ত সাদরে অনুরোধ
 করি।

পদকল্পতরুতে পদ-কর্তা চৈতন্তদাসের ষোলটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে ব্রজবুলীর
 চৈতন্তদাস
 পদ একটাও নাই এবং কতকগুলি পদ ত্রীগৌরঙ্গবিষয়ক বটে। এই পদগুলি
 পড়িয়া পদকর্তার কবিত্বের বিশেষ প্রশংসা-স্বত্ব কোন কথা বলা যায় না ; তবে
 তিনি ১২৪২ সংখ্যক—

“দেখ দেখ অপরূপ গৌরঙ্গ-বিলাস।

পুন গিরি-ধারণ

পূরব লীলা-ক্রম

নবদীপে করিলা প্রকাশ।”

ইত্যাদি নবদীপ-লীলার গোবর্দ্ধন-ধারণবিষয়ক রূপক-পদটিতে বিলক্ষণ ভাবুকতার এবং ১৬৬০ সংখ্যক—

“হে হরে মাধুর্য-গুণে, হরিলে যে নেত্র মনে, মোহন মুরতি দরশাই”

ইত্যাদি সুদীর্ঘ পদ ত্রীকৃষ্ণ-নামাবলীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিলক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞতা ও ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন।
 তাঁহার ১৬টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে যেহিঁয়া অল্পমান হয় যে, ছই শত বৎসরের পূর্ববর্তী সময়ে
 চৈতন্তদাস তাঁহার কবিত্বের জন্ত না হউক, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ভাবুকতার জন্ত পদ-কর্তাদিগের মধ্যে যথেষ্ট
 প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-ইতিহাসে কয়েকজন চৈতন্তদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে কে বা কোন্ কোন্
 চৈতন্তদাস উক্ত পদগুলির রচয়িতা, নিশ্চিত-ভাবে বলা কঠিন। স্বর্গগত জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার “গৌরপদ-
 তরঙ্গিনী” গ্রন্থের ভূমিকার ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সময়ে চৈতন্তদাস
 নামে অনেক ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মহাশয় যথার্থই বলেন, “চৈতন্তদাস ভণিতায়ুক্ত পদগুলি
 আমরা বোধে এক ব্যক্তির রচিত নহে, পূর্বাধিক একাধিক কবির পদ মিশিয়া গিয়াছে।” জগদ্বন্ধু বাবু অতঃপর
 মানা গ্রন্থ হইতে পাঁচ জন চৈতন্তদাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অনাবশ্যক ও বাহুল্য বিবেচনায়
 আমরা সেই বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। জগদ্বন্ধু বাবু ও শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের
 পূর্বোক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বিনীত নিবেদন, আমরা পদকল্পতরুর ‘চৈতন্তদাস’ ভণিতার পদগুলি মনো-
 যোগে সহিত পড়িয়াছি, কিন্তু সেগুলিতে একাধিক পদ-কর্তার কৃতিত্ব-চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারি নাই। চৈতন্ত-
 দাসের ত্রীগৌরঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি ও গোষ্ঠ-যাত্রাবিষয়ক ১১৪২/১১৭০—১১৭৩ সংখ্যক পদগুলি যে একই
 পদ-কর্তার রচিত, তাহা বুদ্ধিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত পঞ্চম চৈতন্তদাস
 সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যেরই নামান্তর বটে। তিনি একজন পদ-কর্তা
 হইলে অতঃস্তঃ তাঁহার বহু-বিখ্যাত পুত্রের খ্যাতির অনুরোধে “ভক্তিরসাকর” “প্রেমবিলাস” প্রভৃতি গ্রন্থের
 কোন না কোন স্থানে ঐ বিষয়ের উল্লেখ থাকা একান্তই সম্ভবপর ছিল। আমরা আশা করি, পরবর্তী অনুসন্ধানের

কলে পদ-কর্তা চৈতন্যদাসের জীবন-বৃত্তান্ত সহ তাঁহার রচিত অজ্ঞাত পদাবলী সংগৃহীত ২২৭। পদাবলী-পাঠ্যভাষ্য ইতিহাসের এই ক্রটি পূরণ করিবে।

‘জগত’ ও ‘জগদানন্দ’ তনিতার সাতটি পদ পদকল্পিতরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। “জগদানন্দ-পদাবলী”র সম্পাদক স্বর্গগত কালিদাস নাথ মহাশয় ও “বীরভূম-বিবরণ” এর খণ্ডের সকলরিতা ত্রিযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ অবলম্বনে ডক্টর ত্রিযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থের ৫ম সংস্করণে পদকর্তা জগদানন্দের সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, আমরা উহা হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

“জগদানন্দ,—জাতিতে বৈদ্য, উনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত খণ্ডবাসী মুকুন্দর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতামহের নাম পরমানন্দ এবং পিতার নাম নিত্যানন্দ। সর্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ নামক জগদানন্দের তিন সহোদর ছিলেন। জগদানন্দের পিতা ত্রিযুগ ত্যাগ করিয়া আগরভিহি দক্ষিণধণ্ডে বাস করেন এবং জগদানন্দ ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া বীরভূমির অন্তর্গত ছবরাজপুর থানার অধীন জোকলাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

“১৭০৪ (১৭৮৪ খৃঃ) শকে জগদানন্দ স্বর্গগত হন। এতদুপলক্ষে তাঁহার নিবাসস্থান জোকলাই গ্রামে এখনও বৎসর বৎসর একটি মহোৎসব হইয়া থাকে।”

কালিদাস নাথ মহাশয় জগদানন্দের কবিত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“সংস্করণ ভূবায়ুর শিরোভাগে যে শক্তি অমুরূপ তরঙ্গায়িত হইতেছে, ঠাকুর জগদানন্দের কবিত্বশক্তি সে শ্রেণীর নহে। জগদানন্দের বাহ্য চিত্র, অন্তর্চিত্র, অমুরূপ ও সাধারণ, এই চারি শ্রেণীস্থ পদাবলীরই নিদর্শন এই গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল পদাবলীতে যে কবিকুগল্লভ অত্যন্ত কবিত্ব ও কবিলোক-বিজয়িনী অসামান্য শক্তির পরিচয় আছে, কাব্য-সমালোচক পণ্ডিতমাজেই তাহা প্রাণ ভরিয়া আশ্বাদন করিবেন। কোন কোন সংস্কৃত কবি ও কোন কোন বঙ্গী কবি অন্তর্চিত্র পদাবলী গ্রন্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে জগদানন্দের গ্রায় প্রচুর শক্তি প্রদর্শনে কেহই সমর্থ হইবেন নাই। বাহ্য চিত্র পদাবলী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা গোবিন্দদাসের অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু জগদানন্দের চিত্রপদের নিকট তাহাও অকিঞ্চিৎকর। অন্তর্চিত্র অন্তর্চিত্র কবিতার চিত্র বর্ণাবলীর দ্বারা ছই একটি শব্দ—অধিকতর কবির নামই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সুললিত ছন্দোবন্ধের কবিতা এবং স্বাভাবিক বর্ণাঙ্ক তারকব্রহ্মনাম জগদানন্দের চিত্র-গাথা ভিন্ন অস্ত্রের চিত্র-কবিতার কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? কি কবিত্ব, কি ছন্দোগলিতা, কি রচনা-সাত্ত্ব্য, কি শব্দ-বিশ্রাস, কি চিত্র, বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্বতন ও পরবর্তী কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য। যে কবিত্ব মুগ্ধ হইয়া ও যে রসে ডুবিয়া মাহুয কিংকালের জন্ত শোকতাপ ভুগিয়া যায়, জগদানন্দের কবিতা সেই শ্রেণীর।”

জগদানন্দ বাবু জগদানন্দ-পদাবলী-সম্পাদকের এই মন্তব্যটি তাঁহার ‘গৌরপদ-তরঙ্গিনী’ গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—“কালিদাস নাথ মহাশয় জগদানন্দের কবিত্ব ও কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য ব্যাপদেশে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ের অতি সূক্ষ্ম সমালোচনা।” * * * কালিদাস বাবুর মন্তব্যটি এতই সূক্ষ্ম যে, একটু দীর্ঘ হইলেও আমরা পাঠকের সম্ভাব্য উচ্চ উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।”

কালিদাস বাবু পদাবলী-সাহিত্যে অভিজ্ঞ ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত “গোবিন্দদাস-পদাবলী”র প্রথম ভাগ হইতে পদাবলী সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদাবলী ও গৌরপদ-তরঙ্গিনীর প্রসিদ্ধ সম্পাদক, গভর্ণমেন্টের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যাগরের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক

অগদ্য বাবুর পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা সন্দেহে কিছু বলাই বাহুল্য। ইহাদিগের মত দুই জন প্রকৌশল কবি যে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বস্ত হইয়া অগদ্যানন্দের দ্বারা একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ-কর্তার সম্বন্ধে এক্রপ অসঙ্গত অতিশয়োক্তি-পূর্ণ প্রশংসা দিগি-বদ্ধ করিতে পারেন, ইহা আমাদের নিকট একান্ত বিশ্বদমনক মনে হওয়ার, আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ইহাদিগের মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আবার আর এক সৌম্য বাইরা অগদ্যানন্দের সম্বন্ধে তাঁহার বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের এম সংস্করণে চূড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, —“বাহাদুর শুধু চলিত শব্দকেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেক স্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, অগদ্যানন্দ সেই শ্রেণীর কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ স্থান অবিকার করিবেন, সন্দেহ নাই।”

শুধু চলিত শব্দকে কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেক স্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রাচীন বৈষ্ণব পদ-কর্তাদিগের মধ্যে এমন কোন কবি-বংশ-প্রার্থীর কথা আমরা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। বলা বাহুল্য যে, সেক্ষেপ অর্থ-হীন চলিত-শব্দের যোজনাকারিগণ আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রশাসিত দেশে কোনও কালে ‘কবি’ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং ডক্টর সেন মহাশয় অগদ্যানন্দকে তাদৃশ কবিতারচকদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অর্পণ করিয়া, তাঁহাকে বর্কসের স্বর্গ-বোকেই (Fool's Paradise) উন্নীত করিয়া-ছেন। সেন মহাশয়ের মত একজন সুপ্রসিদ্ধ কৃতী সাহিত্য-সমালোচকও যে, অগদ্যানন্দের মত একজন সুকবির সম্বন্ধে এক্রপ অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা দেবদ্বন্দ্বিতা আমরা অস্বীকার্য্যমিত হই নাই। সুদী পাঠক নিশ্চিতই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যে জন্মই হউক, ইহারা প্রশংসা ও নিন্দার ভাষা মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়ারই আমরা অগদ্যানন্দের সম্বন্ধে এক্রপ পরস্পর বিরুদ্ধ ও একান্ত বিভিন্ন মন্তব্য শুনিতে পাইতেছি। সুতরাং প্রকৃত সত্য সম্ভবতঃ এই দুই উৎকট মতের মধ্যবর্তী স্থানেই পাওয়া যাইবে।

১৪১৫ বৎসর পূর্বে “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা অগদ্যানন্দের সম্বন্ধে বাহা গিহিলা-ছিলাম, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

“অগদ্যানন্দ প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা; কিন্তু কানিদাস বাবু ও তাঁহার অনুকরণে অগদ্য বাবু অগদ্যানন্দের পদাবলীর যে অতিমাত্রায় প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, আমরা কোন মতেই উহার সমর্থন করিতে পারি না। অগদ্যানন্দের “নরনারি নাম অন্তরে অল্প ভাবহ”* ইত্যাদি যে পদটির মধ্যে সুকৌশলে “দ্বাত্রিংশৎ-বর্ণাঙ্ক তারকত্রক নাম” অন্তর্নিহিত করা হইয়াছে বলিয়া, কানিদাস বাবু উহাকে ‘অন্তর্নিহিত’পূর্ণ অতুল্য পদ বলিয়া প্রশংসা করিয়া-ছেন, আমাদের গণ্যকারিকগণের বিচারে উহা চিত্র-কাব্যের অন্তর্গত অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতা বটে। বস্তুতঃ উহাতে চিত্র কাব্যের উপযোগী শব্দ বিভ্রাটের কোণসং ব্যতীত উদ্ভব বা মধ্যম কাব্যের উপযোগী ব্যঞ্জনা বা কাব্যালঙ্কার কিছুই নাই। অগদ্যানন্দের কোনও কোনও পদ পদ-লান্টিভের সহিত বর্ণনা ও ভাবের বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্থলে “অকরণ পুন বাস অকরণ” ইত্যাদি রসালয়ের পদটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অমুপ্রাস ও পদ-লান্টিভ ইহা অগদ্যানন্দের বিশেষত্ব। তাঁহার পদাবলী কানিদাস বাবু বর্জিত প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সংগৃহীত পদগুলি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।”

বস্তুতঃ অগদ্যানন্দের পদের অমুপ্রাস ও পদ-লান্টিভ বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়া, তিনি যে, অনেক স্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কোনরূপেই বলা যাইতে পারে না। অমুপ্রাস ও পদ-লান্টিভের অসাধারণ উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার প্রায় সকল পদেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার উপযোগী উপমা ইত্যাদি

অর্থালঙ্কারের এবং কচিং কোনও পদে প্রথম শ্রেণীর কবিতার উপযোগী ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য দেখা যায়। পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদাবলীতে ও আমাদের সম্পাদিত “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী”র ৩১০—৩১৪ সংখ্যক অভিনব পদগুলিতে রসজ্ঞ পাঠক তৃতীয় শ্রেণীর কবিতার সর্বস্ব শব্দালঙ্কার, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার বৈচিত্র্যজনক নানা অর্থালঙ্কার ও কচিং প্রথম শ্রেণীর কবিতার প্রাণভূত রস-ধ্বনি, অলঙ্কার-ধ্বনি ও বস্তু-ধ্বনি—এই মূলতঃ ত্রিবিধ ধ্বনি বা ব্যঞ্জনারও পরিচয় পাইবেন। সুতরাং নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিলে, জগদানন্দকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ষষ্ঠ্যাম কবিরাজ প্রভৃতির সম-শ্রেণীতে স্থান দিলে অসঙ্গত হইবে না, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

পদ-কর্তা জগন্নাথ দাসের নয়টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৮০ সংখ্যক
জগন্নাথ “রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে আলুয়া আলস ভরে।” ইত্যাদি পদটিতে পদ-রস-সার
পুথিতে ও চণ্ডীদাসের মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখা যায়।
পদকল্পতরুর প্রাচীনতর পুথিগুলির প্রমাণ অনুসারে আমরা ঐ পদটী জগন্নাথ দাসের রচিত বলিয়াই স্থির
করিয়াছি। এই পদ-কর্তা জগন্নাথ দাসের সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণই পাওয়া যায় নাই। তিনি ১৩২০
সংখ্যক পদের ভণিতায় নিজেকে ‘অভিনব সৎকবি দাস জগন্নাথ’ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের
বিষয়, আমরা তাঁহার পদগুলিতে ‘সৎকবি’ বা উত্তম কবির কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। আমাদের সংকলিত
ও সম্পাদিত “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী”তে জগন্নাথ ভণিতার আরও এগারটী নূতন পদ উদ্ধৃত হইয়াছে;
উহার মধ্যে নৌকা-বিলাসের ছয়টি ও সুবল-মিলনের চারিটী পদ আছে।

পদকল্পতরুর ১৪১৫ সংখ্যক—

“গুন বিনোদিনি ধনি

আমার কাণ্ডারী তুমি

তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।”

ইত্যাদি রসিকতা-পূর্ণ হাস্যরসের পদটী নৌকা-বিলাসবিষয়ক বটে। এই পদের সহিত অপ্রকাশিত
পদ-রত্নাবলীর ঐ বিষয়ের ৩১৬—৩২১ সংখ্যক পদগুলির রচনা ও ভাব-গত চমৎকার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং
আমরা এ সকল একই পদ-কর্তার রচিত বলিয়া মনে না করিয়া পারি না। কিন্তু পদকল্পতরুতে আধুনিক
কৌতুকগায়কদিগের একটা প্রধান উপজীব্য “সুবল-মিলন” পালায় কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। অপ্রকাশিত
পদ-রত্নাবলীর ‘জগন্নাথ’ ভণিতার পদগুলি উক্ত ‘নৌকা-বিলাস’ পালা-রচয়িতার কৃত কিংবা অত্র কোনও
জগন্নাথের রচিত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। জগন্নাথের উক্ত নৌকা-বিলাসের পদগুলি আধুনিক
কৌতুক-গায়কদিগের মুখে প্রায়ই শুনা যায়। এই পদগুলিতে যমুনার ঘাটে কাণ্ডারী-বেশ-ধারী শ্রীকৃষ্ণের
সহিত যমুনার অপর পারে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণের হাস্য-পরিহাসের চিত্রটা
বেশ ফুটিয়াছে। এই পরিহাস সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যের অধিকাংশ বিদ্বৎকদিগের পরিহাসের স্থায় অনেকটা পুরাতন
মামুলী ধরণের হইলেও, পদ-কর্তা যে বেশ রসিক ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণব-পদাবলীর অবিশ্রান্ত
প্রোক্ষাচ্ছাস ও বিরহাৎকর্ষণ পাঠক ও শ্রোতার চিত্ত অতিমাত্রায় আলোড়িত হইয়া, এই জাতীয় হাস্য-রসের
পদগুলিতে একটু বিশ্রাম করিয়া লওয়ার অবকাশ পায়, তাই উক্ত অঙ্গের ভাবপূর্ণ না হইলেও এই পদগুলি
বেশ কুচি-কর মনে হয়।

* পদকল্পতরুর পদ-কর্তৃ-স্থীতে ২৮০৫ সংখ্যক পদটী ভুলে স্বতন্ত্র পুথিতে হওয়ার, পদ-সমষ্টি ভুল বলিয়া লিপিত হইয়াছে;
বস্তুতঃ ২৮০৫ সংখ্যক পদ ১০৮০ সংখ্যক পদেরই পুনরাবৃত্তি বটে।—সম্পাদক।

পদ-কর্তা জগমোহনের মাত্র দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ দুইটি বিশেষবহীন ; উহা

জগমোহন

হইতে জগমোহনের পরিচয় কিছু জানা যাইতে পারে নাই। জগদ্বন্ধু বাবুর

গৌরপদ-ভরজিগীতে জগমোহনের কোনও পদ বা তাঁহার পরিচয় সংগৃহীত হয় নাই।

আমরা আশা করি যে, পরবর্তী আলোচনা-কার্যদিগের অল্পসঙ্কানের ফলে জগমোহনের পরিচয় সহ তাঁহার রচিত অন্যান্য পদাবলী সংগৃহীত হইয়া পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্টি সাধন করিবে।

সংস্কৃত-কবিতা-কুঞ্জবনের কোকিল জয়দেবের ত্রিগীতগোবিন্দ হইতে কুড়িটি সংস্কৃত পদ পদকল্পতরুতে

জয়দেব

উদ্ধৃত হইয়াছে। জয়দেবের অলৌকিক চরিত্র সংস্কৃত “ভক্তমালা” ও বনমালী দাসের

“জয়দেব-চরিত্র” নামক প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গগত ঐতিহাসিক

মূললেখক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় “জয়দেব-চরিত্র” গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। জয়দেবের অমর কাব্য গীত-

গোবিন্দের গদ্য ও পদ্য অনুবাদ-সংবলিত বহুসংখ্যক সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দ্বারা

সম্পাদিত পদ্যানুবাদ-যুক্ত সটীক ও সচিত্র সংস্করণের শতাধিক-পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় আমরা জয়দেবের চরিত্র ও

তাঁহার অতুলনীয় কাব্যের সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত বনমালী দাসের

“জয়দেব-চরিত্র,” গুপ্ত মহাশয়ের “জয়দেব-চরিত্র” ও আমাদের সম্পাদিত ত্রিগীতগোবিন্দ অধুনা অপ্রাপ্য হইয়াছে।

জয়দেবের অলৌকিক চরিত্র ও তাঁহার অমর কাব্যের পরিচয় শিক্ষিত পাঠকমাত্রেই অসামান্য জ্ঞাত আছেন বলিয়া এখানে উহার সার-সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইল না।

সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্তা জ্ঞানদাসের ১৮৬টি বাংলা ও ব্রজ-বুলীর পদ ‘পদকল্পতরু’ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। স্বর্গগত

জ্ঞানদাস

রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত “জ্ঞানদাসের পদাবলী” গ্রন্থে উহার অতিরিক্ত

আরও কতকগুলি পদ নানা প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আমাদের

“অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থে রমণী বাবুর সংস্করণের অতিরিক্ত আরও প্রায় পঞ্চাশটি পদ ‘পদ-রস-সার,’

‘পদ-রত্নাকর’ প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে, অনুসন্ধান

করিলে জ্ঞানদাসের এক্রপ আরও অনেক পদ আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। জ্ঞানদাসের কয়েকটি উৎকৃষ্ট

বাংলা পদ রমণী বাবুর ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চণ্ডীদাসের সংস্করণে চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে।

জ্ঞানদাসের গভীর ভাব-পূর্ণ সরল ও আবেগময় বাংলা পদের সহিত চণ্ডীদাসের তণ্ডিত-যুক্ত উৎকৃষ্ট বাংলা পদ-

গুলির ভাব-গত ও ভাব-গত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। কীর্তন-গায়ক ও লিপিকরদিগের ইচ্ছা-কৃত বা

অনিচ্ছা-কৃত গোলযোগের ফলে জ্ঞানদাসের অনেক উৎকৃষ্ট বাংলা পদ অসঙ্গত-ভাবে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া

গিয়াছে, এক্রপ অনুমান করার যে যথেষ্ট কারণ আছে, আমরা ‘চণ্ডীদাস’ গ্রন্থে সে সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা

করিয়াছি। ‘পদকল্পতরু’ পুঁথির সংকলন-কাল অর্থাৎ আন্দাজ দুই শত বৎসরের কিছু পূর্বেই এই তণ্ডিতার

গোলযোগ সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য আড়াই শত, কি তিন শত বৎসরের পুরাতন পদাবলীর পুঁথি—

যদিও উহা এখন নিতান্ত বিরল—সম্বন্ধে সংগ্রহ করিয়া সতর্ক-ভাবে মিলাইয়া দেখিলে, বর্তমানে চণ্ডীদাসের নামে

প্রচারিত অনেক উৎকৃষ্ট বাংলা পদ জ্ঞানদাসের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ়

বিশ্বাস আছে। এখন যাহারা জ্ঞানদাসের পদাবলীর প্রাথমিক সংস্করণ প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন,

আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

ডাক্তার নীলেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থের ৫ম সংস্করণে জ্ঞানদাসের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, জ্ঞানদাসের সম্বন্ধে তদপেক্ষা বিশ্বাস-যোগ্য বিস্তৃত বিবরণের অপ্রাপ্তি হেতু আমরা উহাই নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

“সিউড়ীর বিশ ক্রোশ পূর্বে ও বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার ১০ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রাম।
তথায় ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৫০ খৃঃ অব্দে জ্ঞানদাস জন্ম গ্রহণ করেন; ইনি নিত্যানন্দ-শাখাজ্ঞান। খেতুরীর উৎসবে
ইনি উপস্থিত ছিলেন দেখা যায়, সুতরাং ইনি গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতির সমকালিক কবি। কাঁদড়া
গ্রামে জ্ঞানদাসের একটি মঠ এখনও আছে; পৌষ মাসের পূর্ণিমায় সেখানে প্রতি বৎসর মহোৎসব এবং সেই
সঙ্গে তিন দিন ব্যাপিয়া মেলা হয়।”

আমরা বহরমপুর হইতে প্রকাশিত ভূতপূর্ব ‘মাধুকরী’ ও শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত ‘শ্রীশ্রীগোপাল গৌরাদ’
পত্রিকায় “জ্ঞানদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন” শীর্ষকে জ্ঞানদাসের অপূর্ব কবিত্ব-পূর্ণ পদাবলীর সম্বন্ধে আলোচনা
করিয়াছি। জ্ঞানদাসের কোন কোন ব্রজবলীর পদে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রচনা-পারিপাট্যের যথেষ্ট পরিচয়
পাওয়া গেলো, তাঁহার অধিকাংশ ব্রজবলীর পদ, বিশেষতঃ বাংলা পদগুলি এক্ষণে প্রাজ্ঞ ও আবেগময় যে,
সেগুলি পাঠ-মাত্রেই সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে সম্পূর্ণ মোহিত করিয়া ফেলে; ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া উহাদিগের
চমৎকারিত্ব বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন করে না। রচনা ও ভাবের এই সরলতা ও স্বাভাবিকতা যে অতি
শ্রেষ্ঠ কবিতার অসাধারণ বিশেষত্ব, তাহাতে কোনও সহৃদয় সমালোচকেরই মত-ভেদ নাই। ভাবোচ্ছাস-প্রধান
নব্য কবিতার (Romantic Poetry) ইহাই প্রধান লক্ষণ। জ্ঞানদাসের কবিতা বেশীর ভাগেই এক্ষণে
লক্ষণাত্মক। সুতরাং আধুনিক শিক্ষিত পাঠকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভাবোচ্ছাস-প্রধান নব্য কবিতার
ভক্ত বলিয়া, তাঁহাদিগের নিকট চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত উৎকৃষ্ট পদাবলীর ত্রায় জ্ঞানদাসের পদাবলীই
বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলী অপেক্ষাও অধিক সমাদৃত হইয়া থাকে। আমরা বর্ণিত অপূর্বতার জন্য
চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত কতকগুলি পদের সহিত জ্ঞানদাসের উৎকৃষ্ট পদগুলিকে পদাবলী-সাহিত্যে অতুলনীয়
বলিয়া স্বীকার করিলেও, মোটের উপর বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসকে অধিক শক্তিশালী কবি বলিয়া স্বীকার
না করিয়া পারি নাই। তাঁহাদিগের পদাবলী আমাদের অনভ্যস্ত ভাষায় রচিত বলিয়া তেমন আবেগ-পূর্ণ
মনে না হইলেও এবং তাঁহাদিগের, বিশেষতঃ গোবিন্দদাসের রচনায় নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও শ্লেষ, রূপক
সমাসোক্তি, ইত্যাদি দ্রুত বর্ণালঙ্কার ও সুখ-বোধ রস-ধ্বনির অপেক্ষাও সুপ্তিত ও সুরদিকমাত্রবদ্য অলঙ্কার-
ধ্বনি ও বস্তু-ধ্বনির প্রাচুর্য্য হেতু, অবিশেষতঃ পাঠকদিগের পক্ষে দ্রুত হইলেও বিদ্যাপতি, বিশেষতঃ গোবিন্দদাস
অনেক পদে কবিতার প্রাণ রসের উৎকর্ষকে অব্যাহত রাখিয়া কাব্যালঙ্কার, অলঙ্কার-ধ্বনি ও বস্তু-ধ্বনির যে
পরাকর্ষী প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং আমাদের বিবেচনায়
জ্ঞানদাস সরল স্বাভাবিক ও উচ্ছাসপূর্ণ বাংলা পদ-রচনার গোবিন্দদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও মোটের
উপর কবিত্বের হিসাবে বাঙ্গালী পদকর্তাদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান গোবিন্দদাসের পরেই নির্দেশ করা
সম্ভব।

স্বর্গগত রমণী বাবুর উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয় হইলেও হৃৎখের বিষয়, তাঁহার জ্ঞানদাসের পদাবলীর সংস্করণটী
আশাহীনরূপে শুদ্ধ হয় নাই। তাঁহার সংস্করণে যে পাঠ ও অর্থের অনেক মারাত্মক ভুল রহিয়া গিয়াছে, ‘সাহিত্য-
পরিষৎ-পত্রিকা’র ২২ ভাগের ৩য় সংখ্যায় “জ্ঞানদাসের পদাবলী” শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমরা উহা সবিস্তারে
প্রদর্শিত করিয়াছি। সম্ভ্রান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত দীর্ঘেন্দ্রনাথ সেন
মহাশয়ের প্রশংসনীয় চেষ্টার ফলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বৃত্তি-ভূক্ত জনৈক ছাত্রের (Research-scholar)
দ্বারা জ্ঞানদাসের পদাবলীর একটী প্রামাণিক সংস্করণ (Critical Edition) সত্ত্বেই সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত
হইবে আশা করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি এই সংস্করণটিকে সর্বোৎকৃষ্ট-সম্পন্ন ও বিশুদ্ধ
করার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সাধ্য অহুসারে যত্নের ক্রটি করিবেন না।

পদ-কর্তা তরঙ্গীরমণের একটি মাত্র পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুর পরিষৎ-সংস্করণটি

তরঙ্গীরমণ

প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে উহার ৩৫৪ সংখ্যক পদের 'আওল তরঙ্গীরমণ কহে' অস্তিত্ব

চরণটি পদকল্পতরুর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে 'আওল তরঙ্গী রমণ কহে' মুদ্রিত

হওয়ায়, ঐ পদটি 'রমণ' নামক কোনও অপর্যায়িত পদ-কর্তার নামেই চলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু 'পদ-রস-সার' পুথিতে 'তরঙ্গী রমণ' স্থলে 'তরঙ্গীরমণ' পাঠ থাকায় এবং 'তরঙ্গীরমণ' ভণিতার আরও কয়েকটি পদ পাওয়ায়, পক্ষান্তরে পদকল্পতরুতে 'রমণ' ভণিতার অল্প কোন পদ দৃষ্ট না হওয়ায়, আমরা ঐ পদটি পদ-কর্তা 'তরঙ্গীরমণের' রচিত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। তরঙ্গীরমণ প্রাচীন পদ-কর্তা। পরিষৎগ্রন্থাবলীর 'রসকদম্ব' গ্রন্থের অন্ততম সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৬ ভাগের ৪র্থ সংখ্যায় "তরঙ্গীরমণের পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধে তরঙ্গীরমণের কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" গ্রন্থেও আমরা তরঙ্গীরমণের সাতটি পদ অপ্রকাশিত-পূর্ব বিবেচনায় উদ্ধৃত করিয়াছি। সম্প্রতি চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বনস্করজ্ঞান রায় বিশ্বদত্ত মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৫ ভাগের ৪র্থ সংখ্যায় "তরঙ্গীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা-তত্ত্ব" শীর্ষক কোতূহলান্বিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তারকেশ্বর বাবু ও আমাদের উদ্ধৃত সমস্ত পদগুলি তিনি স্বর্গগত রাসবিহারী সাহিত্যার্থ মহাশয়ের দ্বারা ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইয়াছেন। বনস্কর বাবু তাঁহার এই প্রবন্ধের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত "সহজ উপাসনা-তত্ত্ব" নামক তরঙ্গীরমণের সহজিয়া পুথিখানা প্রকাশিত করিয়াছেন এবং ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১১ সংখ্যক রত্নসার পুথি হইতে 'ইহা জানি চণ্ডীদাস তরঙ্গীরমণ। গীতছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন।' পঙ্ক্তিষয় এবং পরবর্তী 'পিরীতি বলিয়া তিনটি আখর' ইত্যাদি পদটি উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চান যে, বড়ু চণ্ডীদাসের দ্বারা তরঙ্গীরমণ চণ্ডীদাস আর একজন পদকর্তা ছিলেন (মাসিক বসুমতী, অঃচ, ১৩৩৪)।" বনস্কর বাবু আমাদের দ্বারা "তরঙ্গীরমণ" শব্দটির পরে একটা প্রস্তাবোধক চিহ্ন দিয়া শব্দটি 'তরঙ্গীরমণ' কিংবা "তরঙ্গীরমণ", সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। পদকল্পতরুর পুথিগুলিতে "তরঙ্গীরমণ" ও "তরঙ্গীরমণ" পাঠ থাকিলেও, এ সম্বন্ধে গবেষণার অল্প উপকরণের অভাবে আমরা পদ-রস-সার পুথির নানা স্থলে প্রাপ্ত 'তরঙ্গীরমণ' পাঠই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের নিকট এখন মণীন্দ্রবাবুর উল্লিখিত প্রবন্ধটি নাই ; যত দূর স্মরণ হয়, তিনি সর্বত্র 'তরঙ্গীরমণ' লিখিয়াছেন। বনস্কর বাবু তাঁহার প্রকাশিত 'সহজ-উপাসনা-তত্ত্ব' পুথিতে বোধ হয়, সর্বত্র 'তরঙ্গীরমণ' পাঠই দেখিতে পাইয়াছেন। এ অবস্থায় প্রকৃত নাম যে কি, উহা আরও অল্পসন্ধান ও আলোচনার বিষয় বটে। বর্তমানে এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ আলোচনা করার উপযোগী উপকরণ আমাদের নিকট নাই। সুতরাং আশা করি যে, বনস্কর বাবু ও মণীন্দ্রবাবুই এ বিষয়ে আরও অল্পসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগের আলোচনার ফল প্রকাশিত করিয়া সন্দেহ নিবারণ করিবেন। এ সম্বন্ধে আমরা এখন কোনও নিশ্চিত মত প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও প্রসঙ্গতঃ ইহা না বলিয়া পারিতেছি না যে, তরঙ্গীরমণের স্বহস্ত-লিখিত পুথি বা কোমি দলিল-পত্র আবিষ্কৃত না হইলে, শুধু পুথি-লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারমূলক বানানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা নিরাপদ হইবে না। এখানে ইহাও বক্তব্য যে, আধুনিক সময়ের 'রমণীমোহন', 'কামিনীমোহন' প্রভৃতি নামের ব্যবহার পূর্বে এতদ্রোশে দেখা যায় না। সুতরাং উহাদের প্রায় সমার্থক 'তরঙ্গীরমণ' নাম অনুমান তিন শত বৎসর পূর্বে প্রচলিত ছিল বলিয়া সহজে বিশ্বাস হইতে পারে না। পক্ষান্তরে তখন বৈষ্ণব-সমাজে কীর্তন-গীতের প্রাচুর্য্য হেতু শ্রীকৃষ্ণের 'নৌকা-বিলাস' গীতার স্মৃতি-পুত

‘তরগীরমণ’ নামটা উক্ত সমাজে বিশেষ শ্রীতিকর হওয়া খুব সম্ভবপর মনে হয়। অবশ্যই ‘তরগীরমণ’ নামের ‘তরগী’ শব্দের লক্ষ্য ‘ব্রজ-যুবতী’ মনে করিলে, ‘তরগীরমণ’ শব্দের অর্থও ‘শ্রীকৃষ্ণ’ করা বাইতে পারে, কিন্তু তৎকালীন প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজ যে, সৌভাগ্যবতী কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজ-তরগীদিগকে শুধু ‘তরগী’ শব্দে উল্লেখ করার ঘৃণতা স্বীকার করিবেন, ইহা তেমন সম্ভবপর মনে হয় না। সুতরাং ‘গোপীমোহন’, ‘গোপীরমণ’, ‘বল্লবীকান্ত’ ইত্যাদি ব্রজান্নার স্মৃতি-পুত শ্রীকৃষ্ণের নামগুলি প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজে খুব স্বাভাবিক ও সাধারণ হইলেও ‘শ্রীকৃষ্ণ’ অর্থে ‘তরগীরমণ’ নাম আমরা স্বাভাবিক মনে করি না। ‘তরগীরমণ’ নামটা তদপেক্ষা অনেক সুন্দর ও স্বাভাবিক মনে হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ‘তরগীরমণ’ নামের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচুর্য্য সযত্নে বোধ হয়, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহাতে ‘তরগীরমণ’ বা তৎশ্রেণীর ‘রমণীমোহন’ ‘কামিনীমোহন’ প্রভৃতি নামেরও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক অপ্রাচুর্য্য বা অভাব দেখা যায়। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, বৃত্তাকালে রাম, কৃষ্ণ, হরি, নারায়ণ প্রভৃতি ভগবানের নাম উচ্চারণ বা নাম-চিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে জীবাত্মা পরলোকে পরম সঙ্গতি লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস হেতু প্রাচীন সময়ে দেবস্মৃচক অত্যাশ্রয় নাম অপেক্ষা স্পষ্টতঃ দেববাচক নামগুলিই সমধিক আদৃত হইত; সুতরাং প্রাচীন কালের ব্যবহৃত নামের তালিকা (Statistics) সংগৃহীত হইলে, রাম, কৃষ্ণ, হরি, গোবিন্দ প্রভৃতি স্পষ্টতঃ দেববাচক নাম যে শতকরা সর্বাঙ্গেক্ষা বেশী, “গোপীরমণ,” “গোপীমোহন” ইত্যাদি অস্পষ্টতঃ দেবস্মৃচক নাম তদপেক্ষা কম এবং “তরগীরমণ” জাতীয় কিঞ্চিৎ দুঃস্বার্থ দেবলীলাস্মৃচক কাল্পনিক নাম যে খুব কম দৃষ্ট হইবে, তাহা অভিজ্ঞ পাঠকদিগের অবদিত নহে।

তরগীরমণের নিশ্চিত পরিচয় এ যাবৎ সংগৃহীত হয় নাই। উহা সংগ্রহ করার জন্য আমরা প্রাচীন পদাবলীর অমূল্যগী উদ্যমশীল সাহিত্য-সেবীদিগকে সনির্বন্ধে অনুরোধ করি। তারকেশ্বর বাবু অনুমান করেন যে, তরগীরমণ শ্রীর শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্তা ছিলেন। আমাদের অনুমান হয় যে, তরগীরমণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-বাহ্য সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার কবিত্বও তেমন উচ্চ শ্রেণীর ছিল না—এই উক্ত্যবিশয় কারণেই প্রাচীন পদকর্তৃদমাজে তিনি বিশেষ সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পদাবলী-সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য তাঁহার পদাবলী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মণীন্দ্র বাবু এ যাবৎ ‘তরগীরমণ’ নামধারী অপর চণ্ডীদাসের সযত্নে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত করেন নাই। বসন্তবাবুও মণীন্দ্রবাবুর উক্ত মন্তব্য সযত্নে এ যাবৎ কোনও মত প্রকাশ করেন নাই। উপযুক্ত উপকরণের অভাবে এ সযত্নে আমরা কোনও মত প্রকাশ করিতে অক্ষম। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তরগীরমণের ভণিতায়ুক্ত দুই চারিটা পদ চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে এবং ‘রত্নসার’ পুথির রচয়িতা “ইহা জানি চণ্ডীদাস তরগীরমণ। গীতছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন।” এই বাক্যে চণ্ডীদাসের নামের সহযোগে তরগীরমণের নামোল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া ‘তরগীরমণ চণ্ডীদাস’ নামে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, এক্ষণ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হইবে না। রত্নসার পুথির উক্ত বাক্যের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, চণ্ডীদাস ও তরগীরমণ—উভয়ে ইহা বুঝিয়াই নানা গীত রচনা করিয়া, প্রেমকে পরম ধন বা পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও তরগীরমণ—উভয়েই সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ পদকর্তা বলিয়াই ‘সহজ পিরীতি’র সাহায্য প্রচারের প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের নাম একত্র কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।

দলপতি ভণিতার শুধু একটীমাত্র পদ (৬০৮ সংখ্যক) পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুর

দলপতি

‘গ’-পুথিখানার আবার ‘দলপতি’ হলে ‘বিদ্যাপতি’ পাঠ আছে। সুতরাং দলপতি নাম শুধু অত্যন্ত পুথি-লেখকদিগের ভ্রম-প্রসূত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মিত

পারে। আমরা কিন্তু ‘পদ-রস-সার’ পুঁথি ও পদকল্পতরুর ক, খ, ব ও চ পুঁথির সাক্ষ্য অনুসারে এই পদটী ‘দলপতি’র রচিত বলিরাই স্থির করিয়াছি। এখন পর্য্যন্ত অনেক পদকর্তারই কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পদ-কর্তা ‘দলপতি’ও আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু পদ-কর্তার নাম অপরিচিত হইলেই যে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বলক মনে করিয়া, উহা উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা কোন মতেই সম্ভব মনে হয় না। বিদ্যাপতির রূপান্তরিত ব্রজ-বুলীর পদেও ভাষা ও ভাবের যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। বলা আবশ্যক যে, দল-পতির এই পদে আমরা বিদ্যাপতির কবিতার কোনও চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আমরা এই অপরিচিত পদ-কর্তার পরিচয় ও অজ্ঞাত পদাবলী সংগ্রহের জন্য পদাবলীশ্রিয় উৎসাহী সাহিত্যসেবীদিগকে অনুরোধ করি।

‘দীনহীন দাস’ ভণিতার শুধু একটা মাত্র পদ (২২৮ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দীনহীন দাস

‘দীনহীন দাস’ পদ-কর্তার প্রকৃত নাম কিংবা কোন পদ-কর্তার বৈষ্ণবোচিত দীনতা-সূচক আখ্যা, তাহা নিশ্চিত-ভাবে বলা যায় না। বহুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় এই ‘দীনহীন দাস’কে ‘দীন চণ্ডীদাস’ হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। এরূপ মনে করার কি যথেষ্ট কারণ আছে, আমরা জানি না। ‘দীনহীন দাস’ের আলোচ্য পদটী শ্রীগোরাঙ্গ-বিষয়ক। উহার ছন্দেও একটু নূতনত্ব আছে। ইহা যদি দীন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগোরাঙ্গের বর্ণন-কারী এই দীন চণ্ডীদাস যে, গোরাঙ্গ প্রভুরও অনান এক শতকের পূর্ববর্তী কবি ‘বড়ু চণ্ডীদাস’ হইতে পারেন না, উহার আর একটা প্রমাণ মিলিবে।

পদ-কর্তা দৈবকীনন্দনের পাঁচটি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চারিটি পদ শ্রীগোরাঙ্গ

দৈবকীনন্দন

ও শ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ক বটে, স্তবরাং জগদ্বন্ধু বাবুর গৌরপদ-তরঙ্গিণীতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু ‘দৈবকীনন্দন’ সম্বন্ধে তাঁহার গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রম-লিপি যে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন, অধুনা তাঁহার ঐ প্রস্থানটা অপ্রাপ্য হওয়ার আমরা উহা হইতে কিঞ্চিৎ সার-সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

“দৈবকীনন্দনের স্বপ্রণীত “বৈষ্ণব-বন্দনা” গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু প্রভু নিত্যানন্দের পার্শ্বদ ভক্ত ছিলেন। ইহার নাম পুরুষোত্তম দাস, ইনি সদাশিব কবিরাজের পুত্র। বলা বাহুল্য যে, দৈবকী-নন্দন নিত্যানন্দপরিবার-ভূক্ত। বৈষ্ণব বন্দনায় যথা :—“ইষ্টদেব কন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম।”

“ইনি যে পুরুষোত্তম দাসের শিষ্য ছিলেন, তাহা মনোহর দাসকৃত “অনুগাবলী” গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—“শ্রীনিত্যানন্দের শ্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়। দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়।”

গুনশচ—“দৈবকীনন্দন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বাদ্যগা বৈষ্ণববন্দনা ভিন্ন সংস্কৃত “বৈষ্ণবাবিধান” গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার বাগদান কুমারহট্ট বা হাণ্ডিসহর ছিল। তত্ত্বনিধি মহাশয় ও শ্রীবানু ষুগলকান্তি বোব “বৈষ্ণববন্দনা” গ্রন্থ রচনার একটা ইতিহাস দিয়াছেন। তাহা এই,—কোন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট এক গুরুতর অপরাধ করিয়া ছশ্চিকিৎস ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। পরে মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহারই উপদেশে অপরাধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; পণ্ডিত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিলেন এবং তাঁহাকে ছইটী আদেশ করিলেন, যথা :—

(১) “পুরুষোত্তম-পদাশ্রয় কর গিয়া যবে।” অর্থাৎ স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক পুরুষোত্তম কবিরাজের নিকট মন্ত্রগ্রহণ কর।

(২) “বৈষ্ণবনিন্দনে তোমার এতক দুর্গতি। বৈষ্ণব বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি।”

“শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দৃষ্ট হয়, “চাপাল গোপাল” বা গোপাল ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি সংকীৰ্ত্তন সময়ে শ্রীবাস-প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার না পাইয়া ভবানীপুজার সামগ্রী সকল লইয়া শ্রীবাসের গৃহদ্বারে তাহা বিজ্ঞপ করিবার জন্য রাখিয়া আইসে, সেই অপরাধে তাহার নিদারুণ কুষ্ঠ-ব্যাধি হয়। * * * *

“এই হইল বৈষ্ণবাপরাধ”। ইহার ভগবদ্ভক্ত দণ্ড এই হইয়াছিল :—

‘তিন দিন বহি সেই গোপাল চাপাল।

সর্বদা হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার।

সর্বদা বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর।

অসহ বেদনা হুঃখে জলসে অন্তর॥”

“এই গোপাল ঠাকুরই ঈদৃশ বৈষ্ণবাপরাধী, তাহারই কুষ্ঠব্যাধি হয় এবং তিনিই শ্রীবাস পণ্ডিতের ক্ষমাশ্রুতি পরিজ্ঞাপ প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং অস্ত্র লেখকেরা নীরব থাকিলেও আমরা যদি অনুমান করি যে, দৈবকীন্দনের পূর্বনামই “চাপাল গোপাল” ছিল, তবে বোধ হয় অসম্ভব না হইতে পারে।”

পদ-কর্তা ধরণীর চারিটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ চারিটির প্রত্যেকটি বিশেষত্বপূর্ণ ; সুতরাং পদ-কর্তার পরিচয় ও অস্ত্রাত্ম পদাবলী এ যাবৎ সংগৃহীত না হওয়ায়, আমরা এ স্থানে কোতুলী পাঠকদিগের তৃপ্তির জন্যে ধরণীর পদ চারিটির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। ধরণীর ৬৭৬ সংখ্যক—

“সই নিরবধি কত পড়ে মনে।

শ্রাম বন্ধু বিহু না রহে মোর তরু

সোয়াস্ত নাহিক রাতি দিনে॥”

ইত্যাদি রূসোদগারের বাংলা পদটি পদকল্পতরুর ৩য় শাখার ৩ষ্ঠ পত্রবে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ধরণীর পক্ষে ইহা বিশেষ প্রশংসার বিষয় যে, তাহার এই পদটি উক্ত প্রসিদ্ধ কবিদিগের ঐ সকল পদের সহিত একত্রে উদ্ধৃত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ধরণীর ৮৫৮ সংখ্যক—

“আরে মনমথ নাহি তুয়া ধরম-বিচার।

কো করু দোখ রোখ করু কা সঞে

বড় তুহঁ মুরুখ গোঙার॥”

ইত্যাদি ব্রজ-বুলীর পদটিও ভাব-বৈচিত্র্যে জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। ধরণীর ২০৮১ সংখ্যক—

“অনুখন গৌর-প্রেম-রসে গর গর

ঢর ঢর লোচনে লোর।

গদ গদ ভাব হাস খণে রোয়ত

আনন্দে মগন সধনে হরি-বোল।

পহ মোর শ্রীশ্রীনিবাস।

অবিরত রাম-চন্দ্র পহ বিহরত

সঙ্গে নরোত্তম দাস॥”

ইত্যাদি ত্রিনিবাস আচার্য-বিষয়ক পদ হইতে জানা যায় যে, ধরনী উক্ত আচার্যের পূর্ববর্তী নহেন, তাঁহার সমকালবর্তী কিংবা পরবর্তী পদ-কর্তা ছিলেন। সুতরাং ত্রিনিবাস আচার্য ও পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব-দাসের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ আশ্রম ১৫২৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭২৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে ইনি প্রাভূত্ব হইয়াছিলেন। ধরণীর ২৪৫৪ সংখ্যক—“নববন পুঞ্জ-পুঞ্জ জিতি সুন্দর” ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের রূপের পদটিও রচনা-পারিপাট্যে সুন্দর। সুতরাং ধরণীর মাত্র চারিটি পদ পাওয়া গেলেও আমরা তাঁহার স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি বনশ্রাম দাস প্রভৃতির সঙ্গে নির্দেশ করা অসম্ভব মনে করি না। আমরা আশা করি যে, পরবর্তী অমুসন্ধানের ফলে ধরণীর অস্তিত্ব পদাবলী সহ তাঁহার পরিচয় সংগৃহীত হইয়া প্রাচীন পদাবলীর অমুসন্ধানী পাঠকদিগের প্রীতিসাধন করিবে।

পদ-কর্তা নটবরের মাত্র দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে ১৩৬৬ সংখ্যক “তোমার বদন আমার জীবন, সরবস ধন তুমি।” ইত্যাদি বাংলা পদটি দান-লীলা-বিষয়ক ও ২২৫০ সংখ্যক—“গোপীগণ-কুচ-কুঙ্কমে রঞ্জিত” ইত্যাদি ব্রজবুলী পদটি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীগোবিন্দ-বিষয়ক বটে। “পদ-রত্নাকর” পুথির সঙ্কলয়িতা ও স্বয়ং পদ-কর্তা কমলাকান্ত পূর্ব-পদ-কর্তৃগণের বন্দনা-সূচক একটা পদে “নটবর কবি-কুল-ভূপ” উক্তি দ্বারা নটবরের খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নটবরের পদ-দ্বয়ের আলোচনা করিয়া আমরা কিন্তু তাঁহার কবি-কুল-ভূপত্বের কোনও লক্ষণ আবিষ্কার করিতে পারি নাই। পদ-কর্তা নটবর কমলাকান্তের সহিত কোনও বনিষ্ঠ-সম্বন্ধে সম্বন্ধাধিত ছিলেন বলিয়াই কমলাকান্ত তাঁহার এরূপ অতিরঞ্জিত গুণ-কীর্তন করিয়াছেন কি না, তাহাও বুঝিতে পারি না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কমলাকান্ত তাঁহার পদ-রত্নাকর পুথিতে তাঁহার প্রশংসিত কবি-ভূপের শুধু একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-মাহাত্ম্য-ব্যোতক বটে। ইতিপূর্বে উহা অন্তর্ভুক্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া, আমরা ঐ পদটিকে আমাদের “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী” গ্রন্থের ৪৫০ সংখ্যক পদ-রূপে উদ্ধৃত করিয়াছি। বাহা হউক, পদ-কর্তা নটবর যে শ্রেণীর কবি হউন না কেন, তিনি যে আরও অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পরিচয় সহ, তাঁহার রচিত সে সকল পদ বিশেষ অমুসন্ধানের সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

‘নন্দ’ ও ‘বিজ্ঞ নন্দ’ ভণিতার চারিটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গৌরপদ-ভণিতার নন্দ (বিজ্ঞ) উপক্রমণিকায় জগদ্বন্ধু বাবু ‘নন্দরাম দাস’ নামক কবির পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, —“নন্দরাম দাস কালীরাম দাসের পুত্র ও জ্যেষ্ঠপুত্রের অমুবাদক। ইনি কি পদ-কর্তাও?” নন্দরাম ভণিতার অষ্ট দুইটি পদও গৌরপদ-ভণিতাতে সংগৃহীত হইয়াছে। নন্দরামই ‘বিজ্ঞ নন্দ’ কি না, বলা কঠিন। তবে প্রসিদ্ধ কালীরাম দাসের পুত্র নন্দরাম দাস এই পদের রচনা করিয়া থাকিলে তৎকালের কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী উপস্থিত না করায়, কায়স্থ নন্দরাম যে, নিজকে ‘বিজ্ঞ নন্দ’ নামে পরিচিত করেন নাই, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। ‘বিজ্ঞ নন্দ’ ভণিতার ১৭৩৩ সংখ্যক “দেখ সখি বরিষা-রঙ্গ” ইত্যাদি বর্ষা-কালোচিত বিরহ বর্ণনার ব্রজবুলীর রূপক পদটি কালিদাসের ঋতুসংহারের বর্ষাবর্ণন-বিষয়ক অনেক “বলাহক্যাশানি-শব্দ-মর্দলাঃ” ইত্যাদি প্রদিক্স শ্লোকের দ্বারা অবলম্বনে রচিত হইলেও, পদ-কর্তা উহাতে নূতন ভাব ও অলঙ্কার সংযোজিত করিয়া বিলক্ষণ বর্ণন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ‘নন্দ’ ও ‘বিজ্ঞ নন্দ’ ভণিতার সকলগুলি পদই ব্রজবুলী ভাষায় রচিত। ব্রজবুলীর পদ-রচনার নন্দ বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পরিচয় সহ তাঁহার অস্তিত্ব পদাবলী সংগৃহীত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

‘নন্দন দাস’ ভণিতার ছইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৪৪ সংখ্যক “নিরমিল কো বিধি”

ইত্যাদি রূপোদ্ভাস-বিষয়ক পদটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, কিন্তু বিচিত্র ব্রজবুলীর পদটি পদ-
কর্তার উৎকৃষ্ট বর্ণনশক্তির পরিচায়ক। গৌরপদ-তরঙ্গিনীর উপক্রমণিকার ‘নন্দন

সাহিত্য’ নামক জনৈক জগন্নাথ-দেবকের ও শ্রীমহা প্রভুর সমসাময়িক ভক্ত খঞ্জ নন্দন আচার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গোবিন্দ দাসের কড়গায় নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর সহিত গোষ্ঠীয় ভক্তগণের সন্মিলনের প্রসঙ্গে ইহঁদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অতি সরস উক্তি দেখা যায়, যথা—

“নন্দন আচার্য্য আসে গাঢ় অমুরাগে।

ধোঁড়া বটে, তবু আসে সকলের আগে।”

নন্দন আচার্য্য শ্রীগৌরাজের প্রতি অমুরাগ প্রকাশে অগ্রগণ্য হইলেও তিনি যে পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণ প্রমাণ নাই; সুতরাং পদ-কর্তা নন্দনের পরিচয় আমাদের এ যাবৎ অজ্ঞাত রহিয়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, অজ্ঞাত অপরিচিত পদকর্তার পরিচয় ও বিলুপ্তপ্রায় পদবুলীর উদ্ধার করিয়া আমাদের প্রাচীন সাহিত্যামুরাগী যুবকগণ যশোলাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-সাহিত্যের একটা স্মরণীয় উপকারী সাধন করুন, আমরা সর্বাস্তঃকরণে ইহা কামনা করি।

‘নবকান্ত’ ভণিতার একটি মাত্র পদ (১৪৫০ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি ব্রজ-বুলীতে

রচিত ও হোরি-লীলা-বিষয়ক। এই একটিমাত্র বিশেষত্ব-শূন্য পদ দেখিয়া নব-
কান্তের কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব হইবে না। নবকান্তের পরিচয়ও এ যাবৎ

পাওয়া যায় নাই। তাঁহার যথার্থ পরিচয় সহ, তাঁহার রচিত অজ্ঞাত পদাবলী কি সংগৃহীত হওয়ার আশা করা যায় না ?

পদ-কর্তা নবচন্দ্রের তিনটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদগুলি খাটি বাঙ্গালার রচিত ও গোষ্ঠ-

লীলাচিত সখ্য-রস-বিষয়ক। নবচন্দ্রেরও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অজ্ঞাত
অপরিচিত পদ-কর্তার পরিচয় ও পদাবলীর সহিত ইহঁদেরও যথার্থ পরিচয় ও পদাবলী

সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নবদীপচন্দ্র দাসের শুধু একটিমাত্র পদ (২২৬১ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি নাম-

সংকীৰ্ত্তন-বিষয়ক এবং বিশেষত্ব-শূন্য। ইহা হইতে নবদীপচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের বা
কবিত্বের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। আশা করি, সময়ে ইহঁদেরও যথার্থ পরিচয়

সহ অজ্ঞাত পদাবলী সংগৃহীত হইবে।

শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক অনন্ত-ভক্ত নয়নানন্দ মিশ্রের রচিত ২৫টি পদ পদকল্পতরু আছে সংগৃহীত হইয়াছে।

এইগুলি সমস্তই শ্রীগৌরাজ-বিষয়ক। পদ-কর্তা নয়নানন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজ-লীলা
অবলম্বনে কোন পদ রচনা করিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই; করিয়া থাকিলে,

শ্রীগৌরাজ-লীলার বহুসংখ্যক পদাবলীর প্রসিদ্ধ রচয়িতা বাসুদেব ঘোষের ব্রজলীলা-পদাবলীর ন্যায় সেগুলিও বিলুপ্ত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে। আনন্দের বিষয় যে, নয়নানন্দের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ‘আমরা গৌরপদ-তরঙ্গিনীর উপক্রমণিকা হইতে সেই বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

“নয়নানন্দ গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতৃপুত্র এবং প্রধান ও শ্রিয় শিষ্য। গদাধরের কনিষ্ঠ বাণীনাথ মিত্র; নয়নানন্দ সেই বাণীনাথের পুত্র। ইনি দ্বারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং ইহঁদের বংশধরগণ অন্যাপি সুরশিদাষাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদির নিকটবর্তী ত্রিপাট-ভরতপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। ভরতপুর গ্রামে গদাধর পণ্ডিতের

স্থাপিত গোপীনাথ-বিগ্রহ আছেন। পণ্ডিত যখন নীলাচল যান, তখন নবনানন্দকে এই বিগ্রহ সেবার নিযুক্ত করিয়া যান।

“নবনানন্দের আদি নাম ছিল ঞ্জানন্দ; এবং চৈতন্যচরিতামৃত্তে ইনি “মিশ্র নরন” নামে উল্লিখিত। নবদ্বীপবাসী রসিকলাগ বঁাকাঁর নিকট যে প্রাচীন হস্তলিখিত প্রেবলিঙ্গাস গ্রন্থ আছে, তাহাতে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয় :—

“পণ্ডিত গোসাঁঞীর ভাতৃপুত্র ত্রীনয়নানন্দ।

পুঙ্গ গোপাল, গোপালদাস আর ঞ্জানন্দ ॥”

ঞানন্দের ন্যায় “পুঙ্গ-গোপাল” ও “গোপালদাস”ও কি নবনানন্দের নামান্তর? নবনানন্দের রচিত একটি পদে আমাদিগের স্থায় অনেক পাঠকের মনেই বিশেষ গোল বাধিবার সম্ভব। ঐ পদের শেষ দুই চরণ এই,—

“কহে নবনানন্দ, নদীয়া আনন্দ, আনন্দে ভুবন ভোরা।

ছঃখিত জীবন, মাধব নন্দন, চরণে স্মরণ মোরা ॥”

“গদাধর ও বাণীনাথই “মাধবনন্দন”। নবনানন্দের পদের ভণিতায় তাঁহাদের কথা কেন? এবং এখানে “মোর” শব্দই বা কেন ব্যবহৃত হইল?

“নবনানন্দ নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, নবদ্বীপ ধামে গৃহস্থাত্মমে থাকিয়া গৌরাক্ষ ও গদাধর ভাব-ভরে যখন কৌতুহল ও নৃত্য করিতেন, তখন ঞ্জানন্দ তাহা দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ পদ রচনা করিতেন। এইরূপে যখন ত্রীগৌরাক্ষের যে লীলা দর্শন করিতেন, কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ঞ্জানন্দ তখনই তাহা পদে বর্ণন করিতেন। এই অদ্ভুত কবিত্বশক্তির ক্ষুরণ দেখিয়া ত্রীগৌরাক্ষ ও ত্রীগদাধর পণ্ডিত উভয়েই ঞ্জানন্দকে ভালবাসিতেন। এবং গদাধর পণ্ডিতই ঞ্জানন্দের নাম “নবনানন্দ” রাখেন।

“প্রাণ্ডুক্ত প্রবাদের অমূল্য পদময়ুজ গ্রন্থে একটি পদ আছে, যথা—

“পণ্ডিতের স্নেহপাত্র ত্রীনয়ন মিশ্র।

বাল্যকালে প্রভু যারে করিলেন শিষ্য।

পণ্ডিতের পাছে নয়ন থাকে সর্বক্ষণ।

প্রভু-লীলা দেখি পদ করয়ে বর্ণন ॥

এছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা।

নবনানন্দ বলি নাম পশ্চাৎ থুইলা ॥

নীলাচল যাইতে প্রভু যবে ইচ্ছা কৈলা।

ত্রীনয়নানন্দে ভরতপুর নিয়োজিলা ॥”

“খেতুরীর মহোৎসবে নবনানন্দও উপস্থিত ছিলেন।”

জগদ্বন্ধু বাবু নবনানন্দের বিশেষ সন্দেহজনক যে পদের ভণিতার কথা লিখিয়াছেন, উহা পদকল্পতরুর ২০৬৮ সংখ্যক পদ ঘটে। পদকল্পতরুতে ঐ পদের নিম্নলিখিত ভণিতা আছে,—

“কহে নবনানন্দ

নদীয়া আনন্দ

আনন্দে ভুবন ভোরা।

ছঃখিত-জীবন

মাধব-নন্দন-

চরণে শরণ মোরা ॥”

জগদ্বন্ধু বাবু ভণিতার যে পঙ্ক্তিবিশেষ অর্থ বুঝিতে গোলযোগ করিয়াছেন, আমরা উহার সত্যতা লিখিয়াছি,—

“হঃখিত ইত্যাদি। হঃখিত-জীবন আমরা (আমি পদ-কর্তা: নয়নানন্দ ও আমার প্রিয় বঙ্গুগণ) মাধব-নন্দক অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিতের চরণে আশ্রয় (লইলাম) ।”

ভণিতায় গুরুর নামোল্লেখ বা সংক্ষিপ্ত পরিচয় বৈধব্য পদ-কর্তা দিগের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং নয়নানন্দ এ ভাবে তাঁহার গুরু “মাধব-নন্দন” অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিতের উল্লেখ করায়, নয়নানন্দের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমাদের বোধ হয়, আলোচ্য পণ্ডিত-দ্বয়ের প্রকৃত পাঠ, অর্থ ও অর্থ-নির্ণয়ে গোলযোগ করায়ই জগদ্বন্ধু বাবু অকারণে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

নয়নানন্দের পদগুলি মামুলী ধাণের পদ বটে। তিনি “তৎক্ষণং” এই সকল পদ রচনা করিয়া থাকিলে, উহা তাঁহার ক্ষত-রচনা-শক্তির পরিচয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু হঃখের বিষয়, আমরা উহাতে তাঁহার “অদ্ভুত কবিত্বশক্তি” কোনও লক্ষণ খুঁজিয়া পাই নাই। নয়নানন্দ শ্রীমহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও গদাধর পণ্ডিতকে শ্রীরাধার সাক্ষাৎ শক্তাবতার বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন; তাঁহার শ্রীগোরাঙ্গবিষয়ক লীলার প্রায় প্রত্যেক পদেই শ্রীগোরাঙ্গের সহিত গদাধরের একাত্মতা ও অনন্তসাধারণ প্রেম বিশেষ-ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাগ্যবান পদ-কর্তা নয়নানন্দ শ্রীগোরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায়ও এই অলৌকিক ব্রজলীলার মধুর ভাব উপলব্ধি করিয়া, উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় উহার যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, মহাত্মা বাসুদেব ঘোষের শ্রীগোরাঙ্গ-পদাবলীর ন্যায় কেবল অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্র ধরিয়া উহার কবিত্বের বিচার করিলে সঙ্গত হইবে না। আমাদের মনে হয়, গোরাঙ্গভক্ত জগদ্বন্ধু বাবু নয়নানন্দের এই প্রেম ভক্তি দর্শনে মোহিত হইয়াই তাঁহার রচনার এইরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

নয়নানন্দ তাঁহার পদে শ্রীগোরাঙ্গ ও গদাধরের একাত্মতা ও প্রেমের যে ভাবে অবতারণা করিয়াছেন, আমরা হৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নে উহার কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম,—

(ক) “কোই বোলে গোরা জানকীবল্লভ

রাধার প্রিয় পাঁচবাণ রে ।

নয়নানন্দ মনে আন নাহি জানে

আমারি গদাধরের প্রাণ রে ॥”—(২ সংখ্যক পদ)

(খ) “হুঁ হুঁ গিরিতি আরতি নাহি টুটে ।

পরশে পরম কত কত সুখ উঠে ॥

নাচয়ে গোরাঙ্গ মোর গদাধর-রসে ।

গদাধর নাচে পুন গোরাঙ্গ-বিলাসে ॥

প্রকৃতি পুরুষ কিবা জানকী শ্রীরাধ ।

রাধা কান্থ এই কিবা রতি দেব কাম ॥—(ইত্যাদি ২০৭০ সংখ্যক পদ)

(গ) “নাচে শচীর নন্দন জুগাঙ্গিয়া ।

সকল রসের সিদ্ধ গদাধর প্রাণবদ্ধ

নিরবধি বিনোদ রজিয়া ॥—(২০৭৩ সংখ্যক পদ)

(ঘ) “কহয়ে নয়নানন্দ মনের উল্লাসে ।

আর কি দেখিব গোরা গদাধর পাশে ॥”—(২১০২ সংখ্যক পদ)

(চ) “নয়নানন্দ কহয়ে সুখ-সারে ।

দেই বৃন্দাবন তেল নদীয়া-নগরে ॥—(২১০৩ সংখ্যক পদ)

- (ছ) “গদাধর-মুখ হেরি কিবা উঠে মনে ।
সোড়রি সে সব সুখ নিকুঞ্জ বন্দাবনে ॥”—(২১১৪ সংখ্যক পদ)
- (জ) “নাচরে গৌরাজ গদাধর-মুখ চাঞা ।
অস্তরে পরশ-রস উথলিল হিয়া ॥
ছহঁ মুখ নিরখিতে ছহঁ ভেল ভোর ।
ছহঁ ভেল রস-নিধি অমিয়া চকোর ॥
বুকে বুকে মিলি হুহে করলহি কোর ।
কাঁপি প্লক ছহঁ বাঁপই লোর ॥
তম্ব মন বাণী ছহঁ একই পরাণ ।
প্রতিঅঙ্গে পিরিতি-অমিয়া নিরমাণ ॥”—(২১৭৯ সং পদ)

পরবর্তী কালে গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন-বোধে “গদাই-গৌরাজ” ভজন-কারী যে সম্প্রদায়-বিশেষের উদ্ভব হইয়াছে, নয়নানন্দের উক্ত পঙ্ক্তিগুলি তাঁহাদের ভজন-পদ্ধতির মূল-সূত্র-রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, কিংবা চৈতন্যমঙ্গলে এ ভাবের একরূপ কোনও উক্তি পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

“নরনারায়ণ (ভূপতি)” ভণিতায়ুক্ত পদকল্পতরুর ১৯৪৪ সংখ্যক পদের রচয়িতার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ইহার শুধু একটীমাত্র পদই পদকল্পতরু আছে উক্ত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু এই পদের একটা ভণিতাহীন রূপান্তর তাঁহার বিদ্যাপতির পদাবলীতে ৭৭৮ সংখ্যক পদরূপে উদ্ধৃত করিয়া, টীকায় ঐ পদের বঙ্গীয় রূপান্তর ও মৈথিল পুথির রূপান্তর প্রদর্শিত করিয়াছেন। তাঁহার দ্বত পাঠের সহিত বঙ্গীয় পুথির বা মৈথিল পুথির পাঠের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। এ অবস্থায় সকলেই জানিতে চাহিবেন, তিনি কোন্ পুথির পাঠকে আদর্শ করিয়াছেন। ছাঃখের বিষয় যে, তিনি এই অবশ্য-জ্ঞাতব্য কথাটা লিখিতে ভুলিয়াছেন। এই মৈথিল পুথি যে, তাঁহার বর্ণিত বিদ্যাপতির জনৈক বংশধরের লিখিত ‘তালপত্রের পুথি’ নহে, উহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কেন না, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সর্বত্র অনুসৃত রীতি অনুসারে সেই তালপত্রের পুথির পাঠ গ্রহণ না করিয়া অত্র পাঠ মূলে গ্রহণ করিতেন না। লক্ষ্য করার বিষয় যে, নগেন্দ্রবাবুর টীকায় উক্ত মৈথিল পুথির রূপান্তরেও কোন ভণিতা নাই; অথচ নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন,—“পদকল্পতরুর ভণিতা বিকৃত।” আবার টীকায় উপসংহারে মন্তব্য লিখিয়াছেন,—“মোটের উপর পদকল্পতরুর পাঠ উত্তম।” পদকল্পতরুর ভণিতা বিকৃত—নগেন্দ্রবাবুর এই মন্তব্যের আমরা কোন সঙ্গত-কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। তিনি পদকল্পতরুর যে রূপান্তরটি টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার ভণিতা এইরূপ,—

“বীর নারায়ণ ভূপতি ভাণ ।

বিজয় নারায়ণ ইহ রস গান ॥”

আমরা পদকল্পতরুর কোন পুথিতেই ঐরূপ পাঠ পাই নাই; ক, খ, ঘ পুথিতে ‘বীর নারায়ণ’ হলে ‘নরনারায়ণ’ ও চ পুথিতে ‘শিবনারায়ণ’ পাঠ আছে। ঐয়ারদন্ মহোদয়ের Maithil Christomathy আছে মিথিলার প্রাচীন রাজবংশের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, উহাতে ‘বীরনারায়ণ’ অথবা ‘বিজয়নারায়ণ’ নাম পাওয়া যায় না বলিয়াই নগেন্দ্রবাবু পদকল্পতরুর ভণিতাকে বিকৃত মনে করিয়াছেন কি? পদকল্পতরুর

অন্য কোনও পদে 'নরনারায়ণ'এর উল্লেখ না থাকিলেও ৪র্থ শাখার ২৬শ পদ্যের বর্ণিত "বিদ্যাপতি ও চণ্ডী-দাসের মিলন" প্রসঙ্গে ২৩১৮ সংখ্যক পদের ভণিতায় বিজয়নারায়ণের উল্লেখ দেখা যায়,—

“রূপনারায়ণ বিজয়নারায়ণ
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মীলন ভাবি হৃৎককর বর্ণন
তছু পদ-কমলক ভুজ।”

কিংবদন্তী অনুসারে বিদ্যাপতির সহিত যখন চণ্ডীদাসের গৃহীতীরে কোনও এক স্থলে দৈবাৎ মিলন সম্ভবিত হয়, তখন মিথিলারাজ শিবসিংহ ওরফে রূপনারায়ণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পদকল্পতরুর উক্ত পদ্যের ২৩১৮ সংখ্যক ও ২৩১৯ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

“দৈবহি হৃৎ দৌহা দরশন পাওল
লখই না পারই কোঁচি।
হৃৎ দৌহা নাম-শ্রবণে তহি জানল
রূপনারায়ণ গোই।”
“ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
হৃৎ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে।”

শিবসিংহের খুজাত ভাই নরসিংহ ওরফে দর্পনারায়ণের পুত্রের (প্রায়ঃসনের মতে পৌত্রের) নামও রূপনারায়ণ। উক্ত পদ-দ্বয়ের বর্ণিত রূপনারায়ণ কে, আমরা বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে উহার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এখানে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, আলোচ্য ১২৪৩ সংখ্যক পদের ভণিতায় উল্লিখিত নরনারায়ণকে আমরা ঐয়ারসন্ মহোদয়ের তালিকার 'নরসিংহ' বলিয়াই অনুমান করি। 'সিংহ' এই রাজবংশের সাধারণ উপাধি এবং তালিকার অধিকাংশ নামের শেষাংশ 'নারায়ণ' দেখা যায়। সুতরাং 'নরসিংহ' নামটা 'নারায়ণ সিংহ'র সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়া খুব সম্ভবপর বটে। ঐয়ারসন্ সাহেবের তালিকায় বিজয়নারায়ণের নাম না পাওয়া গেলেও, স্বর্গগত কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার সংস্করণের উপক্রমণিকায় মৈথিল পঞ্জী অনুসারে মৈথিল রাজবংশের যে তালিকা দিয়াছেন, উহাতে পূর্বোক্ত নরসিংহ ওরফে দর্পনারায়ণের এক ভ্রাতার নাম রঘু সিংহ ওরফে বিজয়নারায়ণ দেখা যায়। আমাদের আলোচ্য পদের ভণিতায় অর্থ বোধ হয় এই যে, নরনারায়ণ ভূপতি (অর্থাৎ ঐয়ারসন্ সাহেবের তালিকার রাজা নরসিংহ) বলিলেন অর্থাৎ আদেশ করিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়নারায়ণ গান অর্থাৎ পদ রচনা করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই পদগুলির সহিত ইতিহাসের কোনও অনৈক্য নাই। তবে আমরা পদ-মুঠা ও পদ-কর্তৃমূহী প্রস্তুত করার সময়ে অপ্রাণধান হেতু বিজয়নারায়ণের নামের পরিবর্তে নরনারায়ণ ভূপতিকে পদ-কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। শুদ্ধি-পত্রে এই ভুল সংশোধন করা হইবে।

নগেন্দ্রবাবুর বিশ্বাস যে, রাজা শিবসিংহ নিজে কোনও পদ-রচনা করেন নাই। বিদ্যাপতিই কতকগুলি পদ রচনা করিয়া সিংহ (ভূপতি) ও সিংহ (ভূপতি) অর্থাৎ রাজা শিব সিংহের নামের ভণিতা-যোগে চালাইয়া গিয়াছেন। আমরা সিংহ (ভূপতি) প্রসঙ্গে এই মতের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমাদের মতে নগেন্দ্র

বাবুর পক্ষে একটা কল্পনা-মূলক অনুমানের বলে বিজয়নারায়ণ ভণিতার আলোচ্য পদটী বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করা সমীচীন হয় নাই।

নরসিং দেব ভণিতার শুধু একটা বাংলা পদ (১৫৮৪ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

নরসিং দেব

এই নরসিং দেব কে ছিলেন, জানা যায় নাই। পদকল্পতরুতে ‘নৃসিংহদেব’

ভণিতাযুক্ত দুইটা ব্রজবলীর তোটক-ছন্দের পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘দেব’ উপাধি

দর্শনে উক্ত নৃসিংহকে আলোচ্য পদের রচয়িতা মনে করা যায় কি? আমরা অনেক সময়েই ‘নৃসিংহ’ নামটীকে যদুচ্ছাক্রমে নরসিংহ(অপভ্রংশে নরসিং) রূপে উচ্চারিত করিতে দেখি। সুতরাং ‘দেব’ উপাধি-ধারী নরসিংহ দেব ও নৃসিংহ দেব সম্বন্ধে দুই পদবর্তী ছিলেন, এইরূপ অনুমান না করিয়া, উভয়বিধ ভণিতার পদগুলির রচয়িতাকে অভিন্ন পদ-বর্তী বলিয়া মনে করাই বোধ হয় অধিক সঙ্গত হইবে।

জ গঙ্গুস্বাবু তাঁহার উৎকলবিবায় নিত্যানন্দের পরিবর কবিরাজ উপাধিধারী এক নৃসিংহদাসের ও উড়িষ্যাবাসী প্রহ্মায় মিশ্র ওরফে নৃসিংহানন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। নৃসিংহ কবিরাজের কোনও পরিচয় তিনি দেন নাই। ভক্তিরত্নাকরের ১০ম তরঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্য্যের খেতরীর সুপ্রসিদ্ধ মহোৎসব উপলক্ষে নরোত্তম ঠাকুরের আগয়ে গমন প্রসঙ্গে তাঁহার সহচর প্রধান শিষ্যগণের উল্লেখ আছে, উহাতে যে—“শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি সেহো। যার ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো।” এই শ্লোক দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ ইনিই পদবর্তী নৃসিংহ দেব। ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই।

ডক্টর দৌনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থের ৫ম সংস্করণে পদবর্তী নরসিংহ দেবের পরিচয় প্রসঙ্গে প্রেমবিলাস হইতে নিম্নলিখিত পয়ার ও পদকল্পতরু হইতে রাজা নরসিংহ ও রূপ-নারায়ণের উল্লেখযুক্ত গোবিন্দ দাসের একটা ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

“নরোত্তমের স্বগণ নরসিংহ মহাশয়।

দূরদেশ পূরপল্লী যার রাজ্য হয়।”—প্রেমবিলাস।

“কমল ললিত চরণমধু পাওয়ে সোই সজ্জন, রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দ দাস অনুমান” *।

ডক্টর সেন মহাশয়ের উল্লিখিত রাজা নরসিংহের পদকর্তৃত্ব সম্বন্ধে তিনি কোনও প্রমাণ দিতে পারেন নাই। ‘দেব’ রাজা নরসিংহের কৌলিক উপাধি কি না, তাহাও নিশ্চিত জানা যায় নাই। সাধারণতঃ রাজারা সম্মানসূচক ‘দেব’ নামে সম্বোধিত হইয়া থাকেন; কিন্তু তা বলিয়া, রাজা নরসিংহ স্বরচিত পদে নিজকে ‘দেব’ বলিতে বাইবেন কেন? বাহা হউক, পরবর্তী গবেষণাকারীদের অংগতির জন্য আমরা সেন মহাশয়ের মতটাও উদ্ধৃত করিলাম।

বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই ভণিতার ‘নরসিংহ’ ও ‘রূপনারায়ণ’ মিথিলার রাজ-ঘর মনে করিয়া সেই সংক্ষেপে পদবর্তী গোবিন্দ দাসকেও মিথিলার অন্ততম কবি গোবিন্দ

* সেন মহাশয় বোধ হয়, শুধু স্মৃতি হইতে এই ভণিতাটী উদ্ধৃত করার, উহাতে কয়েকটা ভুল রহিয়া গিয়াছে; পদকল্পতরুর ২৪১৩ সংখ্যক আলোচ্য পদের ভণিতা এইরূপ, যথা—

“কমলা-লালিত

চরণ-কমল-মধু

পাওয়ে সোই সজ্জন।

রাজা নরসিংহ

রূপনারায়ণ

গোবিন্দদাস অনুমান।”—সম্পাদক

ঠাকুর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা 'গোবিন্দদাস' প্রসঙ্গে ভূমিকার ৭৩/৭৪ পৃষ্ঠায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; এখানে পুনরুৎসাহ নিশ্চয়োজ্ঞ।

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'নরহরি' ভণিতার মোটে ৩৬টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে।* বৈষ্ণব সাহিত্যে দুই জন

নরহরি

পদ-কর্তা নরহরি সমধিক বিখ্যাত। প্রথম শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক অন্তরঙ্গ ভক্ত

শ্রীধনুবাণী বৈদ্যজাতীয় সুপ্রসিদ্ধ নরহরি সরকার ঠাকুর। দ্বিতীয় "ভক্তিরত্নাকর"

গ্রন্থের প্রণেতা ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্তী। ঘনশ্যাম নরহরি তাঁহার উক্ত গ্রন্থে নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।

পূর্ববাস গদ্যাতীরে জানে সর্বজন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত।

তঁার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ।

না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।

নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥"

জগদ্বন্ধু বাবুর মতে সম্ভবতঃ ১৫৮৬ শাকে অর্থাৎ ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গ্রন্থকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর জন্ম হয়। ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার "কৃষ্ণভাবনামৃত" নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃতকাব্য ও ১৭০৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার "সারার্থ-দর্শিনী" নামী শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত টীকা সমাপ্ত হয় এবং উহার অল্প কাল পরেই তিনি মানব-লীলা সংবরণ করেন। সুতরাং মোটামুটি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্য-ভাগ তাঁহার প্রাচুর্ভাব-কাল ধরিলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম-ভাগ তাঁহার শিষ্যপুত্র ঘনশ্যাম-নরহরির প্রাচুর্ভাব-কাল ধরা যাইতে পারে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'কৃষ্ণদা-গীত-চিন্তামণি' নামে একখানা পদ-সংগ্রহ সংকলিত করেন। উহাতে ঘনশ্যাম নরহরির কোনও পদ সংগৃহীত হয় নাই। পদকল্পতরুর সংকলনিতা বৈষ্ণবদাসের আন্দাজ ২০/২৫ বৎসরের পূর্ববর্তী পদ-কর্তা রাধামোহন ঠাকুরের জন্ম সম্ভবতঃ ১৬৯৮ কি ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং তিনি প্রায় ঘনশ্যাম-নরহরির সম-সাময়িক ব্যক্তি। যখন তিনি 'পদামৃত-সমুদ্র' নামক প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের সংকলন করেন, তখন পর্যন্ত ঘনশ্যাম-নরহরি বোধ হয়, কোনও পদ অথবা 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের রচনা করেন নাই; অথবা করিয়া থাকিলেও উহা রাধামোহন জানিতে পারেন নাই; কেন না, তাহা হইলে পদামৃত-সমুদ্রে ভক্তিরত্নাকরের অন্তর্গত ঘনশ্যাম-নরহরির বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদ হইতে অন্ততঃ দুই চারিটা পদ উদ্ধৃত হওয়া একান্ত সম্ভবপর ছিল। পদামৃতসমুদ্রে 'নরহরি' ভণিতার কোনও পদই উদ্ধৃত হয় নাই।† এ অবস্থায় রাধামোহন ঠাকুরের অল্প বয়ঃকনিষ্ঠ এবং তাঁহার প্রায় সম-সাময়িক বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু গ্রন্থে ঘনশ্যাম-নরহরির কোনও পদ সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে কি না, ইহা অনেকের নিকট সন্দেহের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আমরা ঘনশ্যাম প্রসঙ্গে ৮৬/৮৭ পৃষ্ঠায় বিশেষ আলোচনা দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পদকল্পতরুর 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদগুলির সমস্তই গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজের রচিত। এ অবস্থায় পদকল্পতরুর 'নরহরি'-ভণিতার পদাবলীর মধ্যেও

* পদকল্পতরুর পদকর্তৃ-সূচীতে তুলে 'নরহরি' ভণিতার ২১২২ সংখ্যক পদের সংখ্যা পরিত্যক্ত হওয়ার পদ-সমষ্টি ৩৬ হলে ৩৫ লিখা হইয়াছে।—সম্পাদক।

† স্বর্ণপত্নী রামনারায়ণ বিদ্যারয়ের বহু অশুদ্ধিপূর্ণ মুদ্রিত 'পদামৃত-সমুদ্র'র ৪২৭ পৃষ্ঠায় "কি হৈল কি হৈল মোরে কাসুর পিরিতি" ইত্যাদি পদকল্পতরুর ৯২৬ সংখ্যক চতুর্দশের প্রসিদ্ধ পদটি 'নরহরি'র নামে উদ্ধৃত হইয়াছে।—সম্পাদক।

নরহরি চক্রবর্তীর রচিত পদ সম্ভবতঃ স্থান পাশ নাই, এইরূপ সন্দেহ আরও প্রবল হইবে, বলা বাহুল্য। নরহরি সরকার ও নরহরি চক্রবর্তী, উভয়েই ভণিতার শুধু 'নরহরি' নাম নিয়াছেন ; কেহই উপাধির উল্লেখ করেন নাই ; সুতরাং তাঁহাদের 'নরহরি' ভণিতার পদগুলি যে একত্রে মিশিয়া গিয়াছে এবং এখন উহা সহজে পৃথক্ করার উপায় নাই এবং ভাষা-গত ও ভাব-গত সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুসারে বহু ক্রোশ সেতুগিকে পৃথক্ করা গেলেও সে সম্বন্ধে মত-ভেদের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে, তাহা বলা বাহুল্য। 'মহাজন-পদাবলী', 'গৌরপদ-তরঙ্গিনী' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক স্বর্ণ-গত জগদ্বন্ধু বাবু যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, ইহা বলা অনাবশ্যক। অথচ এই 'নরহরি' ভণিতার শ্রীগৌরজ-বিষয়ক পদাবলীর রচয়িতাদের নাম-বিভেদ করিতে বাইরা, গৌরপদ-তরঙ্গিনীর পদ-কর্তৃ-সূচীতে তিনিও কয়েক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অনাবশ্যক বিবেচনায় আমরা এখানে তাঁহার সেই ভ্রম প্রদর্শনের চেষ্টা করিব না ; তবে পদের ভাষা-গত ও ভাব-গত পার্থক্যের বিচার ছাড়া অন্য নিঃসন্দেহ প্রমাণ অনুসারেও 'নরহরি' ভণিতার একটা পদ জগদ্বন্ধু বাবু কর্তৃক নরহরি চক্রবর্তীর নামে নির্দিষ্ট হইলেও, উহা নরহরি সরকারের রচিত বলিয়াই যে নির্ণীত হইয়াছে, উহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, 'ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি' গ্রন্থে ঘনশ্যাম-নরহরির কোনও পদ সংগৃহীত হয় নাই। ঐ গ্রন্থের ১৪ ক্ষণদার ৬ সংখ্যক ও ২৭ ক্ষণদার ১ সংখ্যক যে 'নরহরি' ভণিতার শুধু ছইটী মাত্র পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহার মধ্যে ১৪ ক্ষণদার ৬ সংখ্যক "রাইর বিপতি শুনি" ইত্যাদি পদ পদকল্পতরুর নাই ; ২৭ ক্ষণদার ১ সংখ্যক "গৌরজ ঠেকিল পাকে" ইত্যাদি পদ পদকল্পতরুর ২১২২ সংখ্যক পদ বটে। এই পদ-দ্বয়ের সম্বন্ধে সুপণ্ডিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার পদকর্তৃগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, "নরোত্তম-বিলাসের নরহরি, কি অষ্টমতবিলাসের নরহরি এই পদ-দ্বয়ের প্রণেতা হইতে পারেন না ; কারণ, তাঁহার এই গ্রন্থকারের পরবর্তী।" আমরাও বাবাজী মহাশয়ের এই মতের অনুমোদন করি। কেন না, ঘনশ্যাম-নরহরি তাঁহার পিতার গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর জীবিত কালে পদ-রচনা করিয়া থাকিলে, তিনি পিতার গুরুর নিকট সুপরিচিত থাকায় তাঁহার অন্ততঃ কয়েকটা উৎকৃষ্ট পদও গীত-চিন্তামণিতে উদ্ধৃত না হওয়া একান্তই অসম্ভব মনে হয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কিছু পরবর্তী পদ-কর্তা রাখাযোহন ঠাকুরের সংগ্রহ-গ্রন্থেও যখন নরহরির কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই, তখন ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে তাঁহার পদ থাকা একান্ত অসম্ভব বটে। যাহা হউক, জগদ্বন্ধু বাবুর সহিত অন্য কয়েকটা পদ হইয়া মতভেদ হইলেও অধিকাংশ পদ সম্বন্ধে আমরা একমত। আমরা পদকল্পতরুর উক্ত ৩৬টা পদের রচয়িতাদের নাম ও পদ-সংখ্যা নিয়ে নির্দেশ করিলাম, যথা—

নরহরি (সরকার ঠাকুর)—১০৩। ৩০৭। ৩১৬। ৪০৮। ৪২১। ৭৯৯। ৮২০। ৮৩২। ৮৩৩। ৮৪০। ৮৪৯। ৮৫০। ১৬৪০। ১৭০৭। ১৭২৯। ১৭৪৬। ১৯০২। ১৯০৮। ১৯৭০। ২১২২। ২২৪১। ২২৫১। ২২৮৮। ২২৯০। ২২৯৪।

নরহরি (চক্রবর্তী)—১৩। ১৪। ৩৮২। ১৫৫৯। ১৫৬০। ১৫৬৩। ১৫৬৪। ১৫৬৬। ২০৯৭। ২০৬৯। ২০৭১।

নরহরি সরকার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, শ্রীগৌরজ-বিষয়ক পদ-রচনার তিনিই আদি-প্রবর্তক। এই প্রবাদ প্রকৃত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, সরকার ঠাকুর তাঁহার একটা পদে বাংলা-ভাষায় গৌরজ-লীলা-বিষয়ক পদ-রচনার কৈশিক্য দিতে বাইরাই যেন লিখিয়াছেন,—

পাছিড়া

"গৌরলীলা দরশনে, ইচ্ছা বড় হয় মনে, ভাষায় লিখিয়া সব রাধি।

সুপ্রতি ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি।

এ গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহ ।

ভাবার রচনা হৈলো, বুঝিবে লোক সকলে, কবে বাহা পুরাবেন পথ ।

গৌরগদাধরলীলা, আশ্রয় কররে শিলা, কার সাধ্য করিবে বর্ণন ।

সারদা লিখেন বরি, নিরন্তর নিরবধি, আর সদাশিব পঞ্চানন ।

কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ কররে প্রভুগীণ ।

নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা ।”

নরহরির ভণিতার “গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা” উক্তি দর্শনে কেহ কেহ অস্বাভাবিক করিয়াছেন যে, তিনি সম্ভবতঃ গৌরানন্দলীলা সম্বন্ধে কোনও কড়চা গ্রন্থের রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রকৃত কোনও গ্রন্থ অব্যাপ্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। সংস্কৃত ‘গ্রন্থ’ শব্দগৌলোকে বা কবিতা অর্থেও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এখানেও “কিছু কিছু পদ লিখি” ইত্যাদি উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ‘গ্রন্থ’ শব্দের অর্থে স্বতন্ত্র কড়চা না বুঝিয়া, কবিতা বা পদ অথবা বড় ছোর ঐ সকল পদের সংগ্রহাত্মক গ্রন্থই বুঝিতে হইবে।

নরহরি সরকার ঠাকুরের যে সকল পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সমস্তই গৌরানন্দ-বিষয়ক। তিনি ব্রজলীলা সম্বন্ধে কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। নরহরির গৌরানন্দলীলার পদাবলী সম্বন্ধে আর একটা বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা এই যে, তাঁহার পদেই নদীয়ানাগরীর প্রেমের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার শিষ্য প্রসিদ্ধ লোচনদাসের পদে এবং নরহরি চক্রবর্তীর পদে এই নাগরীর প্রেমোচ্ছ্বাসবর্ণনা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরানন্দের নদীয়ালীলার পদে একটা অপ্রত্যাশিত নূতন তাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা যথাস্থানে উহার আলোচনা করিব। এখানে শুধু বিষয়টার একটু উল্লেখ করিয়া রাখিলাম।

জগদ্বন্ধু বাবুর মতে আনুমানিক ১৯০০ শকে অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভুর জন্মের সাত বৎসর পূর্বে সরকার ঠাকুর শ্রীধরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল নারায়ণ। নরহরির মুকুন্দ নামে এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ইনি গোড়ের বাদশাহের অন্ততম প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। বৈষ্ণব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রঘুবন্দন সরকার ঠাকুর এই মুকুন্দের পুত্র। নরহরি সরকার ঠাকুর আকুয়ার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার রচিত “ভক্তি-চন্দ্রিকা-পটল” ও “ভক্ত্যমৃত অষ্টক” নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-দ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সরকার ঠাকুর নবদ্বীপে থাকিয়া টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করার সর্বদাই তাঁহার সহিত শ্রীমহাপ্রভুর আলাপ পরিচয় ও ক্রমে বন্ধুতা সম্বন্ধিত হয়। চৈতন্তভাগবত, চৈতন্তমঙ্গল ও চৈতন্ত-চরিতামৃতের স্থানে স্থানে সরকার ঠাকুরের উল্লেখ থাকিলেও, দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত-বটত কোন কথা পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ মানব-জীবনের সাধারণ ঘটনা-সমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেন না। এ জন্যই বহু সহচর, অনুচর ও অন্তরঙ্গ ভক্ত সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিদ্যমান থাকিতেও, অন্তের কথা দূরে থাকুক, শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর দৈনন্দিন বিবরণও কেহ লিখিয়া রাখার চেষ্টা করেন নাই। সে সময়ে জীবন-চরিত্রের আদর্শই অন্তরূপ ছিল; সে জন্য এখন আক্ষেপ করিয়া ফল নাই। কবিদ্বি হিসাবে সরকার ঠাকুরের পদাবলীর বিশেষ কোনও গৌরব নাই; মহাপ্রভুর সম-সাময়িক অন্ততম ভক্ত বাহুদেব ঘোষের গৌর-লীলা-পদাবলীর স্তার শুধু বিষয়-মাহাত্ম্যেই সেগুলির সর্বত্র সমাদর।

নরহরি সরকার ঠাকুরের সম্বন্ধে বতটুকু জানা যায়, “ভক্তিরসাকর,” “নরোত্তম-বিলাস” প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও “গীত-চন্দ্রোদয়,” “গৌর-চরিত-চিন্তামণি” নামক পদ-সংগ্রহ-এ হইর প্রাণ্ডে প্রসিদ্ধ প্রভু-বর্তী বনভাষ্য

মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্র দিন ।”

নরহরি চক্রবর্তীর রচিত পদাবলীর কবিত্ব সম্বন্ধে সমালোচকগণের মধ্যে যথেষ্ট মত-ভেদ থাকিলেও সূত্রেণ বিবরণ যে, তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি-মন্দির “ভক্তি-রত্নাকর” সম্বন্ধে কোনও মতভেদ দেখা যায় না। সকল সমালোচকই মুক্তকণ্ঠে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বন্দাবন-পরিক্রমা, নদীরা-পরিক্রমা ও সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের অপূর্ণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ ইত্যাদি বহু অবাস্তব বিবরণ সহ শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্তী যুগের প্রধান বৈষ্ণব-আচার্য্য, শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীমানন্দ পুরীর চরিত্র সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তি-রত্নাকরের দ্বাদশ তঃজে নয়টি গ্রন্থের সমষ্টি নবদ্বীপের পরিক্রমা প্রসঙ্গে উক্ত গ্রাম-সমূহের ভৌগোলিক অবস্থান ও আদিম বৃত্তান্তের যে অপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন, উহা সুবিজ্ঞ বাল্যলী গ্রন্থকারের পক্ষে তেমন গবেষণাসূচক মনে নাও হইতে পারে; কিন্তু তিনি ঐ গ্রন্থের সুদীর্ঘ পঞ্চম তরঙ্গে ব্রজ-মণ্ডলের এবং রাম-স্থলী দর্শন প্রসঙ্গে সঙ্গীত শাস্ত্রের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, উহাতে তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান ও সূক্ষ্ম গবেষণার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি ১২শ তরঙ্গের নবদ্বীপ-পরিক্রমা প্রসঙ্গে শ্রীমহাপ্রভুর বাল্য-লীলা, বিনায়ক, দ্বিবিজয়ীর সহিত বিচার, উপনয়ন, বিবাহ, সংকীৰ্ত্তন প্রচার প্রভৃতি যাবতীয় আদি-লীলার সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বর্ণন করিতে যাইয়া, ঐ তরঙ্গে স্ব-রচিত বহু পদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তদ্রূপ ৫ম পদমেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস, অষ্টকালীর নিত্য-লীলা, ঝুলন ও হোরি-লীলার বর্ণন-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বহু স্বকৃত পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এখন বনশ্রাম-নরহরির কবিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার “বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থে নরহরির তত্ত্বিরস্বাক্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পদাবলীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই; তবে তাঁহার “গৌর-চরিত-চিন্তামণি” হইতে একটা স্থূললিত বাংলা পদ উদ্ধৃত করিয়া, উহার ভাবার লালিত্য ও বর্ণনার মাধুর্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সহদয় সমালোচক স্বর্ণ-গত ক্ষীরোদ-চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় নরহরির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাঁহার লেখা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত প্রোজ্ঞ বা ভাব ভেমন প্রোজ্ঞ না হইলেও জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাস অপেক্ষা নান নহে, তাঁহার রচনার নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।” জগদ্বন্ধু বাবু এই সমালোচনার খুঁত ধরিয়া লিখিয়াছেন,—“প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে প্রথম শ্রেণীর কবি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু বনশ্রাম যদি ঠিক তার পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হইতেন, তবে গোবিন্দদাস কোন্ শ্রেণীর কবি? তাঁহারা * যদি প্রথম শ্রেণীর কবি হইতেন, তবে বনশ্রামের লেখা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা “নান নহে” অর্থাৎ “তুলা” বা “শ্রেষ্ঠ,” তখন জামিতির সূত্র অনুসারে, বনশ্রামও

* 'উহার' অর্থাৎ মোবিন্দবাস ও জ্ঞানবাস ।—সম্পাদক ।

প্রথম শ্রেণীর বা তদপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীর কবি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি নহেন। আর তাঁহার্য যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে হয় ঘনশ্যাম দ্বিতীয় শ্রেণীর, নয় প্রথম শ্রেণীর কবি। ইহাতে স্পষ্ট দেখা গেল, রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য হয় নিরর্থক, নয় সার্থক হইয়াও অস্পষ্ট ও অপরিষ্কৃত।” জগদ্বন্ধু বাবু ক্ষীরোদ বাবুর—“তঁার রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।”—এই মন্তব্য সযত্নেও ক্রটি ধরিয়া অনেক বাহ্যিক কথা লিখিয়াছেন এবং পরিশেষে নিজে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—“আমাদের মত এই যে, ঘনশ্যাম, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ত্রিসোমায়ও যাইতে যোগ্য নহেন। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের কোন কোন পদের সহিত তাঁহার পদের নিকট সাদৃশ্য থাকিলেও মোটের উপর তাঁহাদিগের তুল্যামানেও ইনি বসিবার যোগ্য নহেন। রায় শেখর, লোচন দাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস ও রাধামোহন দাসও ঘনশ্যামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। তবে ঘনশ্যামের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি দেশ কাল পাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধ-মনোরথ হইয়াছেন।”

অপিচ—“ঘনশ্যামের প্রধান দোষ এই যে, ইঁহার পদগুলি সর্বত্র প্রাজল ও সরল নহে; অনেক স্থানে বড় খটমট লাগে।”

আমরা উক্ত মতদ্বয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে অপ্রকাশিত পদ-সম্ভাবলীর ভূমিকায় সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছি, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমাদের মত ব্যক্ত হইবে, যথা—

“আমরা ক্ষীরোদ বাবু ও জগদ্বন্ধু বাবু উভয়ের উক্তিই কিছু সত্য ও কিছু অতিরঞ্জিত বিবেচনা করি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের স্থান, তাহাতে মত-ভেদ নাই। এ অবস্থায় জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসকে প্রথম-শ্রেণীর শেষ কবিদ্বয়—কিংবা দ্বিতীয়-শ্রেণীর প্রথম কবিদ্বয় বলা হইবে, তাহা লইয়া কথার কাটাকাটি করিয়া ফল নাই। নরহরি চক্রবর্তীর শ্রীগৌরঙ্গ-বিষয়ক, বিশেষতঃ নদিয়া-নাগরীর উক্তি পদগুলিতে প্রায় লোচনদাসের ধামালীর পদগুলিরই মত একটা যে অনন্ত-সাধারণ ও অপূর্ণ “নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা” আছে, তাহা রসজ্ঞ কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না। (নরহরি) “দেশকাল-পাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধ-মনোরথ হইয়াছেন”—জগদ্বন্ধু বাবুর এই উক্তির দ্বারা প্রকারান্তরে ক্ষীরোদ বাবুর স্বাক্ষর-বর্ণিত “নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা”ই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া নরহরি চক্রবর্তীকে জ্ঞানদাসের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে না। নরহরির পদে শ্রেষ্ঠ কবিতা-সুলভ বাজনা বা ভাবোৎকর্ষ নাই বলিলেও হয়; উহা লইয়াই কিন্তু কাব্যের শ্রেষ্ঠতার বিচার করা আবশ্যিক। জগদ্বন্ধু বাবু যে বাসুদেব ঘোষ ও রাধামোহন ঠাকুরকে নরহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন—ইহাও স্বীকার করা যায় না। বাসুদেব ঘোষের পদাবলীর যাহা কিছু মূল্য—ঐতিহাসিক হিসাবে, সেগুলির কবিত্বের বিশেষ কোন প্রশংসা করা যায় না। রাধামোহনের সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও বাংলা রচনা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও তাহাতে কবিত্বের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়। বাসুদেব ঘোষ ও রাধামোহন অপেক্ষা কবিত্ব হিসাবে জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত শুধু রায় শেখর, লোচনদাস ও বলরামদাস নহে—অনন্ত, উদ্ধব, বংশীবদন, বসন্ত রামানন্দ, বসন্ত রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়। ইঁহাদিগের সকলের রচনায়ই অস্বাভাবিক বাজনা-পূর্ণ কবি-কল্পনার (imagination) বিচিত্র-লীলা দেখা যায়। নরহরির রচনায় সতর্ক অন্বেষণ (keen observation) কবি-কল্পনার অন্ততা অনেক পরিমাণে পূর্ণ করিয়া থাকিলেও উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না।”

রায় শঙ্কর তারতম্যের দ্বারা নরহরি চক্রবর্তীরও উচ্চ অঙ্গের কবি-কল্পনার পরিবর্তে লোক-চরিত্র-জ্ঞান প্রচুর-মাত্রায় ছিল; তাই তিনি প্রায় সর্বত্রই বর্ণনার তারতম্যের দ্বারা নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা প্রমাণ করিয়া

রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব, একুপ স্থান নাই, কোতুহলী পাঠক ‘গৌরপদ-তরঙ্গিনী’ গ্রন্থের “নাগরীর পদ” শীর্ষক দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসের ৮৬—১১০ সংখ্যক ও ১২০—১৮০ সংখ্যক প্রাঞ্জল ও সুললিত বাংলা পদগুলি পাঠ করিলেই নরহরির বর্ণনার স্বাভাবিকতার সুন্দর পরিচয় পাইবেন।

উপসংহারে জগদ্বন্ধু বাবুর আরোপিত ঘনশ্রামের প্রধান দোষ—প্রাঞ্জলতা ও সরলতার অভাব সম্বন্ধে ছই চারিটা কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিরাজ ব্রজবুলী ভাষায় যে সকল পদ-রচনা করিয়াছেন, সেই সকল পদ অপেক্ষাকৃত অস্বাভাবিক ও অপরিচিত ভাষায় রচিত বলিয়া সাধারণ পাঠকের নিকট অনেক স্থলেই কঠিন বলিয়া বিবেচিত হয়। ঘনশ্রাম নরহরির সম্বন্ধেও ইহাই প্রকৃত তথ্য বটে। তাঁহার ব্রজ-বুলীর পদ অধিকাংশ স্থলেই ব্রজ-মণ্ডলের খাটি ব্রজ-ভাষায় রচিত। তিনি বৃন্দাবনে বাস করা কালে বোধ হয়, বিশেষ যত্ন-সহকারে ব্রজ-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাই আমরা তাঁহার রচনায় অনেক স্থলেই তথাকথিত ব্রজ-বুলীর বা মৈথিল-ব্রজভাষামিশ্রিত কৃত্রিম ভাষার পরিবর্তে ‘৫২সম’ শব্দ-বহুল ব্রজ-ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাই। হিন্দী-ভাষার প্রাদেশিক রূপান্তরগুলির (dialects) মধ্যে ব্রজমণ্ডলের ভাষা সর্ব্বোপেক্ষা সুমধুর বলিয়া সমস্ত হিন্দুস্থানে স্বীকৃত হইলেও, ঐ ভাষার সহিত স্বল্প-পরিচিত বাঙ্গালীর নিকট উহা যে অনেক স্থলেই জটিল ও ‘খটমট’ বিবেচিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। আমাদের বিবেচনায় নরহরি চক্রবর্ত্তীর এই শ্রেণীর পদগুলি ব্রজ-ভাষার অভিজ্ঞ পাঠকদিগের অপ্রীতি-জনক না হইয়া, বরং তাঁহাদের বিশেষ প্রীতি-জনক হইবে।

আমরা ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ‘গৌরপদ-তরঙ্গিনী’ হইতে শ্রীগৌরদেবের বিবাহের অধিবাস-বর্ণনার একটা পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

“হোত শুভ অধিবাস শুভ-ধনে
গগনে সুরগণ মগন গগ সনে
পরসপর বহু চরিত ভণি অনি-
বার মুদ-মতি গতি নচী।
গৌর রসময় রসিক-শেখর
সরস আসনে বিলসে রুচির
(কর) কনক দরপণ দরপ-ভর-হর
মুহুর তহু মনমথ জয়ী।
বদন-বিধু বিধু-গরব-ভঞ্জন
হাস মুহু মুহু হৃদয়-রঞ্জন
মঞ্জু দিঠি-যুগ-কজ বঙ্গকত
ভালে তিলক সুশোহরে।
ভুজগ ভুজ-বর বক্ষ পরিসর
কৌণ কটি প্রীতি-অঙ্গ সুকটির
চিকণ চাঁচর চিকুর নিকুপম
ভুবন-জন-মন মোহরে।
এছে মাধুরি ছেরি গুণিগণ
মানি সুকৃতি উছাহে ঘন ঘন

বিবিধ রাগ অলাপি গায়ত.

বীণ গহি শ্রুতি সরসয়ে ।

অম্বড় বাদক-বৃন্দ ভায়ত

মধুর মৃদঙ্গ মুরজ বায়ত

ধোঁগ ধোঁকন ঝিকি কু কাঁচিট

ঠিট ঠি ঠন নন ন নায়ে ।

নটত নর্তক হস্ত-অভিনয়

ললিত ভঙ্গি বিধারি অতিশয়

বদন্ত তক তক ধৈত ধৈত

ধা ধি লিলি লিলি লললল

নিরত জয় জয় শব্দ ভূবি ভর

ভূরি ভূসুর বেদ-ধনি কক

মেত উলু-লুলু নারি-গণ ঘন-

শ্রাম-হিয় অধে উধলল

এই বিষয়-মাত্রিক গণ-সমূহ দ্বারা প্রথিত হিন্দীর 'কবিত্ব'-ছন্দ অথবা দীর্ঘ-চৌপদীর পদের প্রত্যেক অঙ্ক-বলিতে—

০+৪+০+৪

০+৪+০+৪

০+৪+০+৪

০+৪+৫

অর্থাৎ মোটে ৫৪ মাত্রা আছে। এই ছন্দের গতি উত্তম-রূপে লক্ষ্য করিতে না পারায়ই জগদ্বন্ধু বাবুর গৌরপদ-তরঙ্গিনী ও রামনারায়ণ বিন্দ্যারয়ের ভক্তি-রস্নাকরে ছন্দের অনেক অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়াছে; অনাবশ্যক বোধে এখানে সে সকল ভুল প্রদর্শিত হইল না। আমরা পনটীর অন্তর্ভুক্তি সংশোধিত করিয়াই উদ্ধৃত করিলাম।

জগদ্বন্ধু বাবুর মতে নরহরি চক্রবর্তীর রচিত 'ছন্দ-সমুদ্র', 'পদ্ধতি-প্রদীপ', 'ত্রিনিবাস-চরিত' নামক আরও কয়েকখানা গ্রন্থ আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—“ছন্দ-সমুদ্র পাঠ করিলে ইহার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।” আমরা 'ছন্দ-সমুদ্র' দেখি নাই; সুতরাং উহাতে সংস্কৃত-ছন্দঃ, ভাষা-ছন্দঃ কিংবা উভয়-বিধ ছন্দঃ আলোচিত হইয়াছে, বলিতে পারি না। জগদ্বন্ধু বাবু এই অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই। বাহা হউক, নরহরি চক্রবর্তীর বহুবিধ ছন্দে প্রথিত বিচিত্র পদাবলী পড়িয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছন্দোবিৎ ছিলেন, তাঁহার পদাবলীর ছন্দ নির্ণয় বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না, যদিও ছন্দঃ-বিষয় যে, সংশোধনের ক্রটি হেতু সূত্রিত ভক্তি-রস্নাকর ও গৌরপদ-তরঙ্গিনীর নরহরি-পদাবলীতে ছন্দের অনেক অন্তর্ভুক্তি রহিয়া গিয়াছে।

নরোত্তম দাস ত্রিবিধা-প্রভুর পরবর্তী যুগের একজন প্রধান বৈষ্ণব আচার্য্য ও পদ-কর্তা। বৈষ্ণব সাহিত্যে নরোত্তম ইনি 'ঠাকুর মহাশয়' নামে প্রসিদ্ধ। জগদ্বন্ধু বাবু গৌরপদ-তরঙ্গিনীর উপকরণিকার ইহার সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

“রাজাদাহী জেলার গোপালপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা ছিল, উহার অধিপতি ছিলেন—উত্তররাঢ়ীর কায়স্থ-কুলোত্তম দত্ত-বংশীর রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। গোপালপুর মধ্যে বোয়ালিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে ছয় ক্রোশ এবং পদ্মানদীর তীরস্থ প্রেমভট্ট হইতে উত্তর পূর্ব-ংশে অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে খেতুরী নামক স্থান কৃষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল। এই কৃষ্ণানন্দের ঔরসে ও নারায়ণী দাসীর গর্ভে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। পুরুষোত্তম দত্ত নামে কৃষ্ণানন্দের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার সন্তোষ দত্ত নামে এক পুত্র ছিল। নরোত্তম বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরক্ত, ভোগ-বিলাস-বিরহিত ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সন্তোষ দত্তের হস্তে রাজকার্য্য পর্যালোচনার ও বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং শ্রীল্লাবনে গমন করেন। স্মৃতরাং সন্তোষ দত্তই গোপালপুরের রাজা হইলেন। কেহ কেহ সন্তোষ দত্তের নাম বসন্ত দত্ত কহেন এবং বলেন যে, তিনি শিয়ালী নামক স্থানে বসন্তপুর নামে এক নগর স্থাপন করেন। তাহার বর্তমান নাম শিয়ালী বসন্তপুর। এই গ্রাম খেতুরী হইতে অধিক দূর নহে। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর নরোত্তম বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীকে প্রদত্ত করিয়া, তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। পরে ১৫০৪ শকে লোকনাথ গোস্বামীর অনুমতি-ক্রমে শ্রীনিবাসচার্য্য ও শ্রীমানন্দ পুরীর সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। পূর্বোক্ত খেতুরী গ্রামের অস্থান এক ক্রোশ দূর নরোত্তম ঠাকুরের ‘ভজন-খুঁগি’ বা ভজনালয় ছিল; এই স্থান এখন ‘ভজনটুনি’ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থলে নরোত্তমের জন্ম এক ‘ভজনবেদিকা’ ও ‘ভজনাসন’ প্রস্তুত হয়। উহাতে বসিয়া তিনি প্রত্যহ ভজন সাধন করিতেন। স্বদেশ-প্রত্যাগমনের কিছু দিন পর তাঁহার ইচ্ছাক্রমে রাজা সন্তোষ দত্ত শ্রীগোবিন্দ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ ও রাধাকান্ত নামে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে সপ্ত দিবস-ব্যাপী এক অনুব্রহ্ম মহোৎসব হয়; যাহা বৈষ্ণব-জগতে “খেতুরীর মহোৎসব” নামে খ্যাত। এই মহোৎসবে দেহুড় হইতে বৃন্দাবন দাস, বুধরী হইতে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ, যাজ্ঞগ্রাম হইতে শ্রীনিবাসচার্য্য ও গোহুলদাস, শ্রীখণ্ড হইতে জ্ঞানদাস ও নরহরি সরকার ও এফচক্রা হইতে পরমেশ্বরী দাস প্রভৃতি মহাত্ম, ভক্ত মনোহর দাস, পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনিয়ার সমাগম হয়। এই জন্ম বাবু দৌনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন,—“এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত করেক জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অমুদ্রণ করিতে পারি। * * এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব-লেখকের সময় নিরুপিত হইয়াছে।” এই উৎসব যে কি এক অদ্ভুত, অলৌকিক, অসাধারণ ব্যাপার, তাহা ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বোম্ব-কৃত নরোত্তমচরিত পাঠ না করিলে সম্যক্ কল্পনায় হইবার সম্ভাবনা নাই।

“উপরোক্ত ছয় বিগ্রহের মধ্যে রাধারমণ বিগ্রহকে নরোত্তম স্বীয় প্রধান শিষ্য সন্ন্যাসানিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে দান করেন। জেলা মুরশিদাবাদ বালুচের শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামীর গৃহে অধুনা এই বিগ্রহের সেবা হয়। শ্রীগোবিন্দের অন্তর্ধানের অবাবহিত পরে, শ্রীনিবাসচার্য্যের প্রায় সমকালে ঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব হয়। অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে কার্ত্তিকী চতুর্দশীতে খেতুরীতে এক মহামেলা হয়; তাহাতে বহু লোক আগমন করেন। নরোত্তমের জীবনে অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখা যায়; আমরা তত্ত্বাবতের উল্লখ করিয়াই না। কোতুহলীক্রান্ত পাঠকেরা প্রেমবিলাস, শ্রীনিবাসচরিত, ভক্তিবন্ধাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন।

“ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থগুলির নাম—প্রেমভক্তিচঞ্জিকা, দিক্ভক্তিচঞ্জিকা, রসভক্তিচঞ্জিকা, সত্ত্বা-চঞ্জিকা, স্মরণমঙ্গল, কুঞ্জবর্ণন, রাগমালা, সাধনভক্তিচঞ্জিকা, সাধ্যাপ্রেমচঞ্জিকা, চমৎকারচঞ্জিকা, স্বর্গামণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, শুকশিষ্যসংবাদ ও উপাসনা পটল। কিন্তু “প্রার্থনা” নামক গ্রন্থের জন্মই নরোত্তম সিংহভ্য-জগতে ও বৈষ্ণব-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। কলকাতা ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার ভার প্রাপশর্শী, কদম্ব-ব-

কারী, চিত্ত-উন্নতকারী প্রার্থনা জগতের কোন ভাবায় ও কোন ধর্মে আছে কি না, সন্দেহ। আবার নরোত্তমের “হাটপত্তন” নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থই বা কি সুন্দর, কি ভাবগুরু, কি মনোহারী ! যেন সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সারাংশ নিষ্কাশিত করিয়া ঐ ‘হাটপত্তনের’ পত্তন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত হাটপত্তনের বহু অমূল্যকরণ হইয়াছে, আমরা মূলগ্রন্থের টীকা করিতে উল্লেখ করিয়াছি। অনেক সাধু বৈষ্ণবের যুগে শুনিয়াছি, ঐ হাটপত্তন পাঠ করিলে সমগ্র চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠের ফললাভ করা যায়। নরোত্তম দাস এক অসাধারণ ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন। মহাপ্রভুর অগ্রকটের পর দ্বৈশ অগাধারণ ব্যক্তি বঙ্গভূমে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। এই জন্য ইহাকে অনেকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বনিয়া বিশ্বাস করেন। রামচন্দ্র কবিরাজ এই নরোত্তমের হৃদয়-বন্ধু ছিলেন। তবুনিধি মহাশয় বলেন, “উভয়ে এত প্রীতি ছিল যে, স্ত্রী-স্বামী বা কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে তাদৃশ প্রেম পরিদৃষ্ট হয়না।”

মুশলমানদিগের পক্ষে কোরাণ অথবা খৃষ্টীয়ানদিগের পক্ষে বাইবেলের স্তায় নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা-পদাবলী বাঙ্গালার তত্ত্ব বৈষ্ণবদিগের নিত্যপাঠ্য। সুতরাং বৈষ্ণব-প্রবর জগদ্বন্ধু বাবু যে, ঐ পদাবলীর একরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে খুব স্বাভাবিক বটে। বস্তুতঃ ঐ প্রার্থনা-পদাবলী ভক্তির প্রগাঢ়তা ও তাবোচ্চাসের আন্তরিকতার জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সমানরের যোগ্য হইলেও, উহাতে বিশেষ-ভাবে পদ-কর্তার ব্রজবাসের ও সখীর অমুগা-রূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিভৃত-সেবার বাসনা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাবায় প্রকটিত হওয়ায়, উহা গোড়ায় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পক্ষে বেরূপ উপযোগী, অন্তের পক্ষে সেরূপ নহে। বাহা হউক, নরোত্তম ঠাকুর যে তাঁহার এই প্রার্থনা-পদাবলীর জন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যে অমর হইয়াছেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা-পদাবলীর অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নিত্যান্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্পাদিত সংস্করণ দুইখানিই উৎকৃষ্ট। উহাতেব সংগৃহীত হয় নাই, একরূপ আরও ১৪টি অপ্রকাশিত প্রার্থনার পদ আমরা প্রাচীন পদাবলীর নানা পুঁথি হইতে সংগৃহীত করিয়া “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” প্রছে প্রকাশিত করিয়াছি। নরোত্তম ঠাকুর নিজের তাঁহার প্রার্থনার পদগুলি কোনও গ্রন্থের আকারে সংগ্রহিত করিয়া গিয়াছিলেন, একরূপ বিবেচনা হয় না। কারণ, এখন তাঁহার প্রার্থনা-পদাবলীর যে সকল পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায়, সেই সকলের মধ্যে পদের সমষ্টি বা সন্নিবেশে ঐক্য দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনা হয়, পরবর্তী সময়ে নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা ভাবে তাঁহার প্রার্থনা-পদাবলী প্রছাকারে একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

নরোত্তমের প্রার্থনা-পদাবলীর সম্বন্ধে আমরা জগদ্বন্ধু বাবুর সহিত প্রায় একমত হইলেও, হৃৎকণ্ঠে বিষয় যে, আমরা নরোত্তমের নামে প্রচারিত “হাটপত্তন” নামক পঁয়তাল্লিশটি শ্লোক-পূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানার সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবুর অতিরিক্ত প্রশংসার সমর্থন করিতে পারি না। এই গ্রন্থে হাটপত্তনের রূপক ছলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের যে সরস বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, উহা বেশ সার-গর্ভ, কৌতূহলজনক ও উপভোগ্য বটে, কিন্তু “যেন সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সারাংশ নিষ্কাশিত করিয়া, ঐ হাটপত্তনের পত্তন হইয়াছে”—একরূপ মনে করার কারণ দেখা যায় না। আদৌ উহা বৈষ্ণবচূড়ামণি নরোত্তম ঠাকুরের রচিত কি না, সে বিষয়ে আমাদের ‘গুরুতর সন্দেহ আছে। হাটপত্তনের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দেখুন,—

“প্রতাপকন্ডেরে কৃপা কৈলা গৌরহরি।

রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী।

হাট করি লেখা জোখা তুমার করিয়া।

রামানন্দের কণ্ঠে খুলি ভাণ্ডার পুরিয়া।

সনাতন রূপ হবে আসিরা মিলিলা ।
 ভাগ্যের অঙ্কুরি রূপ মোহর করিলা ॥
 মোহর লইয়া রূপ করিলা গমন ।
 প্রভু পাঠাইলা তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন ॥
 তাই বাঁধা কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন ।
 কারিগর আইল যত স্বরূপের গণ ॥
 কারিগর হঞা রূপ অলঙ্কার কৈলা ।
 ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিলা ॥
 সোহাগা মিশ্রিত কৈলা রস পরধিরা ।
 গলিত কাক্ষন ভেল প্রকাশ নদীরা ॥
 পঁজা করি শ্রীরূপ গোসাঞী হবে থুইলা ।
 শ্রীজীব গোসাঞী তাহা গড়ন গড়িলা ॥
 ধরে ধরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল ।
 সদাগর হৈয়া কেহ বেতন লইল ॥
 নরোত্তম দাস আর শ্রীশ্রীনিবাস ।
 অলঙ্কার খানাইয়া করিল প্রকাশ ॥”

রূপ গোস্বামী ব্রজ-রসরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা রস-গ্রন্থস্বরূপ যে অলঙ্কার-সমূহ নির্মাণ করিলেন, উহা বৈষ্ণব মহন্তগণ সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিলেন,—এইরূপ যথার্থ ও সার-গর্ভ-বর্ণনার পরে “সোহাগা মিশ্রিত কৈলা” ইত্যাদি পরবর্তী হুকৌধ্য বাক্য-সমূহের তাৎপর্য্য কি ? শ্রীজীব গোস্বামী “বট-সন্দর্ভ” ও “সর্ব-সংবাদিনী” গ্রন্থের প্রণয়ন দ্বারা বৈষ্ণব-দর্শনের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে “ধরে ধরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল” উক্তি কি সেরূপ সঙ্গত হয় ? যাহা হউক, তাঁহার “গোপাল-চম্পু” নামক সুবৃহৎ রসাত্মক কাব্যখানাকে লক্ষ্য করিয়া যদি এইরূপ উক্তি করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত বৈষ্ণব আলঙ্কারিক ও কবিদিগের মধ্যে রূপ গোস্বামীর পরেই যাহার স্থান সর্ব-বাদি-সম্মত, সুপ্রসিদ্ধ “অলঙ্কার-কৌস্তুভ”, “আনন্দবৃন্দাবন-চম্পু”-কাব্য ও “চৈতন্তচন্দ্রোদয়” নামক নাটকের প্রণেতা সেই কবি-কর্ণপুরের নামোল্লেখ না করিয়া, “নরোত্তম দাস” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে যাইয়া বৈষ্ণবোচিত দীনতা দূরে থাকুক, সাধারণ শিষ্টাচারের, অস্ত্রাচারণ করা কি, নরোত্তম ঠাকুরের ত্রায় বৈষ্ণব-চূড়ামণির পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে ? এরূপ নানা অসঙ্গতি দর্শনে আমরা “হাট-পত্তন” নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানাকে অস্ত্র কোনও পরবর্তী নরোত্তম দাসের রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি ।

অগত্যা বাবু নরোত্তম ঠাকুরের উপর পূর্বোক্ত যে গ্রন্থগুলির কৃতিত্বের আরোপ করিয়াছেন, উহার সকলগুলি ঠাকুর মহাশয়ের রচিত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে । হুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গালা-সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত কেহই উক্ত গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন নাই । আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বৃত্তি-ভোগীদিগের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি ।

অগত্যা বাবু শুধু নামোল্লেখ ব্যতীত ঠাকুর মহাশয়ের “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা” নামক সুপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানার সম্বন্ধে কোন কথা লিখেন নাই । আমাদের বিবেচনার কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত—সকল সম্প্রদায়ের আন্তিক পাঠকদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উপদেশ ও সার-গর্ভ উপদেশ-পূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে নিতান্ত বিরল ।

এই গ্রন্থের অনেক নৃত্তি প্রবচন-রূপে বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। জন-সাধারণের নিকট একান্ত সমাদরের ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না। এই সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ নৃত্তিগুলিতে বার্ষিকই সর্ব-শাস্ত্রের সার সঞ্চিত রহিয়াছে। এ ক্ষত্ৰই অভিজ্ঞ বৈষ্ণব সজ্জনদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা” লক্ষ গ্রন্থের টীকা।” “প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা” হইতে কয়েকটা নৃত্তি আমরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, পাঠক ঐ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা * স্বয়ং আনন্দোপাস্ত পড়িয়া দেখিবেন।

- (১) “মহাজনের যেই পথ
তাতে হব অমুগত
পূর্বাশর করিয়া বিচার।”—৪ পৃষ্ঠা।
- (২) “তীর্থযাত্রা পরিশ্রম
কেবল মনের ভ্রম
সর্ব-নিষ্কি গোবিন্দ-চরণ”—৫ পৃষ্ঠা
- (৩) “আপন আপন স্থানে
পিরোতি সবাই টানে”—৭ পৃষ্ঠা
- (৪) “রাজার সে রাজ্য-পাট
যেন নাটুয়ার নাট
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।”—১৮ পৃষ্ঠা
- (৫) “জল বিনে যেন মীন
হুঃখ পায় আয়ুগীন
প্রেম বিনা দেই মত ভুল।”—২০ পৃষ্ঠা
- (৬) “জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ড
কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।”—২৪ পৃষ্ঠা
- (৭) “আপন ভজন কথা
না কহিবে যথা তথা।”—৩০ পৃষ্ঠা।

নরোত্তম ঠাকুর কেবল প্রসিদ্ধ পন-কর্তা ছিলেন না ; তিনি তাঁহার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তনগায়ক ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি আখর-বর্জিত বড়-ভালের ‘গড়েন হাটা’ কীর্তনের প্রথম প্রবর্তক। ইহানীং এই চন্দের উৎকৃষ্ট কীর্তন ও উহার সমজদার শ্রোতা—উভয়ই খুব বিরল।

প্রেম-ভক্তিই আকুয়ার ব্রহ্মগায়ী নরোত্তম ঠাকুরের পবিত্র জীবনের মূল-মন্ত্র। তিনি যে কখনও কবি-প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না। তথাপি ইহার প্রোমার্জ হৃদয়ে স্বজীবতঃ কবিত্বের বিকাশ হইয়াছিল ; তাই তিনি কেবল প্রার্থনা-পদাবলীর রচনা করিয়া নিরস্ত হইতে পারেন নাই ; তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্তম্ভুর ব্রজলীলার বর্ণনাত্মক অনেক স্তম্ভুর স্তম্ভুর পদের রচনা করিয়া গিয়াছেন। রণজ

* ব্রহ্মসিংহাবাদের গণকর পোষ্টে অন্তর্গত মির্জাপুর গ্রামগামী অঙ্গরপ্রাণ প্রখান শিক্ক শ্রীমুক্ত দুর্গাবাস রায় বি এ কর্তৃক বিহৃত ছন্দিকা, টীকা ও পরিশিষ্টের সহিত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার একটা উৎকৃষ্ট আধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ৪১ পৃষ্ঠা ; মূল্য ১০ আনা।

পাঠক পদকল্পতরুর “বজুরে লইয়া কোলে রজনী গোড়াব সই” ইত্যাদি ৩৬৩ সংখ্যক, “কদম্ব-তরুর ডাল, ভূমে নামিয়াছে ডাল” ইত্যাদি ১০৭৪ সংখ্যক, “কাঞ্চন-দরপণ বরণ সুগোরা রে” ইত্যাদি ২১৬৪ সংখ্যক প্রাঞ্জল বাংলা পদ ও “বলি বলি বাত ললিতা আলি” ইত্যাদি ২৪২১ সংখ্যক ব্রজলীয়ার পদ পাঠ করিলে নরোত্তম ঠাকুরের কবিত্ব-পূর্ণ রচনা শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। আনন্দ্য বিষয় যে, পদকল্পতরুর উদ্ধৃত নরোত্তম ঠাকুরের ৬৪টি পদ ছাড়া তাঁহার রচিত আরও ৩০টি অপ্রকাশিত পদ আমরা নানা প্রাচীন পুথি হইতে সংগৃহীত করিয়া আমাদের “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী” গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। উহার মধ্যে ১৪টি পদ প্রার্থনা-সূচক ও বাকি ১৬টি পদ অস্ত্রান্ত-বিষয়ক। অস্ত্রান্ত কবির সহিত তুলনা করিয়া বাণী-মন্দিরে নরোত্তম ঠাকুরের আসন নির্দেশ করিতে, কি জ্ঞাত যেম আমাদের কুষ্ঠা বোধ হয়। নরোত্তম ঠাকুর পণ্ডিত গদ্যধরের ছায়া পরম-পবিত্র মধুর চরিত্রের জ্ঞানই প্রেমিক ভক্তদিগের হৃদয়-মন্দিরে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। যদিও শুধু কবিত্বের বিচারে তিনি গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কথেকল্পন প্রসিদ্ধ পদ-কর্তার সমকক্ষ নহেন, কিন্তু বাইবেলের ডেবিডের সঙ্গীতের ছায়া নরোত্তমের অতুলনীয় প্রার্থনা-পদাবলীও এই শ্রেণীর গীতি-কবিতার শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে; সুতরাং আমাদের বিবেচনায় বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে তাঁহার আসন কাহারও অপেক্ষা নিম্নে নহে।

নসির মামুদের একটীমাত্র পদ (১৩২৯ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। হৃৎধের বিষয় যে, আমরা এই মুসলমান পদ-কর্তার কোন বুজাতাই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহার এই ব্রজ-লীয়ার গোষ্ঠী-বিহারের পদটির রচনা অতি সুন্দর। পদটির ভণিতার অর্ধ-কলিটিও (Half stanza) পদ-কর্তার কৃষ্ণ-ভক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক বটে। বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক মুনসী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত কতিপয় মুসলমান প্রাচীন কবির রচিত কতকগুলি ব্রজ-লীয়ার পদাবলী প্রকাশিত করিতে যাইয়া এক স্থলে লিখিয়াছিলেন যে, এই মুসলমান কবিগণ সম্ভবতঃ ব্রজ-লীয়ার কাব্যোচিত মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া, ঐ সকল পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা যে প্রকৃত পক্ষেই হিন্দু-ভাবাপন্ন কিংবা কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন, এরূপ মনে করার কোনও যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না। কিন্তু নসির মামুদের মত কোন কোন মুসলমান পদ-কর্তা যে প্রকৃত পক্ষেই কৃষ্ণ-ভক্ত ও বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ছিলেন এবং স্ব-সমাজে নিন্দনীয় হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের সেই কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, নসির মামুদের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাংশই উহার বিশিষ্ট প্রমাণ বটে।

“আগম নিগম বেদসার

লিলায়* করত গোষ্ঠী-বিহার

নসির মামুদ করত আশ

চরণে শরণ দান রি।”

উৎকল-বাসী মুসলমান বৈষ্ণব-ভক্ত সালবেগও এই শ্রেণীর বৈষ্ণব পদ-কর্তা বটে। তাঁহার প্রসঙ্গ বখা-স্থানে আলোচিত হইবে। নসির মামুদ সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গ-বাসী ছিলেন। কেন না, মুনসী আব্দুল করিম সাহেব পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক মুসলমান প্রাচীন কবির যে সকল পদ সংগ্রহ করিয়া নানা সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন, উহার মধ্যে আমরা নসির মামুদের কোনও পদ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ পড়ে না। এই শ্রেণীর পদগুলি বস্তুতই বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা প্রধান গোঁড়ের বিষয়। আমরা

আশা করি যে, আকুল করিম সাহেবের দৃষ্টান্তের অনুসরণে পশ্চিম-বঙ্গ-বাঙ্গী প্রাচীন-সাহিত্যানুগামী ব্যক্তিগণের দ্বারাও নবির মায়ের জ্ঞান পদ-কর্তাদিগের বিলুপ্তপ্রায় বৈষ্ণব পদাবলী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই পৌরব-জনক অঙ্গের পুষ্টি সাধন করিবে।

নৃসিংহ দেবের ছইটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা নরসিংহ দেব প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে,

নৃসিংহ দেব

‘নরসিংহ’ ও ‘নৃসিংহ’ একই পদ-কর্তার নামের রূপান্তর বলিয়া বিবেচনা হয়।

নৃসিংহ দেব প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবচার্য্য্য ত্রিনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। আচার্য্য্য প্রভু যখন খেতুরীর প্রসিদ্ধ মহোৎসবে গমন করেন, তখন নৃসিংহ কবিরাজ নামক তাঁহার একজন প্রধান শিষ্যও তাঁহার সহচর হইয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকরের ১০ম তরঙ্গে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। নৃসিংহ কবিরাজের পরিচয়-প্রসঙ্গে এই প্রহে ইহাও লিখিত হইয়াছে,—

“ত্রিনিংহ কবিরাজ মহাকবি য়েহো।

যার ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেহো।”

প্রাচীন কালে শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষিত বৈদ্যমাত্রেই জাতীয় ব্যবসা চিকিৎসা করিতেন বলিয়া, ‘কবিরাজ’ তাঁহাদিগের একটা সাধারণ উপাধি ছিল। তন্নিম্ন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৌলিক উপাধিও দেখা বাইত। বোধ হয়, ‘দেব’ নৃসিংহ কবিরাজের কৌলিক উপাধি। ভক্তিরত্নাকরে নারায়ণ কবিরাজ ‘কবিশ্রেষ্ঠ’ বলিয়া প্রশংসিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার রচিত কোন পদ পাওয়া যায় নাই; এ জন্ত অনুমান হয় যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায়ই কবিতা রচনা করিতেন। নৃসিংহ দেবের যে ছইটি তেটকছন্দে ব্রজবুলীর পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা হইতে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় বতটা পাওয়া বাউক না কেন, উহা যে তাঁহার সংস্কৃত ছন্দে অভিজ্ঞতার বেশ পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, তিনিও বেশীর ভাগে সংস্কৃত ভাষায়ই কবিতা রচনা করিতেন, তাই সংস্কৃতের উৎকৃষ্ট কবি পরমানন্দ সেন ওরফে কবি-বর্ণপুরের জ্ঞান তাঁহারও বাঙ্গালা বা ব্রজবুলী পদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়াই পদ-কল্পতরুর জ্ঞান বিরাট প্রহেও অধিক সংগৃহীত হইতে পারে নাই।

প্রাচীন কালে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণও যে ভাষা-রচনার সর্বদা সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী বানানের প্রতি লক্ষ্য করিতেন না এবং অনুস্বার-প্রয়োগেও যথেষ্টাচারী ছিলেন, নৃসিংহ দেবের এই পদ-দ্বয়ে উহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বলে নৃসিংহ দেবের ১০২৪ সংখ্যক পদের নিম্নলিখিত পঙক্তিগুলি দেখুন, যথা—

“অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটা।

কল-কিঞ্চিপি সংযুত পীত কটা।

পদ-নুপূর বাজত পঞ্চ-শব্দং।

কর-বাদন নর্ত্তন গীত-বরং।

পদ-নুপূর বাজত পঞ্চ-রসে।

কিবা বেণু বোয়পিত দোগ দশে।”—ইত্যাদি।

যারোটা অক্ষর-বিশিষ্ট তেটক-ছন্দে ৩৪, ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১২শ অক্ষর গুরু এবং অবশিষ্ট সকল অক্ষর লঘু হওয়া আবশ্যক। এই নিয়ম রক্ষা করার জন্য পদ-কর্তা স্বেচ্ছাচারমূলক প্রচলিত রীতি অনুসারে ‘কিঞ্চি’ ‘কটি’ ‘শব্দ’ ‘বর’ ও ‘দিগ’ শব্দগুলির স্থলে ‘কিঞ্চিপি’, ‘কটা’, ‘শব্দং’ ইত্যাদি লিখিয়াছেন; এবং ভাবায় আ-কার এ-কার প্রভৃতি দীর্ঘ স্বরও বিকল্পে লঘু উচ্চারিত হয় বলিয়া “কিবা বেণু বোয়পিত দোগ দশে”—পঙক্তি-টিতে ‘কিবা’ ও ‘বোয়পিত’ শব্দদ্বয়ের ‘বা’ ও ‘বে’ অক্ষর লঘু গণ্য করিয়া ছন্দের বিতচ্ছতা রক্ষা করিয়াছেন।

তখন ভাষা-রচনার প্রায় সর্বত্র এই রীতি প্রচলিত ছিল ; পাঠক এই উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া কবির হৃদয়ে অনভিভক্ততা অঙ্কুরিত করিবেন না । *

পরমানন্দ সেন ওরফে ‘কবি-কর্ণপুর’ সঙ্কলনের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন । অগম্য বাবু গৌরপদ-ভরদ্বাজীর উপক্ৰমণিকায় ইহার সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

“কুলীনপ্রামনিবাসী শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র :—

“চৈতন্তদাস, রামদাস আর কর্ণপুর ।

তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥”—১৫, ৫ ।

“শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের সাত, কি আট বৎসর পূর্বের্ অর্থাৎ ১৪৪২ শকাব্দে † কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া গ্রামে কর্ণপুর জন্মগ্রহণ করেন । কাঁচড়াপাড়া সম্ভবতঃ কবি কর্ণপুরের মাতুলালয় । পরমানন্দ সেনের বয়ঃক্রম যখন সাত বৎসর, তখন সজ্ঞীক শিবানন্দ সেন তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে গমন করেন এবং মহাপ্রভুকে পুত্রটী দেখান । শিশু শ্রীচৈতন্তের পদপ্রান্তে শয়ন করিয়া আছে, খেলিতে খেলিতে মহাপ্রভুর সুন্দর পদাস্কৃষ্ট স্বীয় আননে অর্পণ করিয়া লেহন করিতে লাগিলেন । সেই চরণ-সরোজের মকরন্দের এমনই গুণ যে, সেই নিরক্ষর শিশুর বদন হইতে নিয়লিখিত সংস্কৃত শ্লোক বহির্গত হইল :—

“শ্রবণোঃ কুবলয় মঃক্ষা-

রঞ্জমমুদসো মহেশ্বরমণিদাম ।

বৃন্দাবনরমণীনাং

মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥” ‡

অন্তর্থাৎ । যিনি কর্ণের কুবলয়, চন্দ্রর অঙ্গন ও বক্ষঃস্থলের মহেশ্বরমণি, বৃন্দাবনরমণীদিগের অখিল ভূষণ-স্বরূপ ত্রিকূষ অরমুগ হউন । এই প্রবাদের উল্লেখ চৈতন্তচরিতামৃতের আছে । বধা,—

“আর দিন প্রভু কহে পড় পুরীধাস ।

এক শ্লোক করি তেহো করিল প্রকাশ ॥

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন ।

এঁছে শ্লোক করে লোকে চমৎকৃত হন ॥”

“অথবা এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগেই বা প্রয়োজন কি ? যে পদে পতিতপাবনী সুঃখুনীর জন্ম, যে চরণ-স্পর্শে পাষাণী মানবী, যে পদ স্থাপনে কাষ্ঠতরলী স্বর্ণে পরিণত হইয়াছিল, সেই বিরিকি-বাহিত পদাস্কৃষ্ট লেহনে নিরক্ষর শিশুর বদন হইতে সংস্কৃত শ্লোক স্বরূপ আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি ? বলিতে কি, মহাপ্রভুর কৃপায় পরমানন্দ সেন

* ‘অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাহৃদয়’ গ্রন্থে তা ‘রায় জগদীশ’ ভারতচন্দ্র যে ভ্রমের কবিতা হইল না কেন, তিনি যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন, তাহার ‘নাগাষ্টক’ নামক সংস্কৃতের স্মৃতি-কাব্য হইতেই উহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । তিনিও তাহার বিদ্যাহৃদয়ের বিলাস-বর্ণনার ভোটকে বানান সম্বন্ধে একগুণ খেচরাটারেরই পরিচয় দিয়াছেন, বধা—

“ওনি হৃদয় হৃদয়িরে কহিছে ।

ভলু মোর মনোজ-শরে দহিছে ॥”

† শকাব্দের অর্থে যে ভক্তই হউক, ভুল রহিয়াছে ; যেম না, মহাপ্রভু ১৪৪৫ শকে অপ্রকট হন, উহার সাত, কি আট বৎসর পূর্বের্ কবি কর্ণপুরের জন্ম হইলে, তাহার জন্ম শাক ১৪৪৮, কি ১৪৪৭ হইবে ।—সম্পাদক

‡ গৌরপদভরদ্বাজীতে ‘মকে’, ‘মহেন্দ্র’ ও ‘মণ্ডন’ স্থলে ‘মকো’, ‘মাহেন্দ্র’ ও ‘মণ্ডন’—অশুদ্ধ পাঠ দৃষ্টিত হইয়াছে ।—সম্পাদক

আদ্য-কবি। “কবিকর্ণপুর” উপাধিটী মহাপ্রভুরই প্রাপ্ত এবং মহাপ্রভুই তাঁহাকে “পুরীদাস” নামে অভিহিত করেন। ইহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, চৈতন্তচরিতকাব্য, শ্রীচৈতন্তশতক, স্তাবাবলী, চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক, বৃহৎ বা কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, সৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও অলঙ্কারকৌস্তভ। চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক ও চৈতন্তচরিত কাব্য ১৪৯৪ শকে রচিত। গণোদ্দেশদীপিকা ১৪৮৮ শব্দাব্দে লিখিত। অনেক অহুমান করেন, এই গণোদ্দেশদীপিকাই কবি কর্ণপুরের শেষ রচিত গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থ ১৫০৩ শকে সমাপ্ত হয়; এই গ্রন্থ কবিকর্ণপুরের বিবিধ গ্রন্থ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অনেক অহুমান করেন, কবি কর্ণপুর কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে মানবলীলা সংবরণ করেন।

“বৈষ্ণবাচারদর্শণ গ্রন্থে কবিকর্ণপুরের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

“শুণচূড়া সখী হন কবি কর্ণপুর।

কাঁচড়াপাড়ায় বাস, চৈতন্তশাখা শ্রু।

বৃদ্ধ পদানুষ্ঠ প্রভু যার মুখে দিলা।

পুরীদাস নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা ॥”

অগবস্থ বাবু যে, সাত আট বৎসরের শিশু পরমানন্দের ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীমহাপ্রভুর পদানুষ্ঠ লেহনের কথা লিখিয়াছেন, উহার পরিবর্তে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে,—“কিছু দিন পর মহাপ্রভু যখন শিবানন্দের বাসায় নিকট দিয়া ছই তিনটি ভক্ত সহ যাইতেছেন, তখন শিবানন্দ সঙ্গীক মহাপ্রভুকে বহু যত্নে বাসায় লইয়া গেলেন; তথা শিবানন্দ পুত্রকে প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়া দিলেন। পরমানন্দ দাসকে দেখিয়া প্রভু প্রীত হইয়া তাহার মস্তকে চরণ অর্পণ করিতেছিলেন; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছানুসারে হটক বা বাগম্বভাববশতঃই হটক, বালক মুখ ব্যাদান করিয়া প্রভুর বৃদ্ধানুষ্ঠ আশ্রয়ে ধারণ করিলেন। এই বিষয়টী আনন্দবৃন্দাবনচম্পুর নিম্ন-লিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে :—

“কসাস্বাদ্য সুহঃ স্বয়া রসনয়া প্রাণস্ত সৎকাব্যতাং, দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুরৈর্হু প্রাপ্যমেতৎ স্বয়া ॥”

অস্বার্থ। বৎস, তুমি স্বীয় রসনা দ্বারা এই অঙ্গুলি আশ্বাদন করিয়া সৎকবিত্ব প্রাপ্ত হইলে। এই দেব-ছন্দ কবিত্ব ভক্তজনমধ্যে প্রচার করিও। এই সময়েই প্রভু বলেন, “পরমানন্দ তুমি উত্তম কবি হইবে। অদ্যাবধি তোমার নাম কবি কর্ণপুর হইল।”

বস্তুতঃ উদ্ধৃত কোন বিবরণেই পরমানন্দের ‘পুরীদাস’ ও ‘কবিকর্ণপুর’ নামের রহস্ত বর্ণিত হয় নাই। আমরা কোতুলী পাঠকদিগের অবগতির জন্য উহা এখানে সংক্ষেপে বলা আবশ্যক বিবেচনা করি।

পরমানন্দ সেন মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ববৎসরে শিবানন্দ সেন রথ-যাত্রার সময়ে সঙ্গীক নীলাচলে গমন করেন। তথায় শিবানন্দের পত্নী ঋতুমতী হইলে শিবানন্দ মহাসংস্কার পতিত হন। কেন না, তীর্থ-স্থানে স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ; অথচ ঋতু-কালে রোগাদি প্রতিবন্ধক কারণ না থাকিলে পত্নীর ঋতু-রক্ষা না করায়ও প্রত্যবার দেখা যায়। শিবানন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াও লজ্জা হেতু শ্রীমহাপ্রভুর নিকট এ সম্বন্ধে উপদেশ চাহিতে পারেন নাই। কিন্তু অন্তর্ধার্মী মহাপ্রভু শিবানন্দের মনোগত সমস্তার বিষয় স্বয়ং অবগত হইয়া শিবানন্দের সন্দেহ-নিরাসের জন্য তাঁহাকে বলেন,—

“এবার তোমার বেই হইবে কুমার।

পুরীদাস বলি নাম ধরিও তাহার ॥”—(চৈতন্তচরিতামৃত, অস্তা, ১২শ)।

পুরীতে পরমানন্দের মাতৃগর্ভে সঞ্চার হইবে বলিয়া, তাঁহার ‘পুরীদাস’ নাম রাখিতে হইবে, প্রভুর আজ্ঞার

ইহাই ভাৎপর্ষ্য বুঝিতে পারায় শিবানন্দের সকল সংশয় দূর হয় এবং পুরীধামেই পরমানন্দের মাতৃ-গর্ভে সঞ্চার হইয়া যথাসময়ে তিনি স্বদেশে ভূমিষ্ঠ হইলেন। পরমানন্দের ‘কবিকর্ণপুর’ নামেরও সেইরূপ রহস্য আছে। ‘কবিকর্ণপুর’ শব্দটা, ‘বিনি কবি, তিনিই কর্ণপুর’—এইরূপ কর্মধারয়-সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন নহে। ‘কবিদিগের কর্ণপুর অর্থাৎ কর্ণভূষণ’—এইরূপ বস্তু-তৎপুরুষ সমাস দ্বারা পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে; অতএব বিশ্বকোষ কিংবা গৌরপদ-তরঙ্গিণীর অনুযায়ী ঐ শব্দটা ‘কবি কর্ণপুর’ বা শুধু ‘কর্ণপুর’ লিখিত হইতে পারে না। পরমানন্দের রচিত পুর্কোক্ত “শ্রবণোঃ কুবলয়মক্ষোঃ” ইত্যাদি অর্থ্যা ছন্দের শ্লোকে তিনি প্রথমেই ত্রীকৃৎক বৃন্দাবন-সুন্দরীদের কর্ণযুগলের কুবলয় অর্থাৎ নীলোৎপল-ভূষণ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন; তাঁহার এই কবিতা অতি সুন্দর ও সর্বতোভাবে কবিগণের কর্ণ-ভূষণ হওয়ার উপযুক্ত; এ জন্তই কর্ণপুর অর্থাৎ কর্ণ-ভূষণের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত ‘কবিকর্ণপুর’ নামটা তাঁহার পক্ষে একান্ত উপযোগী হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ‘কবিদিগের কর্ণের পুর, * অর্থাৎ পুরণ-কারী—এইরূপ বাৎপত্তি দ্বারাও ‘কবিকর্ণপুর’ শব্দের সংকবিতার অমৃত-রস দ্বারা কবিদিগের কর্ণযুগল-পূর্ণ-কারী—অর্থ সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ এই নামের বর্ণিত রহস্য দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তিনি “শ্রবণোঃ কুবলয়মক্ষোঃ” ইত্যাদি অপরূপ শ্লোক রচনা দ্বারাই কবিকর্ণপুর সার্থক নামটা পাইয়াছিলেন। শ্লোকটী জগদ্বন্ধু বাবুর অমুল্লিখিত পরমানন্দের “অর্থ্যা-শতক” নামক অর্থ্যা-ছন্দে রচিত কোষ-কাব্যের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক বটে।

জগদ্বন্ধু বাবুর পুর্কোক্ত বিবরণে কবিকর্ণপুরের চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক ও চৈতন্তচরিত-কাব্য—উভয় গ্রন্থই ১৩৯৪ শাকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিবরণ তিনি কোথায় পাইয়াছেন, বলিতে পারি না। আমাদের জানা আছে যে, চৈতন্যচরিত নামক সংস্কৃত মহাকাব্যখানা কবিকর্ণপুরের প্রথম বৌবনে ও চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনা। প্রবাদ আছে যে, তিনি আনুমানিক ১৭১৮ বৎসর বয়সের সময়ে চৈতন্তচরিত কাব্য রচনা করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক রচিত হইয়াছিল। এই প্রবাদের পোষক অস্ত্র কি প্রমাণ আছে, জানি না; কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে উক্ত গ্রন্থের পড়িলেই রচনার অপরিক্রতা ও পৌঢ়তা দ্বারাই যথাক্রমে উক্ত গ্রন্থের রচনাকালের প্রভূত পার্থক্য জানা যাইতে পারিবে। কবিকর্ণপুরের কবিত্ব ও সংস্কৃত রচনা শ্রেষ্ঠ কবির অনুপযুক্ত নহে। আমাদের বিবেচনায় শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্তী যুগের সংস্কৃতের কবিদিগের মধ্যে রূপ গোস্বামীর পরেই কবিকর্ণপুরের স্থান নির্দেশ করা সম্ভব।

এখানে কবিকর্ণপুরের পদাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে চলিবে না। তাঁহার পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে বাজালা ও ব্রজ-বুলী—উভয়বিধ পদই পাওয়া যায়। বাজালা পদগুলি মধ্যে ৬৭২ সংখ্যক,—

“পরশ মণির সনে কি দিব তুলনা রে

পরশ ছোয়াইলে হয় সোনা।

আমার গৌরাজের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে

রতন হইল কত জনা।”

ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গনাট্য পদটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত তাঁহার ২২০২ সংখ্যক—

* পুরমতীতি পুং; পুর-ধাতোঃ পচাধাচ্। অর্থাৎ পূর্ণ করে যে—এই অর্থে ‘পুর’ ধাতুর উত্তর ‘অচ্’ প্রত্যয় দ্বারা ‘পচ (পচন-কারী) ইত্যাদি শব্দের দ্বারা নিষ্পন্ন।—সম্পাদক।

† এই ব্যঙ্গনা-পূর্ণ উৎকৃষ্ট পদের ব্যাখ্যা বিবেচনায় পরিবর্তন সংস্করণের উক্ত পদের টীকায় দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

“গোরা-অবতারে যার না হৈল ভক্তি সার
আর তার না দেখি উপায় ।
রবিব কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল
বিধাতা বঞ্চিত তেল তার ॥”

ইত্যাদি সরল ও সুন্দর পদটীও পদ-কর্তার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচায়ক । যাহারা কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত গদ্য-রচনা পড়িয়া, উহার দীর্ঘ-সংস ও অনুপ্রাণের ছটায় পদ পদে কবি-শ্রেষ্ঠ দণ্ডীর ‘দশকুমার-চরিত’ কথা-কাব্যখানাকে স্মরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহারা কবিকর্ণপুরের এই প্রাজ্ঞ পদগুলি পড়িয়া, বোধ হয় বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না যে, এগুলি সেই একই কবির রচনা ; কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কবিকর্ণপুর ও শ্রীজীব গোস্বামী তাহাদের গদ্য-রচনায় দণ্ডী ও বাণ ভট্টের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া থাকিলেও, তাহাদের পদ-শ্লোকাবলী বৈদর্ভ্য-রীতির লক্ষণাক্রান্ত এবং প্রণাদ-গুণ ও প্রাজ্ঞলতার জন্ত পরম-উপাদেয় । সুতরাং এ অবস্থায় বাঙ্গালা-পদ রচনা করিতে বাইরা কবিকর্ণপুর যে, সম্পূর্ণ-রূপে বেশ-পরিবর্তন করিয়া দীন বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভক্তের স্তুতি ধারণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নাই ।

পদকল্পতরুর ২৮৫৮ সংখ্যক পদে কবি বঙ্গদেশের প্রচলিত তথ্য-কথিত ব্রহ্ম-বৃত্তের ব্যবহার না করিয়া খাঁটি ব্রজ-মণ্ডলের ভাষা অর্থাৎ ব্রজ-ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—

“আরতি যুগল-কিশোর কি কীজে ।
তমু মন ধনহু নিছায়রি দীজে ॥”—ইত্যাদি ।

বাঙ্গালায় বসিয়া ব্রজ-ভাষায় পদ-রচনা করা তেমন সম্ভব বা সম্ভবপর বোধ হয় না ; সুতরাং এই পদের রচয়িতা পরমানন্দ যদি ব্রজবাসী অথবা কোনও পরমানন্দ না হন, তাহা হইলে আমাদের পরমানন্দ সেনই ব্রজ-ধামে ব্রজ-বাসী হিন্দুস্থানী ভক্তদিগের অনুরোধে তাহাদিগের প্রীতির জন্তে এই আরতির পদটী রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই অনুমান হয় । ইহার ২৮৭১ সংখ্যক “আরতি জয় রঘুভানু-কুমারি” ইত্যাদি পদের সম্বন্ধেও এই সম্ভাব্য প্রযোজ্য বটে ।

পদ-কর্তা পরমেশ্বর দাসের শুধু একটা মাত্র কীর্তন-অধিবাসের পদ (২০ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে । পদটির বিশেষত্ব এই যে, উহা পড়িলেই, উহা অদ্বৈত-ভবনে একদা প্রিয়হা প্রভুর আদেশে কল্পিত এক কীর্তন-মণ্ডোৎসবের সাক্ষাৎপ্রাপ্তির কৃত বর্ণন বলিয়া মনে হয় । বস্তুতঃ জগদ্বন্ধু বাবু তাহার উপক্রমণিকায় চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে পরমেশ্বরের সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে নিত্যানন্দ-শাখা-ভুক্ত এই পরমেশ্বর দাস প্রিয়হা প্রভুর প্রায় সম-সাময়িক বলিয়াই জানা যায় । জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—“বৈদ্যবংশাবতংশ প্রিয়মেশ্বর দাস ‘কেত’ বা কাউগ্রামে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া ত্রিপাট খড়দহে বাস করেন । পুনশ্চ—“শ্রীভাক্ষা ঠাকুরাণী যখন রামচন্দ্র গোস্বামীকে সঙ্গে হইয়া বৃন্দাবন গমন করেন, তখন বীরচন্দ্রের আদেশক্রমে পরমেশ্বর দাস তাহাদিগের প্রধান রক্ষক ও অতিভাবকবরূপে সঙ্গে গিয়াছিলেন ।” তিনি আরও লিখিয়াছেন,—“আচার্য্যরত্ন, শ্রীরঘুনন্দন, নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজ পরমেশ্বর দাসের প্রতি যার পর নাই ভক্তি প্রদর্শন করিতেন । প্রবাদ আছে যে, এই সকল মহাত্মারা একদা পরমেশ্বর দাসের চতুর্ভূজ-স্তুতি দর্শন করিয়াছিলেন ; এবং সেই অবধি তাহাকে অপ্রাকৃত মনুষ্য বা নন্দ-নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন । ইনি কিছুদিন গরলগাছা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন ; পরে জাহ্নবা ঠাকুরাণীর

আদেশক্রমে ‘তড়া আটপুর’ গ্রামে গমনপূর্বক “শ্রীশ্রীরাধ-গোপীনাথ” বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এই বিগ্রহের নাম “শ্রীমহেশ্বর” হইয়াছে।

“পরমেশ্বরের প্রভাব সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। আমরা দুইটি বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। একদা আটপুরে পরমেশ্বর দাস ভক্তমণ্ডলী সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে কোন দুষ্ট লোক একটা মৃত শৃগাল কীর্ত্তন-দলমধ্যে নিক্ষেপ করে। পরমেশ্বর দাস সেই শৃগালকে জীবিত করিয়া কীর্ত্তন নাচাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-বন্দনান্ত, যথা :—

“পরমেশ্বর দাস বন্দিব সাবধানে।

শৃগালেই নাম দিল সংকীর্ত্তন-স্থানে।”

২। পরমেশ্বর দাস একদিন ঐ আটপুর গ্রামে দুইখানি দস্তাবেজ-কাঠ মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। তাহা অতি সম্বর দুইটি প্রকাণ্ড বকুলবৃক্ষে পরিণত হয়। ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।”

তড়া আটপুরে বাইরা পরমেশ্বর দাসের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমহেশ্বর বিগ্রহের সেবাহিত্তিগের সাহায্যে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয়, পরমেশ্বর দাসের অন্ত্যস্ত পদাবলী সহ তাঁহার জীবনের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগৃহীত করা বাইতে পারে। আমরা এ বিষয়ে উৎসাহী সাহিত্যানুগামী যুবকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

‘পুরুষোত্তম’-ভণিতার বারোটা পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু চৈতন্তচরিতামৃতের
পুরুষোত্তম দাস
শাখা-গণনার পয়ার হইতে চারি জন পুরুষোত্তমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া,
সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসকেই পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।
ইহার সম্বন্ধে চৈতন্তচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে যে,—

“শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।

শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাহার তনয়।

আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।

নিরন্তর বাঁচলীলা করে কৃষ্ণ মনে।”

ইহার নিবাস ছিল কুমারহট্ট বা হালিশহর। ইনি জাতিতে বৈদ্য হইলেও ইহার অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। পুরুষোত্তমের পদাবলীর মধ্যে বাঁচলী ও ব্রজবুলী—উভয়বিধ পদই আছে। ব্রজবুলী পদ-রচনার ইহার বেশ গটুতা ছিল। ব্রজ-বুলী পদগুলির প্রায় সমস্তই মাথুর-বিরহের পদ। উহাতে কল্পনায় মন্দ ফোটে নাই।

পদ-কর্ত্তা প্রসাদ দাসের মোটে ৬টা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু প্রসাদদাসের যে
প্রসাদ দাস
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিলাম :—

“তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাতে লিখিয়াছেন, “পরবর্ত্তী ভক্তগণমধ্যে প্রসাদ দাস নামে অনেকেই ছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য এক প্রসাদদাস বৈরাগীর নাম নরোত্তম-বিগানে পাওয়া যায়। রসিকমঙ্গলে শ্রীমানন্দ-পরিবার-গণনারও এক প্রসাদদাসের নাম দৃষ্ট হয় এবং কর্ণানন্দে আচার্য্য প্রভুর শাখা-গণনার ‘একাধিক প্রসাদদাসের নাম আছে।’ বিগত বর্ষে তত্ত্বনিধি মহাশয় আমার নিকটে যে এক পত্র লিখেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন, “কল্পকুলোত্তম * কল্পকামর দাসের বাড়ী বিষ্ণুপুর। ইহার দুই পুত্র, উভয়েই শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বাটীতে থাকিয়া, তাঁহার সমস্ত লিপিকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই

জন্ম ইহাদিগকে ‘বিখান’ বলিত। তৎপূর্বে ইহাদিগের কুলাগত ‘মজুমদার’ উপাধি ছিল। এই বিখ্যাত ভ্রাতৃযুগলের কনিষ্ঠের নামই প্রসাদদাস। আচার্য্য প্রভুর রূপায় এই প্রসাদদাসই ‘কবিপতি’ হইয়া উঠেন।”

হৃৎধের বিষয়, তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার উপসংহারের উক্তিটির সমর্থক কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং এই প্রসাদদাসই আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিরা বাইতেছে।

২৫৭৫ সংখ্যক ব্রজবল্লীর নিত্য-সৌগার গোষ্ঠী-বিহারের “সবল্” মিলিত বসুনা-তীর” ইত্যাদি পদ ব্যতীত প্রসাদদাসের বাকি পাঁচটি পদই শ্রী:গৌরাজ ও শ্রী:নিত্যানন্দ-বিষয়ক। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিশেষ অমুগত ভক্ত এই প্রসাদদাসের নিকট হইতে আচার্য্য প্রভুর মহিমা-বর্ণনার হই একটা পদও শুনার প্রত্যাশা করা সত্ত্বেও আমরা সেরূপ কোনও পদ পাই নাই; এ জন্তও পদ-কর্তা প্রসাদদাসের উক্ত পরিচয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ সন্দেহের কারণ জন্মিয়াছে।

এ স্থলে প্রসঙ্গ-ক্রমে প্রসাদদাসের নামে প্রকাশিত “পদচিন্তামণিমালা” নামক পদাবলী-গ্রন্থখানার সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে রাখামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতি প্রাচীন পদ সংগ্রহ-কারদিগের প্রসঙ্গে “পদচিন্তামণিমালা” গ্রন্থের সংগ্রহকার বলিয়া একজন প্রসাদদাসের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা দেখিয়া উক্ত প্রসাদদাসকে কেহ আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া বিবেচনা করা অসম্ভব নহে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; ‘পদচিন্তামণি-মালা’র প্রণেতা প্রসাদদাসকে প্রাচীন গ্রন্থকার মনে করিয়া সেন মহাশয় একটা মন্ত ভুল করিয়াছেন। এই ‘প্রসাদদাস’ পাবনার স্বর্গ-গত কবি রজনীকান্ত সেনের পিতা স্বর্গ-গত গুরুপ্রসাদ সেন বটে। তিনিই “প্রসাদদাস” ভণিতায়ুক্ত স্বরচিত বাঙ্গালা ও ব্রজ-বল্লীর পদ দ্বারা পূর্ণ “পদচিন্তামণিমালা” নামক নাতিবৃহৎ পদাবলী-গ্রন্থখানা প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের অসংক্ষিপ্ত ভূমিকায় গুরুপ্রসাদ বাবুর কৃতিত্বের কথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়া ঐ ভূমিকা ডক্টর সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করার, অথবা তাঁহার আলোচিত গ্রন্থের অসংক্ষিপ্ত ভূমিকার পৃষ্ঠাটা ছিন্ন হইয়া যাওয়ারই তিনি প্রসাদদাস সম্বন্ধে এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, ইহাই অনুমান হয়। দেখা যাইতেছে যে, স্নকবি রজনীকান্ত তাঁহার পিতার নিকট হইতেই কবিত্ব ও ভগবদ্ভক্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। গুরুপ্রসাদ বাবু ওরফে প্রসাদদাস ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার রচিত পদ যে, আনুমানিক দুই শত বৎসরের প্রাচীন পদকল্প-রূপে সংগৃহীত হইতে পারে না; অথবা ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ববর্তী কবি ও পদকর্তাদিগের প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ করা যাইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

পদ-কর্তা প্রসাদদাসের ৩১টি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। অগত্যা বাবু তাঁহার গৌরপদ-ভরজিগীর উপক্রমণিকায় প্রসাদদাসের সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

প্রেমদাস

“প্রসিদ্ধ কবি প্রেমদাসের আদিনাম পুরুষোত্তম মিশ্র, পদবী সিদ্ধান্তবাগীশ। নবদ্বীপের গোঁকুলনগর বা কুলিয়া গ্রামে কস্তুর ঘনির বংশে কান্তপগোত্রে বিপ্রকুলে গঙ্গাদাস মিশ্রের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। ইহার বুদ্ধপ্রণিভাম্ব চৈতন্তদেবের সমসাময়িক। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার জন্ম, এরূপ অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। ইনি বোল বর্ষ বয়ঃক্রমে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক গুরুদত্ত প্রেমদাস নাম প্রাপ্ত করেন। মথুরাদি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিবার পর বৃন্দাবনে বাইরা গোবিন্দকৌটর স্থপকার-পদে নিযুক্ত করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি গোবিন্দকৌটর পুত্রারি ছিলেন। প্রবাদ এই যে, শ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ, অচৈতন্ত এই

তিন গ্রন্থ প্রেমদাসকে কবিত্ব বর প্রদান করেন। ইনি ১৬১৪ শকে কবিকর্ণপুরের চৈতন্তচন্দ্রোদয়-নাটকের স্বাধীন পদ্যসুবাদ করেন। * * * ১৬৩৮ শকে ইহার মৌলিক কাব্য 'বংশীশিক্ষা' রচিত হয়। প্রমাণ যথা,—

“যোল শত চৌত্রিশ শকে লৌকিক ভাষাতে সুখে
প্রেমদাস করিল লিখন।”—(চৈঃ চঃ লীঃ)

পুনশ্চ :—

“শব্দামিত্য যোল শত চৌত্রিশ শকেতে।

ত্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় রচিত সুখেতে।

যোল শত অষ্টত্রিংশ শকের গণন।

ত্রীত্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিল বর্ণন।”—(বং শিঃ)

“প্রাপ্তকৃত স্বপ্নদর্শনের পরেই তিনি গৌরলীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন।

“এই ছই গ্রন্থ ভিন্ন তাঁহার সুমধুর পদাবলী আছে এবং তবুনিধি মহাশয়ের মতে ‘পদাবলী-সাহিত্যেই তাঁহার অধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ফগতঃ প্রেমদাস কেবল বিদ্বান্ ছিলেন না, একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন। ত্রীগোবিন্দের উদয় বিষয়ক পদটি পরম্পরিত রূপকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল এবং ত্রীগোবিন্দের রূপ বর্ণনার পদটি প্রাচীন কবিকুলের রূপবর্ণনার আদর্শ বলিলে হয়। * * *

“প্রেমদাস বংশীশিক্ষার যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই,—

“গোরা যবে প্রকট আছিল।

বৃক্ প্রপিতামহ ত্রীগোকুলনগরে দেহ

গৃহাশ্রমে বর্তমান হৈলা।

কস্তুর মূনির বংশ বিপ্রকুল-অবতংস

জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।

তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র নাম ত্রীমুকুন্দানন্দ

তাঁর পুত্র গজাদাসাখ্যান।

তাঁর ছয় পুত্র ছিল তিন ভ্রাতা কৃষ্ণ পাইলা

তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।

জ্যেষ্ঠ ত্রীগোবিন্দরাম ঋষাচরণ মধ্যম

রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মনিষ্ঠ।

কনিষ্ঠ আমার নাম মিশ্র ত্রীপুরুষোত্তম

শুরুমন্ত নাম প্রেমদাস।

সিদ্ধান্তবাগীশ বলি নাম দিলা বিজ্ঞাবলী

কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ।”

জগৎবদ্ব বাবুর উল্লিখিত পদ-বরের প্রথমটি পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই; উহা গৌরপদতরঙ্গিনীর ৫৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে; কোতুলী পাঠক পড়িরা দেখিবেন। স্থানান্তর হেতু আমরা উহার কিয়দংশ নমুনা-স্বরূপ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

“কাস্তন-পূর্ণিমা নিশি শচী-অঙ্কাবে আসি

গৌরচন্দ্র হইল উদয়।

সে শব্দীর সহচর

ভক্ত-তারকা-নিকর

চারি দিকে প্রকাশিত হয়।

পাপ ঘোর অন্ধকার

সর্বত্র ছিল বিস্তার

বিধুদয়ে প্রস্থান করিল।

জীবের ভাগ্য-কুমুদ

হেরি শব্দী মনোমদ

প্রেমানন্দে হাসিতে লাগিল।—ইত্যাদি ৫৮ পৃষ্ঠা।

অগস্ত্য বাবুর উল্লিখিত ও গৌরপদভরজিগীর ১১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত “প্রতপ্ত নির্মল স্বপ্ন” ইত্যাদি পদকল্প-
তরুর ২৪৫৮ সংখ্যক পদ; কিন্তু উহাতে “প্রতপ্ত নির্মল” ইত্যাদি কলিগুলির পূর্বে “ব্রহ্ম আত্মা ভগবান”
ইত্যাদি আরও ছুইটি কলি আছে; উহা রূপ-বর্ণনা নহে, কিন্তু শ্রীগৌরানন্দের স্বরূপ কথন। কলি দুইটি যে
কি কল্প গৌরপদ-ভরজিগীর প্রছে একটি ভণিতা-শূন্য স্বতন্ত্র পদরূপে ২২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে বুঝা যায় না,
পাঠক পদকল্পতরু হইতে ঐ সুদীর্ঘ পদটি পড়িয়া দেখিবেন। এই পদ-দ্বয় যে, প্রেমদাসের পাণ্ডিত্য ও উত্তম
বর্ণনশক্তির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা ইহা অপেক্ষাও প্রেমদাসের গৌর-লীলাবিষয়ক ভাব-
পূর্ণ প্রোঞ্চল বাংলা পদগুলি ও ব্রহ্ম-লীলাবিষয়ক বাংলা ও ব্রজবুলী পদগুলির অধিক পক্ষপাতী। তথাপি
ছঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমরা তাঁহাকে অগস্ত্য বাবুর মতামুসারে “একজন উচ্চদরের কবি” বলিয়া
স্বীকার করিতে পারি না। কবিত্ব হিসাবে প্রেমদাসের স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি লোচনদাস, অনন্ত, উদ্ধব,
বংশীবদন, বসন্ত রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক পদ-কর্তাঃ পরে নির্দেশ করিতে হইবে।

আমাদের “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” প্রছে প্রেমদাসের আরও ১৫টি অপ্রকাশিত পদ সম্মিলিত হইয়াছে।
আমাদের বিশ্বাস যে, অমূল্যকান করিলে ইহার আরও অনেক পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে।

‘বলদেব দাস’ ভণিতার শুধু একটীমাত্র পদ (২৮৪২ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বলদেব দাস

বৈষ্ণব সাহিত্যে একজন বলদেবই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি ব্যাসদেবের কৃত বেদান্ত-

সূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রণেতা বলদেব বিদ্যাভূষণ। বলদেব বটগোস্থামীর পরবর্তী

সময়ের লোক এবং সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈষ্ণব কবি ও টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সমসাময়িক ছিলেন।
প্রবাদ আছে যে, তারুতর সকল প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই চারি সম্প্রদায়ের কোন না কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত
বলিয়া মাধব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অস্তিত্ব তেনাভেদবাদ-বিশিষ্ট মতটিকে সম্প্রদায়হীন মনে করিয়া অস্ত্রান্ত
সম্প্রদায়ীরা গৌড়ীরাদিগকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলে, সেই মাধবগৌড়ীয় মতের
সমর্থনের জন্য স্বতন্ত্র বেদান্তভাষ্য প্রণয়নের একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়। বলদেব বিদ্যাভূষণ অশেষ পাণ্ডিত্য
সহকারে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ‘গোবিন্দ-ভাষ্য’র প্রণয়ন করিয়া বিচারে তাঁহার সমসাময়িক বিভিন্ন মতের বৈষ্ণব-
দার্শনিকগণকে পরাজিত করিলে তদবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের ‘মাধব-গৌড়েশ্বর’ সম্প্রদায়ও নিখিল বৈষ্ণব
সমাজের মধ্যে বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করিতে থাকেন। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতসংস্থাপক
বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, সনাতন বা শ্রীকৃষ্ণ গোস্থামী বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বলদেব বিদ্যাভূষণও সেইরূপ সম্মানার্থ সন্মত
নাই। পদকর্তা বলদেব দাস এই প্রসিদ্ধ বলদেব বিদ্যাভূষণ, কিংবা অন্য কোনও বলদেব, নিশ্চিত বলা যায়
না। গোবিন্দ-ভাষ্য বাতীত বলদেব শ্রীজীব-প্রণীত প্রসিদ্ধ বট-সম্বর্ধের কোন কোন সম্বর্ধে ও রূপগোস্থামীর
রচিত শুভ-মালায় টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার “গোবিন্দ-ভাষ্য”ই তাঁহাকে বৈষ্ণব-সাহিত্যে অঙ্গ
করিয়া রাখিবে।

‘বলরাম দাস’ ভণিতার ১৩১টী বাংলা ও ব্রজবুলী পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার

বলরাম দাস

মধ্যে কোন কোন পদ অল্প কোন বলরাম দাসের দ্বারা রচিত হওয়া অসম্ভব না

হইলেও, ‘বলরাম’ ভণিতার অধিকাংশ পদ যে, একজন উচ্চ শ্রেণীর কবির রচনা,

তাহা বেশ বুঝা যায়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহুসংখ্যক বলরাম দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার

উপক্রমণিকায় বহু-সংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বলরাম দাসের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন বলরামদিগের মধ্যেও

অন্ততঃ দুই তিন জন বলরাম প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ বা কোন্ কোন্ বলরাম পদ-কর্তা,

তাহাই সমস্তা বটে। জগদ্বন্ধু বাবু ও তত্ত্বনিধি মহাশয়দিগের মতে বলরাম-নাম-ধারীদিগের মধ্যে বাহাদুর পদ-

রচনার সম্ভাবনা ছিল, আমরা তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জগদ্বন্ধু বাবুর গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত

করিতেছি,—

(১) “প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দদাসের নামান্তর বলরাম দাস। ইনি পূর্বলীলার “বড়াই বুড়ী”

ছিলেন। ইহার বিষয় চৈতন্ত-ভাগবতে যথা,—

“প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস।

নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস।”

আবার চৈতন্তচরিতামৃতে যথা,—

‘বলরাম দাস কৃষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদী।

নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী।”

আবার বৈষ্ণব-বন্দনার যথা,—

“সঙ্গীতকারক বন্দো বলরাম দাস।

নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস।”

“(২) কৃষ্ণনগরের অক্লান্ত দোগাছী আমবাগী নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম দাস। ইনি পূর্বলীলার সুমন্দীর

সখী। কবিরাজ গোস্বামিকৃত “স্বরূপবর্ণন” নামক গ্রন্থে, যথা,—

“মন্দির মার্জ্জুন করেন সুমন্দীর সখী।

এবে তাঁর বলরাম দাস খ্যাতি লিখি।”

“তাবাসুত-মঙ্গল” গ্রন্থেও ইহার দুইবার উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা,—

“অর প্রভুপ্রিয় শ্রীবলরাম দাস।

সঙ্গীতপ্রবীণ দোগাছিয়া যার বাস।”

পুনশ্চ,—

“অর বিজ বলরাম দোগাছিয়া-বাসী।

দৌরগুণ গানে বেই মত্ত দিবানিশি।”

(৩) পদকল্পতরুর ভূমিকার *

“কবিনূপ-বংশজ ভুবন-বিদিত-বশ

অর বনভ্রাম বলরাম।”

জগদ্বন্ধু বাবু প্রথম বলরাম দাসের বিশেষ পরিচয় দিতে বাইরা গিথিয়াছেন,—

“প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পূর্বনাম বলরাম দাস। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব, নিবাস শ্রীখণ্ড গ্রামে।

ইহার নিজস্ব নাম আশ্বারাম দাস, মাতার নাম সৌদামিনী। ১৮৫৯ শকাব্দার ইহার জন্ম। ইনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর মন-শিষ্য; এবং খেতুরীর মহোৎসবে বধন জাহ্নবা গমন করেন, তখন অন্যান্য নিত্যানন্দ-ভক্তগণ সহ বলরাম দাসও গিয়াছিলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ ও ‘বিজ্ঞবর’। যথা ভক্তিরসদ্বাক্যে,—

“সুগরি, চৈতন্ত, জ্ঞানদাস, মহীধর।

পন্নদেবর দাস, বলরাম বিজ্ঞবর।”

পুনশ্চ—

“জাবাসুত-মঙ্গল-গ্রন্থোক্ত বলরাম দাস সম্বন্ধে তবনিধি মহাশয় বর্ণার্থই বলিয়াছেন,—“ইনি স্পষ্টতঃ গৌরভক্ত ও ব্রাহ্মণ, সুতরাং পূর্বোক্ত কবি বলিয়া বলিত হইতে পারেন না।” কিন্তু দোগাছী-নিবাসী বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর শ্রীযুক্ত গুরুদাস গোস্বামী মহাশয় বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় এক প্রবন্ধ ও আমার নিকট এক স্মৃত্তর পত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ দোগাছী-নিবাসী নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম দাস একজন প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা, তখন ইনিও যে বিখ্যাত কবি ও পদ-কর্তা, তদ্বিশেষে আমাদের সন্দেহ নাই।”

গুরুদাস গোস্বামী মহাশয় এ সম্বন্ধে কি বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন, হৃৎপথের বিষয় যে, জগৎস্থ বাবু উহা লিখেন নাই। গোস্বামী মহাশয়ের ঐ উক্তির মূল জন-প্রবাদ বাতীত আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এই জন-প্রবাদ সত্য হইলে, তাঁহার পূর্বপুরুষ বলরাম ঠাকুরও সম্ভবতঃ পদ-রচনা করিয়া থাকিবেন এবং উহা পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়া থাকিলে, তাহা পদকল্পতরুর সঙ্গলগিতা বৈষ্ণব দাসের প্রশংসিত কবিরাজবংশীয়, বৈষ্ণব-জগতে বিখ্যাত বলরাম দাসের পদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং এখন উহা পৃথক্ করা কঠিন,—ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। বস্তুতঃ প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন পদ-কর্তা ও সুনিপুণ পদ-সংগ্রহ-কার বৈষ্ণবদাস কর্তৃক বধন শুধু কবিরাজ-বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ বলরাম দাসের নামই অল্পতম প্রসিদ্ধ কবি বনভান কবিরাজের নামের সহযোগে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন বলরাম কবিরাজকেই এই সকল পদের রচয়িতা ‘বলরাম দাস’ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত। তবে, বৈষ্ণব দাস যে, অল্প কোনও বলরাম দাসের পদ সংগ্রহ বা উদ্ধৃত করেন নাই, এরূপ বলা যায় না। তিনি অল্প কোনও বলরামের পদ উদ্ধৃত করিয়া থাকিলে, তাহা বলরাম কবিরাজের পদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

ডক্টর দৌনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার “একতারা ও সাহিত্য” গ্রন্থের পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ৪ম সংস্করণে পদ-কর্তা বলরামের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—“বলরাম দাস গোবিন্দদাসের ভাগিনের ছিলেন।”

পুনশ্চ—“বলরাম কবিরাজ” নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন; ইনিই বৈষ্ণববন্দনার “সঙ্গীত-কারক” ও “নিত্যানন্দ-শাখা-ভূক্ত” বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রেমবিলাস-রচক বলরাম দাসও বৈদ্য এবং স্পষ্টতঃই নিত্যানন্দ-শাখা-ভূক্ত। সুতরাং পদ-কর্তা বলরাম দাস ও প্রেমবিলাস-রচক অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। * * * প্রেমবিলাসরচক বলরাম (নিত্যানন্দ-নামধারী) এবং পদকর্তা বিখ্যাত বলরাম দাস এক ব্যক্তি কি না, তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। কিন্তু পদকর্তা বলরাম যে, কবিরাজ-বংশীয় এবং তিনি গোবিন্দদাসের ভাগিনের ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধা নাই। পদকল্পতরুর প্রমাণ আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না।”

পদ-কর্তা বলরাম কবিরাজ গোবিন্দদাসের ভাগিনের ছিলেন, এই প্রয়োজনীয় নূতন তথ্যটা সেন মহাশয় কোথায় পাইয়াছেন, তাহা তিনি লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত লেখার ভাবে বুঝা যায়, যেন ঐ তথ্যটাও পদকল্পতরুতে আছে। কিন্তু উহাতে এরূপ কোনও প্রসঙ্গ নাই। পদকল্পতরু-কার বলরাম দাসকেও বনভানের ভায় “কবিশূণ্য-বংশজ” অর্থাৎ কবিরাজ-বংশীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গোবিন্দ দাসের পৌত্র

ঘনশ্রাম যদি কবিরাজ-বংশীয় হন, তাহা হইলে গোবিন্দ দাসের ভিন্ন-গোত্রজ ভাগিনের বলরাম সেই একই কবিরাজ-বংশীয় হইতে পারেন না। যদি তিনি ভিন্ন-গোত্র অল্প কোন কবিরাজ-বংশ-জাত হইয়া থাকেন, তবে পদকল্পতরুর একরূপ উল্লেখ সম্ভব বিবেচনা হয় না। সেন মহাশয় তাঁহার উক্তির পোষকতার কোন প্রমাণ না দেওয়ার মনে হয় যে, তিনি কোনও কিংবদন্তীর উপর বিশ্বাস করিয়াই পদ-কর্তা বলরাম দাসকে নিঃসন্দেহে গোবিন্দ কবিরাজের ভাগিনের বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ বলরাম নামে গোবিন্দদাসের কোন ভাগিনের থাকিয়া থাকিলে এবং কিংবদন্তী অনুসারে তিনিও স্বনামপ্রসিদ্ধ মাতুল গোবিন্দদাসের অনুকরণে পদ-রচনা করিয়া থাকিলে দোগাছীর বলরাম দাসের রচিত পদের স্তায় তাঁহার রচিত কোন কোন পদও পদকল্প-তরুতে সংগৃহীত হইতে পারে; কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই অভিনব তথ্যটার পোষক কোনও উল্লেখ না পাওয়ার, আমরা সেন মহাশয়ের ঐ উক্তির অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আমরা আশা করি, ডক্টর সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ৬ষ্ঠ সংস্করণে এই কৌতূহল-জনক তথ্যের সূত্র কি, উহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

বলরাম দাসের বহুসংখ্যক পদাবলী হইতে আমরা পদ বা পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার রচনা ও কবিত্বের উদাহরণ দেখাইব, একরূপ স্থান নাই। সুতরাং “অপ্রকাশিত পদ-সম্ভাবনা” গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিয়াছি, উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

“বলরাম দাস অন্ততম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা; কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে এতগুলি বলরামের উল্লেখ দেখা যায় যে উহাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা বলরাম কোন ব্যক্তি, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অগ্ধবুদ্ধ বাবু গৌরপদ-তরঙ্গিনীর উপক্রমণিকায় বহুসংখ্যক বলরামের উল্লেখ করিয়া, তদ্ব্যতীত ‘প্রেমবিলাস’ গ্রন্থের রচয়িতা বলরাম ও কৃষ্ণ-নগরের অন্তর্গত দোগাছী গ্রাম-বাসী বলরামই পদ-কর্তা ছিলেন, মত প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব দাস কিন্তু পদকল্পতরুর মঙ্গলাচরণে “কবি-নৃপ-বংশজ, ভুবন-বিদিত-যশ, জয় ঘনশ্রাম বলরাম”—বাক্যে কবিরাজ-বংশজ বলরামেরই মহিমা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা না হইলে, বৈষ্ণবদাস যে কি ভ্রান্ত এ ভাবে বলরামের উল্লেখ করিবেন, তাহা বুঝা যায় না। বলরাম দাসের বহু পদই পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। রমণী-দোহন মল্লিক মহাশয় নানা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুস্তক হইতে পদ সংগ্রহপূর্বক চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদাবলীর স্তায় বলরাম দাসের পদাবলীরও একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সংস্করণের স্তায় তাঁহার বলরাম দাসের সংস্করণও পাঠ ও অর্থের অনেক অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। সে জন্যই আমরা পদ-সম্ভাবনীতে তাঁহার প্রকাশিত চাই চারিটি বলরামের পদও সংশোধন করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠক পদ-সম্ভাবনীর ‘নিম্নমুখি হেরলু অপক্লপ মেহ’, ‘পহিলিহি মোহে নিরখি লহ হাস’, ‘কতই বেরি বেরি’ ইত্যাদি পদগুলি রমণীবাবু সংস্করণের পদগুলির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই বৈষম্য বুঝিতে পারিবেন।

“বলরাম দাস ব্রজবুলি ও বাংলা—উভয়বিধ পদ-রচনার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত ব্রজবুলি পদগুলি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনার অব্যবহা নহে; তথাপি বলরাম তাঁহার সরল ও মধুর-স্পর্শী বাংলা পদগুলির জন্যই অধিক বিখ্যাত। বলরামের রসোদগারের বাংলা পদগুলি এক রকম অতুলনীর বহির্ভোগে অতুলিত হয় না। বাংলা পদ-কর্তাদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস

ও জ্ঞানদাসের পরেই যে, বলরাম দাসের স্থান—এ সম্বন্ধে সমালোচকদ্বিগের মধ্যে বিশেষ মত-ভেদ দেখা যায় না। ছঃখের বিবরণ, এক্ষণে একজন বিখ্যাত পদ-কর্তার নিশ্চিত জীবন-বৃত্তান্ত আজ পর্যন্তও সংগৃহীত হয় নাই।”

‘বলাই দাস’ তপিতার শুধু একটি মাত্র পদ (১২১২ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। “কোন বনে গিয়াছিল ওরে রাম কাহ্ন।” ইত্যাদি ‘উত্তরগোষ্ঠী’বিষয়ক এই পদটির বলাই দাস অব্যবহিত পরেই বলরাম দাসের দুইটি পদ এবং উহার আগেও কয়েকটি পদ আছে। এ জন্য ‘বলাই দাস’ স্বত্ত্ব কোন পদ-কর্তার নাম না হইয়া, ‘বলরাম দাস’ নামেরই প্রচলিত অপভ্রংশ রূপ বলিয়া মনে হয়। ‘বলাই দাস’ নামে স্বত্ত্ব কোন পদ-কর্তার বিবরণ জানা যায় নাই এবং ‘বলাই দাস’ তপিতার পদটির সহিত বলরাম দাসের গোষ্ঠী-লীলার বাংলা পদের মধ্যে সামান্য আছে,—এই সমস্ত কারণেই আমরা বলাই দাসকে বলরামদাস বলিয়াই বিবেচনা করি।

‘বল্লভ দাস’ তপিতার ২৫টি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। অগবন্ধু বাবু বল্লভ দাসের প্রসঙ্গে বল্লভ দাস তাঁহার উপক্রমণিকার বাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম,—

“আমরা এই নামে ছই মহাশ্বার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াছি। তত্ত্বিরত্নাকরের মতে :—

(১) বল্লভ দাস বা বল্লভীকান্ত দাস “ভক্তি-মুণ্ডি” ও “ভক্তি-অধিকারী”। ইনি শ্রীনিবাসাচার্যের শ্রিয় শিষ্য ছিলেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ও কবিরাজ উপাধিধারী। ঘনশ্যাম চক্রবর্তী বলেন যে, বল্লভদাসের এতই ভক্তিবল ছিল যে, ইহাকে দেখিলে পাষাণগণ ভয়ে কম্পাধিতকণেবর হইত। ইনি কুলীনগ্রামবাসী ও শিবানন্দ সেনের জাতি। চৈতন্তচরিতামৃতের মতে :—

“বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।

শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর তত্ত্ব একান্ত।”

(২) বংশীবন্দন দাসের পুত্র চৈতন্তদাসের ছই পুত্র :—রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিন পুত্র, বখা বংশীশিকা প্রভে—

‘শ্রীরাধবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব।

তিন প্রভু যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব।”

এই বল্লভদাস “বংশীলীলা” প্রভে স্বীয় প্রপিতামহের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, “বল্লভদাস ঠাকুর মহাশয়ের সমসাময়িক এবং তৎপ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। একটি পদে লিখিয়াছেন,—

“নরোত্তমদাস, চরণে বহু আশ, শ্রীবল্লভ মন তোর।”

অন্ত একটি পদে তিনি ঠাকুর মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই লজ্জা কাহার কাহার মতে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রাধাবল্লভই ‘বল্লভ’-তপিতার এই পদগুলি রচনা করেন। ইহার “রসকদম্ব” নামে একখানি গ্রন্থ আছে।”

অগবন্ধু বাবু তত্ত্বিরত্নাকরের বর্ণিত শ্রীনিবাসাচার্যের অন্ততম শ্রিয় শিষ্য বল্লভ দাসকে কি প্রকারে চৈতন্তচরিতামৃতের উল্লিখিত কুলীনগ্রাম-বাসী শিবানন্দ সেনের জাতি বল্লভ সেন বলিয়া স্থির করিলেন, আমরা বুঝিতে পারি না। চৈতন্তচরিতামৃতের আদি-লীলার দশম পরিচ্ছেদের “বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত” বাক্যে যে তাৎপৰ্য্য যে প্রসঙ্গে বল্লভের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি শ্রীমহাপ্রভুর একজন সমসাময়িক ভক্ত ছিলেন বলিয়াই বুঝা যায়। শ্রীনিবাসাচার্যের জন্ম অবস্থান ১৪০৮ শকে হইয়াছিল বলিয়া, অগবন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। সুতরাং মহাপ্রভুর সত্যকালে তাঁহার বয়স ন্যূন ১৭ বৎসর ছিল।

বলা বাহুল্য যে, তখন পর্য্যন্ত তিনি অন্ততম প্রধান বৈষ্ণব-আচার্য্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই; অথচ মহা-প্রাকুর নামাঙ্কিত ভক্ত বরত সেন যে, মহাপ্রভুর অগ্রকটের করেক বৎসর পরে পর্য্যন্ত অদীক্ষিত থাকিয়া পরে ত্রিনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয়। সুতরাং চরিতামৃতের উল্লিখিত বরত সেন ভক্তিরত্নাকরের বর্ণিত বরত দাস হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই অনুমান হয়। বাহা হউক, কুলীনগ্রাম-বাগী বরত সেন কোনও পদ রচনা করিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই। পক্ষান্তরে ত্রিনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজের সমসাময়িক পদ-কর্তা বরত দাসের করেকটা পদে ইহাঁদিগের স্তুতি-গীতি দৃষ্ট হয়, যথা—

(১) “নরোত্তম দাস আশ চরণে রহ ত্রিবরত-মন ভোর।”—(১০২২ সংখ্যক পদ)

(২) “মোর ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম দয়াময় দস্তে তুণ করে। নিবেদন।

বরত পড়িয়া পাকে আকুল হইয়া ডাক অহে নাথ লইলু শরণ।”—(২০৮৩ সংখ্যক পদ)

(৩) “তাব দেখি আপনি জাহ্নবা ঠাকুরাণী নাম খুইলা ঠাকুর মহাশয়।

পতিত-পাবন নাম ধর বরতে উদ্ধার কর তবে জানি মহিমা নিশ্চয়।”—(২০৮৪ সংখ্যক পদ)

(৪) “গোরা-গুণে আছিল ঠাকুর ত্রিনিবাস।

নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস।

একুই কালে কোথা গেলা দেখিতে না পাই।

থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই।”

* * *

রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গুণ বে কৈল প্রচার।

কোথা গেলা ত্রিআচার্য্য ঠাকুর আমার।”—ইত্যাদি (২০৮১ সংখ্যক পদ)

(৫) “ত্রিল নরোত্তম আরে মোর প্রভু রে বারেক তোমারে পাও।

সে গুণ গাহিয়া সুঞি মরিয়া না বাড়।”—ইত্যাদি (২০৮২ সংখ্যক পদ)

(৬) “ত্রিআচার্য্য প্রভু ত্রিঠাকুর মহাশয়।

রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেম-রসময়।

* * *

এককালে কোথা গেলা না পাই দেখিতে।

দেখিবার দায় রহ না পাই শুনিতে।

উচ্ছিঃটির কুকুর সুঞি আছিলা সেখানে।

যখন সে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে।”—ইত্যাদি (২০৮৩ সংখ্যক পদ)

এই সকল উক্তি দর্শনে পদ-কর্তাকে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য বলিয়াই মনে হয়। তবে যদি ভক্তিরত্নাকরে অত্রকণ স্পষ্ট উক্তি থাকে, তাহা হইলে আমাদের অনুমান হইতে নরহরি চক্রবর্তীর সাক্ষ্যই অবশ্য বলবৎ হইবে। আমরা কিন্তু সেরূপ উক্তি খুজিয়া পাই নাই।

বংশীবদনের পোস্ত ও শচীনন্দনের পুত্র, “বংশী-লীলা” গ্রন্থের প্রণেতা ত্রিবরত ‘বরত’-তপিতা দিয়া পদ রচনা করিয়া থাকিলে, ইহা নরোত্তম-শিষ্য পূর্ব্বোক্ত বরতের পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

‘রাধাবরত,’ ‘হরিবরত’ প্রভৃতি ‘বরত’-নামাক্ত পদ-কর্তাদের অনেক সময়ে সংক্ষেপের জন্য শুধু ‘বরত’ তপিতা দিয়া পদ-রচনা করা অসম্ভব মনে হয় না। অন্ততঃ হরিবরত যে সেরূপ করিয়াছেন, আমরা ভীহার

সকলিত ‘ক্ষণদাগীত-চিত্তামণি’ গ্রন্থে উহার কয়েকটি উদাহরণ পাইরাছি। এই সকল পদে ‘বল্লভ’ শব্দটা লিষ্ট-ভাবে ‘প্রিয়’ ও ‘বল্লভ-নামক পদ-কর্তা’—এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইরাছে, এবং নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি কোন কোন বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক এই ব্রজবুনি পদগুলিকে ভণিতা-হীন মনে করিয়া রচনার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দর্শনে বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থান দিয়াছেন। এদিক্ কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ওরফে হরিবল্লভের রচনার তাঁহার একটা নিম্নস্থ বিশেষত্ব আছে। যদিও পদকল্পতরুর উদ্ধৃত ‘বল্লভ’ ভণিতার পদগুলির মধ্যে ব্রজবুনির পদও আছে, কিন্তু উহা যে, হরিবল্লভের রচিত নহে, উহা উভয়ের পদ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের রচিত পদাবলীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে ‘ক্ষণদাগীত-চিত্তামণি’ গ্রন্থের সুবোধ্য সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ‘পদ-কর্তাগণের প্রণয়’ শীর্ষকে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার সহিত প্রদর্শিত করিয়াছেন। আমরা নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতির দৃষ্টি উহার প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

পদ-কর্তা বসন্ত রায়ের ৫১টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইরাছে। বসন্ত রায় একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি। আমাদের বত দূর জানা আছে, তাহাতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই “সাধনা” পত্রিকার প্রথমে বসন্ত রায়ের সম্বন্ধে ছই তিনটা ক্ষুদ্র শ্রবন্ধ লিখিয়া, তাঁহার রচনার অপূর্ণ ব্যঞ্জনা প্রদর্শিত করিয়া, বসন্ত রায়কে বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদিগের সহিত তুলনার এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর কবি বলিয়া নির্দেশ করেন। বসন্তঃ বসন্ত রায়ের রচনা সর্বত্র সমান দরের না হইলেও তাঁহার ভাব-প্রধান পদগুলিতে তিনি মাঝে মাঝে যে, প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের নিকট “সাধনা” পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি না থাকায় আমরা উল্লিখিত শ্রবন্ধগুলির ঠিকানা দিতে পারিলাম না। কোতুহলী পাঠক খুঁজিয়া লইয়া পড়িয়া দেখিবেন। হৃৎথের বিষয়, ভক্তি-রস্বাক্যের বসন্ত রায়ের সামান্য উল্লেখ ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ জানা যায় না। ভক্তি-রস্বাক্যের আছে, বসন্ত রায় নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং তিনি শেষ বয়সে বুদ্ধাবন বাসী হইরাছিলেন। ইনি যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, গোবিন্দদাসের নিরলিখিত পদাংশ হইতেই উহার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—

“গোবিন্দ দাস কহয়ে মতিমন্ত।

তুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত।”—(পদকল্পতরু, ২৪৩৩ সং পদ)

বলা বাহুল্য যে, সম-সাময়িক কবি গোবিন্দ দাসের পদে নরোত্তম-শিষ্য কবি বসন্ত রায়ের এক্রপ উল্লেখ বর্ণেই প্রত্যাপিত ও সঙ্গত বটে।

কৌতুকের বিষয় যে, বশোহরের রাধা প্রতাপাদিত্যের পুত্র। কার্য-কুগল্যে বসন্ত রায়কে কেহ কেহ “পদ-কর্তা” বসন্ত রায় হির করিয়া রাঙ্ক-সত্য গোবিন্দ দাস ও বসন্ত রায়ের মধ্যে কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটাইয়া প্রতাপাদিত্য-চরিত্র অবলম্বনে উপভাস নাটক আদি রচনা করিয়াছেন। ইহা যে, ভ্রান্ত নাম-সাদৃশ্য-মূলক কবি-কল্পনা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বসন্ত রায়ের ‘শ্রীকৃষ্ণের রূপ’, ‘নিত্য-রাস’ ও রাস-লীলাতে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি উক্তি-প্রত্যুক্তি আত্ম-নিবেদনের পদগুলি বিখ্যাত। তাঁহার এই পদগুলির অধিকাংশই বধাক্রমে ৪র্থ আখ্যায় ২৮শ ও ৩০ পরবে প্রায় এক স্থলে সন্নিবেশিত হইরাছে।

বাহুদেব ঘোষের ৯৫টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইরাছে। বাহুদেব তাঁহার কোন পদেই ‘ঘোষ’ ব্যতীত ‘দাদ’ উপাধির ব্যবহার করেন নাই; কোথায়ও ‘বাহুদেব ঘোষ’ কোথাও ‘বাহু ঘোষ’ ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিয়াছেন। ‘বাহুদেব ঘোষ’ নামে একাধিক পদকর্তার বিষয়ও এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই; হুতরাং তাঁহার পদাবলীর কৃতিত্ব লইয়া কেহিও মৌলযোগ

বাহুদেব ঘোষ

নাই। ইহার অপর দুই সহোদরের নাম মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ। ইহারাও পদ-কর্তা ছিলেন; মাধব ঘোষের রচিত ৭টি পদ ও গোবিন্দ ঘোষের রচিত ৩টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের ভূমিকার ৫৪ পৃষ্ঠায় তিন ভ্রাতারই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে উহার পুনরুক্তি করা হইল না। বাসুদেবের পদাবলীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যিক। বাসুদেবের যে সকল পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সমস্তই শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক; এ যাবৎ বাসুদেবের ব্রজ-লীলাবিষয়ক কোন পদ আবিস্কৃত হয় নাই; ইহা হইতে অনুমান হয় যে, তিনি অল্প বিষয় পদ রচনা করেন নাই; করিলেও সে সকল পদ অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। বাসুদেবের গৌরচন্দ্র-পদাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিক মূল্য আছে; কেন না, তিনি মহাপ্রভুর লীলা নিজের দেখিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন। গৌর-ভক্তদিগের নিকট এ সকল পদের মাধুর্য্যও অল্প নহে। স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী বাসুদেবের পদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

“বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।

কাঠি পাষণ্ডে হবে যাহার শ্রবণে ॥”

দেবকীনন্দন দাস তাঁহার বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিয়াছেন,—

“শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।

গৌরগুণ বিনা যেই অস্ত্র নাহি জানে ॥”

দেবকীনন্দনের এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, বাসুদেব ঘোষ গৌরলীলা বাতীত অল্প বিষয়ের বর্ণনা করেন নাই। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জানিতেন; তাই, গৌর-লীলার বর্ণনা করিতে বাইরাও প্রায় সর্বত্রই তিনি পূর্ক্স-যুগের কৃষ্ণ-লীলার সহিত তাঁহার বর্ণিত গৌর-লীলার বিষয়গত ও ভাবগত সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নবদ্বীপ-লীলার যে ব্রজ-গোপীদিগের অভাব ছিল, নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার অনুকরণে বাসুদেব নিজকে ও অন্যান্য গৌর-ভক্তগণকে সেই নদীদ্বীপাগরী করুণা করিয়া ‘নাগরী’-ভাবের পদ নামক এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর পদেরও সূত্র-পাত করিয়া গিয়াছেন। লোচন দাস ও বনশ্রাম নরহরি প্রভৃতির হাতে পড়িয়া, উহা নিতান্ত পল্লবিত হইয়াছে এবং যেমন নাটকের অভিনয়ে বাগদাদিগের পক্ষে ত্রীলোকদিগের ভূমিকা-গ্রহণ, তেমন স্বাভাবিক ও চিত্তাকর্ষক হয় না বলিয়া, পরে ত্রীলোকের দ্বারা নাটকীয় ত্রী-চরিত্রের অভিনয় করানো হইতেছে, সেইরূপ এ ক্ষেত্রে নদীয়া-নাগরীগণেরও আভাষণ করা হইয়াছে। লোচন ও নরহরির নদীয়া-নাগরীর পদের কোন কোন স্থলে এ বিষয়ে এত বাড়ানো করা হইয়াছে যে, তাহা সুরক্টিসম্পন্ন মনে হয় না। বর্তমান সময়ে এক শ্রেণীর গৌর-ভক্তদিগের মধ্যে ‘নাগরী-ভাবের উপাসনা’র উপলক্ষে যে নানা উচ্ছৃঙ্খলতার কথা শুনা যায়, উহার জন্ত লোচন বা বনশ্রাম-নরহরির উদ্ভাস কবিকল্পনা আংশিক-ভাবে দায়ী কি না, তাহা আধুনিক বৈষ্ণব ইতিহাস-লেখকের চিন্তনীয় হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় যে, নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষের সম্বন্ধ একরূপ কোনও অভিযোগ করা চলে না। পদকল্পতরুর মজলিচরণের পরে পূর্ক্স-রাগ বর্ণনের প্রারম্ভে ‘নিরমল গোরা তনু’ ইত্যাদি বাসুদেবের যে ‘নাগরী-উক্তি’ ২৮ সংখ্যক স্থানের পদটি সন্নিবেশিত হইয়াছে, কোতুল্লো পাঠক ঐ পদটি পড়িয়া দেখিবেন। এখানে ‘নাগরী’ যে কে, পদকর্তা উহা উহা রাধিয়া,

“মত্ন মহৌষধি

তুহঁ জানসি যদি

মঝু লাগি করবি উণায় ॥”

এই নাগরীর উক্তির উত্তরে সুরকৌশলে বলিয়াছেন,—

“বাসুদেব ঘোষ কহে

শুন শুন এ সখি,

গোরা লাগি যো র আশ বায় ॥

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পদ-কর্তা নিজকে ও তাঁহার ছাত্র অপর গৌর-ভক্তকে “নদীয়া-নাগরী ভাবিয়াই ঐ পদ রচনা করিয়াছেন। অভিজ্ঞ পাঠক-বর্গকে বলিতে হইবে না যে, এইরূপ নাগরী-ভাষার উপাসনার মধ্যে গভীর মনস্তত্ত্ব-জ্ঞান অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগের মধ্যেও Bride of Christ বা খৃষ্ট-নাগরী-অভিমাণে খৃষ্টের উপাসনা বিরল নহে। নারী-জাতি চির-কাল কোমলত, আত্ম-সমর্পণ ও প্রেম-তন্ময়তার জীবন্ত আদর্শ; সুতরাং সেই নারীকে আদর্শ করিয়া, নারী-অভিমাণে যে, প্রেমিক-ভক্তগণ স্বীয় ইষ্ট-দেবের উপাসনার প্রাণাদিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

অগত্যা বাবু বাবুদেবের প্রাজ্ঞ অথচ গভীর অর্থ-পূর্ণ পদের সম্বন্ধে যে সুন্দর মন্তব্য লিখিয়াছেন, উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

“বাবুদেব বোম্বেব পদাবলী এত সহজ ও প্রাজ্ঞ যে, সামান্তরূপ লেখাপড়া জানিলেই উহাদের অধিকাংশের অর্থ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু কোন কোন পদ এত গভীরার্থ যে, সাধক ও ভক্ত না হইলে, তাহার মর্মোদ্ভেদ অসম্ভব। আমরা একটা পদের দুইটা মাত্র চরণের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের ব্যাখ্যার সমর্থন করিতেছি। যথা,—

“হুই চারি বলি দান কেলে গদাধর।

পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর।”*

“এই সংসারে ভবের পাশা খেলিয়া কেহ জিতে, কেহ হারে। কেহ জিতে হুই চারি ইত্যাদি সম-দানে; কেহ জিতে তিন পঞ্চ আদি বিষম দানে। যে, যে পদ্ধতি অবলম্বনে সাধন করে, তাহার তাহাতেই সিদ্ধি হয়। লোক-শিক্ষার জন্য গদাধর পণ্ডিত কহিতেছেন, “আমি ‘হরি’ বা ‘কৃষ্ণ’ বি-অক্ষরাত্মক নাম বা ‘হরেকৃষ্ণ’, কি ‘রাধাকৃষ্ণ’ এই চতুরক্ষরাত্মক নাম জপ করিলেই ভবের পাশায় জিনিব। অথবা ‘হুই’ আর ‘চারিতে’ ‘ছয়’ হয়; সুতরাং ষড়-রিপু জয় করিলেই সিদ্ধি লাভ করিব।” কিন্তু মহাপ্রভু কহিতেছেন, ‘দ্বিগতি’ এই তিন অক্ষরাত্মক পদার্থ লইয়া ভজন করিলেই ভবের পাশায় জন্মী হওয়া যায়। যে খেলাতে তত পটু নহে, অর্থাৎ যে ‘দ্বিগতি’ বা ‘শৃঙ্গার’ রসের মর্ম জানিতে অধিকারী হয় নাই, তাহাকে শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই ‘পঞ্চ দান’ লইয়া ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে হইবে। অথবা ‘তিন আর ‘পাঁচে’ আট হয়। সুতরাং অষ্ট-সাত্বিক ভাব অবলম্বনে সাধন করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে।” কিংবা মহাপ্রভু ০+৫=৮ দ্বারা ইহাও সঙ্কেত করিতে পারেন যে, “যদি কেহ সাধনরাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে “অষ্ট সখীর” অর্থাৎ ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি শ্রীরাধিকার প্রধানা অষ্ট-সখীর অন্ততমার অনুগা হইতে হইবে।” কেন না, সখীর অনুগা হইয়া ভজন না করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ প্রাপ্তির উপাদ্রব্য নাই।”

বাবুদেবের এই উক্তি যে গভীরার্থক, উহার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমরা এই আপাত-সহজ উক্তির গভীর অর্থটা পূর্বে বুঝিতে না পারায়, যথাস্থানে ঐ পঙ্ক্তি-দ্বয়ের কোনও টীকা লিখিতে চেষ্টা করি নাই। সুবিজ্ঞ অগত্যা বাবু উহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, উহাই যে পদ-কর্তার অভিপ্রায় আধ্যাত্মিক অর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই; তথাপি বোধ হয় যে, অগত্যা বাবু ০+৫=৮ এর তাৎপর্য্য লিখিতে যাইয়া একটু ভুল করিয়াছেন। অশ্রু, কল্প, পুণক প্রভৃতি অষ্ট-সাত্বিক ভাব ‘দ্বিগতি’ বা ‘শৃঙ্গার’ রসের ‘অনুভাব’ (manifestation) বলিয়া রস শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং যে ভক্ত “শৃঙ্গার” রস অবলম্বনে সাধনার

* পদকর্তার “পাদ-স্বীকৃতি” ২৩০ সংখ্যক ‘দ্বৈত’ জটায়। পদকর্তার উক্ত ‘রসিক’ বলে ‘দ্বৈত’ পাঠ আছে; উহাই সমীচীন মনে হয়।—সম্পাদক।

অধিকারী নহেন, তাঁহার পক্ষে অষ্ট-সাপ্তিক ভাব কি প্রকারে অবলম্বনীয় হইবে? অপিচ ত্রীরাধা-কৃষ্ণের একট-লীলায় বাঁহারা ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি প্রধান অষ্ট-সখী, অত্রকট নিত্য-লীলায় তাঁহারাই ত্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সেবা-পরায়ণা প্রধান অষ্ট-সখী বটে। নিত্যধামে বাঁহারা নিত্য-কাল ত্রীরাধা-কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ যুগল-সেবার প্রয়াসী প্রেমিক বৈষ্ণব ভক্ত এই মঞ্জরীদিগের অমুগা হওয়ার জন্য বিশেষ-ভাবে তাঁহাদের কৃপা-ভিক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং ৫+৩=৮ এর তাৎপর্য্য অষ্ট-সখীর দ্বারা এখানে ত্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি অষ্ট-মঞ্জরীই বুঝিতে হইবে। ত্রীল নরোত্তম তাঁহার প্রার্থনাবলীতে স্থানে স্থানে এই অষ্ট-মঞ্জরীই দাস্ত কামনা করিয়াছেন। যথা,—

“রাধাকৃষ্ণ সেব মন জীবনে মরণে ।
তার স্থান তার লীলা স্মর রাত্রি দিনে ॥
যখন যে লীলা করে যুগল-কিশোর ।
সখীর সঙ্গিনী হউ তাতে হঞা ভোর ॥
ত্রীরূপমঞ্জরী পদ সেবী নিরবধি ।
তার পাদ-পদ্ম মোর মস্ত্র মহৌষধি ॥
ত্রীরূপমঞ্জরি দেবি মোরে কর দয়া ।
অমুক্ষণ দেহ তুয়া পাদ-পদ্ম-ছায়া ॥
ত্রীরূপমঞ্জরি দেবি কর অবধান ।
অমুক্ষণ করোঁ তুয়া পাদ-পদ্ম-ধ্যান ॥
বুলাবনে নিত্য নিত্য যুগল-বিলাস ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥”—(৩০৬১ সংখ্যক পদ)।

পুনশ্চ—

“ত্রীরূপমঞ্জরী-পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন ।
সেই মোর প্রাণ-ধন সেই মোর অভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন ॥”—ইত্যাদি (৩০৬৪ সং পদ)।

পুনশ্চ—

“ত্রীরূপমঞ্জরী সখী মোরে অনাখিনী দেখি
রাখিবে রাতুল ছুটি পায় ।
নরোত্তম দাসের মনে শ্রিয়-নশ্ব-সখীগণে
আনারে গগিয়া লবে তার ॥”—(৩০৬৬ সং পদ)।

রাগানুগ-বৈষ্ণব ভক্তদিগের মঞ্জরী সখীগণের আনুগত্যে ত্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা এতই প্রসিদ্ধ বিষয় যে, উহার পোষকতার আর অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করা অনাবশ্যক। বাহা হউক, ভগবদ্ভক্ত বাবু বাবু ঘোষের পাশকোড়ার গৌরচন্দ্রপদের এই সুন্দর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটি প্রদান করিয়া আত্মদিককে ধনী করিয়া গিয়াছেন।

‘বিজয়ানন্দ’-ভণিতার শুধু একটা মাত্র পদ (২২৪২ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি
 বিজয়ানন্দ গৌরাজ-বিষয়ক; সুতরাং ভগবদ্ভব বাবু কর্তৃক গৌরপদতরঙ্গিনী গ্রন্থেও সন্নিবেশিত
 হইয়াছে। ভগবদ্ভব বাবু বিজয়ানন্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“ইনি মহাপ্রভুকে
 অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহার স্মরণ হস্তাক্ষরে পরিতুষ্ট হইয়া, মহাপ্রভু ইহার নাম “রত্নবাহু”
 রাখিয়াছিলেন। ইনি কি পদ-কর্তা?”

আমরা ভগবদ্ভব বাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে এ যাবৎ অল্প কোনও
 বিজয় দাসের উল্লেখ পাই নাই; সুতরাং অল্প প্রতিবন্দীর অভাবে মহাপ্রভুর লিপি-কার বিজয় দাসের দাবী
 অগ্রাহ্য করার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রবাদ আছে,—“গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ” অর্থাৎ বহু সদ্গ্রন্থের
 অধিকারী ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়া থাকেন। যখন বহু সদ্গ্রন্থের রক্ষা ও কদাচিত্ পঠনের ফলেই পণ্ডিত্য
 জন্মিয়া থাকে, তখন সে সকলের লিপীকরণ ও তজ্জন্ত আদ্যোপাস্ত সম্বন্ধে পঠনের ফলে লিপি-কার যে পণ্ডিত
 হইবেন, তাহাতে সন্দেহের কারণ কি আছে? বস্তুতঃ যখন প্রাচীন গ্রন্থে শুধু নামোল্লেখের বলে অনেক ব্যক্তি
 প্রতিবন্দীর অভাবে পদ-কর্তা বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন, তখন মহাপ্রভুর লিপি-কার বিজয় দাসকে পদ-
 কর্তা বলিয়া স্বীকার না করার কোন কারণ নাই। মহাপুরুষের আশীর্বাদ সর্বদাই অনেক অচিস্তিত শুভ ফল
 প্রসব করে। এখানেও উহার অস্ত্রাঘাত হয় নাই। বিজয় দাস যদিও প্রথম তাঁহার “স্মরণ” হস্তাক্ষরের জন্তই
 “রত্নবাহু” উপাধি পাইয়া থাকেন, কিন্তু তিনি পদ-রচনার কৃতিত্বের জন্তও সেই উপাধির অধিকারী হইয়াছেন।
 বিজয় দাস অধিক পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয় না। তিনি হয় ত একরূপ ছই চারিটা গৌরাজ-
 বিষয়ক পদের দ্বারা ত্রীগৌরাজের চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

‘বিদ্যাপতি’-ভণিতার ১৬৩টি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে কতকগুলি খাঁটি
 বিদ্যাপতি বাংলা-পদও আছে। মৈথিল কবির মৈথিল ভাষার রচনা বাঙ্গালার গায়ক ও
 লিপিকরদিগের অজ্ঞতা বা অনবধানতা হেতু বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তথাকথিত বাংলা
 ব্রজবুলীতে পরিণত হইয়াছে, বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক ও সমালোচকদিগের একরূপ সিদ্ধান্ত হইলেও, তাঁহার
 মৈথিল ভাষা যে, উক্ত কারণে—

“তন লো রাজার যি

তোরে—কহিতে আসিরাছি

কাহ্ন হেন ধন

পর্যণে বধিলি

এ কাজ করিল। কি।” ইত্যাদি (২১৪ সংখ্যক পদ)

অথবা—

“যেখানে সতত বৈসে রসিক সুরারি।

সেখানে লিখির মোর নাম ছই চারি।” ইত্যাদি (১৬৮০ সং পদ)

ঐচ্ছিক পদের ভাষার দ্বারা অপরিবর্তনীয়রূপে খাঁটি বাংলার রূপান্তরিত হইতে পারে, এমন কথা কেহই বলিতে
 সাহসী হন নাই। সুতরাং বিদ্যাপতি ভণিতার অন্ততঃ এইরূপ খাঁটি বাংলা পদগুলির রচয়িতা যে, কোনও
 বাঙ্গালী বিদ্যাপতি কিংবা সেরূপ কোনও বাঙ্গালী পদ-কর্তা বিদ্যাপতি না জন্মিয়া থাকিলে, সেগুলি অমূলক-
 ভাবে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত হইয়াছে, একরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য মনে হয়। মৈথিল বিদ্যাপতি
 ব্যতীত কতিপয় বাংলা-পদের রচয়িতা ও বিদ্যাপতি-উপাধিধারী উৎকল-বাঙ্গালী কবি চম্পতির বিষয় চম্পতি রায়
 প্রমুখ সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠক দেখিয়াছেন যে, বৃন্দাবনের প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনদিগের মধ্যে

পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে বিদ্যাপতি-উপাধিধারী কবি চম্পতিই ‘বিদ্যাপতি’ ভণিতা-যুক্ত বাংলা পদের রচয়িতা। আমাদের চম্পতি রায়-বিষয়ক আলোচনা প্রেসে দেওয়ার পর, এখন সুহৃদয় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন মহাশয়ের পত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, বীরভূম প্রদেশেও ‘বিদ্যাপতি’ উপাধিধারী কবিরঞ্জন-নামক একজন প্রাচীন পদ-কর্তার উদ্ভব হইয়াছিল। তথ্য প্রবাদ আছে যে, এই ‘বিদ্যাপতি’ উপাধি-ধারী কবিরঞ্জনই ‘বিদ্যাপতি’ ভণিতার বাংলা পদ-সমূহের এবং “চরণ-নথ রমণি-রঞ্জন-ছান্দ” ইত্যাদি ইত্যাদি কোন কোন ব্রজবুলী পদের রচয়িতা। এক্ষণে নাকি প্রবাদ যে, এই বিদ্যাপতি-কবিরঞ্জনের সহিতই গঙ্গাতীরে চণ্ডীদাসের মিলন ও রস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। হরেকৃষ্ণ বাবু রামগোপাল দাস-কৃত “রঘুনন্দন-শাখা-নির্ণয়” নামক অপ্ৰকাশিত পুথিতে নিম্নলিখিত উক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। যথা,—

“কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি।
তার হয় শ্রীরঘুনন্দন ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দড়।

পদং যথা—

“শ্রীম গৌর বরণ একদেহ” ইত্যাদি।
“গীতেশু বিদ্যাপতিবদবিলাসঃ
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি-কালিদাসঃ।
রূপেষু নিভৎসিত-পঞ্চবাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব-কলা-নিধানঃ।”
“ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচেয়ে হুগতি।”

এই বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, ইহঁদের নাম ‘রঞ্জন’ বা ‘কবিরঞ্জন’ ছিল; ‘বিদ্যাপতি’ ছিল ইহঁদের উপাধি। ইনি কখনও ‘কবিরঞ্জন’ ও কখনও ‘বিদ্যাপতি’ ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রঘুনন্দন শ্রীমহাপ্রভুর অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ এই কবিরঞ্জনের সহিত মহাপ্রভুরও আন্দাজ এক শতকের পূর্ববর্তী কবি বড়ু চণ্ডীদাসের সম্মিলন ঘটতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এ জন্তই হরেকৃষ্ণ বাবু অনুমান করেন যে, মহাপ্রভুর পরবর্তী পদ-কর্তা নরোত্তম ঠাকুরের তৃত্ব দীন চণ্ডীদাসের সহিত সম্ভবতঃ এই কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সম্মিলন ঘটয়া থাকিবে। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিলনের বাহিনী অসম্ভব, সুতরাং অবিস্মৃত বঙ্গীয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ গ্রন্থের সুবোধ্য সম্পাদক সুহৃদয় বসন্তরঞ্জন রায় বিষয়মত মহাশয় সেই মিলন-কাহিনী অসম্ভব বা অবিস্মৃত মনে না করিলেও, তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের উক্ত কাব্যে তাঁহার সহজিয়া-ভাবে কোনও পরিচয় পান নাই। পক্ষান্তরে দীন চণ্ডীদাস যে একজন সহজিয়া ভাবাপন্ন পদকর্তা ছিলেন, এক্ষণে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সুতরাং মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের গঙ্গা-তীরে সম্মিলন ও সহজিয়া রস-তত্ত্বের আলোচনার বথার্থতার সম্বন্ধে সন্দেহের যে বিশিষ্ট কারণ আছে, হরেকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত পরবর্তী বিদ্যাপতি ও দীন চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে সে সন্দেহের অবকাশ নাই, ইহা অস্বস্ত বীকার

করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ কিংবদন্তীর বিরুদ্ধে, পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ২৬ পল্লবের অন্তর্গত কয়েকটি পদে দলিল-প্রমাণ রহিয়াছে। ২৬শ পল্লবের ২০৮৮ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

রূপ নরায়ণ বিজয় নরায়ণ
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মৌলন ভাবি ছহঁক কর বর্ণন
তছু পদ-কল্পক ভূজ।”

২০৯০ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

“পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জে
শুনতহি রূপনরায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান।”

বিদ্যাপতি যদি রঘুনন্দন-ভক্ত কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি হইবেন, তাহা হইলে উদ্ধৃত ভণিতায় ‘রূপনরায়ণ’ ‘বিজয়নরায়ণ’ ও ‘শিবসিংহ’—মৈথিল রাজগণের ও ‘লছিমা’ দেবীর প্রসঙ্গ আসিল কি প্রকারে? এই পদগুলিকে অমূলক ও কৃত্রিম মনে করার কোনও কারণ আছে কি? এই প্রাচীন পদগুলি—যাহা প্রায় ছই শত বৎসর পূর্বে বৈষ্ণবদাসের মত একজন পণ্ডিত ও গবেষকের দ্বারা বহু চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়া পদকল্পতরুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে—শুধু লোকের মুখে প্রচারিত কিংবদন্তী বা কল্পনার বলে অগ্রাহ্য করা যায় কি? আশা করি, হরেকৃষ্ণ বাবু এই বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

হরেকৃষ্ণ বাবু আরও লিখিয়াছেন,—“কবিরঞ্জন-ভণিতায় যত পদ পদকল্পতরুতে আছে, সব এই কবির। কোনটাই বিদ্যাপতির নয়। বাজালা পদ কিরূপে বিদ্যাপতির হইবে?”

* * * *

এ যে “উদয়ল কুস্তল-ভারা”—এ পদের ভাষা বাই হোক,—পদটী শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের। একই পুথিতে কবিরঞ্জন ভণিতায় পদ ভাগাভাগি হইবে না। কারণ, বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি ছিল কি না, সন্দেহজনক।

“রসমঞ্জরীর উদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পদ—“চরণনখ রমণি রঞ্জন ছান্দ”,—এই পদ এই কবিরঞ্জনের। রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর রসমঞ্জরীতে পিতার প্রশংসিত এই কবির পদই তুলিয়াছেন। ঐ পদে “কহে কবিরঞ্জন শুন বর নারি। প্রেম অদ্বিয়া রসে লুবধ সুরারি” এই ভণিতাই ঠিক।”

“একই পুথিতে কবিরঞ্জন ভণিতায় পদ ভাগাভাগি হইবে না”—আমরা হরেকৃষ্ণ বাবুর এই কথাই কোন যুক্তি বুঝিলাম না। পদকল্পতরু আছে কবিরঞ্জন-ভণিতায় ৭টি ব্রজবুলি পদ পাওয়া গিয়াছে। আমরা কবিরঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের বিষয় অবগত না থাকায় ঐ পদগুলির সমস্তই বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছি (ভূমিকার ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। হরেকৃষ্ণ বাবু পদকল্পতরুর ৪৫২ সংখ্যক “চরণ-নখ রমণি-রঞ্জন-ছান্দ” ইত্যাদি বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত পদে রসমঞ্জরীতে কবিরঞ্জনের ভণিতা দেখিয়া, উহা খণ্ডবাসী কবিরঞ্জনের রচিত বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। পদকল্পতরুর কোনও পুথিতেই ঐ পদে কবিরঞ্জনের ভণিতা পাওয়া যায় নাই। এ পদটার রসমঞ্জরীতে কবিরঞ্জন ভণিতা থাকিলেও সেই কবিরঞ্জন যে খণ্ডবাসী কবিরঞ্জন ছাড়া মৈথিল কবি বিদ্যাপতি হইতে পারেন না, সে সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণ বাবু কোনও প্রমাণ দিতে পারেন নাই। এ পদটার কথা ছাড়িয়া দেওয়া বাউক। পদকল্পতরুতে ‘কবিরঞ্জন’ ভণিতায় যে ৭টি

পদ আছে, তাহা হরেকৃষ্ণ বাবু রসমঞ্জরীতে পাইয়াছেন কি ? যদি না পাইরা থাকেন, তাহা হইলে তিনি কোন প্রমাণের বা অনুমানের বলে সেগুলিকে খণ্ডবাসী কবিরঞ্জন রচিত মনে করেন ?

পদকল্পতরুর পূর্বোক্ত ২০৮৮ ও ২০৯৩ সংখ্যক পদ দেখিয়াও হরেকৃষ্ণ বাবু কি অল্প মৈথিল কবি বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্জন' নামে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারি না। কবিরঞ্জন ভণিতার অন্ততঃ উৎকৃষ্ট ব্রজ-বুলীর ৫টি পদের রচয়িতাও যে তিনি ছাড়া অল্প কেহ নহেন—এরূপ একটা অপ্রামাণিক ব্যাপক উক্তির আমরা সমর্থন করিতে পারি না। 'বিদ্যাপতি' ভণিতার বাংলা পদগুলির রচনা সাধারণ, উহাতে কবিশ্রেষ্ঠ 'বিদ্যাপতির' রচনার লক্ষণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে 'কবিরঞ্জন' ভণিতার পদগুলির মধ্যে ১১০৪ ও ১১৬০ সংখ্যক বাংলা পদ-দ্বয় ব্যতীত বাকি ৫টি ব্রজবুলীর পদ বিদ্যাপতির কবিতার সৌন্দর্য্য-যুক্ত। সুতরাং আমরা এ বিষয়ের সুমীমাংসার পক্ষে হরেকৃষ্ণ বাবুর মত "পদের ভাষা যাই হোক" বন্দিয়া তুচ্ছ করিতে পারি না। আমরা পদকল্পতরুর 'কবিরঞ্জন' ভণিতার পদগুলির পুনরালোচনা করিয়া দৃঢ়তা সহকারেই বলিতে ইচ্ছা করি যে, ভাষা-গত ও ভাব-গত প্রমাণ অনুসারে ১১০৪ ও ১১৬০ সংখ্যক পদ-দ্বয় ছাড়া বাকি পদগুলি কবিরঞ্জন উপাধি-ধারী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই প্রতীত হয়। বাংলা পদদ্বয় খণ্ডবাসী কবিরঞ্জন রচনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এতই পুথিতে 'কবিরঞ্জন' ভণিতার পদে বৈষ্ণববাদ ভাগাভাগি করিয়াছেন এবং মৈথিল কবিরঞ্জন পক্ষে বাদ্যলী কবিরঞ্জনকে স্থান দিয়া তিনি সুবিবেচনা ও নিরপেক্ষতারই পরিচয় দিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ বাবুর মতের সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, 'বিদ্যাপতি'-ভণিতার বাংলা পদগুলির রচয়িতা উড়িষ্যা-বাসী চম্পতি না হইরা খণ্ডবাসী বিদ্যাপতি হওয়াই অধিক সম্ভাব্যর বটে। আমরা হরেকৃষ্ণ বাবুর এই প্রশংসনীয় গবেষণার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা নিয়ে 'বিদ্যাপতি' ভণিতার বাংলা পদগুলির একটা তালিকা দিলাম; যথা—২১৫, ২২৬, ৫১১, ১০৯১, ১১০৩, ১৬৪২, ১৬৮০ ও ২৫২৫ সংখ্যক পদ। নগেন্দ্র বাবু ৫১১ ও ১০৯৩ সংখ্যক বাংলা পদ-দ্বয় রূপান্তরিত-ভাবে তাঁহার সংস্করণ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, তিনি উক্ত পদ দুইটিকে যে মৈথিল রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, উহা সফল হয় নাই; পদ দুইটা বেশীর ভাগ বাংলাই রহিয়া গিয়াছে। এখানে স্থানাভাবে এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। আমাদের "বিদ্যাপতি-বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে উহা সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

মৈথিল কবি-চুড়ামণি বিদ্যাপতির সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের অনুবাদক স্বর্গগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া, (Maithil Christomathy) গ্রন্থের প্রণেতা স্তর ঐগারদান, 'মহাজন-পদাবলী'র সম্পাদক স্বর্গগত জগদ্বন্ধু ভট্ট, "বিদ্যাপতির পদাবলী" গ্রন্থের সম্পাদক স্বর্গগত সারদাচরণ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও "মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি" নামক হিন্দী সংস্করণের প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায়, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও বিদ্যাপতির "কৌণ্ডিন্য" নামক অবহট্ট-ভাষার কাব্য গ্রন্থখানার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়গণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন, এখানে সে সকল আলোচনার সার সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার স্থানাভাব হেতু, আমরা বিশেষ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বিদ্যাপতির বিবরণ পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও আলোচনা হইয়া থাকিলেও দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই; বাহা জানা গিয়াছে, তাহা নিয়ে কয়েকটা দফার সংক্ষেপে লিখিত হইল।

(১) বিহার প্রদেশের দরভাঙ্গা জেলার মধুবাণী মহকুমার অন্তর্গত ‘বিন্ধ্য’ গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-শতক অব্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তবে, তাঁহার বংশধরদিগের নিকট সম্বন্ধ রক্ষিত দান-পত্রের তাম্র-কলক দর্শনে জানা যায় যে, ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে ‘বিন্ধ্য’ গ্রাম দানে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐয়ারগন ও কাব্যবিশারদের প্রদর্শিত তালিকায় ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবসিংহের রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু উহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কেন না, তাঁহার “অনল-রক্ত-কর লক্ষ্মণ নরবই” ইত্যাদি একটা প্রসিদ্ধ মৈথিল পদে বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন যে, ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে অর্থাৎ ১৪০০ খৃষ্টাব্দে শিবসিংহের পিতা রাজা দেবসিংহের মৃত্যু হয় এবং সেই লক্ষ্মণাব্দেই শিবসিংহ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। নগেন্দ্রাবু ও “মৈথিল-কৌকিল-বিদ্যাপতি” গ্রন্থের সম্পাদক ব্রজেনন্দন বাবু উভয়েই বিদ্যাপতির উক্ত পদটা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দেই শিবসিংহের রাজ্য-রোহণ-কাল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলেই জানা যাইতেছে যে, যে বৎসর শিবসিংহের রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে, সে বৎসরই তিনি বিদ্যাপতিকে উক্ত ভূমি দান করেন। দান-পত্রে লিখিত আছে,—‘গ্রামোহমস্বাভিঃ স প্রক্রিয়াতি-নবজয়দেব-মহারাজ-পণ্ডিত-ঠাকুর-শ্রীবিদ্যাপতিভাঃ শাসনৌক্যতা প্রদত্তঃ’ ইত্যাদি। দান-পত্রের ‘নব-জয়দেব’ ও ‘পণ্ডিত-ঠাকুর’ বিশেষণ-মহাত্ম্যে বুঝা যায় যে, বিদ্যাপতি ঠাকুর তখনই শ্রেষ্ঠ ‘কবি’-রূপে পরিগণিত হইয়া ছিলেন। সুতরাং সে সময়ে তাঁহার বয়স অনুমান বিশ বৎসর হইয়াছিল অনুমান করিলে, আন্দাজ ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এক্ষণে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

(২) স্বর্গ-গত হারদন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় তাঁহার নিকট সুরক্ষিত “পদ-সমুদ্র” নামক সুবৃহৎ প্রাচীন পদ-সংগ্রহ পুথিতে ‘বিদ্যাপতি’-ভণিতার নিম্ন-লিখিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যথা—

“জন্মদাতা মোর গণপতি ঠাকুর মৈথিল দেশ কর’ বাস।

পঞ্চ গোড়াধিপ শিব সিংহ ভূপ রূপা করি লেট নির পাস।

বিন্ধ্যী গ্রাম দান করল মুখে রহতহি রাজসম্মিধান।

লছিম-চরণ-ধ্যানে কবিতা নিকসয়ে বিদ্যাপতি ইহ ভাণ ॥”

‘পদ-সমুদ্র’ পুথি ও এই পদের প্রামাণিকতা বাহাই হউক না কেন, বিদ্যাপতির পিতার নাম যে গণপতি ঠাকুর, তাহা বিদ্যাপতির বংশধরদিগের নিকট প্রাপ্ত বংশ-লতা দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। বাদ্যলার বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে বিদ্যাপতি প্রসিদ্ধ ‘নব রসিক’দিগের অন্ততম এবং শিব সিংহের মহিষী লছিম দেবীর প্রণয়ী ছিলেন। নগেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি সহজিয়া-বৈষ্ণব ছিলেন না; তিনি শৈব-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অথচ পদকল্পতরুর একটা পদে স্পষ্ট দেখা যায় যে,—

“কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ লছিম-পদ করি ধ্যান ॥” (২৩৯০ সংখ্যক পদ)

পদ-ধ্যান করার কথা না থাকুক, আরও বহুসংখ্যক পদেই বিদ্যাপতি লছিম দেবীর স্তুতি-গান করিয়াছেন। ইহার কি সীমাংসা করা যাইবে? আমাদের বোধ হয় যে, বস্তুতঃ লছিম দেবীর সহিত বিদ্যাপতির কোনও অবৈধ প্রেম-সম্বন্ধ ছিল না। রাজ-পত্নী, বিশেষতঃ প্রতিপালকের পত্নী, মাতৃ-তুল্যা; সুতরাং ভক্তি-প্রকার পাত্রী লছিম দেবীর সম্বন্ধে বিদ্যাপতির এক্ষণে উক্তি অসঙ্গত মনে করা যায় না। তবে ‘বিবর্তবিলাস’ প্রভৃতি সহজিয়া গ্রন্থের যে প্রণেতারা শ্রীচৈতন্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া, রামানন্দ রায়, সনাতন, রূপ ও শ্রীজীবনোদ্যায়ী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সকলের দ্বারা এক একটা “প্রকৃতি”র আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই,— তাহাদের রূপায় মিথিলার শৈব বিদ্যাপতিও যে সহজিয়া-বৈষ্ণব সাজিয়া, ‘নব রসিক’ সম্প্রদায়ের দল-পুট

করবেন, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে ?” বস্তুতঃ প্রকৃত কথা এই যে, বিদ্যাপতি বা বড় চণ্ডীদাসের সময়ে বঙ্গ-দেশে শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ধর্ম লইয়া কোন রেঘায়েষি বা সম্প্রদায়গত বিষয়-ভাব ছিল না। তাই বাহুলী-সেবক শাক্ত চণ্ডীদাস ও শৈব বিদ্যাপতি শ্রীধাধিকৃষ্ণেব ব্রহ্ম-লীলা অবলম্বনে পদ-রচনা করিতে কোনওরূপ কুঠা বোধ করেন নাই।

বিদ্যাপতির মাতার নাম ছিল হাসিনী দেবী। বিদ্যাপতির অধস্তন বংশধর বনমালী ঠাকুর ও বজ্রীনাথ ঠাকুরকে ধরিয়া ত্রয়োদশ পুরুষ চলিতেছে। সাধারণতঃ এক শতকে তিন পুরুষ ধরা হয়; সেই হিসাবে বিদ্যাপতির জন্ম-সাল ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়া বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ৫৪৮ বৎসরে ১৬:১৭ পুরুষ হওয়ার কথা; কিন্তু বিদ্যাপতির বংশধরেরা বোধ হয়, খুব দীর্ঘজীবী ছিলেন। বিদ্যাপতি নিজে যে শতাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন, উহার কয়েকটি বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) বিদ্যাপতি স্বহস্তে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একখানা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; ঐ পুথিখানা এখনও তাঁহার বংশধরদিগের নিকট আছে।

হরিনারায়ণ ওরফে রাজা ভৈরব সিংহের প্রীতির জন্য বিদ্যাপতি “দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন * ভৈরব সিংহের রাজ্য প্রাপ্তি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। সুতরাং ঐ গ্রন্থরচনা-কালে বিদ্যাপতির বয়স অন্ত্য ১৩০ বৎসর হইয়াছিল, জানা যাউতেছে। একশত তেত্রিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকি নিশ্চিতই কিছু অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু বিদ্যাপতির স্ব-রচিত শ্লোকের প্রমাণ ও মৈথিল-পঞ্জীর রাজাদিগের রাজ্য-কাল নির্দেশও অবিশ্বাস করা যায় না। আমাদের অনুমান হয় যে, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীর রচনাকালে ভৈরব সিংহের পিতা দর্পনারায়ণ রাজা ছিলেন। পুত্র ভৈরব সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক ও কৃতবিদ্যা বলিয়া দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীর রচনার সম্ভবতঃ তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল বলিয়া বিদ্যাপতি তাঁহারও নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাই রাজাকে ‘স্নাতক’ অর্থাৎ রাজা বলিয়া উল্লেখ করা কবির শিষ্টাচার মাত্র। রাজা দর্পনারায়ণ ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন; সুতরাং তাঁহার রাজ্যারোহণ-কালে বিদ্যাপতির বয়স ৯২ বৎসর হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্যারোহণের কয়েক বৎসর পরেই ঐ গ্রন্থ রচিত হয়; সুতরাং বিদ্যাপতি শতাধিক বৎসর সুস্থশরীরে জীবিত থাকিয়া যে, নানা গ্রন্থ ও পদাবলীর রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থাবলী, যথা—‘কীর্তিলতা’, ‘পুরুষপরীক্ষা’, ‘নিখনাবলী’, ‘শিবসরস্বতীর’, ‘গঙ্গাবাক্যাবলী’, ‘বিভাগসার’, ‘গয়াপতন’, ‘দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী’। এই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও রচনা-কাল সম্বন্ধে আলোচনা “মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি” গ্রন্থের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। বাহুল্য-ভয়ে এখানে উদ্ধৃত হইল না। ‘কীর্তিলতা’ ‘অবহট্ট’ অর্থাৎ অপভ্রংশ-ভাষায় গদ্য-পদ্যে রচিত; তন্ত্রিণ অস্ত্রান্ত গ্রন্থগুলি সমস্তই সংস্কৃত-রচনা বটে। কিছু দিন পূর্বে কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল সিরিজ হইতে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত “কীর্তিলতা” গ্রন্থের একটি সাহুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ঐ লুপ্ত-প্রায় ঐতিহাসিক কাব্যখানা নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। “পুরুষপরীক্ষা” গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ বহুকাল পূর্বে কোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক মুহূর্ত্তর তর্কালঙ্কার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। ২০।২৫ বৎসর পূর্বে উহাই আবার কলিকাতার বঙ্গবাসী মাসপত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ‘পুরুষপরীক্ষা’ সংস্কৃতের ‘লক্ষতরু’ ও ‘হিতোপদেশ’ গ্রন্থদ্বয়ের শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থ; তবে উহাতে পদ্মশফর কাহিনী দ্বারা উপদেশ ও

* “ভূপ: শ্রীভবসিংহবংশতিলাক: শ্রীদর্পনারায়ণ: স্ব:স্বানন্দবনন্দনাক্তিপাত: শ্রীধীরসিংহ: কৃতী। শত-শ্রীসহস্রকপেত্রবহিঃ শ্রীভৈরবস্নাতকো দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী কৃতিরিহ: তত্তান্ত সংগ্রহীতয়ে।”—দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী:—সম্পাদক

† বিহার প্রদেশের অন্তর্গত আরা জেলার ‘সাপরী-প্রচারণী সত্য’ কবিত্ব প্রকাশিত।—সম্পাদক

(১) বিহার প্রদেশের দরভাজা জেলার মধুবাণী মহকুমার অন্তর্গত ‘বিস্কী’ গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-শক অন্যান্যি নির্ণীত হয় নাই। তবে, তাঁহার বংশধরদিগের নিকট সম্বন্ধে রক্ষিত দান-পত্রের তালিকা-কলক দর্শনে জানা যায় যে, ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতি মধিলায় রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে ‘বিস্কী’ গ্রাম দানে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐয়ারদত্ত ও কাব্যবিশারদের প্রদর্শিত তালিকায় ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবসিংহের রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু উহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কেন না, তাঁহার “অনল-রক্ষু-কর লক্ষ্মন নরবই” ইত্যাদি একটা প্রসিদ্ধ মৈথিল পদে বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন যে, ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে অর্থাৎ ১৪০০ খৃষ্টাব্দে শিবসিংহের পিতা রাজা দেবসিংহের মৃত্যু হয় এবং সেই লক্ষ্মণাব্দেই শিবসিংহ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। নগেন্দ্রবাবু ও “মৈথিল-কোঙ্কিল-বিদ্যাপতি” গ্রন্থের সম্পাদক ব্রজেনন্দন বাবু উভয়েই বিদ্যাপতির উক্ত পদটা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দেই শিবসিংহের রাজ্যারোহণ-কাল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলেই জানা যাইতেছে যে, যে বৎসর শিবসিংহের রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে, সে বৎসরই তিনি বিদ্যাপতিকে উক্ত ভূমি দান করেন। দান-পত্রে লিখিত আছে,—‘গ্রামোহমস্বামিভিঃ স প্রক্রিয়াভি-র্নবজয়দেব-মহারাজ-পণ্ডিত-ঠাকুর-শ্রীবিদ্যাপতিভ্যঃ শাসনৌক্যত্যা প্রদত্তঃ’ ইত্যাদি। দান-পত্রের ‘নব-জয়দেব’ ও ‘পণ্ডিত-ঠাকুর’ বিশেষণ-মহাত্ম্যে বুঝা যায় যে, বিদ্যাপতি ঠাকুর তখনই শ্রেষ্ঠ ‘কবি’-রূপে পরিগণিত হইয়া-ছিলেন। সুতরাং সে সময়ে তাঁহার বয়স অনুমান বিশ বৎসর হইয়াছিল অনুমান করিলে, আনু্য ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

(২) স্বর্ণ-গত হারদ্বন্দ্ব দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় তাঁহার নিকট সুরক্ষিত “পদ-সমুদ্র” নামক সুবৃহৎ প্রাচীন পদ-সংগ্রহ পুথিতে ‘বিদ্যাপতি’-ভণিতার নিম্ন-লিখিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যথা—

“জন্মদাতা মোর গণপতি ঠাকুর মৈথিল দেশ কর’ বাস।

পঞ্চ গৌড়াধিপ শিব সিংহ ভূপ কৃপা করি লেউ নিজ পাস।

বিস্ণী গ্রাম দান করল মুখে রহতহি রাজসম্মিধান।

লছিম-চরণ-ধ্যানে কবিতা নিকসয়ে বিদ্যাপতি ইহ ভাগ।”

‘পদ-সমুদ্র’ পুথি ও এই পদের প্রামাণিকতা বাহাই হউক না কেন, বিদ্যাপতির পিতার নাম যে গণপতি ঠাকুর, তাহা বিদ্যাপতির বংশধরদিগের নিকট প্রাপ্ত বংশ-লতা দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। বাজালার বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে বিদ্যাপতি প্রসিদ্ধ ‘নব রসিক’দিগের অগ্রতম এবং শিব সিংহের মহিষী লছিম দেবীর প্রণয়ী ছিলেন। নগেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি সহজিয়া-বৈষ্ণব ছিলেন না; তিনি শৈব-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অথচ পদকল্পতরুর একটা পদে স্পষ্ট দেখা যায় যে,—

“কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ লছিম-পদ করি ধ্যান।” (২৩৯০ সংখ্যক পদ)

পদ-ধ্যান করার কথা না থাকুক, আরও বহুসংখ্যক পদেই বিদ্যাপতি লছিম দেবীর স্তুতি-গান করিয়াছেন। ইহার কি মীমাংসা করা যাইবে? আমাদের বোধ হয় যে, বস্তুতঃ লছিম দেবীর সহিত বিদ্যাপতির কোনও অটৈবধ প্রেম-সম্বন্ধ ছিল না। রাজ-পত্নী, বিশেষতঃ প্রতিপালকের পত্নী, মাতৃ-তুল্যা; সুতরাং ভক্তি-প্রকার পাণ্ডী লছিম দেবীর সম্বন্ধে বিদ্যাপতির এরূপ উক্তি অসঙ্গত মনে করা যায় না। তবে ‘বিবর্তবিলাস’ প্রভৃতি সহজিয়া গ্রন্থের যে প্রণেতারা খ্রীষ্টচৈতন্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া, রামানন্দ রায়, সনাতন, রূপ ও শ্রীজীবগোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সকলের স্কেই এক একটা “প্রকৃতি”র আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই,— তাহাদের রূপায় মধিলায় শৈব বিদ্যাপতিও যে সহজিয়া-বৈষ্ণব সাজিয়া, ‘নব রসিক’ সম্প্রদায়ের দল-পুট

করিয়েন, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে ?” বস্তুতঃ প্রকৃত কথা এই যে, বিদ্যাপতি বা বড় চণ্ডীদাসের সময়ে বঙ্গ-দেশে শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ধর্ম লইয়া কোন রেঘারেষি বা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ-ভাব ছিল না। তাই বাম্বলী-সেবক শাক্ত চণ্ডীদাস ও শৈব বিদ্যাপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণেব ব্রহ্ম-লীলা অবলম্বনে পদ-রচনা করিতে কোনওরূপ কুষ্ঠা বোধ করেন নাই।

বিদ্যাপতির মাতার নাম ছিল হাসিনী দেবী। বিদ্যাপতির অধস্তন বংশধর বনমালী ঠাকুর ও বজ্রীনাথ ঠাকুরকে ধরিয়া ত্রয়োদশ পুরুষ চলিতেছে। সাধারণতঃ এক শতকে তিন পুরুষ ধরা হয় ; সেই হিসাবে বিদ্যাপতির জন্ম-সাল ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়া বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ৫৪৮ বৎসরে ১৬.১৭ পুরুষ হওয়ার কথা ; কিন্তু বিদ্যাপতির বংশধরেরা বোধ হয়, খুব দীর্ঘজীবী ছিলেন। বিদ্যাপতি নিজে যে শতাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন, উহার কয়েকটি বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে (১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) বিদ্যাপতি স্বহস্তে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একখানা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; ঐ পুঁথিখানা এখনও তাঁহার বংশধরদিগের নিকট আছে।

হরিনারায়ণ ওরফে রাজা ভৈরব সিংহের শ্রীতির জন্য বিদ্যাপতি “দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন * ভৈরব সিংহের রাজ্য প্রাপ্তি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। সুতরাং ঐ গ্রন্থরচনা-কালে বিদ্যাপতির বয়স অন্তর ১৩৩ বৎসর হইয়াছিল, জানা যাইতেছে। একশত তেত্রিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকি নিশ্চিতই কিছু অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু বিদ্যাপতির স্ব-রচিত শ্লোকের প্রমাণ ও মৈথিল-পঞ্জীর রাজাদিগের রাজ্য-কাল নির্দেশও অবিশ্বাস করা যায় না। আমাদের অনুমান হয় যে, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীর রচনাকালে ভৈরব সিংহের পিতা দর্পনারায়ণ রাজা ছিলেন। পুত্র ভৈরব সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক ও কৃতবিদ্য বলিয়া দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীর রচনায় সম্ভবতঃ তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল বলিয়া বিদ্যাপতি তাঁহারও নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভাবী রাজাকে ‘স্নাত্তজ’ অর্থাৎ রাজা বলিয়া উল্লেখ করা কবির শিষ্টাচার মাত্র। রাজা দর্পনারায়ণ ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন ; সুতরাং তাঁহার রাজ্যারোহণ-কালে বিদ্যাপতির বয়স ৯২ বৎসর হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্যারোহণের কয়েক বৎসর পরেই ঐ গ্রন্থ রচিত হয় ; সুতরাং বিদ্যাপতি শতাধিক বৎসর সুস্থশরীরে জীবিত থাকিয়া যে, নানা গ্রন্থ ও পদাবলীর রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থাবলী, যথা—‘কৌন্তিলতা’, ‘পুরুষপরীক্ষা’, ‘লিখনাবলী’, ‘শৈবসর্বস্বদার’, ‘গঙ্গাবাক্যাবলী’, ‘বিভাগসার’, ‘গয়াপতন’, ‘দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী’। এই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও রচনা-কাল সম্বন্ধে আলোচনা “মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি” গ্রন্থের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। বাহুল্য-ভয়ে এখানে উদ্ধৃত হইল না। ‘কৌন্তিলতা’ ‘অবহট্ট’ অর্থাৎ অপভ্রংশ-ভাষায় গদ্য-পদ্যে রচিত ; তন্ত্রের অন্তান্ত গ্রন্থগুলি সমস্তই সংস্কৃত-রচনা বটে। কিছু দিন পূর্বে কলিকাতার ওরিএণ্টাল সিরিজ হইতে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত “বৌদ্ধগীতা” গ্রন্থের একটি সান্ন্যবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ঐ লুপ্ত-প্রায় ঐতিহাসিক কাব্যখানা নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। “পুরুষপরীক্ষা” গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ বহুকাল পূর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক মুতাজ্জর তর্কালঙ্কার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। ২০।২৫ বৎসর পূর্বে উহাই আবার কলিকাতার বঙ্গবাসী যন্ত্রালয় হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ‘পুরুষপরীক্ষা’ সংস্কৃতের ‘পঞ্চতন্ত্র’ ও ‘হিতোপদেশ’ গ্রন্থদ্বয়ের শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থ ; তবে উহাতে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী দ্বারা উপদেশ ও

* ভূপঃ শ্রীভবসিংহবংশতিলকঃ শ্রীদর্পনারায়ণঃ স্বান্বানন্দনন্দনাকতিপাতঃ শ্রীধীরসিংহঃ কৃতী। শঙ্ক-শ্রীসহজরূপেগ্রন্থবিহিতঃ শ্রীভৈরবস্নাত্তজো দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী কুতরিদ্বঃ তত্তান্ত সংগ্রহীতয়ে।—দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী।—সম্পাদক

† বিহার প্রদেশের অন্তর্গত আরা জেলার ‘নান্দারী-প্রচারণী সভা’ কর্তৃক প্রকাশিত।—সম্পাদক

নীতি-শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। নিতান্ত কৌতূহল-জনক নানাবিধ লোক-চরিত্রের সরস বর্ণনা দ্বারা উহাতে সকল শ্রেণীর লোকদিগকে কাব্য-পাঠের আনন্দের সচিত্র নীতি-শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু “কীর্ত্তিপতাকা” নামে বিদ্যাপতির আর একখানা গ্রন্থেও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই।

বিদ্যাপতি উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তির জন্য ‘নবজয়দেব’, ‘নবকবিশেখর’, সংক্ষেপে ‘কবিশেখর’, ‘কবিরঞ্জন’ ও ‘কবিকীর্ত্তিহার’ উপাধি পাইয়াছিলেন। পদকল্পতরুতে তাঁহার ‘নবকবিশেখর’, ‘কবিশেখর’ ও ‘কবিরঞ্জন’ ভণিতার পদ পাওয়া গিয়াছে।

বিদ্যাপতির পুত্র-সন্তান ছিল না। তাঁহার ‘হুমহি’ (হুমতী) নামী একটি কন্যা ছিল। অল্প সন্তান জন্মে নাই বলিয়াই জনক-জননী বোধ হয়, উহার সার্থক ‘হুমহি’ নাম রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির ভ্রাতৃপুত্র হরপতি ঠাকুরের দ্বারাই তাঁহার বংশধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিশেষ শক্তি-শালী মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে আধুনিক সংস্কেও অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালের মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে বিশ্বাস-যোগ্য জীবন-চরিত্রের পরিবর্ত্তে অলৌকিক কাহিনী হই বাহুল্য দেখা যায়। বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও সেরূপ কাহিনীর অভাব নাই। আমরা সে সকল এখানে বর্ণিত করিয়া ভূমিকার কলেবর বর্দ্ধিত করিব না। তবে বিদ্যাপতির সম্বন্ধে একটি কৌতুক-জনক কাহিনী এখানে বিবৃত না করিয়া পারিলাম না। নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—“রাজপণ্ডিত বিসমীগ্রামোপার্জ্জক বিদ্যাপতি ঠাকুরের একটি অতিথিশালা ছিল। অতিথিদিগের ভোজন সমাপন হইলে বিদ্যাপতি স্বয়ং সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতেন। প্রবাদ আছে, এক দিবস বিদ্যাপতি অতিথিশালায় প্রবেশ করিলে ভোজনতৃপ্ত অতিথি-মণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল, কেবল অত্যন্ত ক্লশকায় এক ব্যক্তি চিস্তামগ্ন হইয়া এক কোণে উপবেশন করিয়াছিল, সে আসন ত্যাগ করিল না। বিদ্যাপতি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ঐ ব্যক্তি আহার করেন নাই। তখন বিদ্যাপতি কৌতুক করিয়া শ্লোকার্কে কহিলেন,—

প্রাণুণো ঘৃণবৎ কোণে

স্থান্স্মাগ্নোপলক্ষিতঃ।

গৃহকোণে অবস্থিত স্থান্স্ম কোটবৎ অতিথি লক্ষিত হইলেন না। উপবিষ্ট পুরুষ তৎক্ষণাৎ অপরাধ-শ্লোকে উত্তর দিলেন,—

নহি স্থলদিয়ঃ পুংসঃ

স্থান্স্মে দৃষ্টিঃ প্রজারতে।

স্থলবুদ্ধি পুরুষের স্থান্স্ম পদার্থে দৃষ্টি গমন করে না। তখন বিদ্যাপতি পক্ষধর মিশ্রকে চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহান্তরে লইয়া গেলেন।”

ব্রজনন্দন বাবু লিখিয়াছেন,—“বিদ্যাপতি ঠাকুর নে স্থপ্রদিক্ হরিমিশ্র সে বিদ্যাধ্যয়ন কিয়া থা ওর উনুকে ভতীজে সুবিখ্যাত পক্ষধর মিশ্র কে রে সহপাঠী থে।” ব্রজনন্দন বাবুর এই উক্তিটী বথার্থ বলিয়া মনে হয়। পক্ষধর মিশ্র বিদ্যাপতির সহাধ্যায়ী; সুতরাং কৌতুকের পাত্র বলিয়াই বিদ্যাপতি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেও, যেন চিনিতে পারেন নাই, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া, ঐ কৌতুকোক্তি করিয়া থাকিবেন; নতুবা অতুল্য অপরিচিত অতিথির প্রতি তাঁহার এরূপ অবজ্ঞা-জনক কৌতুকোক্তি কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। বাহা হউক, রাজাহুগ্রহ-পুট ও সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ স্থগ-কায় বিদ্যাপতিকে স্থান্স্মকায় ও স্থান্স্মবুদ্ধি নৈয়মিক-প্রবর পক্ষধর মিশ্র সেই কৌতুকটা স্বদে-আগলে কিরাইয়া দিয়াছিলেন। কবির কাব্য-রসে মত্ত বলিয়া শাস্ত্রের স্থান্স্ম-তত্ত্বের চিন্তায় অপর—পক্ষধর মিশ্রের উক্তিভেদে বিদ্যাপতির প্রতি এরূপ কটাক্ষ থাকাও বিচিত্র নহে। কেন না, বিদ্যাপতি

স্ববিখ্যাত নৈয়ায়িক পঞ্চধরের খুল্লতাত প্রসিদ্ধ হরিমিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াও স্তায়-শাস্ত্রে বোধ হয়, তেমন প্রাণী লাভ করিতে পারেন নাই। ইহা বিচিহ্ন নহে; কেন না, প্রসিদ্ধ স্মৃতি আছে,—

“কাবোন হস্ততে শাস্ত্রং

কাব্যং গীতেন হস্ততে।

গীতঞ্চ দ্রাবিলাসেন

দ্রাবিলাসো বুভুক্ষয়া।”

আনন্দের বিষয় যে, বিদ্যাপতির দীর্ঘ জীবন কেবল কাব্য-রস-চর্চায়ই ব্যয়িত হয় নাই। প্রধান রাজপণ্ডিত ভাবে তিনি একাধিক স্মৃতিগ্রন্থের প্রণয়ন ও সমাজ-নেতৃত্ব দ্বারা মিথিলা রাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

মিথিলার প্রাচীন রাজবংশের রাজাদিগের প্রায় সকলেরই একাধিক নাম ছিল। রাজা শিবসিংহেরও যে নামান্তর “রূপনারায়ণ” ছিল, তাহা বিদ্যাপতির কয়েকটা পদের ভণিতা দ্বারা প্রমাণিত হয়। শিবসিংহের খুড়াত ভাই নরসিংহ ওরফে দর্পনারায়ণের এক পুত্রের নামও রূপনারায়ণ। “বিদ্যাপতির” পদে এই দ্বিতীয় “রূপনারায়ণের” উল্লেখ আছে।

এখন বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়াই আমরা বিদ্যাপতির এই প্রসঙ্গের উপসংহার বিদ্যাপতির পদাবলী। করিব। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে, নেপাল, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল দূরবর্তী স্থানে উহা প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেই সুপ্রাচীনতা ও গায়ক-লিপিকরদিগের অজ্ঞতা ও অনবধানতা হেতু উহাতে তত্ত্বদেশের ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া, উহা রূপান্তরিত ও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এ জন্যই বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদাবলীতে বিদ্যাপতির শুদ্ধ মৈথিল-ভাষার পরিবর্তে মৈথিল, ব্রজভাষা ও বাংলা ভাষার অল্পত মিশ্রণে উদ্ভূত তথাকথিত ব্রজ-বুলীর এবং নেপালের পুথির পদাবলীতে ‘মোরঙ্গ’ অর্থাৎ নেপালের তরাই-অঞ্চলের ভাষার প্রাচুর্য দেখা যায়। কেবল দূর দেশেই বিদ্যাপতির ভাষার বিকৃতি ঘটয়াছে, তাহা নহে। মনোমোহন গিরীন্দ্রবন্দ্য মহোদয় হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির অভাবে মিথিলার লোকের মুখে শুনিয়া বিদ্যাপতির যে সকল পদ সংগৃহীত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, ঐ সকল পদের সহিত নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের প্রাচীন ভাল-পত্রের পুথির পাঠ তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে, বিদ্যাপতির জন্মভূমিতেও তাঁহার পদের অল্প বিকৃতি ঘটে নাই। নির্ভর-যোগ্য প্রামাণিক প্রাচীন পুথি না পাইলে আধুনিক মৈথিল-ভাষার জ্ঞান ও কল্পনার বলে এখন ঐ সকল বিকৃত পদের সংশোধন ও বিদ্যাপতির প্রাচীন ও শুদ্ধ ভাষার অর্থ করিবার প্রয়াস বিশেষজ্ঞের পক্ষেও অসাধ্য নহে। নগেন্দ্র বাবু মিথিলার প্রসিদ্ধ কবি-পণ্ডিত ৮ কবীন্দ্র চণ্ডীকা মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার সংস্করণে বিদ্যাপতির পদাবলীর শুদ্ধ পাঠ ও অর্থের নির্ণয় জন্য প্রণয়নীয় চেষ্টা করিয়াও আশাভ্রংশ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর-ব্যাপী সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যের ও ভাষাতত্ত্বের অধ্যয়নের ফলে আমাদের যে সামান্ত জ্ঞান জন্মিয়াছে, উহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিদ্যাপতির পদনির্মাণ, পদ-বিজ্ঞান, পাঠ-নির্ণয় ও অর্থ-নির্ণয়ে নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণেও শতাধিক মারাত্মক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। উদাহরণে: সাহিত্য-সেবী স্বর্ণ-গত বিচারপতি দারদারণ মিত্র মহাশয়ের প্রচুর অর্থ-ব্যয়ে

* শ্রীহরিশ্রমের তালিকা দ্বিতীয় রূপনারায়ণ নরসিংহ ওরফে দর্পনারায়ণের পৌত্র ও ভৈরব সিংহ ওরফে হরিনারায়ণের পুত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু বিদ্যাপতির “দুর্গাভক্তিরাঙ্গিনী”র মঙ্গলাচরণে আছে—“শ্রীহরভৈরবসিংহবংশপুত্রির্ভক্তানুজ্ঞা। অথবা চন্দ্রাকর্কসিসহিত: শ্রীরূপনারায়ণ:।” ভৈরবসিংহের অনুজ্ঞা অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপনারায়ণ তাঁহার পুত্র হইবেন কি প্রকারে?—সম্পাদক

প্রকাশিত ৫৭ টাকা মূল্যের ঐ স্মরণীয় সংস্করণটি অবশেষে মাত্র ২৭ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াও নিঃশেষিত হইতে যেখানে প্রায় কুড়ি বৎসর সময় লাগিয়াছে, সেই হুর্ভাগ্য দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর সর্বদ্বন্দ্বসম্পন্ন নূতন প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করার চেষ্টা স্মরণপরাহত বিবেচনা করিয়া, বিদ্যাপতির পদাবলীর পাঠক ও ভবিষ্যৎ সম্পাদক-দিগের সাহায্যের জন্য বিগত কয়েক বৎসর হইতে আমরা নানা স্থানে নানা ভাবে বিদ্যাপতির পদাবলীর আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখানে সেই আলোচনার ফলের দিগ্‌দর্শন করাইবারও স্থানান্তর ; স্মরণীয় বিশেষ দ্বিজ্ঞান পাঠকদিগের দৃষ্টি আমরা নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির প্রতি আকর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

(১) “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থের ভূমিকার ১৮০—১৮১ পৃষ্ঠার লিখিত “বিদ্যাপতির পদাবলী” শীর্ষক প্রসঙ্গ।

(২) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের নানা স্থানে বিদ্যাপতির সন্নিধি পাঠ ও অর্থের বিচার।

(৩) ভরতপুরের নিখিল হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত ও প্রয়াগের হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন দ্বারা প্রকাশিত “বিদ্যাপতি-পদ্য-সংগ্রহ” ওরফে “বিদ্যাপতি ঔর উনকো কবিতা” শীর্ষক প্রবন্ধ-পুস্তিকা।

(৪) ত্রিহুট জেলার শায়েস্তাগঞ্জ পোষ্টের অধীন চরহামুয়া হইতে ত্রিযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিনোবিনোদ দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত “ত্রিহুটসোণার গৌরব” নামক মাসিক পত্রিকার ১৩৩৩—১৩৩৬ সালের সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত “বিদ্যাপতি-বিচার” শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী। ঐ বিচার আরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত না চলিলে সকল বক্তব্যের - শেষ করা যাইবে না। কৃপা দেহ ও অনবকাশ—উভয় কারণেই ইতিমধ্যে ঐ বিচার শেষ করা যাইতে পারে নাই। উক্ত প্রবন্ধাবলীতে নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের একটি একটি পদ ধরিয়া, পদের কৃতিত্ব, পদের রস-পর্যায়, পদের পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ আছে, উহা সবিস্তারে আলোচিত এবং শুদ্ধ পাঠ ও অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। জানিতে পারিয়াছি যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি সম্পাদক-সভ্য গঠিত করিয়া, চণ্ডীদাসের পদাবলীর নূতন সংস্করণের জায় বিদ্যাপতির পদাবলীরও একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আমরা বিশেষ-ভাবে সেই সম্পাদক-সভ্যের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি।

বিদ্যাপতির কবিত্ব সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রত্যাশিত হইলেও বাঙ্গালার শিক্ষিত পাঠক-সমাজে বিদ্যাপতির পদাবলী এতই সুপরিচিত ও সমাদৃত যে, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সঙ্কোচ মনে হয় ; কেন না, আমরা যে উহার উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিব, এক্ষণে সাহস আমাদের নাই।

আমরা সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে চাহি যে, বিদ্যাপতি অনেক-পরিমাণে জয়দেবের লক্ষণাক্রান্ত কবি। তবে জয়দেবের কাব্যে সংস্কৃত-ভাষার রচনা-মাহাত্ম্যে অল্প প্রাস ও পদ-লালিত্যের বহুটা উৎকর্ষ ঘটিয়াছে, বিদ্যাপতির কাব্য-কাব্যে ভাষার অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য হেতু ততটা উৎকর্ষ ঘটিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মতেও প্রাকৃত রচনাই আদ্যিদেবের কাব্যের পক্ষে সমধিক উপযোগী বলিয়া বিদ্যাপতির মৈথিল কাব্যে আদ্যিদেবের বর্ণনার যে, স্বাভাবিকতা, আন্তরিকতা ও রসতত্ত্বের দেখা যায়,—জয়দেবের অমর কাব্যেও উহা ছলিত। এক শ্রেণীর সমালোচকেরা জয়দেবের উপর বড়ই নারাজ ; তাঁহারা জয়দেবের কাব্যে শুধু বহিঃপ্রকৃতির মৌলিক্যই দেখিতে পাইয়াছেন। ইহারা যে, বিদ্যাপতির কাব্যেও বহিঃপ্রকৃতিরই প্রাচুর্য দেখিবেন, এহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এই শ্রেণীর সমালোচকদিগকে বিশেষ ভাবে বিদ্যাপতির মাথুর বিবাহের পদগুলি পড়িতে অনুরোধ করি। বিদ্যাপতির “এ সাধি হমারি দুখের নাহি ওর” ইত্যাদি বহু পদে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির যে অপূর্ণ মলিকাধন-বোগ সজ্বলিত হইয়াছে, উহার তুলনামূলক বিশ্বসাহিত্যেও বড় অধিক মিলে না। তবে কথা এই যে, বিদ্যাপতির কবিতা বুঝিতে বর্ধেষ্ট পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা আবশ্যক। সাধারণ

সৌখীন সাহিত্যসেবোদিগের পক্ষে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিচরণ অস্বীকৃতি-সিদ্ধির পক্ষে অস্বকূণ নহে। বহিঃ-প্রকৃতির বর্ণনায় যে, বিদ্যাপতি একরূপ অতুলনীয়, তাহা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের সমালোচকদিগের স্বীকার করিতে হইয়াছে। কৌতূহলী রসজ্ঞ পাঠক বিদ্যাপতির 'বয়ঃসন্ধি'-বর্ণনার ৮২, ৮৩, ১০৪, ১০৫ ও ১০৬ সংখ্যক পদগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কবি 'নবোচ্চা' নামিকার বিলাস-বিভ্রমের উৎকৃষ্ট আলোকচিত্রবৎ অল্প কথায় যে শব্দচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এ শ্রেণীর রচনায় তাহার তুলনা নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতির রচিত ৩০১৬, ৩০১৭ ও ৩০১৮ সংখ্যক প্রার্থনার পদ তিনটি পড়িলে বুঝা যাইবে যে, বিদ্যাপতি শৈব বা শাক্ত হইলেও তিনি ঈরিভক্তিতে কাহারও অপেক্ষা নান ছিলেন না। তাঁহার প্রার্থনার পদে অনন্ত ভগবদ্ভক্তির সহিত সংকবিশেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ কবি-মূলভ ব্যঙ্গনার উদাহরণ স্থলে সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গ-গত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বিদ্যাপতির প্রার্থনার নিম্নলিখিত পঙক্তিগুলির যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, উহা খুব সমীচীন হইয়াছে।

“কত চতুরানন মরি মরি যাওত

ন তুয়া আদি অবসান।

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত

সাগর-লহর সমান।—(৩০১৬ সংখ্যক)

অর্থঃ—কত অসংখ্য ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া মরিতেছেন ; (কিন্তু) তোমার আদি বা অবসান নাই। অসংখ্য জগৎ তোমাতে জন্মিয়া পুনরায় তোমাতেই লীন হইতেছে—যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালা। “সাগর-লহরী সমান”—এই অতিসুন্দর উপমার দ্বারা কবি জগদীশ্বরের অসীমত্বের যে ধ্যানগম্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, উহা অপেক্ষা সুন্দর বর্ণনা আর কি হইতে পারে ? এই পদের—“তাঁতল সৈন্তত বারি-বিন্দু সম” ইত্যাদি প্রারম্ভের কলিটীও অতি সুন্দর। উত্তম বালুকাময় ভূমিতে ক্ষুদ্র জল-বিন্দু যেমন পড়িবামাত্রই শুধাইয়া যায়,—‘উহার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না’, কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার অবাধ্য ক্ষুদ্র চিত্তও সেরূপ পুঞ্জ, মিত্র ও দ্রো প্রভৃতির প্রতি সমর্পিত হওয়ার, জগদীশ্বরকে বিন্ধিত হইয়াছে, এখন তাঁহার দ্বারা আর কি কার্য্য হইবে ?

বিদ্যাপতির বিষয়ে বাঙ্গালীদের উপর কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বিদ্যাপতির বহু পদের মৈথিল ভাষাকে তথাকথিত ব্রজবুলীতে পরিণত করিয়া, সেগুলিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা এই দোষারোপের স্বার্থতা স্বীকার করিয়া লইয়াই এই প্রসঙ্গে বলিতে চাহি যে, বাঙ্গালীদের এই অপরাধ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত নহে। বিদ্যাপতির পদের প্রতি প্রায় পাঁচ শত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালীদিগের অনন্তসাধারণ শ্রদ্ধা ও সমাদরবশতঃ তাঁহারা বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ ও সম্বন্ধে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তবে তাঁহাদিগের মৈথিল ভাষার অনভিজ্ঞতা, গায়ক ও নিপিকার-দিগের ভ্রম-প্রমাদ ও সম্ভবতঃ সেগুলিকে সহজবোধ্য করিবার ইচ্ছার জন্তই উহাতে অস্বাভাবিক বিকৃতি আসিয়া পড়িয়াছে। এই অনিবার্য্য বিকৃতির জন্য তাঁহাদিগকে বেশী দোষী করা যায় না। পক্ষান্তরে বাঙ্গালীদিগের অসাধারণ গৌরবের বিষয় এই যে, তাঁহারা বহু শত বৎসর পূর্ব হইতে এ ভাবে বিদ্যাপতির পদাবলী সংগৃহীত

* শৈব মাত্রেই শিবানী চূর্ণদেবীরও উপাসনা করিয়া থাকেন ; আবার শাক্ত মাত্রেই শক্তিপতি শিবেরও উপাসক ; সুতরাং ‘শৈব’ ও ‘শাক্ত’ প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় নহে।—সম্পাদক।

ও প্রাচীন পদ-সংগ্রহ পুথিগুলিতে সুরক্ষিত না করিলে, এত দিনে বিদ্যাপতির বহু পদ বিলুপ্ত হইয়া যাইত। এই কথায় অকাটা প্রমাণ এই যে, নগেন্দ্র বাবু প্রায় তিন শত বৎসরের পুরাতন মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে বিদ্যাপতির যে তিন শতের অধিক পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, উহার মধ্যে বিদ্যাপতির প্রায় এক শত উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতির সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু ঐশ্বর্যসন্ সাহেবের উক্তির সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,— “যদি বিদ্যাপতি ছই ব্যক্তির নাম হয়, একজন মিথিলাবাসী ও আর একজন বাদ্বালী—একজন আসল, দ্বিতীয় ব্যক্তি ভাল * এবং যিনি আসল বিদ্যাপতি, তিনি গ্রন্থসন কতৃক সংগৃহীত ৮২টি বই পদ রচনা করেন নাই, তাহা হইলে যে, বঙ্গবাসী ভাল বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী আসল বিদ্যাপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা প্রমাণ করিতে বিঘ্ন হয় না। এ দেশে চলিত মোহর যদি মেকি হয়, আর গ্রন্থসন যদি খাঁটি মোহর আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মেকিতে সোনা অনেক বেশী।” এ কথা নগেন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত তালপত্রের পুথির সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে ঠাটে; কেন না, উহাতেও বিদ্যাপতির সুপ্রসিদ্ধ বয়ঃশক্তি, মাথুর বিরহ ও প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়ক প্রায় একশত উৎকৃষ্ট বঙ্গীয় পদ পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতির স্বদেশবাসী ও বংশধরদিগের দ্বারা তাঁহার যে কীৰ্ত্তি রক্ষিত হইতে পারে নাই, বঙ্গদেশীয়গণের দ্বারা তাঁহার যে কীৰ্ত্তি সুরক্ষিত হওয়া কি বঙ্গদেশের পক্ষে অসাধারণ গৌরবের বিষয় নহে? তার পরে বঙ্গদেশে আজ পর্যন্ত বিদ্যাপতির পদাবলীর বতগুলি উৎকৃষ্ট সংস্করণ হইয়াছে, উহার তুলনায় বিহার বা যুক্তপ্রদেশে কিছুই হয় নাই। বঙ্গদেশ এ জন্ত চিরকাল গৌরব বোধ করিবে।

‘বিদ্যাপতি’ ও ‘কবিচম্পতি’ যুক্ত ভণিতার ৩৬৮ সংখ্যক পদের রচয়িতা কে বা কাহার, সে সম্বন্ধে আমার
বিদ্যাপতি ও কবিচম্পতি “চম্পতি রায়” শীর্ষকে সবিস্তারে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, ‘বিদ্যাপতি’
উপাধিধারী চম্পতি রায় নামক উড়িষ্যাবাসী পদ-কর্ত্তাই এই পদের রচয়িতা।
এখানে পুনরাবলোচনা অনাবশ্যক।

‘বিদ্যাপতি’ ও ‘গোবিন্দদাস’—যুক্ত ভণিতার তিনটি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। ২৬১ সংখ্যক
বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস পদের ভণিতা এইরূপ, যথা,—
“এত কহি বিষাদ ভাবি রহঁ মাধব
রাই-প্রেমে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পুরল হৈ রস ওর।”

ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির রচিত “বেনন সঞে যব বসন উতারল” ইত্যাদি পদটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়া উহা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সত্যপ্রিয়তা হেতু তিনি সেই কথাটা শুণ্ড রাখা সম্ভব মনে না করিয়া, ভণিতার ব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনটি কলি-বিশিষ্ট এই ক্ষুদ্র পদের কোন্ কোন্ কলি গোবিন্দদাস সংযোজিত করিয়াছেন, জানিতে কৌতূহল হয়। গোবিন্দদাস যদি শুধু ভণিতার কলিটি সংযোজিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পদে তাঁহার কৃতিত্ব বড় বেশী ছিল না; কিন্তু যদি তিনি বিদ্যাপতির একটীমাত্র কলি পাইয়া, শেষের দুইটি কলি সংযোজিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গোবিন্দদাসের কৃতিত্বের খুব প্রশংসা করিতে হয়। কেন না, দ্বিতীয় কলিটি অতি চমৎকার; উহা যেন বিদ্যাপতির প্রথম কলিটির সৌন্দর্য্যও বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ ভণিতার কলিটি না থাকিলেও

* গ্রন্থসন সাহেব বঙ্গীয় পুথির পদাবলীর রচয়িতা বিদ্যাপতিকৈ নকল বিদ্যাপতি (Pseudo-Vidyapati) আখ্যা দিয়াছেন।—সম্পাদক

এ পদের রসান্বাদনে কোন ক্ষতি হয় না ; কিন্তু এই পদের প্রাণ-হৃত দ্বিতীয় কণিষ্ঠী না থাকিলে পদের চমৎকারিত্ব ও মাধুর্য্য বেশীৰ ভাগই নষ্ট হইয় যায় । এই জন্যই আমাদের বিবেচনা হয় যে, গোবিন্দদাস শুধু ভণিতার সংযোজন না করিয়া শেষের দুইটি কণিষ্ঠী সংযোজিত করিয়াছেন । এ ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব তাক্স-মহলের গাত্রে নানা-বর্ণের বিভিন্ন প্রস্তর-খণ্ডের সংমিশ্রণে সংযোগ-চিহ্ন-বিহীন স্বাভাবিক লতা-পুষ্প প্রভৃতির রচয়িতার অপূৰ্ব শিল্প-কৌশল হইতে কোন অংশে নূন নহে ।

সংযুক্ত-ভণিতার ১৬৪০ সংখ্যক “প্রেমক অঙ্কুর আত যাত ভেস” ইত্যাদি মাধুর্য্য-বিরহের প্রদিক্ত পদটী বোধ হয়, পাঠক-বর্গের অনেকেই কৌতূহন-গায়কদিগের মুখে শুনিয়া থাকিবেন । ইহাকে সমগ্র পদ-সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । ধুরার অঙ্ক-কলি সহিত এই পদে সাড়ে তিনটি কলি আছে । ভণিতার কণিষ্ঠীই ইহার মধ্যে অল্প প্রয়োজনীয় মনে হয় ; সুতরাং পূৰ্বোক্ত যুক্তি-মূল আমরা অহুমান করি যে, গোবিন্দদাস এই পদেরও প্রথম কলিটী পাইয়া শেষের আড়াইটি কলি সংযোজিত করিয়াছেন । নগেন্দ্র বাবু কিন্তু সম্পূর্ণ পাটাই তাঁহাৎ বিদ্যাপতির সংস্করণে উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

সংযুক্ত-ভণিতার ১৬৭১ সংখ্যক “পরান-পির সখি হামারি শিরা” ইত্যাদি পদে ভণিতা সহ পাঁচটি শ্লোক আছে । সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস উহারও একটি কিংবা দুইটি শ্লোক পাইয়া, বাকি শ্লোকগুলি সংযোজিত করিয়াছেন ।

জিস্মন্ত হইতে পারে যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির এই অসম্পূর্ণ পদগুলি কোথায় পাইলেন ? বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজে কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, গোবিন্দদাস পশ্চিমের তীর্থ-যাত্রা হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের কালে তাঁহার শিষ্য-গুরুস্থানীয় বিদ্যাপতির বাসস্থান বিসফীতেও তীর্থ-যাত্রা করেন, এবং তথা হইতে বিদ্যাপতির অনেক উৎকৃষ্ট পূর্ণাঙ্গ পদের সহিত এইরূপ কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদও সংগ্রহ করিয়া আনেন । বস্তুতঃ অধুনা মিথিলায় বিলুপ্ত বহু সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পদই যে, তিন চারি শতাব্দীকাল পূর্বে এ দেশে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । এই পদ-সংগ্রহ প্রসঙ্গেও গোবিন্দদাসের নাম চিরস্মরণীয় হইবে ।

‘বিদ্যাপতি’, ‘গোবিন্দদাস’ (কবিরাজ) ও ‘গোবিন্দ দাসিয়া’ (চক্রবর্তী ঠাকুর)—এই তিন জনের রচিত

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও গোবিন্দ দাসিয়া ১৮০২ (১৮০১—১৮১৩ পদাংশ সহ) পদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা ভূমিকায় ৫৫—৫৯ পৃষ্ঠায় ‘গোবিন্দ চক্রবর্তী’ প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি ; সুতরাং এখানে উহার পুনরাবলোচনা অনাবশ্যক ।

পদ-কর্তা বিন্দুদাসের পাঁচটি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে । হৃৎধের বিষয় যে, এ যাবৎ বিন্দুদাসের কোন পরিচয়ই জানা যায় নাই । তবে তিনি যে ত্রিগোবিন্দের পরবর্তী সময়ের লোক, তাঁহার ২২৫০ সংখ্যক ত্রিগোবিন্দের সন্ন্যাস-বিষয়ক পদ হইতেই তাহা জানা যায় । বিন্দুদাসের বেঙ্গী পদ পাওয়া না গেলেও তিনি যে, ব্রজবুলী ও বাংলা পদের রচনার নিপুণ ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায় । তাঁহার ৬২৭ সংখ্যক,—

“বন্ধুর সঙ্কেতে আজু ঘাইতে নারিলুঁ গো

পাপ ননদিনী হৈল বাধা ।

হৃৎধেতে আপন ঘরে শুভিয়া রহিলুঁ গো

বিহি পুরাইল মন-সাধা ॥”

ইত্যাদি স্বপ্ন-রসোদগারের সুন্দর পদটী হইতে স্বেদয় পাঠক বিন্দুদাসের ভাবুকতা ও বর্ণন-শক্তির পরিচয় লইবেন ।

পদ-কর্তা বিপ্রদাস ঘোষের শুধু একটি মাত্র বাংলা পদ (১১৭৫ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিপ্রদাস ঘোষ

ছঃখের বিষয়, বিপ্রদাস ঘোষের কোন পরিচয় এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। এই একটি মাত্র গোষ্ঠ-ধাত্রার চল-সই পদ দেখিয়া বিপ্রদাসের কবিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা

বলা সম্ভব মনে হয় না।

পদ-কর্তা বিশ্বম্ভর দাসের দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার ৭৪৩ সংখ্যক পদ ‘শ্রীগৌরচন্দ্র’

বিশ্বম্ভর

ও ১১৯৯ সংখ্যক পদ ‘বন-ভোজন’ লীলা-বিষয়ক। বিশ্বম্ভরের কোন পরিচয় জানা যায় নাই। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার সংকলিত “বীরভূম-বিবরণ” গ্রন্থের ৩য়

খণ্ডে বীরভূমের অন্তর্গত ‘মূলুক’ গ্রাম-বাসী পদ-কর্তা শশিশেখরের তত্ত্ব এক পদ-কর্তা বিশ্বম্ভরের পরিচয় দিয়াছেন ; কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবেন। কেন না, তাঁহার অপেক্ষা অনেক প্রাসিক পদ-কর্তা শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোনও পদ যখন পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই, তখন তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব দাসের কিছু পরবর্তী বলিয়াই জানা যাইতেছে। অনেক স্থলে গুরু অপেক্ষা শিষ্যও বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়া থাকেন ; এ ক্ষেত্রেও সেরূপ হইয়া থাকিলে বীরভূমের মূলুক-গ্রামবাসী বিশ্বম্ভরও পদকল্পতরুর পদের রচয়িতা হইতে পারেন।

‘বীরবল্লভ’-ভণিতার একটিমাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ২৮৬৮ সংখ্যক ব্রজবুনির পদটি

বীরবল্লভ

শ্রীগৌরচন্দ্রের সায়ংকালীন ‘আরতি’বিষয়ক। বীরবল্লভের কোনও পরিচয় জানা যায় নাই। এই একটিমাত্র চলসই পদ দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা

সম্ভব হইবে না।

‘বীরহাঘীর’-ভণিতার একটিমাত্র পদ (২৩৭৮ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বীরহাঘীর

বীরহাঘীর

বাকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। প্রাচীন কালের অনেক রাজা ও ভূম্যাদিকারীর জায় নিজের বৃত্তিভোগী দম্মা-দলের সাহায্যে পরস্পর লুণ্ঠন করাই ছিল

বীরহাঘীরের একটা মামুলী পেশা। আনুমানিক ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাসাচার্য যখন বলাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বেকটভট্টের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গোপালভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পরে শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক প্রদত্ত বহুসংখ্যক অভিনব গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রামানন্দ পুরীর সহযোগে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন গো-শকট-বাহিত উক্ত গ্রন্থাবলীর সুদৃঢ় কাষ্ঠপেটিকাগুলির মধ্যে নিশ্চিত বহু ধন-বস্তু আছে বিবেচনায় বীরহাঘীরের দম্মাদল বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী বন-পথ হইতে সেই কাষ্ঠপেটিকাগুলি রাত্রিযোগে অপহরণ করিয়া লইয়া বীরহাঘীরের নিকট অর্পণ করায়, তিনি ঐ কাষ্ঠপেটিকাগুলি ভগ্ন করিয়া উহার মধ্যে ধন-রত্নের পরিবর্তে রাশীকৃত পুথি রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া হতাশ হইলেও প্রবাদ আছে যে, ভক্তিশ্রদ্ধাবীর দর্শন ও স্পর্শমাত্রে দুর্ভিক্ষ রাজার চিন্তে এক অনির্ভর্য্য ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এ দিকে শ্রীনিবাসাচার্য ঐ সকল অমূল্য গোস্বামি-গ্রন্থ-সমূহের অপহরণে উন্মত্তের জায় হইয়া সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থের পেটিকাগুলি বিষ্ণুপুর রাজ বীরহাঘীরের অমুগত দম্মাদল কর্তৃক অপহৃত হইয়া থাকিবে, জন-প্রবাদে ইহা জ্ঞাত হইয়া গ্রন্থের অমূল্যত্ব বিন্ধুপুরের রাজ-সভায় উপনীত হন। বীরহাঘীর নিতান্ত হুশ্চরিত্র হইলেও রাজবংশের চিরন্তন নিরম অমূল্যে প্রত্যাহ অপরাধে সভা-পণ্ডিতের মুখে পুরাণ-পাঠ শ্রবণ করিতেন। “ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং” এই বার্ম্ম প্রবচন অনুসারে পুরাণ-পাঠ শ্রবণই বীরহাঘীরের উদ্ধারের কারণ হইল। পুরাণ-পাঠক ব্যাসাচার্য সভাস্থ শ্রীনিবাসাচার্যের দেহে অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তির অমূল্য ভাব অশ্র-কম্প-পুলকাদি দৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে কোন অজ্ঞাত মহাপুরুষ বিবেচনায়, তাঁহার

নিকটে প্রণত হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া ব্যাসান গ্রহণ করিতে অনুমোদন করিলে, শ্রীনিবাস ভক্তি-গঙ্গাদ-কণ্ঠে ভাগবত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অতুলনীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হইলেন এবং বীর হাথীরের কণ্ঠের হৃদয়ও বিগলিত হয়। পাঠ সমাপ্ত হইলে, রাজা হাথীর শ্রীনিবাসের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া তাঁহার নাম-ধাম ও বিষ্ণুপুরের রাজসভায় শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমুপূর্ব্বিক সকল বিষয় জানাইলে বীর হাথীর নিতান্ত অমুতপ্ত হইয়া শ্রীনিবাসচার্য্যকে প্রহু-রাজি প্রতাপর্ণ করেন এবং আচার্য্য প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া পড়েন। প্রহু-প্রাপ্তির সুসংবাদ ও তৎসহ বীর হাথীরের অপূর্ব্ব স্বভাব-পরিবর্তনের বিষয় যথাসময়ে জ্ঞাত হইয়া নরোত্তম, শ্রামানন্দ ও বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সকলেই নিতান্ত প্রীতি লাভ করেন। এই ঘটনার অল্প কাল পরেই বীর হাথীরের স্মৃতিরাত্রী একান্ত প্রীত হইয়া, তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও অনুমোদে শ্রীনিবাসচার্য্য তাঁহাকে রাজমহিষীর সহিত কৃষ্ণ-মস্ত্রে দীক্ষিত করেন। প্রবাদ আছে যে, সেই দীক্ষা গ্রহণের পরেই বীর হাথীরের দ্বারা দুইটি পদ রচিত হয়। তন্মধ্যে ২৩৭৮ সংখ্যক “প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পুরাইলা মনের আশ” ইত্যাদি শ্রীনিবাসের মাহাত্ম্য-স্মৃচক পদটি পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রজলীলার শ্রীরাধার অমুরাগ-বর্ণনার পদটি পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই। ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গ হইতে সেই পদ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল, যথা—

“গুন গো মরম-সঞ্চিত কালিয়া কমল-আঁখি
কিবা কৈল কিছু নাহি জানি ।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়াই পুরাণি ॥
গুনিয়া দেখিহু কালি দেখিয়া পাইহু জালা
নিবাইতে নাহি পাই পানি ।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিহু ছানি
না নিবায় হিয়ার আগুনি ॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীর ।
কি করিতে কি না করি সদাই খুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি খোর ॥
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায় ।
এ বীর হাথীর-চিত শ্রীনিবাস-অমুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পার ॥”

বীর হাথীর শ্রীরাধার মুখ দিয়া তাঁহার কালা-অমুরাগের ঘে কল্পণ কাহিনী বাহির করিয়াছেন, উহা তাঁহার অমুতপ্ত ভক্ত-জীবনেরই একটি মর্ম্মস্পর্শী চিত্র। ধন্য গুরু শ্রীনিবাস! ধন্য শিষ্য বীর হাথীর! প্রেমাবতার বিগুপ্তীষ্ট কর্তৃক পতিতা মেঘী ম্যাগুডেলনের অথবা শ্রীনিত্যানন্দ কর্তৃক ছর্কুত জগাই-মাধাইর উদ্ধারের পুনরভিনয় করিয়া আচার্য্য-প্রহু পাপী-তাপীদিগের চিত্তে কতই না আশার সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন! পাপের জন্ত প্রবল অহুতাপ জন্মিলে, পাপীর উদ্ধার হইতে বিলম্ব হয় কি? তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—

“তুমি দেখ চেয়ে সব অন্তরে,
তোমার কথা কে ভুলাতে পারে,
তুমি আপনি আস পাণীর ধারে
(তাই) পতিত-পাবন নাম তোমার”।

এছ-চুরি, এছোকার ও বীরহাথীরের দীক্ষা ইত্যাদির চিত্তাকর্ষক বিবরণ ভক্তিরসাকরের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম তরঙ্গে নানা স্থানে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ-জিজ্ঞাসু উহা পড়িয়া দেখিবেন।

“চৈতন্তভাগবত” গ্রন্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ বৃন্দাবনদাসই ‘বৃন্দাবনদাস’ ভণিতার পদগুলির রচয়িতা। এই পদগুলির মধ্যে “চৈতন্তভাগবত” হইতেও দুই চারিটা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্তদেবের বাংলা জীবন-চরিত এছ-সমূহের রচয়িতাদিগের মধ্যে অগ্রণী* বলিয়াই অধিক প্রসিদ্ধ। ইনি চৈতন্ত-লীলার ‘ব্যাসদেব’ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার “চৈতন্তভাগবত” গ্রন্থের বহু সংস্করণ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত সটাক সংস্করণটাই শ্রেষ্ঠ। আমরা অগবন্ধু বাবুর গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকা হইতে বৃন্দাবন দাসের বিবরণের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

“শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃ-সুতা নারায়ণী ঠাকুরাণী “চৈতন্তের অবশেষ পাত্র” এবং বৈষ্ণবমাত্রেরই নমস্ক। ইহাঁর যখন মাত্র চারি বৎসর বয়ঃক্রম, তখন ইনি কৃষ্ণপ্রেমে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার চৈতন্ত ছিল না এবং সেই অচৈতন্ত অবস্থায়ই—

“অজ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে।”

“বৃন্দাবন দাস এহেন নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভজ সন্তান। ১৪২৭ শকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করেন। পণ্ডিতের ভ্রাতৃ-কন্যা নারায়ণী তখন বিধবা; তাঁহার বয়ঃক্রম নয়, কি দশ বৎসর। একদা নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে, তিনি বাল-বিধবা নারায়ণীকে “পুত্রবতী হও” বলিয়া অশ্রুমনে আশীর্বাদ করিলেন। আশীর্বাদ শুনিয়া নারায়ণী নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইয়া কহিলেন, “প্রভে ! এ কি সর্ব্বেন্শে আশীর্বাদ ?” অবধূত কহিলেন,—“বৎসে ! ভয় নাই। তুমি অসত্যী হইবে না; কেহ তোমার কুৎসাও করিতে পারিবে না; আমার আশীর্বাদে মহাপ্রভুর ভক্তাবশেষ-ভক্ষণে তোমার গর্ভসঞ্চার হইবে, এবং সেই গর্ভে দ্বিতীয় ব্যাস-তুল্য এক পুত্র-রত্ন জন্মিবে।” ইহার কিছু দিন পর মহাপ্রভুর চর্কিত তাখুল ভক্ষণ করিয়া নারায়ণী ঠাকুরাণী গর্ভবতী হইলেন, এবং সেই গর্ভে ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণা-দ্বাদশীতে বৃন্দাবন দাস অষ্টাদশ মাস গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হইলেন।

“বৃন্দাবন দিন দিন শশিকলার স্থায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আরজ সন্তান বলিয়া লোকে তাঁহার মাতাকে নানা নিন্দা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। লোকনিন্দা হইতে মুক্তিপ্রাপ্তি, তথা ভক্তিরসে মন নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে দেড় বৎসরের শিশু সন্তান লইয়া শ্রীহট্ট মাতুলালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নাগায়ণী ঠাকুরাণী ১৪৩০ শকের আশ্বিন মাসে নবদ্বীপের সন্নিকট মামগাছি গ্রামে আশ্রিয়া কাঞ্চালিনীর বেশে বাস

* গোবিন্দ কর্ণকারের রচিত “গোবিন্দদাসের কড়গ” গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের মাত্র কয়েক বৎসরের কাহিনী বর্ণিত হওয়ার, উহার অসম্পূর্ণতা যেহেতু এবং উহাতে শ্রীমহাপ্রভুর চরিত্রে ঈশ্বর আরাপিত হয় নাই বলিয়া সোঁড়া পৌর-ভক্তদিগের নিকট সম্ভবতঃ উহা অপ্রীতিকর হওয়ার, উহা চৈতন্তভাগবতের বহু পূর্ববর্তী হইলেও প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে উহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।—সম্পাদক

করিতে লাগিলেন। * * * * * মহাপ্রভুর আদেশক্রমেই নারায়ণী ঠাকুরাণী মামগাছির বাস্তুদেব দত্তের গৃহে গুল্ল সহ বাস করিয়াছিলেন। অদ্যপি উক্ত গ্রামে “নারায়ণীর পাট” বর্তমান।

“১৪৩১ শকাব্দে ত্রীগোবিন্দ গৃহ পরিত্যাগ করেন। তখন বৃন্দাবনের বয়ঃক্রম ছই বৎসর। তবে চৈতন্ত-ভাগবতের আদিলীলার ১০ম অধ্যায়ে ও মধ্যলীলার ১ম অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাস এই খেদোক্তি—

“হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।

হইলাম বঞ্চিত সে মুখ (সুখ) দরশনে।”

করেন কেন ? পুনশ্চ মধ্যের অষ্টমে ছঃখ করিয়া—

“হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হইল।

হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল।”

এরূপ বলেন কেন ?

“তঁাহার মাতা মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর স্বগৃহে ও শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বাইরা প্রভুর মুখ দর্শন ও তঁাহার কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। তখন তিনি কি শিশু গুল্ল ফ্রোড়ে লইয়া যাইতেন না ? তবে এইরূপ হইতে পারে যে, বৃন্দাবন তখন নিতান্ত শিশু বলিয়া মহাপ্রভুকে চিনিতেন না এবং তঁাহার নৃত্যকীর্ত্তনের মর্ম্ম ও বুঝিতে পারিতেন না, সেই জন্য উপরোক্ত অ'ক্ষেপ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় বৃন্দাবনের বয়স ২৬ বৎসর। তিনি মহাপ্রভুর পরমভক্ত চরিতরচয়িতা, এরূপ অবস্থায় কেন যে নীলাচলে লইয়া মহাপ্রভুকে একবারও দেখেন নাই, এ কথা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, ১৪৫৯ শকে বৃন্দাবন দাসের জন্ম। এই নির্দেশ যদি সত্য হয়, তবে আমাদের প্রাপ্ত সকল গোল মিটিয়া যায়।”

“সকল গোল” দ্বারা জগদ্বন্ধু বাবু বৃন্দাবন দাসের অতিপ্রাকৃত জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তঁাহার ত্রীগোবিন্দ-লীলার অদর্শনে আক্ষেপ-উক্তি—সকল সমস্তার সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ যদি ১৪৫৯ শকেই বৃন্দাবন দাসের জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার অল্প কাল পূর্বে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নারায়ণী দেবীর শ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদী ভাঙ্চুল-ভক্ষণ এবং উহার ফলে বৃন্দাবন দাসের অলৌকিক জন্ম সম্পূর্ণ অমূলক হইয়া পড়ে। সুতরাং এ সকল সমস্তার সুমীমাংসার জন্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নিশ্চিত জন্ম-শক জানা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য। জগদ্বন্ধু বাবু কোন্ প্রমাণের বলে বৃন্দাবনের জন্ম ও ত্রীহট্ট হইতে মাতার সহিত নবদ্বীপে প্রত্য্যাগমনের সময় যথাক্রমে ১৪২৯ শকের বৈশাখ মাস ও ১৪৩০ শকের আশ্বিন মাস স্থির করিয়াছেন, তাহা লিখেন নাই। বোধ হয়, তঁাহার লিখিত উক্ত বিবরণ শুধু কিংবদন্তী বা অনুমান-মূলক ; নতুবা তিনি ক্ষীরোদ বাবুর প্রদত্ত জন্ম-কাল ১৪৫৯ শকের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ না করিয়া, উভয় বৃত্তান্তের সম্বন্ধেই শুধু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন কেন ? বস্তুতঃ ক্ষীরোদ বাবুর প্রদত্ত ১৪৫৯ শকেরই বা মূল কি, আমরা বুঝিতে পারি নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, বৃন্দাবন দাসের এই অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তী ও ‘গৌরপদ-ভরজিণী’ গ্রন্থের ৪৫৮ পৃষ্ঠায় উক্ত, আন্দাজ ছই শত বৎসরের প্রাচীন কবি উদ্ধব দাসের একটা পদ ব্যতীত প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা এ বিষয়ের কোন উল্লেখই দেখিতে পাই না। উদ্ধব দাসের পদ, যথা—

“প্রভুর চর্কিত পাণ

স্নেহবশে কৈলা দান

নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে।

শৈশব-বিধবা ধনী

সাক্ষী-সতী-শিরোমণি

সেবন করিল সে চর্কিতে।

প্রভু শক্তি সঞ্চারিণী

বালিকা গভিণী হৈলা

লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল।

দশ মাস পূর্ণ যবে

মাতৃগর্ভ হৈতে তবে

সুন্দর তনয় এক হৈল।

সেই বৃন্দাবন দাস

ত্রিভুবনে সুপ্রকাশ

চৈতন্তলীলায় ব্যাস বেই।

উদ্ধব দাসেরে দয়া

করি দিবে পদছায়া

প্রভুর মানস পূজা সেই।”

বলা বাহুল্য যে, কিংবদন্তীর নিত্যানন্দের ভবিষ্যৎ-উক্তি—“কেহ তোমার কুৎসাও করিতে পারিবে না” ও উদ্ধব দাসের পদের অতীত-উক্তি—‘লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল’ নারায়ণীর জীবনে ফলে নাই; সুতরাং অমূলক। কিংবদন্তীর আঠার মাস কাল গর্ভ-বাসের বিবরণ ও উদ্ধব দাসের ‘দশ মাস পূর্ণ যবে’ ইত্যাদি বিবরণ পরস্পর-বিরুদ্ধ। সুতরাং বৃন্দাবন দাসের এই অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত অনেক বিস্তৃত লেখকই বিশ্বাস করেন নাই। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, বৃন্দাবন দাস মাতৃগর্ভে থাকার অবস্থায় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। বস্তুতঃ প্রভুপাদের এই অনুমান কিংবা ক্ষীরোদ বাবুর প্রদত্ত বৃন্দাবন দাসের জন্ম-কাল প্রকৃত হইলেও বৈষ্ণব-সমাজে বৃন্দাবন দাসের জন্ম লইয়া একরূপ অদ্ভুত একটা কিংবদন্তীর উদ্ভব কেন হইল, সেই রহস্তটার কোনই সুমীমাংসা পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের এক জন সুপরিচিত ঐতিহাসিক বঙ্কু এ সম্বন্ধে অনুমান-মূলে যে অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা উহা লিখিয়া গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে ব্যথা দিতে ইচ্ছা করি না। হয় ত, আমাদের বন্ধুর নিজেই তাঁহার সেই অভিনব মতটা প্রবন্ধরূপে কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন। আমরা এখানে শুধু ইহা বলিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে চাহি যে, বৈষ্ণব দাসের জন্ম যে ভাবেই হইয়া থাকুক, তাঁহার পুত্র চরিত্র ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের অজ্ঞাতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব হেতু তিনি চিরকাল পূজিত হইবেন। তাঁহার বর্ণনশক্তি প্রশংসনীয়। পদকল্পতরুর ৩২৫, ৫৭৩, ২১৪৭ ইত্যাদি পদগুলি পড়িলেই পাঠক তাঁহার পরিচয় পাইবেন। বৃন্দাবন দাসের ৫৭৩ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

“রায় রঘুপতি

বল্লভ সম্ভতি

বৃন্দাবন দাস ভাষাই।”

এই ‘রঘুপতি রায়’ ও ‘বল্লভ’ কে? ‘বৃন্দাবন’ ভণিতার পদাবলীর মধ্যে একাধিক বৃন্দাবন দাসের পদ সংগৃহীত হয় নাই ত? আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যসেবীদিগকে ‘রঘুপতি রায়’ নামক ব্যক্তির দেশ ও কালের খোঁজ করার জন্য অনুরোধ করি। আমরা সেই নামের কোনও উল্লেখ পাই নাই।

বৃন্দাবন দাসের রচিত অস্ত্রান্ত গ্রন্থের নাম,—‘তত্ত্ব-বিলাস’, ‘দধিখণ্ড’, ‘বৈষ্ণব-বন্দনা’ ও ‘ভক্তি-চিত্তামণি’। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে অস্ত্র কোনও বৃন্দাবনের রচিত গ্রন্থ স্থান পাইয়াছে কি না, তাহাও অনুসন্ধান বটে।

বৃন্দাবন দাসের অমরকীর্তি চৈতন্ত-ভাগবতের রচনা-কাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। ৬রামগতি ভায়রত্নের মতে ১৪৭০ শকে, ৬অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর মতে ১৪৭৯ শকে ও জগদ্বন্ধু বাবুর মতে ১৪৫৭ শকে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—“১৫১১ শকে ৮২ বৎসর বয়ঃক্রমে বৃন্দাবন দাসের অন্তর্ধান হয়।” কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তদপেক্ষা অধিক সম্ভবপর ক্ষীরোদবাবুর প্রদত্ত জন্ম-সময় ধরিলে ১৫৪১ শকেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

‘বৈষ্ণবচরণ’ ভণিতার একটিমাত্র (৩০৭৭ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া গিয়াছে। ‘বৈষ্ণবচরণ’
 বৈষ্ণবচরণ পদকর্তা ও পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসেরই পূর্ণ নাম কিংবা স্বতন্ত্র কোন
 পদকর্তা, নিশ্চিত বলা যায় না। তবে এই পদের অব্যবহিত পরেই বৈষ্ণবদাসের
 আটটি এক জাতীয় প্রার্থনার পদ সম্মিলিত হওয়ার আমাদের মনে হয় যে, এই ‘বৈষ্ণবচরণ’ বৈষ্ণবদাস
 ব্যতীত অন্য কেহ নহে। আলোচ্য ৩০৭৭ সংখ্যক পদের আদি ও অন্ত্য কহিঁদ্বয় এইরূপ, যথা—

“শ্রীগুণমঞ্জরী-পদ মোর প্রাণ-সম্পদ
 শ্রীমণিমঞ্জরী তার সঙ্গে।

হেন দশা মোর হব সে পদ দেখিতে পাব
 সখী সহ প্রেমের তরঙ্গে।

* * * *
 কত বা কৌতুক কাজ হইবে সে কুঞ্জ মাঝ
 তাহা মুঞি শুনিব শ্রবণে।

পূরিবে মনের আশা পালটিবে মোর দশা
 নিবেদয়ে ‘বৈষ্ণবচরণে’”

ভণিতার “নিবেদয়ে বৈষ্ণব চরণে” বাক্যের ‘বৈষ্ণবচরণে’ শব্দটির পদচ্ছেদ করিলে এক্রূপ অর্থও করা যায় যে,
 পদকর্তা বৈষ্ণব অর্থাৎ ‘বৈষ্ণবদাস’ ইহা শ্রীগুণমঞ্জরীর কিংবা বৈষ্ণব মহাস্তুতিগের ‘চরণে’ নিবেদন
 করিতেছেন। এক্রূপ অর্থান্তরও যে, বৈষ্ণবদাসের অভিপ্রেত নহে—এক্রূপ বলা যায় না। কেন না, তিনি
 ৩০৮২ ও ৩০৮৩ সংখ্যক পদের ভণিতায় নিজকে শুধু ‘বৈষ্ণব’ নামে পরিচিত করিয়াছেন, যথা—

“হেন অহুক্রমে করিবে সেবনে
 কেবল বৈষ্ণব আশে।”—(৩০৮২ সং পদ)

“কেবল বৈষ্ণবের আশা পালটিবে মোর দশা
 সে সব করিব দরশনে।”—(৩০৮৩ সং পদ)

‘বৈষ্ণব’ ও ‘বৈষ্ণবদাস’ ভণিতার মোটে ২৬টি পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে সম্মিলিত হইয়াছে। এই
 বৈষ্ণবদাস পদগুলির সমস্তই উক্ত গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের নিজের রচিত কিংবা
 উহার মধ্যে অন্য কোনও বৈষ্ণবদাসের পদও আছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না।
 তবে অধিকাংশ পদই যে, তাঁহার রচিত, রচনা দর্শনে এক্রূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব দাসের
 “জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম-কলণতরু” ইত্যাদি ১ সংখ্যক পদ ও উহার মত আরও ছুই চারিটি পদ তাঁহার পাণ্ডিত্য,
 ভক্তি ও কবিত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও তিনি শ্রেষ্ঠ পদ-সংগ্রহকার বলিয়াই সুবিখ্যাত। জগদ্ধম্বাবু
 ‘বৈষ্ণবদাস’ প্রসঙ্গে বাহা লিখিয়াছেন, আমরা উহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

“বৈষ্ণবদাসের প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন, জাতিতে বৈদ্য, নিবাস টেয়া (এ’ বৈদ্যপুর। ইনি
 রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকটি পণ্ডিতের স্বকীয়া ও পরকীয়ার
 শ্রেষ্ঠ লইয়া ১১১৫ সালে অর্থাৎ ১৬৪০ শকে এক বিচার হয়। ঐ বিচার-সভায় গোকুলানন্দ ও তাঁহার
 স্বজাতি-বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার (উদ্ধবদাস) উপস্থিত ছিলেন। স্তুরাং সাহস সহকারে বলা যাইতে পারে,
 ইহারা উভয়েই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা।”

* স্বকীয়া ও পরকীয়ার বিচারকাল ১৬৪০ শক অর্থাৎ ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবদাস ও তাঁহার বন্ধু উদ্ধবদাস অনুন ৪০ বৎসর
 বয়স্ক ছিলেন অনুমান করিলেও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই ইহাদিগের জন্ম, এইরূপই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।—সম্পাদক

পুনশ্চ—“ইহাঁর রচিত কোন কোন পদ এতই সুন্দর যে, পাঠ করিতে করিতে বোধ হয়, যেন ঠাকুর নরোত্তম দাসের রচনা পাঠ করিতেছি। ইহাঁর কোন কোন পদ পাঠ করিলে, অতি পাষণ্ডেরও নয়নযুগল অশ্রুভারাবনত হয়। এবং ইহাঁর কোন কোন পদ পাঠ করিলে জানা যায়, বৈষ্ণব-সাহিত্য ও ইতিহাসে ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈষ্ণবদাস একজন প্রসিদ্ধ কীর্তিনিয়াও ছিলেন। ইনি যে সুরে গান করিতেন, তাহাকে অদ্যাপি “টেঞার ছপ” কহে। * * * * * বৈষ্ণবদাসের ভিটায় এখন আর বাতি জলে না। বৈষ্ণবদাসের একটি মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের দুই কন্যা জন্মিয়াছিল।”

‘বংশীদাস’-ভণিতার ১৭টি ও ‘বংশীবদন’ ভণিতার ২৫টি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। পদগুলির বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ‘বংশীদাস’ ও ‘বংশীবদন’ অভিন্ন ব্যক্তি। বংশীবদন অতি প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা। তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ সরল বাংলা পদগুলি প্রায় জ্ঞানদাস ও বগরাম দাসের বাংলা পদের মতই উপাদেয়। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর ও লোচনদাসের পরেই বংশীবদনের স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। পদ-কর্তা প্রেমদাস নিম্নলিখিত পদে বংশীবদনের পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

“নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে
কুলিয়া-পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ-ধাম শ্রীছকড়ি চট্টো নাম
মহাতেজা কুলীন-সন্তান ॥
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর রমণী-কুলেতে যার
যশোরামি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি কৃষ্ণের সরলা বানী
শুভক্ষণে ঠেলা অধিষ্ঠান ॥
দশ মাস দশ দিনে রাকী চন্দ্র লগ্ন-মীনে
চৈত্র মাসে সঙ্কার সময় *
গৌরালচাঁদের ডাকে তুষিতে আপন মাকে
গর্ভ হৈতে হইলা উদয় ॥”

বংশীবদনের অন্য সম্বন্ধে বংশীশিক্ষা গ্রন্থেও লিখিত আছে,—

“শ্রীছকড়ি চট্টো নাম বিখ্যাত ভূবন ॥
পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলিয়ার।
বাস করিলেন আসি আপন ইচ্ছায় ॥
তাঁহার আশ্রয় বংশী জানে সর্বজনে।

* চৈত্র মাসের ‘রাকী-চন্দ্র’ অর্থাৎ পূর্ণিমা-তিথিতে সঙ্কার সময়ে মীন লগ্ন হইতে পারে না—মীনের লগ্ন রশ্মি অর্থাৎ কন্যা লগ্ন হইবে। ‘রাকী-চন্দ্র’ অর্থাৎ পূর্ণিমার চন্দ্র তখন মীন লগ্নে ছিল—এরূপ অর্ধও সম্ভব হয় না, কেন না, চৈত্রী-পূর্ণিমায় চন্দ্র কন্যা-রশ্মি ব্যতীত অন্য রশ্মিতে থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রেমদাসের প্রদত্ত জন্ম সময়ে নিশ্চিত ভুল আছে। চৈত্রী পূর্ণিমা ও মীন লগ্ন এক হইলে এভাবে জন্ম হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।—সম্পাদক।

চৌদ্দ শত বোল শব্দে মধু পূর্ণিমায় ।
বংশীর প্রকটোৎসব সর্বলোকে গায় ॥”

নামেও বংশী, কাজেও বোধ হয় বংশীর তায় স্রবর ছিলেন, তাই সম্ভবতঃ প্রবাদ রটনাছিল যে, শ্রীকৃষ্ণর বংশীই আদিয়া ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের গৃহিণীর গর্ভে জন্ম লইয়াছেন ।

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—“কুলিয়া-পাহাড় গ্রামে বংশীবদনের পূর্বপুরুষগণের স্থাপিত গোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন । তথায় বংশী নিজেও প্রাণবল্লভ নামে এক বিগ্রহ স্থাপিত করেন । উত্তরকালে বংশীবদন দাস বিশ্বগ্রামে যাইয়া বাস করেন । ঐ বিশ্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহার স্মৃতি । বংশীবদন বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্ততিও জন্মিয়াছিল ।”

পুনশ্চ—“বংশীবিলাস গ্রন্থে বংশীবদন দাসের পাঁচটা নাম দৃষ্ট হয়, যথা,—

“শ্রীবংশীবদন, বংশী আর বংশীদাস ।
শ্রীবদন, বদনানন্দ, পঞ্চম প্রকাশ ॥
প্রভুর পঞ্চটা নাম গান কবিগণ ।
মুখা নাম হয় কিন্তু শ্রীবংশীবদন ॥”

“মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বংশীবদন মহাপ্রভুর গৃহে যাইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ায় অভিভাবকরূপে নবম্বোপে বাস করেন । তথায় শ্রীমতীর অমুমতি লইয়া মহাপ্রভুর এক মূর্তি স্থাপনপূর্বক স্বয়ং তাঁহার সেবার্চনা করিতেন । এই মূর্তি অধুনা বদব মিশ্রের বংশধরগণের কর্তৃক অর্চিত হইতেছে ।

“বংশীবদনের রচিত পদাবলী যার পর নাই মধুর, স্নন্দর অথচ প্রগাঢ় ।”

প্রবাদ আছে যে, শ্রীমহাপ্রভু বংশীবদনকে অতি-নিগূঢ় “রসরাস-উপাসনা” সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন । বংশীবদন নাকি ‘দীপকোজ্জ্বল’ ও ‘দীপাবিতা’ নামে দুইখানা গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন ।

‘ব্রজানন্দ’ ভণিতার একটা মাত্র পদ (১২৭ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে । ব্রজানন্দের কোন পরিচয়ই জানা যায় নাই । তাঁহার এই একটীমাত্র চল-সই পদ দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব হইবে না । আশা করি, পরবর্তী অনুসন্ধানের ফলে,

ব্রজানন্দ

ব্রজানন্দের পরিচয় সহ তাঁহার রচিত বিলুপ্ত প্রায় অত্রাণ্ড পদ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইবে ।

ষোড়শাবন ব্যাসদেব শ্রীমহাভাগবত ও অন্যান্য ‘পুরাণ’ গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ । ‘পুরাণ’সমূহের রচয়িতা ও রচনা-কাল সম্বন্ধে প্রতীচ্য ও ভারতীয় পণ্ডিতগণ এতই আলোচনা

ভাগবতকার

করিয়াছেন যে, এখনে উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করাও অসম্ভব । ভাগবতের রচনা ‘বিষ্ণুপুরাণ’ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ পুরাণ হইতে কঠিন ও অধিক কবিত্বপূর্ণ । পুরাণ-পাঠকদিগের মধ্যে একটা প্রবচন প্রচলিত আছে,—“বিদ্যা ভাগবতাবধি” অর্থাৎ ‘ভাগবত’ই পাণ্ডিত্যের সীমা । আমাদের দেশের ‘পুরাণ’-পাঠকগণ অনেক সময়েই ভাগবতের শ্লোকাবলী রাগ-রাগিণীর সহযোগে পাঠ করিয়া থাকেন । এক্ষেপে পঠিত বা গীত হইলে শ্লোককেই ‘পদ’ বা ‘গীত’রূপে গণ্য করা যাইতে পারে । পদকল্পতরুতেও ভাগবত হইতে একরূপ তিনটা শ্লোকই পদ-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

‘বিজ ভীম’ ভণিতার একটীমাত্র পদ ‘পদকল্পতরু’ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে । বিজ ভীমের কোন পরিচয় জানা যায় নাই । বিজ ভীমের আলোচ্য ৩৪ সংখ্যক পদের ‘স্নন্দর অথরে মধুর

বিজ ভীম

মুরলী’ ইত্যাদি কবির পরিবর্তে ‘পদ-রসাকর’ পুথিতে তিনটা কবি ও গোবিন্দ দাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু প্রাচীনতর পদকল্পতরুর পুথিগুলির প্রমাণ অনুসারে আমরা এই পদটী

বিজ্ঞ ভীমের রচিত বলিয়াই অনুমান করি। পদটির ভাষা সরল ও সুন্দর; ইহা প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা উক্ত দাসের রচিত কয়েকটি সরল ও সুন্দর বাংলা শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদের মধ্যে সন্নিবেশিত হইলেও কোনও প্রকার শোভার হানি ঘটে নাই,—বিজ্ঞ ভীমের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

‘ভূবন দাস’ ভণিতার একটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি সুদীর্ঘ বার-মানীর পদ; বৈষ্ণব

ভূবন দাস

দাস উহাকেই বারোটি পদ ধরিয়া ঐশ শাখার ৯ম পল্লবের পদসংখ্যায় পূরণ

করিয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর গৌরাঙ্গ-বিরহ-সূচক এই বারমানীর পদের

প্রত্যেক মাসের বর্ণনায় চারিটি করিয়া কলি আছে এবং মাঘ মাস হইতে বর্ণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। ভূবন দাসের এই একটীমাত্র সুদীর্ঘ ব্রজবুলীর পদ হইতেই তাঁহার প্রশংসনীয় রচনা ও কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কৌতুহলী পাঠক এই পদটির অন্ততঃ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন—এই চারি মাসের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পড়িয়া দেখিলে নিশ্চিত ভূবন দাসকে একজন সুকবি বলিয়া গণ্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। হৃৎথের বিষয় যে, ভূবন দাসের অন্য কোন পদ পাওয়া যায় নাই। উহা কি সংগৃহীত হওয়ার আশা করা যায় না? জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“ভূবন দাস শ্রীনিবাসাচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ও রাধামোহন ঠাকুরের সহোদর।” স্থানান্তরে (৪৭ পৃষ্ঠায়) তিনি এই ভূবনমোহনকেই পদ-কর্তা ‘ভূবন দাস’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুরের সকলিত ‘পদামৃত-সমুদ্র’ গ্রন্থে তাঁহার নিজের রচিত ২২৮টি পদ ও অন্যান্য পদ-কর্তার রচিত ৫১৮টি পদ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে নিজের অল্প ভূবন দাসের একটি পদও নাই কেন? ‘পদামৃত-সমুদ্র’ গ্রন্থের সঙ্কলনের সময় পর্য্যন্ত ভূবনমোহন কোনও পদ রচনা করেন নাই কি? আমাদের মনে কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা বিষয় সন্দেহ জন্মিয়াছে। ভূবনমোহনের বংশধর মুর্শিদাবাদ মালিক-হারের ঠাকুর মহাশয়গণ আমাদের সন্দেহ বিদূরিত করিতে পারেন না কি? আমরা তাঁহানিগের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

পদকল্পতরুতে ‘ভূপতি’ ভণিতার ৪টি ও ‘ভূপতিনাথ’ ভণিতার ২টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘ভূপতি’

ভূপতি ও ভূপতিনাথ

ও ‘ভূপতিনাথ’ যে একই পদ-কর্তা, পদগুলি পড়িলেই তাহা বেশ বুঝা যায়।

নগেন্দ্র বাবু উক্ত ৬টি পদই তাঁহার বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন

এবং “মাধব নিপট কঠিন মন তোর” ইত্যাদি (পদকল্পতরুর ৪৭৮ ও নগেন্দ্র বাবুর ৩৭৫ সংখ্যক) পদের টীকায় লিখিয়াছেন,—“ভূপতিনাথ অথবা ভূপতি সিংহ ভণিতাযুক্ত পদ বিদ্যাপতির রচনা। মিথিলায়ও পাওয়া গিয়াছে।” নগেন্দ্র বাবু এই সম্ভব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই—

(১) “ভূপতি সিংহ” ও “ভূপতিনাথ” নাম দুইটির মধ্যে “অথবা” শব্দ দ্বারা নগেন্দ্র বাবু নাম-দ্বয়ের অভিন্নতা বুঝাইতে চাহেন কি? নগেন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য তাহাই হইলে তাঁহার একপ মনে করার কি কারণ আছে?

(২) নগেন্দ্র বাবু মিথিলায় ‘ভূপতি সিংহ’ ও ‘ভূপতিনাথ’ উভয় ভণিতার পদ পাইয়াছেন কি? পাইয়া থাকিলে ‘তালপত্রের পুথি’ বা অন্য কোথায় পাইয়াছেন, সেই প্রাঃপ্রাক্তনীয় কথাটা তিনি বলেন নাই কেন?

(৩) মিথিলায় কোন না কোন হস্তলিখিত পুথি বা মুদ্রিত পুথিতে কোনও ব্রজবুলীর পদ পাইলেনই উহা যে বিদ্যাপতি বা অপর কোন মৈথিল কবির রচনা বলিয়া স্থির করিতে হইবে, এমন কি কারণ আছে? ‘গোবিন্দ দাস’ ভণিতার কতকগুলি ব্রজবুলির পদ নগেন্দ্র বাবু মৈথিল পুথিতে বা গ্রন্থে পাইয়া উহা ‘গোবিন্দ ঠাকুর’ নামক এক মৈথিল কবির রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করার, উহা যে সম্পূর্ণ ভুল এবং উক্ত পদগুলি বাদ্যলার মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের রচনা, তাহা আমরা ১৩০০ সালের ‘ভারতী’ পত্রিকার শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনের সংখ্যায় “মহাকবি

গোবিন্দদাস কি মৈথিল ?” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছি। ‘ভূপতিনাথ’ বা ‘ভূপতি’ ভণিতার পদগুলিও অন্তের রচনা হইতে কি বাধা আছে ?

(৪) “ভূপতিনাথ” ভণিতার ৪৭৯ সংখ্যক পদের—“কহত ললিতা সঞে বাত,” “হেরি ললিতা সখি” ও “চন্দ্রাবলি সঞে কেলি” এই বাক্যগুলিতে পদ-কর্তা ‘ললিতা’ ও ‘চন্দ্রাবলি’ সখী-বয়ের অবতারণা করিয়াছেন ; চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন’ ও সংস্কৃত ‘গোপাল-চরিত’ ওরফে ‘প্রেমামৃত’ কাব্যখানা * আবিস্কৃত হওয়ার পর নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, শ্রীমহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতক পূর্ব পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যে ‘ললিতা’, ‘বিশাখা’, ‘চন্দ্রাবলি’ প্রভৃতি সখীগণের নাম কল্পিত হয় নাই। বিদ্যাপতির নিঃসন্দেহ কোনও পদে ইহাদিগের প্রসঙ্গ নাই এবং থাকিতেও পারে না। সুতরাং আলোচ্য ৪৭৯ পদের এবং ভূপতিনাথ ও ভূপতি ভণিতার বাকি পদগুলির রচয়িতা অত্র যিনিই হউন না কেন, রাজা শিবসিংহ, কিংবা বিদ্যাপতি যে সেগুলির রচয়িতা হইতে পারেন না, ইহা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় সত্য।

সত্য বটে যে, ‘ভূপতি’ বা ‘ভূপতিনাথ’ নামক কোনও প্রসিদ্ধ পদ-কর্তার উল্লেখ আমরা এ বাবৎ বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাই নাই ; কিন্তু তা বলিয়াই যে তাঁহার নামীয় পদাবলীর কৃতিত্ব এ ভাবে অন্তের উপর আরোপ করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে ? ‘ভূপতিনাথ’ ও ‘ভূপতি’র পদগুলি সমস্তই ব্রজবুলীর পদ। ৪৭৮, ৪৭৯ ও ৪৮০ সংখ্যক পদগুলিতে একরূপ সুন্দর বর্ণনা-কৌশল দেখা যায় যে, যে কোন পদ-কর্তাই উহা লইয়া গৌরব অশুভব করিতে পারেন। আমরা বিশেষ প্রাধান্যপূর্বক আলোচনা করিয়া এই পদগুলির রচনার সহিত, একত্র একই স্থানে উদ্ধৃত ‘চম্পতি’ কবির ৪৮০—৪৮২ সংখ্যক পদ তিনটির রচনার চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছি। আমাদের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, হয় ত ‘ভূপতি’ ও ‘ভূপতিনাথ’ ভণিতার পদগুলির রচয়িতা চম্পতিই হইবেন। বিদ্যাপতি যেমন নগেন্দ্র বাবুর অহুমান ‘সিংহ ভূপতি’ ভণিতা দিয়া তাঁহার প্রতিপালক রাজা শিব সিংহের কৃত উপকারের কিঞ্চিৎ প্রতিদান করিয়াছেন, উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের ‘মহাপাত্র’ কবি চম্পতিও সেইরূপ ‘ভূপতি’ ও ‘ভূপতিনাথ’ ভণিতার পদ-রচনা করিয়া প্রতাপরুদ্রের মনস্তৃপ্তি করিয়া থাকিবেন। আমাদের এইরূপ অহুমানের পোষকতার পূর্বোক্ত রচনা-সাদৃশ্য বাতীত আরও একটা প্রমাণ আছে। পদকল্পতরুর ৪৮৮ সংখ্যক—“বিরহে ব্যাকুল, বকুল-তরু-তলে” ইত্যাদি পদে “কবি ভূপতি কণ্ঠহার” ভণিতা আছে। পদরত্নাকর ও ক্ষণদা গীতচিন্তামণিতে ভণিতা আছে—“সুখবি ভণ কণ্ঠহার।” নগেন্দ্র বাবু গীতচিন্তামণির ভণিতা অহুসারে ইহাকে কবিকণ্ঠহারের রচনা এবং ‘কবিকণ্ঠহার’ বিদ্যাপতির অন্ততম উপাধি মনে করিয়া ঐ পদটিকে বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থান দিয়াছেন। পক্ষান্তরে গীতচিন্তামণির সম্পাদক মহাশয় ইহাকে ‘সুখবি’ উপাধিধারী চম্পতি রায়ের রচনা মনে করেন। আমরা ভূমিকার ২৪—২৬ পৃষ্ঠায় উত্তর মতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পদটি ‘ভূপতি’ নামক কোনও অজ্ঞাত কবির রচিত বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছি। রায় চম্পতি ও ভূপতি স্বতন্ত্র নাম হইলেও বর্ণিত কারণে চম্পতি যে, ‘ভূপতি’ অর্থাৎ প্রতাপ-রুদ্রের ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিতে পারেন, ইহা তখন আমাদের মনে উদ্ভিত হয় নাই। এখন পূর্বোক্ত নানা কারণে সেইরূপ অহুমানই অনিবার্য মনে হইতেছে। বস্তুতঃ ‘ভূপতি’ নামে একরূপ কোনও প্রসিদ্ধ পদকর্তা বঙ্গদেশে প্রচলিত হইলে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ইতিহাসে অবশ্য তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যাইত। কিন্তু তিনি

* ‘বসন-চৌধা’, ‘ভার-খণ্ড’, ‘নৌকাখণ্ড’ ও ‘দান-খণ্ড’—এই অখ্যাত-চতুষ্টয়ই উক্ত উৎকৃষ্ট প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যখানার একটা সংকলন শ্রীকৃষ্ণললিনীকান্ত ভট্টাচার্যী এম্. এ. এবং জ.ম.এ.এ. সম্পাদকতার প্রচলিত হইবে বহিঃ হইয়াছে।—সম্পাদক

উৎকলদেশীয় বলিয়া সেরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাহা ইউক, ভবিষ্যৎ আলোচনাকারীদিগের সাহায্যের জন্য আমরা আমাদের অহুমান ব্যক্ত করিলাম। ভরসা করি, পরবর্তী গবেষণার ফলে ‘ভূপতি’ ও ‘ভূপতিনাথ’ ভণিতার প্রকৃত রহস্য জানা যাইতে পারিবে।

‘মথুরাদাস’ ভণিতার শুধু একটী মাত্র পদ (৭৮৯ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটী বাংলা পদ হইলেও উহাতে ‘তৎসম’ অর্থাৎ সংস্কৃতসম শব্দের এতই প্রাচুর্য্য যে, পদকর্তা সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, এরূপ অহুমান না করিয়া পারা যায় না। আমরা মথুরাদাসের কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ভরসা করি, পরবর্তী আলোচনাকারীদিগের চেষ্টায় ইহার পরিচয় সহ অজ্ঞাত পদাবলী সংগৃহীত হইবে।

‘মদন’ ভণিতার শুধু একটীমাত্র পদ (২৩০৪ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদটী ক্ষণদা গীতচিন্তামণিতেও আছে; সুতরাং পদকর্তা মদন যে, গীতচিন্তামণির সঙ্কলয়িতা হরিবল্লভ অর্থাৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পরবর্তী নহে, তাহা নিশ্চিত জানা যাইতেছে। জগদ্বন্ধু বাবুর মতে “বিশ্বনাথ ১৬২৬ শকে ভাগবতের ‘সারার্থদর্শিনী’ টীকা সমাপ্ত করেন এবং উহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার অপ্রকট হয়।” সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে অর্থাৎ অন্যান্য আড়াই শত বৎসর পূর্বের গীতচিন্তামণি সঙ্কলিত করেন, এরূপ অহুমান করা যাইতে পারে। এই পদটী জগদ্বন্ধু বাবুর “গৌরগন-তরঙ্গিনী” গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে ভণিতা আছে,—

“মদনমদেতে অন্ধ প্রসাদ হইল ধন্দ

নিতাই ভজিতে না পারিল।”—(১৪৫ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু গীতচিন্তামণি, পদকল্পতরু ও পদরসসার পুথিগুলিতে প্রাদেবের নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না। পদকল্পতরু প্রভৃতির ভণিতার ‘মদন’ শব্দে কবি ‘কন্দর্পকে বুঝাইয়াছেন কি না, সন্দেহ হইতে পারে। আমরা আগে ‘কন্দর্প’ অর্থ বুঝিয়া ‘মদন’ ও ‘মদ’ শব্দদ্বয়ের মধ্য ষষ্ঠী ‘মদাসের চিহ্ন হাইফেন’ বোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে গীতচিন্তামণির “পদকর্তাগণের প্রসঙ্গ” পড়িয়া আমাদের ভ্রম দূর হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের সুপণ্ডিত সম্পাদক স্বর্গার কৃষ্ণপদমাস বাবাজী মহাশয় লিখিয়াছেন, “মদন—পদকর্তা ঘনশ্যাম দাসের বন্ধু। ঘনশ্যামের কোনও কোনও পদে আছে—“মদন রায় পরমাণ।” এই গ্রন্থের ৬—২ এবং ৭—২ নং নিত্যানন্দ-গীতি-দ্বয় ইহার বিরচিত। উভয় গীতের ভণিতাই ঠিক সমান।” গীতচিন্তামণির ৬—১ সংখ্যক “এমন নিতাই কোথাও দেখি নাই” ইত্যাদি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই। উহা গৌরগন-তরঙ্গিনীতেও নাই।

বাবাজী মহাশয় ঘনশ্যামের বর্ণিত পদগুলির ঠিকানা দেন নাই। আমরা ‘ঘনশ্যাম’ ভণিতার পদগুলি খুজিয়া কেবল পদকল্পতরুর ২৪২১ সংখ্যক ‘উজর হার উর’ ইত্যাদি পদের ভণিতার মদন রায়ের উল্লেখ পাইয়াছি; যথা,—

“মুরলি অলাপি ঝাঁপি গগনাবধি

গায়ত কতছ সুতান।

ভগ ঘনশ্যাম দাস চিত্ত ঝুরত

মদন রায় মন মান।”

‘মদন রায় মন মান’ স্থলে পদ-রস-সার পুথিতে পাঠ আছে—‘মদন রায় পরমাণ’। উভয় পাঠের অর্থ সামান্য প্রভেদ থাকিলেও ‘মদন রায়’ ঠিকই আছে। মদন রায়ের সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই জানা যায় নাই।

‘মধুসূদন’-ভণিতার পাঁচটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাংলা ও ব্রজবুলী—উভয়বিধ পদই আছে। পদ-কর্তার নিশ্চিত কোনও পরিচয় জানা যায় নাই। তবে জগদ্বন্ধু
মধুসূদন
বাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় ‘মধু পণ্ডিত’ ও ‘মধু শীল’ নামক ব্যক্তি-দ্বয়ের সংক্ষিপ্ত

পরিচয় দিয়াছেন। উহা এইরূপ,—

“মধু পণ্ডিত—বৈষ্ণব-বন্দনায় ইহঁার নাম মাত্র পাওয়া যায়, “শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দ অনন্ত আচার্য্য।”

“মধু শীল—কণ্টকনগরে এই ব্যক্তি শ্রীগোরাঙ্গের শিষ্য মুণ্ডন করেন।” ইহঁাদিগের মধ্যে কেহ কোন পদ রচনা করিয়াছেন কি না, নিশ্চিত জানা যায় নাই।

‘মনোহর দাস’ ভণিতার ৩টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সবগুলি পদ এক জনের
মনোহর দাস
রচিত কি না, বলা কঠিন। জগদ্বন্ধু বাবু ছই জন মনোহরের পরিচয়
দিয়াছেন।

(১) চৈতন্ত-চরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখা গণনায় উল্লিখিত মনোহর। যথা—

“শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর।” ইনি খেতুরীর মহোৎসবেও উপস্থিত হইয়াছিলেন, এক্রূপ নরোত্তম-
বিলাসে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

“শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহোদয়।

মুরারি মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর।”

(২) বাবা আউল মনোহর দাস। ইনিও নিত্যানন্দ শাখা-ভুক্ত। ইহঁার নামান্তর চৈতন্তদাস। ‘সান্নাওলী’
এছে ইহঁার এইরূপ উল্লেখ আছে,—

“আদি নাম মনোহর চৈতন্ত নাম শেষ।

আউলিয়া হইয়া বুলে স্বদেশ ও বিদেশ॥”

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—“ইনি জাহ্নবা দেবীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন, এবং বিষ্ণুপুরের রাজবাটীর নিকট ইহঁার
বাসগৃহ ছিল। প্রেমবিলাসে যথা,—

“মোর ঠাকুরাণী-শিষ্য চৈতন্তদাস।

আউলিয়া বলি তাকে সর্বত্র প্রকাশ॥”—ঐচ্ছিকার নিত্যানন্দদাস-বাক্য।

“বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বার ফোশ।

রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥”—চৈতন্ত-মনোহর দাস-বাক্য।

“ইনি প্রথমে বনবিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব রাজা বীর হাথীরের ভক্তিশ্রদ্ধ-ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ছিলেন এবং উক্ত রাজার
দ্বারপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্য ইহঁার বন্ধু ছিলেন। ইনি কি জাতি এবং কোন্ সময়ে ইহঁার কন্ম, নিশ্চয় জানা যায়
না। কিন্তু ইনি ১৫০০ শকাব্দের পূর্বেই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক নানাভীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহা এক
প্রকার নিশ্চিত। বীর হাথীরের মৃত্যুর পর আবার দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পরিশেষে হুগলী বদনগঞ্জে
আসিয়া একটি পর্ণকূটীর নির্মাণপূর্ব্বক বহু দিন বাস করেন। ঐ অঞ্চলে যত বৈষ্ণব-পরিবার আছেন, তাহার
অধিকাংশই ইহঁার শিষ্য। * * * বদনগঞ্জনিবাসী ৬ হারাদন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় বলেন যে, ইনি তদীয়
অভিবৃদ্ধপিতামহ শ্রীকৃষ্ণারাম সিংহ মহাশয়কে বড়ই স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থখানি অর্পণ

করেন। ১৬৫৯ শকের* ২৯ শে পৌষ বদনগঞ্জ পরিত্যাগপূর্বক বৃন্দাবনধামে গমন করেন। পথিমধ্যে জয়পুরে ইহার অগ্রকট হয়। তথায় অন্যাপি তাঁহার সমাধিমন্দির আছে। * * * ইনি ‘পদসমুদ্র’† ও নির্বাস-
ত্বের সংগ্রহকার। কেহ কেহ বলেন, পদসমুদ্রে ‘মনোহর দাস’ ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, তাহা ইহারই রচিত। ইহার রচিত ‘দিনমণি-চন্দ্রোদয়’ নামে একখানি গ্রন্থ আছে।”

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় নাকি পূর্কোক্ত উভয় মনোহর অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। জগদ্বন্ধু বাবু তাহা মানিতে চাহেন নাই; কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন বিচারও করেন নাই। কিংবদন্তী অনুসারে এই আউলিয়া মনোহর দাস প্রায় দুই শত বৎসর জীবিত ছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, উভয় মনোহর অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এইরূপ ধারণা হইতেই এই কিংবদন্তীর উৎপত্তি হইয়াছে। ১৬৫৯ শক তাঁহার বৃন্দাবন গমনের কাল ধরিলে, উভয় মনোহর একই ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। ‘পদ-সমুদ্র’ পুথির সম্পূর্ণতায় ও প্রামাণিকতায় আমরা বিশ্বাস করিতে না পারিলেও উহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আমাদের বিবেচনার উক্ত পুথির সঙ্কলয়িতা মনোহরদাসই সম্ভবতঃ আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা হইবেন। মনোহরের পদগুলি বিশেষত্বহীন চলসই পদ বটে।

পদকল্পতরুতে ‘মাধব’ ভণিতার ৫৫টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে; উহা ব্যতীত তাহাতে ‘মাধব ঘোষ’, ‘মাধব দাস’ ও ‘দ্বিজ মাধব দাস’ ভণিতার পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ‘মাধব’ ভণিতার
মাধব
বহুসংখ্যক পদের মধ্যে ইহাদিগের সকলেরই পদ আছে, এবং উহা মিশিয়া যাইয়া
কোন কোন পদ কাহার রচিত, তাহা স্থির করা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

জগদ্বন্ধু বাবু ছয় জন মাধবের পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে তিন জনের নামমাত্র পরিচয় দিয়া, যে তিন জনের পদ রচনার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদিগের যথাসম্ভব বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এখানে শুধু সেই তিন জনেরই পরিচয়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

(১) “বাসুদেব ও গোবিন্দ ঘোষের সহোদর মাধবানন্দ ঘোষ। বাসু ও মাধব মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু উভয়ের গণে পরিগণিত। ইহারা তিন ভ্রাতাই কবি ও গাথক ছিলেন। কিন্তু গাথকরূপে মাধব ঘোষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। চৈতন্তভাগবতে যথা;—

“স্বকৃতী মাধব ঘোষ কীর্তনে তৎপর।

হেন কীর্তনিয়া নাহি পৃথিবী ভিতর।

যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।

নিত্যানন্দস্বরূপের মহা শ্রিয়তম।”

চৈতন্তচরিতামৃতে যথা;—

“শ্রীমাধব ঘোষ মহাকীর্তনিয়াগণে।

নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যার গানে।”

বৈষ্ণববন্দনার যথা;—

“বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।

প্রভু যারে করিলা অভঙ্গ স্বরদান।”

* ঘোষ হয়, ১৬৫৯ শকের স্থলে ভুলে ১৬৫৯ মুদ্রিত হইয়াছে। কেন না, পূর্বে ১৬০০ শকাব্দের পূর্বে ইহার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের কথা লিখিত হইয়াছে।—সম্পাদক

† কৃতিকার ১৩—১৫ পৃষ্ঠায় ‘পদসমুদ্র’ নামক পুথির বিষয় আলোচিত হইয়াছে।—সম্পাদক

(২) “পরশরাম্মাধব। “মহাপ্রসাদবৈভব” নামে একখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে ময়মনসিংহের বশোদলনিবাসী পণ্ডিত রামানন্দ দাস বৈরাগী এই ছই পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়া মাধবের পরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

“পিতা তেঁহো ভাগবত মিশ্র পরাশর।

জয়রামচন্দ্র পুত্র প্রেমভক্তিপুর ॥”

অর্থাৎ মাধব মিশ্রের পিতার নাম পরাশর মিশ্র এবং পুত্রের নাম জয়রাম মিশ্র। ইনি স্বপ্রণীত চণ্ডী গ্রন্থে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

* * * * *
“ত্রিবেণীতে গঙ্গা দেবী ত্রিধারে বহে জল।

সেই মহানদী-তটবাসী পরাশর ॥

* * * * *
তঁাহার তত্ত্বজ্ঞ আমি মাধব আচার্য্য।

ভক্তিভরে বিরচিলু দেবীর মাহাত্ম্য ॥

* * * * *
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।

ধ্বজ মাধবে গায় সারদাচরিত ॥”

এই চণ্ডী উপরের নির্দেশানুসারে ১৫০১ শকে রচিত। এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, এই মাধব মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ের লোক। * * * * * মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ মেঘনা নদীর তীরস্থ নবীনপুর (জ্ঞানপুর) গ্রামে বাসস্থাপন করেন। এই স্থান এখন গোঁসাইপুর বলিয়া প্রচলিত। এই মাধবাচার্য্যের রচিত একখানি কৃষ্ণমঙ্গল আছে। * * * রামানন্দ দাস মহাশয় বিবিধ প্রমাণ সহ কহিয়াছেন যে, মাধবাচার্য্য নবদ্বীপ বাসকালে “ত্রীকৃষ্ণমঙ্গল”, নীলাচলে অবস্থিতির সময় “প্রেমরত্নাকর” ও মালদহ জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর বা রোকণপুর বাসকালে বৈষ্ণবমাহাত্ম্য বিষয়ে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।”

(৩) “আমাদের শেষ মাধব মিশ্র, পণ্ডিত বা আচার্য্যের বিস্তৃত পরিচয় প্রেমবিলাস গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

‘হুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর।

বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর ॥

তঁাহার পত্নীর হর ত্রীবিজয়া নাম।

প্রসবিলা ছই পুত্র অতি গুণধাম ॥

জ্যেষ্ঠ সনাতন হর কনিষ্ঠ কালিদাস।

পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস ॥

সনাতন-পত্নীর নাম হর মহামায়া।

এক কন্তা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম।

ত্রীধাদব মিশ্র নাম তার হর আখ্যান ॥

কালিদাস মিশ্র-পত্নী বিধুমুখী নাম।

প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুণধাম ॥

বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি।

অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ী ॥

গর্ভাষ্টমে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল।

নানাবিধ শাস্ত্র তিহঁ পড়িতে লাগিল ॥

নানা শাস্ত্র পড়িয়া হইলা পণ্ডিত।

আচার্য্য উপাধিতে তিহঁ হইলা বিদিত ॥

* * *

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ ।

গীত বর্ণনাতে ভিহঁ করি নানাছন্দ ।

রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তপদে পদম্পর্শ কৈল ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত তাঁরে কৈল অমুগ্রহ ।

সর্বভক্তগণ তাঁরে করিলেক স্নেহ ।

শ্রীমদৈত প্রভু মহাপ্রভু আশ্রয়তে ।

মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে ।”

পূর্ব-বর্ণিত ‘মাধব’দিগের মধ্যে মাধব ঘোষ যে পদ-কর্তা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেন না, পদকল্প-তরুতে ‘মাধব ঘোষ’-ভণিতার ৭টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ শুধু ‘মাধব’-ভণিতা দিয়াও তিনি কোন কোন পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। পরাশরাস্বজ ও কালিদাসস্বজ মাধবদ্বয়ের মধ্যে কে পদ-কর্তা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। আমরা কালিদাসস্বজ মাধব আচার্য্যের “শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল” গ্রন্থের সহিত ‘মাধব’-ভণিতার পদগুলি ভাল করিয়া মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। যদি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের কোন গীত মাধব-ভণিতার এই পদগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেগুলি যে, ইহার রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারিবে। জগদ্বন্ধু বাবু শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে মত দিয়া এই মাধবাচার্য্যাকেই পদ-কর্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু পরাশরাস্বজ মাধবও বৈষ্ণব ও একজন গ্রন্থ-রচয়িতা ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি যে, কোন পদ রচনা করেন নাই, কিংবা তাঁহার কোনও পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হয় নাই,—ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে ?

আমাদিগের মতে ‘মাধব ঘোষ’-ভণিতার পদগুলির রচয়িতা মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত বাসু ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষের সহোদর মাধব ঘোষ। ‘মাধব’ ও ‘মাধব দাস’-ভণিতার পদাবলীর রচয়িতা মাধবদ্বয়ের মধ্যে সকল বা কোন কোন মাধব হইতে পারেন। ‘দ্বিজ মাধব দাস’-ভণিতার পদটির রচয়িতা দ্বিজ মাধবদ্বয়ের মধ্যে একজন হইবেন। তবে, পরাশরাস্বজ মাধব অপেক্ষা কালিদাসস্বজ মাধবের পদাবলী পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হওয়ার যে অধিক সম্ভাবনা ছিল, আমরা ইহা না বলিয়া পারি না। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের গীতাবলী ছাড়াও অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা ‘মাধব’-ভণিতার ‘নৌকা-বিলাস’ বিষয়ক ৯টি হস্তরসোচ্ছল নূতন পদ বাঁকুড়ার একখানা প্রাচীন পুথিতে পাইয়া, সেগুলি অপ্রকাশিত পদ-রচনাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছি এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, উহার একটি পদও উক্ত গ্রন্থে নাই। এই নজীরে পদকল্পতরুর ‘মাধব’-ভণিতার কোন পদ যদি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে উহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

পদকল্পতরুতে ‘মাধবী’-ভণিতার ২টি ও ‘মাধবী দাস’-ভণিতার ৫টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বর্গগত হারাদন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া, তত্ত্বনিধি মহাশয়, জগদ্বন্ধু বাবু ও দীনেশ বাবু—সকলেই একবাক্যে পুরীর গৌরাদ-ভক্ত শিখী মাহাতীর ভগ্নী মাধবী দেবীকে আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে যে কারণে মাধবী দেবীকে পদকর্তা স্থির করা হইয়াছে, তাহা জগদ্বন্ধু বাবুর ‘মাধবী দাস’ নামক আলোচনা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) “শিখী মাহিতী নামে জগন্নাথ দেবের একজন লিপিকর ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতার নাম মুরারি মাহিতী ও সহোদরার নাম মাধবী দাসী। এই মাধবীর চরিত্র অত্যন্ত উন্নত ছিল বলিয়া, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাকে দেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেন না, কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাকে শ্রীরাধিকার দাসীমধ্যে গণনা করিয়াছেন।”

(২) “চৈতন্তচরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডে লেখা আছে যে, মহাপ্রভু নিজ জনকে যে গুঢ় ব্রজের রস প্রদান করিয়াছেন, সাড়ে তিন জন ব্যক্তিমাত্র তাহা আশ্বাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যথা,—

“প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ ।

জগতের মধ্যে পাজ সাড়ে তিন জন ॥

স্বরূপদামোদর আর রায় রামানন্দ ।

শিখী মাহাতী আর তার ভগ্নী অর্দ্ধ ॥”

(৩) “মাধবী পুরুষের ভ্রায় পণ্ডিত ছিলেন, এবং পুরুষের ভ্রায় তপস্তা করিতেন। এই জন্ত বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহাদিগকে ‘তিন ভ্রাতা’ বলা হইয়াছে। এবং তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহার প্রতি ভ্রাতার ভ্রায় সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মাধবী স্বয়ংও অধিকাংশ পদে আপনাকে “মাধবী দাস” কহিয়াছেন।”

(৪) “প্রধানতঃ নীলাচলবাসিনী মাধবী মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা সম্বন্ধেই পদ লিখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার পদ মূল্যবান।”

(৫) “ভক্তিनिधि মহাশয় মাধবীর পদ সম্বন্ধে অপর এক প্রবন্ধে লিখেন,—“পদ-সমূহে মাধবী-কৃত অনেক উড়িয়া পদ আছে। এবং উড়িয়া ভাষার পদগুলি বড়ই জটিল, বাঙ্গালা পদ অপেক্ষা কর্কশ, উড়িয়াদিগের নিকট তাহা আদরণীয়।”

(৬) “কর্ম্মদোষে নারীজন্য পরিগ্রহ করাতে প্রাণ ভরিয়া প্রভুর বদন-সুখকর দর্শন করিতে অসমর্থ্য বলিয়া একটা পদে মাধবী খেদ করিয়া বলিয়াছেন,—

“যে দেখয়ে গোরা-মুখ সেই প্রেমে ভাসে ।

মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে ॥”

হৃৎখের সহিত আমরাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা মাধবী দেবীর কর্তৃক আলাচ্য পদগুলির রচনা প্রমাণিত হয় না। আমরা সংক্ষেপে ঐ যুক্তিগুলির অসারতা প্রদর্শিত করিব।

(১) চরিত্রের মহত্ত্ব দ্বারা পদ-বর্জিত সিদ্ধ হয় না।

(২) ব্রজ-রসের অসাধারণ আশ্বাদক সাড়ে তিন জন নীলাচল-বাসী ভক্তের মধ্যে রায় রামানন্দ পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটা সংস্কৃত পদ ও একটা ব্রজবুলী পদ (“পহিলিহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল” ইত্যাদি) পাওয়া গিয়াছে। স্বরূপ দামোদর বা শিখী মাহাতীর কোন পদ পাওয়া যায় নাই। এ অবস্থায় মাধবী দেবী পদ-রচনা না করিলেও তাঁহার ব্রজরসাস্বাদনের কোন বাধা দেখা যায় না। মাধবী দেবী কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলে, উহা উড়িয়া-পদ হওয়াই একান্ত সম্ভব।

(৩) মাধবী দেবী পুরুষের সমকক্ষ পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি “পুরুষের ভ্রায় তপস্তা করিতেন” এই কথার অর্থ কি? শাস্ত্রাভ্যাসের ভ্রায় তপস্তাও পুরুষের নিজস্ব ধর্ম্ম নাকি? মাধবী দেবী কি পুরুষোচিত বেশ ভূষা ধারণ করিতেন? ইহা তো মাধবীর ভ্রায় শালীনতাসম্পন্ন মহিলা ও শ্রীরাধিকার দাসীর পক্ষে কোন রূপেই সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং মাধবী দেবী তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির জন্ত ভ্রাতাদিগের নিকট জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সম্মান লাভ করিলেও “দাস” বলিয়া নিজকে ভণিতায় পরিচিত করার কোন কারণ দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনায় ভণিতার ‘দাস’ শব্দ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে, এই সকল পদের রচয়িতা আর যিনিই হউন না কেন, তিনি কখনও মাধবী দাসী হইতে পারেন না।

(৪) নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর বহু বাঙ্গালী ভক্তের গমনাগমন ছিল। ইহাদিগের মধ্যে ‘মাধবী দাস’ নামক কেহ এই সকল নীলাচল-লীলার পদ রচনা করিতে পারেন। জ্যৈষ্ঠিক বলিয়া যিনি “প্রাণ ভরিয়া প্রভুর বদন সুখকর দর্শন করিতে অসমর্থ্য” ছিলেন, তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর ভক্তগণ সঙ্গে ফাঙ খেলা প্রভৃতি বিষয়ে পদ-রচনা কিঞ্চিৎ অসম্ভব মনে হয় না কি? ‘মাধবী দাস’ ভণিতার ১৮৫৩ সংখ্যক পদে শ্রীগোরাধরের সন্ন্যাসের

পূর্ব প্রথম নীলাচলে গমনের অব্যবহিত পরেই শচী মাতাকে সান্ধনা দেওয়ার জন্ত নীলাচল হইতে জগদানন্দ ঠাকুরের নবদ্বীপ-গমন বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর নীলাচলে যাওয়া মাত্রই যে, শিবী মাহাতী ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার কিংবা জগদানন্দের বনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, একরূপ জানা যায় না; এ অবস্থায় মাধবী দেবীর পক্ষে নবদ্বীপের তৎকালীন অবস্থা-সূচক এই পদের রচনা এবং জগদানন্দ ঠাকুরকে “মাধবী দাসের ঠাকুর পণ্ডিত” বলিয়া উল্লেখ করা অসম্ভব মনে হয়। শ্রীমহাপ্রভু বা জগদানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সহচরগণ অপর জীলোকের সহিত আলাপাদি করিতেন না; এ অবস্থায় অত্র লোকের নিকট বিবরণ শুনিয়া একরূপ পদের রচনা করিতে যাওয়া যথেষ্ট অবিবেচনার কার্য ও অনধিকারচর্চা বটে। মাধবী দেবীর পক্ষে আমরা উহা সম্ভব বোধ করি না। মাধবী দেবীর রচিত হইলে এ সকল পদের মূল্য বড় বেশী থাকে না। সুতরাং পদগুলিকে ‘মূল্যবান’ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, অন্ততঃ “নীলাচল হইতে শচীর দেখিতে আইয়ে জগদানন্দ” ইত্যাদি ১৮৫০ সংখ্যক পদের রচয়িতা জগদানন্দ ঠাকুরের ভক্ত ও অমুগত কোনও ব্যক্তি ছিলেন, একরূপ অনুমানই অনিবার্য মনে হয়।

(৫) মাধবী দেবীর উড়িয়া পদগুলি আমরা দেখি নাই। “পদ-সমুদ্র” পুথিখানা লুপ্ত হইয়া বাওয়ায় ঐ সকল পদের বিষয় কি ছিল, এবং উহাতে কিরূপ ভণিতা দেওয়া ছিল, তাহাও এখন জানার উপায় নাই। তর্কহলে মাধবী দেবীকে ঐ সকল উড়িয়া পদের রচয়িত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তন্ম্বারা তাঁহার আলোচ্য বাংলা পদগুলির কৃতিত্ব প্রমাণিত হয় না। তাঁহার উড়িয়া-পদ রচনার দ্বারা বরং বাঙ্গালার রচনায় অসামর্থ্যই অঙ্কুরিত হইতে পারে।

(৬) মাধবী দাসের ২২৯০ সংখ্যক পদে আছে,—

[illegible]

এই বর্ণনা যদি শুধু কাল্পনিক না হয়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, মাধবী দেবীও গৌর-শ্রোমাকৃষ্ট। এই নাগরীনিগের ভ্রাম্য দূর হইতে শ্রীগৌরদেব মুখের পানে অনিমিষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে—

“যে দেখে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে ।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কৰ্মদোষে ।”

এই বলিয়া আক্ষেপ করা সম্ভব হয় কি? আমাদের বিবেচনায় এই পদের রচয়িতা খুব সম্ভবতঃ ত্রিগোবিন্দের কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ের ব্যক্তি। তিনি হয়ত ঠাকুর জগদানন্দ কিংবা অল্প কোনও শাক্যজৈষ্ঠীর মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া এই সকল পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে মাধবী দেবী রচয়িতা হইলে, উহাতে এক্রপ আক্ষেপ ও বিশেষতঃ “মাধবী দাদ” ভণিতা পাওয়া বাইত না।

বৈষ্ণব-ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক পদ-কর্তারই কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় কোনও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তের নাম যদি কোন পদের ভণিতার নামের সহিত ঘৃণাক্ষরে মিলিয়া যায়, তাহা হইলে গতাস্তরের অভাবে আমরা তাঁহাকেই পদ-কর্তা বলিয়া স্থির করিয়া বসি এবং তাঁহার পক্ষে পদ-রচনার প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে কাল্পনিক যুক্তির সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করি। পদ-কর্তা মাধবী দাসের সম্বন্ধেও ইহাই ঘটিয়াছে। আমরা এ যাবৎ বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরিচিত কোন মাধবী দাসের উল্লেখ পাই নাই। পাইলেও বিশেষ পরিচয়ের অভাবে তাঁহাকেই পদ-কর্তা বলিয়া স্থির করা সম্ভব মনে করি না। তবে, সত্যের অমুরোধে দুঃখের সহিত না বলিয়া পারিতেছি না যে, উৎকল-দেশীয় গৌর-ভক্ত শিখী মাহাতীর ভগিনী মাধবী দেবীর পক্ষে আলোচ্য পদের রচনা আমাদের নিকট সম্ভবপর বোধ হয় না।

মাধবেন্দ্র পুরীর রচিত দুইটা শ্লোক পদকল্পতরুতে পদ-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। মাধবেন্দ্র পুরী
মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীমহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর দীক্ষাগুরু। চৈতন্যচরিতামৃতের আদি-লীলার
২ম পরিচ্ছেদে লিপিত হইয়াছে, —

“প্রভু কহে আমি বিশ্বস্তর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥”
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম ॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি-কল্পতরু রুইল সিঞ্চি ইচ্ছা-পানী ॥
জয় শ্রী মাধব পুরী কৃষ্ণ-প্রেম-পুর।
ভক্তি-কল্পতরুর তঁহ প্রথম অঙ্গুর ॥”

এই প্রেমিক-ভক্ত-শিরোমণি অদ্বৈত আচার্য্যেরও দীক্ষাগুরু ছিলেন। ইহার জন্ম-কাল, পূর্বাশ্রমের জাতি বা বাস-স্থান জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি অদ্বৈত আচার্য্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মৃতরাং আনন্দের ১৩৫০ শক বা ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর জন্মের কিছু পূর্বেই অগ্রকট হন। চরিতামৃতের মধ্য-লীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেম-ভক্তিময় জীবনের পবিত্র কাহিনী বর্ণিত করিয়াছেন। কোতুলী পাঠক অবশ্য পড়িয়া দেখিবেন। মাধবেন্দ্র পুরীর আলোচ্য শ্লোক বা পদদ্বয় রূপ গোস্বামীর সঙ্কলিত “পদ্যাবলী” নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই শ্লোকদ্বয় শ্রীচৈতন্যদেবের অতিশয় প্রিয় ছিল। মাধবেন্দ্র পুরীর ১৬৫৩ সংখ্যক “অগ্নি দীনদয়াদ্র নাথ হে” ইত্যাদি শ্লোকের সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

“রত্নগণ মধ্যে বৈছে কোস্তভ-মণি।

রস-কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥”—(চৈ, ৫, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

ইহাও লিপিত হইয়াছে যে,—

“শেষ-কালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে।

সিদ্ধি-প্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে ॥”

পুরী গোসাঞি যে স্বয়ং এই শ্লোকের রচনা করেন, কবিরাজ গোস্বামীর নিম্নলিখিত বাক্যই তাহার প্রমাণ, যথা—

“এই শ্লোক করিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।

তাঁর কৃপায় ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী॥”

‘মাধো’-ভণিতার চারিটা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু ইহার পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, ‘মাধো একজন নীলাচল-বাসী কবি, শ্রামানন্দের প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য।

নীলাচলে অত্যাশ্চর্য দেশেরও বহু লোক বাস করিতেন, সুতরাং ‘নীলাচল-বাসী’ মাধো বিশেষণের সাহায্যে ইহার জন্ম-স্থান জ্ঞাত হওয়া যায় না। ‘মাধো’-ভণিতার পদ চারিটির ভাষা বাঙ্গালার ব্রজবুলী নহে, উহা ব্রজ-মণ্ডলের প্রচলিত “ব্রজ-ভাষা”; সুতরাং মাধো যে, ঐ অঞ্চলের লোক, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতীত হয়। ‘মাধব’ নামের অপভ্রংশে ‘মাধো’ নামটীও হিন্দুস্থানেরই বিশেষত্ব। বাঙ্গালা বা উড়িষ্যায় ‘মাধব’ শব্দের অন্ত্যস্থ ‘ব’-কার বর্গীয় ‘ব’-কারের স্থায় উচ্চারিত হওয়ার, উহার অপভ্রংশে ‘মাধো’ হয় না। এ দেশে ‘মাধব’ নামের অপভ্রংশ ‘মাধাই’ বা ‘মাধা’—‘মাধো’ নহে।

‘মুরারি’-ভণিতার তিনটা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মিহ ‘মুরারি গুপ্ত’ ভণিতারও দুইটা পদ আছে। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ১৬০:১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—‘বাঙ্গালা কবির মধ্যে দুই জনের নাম মুরারি :—মুরারি গুপ্ত ও মুরারি দাস। মুরারি গুপ্ত ‘করচালেক’ বা ‘চৈতন্তচরিত’-লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ।”

পুনশ্চ—“রসিকের জন্মের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫১৪ শকে অচ্যুতানন্দের দ্বিতীয় পুত্র মুরারি জন্মিষ্ট হইলেন। অতি অল্প বয়সেই সৌন্দর্য্য বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ও সচ্চরিত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার উভয় ভ্রাতাই শ্রামানন্দ পুরীর শিষ্য। নরোত্তমবিলাসে যথা, -

“শ্রীশ্রামানন্দের শিষ্য রসিক মুরারি।” (৪র্থ বিলাস)।

“ভক্তিরত্নাকরেও এই কথার উল্লেখ দেখিতে পাই। উভয় ভ্রাতাই প্রভূত ক্ষমতাশালী সাধক ও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পূর্ব পূর্ব কবিদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্ত এক স্থলে কহিয়াছেন, -

“মুরারি-মুরলী-ধ্বনি সদৃশ মুরারি।”

জগদ্বন্ধু বাবু অনুমান করেন যে, মুরারি গুপ্তের “চৈতন্তচরিত” সংস্কৃত গ্রন্থ বলিয়া, সম্ভবতঃ দত্ত-কবি “মুরারি দাসেঃ” প্রতীই লক্ষ্য করিয়াছেন। জগদ্বন্ধু বাবু ইহাও লিখিয়াছেন যে, “আমরা মুরারি দাসের কোন কাব্যের নাম জানি না; কিন্তু রসিকানন্দ দাস-প্রণীত “রতি-বিলাস” ও “শাখা-বর্ণন” নামক দুইখানি গ্রন্থের নাম দেখিতে পাই।”

পদকল্পতরুর ‘মুরারি’ ও ‘মুরারি দাস’ ভণিতার আলোচ্য তিনটা পদেরই কৃতিত্ব জগদ্বন্ধু বাবু কর্তৃক গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে মুরারি গুপ্তের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। আমাদের নিকটও উহা যথার্থ বলিয়াই মনে হয়। কেন না, অনেক পরবর্তী উৎকল-বাসী মুরারি দাসের পক্ষে প্রত্যক্ষ-দৃষ্টার স্থায় গৌর-লীলার একরূপ পদ-রচনা সম্ভবপর মনে হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, পদকল্পতরুতে রসিকানন্দের ভ্রাতা মুরারি দাসের কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতেও তাঁহার কোন পদ পাওয়া যায় নাই। অতঃ কোথাও আছে কি না, তাহাও জগদ্বন্ধু বাবু লিখেন নাই; এ অবস্থায় তিনিও কিরূপে “প্রসিদ্ধ” কবি হইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মাইকেল মধুসূদন গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় কবিদিগেরও নাম-কীর্তন করেন নাই। এ অবস্থায় তিনি যে প্রায় অপরিচিত

পদ-কর্তা মুরারি গুপ্ত বা মুরারি দাসকে লক্ষ্য করিয়া—“মুরারি-মুরলী-ধ্বনি সদৃশ মুরারি,” লিখিয়াছেন, ইহা কোনরূপেই সম্ভবপর মনে হয় না। আমাদের অনুমান হয়, মধুসূদন দত্ত প্রসিদ্ধ “অনর্ঘরাঘব” নামক সংস্কৃত নাটকের প্রণেতা মুরারি মিশ্রকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা লিখিয়াছেন। মধুসূদন দত্ত নিজে সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী না হইলেও, তাঁহার সহিত তৎকালের অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের আলাপ ছিল; বোধ হয়, তিনি তাঁহাদের কাহারও মুখে মুরারির উক্ত নাটকের প্রশংসা শুনিয়া, অনেকটা বমক ও অনু-প্রাসের প্রলোভনেই ঐ উক্তি করিয়াছেন। পরের মুখে ঝাল খাইতে গেলে যেমন হয়, এখানেও তাহাই ঘটয়াছে। বস্তুতঃ অনর্ঘরাঘবের রচনা মোটেই প্রাঞ্জল বা স্ফুটমধুর নহে। ভবভূতির “মহাবীরচরিত” নাটকের জায় উহা ওজোগুণ-ভূয়িষ্ঠ সমাস বহুল গোড়ী-রীতি-সম্মত রচনারই অন্ততম আদর্শ বটে। তবে, “ভিন্ন-কচির্হি লোকঃ”। ওজোগুণ-প্রিয় দত্ত-কবির নিকট যদি অনর্ঘরাঘবের শ্লোকাবলীই মুরলী-ধ্বনিবৎ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও নিতান্ত বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই।

মুরারি গুপ্তের কাহিনী চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের নানা স্থলেই বর্ণিত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ১৫০—১৫৩ পৃষ্ঠার ‘মুরারি গুপ্ত’ শীর্ষকে উহার সংক্ষিপ্ত সার-সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা বাহুল্য-ভয়ে এখানে ঐ বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম না। ঐহারা চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে মুরারি গুপ্তের কাহিনী খুঁজিয়া লইয়া পড়িতে অসুবিধা মনে করেন, তাঁহারা জগদ্বন্ধু বাবুর গ্রন্থ পড়িয়া দেখিবেন। সমস্ত কাহিনীই মুরারি গুপ্তের চরিত্র-মহাত্ম্যসূচক; উহাতে তাঁহার সাধারণ জীবন-বৃত্তান্ত প্রায় কিছুই জানা যায় না। মুরারি গুপ্তের পূর্বনিবাস ছিল শ্রীহট্ট। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব এবং মহাপ্রভুর অপেক্ষা বয়সে বড় ও উচ্চ শ্রেণীর পড়ুয়া ছিলেন।

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—“মুরারি সর্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যে সকল লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তদবলম্বনে ১৪৩৫ শকে “চৈতন্যচরিত” রচনা করেন। এই হ্রস্ব-গ্রন্থ সংস্কৃত এবং ইহা বৈষ্ণব-সমাজে “মুরারি গুপ্তের করচা” বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌরলীলাবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ এই “করচা”। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী কহেন :—

“আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতক চরিত।

হ্রস্বরূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রন্থিত॥”

শ্রীমহাপ্রভুর মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার সময়ে মুরারি গুপ্ত তাঁহার সহচর ছিলেন না; সে জন্যই বোধ হয়, তিনি শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ চরিত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। মুরারি গুপ্তের ‘চৈতন্যচরিত’ গ্রন্থের একটি সংস্করণ কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সংস্কৃত খুব সরল। দোষের মধ্যে গ্রন্থকার শ্রীগোরাঙ্গের জীবন-বৃত্তান্ত অধিক না লিখিয়া, তাঁহার ঈশ্বরত্ব অধিক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের অধিকাংশ জীবন-চরিতের ইহা একটা সাধারণ দোষ বটে। যাহা হউক, তাঁহার চৈতন্যচরিতে যে সকল ঘটনার বর্ণনা বা উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার ঐতিহাসিক মূল্য যে খুব বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে মুরারি গুপ্তের রচিত গোরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলিরও যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পদকল্পতরুতে ‘মোহন’-ভণিতার ৩০টা পদ সংগৃহীত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবুর মতে ইনি প্রসিদ্ধ

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাসের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের বন্ধু ছিলেন। ‘কর্ণানন্দ’

“শ্রীমোহন দাস নাম জগ্ন বৈষ্ণুকুলে ।

নৈতিক ভজন ধীর অতি নিরমলে ॥”

যদিও কর্ণানন্দের এই পরিচয়ে মোহনের কবিত্বের উল্লেখ নাই, তথাপি অপর কোন প্রসিদ্ধ মোহনের অবর্তমানে পদ-রচনার কৃতিত্ব ইহাকে অর্পণ করাই সম্ভব মনে করি। গোবিন্দদাসের একটা ভণিতায় আছে,—

“মোহন গোবিন্দদাস গর্হ ।”

কবির বন্ধু কবি হওয়াই খুব সম্ভব বটে। মোহনের পদগুলির মধ্যে বাংলা ও ব্রজবুলী—উভয়বিধ পদই আছে। মোহনের রচনা ও বর্ণনা-শক্তি প্রশংসনীয়।

পদকল্পতরুতে ‘যতু’-ভণিতার ১৪টী, ‘যতুনন্দন’-ভণিতার ৭১টী ও ‘যতুনাথ’-ভণিতার ১৬টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ‘যতু’-ভণিতার পদগুলির মধ্যে ‘যতুনন্দন’ ও ‘যতুনাথ’—

যতুনন্দন ও যতুনাথ

উভয়ের রচিত পদই থাকা সম্ভব। আমরা এখন যতুনন্দন ও যতুনাথের সম্বন্ধে একযোগে আলোচনা করিব। কেন না, ‘যতুনাথ’ নামে স্বতন্ত্র পদ-কর্তা থাকিলেও প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা ও গ্রন্থকার যতুনন্দনেরও যে নামান্তর ‘যতুনাথ’ ছিল, তাহা তাঁহার নিজের উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। যথা,—

(ক) “নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস ।

সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যতুনাথ দাস ॥”—গোবিন্দলীলামৃত, ১ম সর্গ।

(খ) “রাধাকৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম-সেবা অভিলাষ ।

গোবিন্দ-চরিত কহে যতুনাথ দাস ॥”—ঐ, ২য় সর্গ।

জগদ্বন্ধু বাবু চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরসাকর ও নরোত্তম-বিলাস হইতে কয়েকজন যতুনন্দনের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা সকলের কথা না বলিয়া, যাহারা পদ-কর্তা বলিয়া জানা গিয়াছে, কেবল তাঁহাদিগের পরিচয় দিব।

১। “কণ্টকনগর-বাসী যতুনন্দনাচার্য্য। ইনি অদ্বৈতশাখায় পরিগণিত। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—“শ্রীযতুনন্দনাচার্য্য .অদ্বৈতের শাখা।” ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ও শ্রীগৌরানন্দের চরিত-লেখক। ভক্তিরসাকরে যথা,—

“যতুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য ॥

দীন প্রতি চেষ্টা যৈছে না কহিলে নয় ।

বৈষ্ণবমণ্ডলে ধীর প্রশংসাতীশয় ॥

যে রচিল গৌরানন্দের অঙ্কুর চরিত ।

দ্রবে দারু পাষণ শুনিয়া ধীর গীত ॥”

ইহার পদবী ছিল ‘চক্রবর্তী’। ইহার শ্রীমতী ও নারায়ণী নামী কন্যা-দ্বয়কে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র প্রভু বিবাহ করেন। ইহার রচিত কাব্যের নাম “রাধাকৃষ্ণ-লীলাকদম্ব”। ইহার শ্লোকসংখ্যা ছয় হাজার। আমরা এই কাব্য বা ইহার রচিত গৌরান্দ-চরিত পুঁথি দেখি নাই। জগদ্বন্ধু বাবুও তাঁহার গৌরান্দ-চরিত সম্বন্ধে কোনও কথা খুলিয়া লিখেন নাই। সুতরাং উহা চৈতন্যভাগবত প্রভৃতির জ্ঞায় স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থ, কিংবা গৌরান্দ-বিষয়ক পদাবলীর সমষ্টি, তাহা বলিতে পারি না।

২। কণ্টকনগরে অপর একজন যত্নন্দন চক্রবর্তী ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পার্শ্বদ গদাধর ঠাকুরের শিষ্য। ঠাকুর মহাশয়ের খেতুরীর মহোৎসবে তিনি বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ভক্তিরসিকাকর ইহঁাকে পদ-রচয়িতা বলেন। নিত্যানন্দ-ভক্ত গৌরদাস এই যত্নন্দনের বন্ধু ও সমসাময়িক ছিলেন। যত্নন্দনের একটা পদে, যথা—

“কহে যত্নন্দন দাস।

গৌরদাস তর্হি করু আশোয়াস ॥”—৩৭৭ সংখ্যক পদ।

৩। মালিহাটী-নিবাসী বৈষ্ণ-বংশীয় বিখ্যাত পদ-কর্তা ও কবি যত্নন্দন দাস। ১৫২৯ শকে ৭০ বৎসর বয়সের কালে যত্নন্দন তাঁহার ‘কর্ণানন্দ’ নামক ইতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি শ্রীনিবাসাচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য। তিনি রসকদম্ব নামে রূপ গোস্বামীর বিখ্যাত “বিদম্বমাধব” নাটকের ও কবিরাজ গোস্বামীর সংস্কৃত কাব্য “গোবিন্দলীলামৃত” গ্রন্থের সুললিত বাংলা পদানুবাদ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরুতে সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের ১৮ সংখ্যক পদে এই যত্নন্দনকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে,—

“প্রভু-সুতা-চরণ-সরোরুহ-মধুকর

জয় যত্নন্দন দাস ॥”

বৈষ্ণবদাস শ্রীনিবাসাচার্যের মন্ত্রশিষ্য; সুতরাং তাঁহার কন্যা হেমলতা দেবীকে তিনি ‘প্রভু-সুতা’ শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনা হয় যে, এই ঘনিষ্ঠতা ও যত্নন্দনের পদাবলীর শ্রেষ্ঠতা—এই উভয় কারণেই বৈষ্ণব দাস মালিহাটীর এই পদ-কর্তা ও গ্রন্থকার যত্নন্দন দাসের পদই বেশীর ভাগে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে অপর যত্নন্দনদ্বয়ের পদও সেই সঙ্গে উদ্ধৃত হওয়া অসম্ভব নহে। এখন রচনা দর্শনে কোন পদ কাহার রচিত, তাহা নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। তবে, বিদম্বমাধবের অনুবাদ হইতে যে কয়েকটা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা যে মালিহাটীর যত্নন্দন দাসের রচিত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই যত্নন্দন দাসের অপর নাম ছিল যত্ননাথ দাস। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন কোন পদে ছন্দের অনুরোধে পঞ্চাঙ্কের ‘যত্নন্দন’ নামের পরিবর্তে চতুরঙ্কের ‘যত্ননাথ’ নামের ব্যবহার করা অসম্ভব বোধ হয় না। অপর যত্ননাথ—‘যত্ননাথ কবিচন্দ্র’ নামে বিখ্যাত। যথা,—

“যত্ননাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়।

নিরবধি নিত্যানন্দ যাহারে সদয় ॥” চৈতন্যভাগবত।

পুনশ্চ—

“মহাভাগবত যত্ননাথ কবিচন্দ্র।

যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥”— চৈতন্যচরিতামৃত।

ইনি শ্রীমহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী রত্নগর্ত আচার্যের পুত্র। ইহঁার কোনও কাব্য-গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত না হইলেও ইহঁার ‘কবিচন্দ্র’ উপাধি দ্বারাই বুঝা যায় যে, ইনি একজন কাব্য-প্রণেতা বা অন্ততঃ পক্ষে একজন পদকর্তা ছিলেন। বোধ হয়, যত্ননাথ ভণিতার পদে ইহঁার কোন কোন পদও উদ্ধৃত হইয়াছে।

যত্নন্দন দাস রচনা-শক্তি ও কবিত্বের জ্ঞাত দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদিগের মধ্যে একটু উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। পদাবলীর অপেক্ষাও ইহঁার প্রণীত “রস-কদম্ব” ও “গোবিন্দলীলামৃত” নামক পদানুবাদ-গ্রন্থ দুইখানার জন্তই ইনি এখন অধিক সমাদৃত হইতেছেন। সেই প্রাচীন যুগে পদানুবাদ

বলিতে অম্মবাদ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ—এই সকলের অঙ্কুত খিঁচুড়ী বুঝা যাইত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে কতিপয় ভাগবতীয় শ্লোকের পদ্মাম্মবাদই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ষড়নন্দন দাস কিন্তু সেরূপ পদ্মাম্মবাদ করেন নাই। তাঁহার অম্মবাদ আক্ষরিক না হইলেও, অনাবশ্যক বাহ্য্যাবজ্জিত ও বেশ সুখ-পাঠ্য। প্রাচীন যুগের অম্মবাদকদিগের মধ্যে ইহাঁকে বোধ হয়, সর্বোচ্চ স্থান দিলেও অসঙ্গত হইবে না।

‘যাদবেন্দ্র’-ভণিতার তিনটি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা এই যাদবেন্দ্রের কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু ১৩৩৬ সালের ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার

যাদবেন্দ্র

প্রাবণের সংখ্যায় “স্বর্ণলালী” শীর্ষক একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে বীরভূম কচুজোড়ের

রাজা রুদ্রচরণ রায়ের গুরুদেব ‘যাদবিন্দ’ বা ‘যাদবেন্দ্র’ ভট্টাচার্য্য নামক একজন

পদ-কর্তার পরিচয় দিয়াছেন। এই যাদবেন্দ্রই নাকি বীরভূমের মহিলাকবি ‘স্বর্ণলালী’ দেবীর স্বামী ছিলেন। যাদবেন্দ্রের বংশধরগণ এখন বীরভূমের সংগ্রামপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে, হরেকৃষ্ণ বাবু ‘স্বর্ণলালী’ দেবীর রচিত তিনটি পদ ও ‘যাদবিন্দ’-ভণিতার একটা পদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছেন। ‘যাদবিন্দ’-ভণিতার এই পদ পদকল্পতরুর ‘যাদবেন্দ্র’-ভণিতার ১১৮২ সংখ্যক গোষ্ঠীষাত্রার পদেরই একটা রূপান্তর বটে। তুলনার জন্ত আমরা সম্পূর্ণ পদটি ‘ভারতবর্ষ’ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা -

“গহন গমনকালে ভাসি নয়নের জলে

হরিমুখ করি নিরীক্ষণ।

বলরামের করে ধরি স্মরণ করি হরি

পুন রাগী কহেন বচন ॥

আমার শপতি লাগে না ধাইহ কারু আগে

তুমি মোর প্রাণ নীলমণি।

নিকটে রাখিহ ধেম্ব বাজারে মোহন বেণু

ঘরে বসি যেন রব শুনি ॥

বলাই সভার আগে আর শিশু পার্শ্বভাগে

শ্রীদাম স্তদাম যাবে পাছে।

তুমি সভার মাঝে যাবে কারু আগে না ধাইবে

বনে বড় রিপুভয় আছে ॥

ধীরে পদ বাড়াইও পথ পানে চেয়ে যেও

তৃণাকুর অতিশয় পথে।

কার বোলে বড় ধেম্ব ফিরাতে না যেও কাছ

হাত তুলি দেহ মায়ের মাথে ॥

রোদ্দুর লাগিলে গায় বসিও তরুর ছায়

বসন ভিজারে দিও গায়।

যাদবিন্দে সঙ্গে লেহ বাধা পথে হাতে দেহ

সময় বুঝে দিবে রাক্ষা পায় ॥”

হরেকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন যে, অহুমান বাং ১১৫০ সালে বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজা রুদ্রচরণ নিহত হন। ঐ যুদ্ধের স্থানকে এখন লোকে সংগ্রামপুর গ্রাম বলিয়া নির্দেশ করে। রুদ্রচরণের পৌত্র প্রেমনারায়ণ যাদবিন্দ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্যকে বাং ১২২৫ সালে একথানা ‘দাতব্য পত্র’ দ্বারা বৃত্তি ও ভূমি দান করেন। উহা দ্বারাও অহুমিত হয় যে, যাদবিন্দ ও রুদ্রচরণ বাং ১১৫০ সালের কাছাকাছি বর্তমান ছিলেন। এই ‘দাতব্য পত্র’ খানার নকল হরেকৃষ্ণ বাবু প্রকাশিত করিয়াছেন; উহাতে ‘শ্রীচরণকমলেষু’ স্থলে ‘শ্রীচরণকোমলেষু’ ‘পিতৃ মাতৃ’ স্থলে ‘পিতৃ পিতৃ মাতৃ’, ‘বৃত্তি’ স্থলে ‘বিত্তি’ ইত্যাদি বহু অশুদ্ধ বর্ণাশুদ্ধি আছে; সুতরাং ‘যাদবেন্দ্রই’ যে, ‘যাদবিন্দ’ রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। যাদবিন্দের পুত্র দেবীচরণ বাং ১১৬৬ সালে রাজনগরের মুসলমান রাজ-দরবার হইতে যে একথানা সনন্দ প্রাপ্ত হন, হরেকৃষ্ণ বাবু উহারও নকল প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা হইতে নিশ্চিত জানা যায় যে, বাং ১১৬৬ সালের পূর্বেই যাদবিন্দ পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার অন্যান্য পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইয়াছিল, এরূপ অহুমান করিলে আনন্দের বাং ১১১০ সালের কাছাকাছি তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং তিনি পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের সমসাময়িক ছিলেন প্রমাণিত হইতেছে। পদকল্পতরুতে যাদবেন্দ্রের যে তিনটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা গোষ্ঠ-বাত্মা ও সখা-রসের পদ বটে। যাদবেন্দ্রের বংশধরগণ ‘শাক্ত’ বলিয়া পরিচয় দেন। যাদবেন্দ্রও খুব সম্ভব শাক্তই ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য-সখা-রসাত্মক গোষ্ঠলীলা শাক্ত-বৈষ্ণব-নির্বিশেষে সকলের নিকটই প্রিয় বটে। এ জন্তই বোধ হয়, শাক্ত যাদবেন্দ্র বিশেষ-ভাবে গোষ্ঠ-লীলার প্রতি অহুরক্ত হইয়া, ঐ লীলার কতকগুলি সুন্দর পদের রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী স্বর্ণলালী দেবীর মধ্যে কিন্তু স্ত্রী-স্বভাব-সুসজ্জিত সখী-ভাবেই প্রাধান্য দেখা যায়। হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার যে তিনটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার সবগুলি গোপী-ভাবের পদ বটে। হরেকৃষ্ণ বাবু এই গবেষণার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

‘রঘুনাথ দাস’ ভণিতার তিনটি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইনি প্রসিদ্ধ ষট্-গোস্থামীর অন্ততম ও ‘দাস-গোস্থামী’ নামে প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের অধীশ্বর হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের বার্ষিক আয় ছিল ‘বারো লক্ষ মুদ্রা’। রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের পুত্র। জগদ্বন্ধু বাবুর মতে ১৪২৮ শকে (তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে ১৪২০ শকে) ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তরুণ যৌবনেই সুন্দরী সুবতী স্ত্রী ও রাজ্য-সুখ-ভোগ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইয়া শ্রীমহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন। ইহার অশুদ্ধ কঠোর সাধনা ও পবিত্র চরিত্রের কাহিনী চৈতন্যচরিতামৃতের নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড-তীরে পর্ণকুটীরে থাকিয়া ইনি তজন-সাধন করিতেন। ১৫০৪ শকে সেখানেই অপ্রকট হন। দাস গোস্থামী সংস্কৃতে অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন। পদাবলী ব্যতীত তিনি সংস্কৃত-ভাষার “শুবাবলী,” “বিলাপ-কুসুমঞ্জলি,” “দানচরিত” ও “মুক্তা-চরিত” গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার ইহার একাধিক জীবন-চরিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন পদ-কর্তা রাধাবল্লভ একটা সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক (পদকল্পতরুর ২৩৭০ সংখ্যক) পদে দাস-গোস্থামীর চরিত্রাঙ্গদান করিয়া গিয়াছেন। ঐ পদে তাঁহার বৃন্দাবন-বাসের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কোতুলী পাঠক অবশ্য পড়িয়া দেখিবেন।

‘রসময় দাস’-ভণিতার ৩টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ-কর্তার কোনও পরিচয় জানা যায় নাই। ইহার তিনটি পদই বাংলা মাধুর-বিরহের পদ। উহাতে শ্রীরাধার ব্যাকুলতা ও প্রেমোচ্ছ্বাস বেশ ফুটিয়াছে। আমরা বিশেষভাবে তাঁহার ১৮৬৫ সংখ্যক “বাহুড়িয়া আইস বন্ধু পরাণ-পুতলি” ইত্যাদি পদটির প্রতি সজ্জন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইনি গোপী-ভাবের অভিমানে

নিজকে “রসময়ী দাসী” রূপে পরিচিত করিয়া ৭৫৭ সংখ্যক পদের রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা “রসময়ী দাসী” প্রকৃত পক্ষেই কোনও মহিলা কবি ছিলেন,— নিশ্চিত বলা যায় না। যখন রসময় দাস ও রসময়ী দাসী, উভয়েরই কোন পরিচয় জানা যায় নাই, তখন উভয়েরই স্বতন্ত্রতার অস্বীকার করিয়া, প্রাচীন কালের একজন মহিলা কবি—

রসময় দাস

ও

রসময়ী দাসী

“তোমাতে আমাতে যেমত পিরিতি” ইত্যাদি ৭৫৭ সংখ্যক পদের স্থায় সরল ও উচ্ছ্বাস-পূর্ণ স্নন্দর পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া একটু আনন্দ অস্বভব করাই সমীচীন মনে করি। ভরসা করি, আমাদের উৎসাহী প্রাচীন-সাহিত্যভুরাগী শিক্ষিত যুবকদিগের অস্বসন্ধান ও গবেষণার ফলে রসময় দাস ও রসময়ী দাসীর প্রকৃত পরিচয় সংগৃহীত হইবে। বলা বাহুল্য যে, সখী-ভাবের অভিমান থাকা সত্ত্বেও সাধারণতঃ কোন বৈষ্ণব-কবি স্ত্রী-রূপে নিজের ভণিতা দেন নাই। তবে ‘সখী-ভেকী’ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির—ঋঁহার বাহেও স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া থাকেন—এ ভাবে ছদ্ম-ভণিতা দেওয়ার অসম্ভব মনে হয় না। পদ-কর্তা রসময়দাস ‘সখী-ভেকী’ সম্প্রদায়ের পদ-কর্তা কি না, সে সম্বন্ধে উক্ত সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট অস্বসন্ধান লওয়া আবশ্যিক।

‘রসিকানন্দ’-ভণিতার শুধু একটা মাত্র (২২২৪ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা ‘মুরারি’ দাসের প্রসঙ্গে শ্রামানন্দ পুরীর প্রসিদ্ধ শিষ্য রসিকানন্দেরও পরিচয় দিয়াছি। শ্রামানন্দ নরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ-ভাগের রসিকানন্দ লোক; সুতরাং রসিকানন্দও প্রায় সেই সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। রসিকানন্দের আলোচ্য পদটী শ্রীগোবিন্দের সন্ন্যাসবিষয়ক একটি স্নন্দর বাঙ্গালা পদ; ইহাতে শ্রীগোবিন্দের কাঁটোয়ার সন্ন্যাস গ্রহণকালে নাপিত কর্তৃক কেশ-মুগুন অতি মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনা হয় যে, বৈষ্ণব-চূড়ামণি শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার “অমিয় নিমাই-চরিত” গ্রন্থের কেশ-মুগুনের করুণ-কাহিনী বর্ণন করার সময়ে রসিকানন্দের এই পদ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। সে সময় পর্যন্ত শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা ছই চারি জন দীর্ঘজীবী লোক জীবিত ছিলেন; রসিকানন্দ বোধ হয়, তাঁহাদিগের মুখে সেই করুণ-কাহিনী শুনিয়াই কেশ-মুগুনের এরূপ একটা জীবন্ত চিত্র দিতে পারিয়াছেন। এরূপ বিষয়ে কাল্পনিক বর্ণন ধৃষ্টতা মাত্র। পরমভক্ত রসিকানন্দের পক্ষে উহা অসম্ভব। সুতরাং কেশ-মুগুনের সাক্ষাৎ দ্রষ্টার লিখিত বিবরণ না পাইলেও রসিকানন্দের এই বিবরণ প্রায় সেইরূপই প্রামাণিক ও মূল্যবান্ বটে।

‘রাধামোহন’-ভণিতার ১৮২টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস যে এই পদগুলি রাধামোহন ঠাকুরের “পদামৃতসমুদ্র” হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা গ্রন্থশেষে অস্ববাদ-প্রকরণের “শ্রীআচার্য্য-প্রভু-বংশ শ্রীরাধামোহন” ইত্যাদি শ্লোকাবলী হইতেই জানা যায়। রাধামোহন ঠাকুরের সংকলিত “পদামৃত-সমুদ্র” গ্রন্থের পরিচয় আমাদের ভূমিকার ২ পৃষ্ঠার প্রদত্ত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,— “রাধামোহন আচার্য্য ঠাকুর” শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র। কাহার কাহার মতে পৌত্র এবং কাহার মতে বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। ১৪৬৫ কি ১৪৬৬ শকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম; ১৬২০ কি ১৬২১ শকে রাধামোহনের জন্ম; ব্যবধান ১৫৫ বৎসর। সুতরাং ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের ‘পুরুষ’ হিসাবে (প্রত্যেকে ২৫ বৎসর গড়ে), শেষ মতই অধিক সম্ভাবনীয়। আবার আর একজন পত্রপ্রেরক আমাদের কাছে লিখিয়াছিলেন,— “রাধামোহন

রাধামোহন

ঠাকুর গতিগোবিন্দ ঠাকুরের পুত্র।” এই কথা রামনারায়ণ বিহারী মহাশয়ের সহিত মিলে*। ইনি পৈতৃক বাসস্থান চাঞ্চলী গ্রামেই ভূমিষ্ঠ হইলেন।”

মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটের বিখ্যাত মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। বাঙ্গালা ১১২৫ সালে স্বকীয়া ও পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে যে তুমুল বিচার হয়, উহাতে রাধামোহন ঠাকুর পরকীয়া-বাদের সমর্থন করিয়া জয়লাভ করিলে, তাঁহাকে একখানি জয়-পত্র প্রদত্ত হয় এবং ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে মুর্শিদ কুলী খাঁর দরবারে সেই দলিল রেজেষ্টরিভুক্ত করা হয়। প্রবাদ যে, এ সময়ে রাধামোহন ঠাকুরের বয়স ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। এই বিচারে বঙ্গদেশের সকল প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পরিবারের সুপণ্ডিত নেতৃগণ উপস্থিত ছিলেন। ঐ জয়-পত্রে ঢাকার সোণারগাঁও পরগণার কোন কোন পণ্ডিতেরও স্বাক্ষর আছে। তাঁহার সম্ভবতঃ মধ্যস্থ-রূপে বিচার-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; কেন না, সোণারগাঁও পরগণার কোনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বংশই দীক্ষিত বৈষ্ণব বলিয়া জানা যায় নাই। উপরোক্ত বিচার অবশ্যই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের স্বীয়া-বাদী ও পর-কীয়াবাদী দুইটা প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই হইয়াছিল। অভিজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই যে, জীব গোস্বামী রূপ গোস্বামীর সুপ্রসিদ্ধ রস গ্রন্থ উজ্জলনীলমণির ‘লোচন-রোচনী’ টীকায় যে জতাই হউক, অন্ততঃ বাহ্যতঃ স্বীয়াবাদের পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং পরকীয়াবাদের লৌকিক ও পারমার্থিক সত্যতায় দৃঢ়বিশ্বাসী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে তাঁহার ঐ মত স্থাপিত করিয়াছেন।

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—“রাধামোহন একরূপ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন যে, ভক্তিরস্নাকর-প্রণেতা ইহঁাকে ত্রিনিবাসাচার্য্যের “দ্বিতীয় প্রকাশ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইনি শ্রামানন্দ পুরীর শিষ্য। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গীত-বিজ্ঞাবিশারদ, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞ ও উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন।”

পুনশ্চ—

“রাধামোহনের রচিত কয়েকটা সংস্কৃত পদও আমরা দেখিয়াছি। ইহঁার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত রচনা বিলক্ষণ গাঢ় অথচ প্রাঞ্জল ও সরস। সংস্কৃত পদগুলি প্রায় জয়দেবের অঙ্কুরণে লিখিত।”

*জগদ্বন্ধু বাবুর মতই ঠিক। কেন না, রাধামোহন ঠাকুর পদাবৃত্তসমূহের মহলাচরণে লিখিয়াছেন,—

“বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্তদায়কং ।

নীতিবেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্তো বৎসুপাশরা ।

গুরোঃ প্রকাশকং ত্রীলোক্যাব্যং সর্বসিদ্ধিং ।

প্রসাদ-পদ-সংযুক্তং বন্দেহং করণার্থং ।

ত্রীগোবিন্দগতিং বন্দে বিমিতং ভূবি সর্বতঃ ।

তৎপূজাপাত্ত সর্বেষাং পার্শ্বগম্যমর্হিশং ।

ত্রিনিবাসাচার্য্যবরং সন্তোজং সনরোত্তমং ।

সরাসচন্দ্রগোবিন্দকবীন্দ্রমহাশয়ে ॥”

হতব্যা জানা বাইতেছে যে, রাধামোহন ঠাকুরের গুরু (এবং জনক) জগদানন্দ; তাঁহার প্রকাশক অর্থাৎ জনক কৃষ্ণপ্রসাদ, তাঁহার জনক গোবিন্দগতি গুরকে গতিগোবিন্দ, তাঁহার জনক ত্রিনিবাসাচার্য্য। হতব্যা রাধামোহন ত্রিনিবাসের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। পদাবৃত্ত-সম্পাদক রামনারায়ণ বিহারীর কি অল্প ভুল হইল, তাহা দ্রবেদীয়া বটে।—সম্পাদক।

† জগদ্বন্ধু বাবুর এই উক্তি স্পষ্টতই ভুল। কেন না, ত্রিনিবাসাচার্য্যের সমসাময়িক শ্রামানন্দ পুরী আচার্য্য প্রভুর প্রায় ১৫০ বৎসরের পরবর্তী বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাধামোহনের গুরু হইবেন কি একারে? রাধামোহনের গুরু যে তাঁহারই জনক জগদানন্দ ঠাকুর, তাহা পদাবৃত্তসমূহেই লিখিত হইয়াছে। পূর্বের পাদ-টীকা দ্রষ্টব্য—সম্পাদক।

রাধামোহন ঠাকুরের পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা সঘন্থে কাহারও মত-ভেদ নাই; কিন্তু তাঁহার কবিত্ব সঘন্থে জগদ্বন্ধু বাবুর উক্তি খুব অতিরঞ্জিত মনে হয়। তাঁহার পদাবলীতে রস-শাস্ত্রের নিয়ম-রক্ষার উদাহরণ যেরূপ পাওয়া যায়, স্বাভাবিক কবিত্বের উদাহরণ সেরূপ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য ও রস-শাস্ত্রানুবর্তিতাই তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব-বিকাশে যথেষ্ট বাধা জন্মাইয়াছিল। তাঁহার পদাবলী-সমুদ্রের—

“আলোক্য গীতশাস্ত্রাণি সম্ভক্তানাং কৃতানি তু।

সংগৃহ্যন্তে স্মৃগীতানি কীর্তনশ্রাব্যসারতঃ ॥

পূর্বোক্তগীতকর্তৃণাং কদাচিৎ গানপোষকং।

ন লভ্যতে যত্র গীতং বিচিন্ত্য হৃদি তৎপদং।

দাস্তামি রচনং কৃৎস্না তত্র শুভাং কৃপাবলৈঃ ॥”

এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তিনি পূর্বতন প্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদিগের পদ পাইলে প্রধানতঃ উহাই সন্নিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু যেখানে পালার গানের পোষক পদ পান নাই, সেখানেই অগত্যা তাঁহাকে পদ রচনা করিয়া পালার পূরণ করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ফরমায়েশী কবিতার স্তায় এরূপ দায়ে পড়িয়া পদ রচনা করিলে, উহাতে স্বাভাবিক কবিত্বের বিকাশ হইতে পারে না। এ জন্তই আমরা রাধামোহন ঠাকুরকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার জন্ত উচ্চস্থান দিলেও, কবি হিসাবে তাঁহাকে উচ্চস্থান দিতে অক্ষম। লোচনদাস প্রভৃতির স্তায় অপণ্ডিত অনেক পদ-কর্তাও কবিত্বের জন্ত তাঁহার অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থান পাইতে পারেন। নরহরি চক্রবর্তীরও কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্য বেশী থাকিলেও কবিত্ব হিসাবে তিনিও রাধামোহন হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। এ জন্ত হুঃখ প্রকাশ করা অনাবশ্যক; রাধামোহন ঠাকুরের পদাবলী-সমুদ্র ও উহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত টীকাই তাঁহাকে বৈষ্ণব-সাহিত্য অমর করিয়া রাখিবে।

“রাধাবল্লভ”-ভণিতার ১৭টি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু রাধাবল্লভ দাসের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—“কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে স্বধাকর মণ্ডল নামে পরমবৈষ্ণব একজন গৃহস্থ বাস করিতেন। তদীয় পত্নী শ্রীমতী শ্রীমপ্রিয়া দাসীও অতি স্মৃতিজ্ঞা ও রাধাবল্লভ কৃষ্ণকশরণা ছিলেন। এই ভক্ত-দম্পতি শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও কিষ্কর-কিষ্করী ছিলেন। স্বধাকরের ঔরসে রাধাবল্লভ মণ্ডলের জন্ম। সম্ভবতঃ ইহঁরা জাতিতে তৈলিক ছিলেন। কর্ণানন্দে ইহঁরা এইরূপ পরিচয় আছে :—

“স্বধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন।

তার স্ত্রী শ্রীমপ্রিয়া কৃপার ভাজন।

তার পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল স্মৃতিজ্ঞ।

হরিনাম বিনা ধীর নাহি আর কৃত্য ॥”

“ইনিও আচার্য্যারয়ের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস গোখামী শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া সংসারতপ্ত ভক্তের বিলাপ-স্মৃচক “বিলাপ-কুঙ্কমাঞ্জলি” নামে সংস্কৃত গ্রন্থ লিখেন। রাধাবল্লভ দাস বাঙালী পণ্ডে ঐ গ্রন্থ অল্পবাদ করেন। উহাঁর অপর গ্রন্থের নাম “সনাতন গোখামীর স্মৃচক” ও “নহতত্ব ॥”

রাধাবল্লভ বাংলা ও ব্রজবুলী—উভয়বিধ পদের রচনায়ই নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার পদাবলীও নানা-বিষয়ক। তন্মধ্যে ২৩৬১—২৩৬৩, ২৩৬৮ ও ২৩৭০ সংখ্যকে ঐতিহাসিক পদগুলি মূল্যবান্ বটে।

রাধাবল্লভ লোচন দাসের খামালি পদের অঙ্করণে “মনমোহনিয়া গোরা কুবনমোহনিয়া” ইত্যাদি যে ২১৪২ সংখ্যক পদটি রচনা করিয়াছেন, তাহা অঙ্করণের হিসাবে ভালই হইয়াছে। ইহাঁর —

“আনন্দ-কন্দ নিতাই-চন্দ
অরুণ নয়ন বরুণ-ছন্দ
করুণ-পূর সবনে ঝর
হরি হরি ধনি বোল রে।”

ইত্যাদি ২৩২৪ সংখ্যক পদে অমুগ্ধাস ও ছন্দের ঝঙ্কার প্রশংসনীয়। ইহাঁর বর্ণনার মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠ-কবিতা-স্বলভ ব্যঙ্গনাও পাওয়া যায়; যথা—

“নিতাইর বরণ কনক চাঁপা।

বিধি দিল রূপ অঞ্জলি-মাপা ॥—(২৩০৭ সং পদ)

বোধ হয়, ‘অঁজলি-মাপা’ই প্রকৃত পাঠ; পণ্ডিতস্বস্ত্র লিপিকরেরা উহা শুদ্ধ করিতে যাইয়া ঋতি-কটু ‘অঞ্জলি-মাপা’ করিয়াছেন।

পদকল্পতরুতে ‘রাম’-ভণিতার একটী মাত্র (২৩০২ সংখ্যক) পদ পাওয়া গিয়াছে। ‘রাম’,

রাম

‘রামকান্ত’, ‘রামচন্দ্র’ প্রভৃতি রামাঙ্কনামের অথবা ‘শিবরাম’, ‘ঘনরাম’ প্রভৃতি রামাঙ্কনামের সংক্ষেপ হইতে পারে। স্তবরাং আলোচ্য পদের রচয়িতা

যে কোন্ রাম, উহা নির্ণয় করা অসাধ্য।

‘রামকান্ত’-ভণিতার শুধু একটী (১৫৭২ সংখ্যক) পদ পাওয়া গিয়াছে। রামকান্তের কোন মিশ্রিত পরিচয় জানা যায় নাই। তাঁহার পদটি ত্রিগোবিন্দের অভিষেক-বিষয়ক ‘মঙ্গ-ঝাঁপ’ ছন্দের একটী বাংলা পদ। প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যে এই ছন্দের পদের সংখ্যা খুব বিরল।

রামকান্ত

সমগ্র পদকল্পতরুতে আর হই একটি দেখিয়াছি বলিয়া এখন স্মরণ পড়ে না।

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণের ৪র্থ অক্ষর ও ৮ম অক্ষরে মিল (Rhyme) আছে, যথা—

“নীতানাথ লেই সাথ পণ্ডিত ত্রিবাস।

গদাধর দামোদর হরিদাস পাশ ॥” ইত্যাদি

কদাচিত্ উক্ত চারি অক্ষরের স্থলে সমান ওজনের পাঁচ অক্ষরও দেখা যায়; সেখানে কিঞ্চিৎ ক্রান্ত-পঠিত পাঁচটি অক্ষরই চারি অক্ষরের তুল্য-কাল-ব্যাপী বুঝিতে হইবে। যথা—

“আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গ।

প্রেমে ভাসি হাসি হাসি রোম-হর্ষ-অঙ্গ ॥”

পুনশ্চ—

“অষ্টৈতচন্দ্র প্রেম-কন্দ পূজা কৈলা যত।

করি নিতান্ত রামকান্ত তাহা কৈবে কত ॥”

“রামচন্দ্র”-ভণিতার ২০৬৪ ও ২১৮৬ সংখ্যক দুইটী পদ পদকল্প-

রামচন্দ্র

তরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বৈকব সাহিত্যে হই জন রামচন্দ্রই প্রসিদ্ধ।

(১) প্রথম জন গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠ সহোদর। “গোবিন্দদাস” প্রসঙ্গে ইহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি ঐনিবাসাচার্যের প্রিয় শিষ্য এবং নরোত্তম ঠাকুরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। ইনি “স্বরূপ-দর্পণ” নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(২) রামচন্দ্রদাস গোস্বামী। ইনি বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র এবং চৈতন্তদাসের পুত্র ঐনিভ্যাসনন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণী রামচন্দ্রকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ ও পরে মন্ত্র-দান করেন। রামচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত সাধন-শক্তির স্মরণে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। ইনি ১৪৫৬ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সের কালে অশ্রুচিহ্ন হন। ‘করচা-মঞ্জরী,’ ‘সম্পূটিকা’ ও ‘পাষাণদলন’ নামে ইহার রচিত তিনখানা গ্রন্থ আছে।

আলোচ্য পদ-ষয় গৌরাক্ষরবিষয়ক। আমাদের অনুমান হয়, রামচন্দ্র কবিরাজ অপেক্ষা পূর্ববর্তী পদ-কর্তা রামচন্দ্র গোস্বামীই এই পদ-ষয়ের রচয়িতা।

‘রাম রায়’-ভণিতার একটি মাত্র (২৮৪৪ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদটির রচয়িতা রাম রায় কে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। পদটি ত্রিরাধা-কৃষ্ণের আরতি-বিষয়ক ব্রজবুলীর পদ। রামানন্দ রায়ের কোন পদে আমরা তাঁহার নামের সংক্ষিপ্ত রূপান্তর দেখিতে পাই নাই। সুতরাং আলোচ্য পদের রচয়িতা সম্ভবতঃ রামানন্দ রায় নহেন,—অন্ত কেহ হইবেন।

‘রামানন্দ’-ভণিতার ১১টি ও ‘রামানন্দ বহু’-ভণিতার ৭টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘রামানন্দ’ যদিও ‘রামানন্দ বহু’ কিংবা ‘রামানন্দ রায়’—উভয়েই হইতে পারেন, কিন্তু নিম্ন-লিখিত কারণে ‘রামানন্দ’ ‘রামানন্দ দাস’ ও ‘দীন হীন রামানন্দ’-ভণিতার পদগুলি আমরা রামানন্দ বহুর রচিত বলিয়াই মনে করি।

(১) রামানন্দ রায় তাঁহার কোন পদেই শুধু ‘রামানন্দ’, ‘রামানন্দ দাস’ বা ‘দীন হীন রামানন্দ’ ভণিতা দেন নাই। তাঁহার সকল পদেই ‘রামানন্দ রায়’ ভণিতা আছে।

(২) রামানন্দ রায়ের কোনও বাংলা পদ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ৫৭২ সংখ্যক ‘পহিলিহি’ রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল’ ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদ ব্রজবুলীর, বাকি সমস্ত পদই সংস্কৃতের। ‘রামানন্দ’-ভণিতার পদে বাংলা ও ব্রজবুলী উভয়বিধ পদই আছে।

(৩) ‘রামানন্দ’ ও ‘রামানন্দ দাস’ ভণিতার পদগুলির রচনা ‘রামানন্দ বহু’-ভণিতার পদগুলির সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত।

(৪) ‘রামানন্দ’—ভণিতার ৩০৫৭ সংখ্যক পদে আছে,—

“হরি হরি ঐছে কি হোমব আমার।

সহচর সঙ্গে সঙ্গে পছঁ গৌরক

হেরব নদিয়া-বিহার ॥ ৬ ॥”

ঐগৌরাজের নীলাচলের সহচর রামানন্দ রায়ের পক্ষে এরূপ কামনা অসম্ভব। ইহা কেবল মহাপ্রভুর পূর্বাঙ্গের পরিচিত ভক্তদিগের পক্ষেই সাধ্য।

বর্তমান জেলার মেমারী ঠেসনের নিকটবর্তী কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বহু ওরফে “গুণরাজ খান”-এর পুত্র সত্যরাজ খানের ঔরসে রামানন্দ বহুর জন্ম হয়। চৈতন্তচরিতামৃতের শাখা-গণনায় আছে,—

“কুলীন গ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ ।
 যছনাথ পুরুষোত্তম শব্দর বিজ্ঞানন্দ ।
 বাণীনাথ বহু আদি যত গ্রামী জন ।
 সবে ত্রিচৈতন্য-ভূত চৈতন্য-প্রাণধন ॥”

রামানন্দ বহুর জন্ম-মৃত্যুর কাল জানা নাই। তবে তিনি মহাপ্রভুর প্রায় সম-বয়স্ক ছিলেন, এরূপ অনুমান করার কারণ আছে।

রামানন্দ বহুর পিতামহ মাগাধর বহু “ত্রিকৃষ্ণবিজয়” নামক একখানা বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়া গোড়-বাদশাহের নিকট হইতে ‘গুণরাজ খান’ উপাধি লাভ করেন। ঐ গ্রন্থে ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে পক্ষে ত্রিকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শ্রীমহাপ্রভুর অন্ততম প্রিয় পাঠ্য গ্রন্থ ছিল। বড়ু চণ্ডীদাস ব্যতীত গুণরাজ খানের পূর্বে আর কেহ বাংলা বৈষ্ণব-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। রামানন্দ বহুর অধিক পদ পাওয়া যায় নাই; যাহা পাওয়া গিয়াছে, উহা হইতেই তাঁহার রচনা ও কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রামানন্দ বহুর কোন কোন পদে উচ্চ-শ্রেণীর কবিত্ব দৃষ্ট হয়। তাঁহার ১৪৫ সংখ্যক,—

“তোমায়ে कहিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী ।

পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি ॥”

ইত্যাদি পদটি জানদাসের ১৪৪ সংখ্যক—“মনের মরম কথা, তোমায়ে कहিয়ে এখা, শুন শুন পরাণের সই ।” ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের সহিত তুলনায়ও অপকৃষ্ট নহে। রামানন্দ জানদাসের অনেক পূর্ববর্তী পদ-কর্তা; সুতরাং জানদাস যে তাঁহার এই পদের ছায়া রামানন্দের পদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। রামানন্দের ৬৫৯ সংখ্যক—

“প্রাণনাথ কি আছু হইল ।

কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল ॥”

ইত্যাদি পদটিও খুব সুন্দর। ব্রজবুলী পদ-রচনায়ও তাঁহার বেশ কৃতিত্ব ছিল।

‘রামানন্দ রায়’ শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং মহা পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁহার অভূত চরিত্র চৈতন্যচরিতামৃতের নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যে গমনকালে গোদাবরী তীরে ইঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ও ধর্ম সন্ধে আলোচনা হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-লীলার ৮ম পরিচ্ছেদে ঐ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র চরিতামৃতের মধ্যে ঐ পরিচ্ছেদ অতি উপাদেয়। রামানন্দ রায় বিজ্ঞানগণের অধীশ্বর ভবানন্দ রায়ের ছোট পুত্র। রামানন্দ রায় ও তাঁহার অপর চারি ভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রভৃতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অমাত্য ও কার্যকারক ছিলেন। মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সুদীর্ঘ চক্ষিণ বৎসর কালের অধিকাংশ সময় রামানন্দ রায় বিষয়কার্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে অবস্থান করেন। এ সময়ে রায় রামানন্দ ও দামোদরস্বরূপ ওরফে স্বরূপ গোস্বামীই মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। রামানন্দ রায়ের অভূত চরিত্র অল্প কথায় বলার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাসুখ মহাশয় “রায় রামানন্দ” নামে ইঁহার যে একখানা উৎকৃষ্ট জীবন-চরিত্র লিখিয়াছেন, আমরা কোড়ুলী পাঠকদিগকে উহা পড়িতে অনুরোধ করি। একাধারে পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞতা ও রাজনীতির জানে ইঁহার তুল্য বড় কেহ ছিলেন না। ইঁহার রচিত “অগরাধ-বল্লভ” নামক সংস্কৃত নাটিকাখানিতে ইঁহার

সংস্কৃত কাব্য-রচনার দক্ষতা ও অসাধারণ কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর উদ্ধৃত তাঁহার সংস্কৃত পদগুলি সমস্তই তাঁহার উক্ত নাটক হইতে গৃহীত হইয়াছে। উহা হইতেই পাঠক সংক্ষেপে তাঁহার রচনা ও কবিত্বের পরিচয় পাইবেন। তাঁহার একটা মাত্র (১৭৬ সংখ্যক) ব্রজবুলী পদ এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে। সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে বোধ হয়, ইহার দ্বায় বহু আলোচিত পদ আর নাই। এই পদে তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমকাণ্ডতার চরম রহস্য একাধারে কবিতা ও দর্শন-স্বজের ব্যক্তনাপূর্ণ সঙ্কেতের সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা সকল পাঠককেই উহা পুড়িতে অহুরোধ করি।

‘রূপ গোবামী’ প্রসিদ্ধ ষট্-গোবামীর অন্ততম এবং গোড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ও রস-গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। পদ-কল্পতরুর উদ্ধৃত সংস্কৃতের পদগুলিতে ইনি বিনয়বশতঃ

রূপ গোবামী

‘নিজ নামের ভণিতা না দিয়া স্বকৌশলে তাঁহার পূজনীয় অগ্রজ সনাতনের

নাম সংযুক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, সর্বত্রই সনাতন শব্দ স্নিষ্টরূপে একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভণিতার ‘সনাতন’ নাম দর্শনে ব্রাস্ত হইয়া গোপীকান্ত দাস প্রভৃতি কোন কোন পদ-কর্ত্তা ঐ পদগুলি সনাতন গোবামীর রচিত বলিয়া অহুমান করিয়াছেন ; যথা,—

“শ্রীল সনাতন কয়ল গীতাবলী

বিবিধ-ভাব-তরঙ্গী।” (গোপীকান্ত দাস ; কীর্ত্তনানন্দ, ২৮ পৃষ্ঠা)

“গোসাঞি সনাতন কয়ল গীতাবলি

শুণইতে উনমিত চিত।” (গৌরহৃন্দর দাস, ঐ)

রূপ গোবামীর “সুবমালা” গ্রন্থ পাঠ করার পূর্বে আমাদেরও এরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল। শ্রীকীব গোবামী ‘সুবমালা’র মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,—

“শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃত্য কৃত।

সুবমালাসুজীবন জীবন সমগৃহ্যত ॥”

অর্থাৎ রসামৃত-কার গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের কৃত সুবমালা তাঁহার অহুজীবী জীবের দ্বারা সংগৃহীত হইল। এই সুব-মালার অন্তর্গত “গীতাবলী” হইতেই পদকল্পতরুর আলোচ্য পদ বা গীতগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং সেগুলি যে রূপ গোবামীর রচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রূপ গোবামী বাংলা কোন পদ বা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, নিশ্চিত জানা যায় নাই। তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ-গুলির নাম—‘ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি’, ‘লঘুভাগবতামৃত’, ‘হংসদূত’, ‘উদ্ধব-দূত’, ‘সুবমালা’ ‘শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা’, ‘বিদগ্ধমাধব নাটক’, ‘ললিত মাধব নাটক’, ‘দানকেলি-কৌমুদী’ নামক ভাগ, ‘উজ্জলনীলমণি’ ও ‘নাটকচন্দ্রিকা’ নামক রস-গ্রন্থ ইত্যাদি। ইনি আনুমানিক ১৪১১ শকে জন্মিয়া ১৪৮০ শকে বৃন্দাবন-ধামে অগ্রকট হন। ইহার ও ইহার অগ্রজ সনাতন গোবামীর অপূর্ণ বৈরাগ্যের কাহিনী ঐচরিতামৃতের মধ্যলীলার উনবিংশ ও বিংশতিতম পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যলীলার প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদিগের স্বতন্ত্র জীবন-চরিত গ্রন্থও কয়েকখানা প্রকাশিত হইয়াছে ; সুতরাং বাহুল্য-ভরে আমরা এখানে সে সকল কাহিনীর সার-সংগ্রহ করার প্রয়াস করিলাম না।

ঐচরিতামৃতের অন্ত্যের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, শ্রীমহাপ্রভু রূপ গোবামীর অতুলনীয় বার্ষিকতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার উপর শক্তি-সংকারপূর্বক তাঁহাকে ব্রজ-রসের প্রকাশক গোবামি-গ্রন্থাবলীর প্রণয়ন ও প্রচারের জন্য উপদেশ দিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। রূপ গোবামীর দ্বারাই গোড়ীয়

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধুর-ভাবে শ্রীকৃষ্ণোপাসনার প্রধান উপলব্ধি কাব্য, নাটক ও রঙ্গ-গ্রন্থ প্রথমে প্রণীত হয়। সুতরাং গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের রূপান্তরগতাই যে একটা বিশিষ্ট লক্ষণ, তাহা বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। ইনি পূর্বাঙ্গমে গোড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের দরবারের ‘খাস-মুনসী’ এবং এ অল্প ‘দবীর্ খাস’ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহার সুন্দর হস্তাক্ষর শ্রীমহাপ্রভু কর্তৃকও যথেষ্ট প্রশংসিত হইয়াছিল; যথা—

“শ্রীকৃষ্ণের অক্ষর যেন মুক্তার পাঁতি।

প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥”—(১৮-৮; অন্ত্য, ১ম পরিচ্ছেদ)।

অন্যদেব গোস্বামী ‘কোমল-কান্ত-পদাবলী’র অল্প যথার্থরূপেই বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু রচনার মাধুর্য্য, ভাবের গাভীর্য্য, উৎকৃষ্ট নাটক-রচনার কৃতিত্ব প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবির উপযোগী গুণ-সমূহের অপূর্ণ সমবার রূপ গোস্বামীর মধ্যে যেরূপ দেখা যায়, বঙ্গীয় অল্প কোন সংস্কৃতির কবির মধ্যেই সেরূপ দেখা যায় না। বাদশাহের দরবারের ভূত-পূর্ব খাস-মুনসী রূপ গোস্বামী খুব সম্ভবতঃ ফারসীতে কৃতবিদ্য ছিলেন; কিন্তু কেহই সে কথা বলেন নাই। পূর্বাঙ্গমে রূপ গোস্বামীর সম্ভানাদি অগ্নিধা ছিল কি না এবং বৈরাগ্য গ্রহণের সময়ে তাঁহার বয়স কত ছিল, নিশ্চিত জানা যায় নাই। তাঁহার ও সনাতন গোস্বামীর কোন পুত্র সম্ভান জীবিত থাকিলে, পরবর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে নিশ্চিতই সে বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইত। ইহাদিগের অল্প অল্পের পুত্র প্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামী তরুণ বয়সে অকৃতদার অবস্থার বৈরাগ্য অবলম্বন করার, তাঁহার মৃত্যুতেই বোধ হয় রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ বংশ-ধারা লুপ্ত হইয়াছে। এ অল্প হুঃখ করার কোন কারণ নাই; সনাতন, রূপ ও শ্রীজীবের অপূর্ণ কীৰ্ত্তিকাহিনী চিরকাল বিরাজিত থাকিবে।

উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া রূপ গোস্বামীর কাব্য ও গীতের পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ষাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানেন না, তাঁহাদিগকে অন্ততঃ অল্পবাদের সাহায্যেও রূপ গোস্বামীর হংসদূত, বিদগ্ধ-মাধব ও ললিতমাধব প্রভৃতি কাব্য ও স্তবমালা-গীতাবলীর রসান্বাদন করার অল্প আমরা বিশেষভাবে অল্পরোধ করি।

‘লক্ষ্মীকান্ত দাস’-ভণিতার শুধু একটা মাত্র (১১৭ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই লক্ষ্মীকান্ত কে ছিলেন, এ যাবৎ জানা যায় নাই। পদটা নদীয়া-নাগরীর উক্তি, পূর্বরাগের উৎকৃষ্ট বাংলা পদ। ১ম শাখার ৬ষ্ঠ পদ্যের প্রারম্ভেই উহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

লক্ষ্মীকান্ত

এই একটা মাত্র পদই লক্ষ্মীকান্তের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক। জানি না, কোন শুভ-ক্ষেপে অপরিচিত লক্ষ্মীকান্তের লেখনীর মুখ হইতে এই পদটি বহির্গত হইয়াছিল! এই একটা মাত্র পদই লক্ষ্মীকান্তকে পদাবলী-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। আমরা পদকল্পতরুর উপর বরাত না দিয়া, লক্ষ্মীকান্তের সম্পূর্ণ পদটি এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

“কি খেনে দেখিলুঁ গোরা নবীন কামের কৌড়া

সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।

কত না করিব ছল

কত না ভরিব জল

কত যাব স্বরধুনী-তীরে ॥

বিধি তো বিহু বলিতে কেহ নাই।

যত শুক-গরবিত

গগন-বচন কত

জুকরি কাদিতে নাহি ঠাই ॥ ৫ ॥

অরুণ নয়ানের কোণে চাঞাছিল আমি পানে
 পরাণে বড়শি দিয়া টানে ।
 কুলের ধরম মোর ছারে খারে ঘাউক গো
 কি জানি কি হবে পরিণামে ॥
 আপনা আপনি খাইলু ঘরের বাহির হৈলু
 শুনি খোল করতালের নাদ ।
 লক্ষ্মীকান্ত দাস কর মরমে যার লাগয়
 কি করিবে কুল-পরিবাদ ॥”

পদকল্পতরুর এই ভণিতার অন্তিম পঙ্ক্তিষয়ের স্থলে ‘পদরসসার’ ও ‘পদরসসার’ পুথিতে পাঠ আছে,—
 “যখন দেখিলু নাট তখন ভুলিলাম বাট
 লোচন কহয়ে পরমাদ ॥”

সকলদয় পাঠক সহজেই বুঝিবেন যে, লক্ষ্মীকান্তের গভীর মনস্তত্ত্বসূচক উৎকৃষ্ট ভণিতার পরিবর্তে
 অপর ভণিতাটি নিতান্তই খাপছাড়া মনে হয়। লোচনদাসের গোঁড়া ভক্ত কোন গায়ক বা
 লিপিকর,—এরূপ সুন্দর পদ অন্তের রচিত হইতে পারে না বিবেচনায়ই বোধ হয়, উহাতে লোচনের
 ভণিতা সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু রচনার অপরিপক্বতা ও অসামঞ্জস্যেই সেই ছোড়া-তালী ধরা
 পড়িয়া গিয়াছে।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এরূপ একজন শ্রেষ্ঠ পদ-কর্তার নিশ্চিত পরিচয় বা তাঁহার অজ্ঞাত
 পদাবলী এ যাবৎ সংগৃহীত হয় নাই *। আমরা প্রাচীন-সাহিত্যসুহাগী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি এ
 বিষয়ের প্রতি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

‘লোচন দাস’-ভণিতার ২০টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলির
 সমস্তই “চৈতন্যমঙ্গল” গ্রন্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা লোচনদাসের রচিত।
 লোচন দাস প্রাচীন পদ-কর্তা। তিনি স্বরচিত চৈতন্যমঙ্গলে নিজের এইরূপ
 পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

“বৈষ্ণুকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস ॥
 মাতা শুকমতি সদানন্দী তাঁর নাম ।
 ষাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ-নাম ॥
 কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা ।
 যাঁহার প্রসাদে গাই গৌর-গুণ-গাথা ॥
 মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে ।
 ধন্য মাতামহী সে আনন্দদেবী নামে ॥
 মাতামহের নাম সে পুরুষোত্তম গুণ ।
 সর্বতীর্থে পুত তেঁহো তপস্রায় তৃপ্ত ॥
 মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র ।
 সহোদর নাই কিংবা মাতামহ-পুত্র ॥

* সৌরপদ-ভণিতাবী গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় ‘লক্ষ্মীকান্ত দাস’ ভণিতার আর একটা সৌরাস-বিবরণক পদও উদ্ধৃত হইয়াছে;
 উহাতেও পদ-কর্তার সুন্দর কবি-কল্পনা ও বর্ণন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।—সম্পাদক।

মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা।

শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥”

এই পরিচয় হইতে জানা যায় যে, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকট কোগ্রাম লোচনদাসের জন্ম-ভূমি। লোচনদাসের ‘প্রেমভক্তি-দাতা’ অর্থাৎ গুরু নরহরি দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর সমসাময়িক; সুতরাং লোচনদাসের জন্ম খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে হইয়াছিল, অনুমান করা যাইতে পারে। ১৪৫৯ শকে অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গল রচিত হয়। প্রবাদ আছে যে, লোচনদাস তখন তরুণ যুবক। কোগ্রামের পার্শ্ববর্তী কাঁকড়া গ্রাম-নিবাসী বিখ্যাত চৈতন্তমঙ্গল-গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর গৃহে লোচনদাসের অহস্ত-লিখিত একখানা চৈতন্তমঙ্গল পুঁথি আছে। উহাতে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়, যথা—

“বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিত্তে।

জগত মোহিত যার ভাগবত-গীতে॥”

সুতরাং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্তভাগবতের নাম আগে চৈতন্তমঙ্গল ছিল, পরে সেই নামে লোচনের গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, নামের ঐক্য-জনিত গোলযোগ নিবারণের জন্য বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী দেবী তাঁহার পুত্রের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করিয়া ‘চৈতন্তভাগবত’ রাখিয়াছিলেন—এই কিংবদন্তী অমূলক বলিয়াই মনে হয়। অগত্যা বাবু লিখিয়াছেন,—“চৈতন্তমঙ্গল রচনার পর ইঁহাকে লোকে ‘হলোচন’ ও ‘লোচনানন্দ’ বলিতেন*। লোচনকৃত “খামালী” পদ সর্বত্র প্রসিদ্ধ, এই জন্ত কেহ কেহ লোচনকে “ব্রজের বড়াই” বলিয়া ডাকিতেন। লোচনদাস মুরারি গুপ্তের করচা অবলম্বনে চৈতন্তমঙ্গলের আদি-লীলা বর্ণন করেন। চৈতন্তমঙ্গলের আদি-লীলাকে উক্ত করচার অনুবাদ বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। খ্রীষ্ট দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, তিনি ‘আহ্লাদে’ ছেলে বলিয়া সম্ভবতঃ বিশেষ প্রহার সহ করিয়া বাল্যাতিক্রান্তে অক্ষর চিনিয়াছিলেন, তিনি চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে চৈতন্তমঙ্গলের জ্ঞায় এত বড় ও সুন্দর গ্রন্থখানি রচনা করেন, বৈষ্ণবগণ-কথিত এই বিবরণে সম্পূর্ণ আস্থা হয় না। বৈষ্ণবসমাজে এ পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত, কিন্তু চৈতন্তভাগবত ও চৈতন্তচরিতামৃতের জ্ঞায় প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে।” লোচনের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, “লোচনের আখর উঠান-ঘোড়া ক-এর মত”।

সেন মহাশয় লোচনের গ্রন্থের সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন,—“লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও উহা একবারে নিঃশূন্য নহে। ৩০০ বর্ষকাল যাহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবশ্যই আয়ু্যবল আছে। চৈতন্তমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর। লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার গতি কবিদের ফুলপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।”

সেন মহাশয়ের এইরূপ মন্তব্যের মূলে একটা মন্ত ভ্রম রহিয়াছে। বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *কিংবা লোচনদাস, কেহই ‘ইতিহাস’ লিখিতে যান নাই। প্রতীচ্যের বর্তমান উন্নত ধারণা (Conception) অনুসারে উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা করিতে গেলেও শুধু নীরস ঘটনাবলী ও উদ্ভাদের কালের বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিলে চলে না। ইতিহাসের নায়কদিগের চরিত্রের সহৃদয়তা-পূর্ণ বিশ্লেষণ ও চিত্রণ ব্যতীত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। চৈতন্তভাগবত প্রভৃতি জীবনচরিত সম্বন্ধে

* এই কিংবদন্তীও অমূলক বলিয়াই মনে হয়। কেন না, শুধু ‘লোচন’ নামের কোন সার্থকতা নাই; ‘হলোচন’ ‘জিলোচন’ ইত্যাদি লোচনাত্ত কিংবা ‘লোচনানন্দ’ ইত্যাদি লোচনাত্ত নামেরই সার্থকতা আছে।—সম্পাদক।

এ কথা যে আরও অনেক অধিক প্রযোজ্য, তাহা বলা অনাবশ্যক। যদি উক্ত গ্রন্থকারগণ চৈতন্তদেবের প্রতি অসীম ভক্তি ও প্রণাম দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া, কেবল তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর নীরস বিবরণ দ্বারাই তাঁহাদিগের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা চৈতন্তদেবের জীবনের এক একটা 'রোজ্‌নামচা' না হউক, এক একটা 'মাস-কাবারী' বা 'সাল-তামামী' পাইতে পারিতাম; কিন্তু চৈতন্তদেবের যে জীবনচরিত পড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার ভক্ত ও শরণাগত হইতেছেন, উহা পাওয়া যাইত না। ভাল হউক, মন্দ হউক, সে সময়ে "রামকৃষ্ণ-চরিতামৃত" গ্রন্থের জ্ঞান রোজ্‌নামচার ধরণে গ্রন্থ লেখার রীতি ছিল না। জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ-সংগ্রহ জীবনচরিতকারগণ অনাবশ্যক ও অযোগ্য মনে করিয়া, চরিত-নাটকের চরিত্রের আধ্যাত্মিক-ভাবসমূহের প্রদর্শনই প্রধান কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের আদি-লীলার বর্ণনা সুবিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট হইলেও, যে জন্তাই হউক, তিনি চৈতন্তদেবের কিশোরী পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাঁহার প্রেম-সম্পর্কের কোন ধারণা করিতে পারেন নাই; সুতরাং সে প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এ জন্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানার একটা বিশেষ ক্ষতি রহিয়া গিয়াছে। লোচনদাস তাঁহার সঙ্গদয়তা-জনিত চরিত্রাভ্যুদয়-শক্তির বলে চৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থে সেই গুরুতর ক্ষতির পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস বিবাহ করিয়াও তাঁহার যুবতী পত্নীর সহিত কখনও প্রেম-সম্ভাষণ বা গৃহ-ধর্ম পালন করেন নাই বলিয়া, স্বর্গ-গত প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও লেখক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্ঞান দ্বারা ঐরূপ আচরণকে Barbarous (বর্বরোচিত) বলিতে কুণ্ঠিত হন না, * আমরা অহুরোধ করি, তাঁহারা দয়া করিয়া লোচনদাসের 'চৈতন্তমঙ্গল' কিংবা তাঁহার অমূল্যরূপকারী মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের "অমিয়-নিমাইচরিত" হইতে শ্রীগোরাঙ্গ প্রভুর সন্মাস-গ্রহণের পূর্বরাজে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি যে যে সপ্রেম আচরণ দ্বারা তাঁহার নারী-জন্মের সার্থকতা-বিধান করিয়াছিলেন, সেই কল্প-কাহিনী পড়িয়া দেখিবেন। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ঐ বিবরণ পাঠ করিলে গোরাঙ্গ প্রভু যে, তাঁহার প্রিয়তমা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে তাঁহার জ্ঞান প্রেমাদিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই, এবং তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক জগতের কল্যাণের জন্ত সন্মাস গ্রহণ দ্বারা, নিজের ও প্রিয়তমার অপূর্ণ আত্ম-ত্যাগের অনির্বচনীয় মহাত্ম্যই প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা উত্তম-রূপে স্বদয়কম হইবে। চৈতন্তভাগবতের আর একটা ক্ষতি ছিল যে, উহাতে শ্রীমহাপ্রভুর আদিলীলার বর্ণনাবসরে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সম্পর্কে সখী-স্থানীয়া নদিয়া-যুবতিদিগের প্রসঙ্গ-মাত্র বঙ্কিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যে শ্রীগোরাঙ্গের ভুবন-মোহন রূপ-গুণ ও নৃত্য-কীর্তনের প্রভাবে নদিয়ার পাবাণ-হৃদয় পুরুষদিগের চিত্তও বিগলিত না হইয়া পারে নাই, কোমল-হৃদয়া প্রেমবতী যুবতিদিগের চিত্ত যে উহার দ্বারা একান্ত মোহিত ও প্রেমাদীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সত্য বটে, শ্রীগোরাঙ্গ তাঁহার কোনও আচরণ দ্বারা নদিয়া-নাগরীদিগের সেই প্রেমের প্রতিদান করেন নাই; কিন্তু তা বলিয়া তাঁহাদিগের সেই স্বাৰ্থ-গত-হীন অপূর্ণ প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। লোচনদাসের গ্রন্থে শ্রীগোরাঙ্গের বিবাহ-বাসরে সখী-স্থানীয়া নদিয়া-নাগরীদিগের হাব-ভাব-পূর্ণ প্রেম-ভাব প্রকটনের সরস বর্ণন ও নদিয়া-নাগরীর উক্তি,—

* বনীবী অধ্যাপক যাক্স হুলর মহোদয়ের প্রণীত "Sri Ram Krishna, His Life and Sayings" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে। প্রতাপ বাবু তাঁহার একখানা পাত্রে প্রসঙ্গ-ক্রমে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করায়, যাক্স হুলর মহোদয়ের অতি সার-গঠ হৃদিত দেখাইয়া উহার প্রতিবাদ করিয়া নিজের অসাধারণ সঙ্গদয়তা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।—সম্পাদক।

“আর শুভাছ আলো সেই

গোরা-ভাবের কথা ।

কোণের ভিতর কুল-বধু

কান্ধ্যা আকুল তথা ॥

হলদি বাঁটিতে গোৱী

বসিল যতনে ।

হলদি-বরণ গোৱাটাদ

পড়্যা গেল মনে ॥

কিসের রাঙ্কন কিসের বাড়ন

কিসের হলদি বাঁটা ।

আঁখির জলে বুক ভিজিল

ভাস্তা গেল পাটা ॥—(২১৭৪ সংখ্যক পদ)

ইত্যাদি “ধামালী” পদের সরস বর্ণন দ্বারা লোচনদাস বৈষ্ণবদাসের নদীয়া-লীলা-বর্ণনার সেই ক্রটির স্মরণ পূরণ করিয়াছেন। উহা না করিলে, ঐ লীলার একটা মধুর ও কল্পনাময় দৃশ্য সম্পূর্ণ গুপ্ত থাকিয়া যাইত। এ ক্ষুদ্র সঙ্গদয় কবি লোচনদাস আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। সেন মহাশয় যে, লোচনদাসের লেখনীর গতি—“সত্যের পথে ধাবিত হইয়া কল্প ও আদিরসের ফুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে” বলিয়া অথবা দোষারোপ করিয়াছেন, সত্য-প্রিয় কোনও সঙ্গদয় সমালোচকই বোধ হয়, উহার অত্মমোদন করিবেন না।*

এখন আমরা লোচনদাসের পদাবলীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

লোচন সুশিক্ষিত ছিলেন না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গদয়তা ও কবি-কল্পনার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ পদেই উচ্চ শ্রেণীর কবির উপযুক্ত সরলতা, স্বাভাবিকতা ও ভাবের প্রগাঢ়তা দেখা যায়। তাঁহার “ধামালী”র পদগুলি সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে একটা অপূর্ণ বস্তু। কেন না, উহাতে আমরা সাধু-ভাবার পরিবর্তে সরল ও স্বাভাবিক কথা ভাবার ব্যবহার দেখিতে পাই। ‘আনন্দে মাতামাতি’ অর্থে ‘ধামালী’ বা ‘ঢামালী’ শব্দ প্রযুক্ত হয়। বোধ হয়, এই ‘ধামাল’ শব্দের সহিত ঋগ্বেদ গানের হোরীর ব্যবহৃত ‘ধামাল’ বা ‘ধামার’ তালের যোগ আছে। যাহা হউক, লোচনদাসই যে, প্রথমে ‘ধামালী’ পদের প্রচলন করেন, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিনী গ্রন্থে শুধু লোচনদাসের গৌরাদ-বিষয়ক ‘ধামালী’ পদই সংগৃহীত হইয়াছে; উহাতে ব্রজলীলার “ধামালী” নাই। “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থের সম্পাদনাকালে আমরা পাবনা জেলায় একটা গ্রাম হইতে একখানা প্রাচীন পদাবলীর পুথি প্রাপ্ত হইয়া, উহাতে “ব্রজলীলা-রসোদগার” নামে লোচনদাসের ১৭টা ধামালীর পদ পাইয়া, সেগুলি ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, অতুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। প্রতুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত

* মহাপ্রভুঃ সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব-রাজ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাঁহার সপ্রেম আচরণের বর্ণনা বৃন্দাবনের গ্রন্থে নাই। প্রবাদ আছে যে, ঐ বর্ণনা লোচনদাসের কল্পনাসম্মত বলিয়া বৃন্দাবন-লোচনের প্রতি দোষারোপ করিলে, উত্তরের মধ্যে ইহা লইয়া বাণবিত্ততা হয়। তদনু বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী—বিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সখী ছিলেন—মদ্য হইয়া বলেন যে, উলোচনের বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য, হাতে কল্পনার লেশমাত্র নাই।—সম্পাদক।

হই যে, কলিকাতা আহিরীটোলার গোলামী মহাশয়দিগের বাটী হইতে ২৫।৩০ বৎসর পূর্বে “লোচনদাসের ধামালী” নামে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। আহিরীটোলায় গোলামী মহাশয়দিগের বাড়ীতে জানিতে পারি যে, উহা বহু দিন পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহাদের বাড়ী হইতে বহু চেষ্টায় একখানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মিলাইয়া দেখিলাম যে, আমাদের প্রাপ্ত পদগুলির কোনও পদ উহাতে নাই। তখন এই উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত ‘ধামালী’ পদগুলির প্রাপ্তিতে হর্ষান্বিত হইয়া, পদগুলি অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিলাম। বলা বাহুল্য যে, লোচনের ব্রজ-লীলা-বিষয়ক “ধামালীর” পদগুলি তাঁহার গৌরাজ-বিষয়ক পদাবলী হইতে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। এই কথাটি বিশেষভাবে এখানে লেখার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকেই মনে করেন যে, পদ-কর্তার জন্ম-স্থানে যাইয়া অঙ্গসন্ধান না করিলে অপ্রকাশিত নূতন পদ পাওয়ার আশা নাই। আমরা কিন্তু হৃদয় পাবনা জেলা হইতেও এই পদগুলির জ্ঞায় চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি রাতের পদকর্তাদিগেরও অনেক অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সে জ্ঞাত প্রাচীন সাহিত্যাহুবাগী ব্যক্তিদিগের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা বাঙ্গালার যে যেখানে থাকেন, ভালরূপে প্রাচীন পদের অঙ্গসন্ধান করিতে থাকুন। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে না। এত দিন পর্যন্ত পদকল্পতরুর পদ-সূচী, পদকর্তৃসূচী প্রকাশিত না হওয়ায়, নূতন ও পুরাতন পদ চেনার সহজ উপায় ছিল না। সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান সংস্করণের প্রসাদে সেই অঙ্গবিধা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে।

আমরা লোচনদাসের পদ উদ্ধৃত করিয়া সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের প্রয়াস করিব না। পাঠকগণ ‘পদকল্পতরু’ ও “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী” হইতে লোচনের পদের—বিশেষতঃ তাঁহার “ধামালী” পদের রসাস্বাদন করিবেন।

‘শঙ্কর দাস’-ভণিতার ৩টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে ১২২৬ সংখ্যক পদটি গৌরাজ-বিষয়ক এবং ১৬২৮ ও ১৬৪৯ সংখ্যক পদ দুইটি মাথুর-বিরহের পদ। তিনটিই বাংলা পদ। শঙ্করের রচনা বেশ প্রাজ্ঞ ও মর্ম্মস্পর্শী। মাথুর-বিরহের উক্ত দুইটি পদেই কল্প-রসের চিত্র-অঙ্কণে বেশ দক্ষতা দেখা যায়। দুঃখের বিষয় যে, পদ-কর্তা শঙ্কর দাসের নিশ্চিত পরিচয় কিংবা বেশী পদ পাওয়া যায় নাই। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ‘শঙ্কর ঘোষ’ ভণিতার একটা ব্রজবুলী-মিশ্র গৌরচন্দ্রের পদও সংগৃহীত হইয়াছে এবং অগবন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় পাঁচ জন শঙ্কর দাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া নিম্নলিখিত দুই জন শঙ্করকেই পদ-কর্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

(১) ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শঙ্করদাস বা শঙ্কর বিশ্বাস। নরোত্তমবিলাসে ইহার উল্লেখ আছে, যথা—

“জয় বৈকুণ্ঠের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস।

গৌর-গুণ গানে যেহৌ পরম উল্লাস ॥”

(২) শঙ্কর ঘোষ নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন এবং ভক্তক বাজাইয়া স্বরচিত পদ গাহিয়া তাঁহার শ্রীতি সম্পাদন করিতেন। বৈকুণ্ঠবন্দনার ইহার এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা—

“বন্দিব শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন-রীতি।

ভক্তের বাঙতে যে প্রভুর কৈল শ্রীতি ॥”

পদকল্পতরুর ১৬২৮ ও ১৬৪২ সংখ্যক পদ দুইটি নিশ্চিত শব্দর বিশ্বাসের রচিত। ১৯২৬ সংখ্যক গৌরচন্দ্রের পদটি যদিও শব্দর বিশ্বাস বা শব্দর ঘোষ, উভয়েরই রচিত হইতে পারে, কিন্তু পদকল্পতরুতে ‘শব্দর ঘোষ’-ভণিতার পদ উদ্ধৃত না হওয়ায় এবং শব্দর ঘোষের ব্রজবুলী-মিশ্র ‘গৌরচন্দ্র’-পদের সহিত এই পদের রচনাগত পার্থক্য লক্ষিত হওয়ায়, পদ-কল্পতরুর উক্ত তিনটি পদই শব্দর বিশ্বাসের রচিত বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে।

“শচীনন্দন”-ভণিতার দুইটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে ১৭৬৫ সংখ্যক (১৭৬৬—১৭৭৬ পদাংশ সহ) পদটি গৌরাক্ষ-বিষয়ক সুদীর্ঘ বার-মাসীর ব্রজবুলী পদ ও ২২৩৭

শচীনন্দন

সংখ্যক পদটি গৌরাক্ষের সন্ন্যাস-বিষয়ক বাংলা পদ বটে। শচীনন্দনের ব্রজবুলীর বার-মাসী পদটি বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর উক্তি। উহাতে বারো

“ মাসের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ভালরূপে না ফুটিলেও করুণ-রস মন্দ ফোটে নাই। ২২৩৭ সংখ্যক বাংলা পদটি স্মরণ; উহাতে গৌরাক্ষ-বিরহে সপত্নীক বর্ষায়ান্ অধৈত আচার্য মহাশয়ের ব্যাকুলতা চমৎকার ফুটিয়াছে। শচীনন্দনের আন্তরিকতার পরিচয়স্বরূপ আমরা তাঁহার ঐ ক্ষুদ্র পদটির ১ম কলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

“পহুঁ মোর অধৈত-মন্দির ছাড়ি চলে।

শিরে দিয়া দুটি হাত

কান্দে শাস্তিপুর-নাথ

কিবা ছিল কিবা হৈল বলে ॥”

শ্রীচৈতন্যদেব কাঁটোয়ায় যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের পরে বৃন্দাবন অভিমুখে প্রস্থান করিলে, যখন শ্রীনিত্যানন্দ কৌশলে তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া শাস্তিপুরে অধৈত-আলয়ে লইয়া আসেন, তখন মহাপ্রভু ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেগিবার জন্য লোক-সংঘট্ট হইতে থাকে। ক্রমে তিন দিন পর্যন্ত অধৈত-গৃহে কীর্তন-মহোৎসব চলিতে থাকে। শাস্তিপুর-নাথ অধৈত প্রভু বিজ্ঞাপতির ভাব-সম্মিলনের—

“কি কহব রে আজুক আনন্দ-ওর।

চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥”

এই পদ গাওয়াইয়া করেন নর্ত্তন;

শ্বেদ, কম্প, পুলকাঙ্গ, হকার গর্জন।

ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ;

আলিঙ্গন করি প্রভুরে বলেন বচন :—

“অনেক দিন তুমি মোরে বেড়া’লে ভাঁড়িয়া,

ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বাঁধিয়া।”

তিন দিনের দিন এই আনন্দের হাট ভাঙিয়া গেল। চৈতন্য প্রভু চির দিনের জন্য জন্ম-ভূমি ত্যাগ করিয়া, নবদ্বীপ হইতে পুত্রমুখ দর্শনের জন্য অধৈত-আলয়ে সমাগত। শচী মায়ের আদেশ লইয়া, সকলকে কানাইয়া, নীলাচলে রওনা হইলেন। ইহা সেই অবস্থার বর্ণনা। এই অবস্থাটা মনে না রাখিলে আচার্য প্রভুর ন্যায় ধীর-গম্ভীর বৃদ্ধের শিরে করাঘাতপূর্বক আকুল ক্রন্দন ও “কিবা ছিল কিবা হৈল”—এই মর্ম্মভদ্র করুণ উক্তির তাৎপর্য বুঝা যাইবে না। পদকল্পতরুর অনেক পদেই এরূপ গূঢ় রহস্য আছে। উহা জানা না থাকিলে সেই সকল পদের তাৎপর্য ভাল বুঝা যায় না।

শচীনন্দনের পরিচয়-গ্রন্থে অগচ্ছ বাবু লিখিয়াছেন,—“শচীনন্দন গোষামী রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ

সহোদর ও চৈতন্যদানের দ্বিতীয় পুত্র।* শচীনন্দনের তিন পুত্র—রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব তাঁহাই ন্যায় পরম বৈষ্ণব, পরমবিজ্ঞ ও পরম মহিমাষিত ছিলেন। পদাবলী ব্যতীত ইনি “শ্রীগৌরান্ধ-বিজয়” গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব-কাল অপরিজ্ঞাত।”†

‘শিবরাম’-ভণিতার ২৪টা পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে ৮৬৫, ৮৬৬, ৯৩৪, ১১১৮ ও ২০০২ সংখ্যক পদ বাংলা এবং বাকি পদগুলি ব্রজবুলীর পদ বটে। শিবরামের উভয়বিধ পদের রচনাই বেশ পরিপক। তাঁহার ৮৬৫ সংখ্যক পদে পদরত্নাকর পুথিতে ‘শিবরাম’ স্থলে ‘শিবানন্দ’ ভণিতা আছে। এই পদটী শ্রীরাধার প্রতি নন্দীর গজনা-উক্তি। ৮৬৬ সংখ্যক পদ উহার পাণ্টা জবাব। উভয় পদ একজনেরই রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এ অবস্থায় যখন ৮৬৬ সংখ্যক পদে পদরত্নাকরেও শিবরামের ভণিতা আছে, তখন ৮৬৫ সংখ্যক পদও যে তাঁহারই রচিত, উহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার ৯৩৪ সংখ্যক পদে পদরত্নাকরে ‘শিবা সহচরী’ নামের ভণিতা আছে। শিবরাম বা শিবানন্দ ‘শিবা’ বা ‘শিবা সহচরী’—ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই। ‘শিবা’ ও ‘শিবা সহচরী’ কোনও মহিলা পদ-কর্ত্তীর নাম কি না, সন্দেহ হইতে পারে। বস্তুতঃ বিশেষ প্রমাণের অভাবে এ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

শিবরাম যে সঙ্গীতজ্ঞ, ছিলেন তাঁহার ১৪৩২—১৪৪১ সংখ্যক হোরি-লীলার পদগুলি হইতে উহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল পদে হিন্দীর কালোয়াতী ‘তেলেনা’ গীতের স্তায় মৃদঙ্গবাদ্যের বোলও প্রযুক্ত হইয়াছে। শিবরামের—

“জিনি কাদখিনি আড়খিনি পটা।

সম্পায়ন কম্পা ঝল্লিত চম্পা

কল্পিত বিষাধর কিষা অণ্ডজ

ভিষালয়-সম্বিত ছটা ॥ ৬।

ইত্যাদি ১৫১৮ সংখ্যক পদের ভাষা বড় অদ্ভুত। ইহা না ব্রজবুলী, না শুদ্ধ ব্রজ-ভাষা। আমরা অতিকষ্টে ইহার একটা টীকা দিয়াছি। উহাতে অনেক ভুল থাকাই সম্ভব। শিবরামের ১৫৫৭ সংখ্যক পদের ভাষাও ব্রজবুলী অপেক্ষা ব্রজ-ভাষার সহিত অধিক সাদৃশ্য-যুক্ত। শিবরামের—

“খেণে ধনি রোই রোই খিতি লুঠত

খেণে গীরত রথ আগে।

খেণে ধনি সজল-নয়নে হেরি হরি-মুখ

মানই করম অভাগে ॥”

ইত্যাদি ১৩২৬ সংখ্যক পদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর “কণং বিকোশস্তী বিলুঠতি শতালস্ত পুরতঃ, কণং বাপ্প্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে।” ইত্যাদি উজ্জলনীলমণির শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ। স্ততরাং পদ-কর্ত্তা শিবরাম যে রূপ গোস্বামীর পরবর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* ‘রামচন্দ্র’ শীর্ষক ‘রামচন্দ্র দাস’ গোবিন্দীর পরিচয় দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

† নিশ্চিত কাল জানা না গেলেও, ইহাঁর অন্তর্য্যক্স রামচন্দ্র গোবিন্দী জনকবু বাবুর মতে ১৪৫৬ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, শচীনন্দন আনুর্ভাব ১৪৬০ শকের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন, অনুমান করা যাইতে পারে। অনেক পদ-কর্ত্তার সম্বন্ধে এতদূর বিবরণও জানা যায় নাই।—সম্পাদক।

জগদ্বন্ধু বাবু শিবরামের পরিচয়-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর উভয় গ্রন্থেই নিম্নলিখিত পয়ারটি আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, এইমাত্র জানা যায়। আর কোন পরিচয় অপ্রাপ্য।

“জয় শিবরাম দাস পরম উদার।

গৌর নিত্যানন্দাশ্রিত সর্ব্বত্র বাহার ॥”

আমরা “বীর হাবীর” গ্রন্থে বলিয়াছি যে, নরোত্তম ও শ্রামানন্দের সহকারে ত্রিনিবাসাচার্য্যই সর্ব্বপ্রথমে বৃন্দাবন হইতে গোস্বামি-গ্রন্থগুলির আনয়ন করেন। শিবরাম নরোত্তমের শিষ্য বলিয়া, ঐ সকল গ্রন্থ বোধ হয়, তাঁহার পক্ষে সুলভ হইয়াছিল, তাই তিনি উজ্জল-নীলমণির শ্লোকের এরূপ মর্ম্মানুবাদ করিতে পারিয়াছেন।

‘শিবা’ ভণিতার একটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘শিবা সহচরী’-ভণিতার কোন পদ উহাতে নাই; ‘গৌরপদতরঙ্গিনী’তেও নাই। তবে পদরত্নাকরে যে, শিবরামের একটি পদই (২৩৪

সংখ্যক) “শিবা সহচরী” নামে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ‘শিবরাম’ শীর্ষকে বলা শিবা হইয়াছে। এ অবস্থায় ‘শিবা সহচরী’ নামে প্রকৃতই কোন পদকর্ত্তা অথবা

ছন্দ-নামধারী পদ-কর্ত্তা ছিলেন কি না, তাহা বলা কঠিন।* ‘শিবা’ ভণিতার আক্ষেপানুসারে—

“যে দিগে কাহুর ঘর সে দিগে না বসি।

সতী-সাধে সে দিগের বাউ না পরশি ॥”

ইত্যাদি ২০৭ সংখ্যক সরল বাংলা পদের রচনা প্রশংসনীয়।

“শিবাই দাস”-ভণিতার ৬টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘শিবাই দাস’, ‘শিবরাম’ ও ‘শিবানন্দ’—এই উভয় নামেরই সংক্ষেপ হইতে পারে। ‘শিবাই দাস’-ভণিতার ২৩৫৪ সংখ্যক “জয়

জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত” ইত্যাদি পদে গদাধর পণ্ডিতের চরিত্র আশ্বাদিত শিবাই দাস হইয়াছে; আবার উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী “জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি”

ইত্যাদি ২৩৫৫ সংখ্যক পদের বিষয়ও উহাই বটে; কিন্তু ভণিতায় শিবানন্দ নাম আছে। ইহা স্বারা ‘শিবাই’ শিবানন্দেরই সংক্ষেপ বলিয়া বিবেচনা হয়। শিবরামের পদের রচনা-প্রণালীর সহিত শিবাই দাসের রচনার পার্থক্য স্পষ্ট।

‘শিবানন্দ’-ভণিতার ৩টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২১২৭ সংখ্যক পদের ভণিতায়

আছে—“রাধা রাধা বলি প্রভু পড়ে মুরছিয়া। শিবানন্দ কান্দে প্রভুর ভাব শিবানন্দ না বুঝিয়া ॥” বলা বাহুল্য যে, ইহা শ্রীমহাপ্রভুর বর্ণিত প্রেমাস্তির

সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা শিবানন্দ সেনের রচনা ছাড়া অন্য কোনও পরবর্ত্তী শিবানন্দের রচনা হইতে পারে না। মহাপ্রভুর সমসাময়িক অনন্য-ভক্ত কুলীনগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ শিবানন্দ সেন ব্যতীত আর কোন শিবানন্দ বৈষ্ণব-সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। সুতরাং তাঁহাকেই ‘শিবানন্দ’ ও ‘শিবাই দাস’-ভণিতার পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া জানা যাইতেছে।

* পদকল্পতরুর ১৮৫১ সংখ্যক পদের ভণিতা আছে—

“হেরি সখি জয় জয় মঙ্গল বেল।

শিবানন্দ সহচরী জীবন ভেল ॥”

পদরত্নাকরে ‘শিবানন্দ’ স্থলে ‘শিবা’ পাঠ আছে। এখানে পদকর্ত্তা শিবানন্দই সখীর সহচরী অর্থাৎ ‘অনুশা’র অভিধানে নিজেকে “শিবানন্দ সহচরী” বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন বোধ হয়।—সম্পাদক।

শিবানন্দ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি শ্রীগৌরাজের সম্মানার্থে গৃহত্যাগ করিয়া অবলম্বনপূর্বক গৃহত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলে মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি একটা ক্ষুণ্ণতর কার্ণের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন। মহাপ্রভুর আদেশে শিবানন্দ তদবধি প্রতিবর্ষে রথ-যাত্রার পূর্বে গোড়ীয় গৌর-ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে যাইতেন এবং সন্দের যাত্রা-গণের পাণ্ডেয় ব্যয় সানন্দে নিজে বহন করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের বহু স্থলেই শিবানন্দের প্রসঙ্গ আছে। শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতের কবি কবিকর্ণপুর। তাঁহার প্রসঙ্গ ‘পরমানন্দ’ শীর্ষকে দ্রষ্টব্য। শিবানন্দ নিজে পদ-কর্তা বলিয়া তেমন প্রসিদ্ধ না হইলেও তাঁহার স্তায় কায়-মনোবাক্যে গৌর-ভক্ত বড় অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণববন্দনায় লিখিত হইয়াছে,—

“প্রেমময়-তনু বন্দো সেন শিবানন্দ।

জাতি প্রাণ ধন যার গৌর-পদ-বন্দ ॥”

শিবানন্দের জন্ম ও মৃত্যুর শক জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীমহাপ্রভুর কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহার অগ্রকটের পরেও কিছুকাল জীবিত ছিলেন।

পদকল্পতরুতে ‘শেখর’-ভণিতার ৯৮টা বাংলা ও ব্রজবুলী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। যদিও ‘শেখর’ চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, কবিশেখর ইত্যাদি অনেক শেখরাস্ত্র নামের সংক্ষেপ হইতে পারে, কিন্তু ‘শেখর’

ভণিতার এই পদগুলি যে বাঙ্গালার অগ্রতম শ্রেষ্ঠ পদ-কর্তা রায় শেখরের রচিত, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিলেই তাহা প্রতীত হইবে।

শেখর

(১) মহাপ্রভুর মাতৃ-স্বস্থপতি চন্দ্রশেখর আচার্য্যের রচিত মাত্র তিনটি গৌর-বিষয়ক পদ ব্যতীত, চন্দ্রশেখর ভণিতার আর কোন পদ পদকল্পতরুতে নাই। তিনি যে ‘শেখর’ ভণিতা দিয়া ব্রজবুলীয়ার কোন পদ রচনা করিয়াছেন, এরূপ জানা যায় না।

(২) প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন পদ-কর্তা চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোনও পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই; কারণ, তাঁহারা পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বৈষ্ণব দাসের পরবর্তী। সুতরাং ‘শেখর’ তাঁহাদের নামের সংক্ষেপ হইতে পারে না।

(৩) ‘শেখর’-ভণিতার সকল পদের সহিতই রায় শেখরের পদের সৌমাদৃশ্য আছে এবং এই পদগুলি সমস্তই রায় শেখরের স্বকৃত পদের দ্বারা পূর্ণ “দণ্ডাঙ্কিকা” নামক গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে।

(৪) মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ‘নব কবিশেখর’ ও ‘কবিশেখর’ ভণিতা দিয়া যে পদ রচনা করিয়াছেন এবং যাহার অল্প কয়েকটি পদকল্পতরুতেও সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমরা ভূমিকার ৩০—৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি। নামের যেরূপ সংক্ষেপ হয়, ‘কবিশেখর’ ‘কবিরঞ্জন’ প্রভৃতি উপাধির সেরূপ সংক্ষেপ হয় না। সুতরাং বিদ্যাপতি ‘কবিশেখর’-ভণিতার সংক্ষেপে শুধু শেখর-ভণিতা দিয়া যে পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা সম্ভব বোধ হয় না।* করিয়া থাকিলেও পদকল্পতরুতে সেরূপ পদ নাই। স্বরচিত দণ্ডাঙ্কিকার অন্তর্গত বলিয়া এই পদগুলি নিঃসন্দেহে রায় শেখরের রচিত বলিয়া জানা যাইতেছে।

হুঃখের বিষয় যে, নগেন্দ্রাবু ‘কবিশেখর’ ভণিতার পদাবলীর স্তায় ‘শেখর’-ভণিতার পদের উপরও অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। যিনি ‘কবিশেখর রায়’ ভণিতা দেখিয়াও, বিদ্যাপতির

* আমরা দণ্ডাঙ্কিকা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত “গুনহ একু অবধান রাবন” ইত্যাদি “শেখর”-ভণিতার পদ ‘অগ্রকাশিত পদরাশী’তে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এখন মনে হয় যে, উহা রায় শেখরের রচিত হইয়াই অধিক সম্ভব; কেন না, এ রাবণ বিদ্যাপতির শুধু “শেখর”-ভণিতার নিঃসন্দেহ পদ আর পাওয়া যায় নাই।—সম্পাদক।

পদ-সংগ্রহে আগ্রহাভিষ্য হেতু উহা বিদ্যাপতির পদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তিনি যে, ‘শেখর’ ভণিতার ব্রজবুলি পদগুলিকে অব্যাহতি দিবেন না, ইহা সহজেই অস্বমেয়। তিনি যদি এই পদগুলিকে লইয়াই কান্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা উহা শুধু তাঁহার বিচারের ভুল বলিয়াই কান্ত হইতে পারিতাম, কিন্তু তিনি পদকল্পতরু হইতে ঐ পদগুলি উদ্ধৃত করিতে যাইয়া নিতান্ত গর্হিত-ভাবে পদকল্পতরুর ভণিতার ‘শেখর’ স্থলে যে পাঠ পরিবর্তন করিয়া ‘কবিশেখর’ করিয়াছেন, উহা দ্বারাই তাঁহার ছুরতিসন্ধি প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ পাঠ পরিবর্তন করিতে যাইয়া দুই এক স্থলে ছন্দোভঙ্গ ও অর্থের অসঙ্গতি ঘটয়াছে, ব্যস্ততা হেতু তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। যেখানে একান্ত পরিবর্তন চলে না,—পরিবর্তনে ছন্দোভঙ্গ বালকেও ধরিতে পারে, কেবল সেখানেই তিনি যথাযথ পাঠ ঠিক রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা নিয়ে নগেন্দ্র বাবুর দ্বারা অনায়াসরূপে গৃহীত ‘শেখর’ ভণিতার পদগুলির একটা তালিকা দিতেছি, যথা—পদকল্পতরুর ২৪০, ৫০৩, ৯৮৫, ২৫২২, ২৫২৮, ২৭০৫, ২৭০৬, ২৭০৮ ও ২৭৫৪ সংখ্যক পদ।

এই আলোচ্য পদগুলি সমস্তই দণ্ডাঙ্কিত পদ ও উহাতে সকল পুথিতেই শেখরের ভণিতা আছে। পদের ভাষা ও ভাব রায় শেখরের সম্পূর্ণ অস্বরূপ, এবং অনেক পদেই গোড়ীয় বৈক্য পদ-কর্তার নিজস্ব অস্বগা-ভাবে সেবা-কার্যের প্রসঙ্গ এবং কোন কোন পদে বিদ্যাপতির অজ্ঞাত জটিল, স্থবল সখা প্রভৃতির প্রসঙ্গ আছে। স্তবরাং পদগুলি যে, রায় শেখরের রচিত, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আমরা উল্লিখিত যুক্তিগুলির পোষকতায় আলোচ্য পদগুলি হইতে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখাইব।

(১) ২৪০ সংখ্যক পদে ৪টা স্থলে বিদ্যাপতির অজ্ঞাত ‘জটিল’ নামের উল্লেখ আছে।

(২) ২৫২২ সংখ্যক—

“এ ধনি এছন কহবি মোয়।

আজু যে কৈছন দেখিয়ে তোয় ॥

* * * *

কহয়ে শেখর কি কর লাজে।

কহ না কাহিনি সখীর মাঝে ॥”

পদের ছন্দ মাত্রাবৃত্ত নহে; ইহা বাংলা এগার-অক্ষরী পয়ার বা একাবলী ছন্দ বটে। ইহার ঐতর্যক চরণে ছয় অক্ষরের পরে যতি আছে। নগেন্দ্রবাবু ভণিতা বদলাইয়া করিয়াছেন,—

“কহ কবিশেখর কি কর লাজে।

কহ ন কহিনি সখিনি সমাজে ॥”

বলা বাহুল্য যে, এই পরিবর্তনে ছন্দ, যতি, মাত্রা সকলই বিনষ্ট হইয়াছে। ইহাকেই বলে “গরজ বড় বালাই।”

(৩) ২৫২৮ সংখ্যক পদে বিদ্যাপতির অজ্ঞাত স্থবল সখার প্রসঙ্গ আছে, যথা—

•

“বোধি স্থবল কহে স্তন গুণবস্ত।

শেখর সহ ধনি মিলল নিতান্ত ॥”

অর্থাৎ স্থবল সখা ঐক্যকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন,—হে গুণবান্ কানাই, তুমি প্রবণ কর; (সখীর অস্বগা) শেখরের সহিত ধনী ঐরাধা নিশ্চিতই আসিয়া পৌছিল। নগেন্দ্রবাবু “শেখর সহ” কথাটার তাৎপর্য লক্ষ্য না করিয়া শেষ পঙ্ক্তিকে করিয়াছেন—

“শেখর কহ ধনি মিলল নিতান্ত ॥”

বাক্যের ক্রিয়া-পদ না থাকিলে চলে না ; তাই ‘সহ’ স্থলে ‘কহ’ করিয়াছেন ; নতুবা পূর্বোক্ত ২৫২২ সংখ্যক পদের দ্বারা ‘শেখর’কে ‘কবিশেখর’ বানাইতে পারিলে কাজ অনেকটা সহজ হইত ।

(৪) ২৭০৬ সংখ্যক “কাজর কচি-হর রয়নি বিশালা” ইত্যাদি শেখরের পদটা নগেন্দ্রবাবু তাঁহার ভূমিকার ১৯০ পৃষ্ঠায় কিকিৎ পরিবর্তিত-রূপে উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য লিখিয়াছেন,—“এই রচনা বিজ্ঞাপিত ব্যতীত আর কাহারও মনে হয় না।” নগেন্দ্রবাবুর যে ইহা ভ্রান্ত ধারণা, এই পদ যে প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালী কবি রায় শেখরের রচনা, তাহা প্রমাণিত করার জন্য আমরা “অপ্রকাশিত পদসম্মেলনী” গ্রন্থের ভূমিকার ৮৮/০—১৮ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। বিশেষ জিজ্ঞাস্য উহা পড়িয়া দেখিবেন। এখানে শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভণিতার—“শেখর অভরণ ভেল বহুতা” পঙ্ক্তির স্মৃতিত সখীর অন্নগার উপযোগী সেবা-কৌশলই বাঙ্গালী পদ-কর্তাকে চিনাইয়া দিতেছে।

(৫) ২৭০৮ সংখ্যক—

“জানল ঘর পর নিম্নে ভেল ভোর।

শেখ তেজি উঠে নন্দ-কিশোর ॥”

ইত্যাদি পদের ভণিতা আছে—

“শেখর পহু পর মীলল যাই।

আনল নাগর ভেটলি রাই ॥”

নগেন্দ্রবাবু এখানে ছন্দের ও অর্থের অনুরোধে শেখর শব্দটাকে পরিবর্তিত করিতে পারেন নাই ; কিন্তু জানি না, কি জন্ত তিনি ‘জানল ঘর পর’ ইত্যাদি স্থলে “জাগল ঘর পর” ইত্যাদি পাঠ-কল্পনা করিয়া পদের অর্থে অসঙ্গতি ঘটাইয়াছেন। ‘জানল’ ইত্যাদির সরল অর্থ—“নন্দকিশোর (শ্রীকৃষ্ণ) জানিলেন যে, ঘরের মাঝে (লোকেরা) নিদ্রায় ভোর হইয়াছে। (তাই) তিনি (অভিগারে গমনের জন্ত) শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন।” ‘জাগল’ শব্দের ‘জাগরিত’ কিংবা ‘জাগিল’ যে অর্থই করা যাউক না কেন, উহার সহিত ‘নিম্নে ভেল ভোর’ বাক্যের সঙ্গতি হইবে কি প্রকারে? বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থে ও উহার আদর্শ আহিরীটোলার গোলামীদের ‘ক’ পুথিতে ‘জানল’ স্থলে ‘যাওল’ পাঠ আছে ; উহাও অর্থশূন্য বটে।

‘শেখর’ অর্থাৎ রায় শেখরের পরিচয় ‘রায় শেখর’ শীর্ষকে দ্রষ্টব্য। এখানে ‘শেখর’ ভণিতার পদ-সমূহের সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য যে, শেখরের বাংলা ও ব্রজবুলী—সমস্ত পদই উপাদেয়। তাঁহার উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর পদ বিজ্ঞাপিত পদের সহিত তুলনার অব্যোজ্য নহে। কোন কোন রসজ্ঞ সমালোচক শেখরকে গোবিন্দদাস অপেক্ষাও উচ্চ স্থান দিতে কুণ্ঠিত হন না। আমাদের মতে গোবিন্দ দাস ও জানদাস শেখরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। তবে শেখরের স্থান ইহাদিগের ছই জনের পরেই নির্দেশ করা সঙ্গত মনে হয়।

‘কবি শেখর’ ভণিতার রায় শেখরের ৪২টা পদ পদকল্পতকতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ ভণিতার বিজ্ঞাপিত ৩টা পদ পাওয়া গিয়াছে ; আমরা “কবি শেখর (বিজ্ঞাপিত)” শীর্ষকে উহা প্রদর্শিত করিয়াছি। আলোচ্য পদগুলি যে ‘কবিশেখর’ উপাধিধারী বিজ্ঞাপিত নহে, শেখর (কবি) কিন্তু শেখর কবি অর্থাৎ রায় শেখরের রচিত এবং নগেন্দ্রবাবু অসঙ্গত-রূপেই উহা হইতে উনত্রিশটা পদ বিজ্ঞাপিত পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, উহার প্রমাণ ঐ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং এখানে পুনরাবলোচনা অনাবশ্যক।

‘কবিশেখর রায়’-ভণিতার শুধু একটি মাত্র (২৫১১ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শেখর (কবি ও রায়) ইহাও যে, নগেন্দ্র বাবু কর্তৃক অসঙ্গত-রূপেই বিভাগপতির পদাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা “কবিশেখর (বিভাগপতি)” শীর্ষকে আলোচিত হইয়াছে।

‘শেখর দাস’-ভণিতার দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ-দ্বয় যে, রায়

শেখরের রচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রায় শেখর সাধারণতঃ তাঁহার শেখর দাস পদের ভণিতায় ‘দাস’ শব্দের ব্যবহার করেন নাই; কিন্তু আলোচ্য পদ-দ্বয়ে

মিলের জন্য ‘শেখর দাস’ ভণিতা দিয়াছেন।

পদকল্পতরুতে ‘নৃপ কবিশেখর’-ভণিতার শুধু একটি মাত্র (১৭৫৯ সংখ্যক) পদ পাওয়া গিয়াছে।

রায় শেখর রাজা বা সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারী ছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। ‘নৃপ-কবি শেখর’ শব্দ ‘কবি-রাজ’ অর্থে প্রযুক্ত হইলে ‘কবি-নৃপ শেখর’ ভণিতা পাওয়া যাইত; কেন না,

শেখর (নৃপ কবি) ‘কবি-রাজ’ অর্থে ‘নৃপ-কবি’ পদ ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। সুতরাং

অনুমান হয় যে, শেখর কোনও রাজা বা প্রধান ভূম্যধিকারীর সভা-কবি (Poet laureate) ছিলেন বলিয়াই ঐরূপ ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন।

‘রায় শেখর’ অর্থাৎ শেখর রায়ের ৩৫টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলিতে

স্পষ্ট ‘রায়’ উপাধি থাকায়, এগুলি যে রায় শেখরের রচিত, সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। এখন এই রায়

শেখর কে এবং কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহার পূর্ণ নামটি কি— শেখর (রায়) এ সম্বন্ধে ক্রিষ্ণ আলোচনা করা আবশ্যিক। জগদ্বন্ধু বাবু রায় শেখরের

প্রসঙ্গে বাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিয়ে উহা উদ্ধৃত করিয়া, পরে তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

“পদগ্রন্থে শেখর, রায় শেখর, কবিশেখর, হুঃধি শেখর ও নৃপ শেখর * ভণিতা-যুক্ত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পাঁচ জনই যদি এক ও অভিন্ন হয়েন, তবে ‘রায়’ ও ‘নৃপ’ এই দুই উপাধি হইতে বুঝা যায়, ইনি ধনীর সন্তান ও রাজা বা জমিদার ছিলেন। অনেকের মতে ইহার প্রকৃত নাম শিশিশেখর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর। ইনি বর্তমান জেলার পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দ-বংশ-সম্বৃত, শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ও গোবিন্দদাসের পরবর্তী লোক। ইহার রচিত একটি পদের ভণিতার প্রতি দৃষ্টি করিলেও ইহাকে রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। যথা,—

“শ্রীরঘুনন্দনচরণ করি সার।

কহে কবিশেখর গতি নাহি আর ॥”

রায় শেখরের অনেক পদ গোবিন্দদাসের পদের অহরূপ; সুতরাং রায় শেখরকে গোবিন্দদাসের পরবর্তী বলাও অসঙ্গত নহে। নরোত্তম ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য একজন চন্দ্রশেখর ছিলেন, নরোত্তমবিসায়ে যথা,—

“জয় ভক্তি-রত্নদাতা শ্রীচন্দ্রশেখর।

প্রভু-পাদ-পদ্মে যেই মন্ত-মধুকর ॥”

ইনি কবি রায় শেখর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। রায় শেখরকে তত্ত্বনিধি মহাশয় “অতি বিখ্যাত পদ-কর্তা”

* ‘নৃপ শেখর’ ভণিতার কোন পদ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, ‘নৃপকবিশেখর’ ভুলে ‘নৃপশেখর’ লিখিত বা মুদ্রিত হইয়াছে।—সম্পাদক

বলিয়া এক পত্রে আমাকে জানাইয়াছেন। রায় শেখরের প্রণীত “গোপালবিজয়” নামে একখানি ১৭০১ শকে লেখা হস্তলিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ পুস্তকে ২৫০০ শ্লোক আছে, স্তত্রাং নেহাত ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে।*

আমরা ছুঃশেখর সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, জগদ্বন্ধুবাবু এই আলোচনায় যে অন্তর্ভুক্ত হইতে উহার স্বভাব-সিদ্ধ গবেষণা ও বিচার-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ শেখর ভণিতায় নিজেকে ‘নৃপ’ বলেন নাই; কিন্তু ‘নৃপকবি’ বলিয়াছেন। যদিও ‘যিনি নৃপ, তিনিই কবি’—এইরূপ ‘কর্মধারয়’ সমাসের দ্বারা ‘রাজা ও কবি’ অর্থে ‘নৃপ-কবি’ পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু শেখর যে রাজা বা ভূম্যধিকারী ছিলেন, উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং ‘হুখিয়া শেখর’ ভণিতা দর্শনে বিবর্তন অনুমানই করা যাইতে পারে। ‘রায়’ উপাধির ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ ‘রাজা’ ‘ধনী’—যাহাই হউক না কেন, উহা দ্বারা যে, রাজা বা ধনী সূচিত হয় না, এই দরিত্র সম্পাদক সে সম্বন্ধে হৃদয় ক্রিয়া অব্যবস্থায় দিতে পারে। রায় শেখর খ্রীঃশেখর বৈষ্ণব-জাতীয় নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যদিও খ্রীঃশেখর ঠাকুর-পরিবারের অনেক ব্রাহ্মণ-শিষ্য আছে বলিয়া জানা গিয়াছে; কিন্তু রায় শেখর ব্রাহ্মণ, কি বৈষ্ণব, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। তবে রঘুনন্দন বা রায় শেখর—কেহই যে “নিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত” নহেন, তাহা প্রব সত্য। জগদ্বন্ধুবাবু “নিত্যানন্দ-শাখা-ভুক্ত” স্থলে ভুলে ঐরূপ লিখিয়াছেন কি? খ্রীঃশেখর রঘুনন্দন “ঠাকুর” নামেই প্রসিদ্ধ; তাহাকে “গোস্বামী” বলিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও উল্লেখ করা হইয়াছে, স্মরণ পড়ে না। বর্তমানের অন্তর্গত মাড়ো গ্রামে নিত্যানন্দবংশ-সম্ভূত প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন গোস্বামীর সহিত নামের গোলযোগ করিয়া, জগদ্বন্ধুবাবু ঐরূপ লিখেন নাই ত? এই রঘুনন্দন গোস্বামী খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগেও কিছু দিন জীবিত ছিলেন। তিনি বাংলা-সাহিত্যের দুইখানা শ্রেষ্ঠ কাব্য “রাম-রসায়ন” ও “রাধামাধবোদয়” গ্রন্থের প্রণয়ন দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। জগদ্বন্ধুবাবু রায় শেখরের অনেক পদে গোবিন্দদাসের পদের দ্বারা দেখিতে পাইয়া, উহা দ্বারা রায় শেখরকে গোবিন্দদাসের পরবর্তী কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমরা কিন্তু উভয়ের পদে বিশেষ কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারি নাই। তর্ক-স্থলে সাদৃশ্য ও উহা দ্বারা একের অন্যের অনুকরণ স্বীকার করিয়া লইলেও এখানে কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন, শুধু রচনা দেখিয়া নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গোবিন্দদাসের প্রাচুর্য্যাব-কাল নির্ণীত হইয়াছে। রায় শেখরের কাল নির্ণয় করাও কঠিন নহে। তাঁহার ঐক খ্রীঃশেখর রঘুনন্দন ঠাকুর নরোত্তম ঠাকুরের খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদ-কর্তারাও সেই মহোৎসবে ছিলেন, ইহা নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্তিরত্নাকর” হইতে জানা গিয়াছে। উহাতে রায় শেখরের কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে কি মনে হয় না যে, সম্ভবতঃ উহার কিছু পূর্বেই রায় শেখর অগ্রকট হইয়াছিলেন? জগদ্বন্ধুবাবুর মতে ১৫০৩ শকের অল্প কিছু পরে খেতুরীর মহোৎসব হয়*। মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকে অগ্রকট করেন; সে সময়ে যে, রঘুনন্দনের বয়স অন্যান ২০।২৫ বৎসর হইবে, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ সহিত মহাপ্রভুর রঘুনন্দন সম্বন্ধে আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। স্তত্রাং খেতুরীর মহোৎসব-কালে রঘুনন্দনের বয়স অন্যান ৭০ বৎসর ধরিলে, তৎসময়ে রায় শেখর বালক ছিলেন, উহার পরে বুঝ হইয়া মত্ত-গ্রহণ ও

* নীরগ-ভরদ্বীপী, উপকল্পিকা, ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—সম্পাদক।

পদ-রচনা করিয়াছেন, একুশ অল্পমান অপেক্ষা খেতুরীর মহোৎসবের পূর্বেই তিনি অগ্রকট করেন, একুশ সিদ্ধান্তই আমাদের নিকট অধিক সম্ভবপর মনে হয়। সুতরাং রায় শেখর গোবিন্দদাসের পরবর্তী কবি নহেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের জন্মের কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহার অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পূর্বেই অগ্রকট হইয়াছিলেন।

জগদ্বন্ধু বাবু রায় শেখরের কবিত্ব সম্বন্ধে যেন বিশেষ সংবাদ রাখেন না,—এইরূপ ভাব দেখাইয়া তৎসন্ধি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ খুব প্রশংসা-সূচক পত্রের মতটীর উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; নিজে রায় শেখরের কবিত্ব সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় তিনি রায় শেখরের কবিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার প্রবীণ মত স্পষ্ট ব্যক্ত করিলেই সমীচীন হইত। ঘনশ্যাম নরহরির প্রসঙ্গে তিনি কবিগণনায় গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পরেই রায় শেখরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। * আমাদেরও উহাই মত বটে।

প্রায় সম-সাময়িক দুইজন শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে একের অন্তের অহুকরণ স্বাভাবিক নহে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রায় শেখর ও গোবিন্দদাসের অনেক পদেরই বর্ণনীয় বিষয় এক হইলেও রচনা-প্রণালী স্বতন্ত্র বটে। গোবিন্দদাসের রচনায় ব্রজবুলী পদ-লালিত্যে, অল্পপ্রাসে ও ছন্দের স্বাকারে যেরূপ অতুলনীয় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, রায়শেখরের ব্রজবুলী প্রশংসনীয় হইলেও উহাতে সেরূপ উৎকর্ষ ঘটে নাই। ভাষার ক্রমোন্নতির দিক্ দিয়া দেখিলেও মনে হয় যে, রায়শেখর বিজ্ঞাপতির অহুকরণে যে, ব্রজবুলীর প্রবর্তন করেন, সমধিক শক্তিশালী কবি গোবিন্দদাসের হাতে পড়িয়া উহাই উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এখন নামের সমস্তার আসা যাউক। ‘শেখর’ শব্দটা পূর্ণ নাম হইতে পারে কি? অন্ততঃ এ দেশে সেরূপ দেখা যায় না। রায় শেখরের পূর্ণ নাম সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখর বা শশিশেখর—একুশ কিছু ছিল; কিন্তু তিনি কোন পদে সেই পূর্ণনামের ব্যবহার না করায় ও বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার ‘শেখর’ নামটাই চলিয়া যাওয়ায়, তাঁহার পূর্ণ নাম যে কি ছিল, উহা এখন জানা যায় না। তিনি বহুসংখ্যক পদে ‘কবি শেখর’ ভণিতা দিয়াছেন! এখানেও ‘কবি’ শব্দটা একটা বিশেষণ বলিয়াই মনে হয়; ‘কবিদিগের শেখর (শিরোভূষণ)’—এইরূপ বঙ্কী সমাস দ্বারা সিদ্ধ পদ বলিয়া মনে হয় না। বিজ্ঞাপতির ‘কবিশেখর’ উপাধি কিন্তু এইরূপ বঙ্কী সমাস দ্বারাই সিদ্ধ বটে। তবে প্রাচীন ভারতীয় কবির ‘প্লেব’ ভক্ত ছিলেন বলিয়া, রায় শেখরের ‘কবিশেখর’ ভণিতা দ্বারা সেই ‘কবি-শিরোমণি’ অর্থও সূচিত না হইতে পারে, এমন নহে। “রামকেমন? না, বার মনে ধেমন!” যিনি যেরূপ অর্থ ভাল বুঝেন, তিনি সেরূপ অর্থ করিতে পারিবেন, এ জন্ত আমরা শঙ্ক-বিচ্ছেদ না করিয়া ‘কবিশেখর’ সমাস-যুক্ত পদই রাখিয়াছি।

জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত “গোপাল-বিজয়” গ্রন্থ আমরা দেখি নাই। সুতরাং উহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিব না। জগদ্বন্ধু বাবু যে কি জন্ত রায় শেখরের সুপ্রসিদ্ধ “দণ্ডাঙ্কিকা” গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ঐ গ্রন্থের আকার “গোপাল-বিজয়” হইতে কিছু ছোট হইলেও রায় শেখরের কবি-খ্যাতি প্রধানতঃ তাঁহার “দণ্ডাঙ্কিকা”—পদাবলীর উপরই নির্ভর করিতেছে। পদকল্পতরুর অধিকাংশ রায়শেখরের পদই “দণ্ডাঙ্কিকা” হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং রায়শেখরই যে ঐ সকল পদের রচয়িতা, উহা হইতেই তাহা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে।

শ্রীমুক্ হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার সকলিত “বীরভূম-কাহিনী” গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, “সংগ্রহ-ভোবণী” নামক একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে রায়শেখর সহজিয়া সাধক-সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন এবং তাঁহার সাধন-সঙ্গিনীর নাম ‘দুর্গাদাসী’ ছিল—এরূপ লিখিত আছে। সহজিয়া গ্রন্থকারেরা স্বয়ং মহাপ্রভু হইতে আরম্ভ করিয়া রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি সকলেরই এক একটা সাধন-সঙ্গিনী ছোটাইয়া দিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং তাহারা যে প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা রায়শেখরকেও তাহাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত করিবে না, ইহা সহজেই অনুমেয়। রায় শেখরের এই কলঙ্কের সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, এ যাবৎ আমরা তাঁহার কোন সহজিয়া-ভাবের পদ পাই নাই। তাঁহার পদাবলীতে সখীর অনুগাভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবার কামনা ব্যতীত অন্য কামনারও পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

“শ্রামদাস”-ভণিতার ৩টা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ণ নাম শ্রামচরণ :

শ্রামদাস কিংবা শ্রামানন্দ, এবং শ্রামানন্দ হইলে কোন শ্রামানন্দ, উহা এ যাবৎ নির্ণীত হয় নাই। প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসচার্য্যের শব্দের গোপাল চক্রবর্তীর পুস্তকের নাম ছিল শ্রামদাস ও রামচন্দ্র। ইহাদের সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে লিখিত হইয়াছে,—

“শ্রামদাস রামচন্দ্র গোপালতনয়।

শ্রামানন্দ রামচরণাখ্যা কেহ কয় ॥

দোহে আচার্য্যের শিষ্য অদ্ভুত চরিত।

এথা অল্পে কহিল এ সর্বত্র বিদিত ॥”

অগবন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—“উক্তয় স্নাতাই শ্রীনিবাসচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য। ইহার পদ-কর্তা ছিলেন। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অল্প প্রমাণের অভাবে আমরাও বলি—তথাস্তু।” শ্রামদাসের পদগুলি বিশেষত্ব-হীন; সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

‘শ্রামানন্দ’-ভণিতার ৩টা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্রামানন্দ গোপাল চক্রবর্তীর পুস্তক শ্রামদাস ওরফে শ্রামানন্দ কিংবা শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের বন্ধু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-আচার্য্য শ্রামানন্দ পুরী, তাহা বলা কঠিন। আমরা পদকল্পতরুর ‘শ্রামদাস’ ও শ্রামানন্দ ভণিতার পদগুলির মধ্যে রচনা-গত কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করি নাই। তবে ১০২৪ সংখ্যক—“রাই কনক-মুকুর কাঁতি” ইত্যাদি অভিসারের পদ ও অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী গ্রন্থে উদ্ধৃত “শ্রামদাস”-ভণিতার ৩০০—৩০২ সংখ্যক পদগুলি যাহা পদরসসার, পদরত্নাকর ও সাহিত্য-পরিষদের পুথি-শালার ২০১ সংখ্যক পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, প্রসিদ্ধ শ্রামানন্দ পুরীর প্রবীণ হস্তের রচনা বলিয়াই প্রতীত হয়। শ্রামানন্দ শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের দ্বারা অনেক দিন কৃন্দাবনে থাকিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রজবলীর পদে বাঙ্গালার অজ্ঞাত ব্রজ-ভাষার অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। শ্রামানন্দ পুরীর নামান্তর ছিল “দুঃখী কৃষ্ণদাস।” নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার তিনটা পদে এই শ্রামানন্দের চরিত্রাখ্যান করিয়াছেন।* তদ্ব্যতীত “ও মোর পরাণ-বন্ধু” ইত্যাদি সুবীৰ্ণ ঐতিহাসিক পদে শ্রামানন্দের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির পরিচয় আছে। অগবন্ধু বাবুর ‘গৌর-পদতরঙ্গিনী’ অধুনা অপ্রাপ্য হওয়ার, আমরা ঐ পদটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; কেন না,

পরবর্তী সময়ের প্রধান বৈষ্ণব-আচার্য্য ত্রিনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ্যের বিবরণ না জানিলে, বৈষ্ণব-ইতিহাসের জ্ঞান নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

“ও মোর পরাণ-বন্ধু শ্যামানন্দ স্বধ-সিদ্ধ
সদাই বিহ্বল গোরা-শুণে ।
গৃহ পরিহরি দূরে আনন্দে অধিকা পুরে
আইলেন প্রভুর ভবনে ॥
হৃদয়চৈতন্ত দেখি অঝোরে করয়ে আঁখি
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া ।
শিরে ধরি সে চরণ করি আত্ম-সমর্পণ
একচিত্তে রহে দাঁড়াইয়া ॥
দেখি শ্যামানন্দ-রীত ঠাকুর করিয়া প্রীত
নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল ।
করি অঙ্গগ্রহ অতি শিখাইয়া ভক্তি-রীতি
নিতাই চৈতন্তে সমর্পিল ॥
কতক দিবস পরে পাঠাইতে ব্রজ-পুরে
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা ।
প্রভু নিতাই চৈতন্ত শ্যামানন্দে কৈলা ধস্ত
যাত্রা-কালে আজ্ঞা-মালা দিলা ॥
শ্যামানন্দ পথে চলে ভাসয়ে আঁখের জলে
সোড়রিয়া প্রভুর গুণগণ ।
একাকী কতক দিনে প্রবেশিলা বৃন্দাবনে
বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥
দেখিয়া ত্রিবন্দারণ্য আপনা মানয়ে ধস্ত
আনন্দে ধরিতে নারে ধেহ ।
সিদ্ধ হৈয়া নেত্র-জলে লোটায় ধরণীতলে
বিপুল পুলক ময় দেহ ॥
গিয়া গিরি গোবর্দ্ধনে কৈল যা আছিল মনে
ত্রিরাধা-কুণ্ডের তটে আসি ।
প্রোমায় বিহ্বল হৈলা দেখি অঙ্গগ্রহ কৈলা
ত্রিদাস গোসাঞি গুণ-রাশি ॥
ত্রিজীব নিকটে গেলা নিজ পরিচয় দিলা
তেঁহ কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে ।
যেবা মনোরথ ছিল তাহা যেন পূর্ণ হৈল
হৃদয়চৈতন্ত কৃপা হৈতে ॥
অমিলা ষাটশ বন কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন
হৈলা অতি নিপুণ সেবায় ।

ত্রিগোড় অধিকা হৈয়া রহিলা উৎকলে গিয়া
 ত্রিগোষামিগণের আজ্ঞায় ।
 পাষণ্ডী অসুরগণে মাতাইল গোরা-গুণে
 কারে বা না কৈলা ভক্তি-দান ।
 অধম আনন্দে ভাসে শ্যামানন্দ-কুপালেশে
 কেবা না পাইল পরিজ্ঞান ॥
 কে জানিবে তাঁর তত্ত্ব সদা সঙ্কীর্ণনে মত্ত
 অবনীতে বিদিত মহিমা ।
 নিজ পরিকর সঙ্গে বিলসে পরম রঙ্গে
 উৎকলে স্থখের নাহি সীমা ।
 যে বারেক দেখে তারে সে ধৃতি ধরিতে নারে
 কিবা সে মূরতি মনোহর ।
 নরহরি কহে ওতু রসিকানন্দের প্রভু
 হবে কি এ নয়ন-গোচর ॥”

উড়িষ্যার বিস্তৃত বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচারই শ্যামানন্দের জীবনের প্রধান কার্য্য। তাঁহার এ কার্য্যে তাঁহার উড়িষ্যা-বাসী শিষ্য রসিকানন্দ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের ষষ্ঠ ও ১৫শ তরঙ্গে শ্যামানন্দের কাহিনী বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্যামানন্দ সন্দোপ-বংশজাত ছিলেন। সন্দোপেরা বৈশ্য, ইহাঁদিগের পেশা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য ছিল। শ্যামানন্দের বংশধরগণ অধুনা গোঁস্বামী বলিয়া পরিচিত। পশ্চিম অঞ্চলের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের দ্বায় তাঁহাদিগেরও উপনয়ন সংস্কার হইয়া থাকে। শ্যামানন্দের নিবাস ছিল ধারেন্দ্র-গ্রামে। উহা এখন ধারেন্দ্র-বাহাদুরপুর নামে পরিচিত হইয়াছে। শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের রচিত একটা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রসিকানন্দ শীর্ষকে তাঁহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

“ত্রিনিবাস”-ভণিতার ৩টা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ-কর্তা ত্রিনিবাস খুব সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ ত্রিনিবাস আচার্য্য স্বয়ং। ইনি শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্তী কালের একজন প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্য।

ইনি দস্থ্যদল-পতি বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাঙ্গীরের চরিত্র শোধনপূর্ব্বক তাঁহাকে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত করেন। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু এবং

প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজের মন্ত্র-দাতা গুরু ছিলেন। ইনি বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোপাল ভট্ট গোঁস্বামীর শিষ্য। ‘ভক্তিরত্নাকর’ গ্রন্থে প্রধানতঃ এই ত্রিনিবাসাচার্য্যের জীবন-বৃত্তান্তই সবিত্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ-জিজ্ঞাসু উহা অবশ্য পড়িবেন। আমরা নিম্নে তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিতেছি।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ‘চাখণ্ডী’ গ্রামনিবাসী গৌরান্দ-ভক্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ওরফে চৈতন্তদাসের ঠরসে জাজি গ্রামের বলরাম আচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর গর্ভে আনুমানিক ১৪০৮ শকে ত্রিনিবাসের জন্ম হয়। অল্প বয়সেই ইনি নানা শাস্ত্রে বিদ্বান্ হইয়া উঠেন। এ সময়েই ইহার সহিত ত্রিখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের সাক্ষাৎ ঘটে এবং ত্রিনিবাস গৌরান্দ-গ্রামে উন্নত হইয়া অধ্যয়ন ছাড়া নীলাচলে বাইরা মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য গৃহ-ত্যাগ করেন। পথেই শুনিতে পান যে, মহাপ্রভু

অন্তর্ধান করিয়াছেন। ঐনিবাস এই ক্ষমাবাদ অবধে নিত্য নবীকৃত হইলেও নীলাচলে বাহিরা জগন্নাথদেব ও মহাপ্রভুর নীলা-স্থল দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাপনপূর্বক নবদীপে বাইরা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও তাঁহার অভিভাবক বংশীবদন ঠাকুরের চরণ দর্শন করেন। ঐংপরে শান্তিপুর, একচক্কা প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের সকল ঐগাঠ দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে বাওয়ার বাসনা করেন। পিতৃবিয়োগ ভ্রত বৃন্দাবন-গমনে কিছু বিলম্ব ঘটে। পরে বৃন্দাবনে বাইরা, রূপ ও সন্মানন গোবিন্দীর অগ্রকট হওয়ার ঐজীবের নিকট গোবামিগ্রহ-সমূহ অধারন ও গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, ঐজীবের প্রদত্ত গোবামিগ্রহগুলির কাঠপেটিকা সহকারে নরোত্তম ও ভ্রামানন্দের সহিত স্বদেশ অভিমুখে রওনা হন। পথে বন-বিষ্ণুপুরের নিকটে রাজা হাবীরের নিয়োজিত দক্ষগণ কর্তৃক গ্রহ-পেটিকাগুলি অপহৃত হয়। যে ভাবে ঐনিবাস উহার উদ্ধার করিয়া রাজা হাবীরকে বৈষ্ণব-ভক্তে পরিণত করেন, উহা “বীর হাবীর” প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। জাহ্নবা ঠাকুরাণীর আদেশে তিনি ক্রমে দুই বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম পত্নীর নাম জৈবরী ও দ্বিতীয় পত্নীর নাম গৌরাঙ্গপ্রিয়া। তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগের মধ্যে পদ-কর্ত্তা গোবিন্দগতি ওরফে গতিগোবিন্দ ঠাকুর ও প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা বহ্ননন্দনের দীক্ষাদাত্তী হেমলতা ঠাকুরাণীই প্রসিদ্ধ। এই ঐনিবাসাচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা ও পদসংগ্রহ-কার রাধামোহন ঠাকুর বটে। ‘রাধামোহন’ শীর্ষকে ঐনিবাসাচার্য্যের অখন্তন বংশাবলীর বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

ঐনিবাসাচার্য্যের বেশী পদ পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁহার—

“বদন-চান্দ কোন কুন্ডারে কুন্ডিল গো
কেনা কুন্ডিলে ছই আঁখি।

দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাথী ॥”

ইত্যাদি ৭২০ সংখ্যক শ্লোকের রূপায়ারপের পদটি অতি অপূর্ণ। সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যেও বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা সরল ও আন্তরিকতা-পূর্ণ রূপ-বর্ণনার পদ বড় বেশী পাওয়া যাইবে না। ঐনিবাসা-চার্য্যের ৩০৭২, ৩০৭৩ সংখ্যক পদ-দ্বয় প্রার্থনা-বিষয়ক। তিনি ঐ পদে ভগবৎকরী সখীর অভির-তত্ব স্বীয় গুরুদেবের নিকট ঐরাধা-কৃষ্ণের বৃন্দল-সেবনরূপ রূপা বাচ্য করিয়াছেন।

‘সদানন্দ’-ভণিতার একটি মাত্র (২১৯৪ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি গৌরচন্দ্র-বিষয়ক। উহা হইতে পদ-কর্ত্তার নিজের কোন পরিচয় বা তাঁহার নামানন্দ কবিত্বের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না।

‘সালবেগ’-ভণিতার ৩টি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার ১৫৪২ সংখ্যক পদের ভাবা প্রাচীন উড়িয়া-ভাষা। ২৫৭২ সংখ্যক পদের ভাষা মিশ্র ব্রজবুলী এবং ২৯৭২ সংখ্যক পদের ভাষা ব্রজ-ভাষা বটে। আমরা-উড়িয়া-ভাষার ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত অতাপদ রায়শ্রীকৃষ্ণ বোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট সালবেগের পরিচয় ও উক্ত উড়িয়া-পদের কয়েকটি লক্ষণ শব্দের অর্থ জানিতে চাহিলে, তিনি আমাবিলকে লক্ষণ শব্দের অর্থ সহ সালবেগের এই লক্ষণ পরিচয়গুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, উহা হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, ‘গাঢ়’-‘ভক্তি’ নামক প্রাচীন উড়িয়া-প্রবে সালবেগ নামক বৃন্দলমান বৈষ্ণব-ভক্তের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একজন বৃন্দলমান পাঠার সেবাদিত্য উড়িয়া-বিশ্ব-ভাষীর এক বিকলা নারীর স্তর্ভে কক-ভক্ত সালবেগের জন্ম হয়। তাঁহার

সময়ে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে মহাপ্রভুর পরবর্তী বাঙ্গালার সুপুষ্টি বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহার কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না বলিয়া ইনি মহাপ্রভুর পূর্বেই প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন, একদম মনে করিলে ভাষ্য হয় অসম্ভব হইবে না। ইনি সম্ভবতঃ শেষ জীবনে হিন্দুধর্মের অগ্রসিদ্ধ মুসলমান হিন্দী-কবি রসখানের ছায় ব্রজে বাস করিয়াছিলেন। ইহার রচিত নাম-সংকীর্ণনবিষয়ক—

“জয় জয় রাধে গোপাল গোপালনা রে।

শীশ মোর-মুকুট নট শোহে কটি পীত পট

কিহিনি অধিক শোহাওনা রে ॥”

ইত্যাদি ২৯৭২ সংখ্যক পদের ভাষাই তাঁহার ব্রজ-বাসের পরিচায়ক।

“নৃপতি সিংহ কবি”—ভণিতার একটা মাত্র (১২৪০ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদকর্তা রাজা শিব সিংহ কিংবা বিজ্ঞাপতি কে ছিলেন, নির্দিষ্ট বলা যায় না। নগেন্দ্র বাবু এই পদের একটা রূপান্তর নেপালের পুথিতে পাইয়া, উহা বিজ্ঞাপতির পদাবলীর সিংহ (নৃপতি) অন্তর্গত করিয়াছেন। পদামৃতসমুদ্রে এই পদের ভণিতায় ‘নৃপতি সিংহ কবি’ হলে “নৃপ শিব সিংহ কবি” পাঠ আছে। সুতরাং ইহা যে, রাজা শিব সিংহ কিংবা তাঁহার সভা-কবি বিজ্ঞাপতির রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিব সিংহ রাজা দেবসিংহের পুত্র। -তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তি-কাল খ্রীস্টাব্দ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু “মৈথিল-কোকিল-বিজ্ঞাপতি”-প্রণেতা ব্রজবন্দন সহায় মহাশয়ের মতে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। নগেন্দ্র বাবুর মতে ২৯৩ ল সং অর্থাৎ ১৩২৪ শকাব্দ বা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রবাদ আছে যে, সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। শিব সিংহের ছয় জন মহিষী ছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথমা মহিষী লছিমা দেবীর উল্লেখই বিজ্ঞাপতির পদে বেশী দেখা যায়। শিব সিংহের অন্ত্যস্ত বিবরণ “বিজ্ঞাপতি” শীর্ষকে লিখিত হইয়াছে। রাজা শিব সিংহের নামান্তর ছিল—রূপনারায়ণ।

‘সিংহ ভূপতি’-ভণিতার ৬টা পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে ১১৪ সংখ্যক “সকল সখি পরবোধি” ইত্যাদি পদে পদামৃতসমুদ্র, পদরসসার ও পদরসাকর পুথিগুলিতে বিজ্ঞাপতির ভণিতা আছে। এই পদটির একটা রূপান্তর সিংহ ভূপতির ভণিতা সহ মৈথিল রাগ-তরঙ্গিনী পুথিতে পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহাও যে রাজা শিব সিংহ কিংবা তাঁহার সভা-কবি বিজ্ঞাপতির রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৪৭৭ সংখ্যক “মদন-কুজ পর” ইত্যাদি পদে পদরসসার ও পদরসাকরে ‘সিংহ ভূপতি’র হলে শুধু ‘ভূপতি’র ভণিতা আছে। পদের ভাষা ও ভাব ‘ভূপতি’ নামক স্বতন্ত্র পদ-কর্তার অতুল্য; সুতরাং বিশেষ আলোচনায় এখন আমাদের ধারণা অন্নিয়াছে যে, পদরসসার ও পদরসাকরের ভণিতাই ঠিক। ইহা স্বতন্ত্র পদ-কর্তা ভূপতির রচিত পদ বটে। ১০৮০ সংখ্যক “গৌর দেহ সূচক সুবদনি” ইত্যাদি পদের রূপান্তর মৈথিল ‘রাগতরঙ্গিনী’ পুথিতেও পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহাও রাজা শিব সিংহ কিংবা বিজ্ঞাপতির রচিত। ১৬৯৮ সংখ্যক “অসনি কহতহি” ইত্যাদি পদের দুর্বোধ্য প্রাচীন মৈথিল ভাষা ও ‘সিংহ ভূপতি’ নাম-যুক্ত ভণিতাই উহার মৈথিল রচয়িতার পরিচয় দিতেছে। নগেন্দ্র বাবু যে জন্যই হউক, তাঁহার সংস্করণে এই পদটি উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি ১৩৩৬ সালের প্রবাসী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যায় “বৈষ্ণব কবিতার শব্দ ও ভাষা” শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ কটি স্বীকার করিয়া, উহার একটা মন-পড়া রূপান্তর ও বহু স্থলে অসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার সব্বদে আলোচনা দাসিক পত্রিকাতেই করা হইবে। এখানে ঐ আলোচনা অগ্রসারিক ও

অনাবস্তক। ১৭৩৬ সংখ্যক “মোর বন বন” ইত্যাদি পদ ও ১৯৮৩ সংখ্যক “রে রে পরম প্রেম-সজনী” ইত্যাদি পদের সম্বন্ধেও ঐ মন্তব্যই প্রযোজ্য। “অসনি কহতহি” ইত্যাদি পদ ছাড়া বাকি পদগুলি নগেন্দ্র বাবু, বিভাগতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

‘হুম্মর দাস’-ভণিতার দুইটা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘হুম্মর দাস’ নামটা হুম্মর হইলেও বাঙ্গালার এ রকম নাম বড় দেখা যায় না। হুম্মর দাস নামক কোন বাঙ্গালী পদ-কর্তার

উল্লেখ বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। ‘হুম্মর’ গৌরহুম্মর বা কৃষ্ণহুম্মর প্রভৃতি

হুম্মর দাস

হুম্মরাস্ত নামের সংক্ষেপ বলিয়াই বিবেচনা হয়। ‘কীর্ত্তনানন্দ’ গ্রন্থের সংগ্রহ-কার ‘গৌরহুম্মর’ ভণিতার পাঁচটা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনিই হুম্মরদাস ভণিতার পদ-ঘরের রচয়িতা কি? আনন্দের বিষয় যে, হুম্মরের আলোচ্য পদ দুইটা উহার নামের অনুরূপ বটে। হুম্মরের পদ দুইটা, শ্রীবলরামের গোষ্ঠ-বেশের বর্ণনা। ‘গৌর দাস’ ও ‘গৌরহুম্মর’ দাসের ত্রজবুলী রচনার সহিত আলোচ্য পদের ভাষা-গত সাদৃশ্য আছে। ইহা হইতেই আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, হুম্মর দাস ও গৌরহুম্মর অভিন্ন ব্যক্তি।

‘হুম্মর’-ভণিতার একটা মাত্র (১০৮৫ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। হুম্মর অর্থাৎ হুম্মরদাস ত্রজ-ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। প্রবাদ যে, তিনি প্রায় এক লক্ষ পদ রচনা করিয়া,

হুম্মর (দাস)

‘হুম্মর-সাগর’ নামক স্মৃহং গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু এখন উহার অল্প অল্প মাত্র পাওয়া যায়, বাকি বেশীর ভাগ পদই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাই নগরের বেকটেশ্বর প্রেস হইতে প্রসিদ্ধ হিন্দী গ্রন্থকার স্বর্গগত রাধাকৃষ্ণ দাসের সম্পাদিত “হুম্মর-সাগর” গ্রন্থের যে উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে চারি পাঁচ হাজারের অধিক পদ সংগৃহীত হয় নাই। উহা হইতেই আবার পদ ছাটিয়া কাটিয়া “সংক্ষিপ্ত হুম্মর-সাগর” নামে হিন্দীতে হুম্মরদাস-পদাবলীর আরও ২।৩ খানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণ হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ বাসদেব কর্তৃক প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত “সঙ্গীত-রাগ-কল্পক্রম” নামক স্মৃহং গীত-সংগ্রহ গ্রন্থেও হুম্মরদাসের কয়েক শত উৎকৃষ্ট পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা বোম্বাইর মুদ্রিত বৃহৎ “হুম্মর-সাগর” দেখি নাই; কিন্তু প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন কর্তৃক প্রকাশিত আন্দাজ পাঁচ শত পদ-পূর্ণ সংক্ষিপ্ত হুম্মর-সাগর ও কৃষ্ণানন্দের “রাগকল্পক্রম” পড়িয়াছি। উহাতে আলোচ্য পদটি পাই নাই। তথাপি—

“গোবিন্দ-মুখারবিন্দ

নিরখি মন বিচারেঁ।।

চক্রে কোটি ভাঙ্গ কোটি

মদন কোটি ওয়ারেঁ।।”

ইত্যাদি বর্ণনার ভাষা ও ছন্দ দর্শনে ইহা হুম্মর দাসের খাটি রচনা বলিয়াই মনে হয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যিক যে, পদায়ত-সমুদ্র, শ্রীভক্তিস্তামনি ইত্যাদি বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে হিন্দীর কবি-শ্রেষ্ঠ হুম্মরদাসের কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। প্রায় তিন হাজার পদ-পূর্ণ পদকল্পতরুতে মাত্র এই পদটি, সাহিত্য-পরিষদের পুথিখালার ২০১ সংখ্যক পুথিতে “পেখলু একহি অবতুত রাগ” ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের স্তত্রপ্রসিদ্ধ পদ এবং পদ্মসঙ্গার পুথিতে কুলন-লীলার “সভে মেলি কুলন বাই

* কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হিন্দী বাঙ্গালা ইত্যাদি নামক ভাষার প্রায় পনের হাজার শীতিপূর্ণ এই বিরাট সংগ্রহের ১ম ও ২য় খণ্ড নামক মাত্র ১, টাক। মূল্য ও ৩য় খণ্ড ২, টাক। মূল্য পরিষৎ-কাৰ্যালয়ে প্রাপ্য। —সম্পাদক।

হিঁড়োর" ইত্যাদি পদটি পাওয়া গিয়াছে। শেবোক্ত পদটির আমাদের "অপ্রকাশিত পদ-কবাবলী" গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। হিন্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি শ্রদ্ধাসের সকল পদই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত পৌরাণিক ঘটনা ও বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলাবিষয়ক বটে। এ অবস্থায় বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদকর্তারা কি ভক্ত যে শ্রদ্ধাসের পদ-সংগ্রহে এরূপ কার্পণ্য করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। শ্রদ্ধাসের পদের ভাষা বাঙ্গালার ব্রজবুলী হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র হইলেও ব্রজবুলীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে একান্ত দুর্য্যোগ্য নহে। তবে তাঁহার "দৃষ্ট-কৃট" অর্থাৎ হেয়ালীর পদের কথা স্বতন্ত্র। জ্ঞানদাসের হেয়ালীর পদের ভাষা উহার অর্থও দুর্য্যোগ্য বটে। এ অবস্থায়, আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালার তুলসীদাস ও কবীরের পদের ভাষা কেহ যে শ্রদ্ধাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর একটা বাঙ্গালী সংস্করণ প্রকাশিত করিতে অগ্রসর হন নাই, ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা নহে।

শ্রদ্ধাস হুগ্রসিদ্ধ ধর্ম-প্রচারক ও বেদান্ত-ভাষ্য-কার বলভাচার্য্যের শিষ্য এবং অঙ্ক ছিলেন। বলভ আচার্য্য চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। চৈতন্যচরিতামৃতে একাধিক স্থলে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের ধর্ম-মতের সহিত ইহার মত-বিরোধ থাকায় কবিরাজ গোস্বামী ইহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বলভাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় চৈতন্যদেবকে একজন ভক্ত সন্ন্যাসী ব্যতীত অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এ জন্যই বোধ হয়, ব্রজ-ধামে উভয় সম্প্রদায় একই সময়ে একত্র বাস করিয়াও পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। শ্রদ্ধাসের অতি অপূর্ণ পদাবলীর প্রতি গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপেক্ষার ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা হয়। অঙ্ক কবি শ্রদ্ধাস তাঁহার সমস্ত জীবন ব্রজেই যাপিত করিয়াছিলেন। মোগল-সম্রাট আকবরের সভার বাবা রামদাসের পুত্র শ্রদ্ধাস নামক যে গায়ক ছিলেন, তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি,—ইহা সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধাস-গানের সম্পাদক, হিন্দীর প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত বিরোগী হরিজীর গবেষণায় ফলে নিঃসন্দেহ-ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। আমরা শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "কমলা" নামী মাসিক পত্রিকায় "শ্রদ্ধাসের পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে শ্রদ্ধাসের জীবন-বৃত্ত ও পদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ঐ পত্রিকাখানা উঠিয়া যাওয়ায় সে আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। অবসরের অভাবে আমরা আর এ কার্য্যে হাত দিতে পারি নাই। ভরসা করি, হিন্দী-সাহিত্যে অভিজ্ঞ শ্রদ্ধাস-পদাবলীপ্রিয় কোনও লেখক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। হিন্দী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলির সম্বন্ধে বাঙ্গালার কোন আলোচনা হয় না বলিলেই হয়। ইহা বাঙ্গালার একটা কলঙ্কের কথা।

"সৈয়দ মর্তুজা"-ভণিতার একটা মাত্র (২৯৫৭ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মুসলমান পদ-কর্তার কোন পরিচয়ই আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের সংগ্রহে সৈয়দ মর্তুজার নাম বা কোন পদ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ পড়ে না। পদকর্তা নসির মামুদের ভাষা ইনিও সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গবাসী কবি হইবেন। সৈয়দ মর্তুজা সাহেবের—

"ভায় বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি।

কোন কুত্ব দিনে

দেখা তোমা সনে

পাসরিতে নারি আমি।"

ইত্যাদি আলোচ্য পদটিতে পদকর্তা জীরাধার স্মরণের সহিত স্মরণ শিখাইয়া নিজেও তাঁহার স্বকল্প-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের পদ-স্মরণের জন্য কাকুর প্রার্থনা জানাইয়াছেন মনে হয়। কেন না, শুধু ব্রজ-লীলার কান্ড-রসের

আকর্ষণে পদ রচনা করিলে তাহা একরূপ আন্তরিকতা-পূর্ণ হয় কি না, সন্দেহের বিষয়। সুতরাং আলোচ্য পদটি সৈয়দ সাহেবের উচ্চ-শ্রেণীর কবিত্বের পরিচায়ক না হইলেও ইহা যে, তাঁহার অনন্ত কৃষ্ণ-ভক্তির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

‘স্বরূপ দাস’-ভণিতার দুইটি মাত্র পদ পদকল্পতকতে উদ্ধৃত হইয়াছে। অগ্গম্বু বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে দুইজন স্বরূপ দাসের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রথম স্বরূপ দাস ত্রিগোবিন্দের

স্বরূপ দাস

অসংখ্য পরিকরের মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় জন প্রসিদ্ধ ত্রিনিবাসাচার্য্যের

শিষ্য-পরম্পরায় ৪র্থ স্থানীয় স্বরূপাচার্য্য। ইহার গুরু বিলাসাচার্য্য পুরুষোত্তম

আচার্য্যের শিষ্য এবং পুরুষোত্তম আবার ত্রিনিবাসের শিষ্য বিলাসাচার্য্যের শিষ্য; সুতরাং ইনি ত্রিনিবাসাচার্য্যের শিষ্য-পরম্পরায় ৪র্থ স্থানীয় বটে। পুরুষ-গণনায় যেমন সাধারণতঃ তিন পুরুষে এক শতক ধরা হয়, শিষ্য-গণনায় ঠিক সেই নিয়ম খাটে না। কেন না, অনেক সময়ে শিষ্যের বয়ঃক্রমও গুরু অপেক্ষা বেশী হইতে দেখা যায়। পুরুষ-গণনায় বৈষ্ণব দাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর ত্রিনিবাসাচার্য্যকে ধরিয়া গণনায় অধস্তন পঞ্চম পুরুষ; সেই হিসাবে এই স্বরূপাচার্য্যও প্রায় ত্রিনিবাসের সমসাময়িকই হইবেন। প্রথম স্বরূপ দাস যে, কোন্ সময়ের লোক, তাহা অগ্গম্বু বাবু স্পষ্ট লিখেন নাই। তবে তিনি ত্রিগোবিন্দের ‘পরিকর’ ছিলেন বলিয়া নরোত্তমবিলাসে উল্লিখিত হওয়ায়, তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিয়াই জানা যাইতেছে। ইনি পদ-কর্তা ছিলেন কি না, জানা যায় নাই। দ্বিতীয় স্বরূপদাসের সম্বন্ধে অগ্গম্বু বাবু লিখিয়াছেন,—“কেহ কেহ ইহাকেই পদ-কর্তা স্বরূপদাস অহুমান করেন।”

পদকল্পতকর এই দুইটি পদের অতিরিক্ত ‘স্বরূপ দাস’-ভণিতার আর একটি পদ “গৌরপদ-তরঙ্গিণী” গ্রন্থের ৪১৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি ত্রিনিত্যানন্দের জন্মোৎসবের পদ ও লোচনদাসের “ধামালী” পদের অহুয়ারী ছন্দে প্রতিষ্ঠিত, যথা—

‘উলু পড়ে বারে বারে

হারাই পণ্ডিতের বাড়ী।

পদ্মাবতীর ঘরে নিতাই

আইল গোলোক ছাড়ি ॥

একচাকার নারী সকল

যে যে ভাবে ছিল।

ছাওয়াল দেখ্তে আতে বিধে

তখনি ছুটিল ॥”—ইত্যাদি।

এই ‘ধামালী’ ছন্দ প্রাক্চৈতন্ত-যুগের চণ্ডীদাসের ত্রিকৃষ্ণকীর্তন বা গুণরাজ ধার ত্রিকৃষ্ণমঙ্গলে দেখা যায় না। চৈতন্তদেবের সম-সাময়িক বালালা-সাহিত্যেও এই ছন্দ পাইয়াছি বলিয়া স্বরণ পড়ে না। লোচনদাসই বোধ হয়, প্রথমে এই ছন্দের প্রবর্তন করেন। আমাদেরিগের এই মন্তব্য যথার্থ হইলে ইহাও দ্বিতীয় স্বরূপদাসের পদ-কর্তৃত্বের প্রমাণস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে।

‘হরিকৃষ্ণ দাস’-ভণিতার একটি মাত্র (৬০ সংখ্যক) পদ পদকল্পতকতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

হরিকৃষ্ণ দাস

পদ-কর্তা হরিকৃষ্ণ দাস কে ছিলেন, জানা যায় নাই। ইনি এবং ১০৭০

সংখ্যক পদের রচয়িতা ‘হরেকৃষ্ণ দাস’ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বিবেচনা

হয়। হরিকৃষ্ণ দাসের—

“কি মধুর মধুর বক্স নব কৈশোর
 মুরতি অগ-মন-হারী।
 কি দিয়া কেমনে বিধি নিরমিল গোরা-তনু
 আকুল কুলবতী নারী ॥”

ইত্যাদি গৌরচন্দ্র-পদটির রচনা জ্ঞানর।

‘হরিন্দাস’ ও ‘হরিন্দাস বিজ’ ভণিতার ২+৪=৬টা পদ পদকল্পকতে উদ্ধৃত হইয়াছে।
 অগম্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় সাত জন হরিন্দাসের পরিচয় দিয়া,
 হরিন্দাস
 ও
 হরিন্দাস (বিজ) তাঁহাদিগের মধ্যে যে তিন জনকে পদ-কর্তা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন,
 তাঁহাদিগের পরিচয় নিয়ে লিখিত হইতেছে,—

প্রথম ও দ্বিতীয়—বড় হরিন্দাস ও ছোট হরিন্দাস; যথা—

“বড় হরিন্দাস ও ছোট হরিন্দাস।

দুই কীর্তিনিয়া রহে মহাপ্রভুর পাণ ॥”—(চৈ, চ, আদি, ১০ম)।

অগম্বন্ধু বাবু বড় হরিন্দাসের অল্প বিশেষ পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; কিন্তু ছোট হরিন্দাসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, অতি স্বকণ্ঠ গায়ক বলিয়া তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে কীর্তন-পান শুনাইতেন। মহাপ্রভু ইহাকে খুব ভালবাসিতেন; তথাপি অতি সামান্য দোবে ইহাকে বর্জন করিয়াছিলেন। সে দোষটী এই যে, হরিন্দাস একদা শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবী দাসীকে ভিক্ষা-লব্ধ মোটা চাউল দিয়া, তাঁহার নিকট হইতে মহাপ্রভুর অস্ত্রে উত্তম সৰু চাউল বদলাইয়া আনিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে মাধবী দাসীর সহিত হরিন্দাসের দুই এক কথা হইয়াছিল। ইহা অধিবংশ লোকের নিকট তেমন দৃশ্যীয় বিবেচিত না হইলেও মহাপ্রভুর নিষম ছিল যে, তিনি কোন জীলোকের সহিত কথা-বার্তা করিতেন না; তাঁহার সহচর অম্বচরদিগের প্রতিও তাঁহার কড়া আদেশ ছিল যে, তাঁহারাও জীলোকের সহিত সম্বাষণ করিতে পারিবেন না। ছোট হরিন্দাস ঐ আদেশ লঙ্ঘন করায়, তাঁহার জীবদ্দশায় মহাপ্রভু আর তাঁহার মুখ-দর্শন করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে, পর-জন্মেও যেন হরিন্দাস মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিতে পারেন, এই কামনা করিয়া তিনি প্রয়াগের জিবেগীতে ভূবিয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন। এই ঘটনার কথা পরে অল্প একজন ভক্তের নিকট শুনিতে পাইয়া, মহাপ্রভু কণ-কাল গভীর ভাবে নীরব থাকিয়া, শুধু বলিয়াছেন,—“স্বকর্ম-ফলভুক পুমান্।” বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসীর ধর্ম যে কত কঠিন, উহা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই মহাপ্রভু হরিন্দাসের প্রতি এইরূপ আপাত-কঠোর আচরণ করেন। মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে লিখিয়াছেন,—

“বজ্রাদপি কঠোরাপি মৃদুনি কুসুমানপি।

লোকোত্তরাণ্য চেতাংসি কো হু বিজাতুমহতি ॥”

তৃতীয় হরিন্দাস রাণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ও গৃহী ছিলেন। ইনি কুলিয়ার মূখ্য ব্রহ্মচারীর সন্তান। নিবাস ছিল মুরশিদাবাদের টাটকা বৈষ্ণবের সন্নিকটবর্তী কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে। ইনি ঐনিবাসাচার্য্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভক্তিরসাকরে বর্ণিত আছে যে, মহাপ্রভু অগ্রকট হইলে তত্তৎপ্রবর হরিন্দাস প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু মহাপ্রভু অগ্রে দর্শন দিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ ও বুঝাবনে বাওয়ার জন্য আদেশ করেন। তদনুসারে হরিন্দাস বুঝাবনে বাইয়া পেরু জীবন ভজনসাধনে

অতিবাহিত করেন। হরিনাসের আজ্ঞা অনুসারে তাঁহার শ্রীদাস ও গোপীলাল নামক পুত্রকে পরবর্তী কালে শ্রীনিবাসাচার্যের নিকট নীক্ষা গ্রহণ করেন।

অগস্ত্য বাবুর উক্তির প্রতি আমাদের বখেট প্রভা থাকিলেও কর্তব্যের অহরোধে আমরা আপনাকে বলিতে হইতেছে, এই বিজ্ঞ হরিনাসই যে পদ-কর্তা, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অগস্ত্য বাবু বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ-দেবের সেবাধ্যক্ষ যে পণ্ডিত হরিনাসের পরিচয় চৈতন্তচরিতামৃতের আদির ৮ম পরিচ্ছেদে হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে এই পণ্ডিত হরিনাসের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

“স্বশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্ত গম্ভীর ।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর ॥
সবার সম্মান-কর্তা করে সবার হিত ।
কৌটিল্য মাৎসর্য হিংসা না জানে তাঁর চিত ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সঙ্গুণ পকাশ ।
সেই সব ইহার শরীরে পরকাশ ॥”

শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ সঙ্গুণের যে নাম রূপ গোপীলালের উজ্জলনীলমণিতে প্রদত্ত হইয়াছে, উহাতে ‘স্বশীল’, ‘প্রতিভা’, ‘বিনম্রতা’, ‘বাগ্মিতা’ প্রভৃতি কাব্য-রচনার উপযোগী গুণ-সমূহের প্রাধান্য দেখা যায়। কবিরাজ গোপীলালের ভ্রাতা নিরপেক্ষ ব্যক্তি হাঁহার মধ্যে এই সকল গুণের সম্ভাব দেখিয়াছেন, সেই বাঙ্গালী পণ্ডিত হরিনাসকে অগস্ত্য বাবু কি অন্য পদ-কর্তা বলিয়া অহুমান করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, এবং কোন প্রমাণ না থাকিলেও কাকনগড়িয়াবাসী বিজ্ঞ হরিনাসকেই পদ-কর্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কবিরাজ গোপীলালের পূর্ববর্তী কাল হইতেই বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীর সেবার ভার বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের উপরই অর্পিত আছে। শ্রীগোবিন্দজীর সেবাধ্যক্ষ এই হরিনাস, কবিরাজ গোপীলাল চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থ রচনারও একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা ছিলেন; বলা—

“পণ্ডিত গোসাঁকির* শিষ্য অনন্ত আচার্য্য ;
কৃষ্ণপ্রেমময় তত্ব উদার সর্ব-আর্য্য ।
তাঁহার অনন্ত গুণ কে কর প্রকাশ ;
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহঁো পণ্ডিত হরিনাস ।
চৈতন্ত নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস ;
চৈতন্ত-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ।
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখে দোষ ;
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ ।
নিরন্তর শুনে ডিহ চৈতন্তমঙ্গল ;
তাঁহার প্রসাদে শুনে বৈষ্ণব সকল ।
সত্য উজ্জল করেন বৈছে পূর্ণ চন্দ্র ;
নিজ-স্বপ্নায়ুতে বাঁচার বৈষ্ণব-আনন্দ ।

তিহ বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে ;

গৌরানের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে ।—(চৈ চ, আদি, ৮ম) ।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে আর একটা কথা না বলিয়া পারি না। ‘হরিদাস’-ভণিতার ৩০১৪ সংখ্যক “নাচিতে না জানি তমু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি” ইত্যাদি পদের ভণিতার আছে,—

“অন্তে ত্রিনিবাস-পদ- সেবায়ুক্ত যে সম্পদ

সে সম্পদের সম্পদী যে হয় ।

তার ভুক্ত-গ্রাস-শেষে কিবা গৌড় ব্রজ-বাসে

দন্তে তৃণ হরিদাসে কর ॥”

এখানে “ত্রিনিবাস” শব্দের লক্ষ্য কে? ‘ত্রিনিবাস’ শব্দের ত্রিবিধ বা ত্রিকণ অর্থ করা গেলোও, আমাদের মনে হয় যে, এখানে প্রসিদ্ধ ত্রিনিবাসাচার্যকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ শব্দটা প্রযুক্ত হইয়াছে। ত্রিনিবাসাচার্যের শিষ্য বা প্রশিষ্য ব্যতীত একরূপ উক্তি অন্তের পক্ষে সাজে না। এই অল্পমান প্রকৃত হইলে বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস, কাঞ্চনগড়িয়ার দ্বিজ হরিদাস কিংবা অনন্ত আচার্যের শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস,—কেহই এই পদের রচয়িতা হইতে পারেন না। কাঞ্চনগড়িয়ার হরিদাস কাহার শিষ্য ছিলেন, তাহা জানা না থাকিলেও তিনি যে তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ত্রিনিবাসাচার্যের শিষ্য ছিলেন না, উহার প্রমাণ এই যে, তিনি বৃন্দাবনে যাওয়ার কালে নিজের পুত্র-দ্বয়কে যথাসময়ে ত্রিনিবাসের নিকট মন্ত্র-গ্রহণ করার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। ত্রিনিবাস তাঁহার গুরু হইলে, একরূপ আদেশের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, অন্বদেশে নিত্যন্ত প্রতিকূল কারণ না ঘটিলে, পৈতৃক গুরুর নিকট হইতেই গৃহীদিগের মন্ত্রগ্রহণের প্রথা পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অগবন্ধু বাবুর উল্লিখিত বাকি তিন জন হরিদাসের মধ্যে প্রথম জন সুপ্রসিদ্ধ যবন-কুল-জাত হরিদাস ঠাকুর। দ্বিতীয় জন অগবন্ধু বাবুর মতে “নিত্যানন্দ শাখাত্ত্বক ব্রহ্মচারী হরিদাস (আদি, ১১শ স্রষ্টব্য)।” আমরা কিন্তু চৈতন্ত-চরিতামৃতের আদির একাদশে ব্রহ্মচারী হরিদাসের নাম খুঁজিয়া পাইলাম না। তৃতীয় জন পদাধর পণ্ডিতের শাখাত্ত্বক হরিদাস ব্রহ্মচারী-চৈতন্তচরিতামৃতের আদির ১২শে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার সকলেই মহাপ্রভুর সমসাময়িক; সুতরাং আলোচ্য পদের রচয়িতা ত্রিনিবাস-শিষ্য ‘হরিদাস’ হইতে পারেন না। সুতরাং অগত্যা বলিতে হইতেছে যে, অন্ততঃ এই ৩০১৪ সংখ্যক পদের রচয়িতা হরিদাসের কোন পরিচয় এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। ইতিহাসবিহীন প্রাচীন বাঙ্গালার শুধু অল্পমানের উপর নির্ভর করিয়া, কাহারও সন্মুখে কোন সিদ্ধান্ত করা যে, কিরূপ কঠিন বিষয়, ইহা হইতেই তাহা প্রতীত হইবে।

আলোচ্য ৩০১৪ সংখ্যক প্রার্থনার পদটি বোধ হয়, তুলেই অগবন্ধু বাবুর গৌরপদ-ভরণীতে উদ্ধৃত হয় নাই এবং সে জন্যই উক্ত ভণিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই। নতুবা তিনি নিশ্চিতই ত্রিনিবাস-শিষ্য অষ্টম হরিদাসের পরিচয় সংগ্রহ করিতে বহু-পরায়ণ হইতেন।

‘হরিবল্লভ’-ভণিতার ৪৮১ পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘হরিবল্লভ’ সুপ্রসিদ্ধ বিখ্যাত

হরিবল্লভ

চক্রবর্তী মহাশয়ের নামান্তর বটে। অগবন্ধু বাবুর মতে আনুমানিক ১৫৮৩

শকাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। ইহার

রাঢ়ী-জ্যেষ্ঠীর ব্রাহ্মণ। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার পৈয়দাবাদ-নিবাসী চক্রবর্তীর* নিকট মন্ত্রগ্রহণ

* “কপাল পীতভিত্তিকপির” হুজিহ সম্পাদক মহাশয়ের মতে রাধারমণ চক্রবর্তী ইহার ভুল ছিলেন।—সম্পাদক।

করেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সম্ভবতঃ অনেক দিন গুরু-গৃহে বাস করিয়া থাকিবেন; কেন না, তিনি কবিকর্ণপুরের “অলঙ্কার-কৌস্তভ” গ্রন্থের টীকায় নিজের পরিচয় দিয়াছেন,—

“সৈয়দাবাদ-নিবাসি-ঐবিশ্বনাথ-শৰ্ম্মণা।

চক্রবর্তীতি নারায়ণ কৃত্য টীকা হুবোধিনী ॥”

বিশ্বনাথ অল্প বয়সেই ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঐকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। প্রবাদ আছে যে, বিশ্বনাথের পিতা অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে তরুণ যৌবনেই তাঁহার বৈরাগ্য-ভাব জন্মে এবং তিনি পিতা, মাতা ও রূপবতী তরুণী ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-বাসী হন। অগচ্ছ বাবু ইহার রচিত ১৬ খানা সংস্কৃত টীকা ও মৌলিক গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। উহার মধ্যে ‘সারার্থদর্শিনী’ নামে ভাগবতের টীকা, ‘সারার্থবর্ধিনী’ নামে গীতার টীকা, ‘হুবোধিনী’ নামে অলঙ্কার-কৌস্তভের টীকা, ‘স্বপ্নবর্ধিনী’ নামে আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূর টীকা, ‘আনন্দ-চক্রিকা’ নামে উজ্জলনীলমণির টীকা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনাত্মক “শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত” নামক মহাকাব্য ও ‘স্বপ্নবিলাসামৃত’ নামক কাবাই প্রধান বটে। অগচ্ছ বাবু লিখিয়াছেন যে, চক্রবর্তী মহাশয়ের সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা ২৩ খানা, তন্মধ্যে তিনি ৭ খানার নাম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আমরা ঐ সাত-খানার মধ্যে দুইখানা উৎকৃষ্ট মুদ্রিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সে দুখানির নাম—“প্রেমসম্পূট” ও “সংকল্প-কল্পক্রম”। এই দুখানা কাব্যগ্রন্থ দেবকীন্দ্রনন্দন যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। চক্রবর্তী মহাশয়ের সকল টীকা ও কাব্য-গ্রন্থগুলি পড়ার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে নাই। তবে তাঁহার “শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত” মহাকাব্য, “প্রেমসম্পূট” নামক খণ্ডকাব্য ও “সংকল্প-কল্পক্রম” নামক ভোজ্যকাব্য পাঠ করিয়া আমরা এরূপ মোহিত হইয়াছি যে, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকেই ঐ কাব্যগুলি অন্ততঃ টীকার সাহায্যেও পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। পরবর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে কবিত্ব হিসাবে রূপ গোদামী ও কবিকর্ণপুরের পরেই যে, চক্রবর্তী মহাশয়ের স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। চক্রবর্তী মহাশয়ের উৎকৃষ্ট কবিত্ব ও রচনা-পটুত্ব স্বরূপ তাঁহার সংস্কৃত কাব্যগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার প্রণীত সংস্কৃত টীকাগুলিও সেইরূপ তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচায়ক বটে। উজ্জল-নীল-মণির টীকায় পবকীয়া-বাদের বিচারে ও জয়র-গীতার শ্লোকাবলীর ধ্বনি-বিশ্লেষণে তিনি যে পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, উহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হইবে না। তবে এক কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, হুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতের কবিকর্ণপুরের স্তায় তিনিও ভাষা-পদ রচনার বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বৈষ্ণব-পদকর্তাদিগের গণনার কবিকর্ণপুর ওরফে পরমানন্দ সেনের স্তায় বিশ্বনাথ ওরফে হরি-বল্লভের স্থান অনেক নীচে। পক্ষান্তরে গোবিন্দ কবিরাজ সংস্কৃত ‘সঙ্গীত-মাধব’ নাটক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার ভাষা-পদাবলী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

হরিবল্লভ “কণ্ঠা গীত-চিন্তামণি” নামক একখানা পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের সংকলন করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার রচিত ‘হরিবল্লভ’ ও ‘বল্লভ’ ভণিতার কতকগুলি পদ আছে। ‘কণ্ঠা গীত-চিন্তামণি’র বিশেষ বিবরণ ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার ‘বল্লভ’ ভণিতার পদগুলিতে ষ্ট্রিট ‘বল্লভ’ শব্দের সাহায্যে তিনি শ্রীরাধা-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ও বল্লভ-নামক পদ-কর্তা—দুইটা অর্থই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বিভাপতির সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু ‘বল্লভ’ শব্দের শ্বেদোক্ত অর্থ না বুঝিতে পারিয়া পদগুলিকে ভণিতা-হীন বে-ওয়ারিশ মাল বিবেচনার বিভাপতির পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

‘কণ্ঠা গীতচিন্তামণি’র সুবিধা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—“চক্রবর্তী মহাশয় ১৩২৬ শকাব্দে

শ্রীমদ্ভাগবতের চীকা সমাপ্ত করেন,—এবং তৎপরে অল্পদিনমাত্র জীবিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়েই এ গ্রন্থ সফলিত হইয়াছেন। কারণ, এ গ্রন্থের প্রত্যেক ক্ষণদার নীচেই রহিয়াছে—“ইতি শ্রীশ্রীতচ্চিত্তামণৌ পূর্ববিভাগে” ইত্যাদি। ইহা দ্বারা স্থাপাই বুঝা যায়, গ্রন্থের একখানি ‘উত্তর বিভাগ’ সফলন করাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হঠাৎ দেহাবসান হওয়ায় আর তাহা হইতে পারে নাই।”

‘হরিরাম দাস’-ভণিতার দুইটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। হরিরাম আচার্য্য ওরফে পদ-কর্ত্তা হরিরাম দাসের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যথা—

“শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য প্রিয়তম।

হরিরাম দাস

রামচন্দ্র কবিরাজ গুণ অমুপম ॥

শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামাচার্য্য।

সর্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্বকার্য্য ॥”—ভক্তিরস্বাকর।

পুনশ্চ—

“হরিরাম আচার্য্য-শাখা পরম পণ্ডিত।

রাঢ়ীশ্রোণী বিপ্র ইহা জগতবিদিত ॥

গঙ্গা পদ্মার সঙ্গম যেবা স্থান হয়।

তথায় গোস্বাস গ্রাম তাঁহার আলয় ॥”—প্রেমবিলাস।

ভক্তিরস্বাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তীর মতে হরিরাম আচার্য্য “সংকীৰ্ত্তন-রস-লম্পট” ছিলেন। সুতরাং ইনি নিজেও যে, পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা খুব সম্ভবপর বটে।

“হরেকৃষ্ণ দাস”-ভণিতার শুধু একটা মাত্র (১৩৭০ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমাদের বিবেচনা হয় যে, ‘হরিকৃষ্ণ দাস’ ও ‘হরেকৃষ্ণ দাস’ এক ও অভিন্ন পদ-কর্ত্তা। গায়ক বা পুথি-

লেখকদিগের খাম-খেয়ালীর দক্ষণ, এক নামই কোথাও ‘হরিকৃষ্ণ’ ও কোথাও

হরেকৃষ্ণ দাস

“হরেকৃষ্ণ” হইয়াছে। আমাদের এই অল্পমানের একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে,

পদকল্পতরুর ‘হরিকৃষ্ণ দাস’-ভণিতার ৬০ সংখ্যক পদটাই জগদ্বন্ধু বাবুর গৌরপদ-তরলিনীর ২২৭ পৃষ্ঠায় ‘হরেকৃষ্ণ’ দাসের ভণিতা সহ পাওয়া গিয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু হরেকৃষ্ণ দাসের কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, আমরাও পারি নাই।

হরেকৃষ্ণ দাসের দান-লীলা-বিষয়ক এই খাটি বাংলা পদটির রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও রস-যুক্ত। পদ-কর্ত্তা মধুর-ভাবেই উহা শেষ করিয়াছেন, যথা—

“মনে না করিহ ভয়

গো-রসের দানী নর

তন তন রাই বিনোদিনি।

হরেকৃষ্ণ দাসে বোলে

ঝাট আইস তরু-তলে

আনন্দে করহ বিকিকিনি ॥”

পদকল্পতরুর পদ-কর্ত্তাদিগের পরিচয় সমাপ্ত হইল। যে সকল পদ-কর্ত্তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই, তাঁহাদিগের নামগুলি এখানে একত্র উল্লিখিত হইলে অল্পমহানকারীদিগের পক্ষে হুবিধা হইতে

অপরিচিত পদ-কর্ত্তৃগণ

পারিবে বিবেচনার, আমরা তাঁহাদিগের নাম অক্ষরাদি-ক্রমে নিম্নে প্রদান

করিলাম। অপরিচিত পদ-কর্ত্তৃগণ যথা—(১) অনঙ্গদাস, (২) আগরওয়ালি,

(৩) আশ্বারামদাস, (৪) আনন্দদাস ও আনন্দদাস, (৫) কবি জগতি কুঁহা, (৬) কবিবল্লভ,

(৭) গোপীরমণ, (৮) চুড়ামণি দাস, (৯) অগমোহন, (১০) তরঙ্গীরমণ, (১১) দলপতি, (১২) ধরনী, (১৩) নটবর, (১৪) নবকান্ত, (১৫) নবচন্দ্র, (১৬) নরসিংহ দেব, (১৭) নসির মামুদ, (১৮) বিজয়ানন্দ, (১৯) বিনু দাস, (২০) বিপ্রদাস ঘোষ, (২১) বিশ্বস্তর, (২২) বীরবল্লভ, (২৩) ব্রজানন্দ, (২৪) ভীষ্ম (বিজ), (২৫) ভূপতি, (২৬) মধুরা দাস, (২৭) মদন, (২৮) মাধবী দাস, (২৯) মাধো, (৩০) যাদবেন্দ্র, (৩১) রসময় দাস ও দাসী, (৩২) রামকান্ত, (৩৩) লক্ষীকান্ত, (৩৪) শঙ্কর দাস, (৩৫) সদানন্দ, (৩৬) সুন্দর দাস, (৩৭) সৈয়দ মবতুজা, (৩৮) হরিকৃষ্ণ বা হরেকৃষ্ণ ।

যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা অনেক সময়েই অনেক আপাত-নূতন পদ বা পদ-কর্তার নাম পাইয়া, বৈকব পদ-কর্তাদিগের সম্পূর্ণ পদ-সূচী ও পদ-কর্তৃ-সূচীর অভাবে স্থির করিতে পারেন না যে, তাঁহাদিগের প্রাপ্ত ঐ সকল পদ কিংবা পদ-কর্তার নাম পূর্বে নূতন পদ ও পদ-কর্তার যাচাই প্রকাশিত হইয়াছে কি না । সুতরাং তাঁহারা অনেক সময়েই যাচাই করিতে না পারিয়া, সেই সকল পদ ও পদকর্তার বিবরণ পত্রিকাদিতে প্রকাশিত করিতে পারেন না । পদকল্পতরুর সুবৃহৎ পদ-সূচী ও পদকর্তৃ-সূচীর সাহায্যে এখন তাঁহাদিগের পদ যাচাই করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে । এদিক পদকর্তাদিগের প্রায় সাড়ে চারি শত নূতন পদ ও ২৮ জন অজ্ঞাত-পূর্ব পদ-কর্তার প্রায় সোয়া শত নূতন পদের সূচী “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী” গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে । উহা দ্বারাও পদ যাচাই করার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইবে, আশা করা যায় ।

বৈকব-পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, আমরা ভূমিকার উপসংহার করিব ।

পদাবলীর ভাষা

পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে প্রায় দশ বৎসর পূর্বে অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর ভূমিকার দ্বারা লিখিয়াছি, আগে উহাই উদ্ধৃত করিব ।

“বৈকব পদাবলী পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । এত দীর্ঘকালের মধ্যে এক দেশের লেখ্য ভাষায়ও অনেক রূপান্তর ঘটিয়া থাকে । বৈকব-পদাবলীর ভাষার উপরে পশ্চিমের মিথিলা হইতে আরম্ভ করিয়া হুদ্র পূর্ববঙ্গ পর্য্যন্ত ও হুদ্র উত্তরবঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে উৎকল পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের কথা ভাষাই অল্পাধিক-পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; সুতরাং বৈকব-পদাবলীর ভাষায় প্রধানতঃ মৈথিলী, মিশ্র-মৈথিলী বা ব্রজবুলি ও বাংলা—এই জিবির উপবিভাগ দেখা গেলেও ইহার প্রত্যেক উপবিভাগের মধ্যেও আবার যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায় । আমরা এখানে ছুইটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইব । নগেন্দ্র বাবুর বিজ্ঞাপতির সংস্করণে তিনি দ্বারভাষার পুঁথি, নেপালের পুঁথি ও বাংলার ‘পদকল্পতরু,’ ‘কীর্ত্তনানন্দ’ ইত্যাদি পুঁথি হইতে পদ সংগ্রহ করিয়াছেন । বাংলা পুঁথির পদগুলির ভাষা গায়ক ও লিপিকরদিগের দোষে বিকৃত হইয়াছে বলিয়া, তিনি নিঃসঙ্কোচে সেগুলিকে ইচ্ছাছানারে সংশোধিত করিয়া লইয়াছেন ; কিন্তু তথাপি যিনি মনোযোগ সহকারে উক্ত জিবির পুঁথির পদাবলী পাঠ করিবেন, তিনিই উহাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য দেখিতে পাইবেন । দেশজ ভাষার অনিবার্য্য প্রভাবই যে এইরূপ পার্থক্যের কারণ, তাহা সহজেই অস্বীকার করা যাইতে পারে । বিজ্ঞাপতির মৈথিল পদাবলীর কথা ছাড়িয়া এখন বাংলা পদাবলীর কথা ধরা বাউক । বসন্ত বাবুর সম্পাদিত ‘শ্রীক-

কীৰ্ত্তন' গ্রন্থের ভাষা যে বাংলা, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অথচ উহার ভাষার সহিত পরবর্তী পদাবলী-সাহিত্যের বাংলা ভাষার—জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের বাংলা-ভাষার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যাইবে। পার্থক্যের পরিমাণ এত অধিক না হইলেও, সেইরূপ জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কবিদিগের বাংলার সহিত কমলাকান্ত, নিমানন্দ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিদিগের বাংলা রচনার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বাংলা প্রচেষ্টা বা বলিয়া কালক্রমে একরূপ পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। পদাবলীর তথ্য-কথিত ব্রজবুলি প্রচেষ্টা নহে; বাকালী পদ-কর্তৃগণ বিজ্ঞাপতির মৈথিল পদাবলীর অঙ্করণে এই কেতাবী মিশ্র-মৈথিলী ভাষাটির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে সকল পদ-কর্তাকেই সতর্ক হইয়া, চেষ্টা করিয়া, ব্রজবুলি লিখিতে হইয়াছে; সুতরাং ব্রজবুলিতে দেশ ও কাল-জনিত বৈষম্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম দেখা যায়; সে জন্যই ভাষার সাদৃশ্য-দর্শনে বিজ্ঞাপতির পদ নির্ণয় করিতে বাইয়া, নগেন্দ্রবাবুর মত বিজ্ঞ সম্পাদকও ভ্রান্ত হইয়া অনূন দুই শত বৎসরের পরবর্তী বাকালী পদ-কর্তা রায় শেখর, বল্লভ ও ভূগতিনাথের বহু-সংখ্যক পদ বিজ্ঞাপতির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

“বাহা হউক, দেশ ও কাল-জনিত এই অস্ব পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, পদাবলীর ভাষাকে মোটের উপর মৈথিলী, মিশ্র-মৈথিলী বা ব্রজ-বুলি ও বাংলা, এই তিনটি স্থানিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভারতীয়-ভাষা-তত্ত্ববিৎ মনীষী গ্রিয়ার্সন্ মহোদয় মৈথিল-ভাষার ব্যাকরণ, ছন্দ ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা ও আলোচনা করিয়া Maithil Christomathy নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণীত করিয়াছেন। মৈথিল-ভাষার বিশেষ-জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে ঐ গ্রন্থের আলোচনা একরূপ অপরিহার্য বলিলেও হয়।

“মিশ্র মৈথিলী বা তথ্য-কথিত ব্রজ-বুলির সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। ব্রজ-সীতার বর্ণনা, ‘ব্রজ-বুলি’ নাম ও বাংলা অপেক্ষা হিন্দীর সহিত অধিকতর সাদৃশ্য দেখিয়া, অনেকেই ব্রজ-বুলিকে ব্রজ-ধামের ভাষা বলিয়া অস্ব মান করিয়াছেন। সত্য বটে, বাংলাদেশের জায় ব্রজ-ধামেও বিগত চারি পাঁচ শত বৎসর মধ্যে ভাষার অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে; এবং ব্রজ-ধামের প্রাচীন পদ-কর্তা হরিন্দাস স্বামী, হরদাস প্রভৃতির পদাবলীর সহিত বর্তমান মৈথিলরচনার যে পার্থক্য দেখা যায়—বিজ্ঞাপতির প্রাচীন পদাবলীর সহিত ব্রজ-ধামের প্রাচীন-পদাবলীর ভাষার পার্থক্য তাহা অপেক্ষা অনেক কম,—কিন্তু তাহা হইলেও ব্রজ-ধামের প্রাচীন ভাষা ও প্রাচীন মৈথিলীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; বাংলার পরবর্তী পদ-কর্তাদিগের মিশ্র-মৈথিলী বা ব্রজ-বুলির সহিত ঐ পার্থক্য আরও স্পষ্টতর বটে। সুতরাং শুধু ‘ব্রজ-বুলি’ কাল্পনিক নামটির জোরে বাংলার ব্রজ-বুলি কোন মতেই ব্রজ-ধামের প্রাচীন বা আধুনিক ভাষা বলিয়া দাবি করিতে পারে না।

“রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের ৩য় সংস্করণের ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—“বুজ্জি নামক মিথিলার ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা—ব্রজবুলি বঙ্গসাহিত্যের বহু পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে।” দীনেশবাবু তাঁহার এই অভিনব সিদ্ধান্তের সমর্থক কোনও ব্যক্তির অবতারণা করেন নাই। তিনিই স্থানান্তরে লিখিয়াছেন,—“ব্রজ-বুলি মৈথিল ভাষা ও বাকালার মিশ্রণে এক নূতন সৃষ্ট ভাষা—উহা মনুষ্যের উক্তি নহে, লেখনীর উক্তি।” * দীনেশ বাবু তাঁহার এই উক্তি দুইটির মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবেন, বুঝিতে পারি না। “বুজ্জি নামক মিথিলার ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা” কথাটির কি

তাৎপর্য হইতে পারে, একটু আলোচনা করা যাউক। বুদ্ধদেবের সময়ের পালি-সাহিত্যে বিহার প্রদেশের পরাক্রান্ত ভাষা-কবির 'বুদ্ধি' জাতির প্রসঙ্গ দেখা যায়। এই 'বুদ্ধি' জাতির বাস-স্থল মিথিলায় ছিল—তর্ক-স্থলে ইহা স্বীকার করিয়া মইলেও বুদ্ধি-জাতির তৎকালীন ভাষা ও বিজ্ঞাপতির মৈথিল-ভাষার মধ্যে* অন্যান্য দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান দেখা যায়। মিথিলায় এখন 'বুদ্ধি' নামে কোন জাতি বা তাঁহাদের 'বুদ্ধি' ভাষার নাম-গন্ধও নাই; এ অবস্থায় অন্যান্য দুই হাজার বৎসরের পরবর্তী বিদ্যাপতির পদাবলীর মৈথিল ভাষাকে ও তৎপরবর্তী বাংলার ব্রজ-বুলিকে 'বুদ্ধি'-ভাষা বলিয়া অভিহিত করার কোনই সার্থকতা দেখা যায় না। 'বুদ্ধি' জাতির ভাষা দুই হাজার বৎসর ধরিতা রূপান্তরিত হইতে হইতে বিদ্যাপতির ভাষার পরিণত হইয়াছে—ইহাই যদি দীনেশ বাবুর বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমরা দুই হাজার, কি আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচীন পালিসাহিত্য ব্যতীত এখন বুদ্ধি-জাতির স্বতন্ত্র কোন ভাষার নমুনা দেখিতে পাই না। বিরুদ্ধ প্রমাণভাবে প্রাচীন বুদ্ধি-জাতির ভাষা অনেকটা পালির মতই ছিল, এক্রূপ অজ্ঞান করিলে বিজ্ঞাপতির মৈথিলী ভাষা পালি কিবা তৎপরবর্তী প্রাকৃত-ভাষার আন্যাজ ৫০।৬০ পুরুষ পরবর্তী বংশধর—একরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে; কিন্তু শুধু নাম-সাদৃশ্যে বুদ্ধি জাতিকে কিবা কাল্পনিক বুদ্ধি-ভাষাকে টানিয়া আনার কোন তাৎপর্য বুঝা যায় না। হিন্দুস্থান-বাসীরা 'ব্রজ-বুলি' শব্দটিকে—'বৃজ-বুলি' উচ্চারণ করেন; ইহার সহিত 'বুদ্ধি' জাতির বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বুদ্ধি-ভাষার কোনই সংস্রব নাই; সুতরাং দীনেশ বাবুর উক্তিটিতে প্রকৃত-তত্ত্বের বাহ্যিক আবরণ থাকিলেও উহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন-যোগ্য নহে।†

বর্তমান সময়ে যিনি ভারতীয় ভাষা-তত্ত্বের অদ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ, সেই মনীষী গ্রিয়ার্সন মহোদয় বাঙ্গালার ব্রজ-বুলীতে পরিবর্তিত বিদ্যাপতির পদগুলি পড়িয়া, উহাদিগের রচয়িতাকে Pseudo-Vidyapati অর্থাৎ 'নকল বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ কঠোর মন্তব্য প্রকাশের কারণ এই যে, তাঁহার সংগৃহীত বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীর মধ্যে শুধু অল্প কয়েকটা পদের সহিত তিনি বঙ্গীয় কয়েকটা পদের সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন। গ্রিয়ার্সন মহোদয় বিজ্ঞাপতির মাত্র ৮২টা পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। পরে মৈথিল তাল-পত্রের পুথি ও নেপালের পুথি আবিষ্কৃত হওয়ার, উহাতে বিদ্যাপতির আরও কয়েক শত পদ প্রাপ্ত হইয়া নগেন্দ্র বাবু সেগুলিকে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের অন্তর্গত করিয়াছেন। তাল-পত্রের পুথি ও নেপালের পুথিতে বিজ্ঞাপতির বঙ্গীয় পদাবলীরও

* বিদ্যাপতি রচিত কীর্তিলতা গ্রন্থের প্রথম পর্বে লিখিয়াছেন,—‘বেসিল বসনা সব জন মিঠা। তে তৈসন অবহঠা।’ অর্থাৎ বেনী বাক্য সকলেরই মিষ্ট লাগে; তাই তাদৃশ ‘অবহঠা’ ভাষা বলিতেছি। নগেন্দ্রবাবু স্বীয় সংস্করণের মূল-শ্লোক (motto) রূপে বিজ্ঞাপতির এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ‘অবহঠা’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—‘ভাষা—মিথিলা ভাষা’। আমাদের মনে হয়, ‘অবহঠা’ শব্দটি সংস্কৃত ‘অপহঠা’ শব্দের অপভ্রংশ। বাহ্যিক প্রাকৃত ব্যাকরণের নিরাস্বাদ্য নহে—তাহাই অপভ্রংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হিন্দী, মৈথিলী, বাংলা প্রভৃতি সকল অপভ্রংশ ভাষাকেই এই হিসাবে ‘অবহঠা’ বলা যাইতে পারে।—সম্পাদক।

† দীনেশ বাবু তাঁহার “বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থের আধুনিক ৪ম সংস্করণে তাঁহার পূর্বের মত পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাঁহার আগের তুলটা সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারিভেছেন না। তিনি ব্রজ-বুলীকে মানসী প্রাকৃত-ভাষারই রূপান্তর মনে করেন। বলা বাহুল্য যে, এক হিসাবে মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি ভাষা মানসী প্রাকৃত হইতেই উদ্ভূত বটে। কিন্তু সে মত মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি ভাষাকে মানসী প্রাকৃতের রূপান্তর বলা যাইতে পারে না। ভাষার গ্রাণ শব্দ নহে—কিন্তু ব্যাকরণে। মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি ব্যাকরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং কতগুলি শব্দের সাদৃশ্য বা সাদৃশ্য দেখিয়া মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি প্রাকৃত-ভাষার রূপ-ভেদ বলা যায় না।—সম্পাদক।

বহুসংখ্যক পদের মৈথিল রূপান্তর পাওয়া গিয়াছে। হুতরাং বঙ্গীয় পুথিগুলির মধ্যে প্রাপ্ত বিভূষণতির ব্রজবুলী পদগুলি যে ভাল, এ কথা আর এখন বলা যাইতে পারে না। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার ভূমিকায় এ বিষয়টা ভাল রূপেই দেখাইয়াছেন এবং স্বার্থ-রূপেই গ্রন্থাসন্ মহোদয়ের আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় পুথির যে সকল পদ মৈথিল পুথিতে পাওয়া যায় নাই, সেগুলিকে মৈথিল রূপ দিতে বাইরা, নগেন্দ্র বাবুকে বঙ্গীয় প্রাচীন পুথিগুলির পাঠ কিরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্জন করিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলেই সম্পূর্ণ নূতন পাঠ-কল্পনা করিতে হইয়াছে, উহা অভিজ্ঞ পাঠকদিগের অজ্ঞাত নহে। আশ্চর্যের বিষয় যে, এত করিয়াও নগেন্দ্র বাবু বিভূষণতির অনেক বঙ্গীয় পদের গায়ের ব্রজ-বুলী-গত হুয় করিতে পারেন নাই। বিভূষণতির খাঁটি মৈথিল পদের সহিত এ সকল পরিবর্তিত পদের ভাষা-গত পার্থক্য সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, এ জন্ত আমরা নগেন্দ্র বাবু কিংবা তাঁহার মৈথিল শিকা-শুকদিগের প্রতি দোষারোপ করি না। এ অবস্থায় যাহা সম্ভ্য, তাঁহারা তাহা করিয়াছেন; কিন্তু ব্রজ-বুলীর পদাবলী এখন শত চেষ্টারও মৈথিল-রূপে রূপান্তরিত হইতে পারে না। অসাধ্য সাধনের চেষ্টা সফল হইবে কি প্রকারে? হুতরাং এক হিসাবে গ্রন্থাসন্ মহোদয়ের মন্তব্য অমূলক হইলেও, ভাষা-তত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলে বিভূষণতির অধিকাংশ বঙ্গীয় পদাবলীই যে, ভাষাতত্ত্ববিদের বিচারে মৈথিল পদের সহিত আপাতস্তের রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। এই সোজা কথাটা স্বীকার করিয়া লইলেই ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির, বিশেষতঃ মাছুষের মধ্যে গণ্য-মান্ত অধিকাংশ ব্যক্তির স্বভাব এই যে, তাঁহারা অসতর্ক-ভাবে কখনও কোন অপ্রামাণিক কথা বলিয়া ফেলিলে, যে ভাবেই হউক, সেই কথাটাকে গ্রহণ করার জন্ত চেষ্টা করিতে থাকেন। আমরা দেখিয়া চুঃখিত হইয়াছি যে, বিভূষণতির সম্পাদক নগেন্দ্র বাবুও সম্প্রতি তাঁহার একটা প্রবন্ধে এরূপ ছুর্লতভারই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিভূষণতির বঙ্গীয় ব্রজবুলী পদাবলীকে মৈথিল বানাইবার জন্ত যত রকম কারসাজী করিয়াছেন, সে সমস্ত বিস্তৃত হইয়া এখন বলিতে চাহেন যে, ব্রজবুলী একটা স্বতন্ত্র বা কল্পিত ভাষা নহে; গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষা, যাহা আমরা 'ব্রজ-বুলি' বলিয়া জানিয়া আসিতেছি, উহা মৈথিল-ভাষা; কেন না, গোবিন্দ দাস বিভূষণতির স্বদেশী মৈথিল কবি। নগেন্দ্র বাবুর এই মতের আলোচনা আমরা ভূমিকায় ৬৯—৮১ পৃষ্ঠায় করিয়াছি; এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিব না। এখানে শুধু ইহাই বলিব যে, নগেন্দ্র বাবুর এই যুক্তিতে 'Petitio Principil' অর্থাৎ 'Begging the question' নামক হেত্বাভাস (Fallacy) দেখা যায়। কোন্ কবি কোন্ দেশীয়, তাহা নির্ণয় করার পক্ষে তাঁহার ভাষার আলোচনাই অস্বতন্ত্র প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু এখানে সেই সনাতন যুক্তি-পদ্ধতি উল্টাইয়া লইয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—যেহেতু গোবিন্দদাস মৈথিল কবি, সে জন্ত তাঁহার পদাবলীর ভাষা মৈথিল ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। হুতরাং তাঁহার পদের ভাষাকে লোকে না বুঝিয়া 'ব্রজ-বুলী' নাম দিয়া থাকিলেও উহাই বিভূষণতি ও গোবিন্দদাসের খাঁটি মৈথিল ভাষা বটে। গোবিন্দদাসের ভাষা যে মৈথিল নহে, সে সন্দেহ আমরা নিজে কিছু না বলিয়া, যিনি এখন বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে অস্বতন্ত্র অগ্রণী,—সেই ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের মতটী ভূমিকায় ৭৫, ৭৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ-ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষাকে বিভূষণতির মৈথিল-ভাষায় অনুকরণে "মৈথিলী বাঙ্গালার মিশাইয়া এক অতি সুমধুর স্মৃষ্ট কৃত্রিম ভাষা" বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু অনুভব-নিছ এই বিষয়টার অপলাপ করার উদ্দেশ্য কি? আমাদের মনে হয় যে, তিনি যে জন্তই হউক, এক সময়ে গোবিন্দদাসের সন্দেহ যে অপ্রামাণিক উক্তি

করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন যেরূপেই হউক, সেই উক্তির সমর্থন না করিয়া পারিতেছেন না। গোবিন্দদাসের বাঙ্গালীত্বের একটা প্রধান প্রমাণ—তাহার পদের ব্রজবুলী ভাষা। এখন যদি প্রমাণ করা যায় যে, তাহার পদের ভাষা ব্রজবুলী নহে, কিন্তু মৈথিল,—তাহা হইলে গোবিন্দদাসের মৈথিলত্ব প্রমাণিত করার পক্ষে বথেষ্ট সুবিধা হয়।

নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে তিনি বহু দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন, বিদ্যাপতির মৈথিল পদ কিরূপে বাঙ্গালায় আসিয়া বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং কিরূপে বঙ্গীয় পদাবলীর অনেক অর্থ-শূন্য অশুদ্ধ পাঠেরই প্রকৃত সমাধান মৈথিল শুদ্ধ পাঠের সাহায্যে করা যাইতে পারে। নগেন্দ্র বাবুর এই অতি সত্য উক্তিটাকে আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, মৈথিল গোবিন্দদাসের বেলা ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হইল কেন? যেখানে বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদগুলির অপেক্ষা অনূ্যন ত্রিশূল পদ-বিভু পাঠ সহ মৈথিল ও নেপালী পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, সেখানে গোবিন্দ দাসের অনূ্যন পাঁচ শত বঙ্গীয় পদাবলীর স্থলে মৈথিল-পুথিতে * মাত্র গোটা কুড়ি পদ পাওয়া যায় কেন? গোবিন্দদাসের পদে মৈথিল ও বাঙ্গালা-পুথির মধ্যে বিদ্যাপতির পদের স্রাব্য বৈষম্য দেখা যায় না কেন? আবার গোবিন্দদাসের মৈথিল পদে একরূপ কতকগুলি মারাত্মক পাঠের ভুল দেখা যায় কেন?—বাহার প্রকৃত সমাধান শুধু আমাদের প্রদর্শিত বাঙ্গালা-পুথির সাহায্যেই হইতে পারিয়াছে! নগেন্দ্র বাবু বহুমতী পত্রিকার ১৩৩১ সালের কার্তিকের সংখ্যার প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের মৈথিলত্বের একটা উত্তম প্রামাণ্যরূপ তাহার বঙ্গীয়-পুথির কয়েকটা পাঠের ভুল দেখাইতে যাইয়া মৈথিল-পুথির পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; আমরা ১৩৩৩ সালের “ভারতী” পত্রিকার ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় বিশেষ বিচার দ্বারা প্রদর্শিত করিয়াছি যে, বঙ্গীয় পুথির প্রামাণিক পাঠ অশুদ্ধ নহে, নগেন্দ্র বাবুর দ্রুত মৈথিল-পুথির পাঠ ও নগেন্দ্র বাবুর মন-গড়া অর্থই ভুল বটে। সুতরাং এই ভুল ও শুদ্ধ পাঠ হইতে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, একরূপ সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য যে, গোবিন্দদাসের ব্রজ-বুলী পদের বঙ্গীয় পাঠই ঠিক, ঐ ভাষায় অনতিজ্ঞ মৈথিল লিপিকার-দিগের—“সাত নকলে আসল খাস্তা” প্রবাদ অনুসারে, নকল হইতে নকল করা পাঠই ভুল বটে। নগেন্দ্র বাবু আজ পর্য্যন্তও আমাদের সে সব আপত্তির কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। তাহার সংগৃহীত পদের পুথি বা পত্রগুলি হারাইয়া যাওয়ায়ই তিনি নীরব রহিয়াছেন কি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বলিব যে, বিদ্যাপতির পদাবলীর তালপত্রের পুথির স্রাব্য গোবিন্দদাসের পদাবলীরও বিশ্বাস-যোগ্য প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে একরূপ অমূলক আলোচনা স্বগিত রাখাই সম্ভব মনে হয়।

* আমাদের বিনীত প্রার্থনা সত্ত্বেও নগেন্দ্র বাবু ঐ মৈথিল পুথিগুলির নাম বা পরিচয় এ বাবৎ প্রকাশিত করেন নাই। ১৩৩৩ সালের প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার “বৈকব কবিতার শব্দ ও ভাষা” শীর্ষকের ১৯৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—“গোবিন্দদাস নামধারী যে কয়েকজন পদকর্তা আছেন, তাহাদের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ কবি, তিনি মিথিলাবাসী, পদকল্পতরুতে তাহার বহুসংখ্যক পদ আছে। এই কবির পদাবলী বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া মিথিলা হইতে আমি সেগুলি আনিয়াছিলাম। ত্রিপুরা রাজবংশের সাহিত্যানুরাগী এক বন্ধু ঐ গ্রন্থ নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবেন বলিয়া আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন। পরে আনিলাম, তিনি পাতুলিগি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।” এই লেখা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ পদের আধাঙ্গ পুথি কিংবা পত্রগুলিই হারাইয়া গিয়াছে। বাহা হউক, দরভাঙ্গার রাজবংশের পূর্ণপুঙ্খ গোবিন্দ ঠাকুরের কীর্তি রক্ষার জন্য রাজ-পরিবারের সাহায্যে গোবিন্দ ঠাকুরের মৈথিল পদের পুনরায় সংগ্রহ ও প্রকাশ হইতে পারে না কি? বিদ্যাপতির কথা মিথিলায় সকলেই জানে। আর তাহার বড়ই জ্যেষ্ঠ কবি ও তাহার পদাবলী মিথিলায় এ বাবৎ অজ্ঞাত থাকে কেন?—সম্ভাব্য।

ব্রজবুলী-পদাবলীই পদকল্পতরুর সর্বপ্রধান উপকরণ এবং গোবিন্দদাসের রচিত ব্রজবুলী-পদাবলী উহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; এ অবস্থায় উহার ব্যবহৃত ভাষার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই বাহ্যিক বা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না বলিয়াই, আমরা এখানে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন না করিয়া পারিলাম না। যদি ভূমিকার 'গোবিন্দদাস' শীর্ষক আলোচনা* মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে নগেন্দ্র বাবুর প্রবাসীর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে এ সকল সেখানেই বলা যাইতে পারিত।

পদকল্পতরুতে ব্রজ-ভাষা ও উড়িয়া-ভাষার কয়েকটা পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতির মৈথিল পদের দ্বারা এই পদগুলিও যে, বাঙ্গালার আসিয়া অস্বাভিক পরিমাণে বিকৃত না হইয়াছে, তাহা নহে। কৌতূহলী পাঠক সালবেগের—“হের হো নীলগিরি রাজহি” ইত্যাদি ১৪৪২ সংখ্যক পদের পাঠান্তর ও পাঠ-বিচার পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

বাঙ্গালার ব্রজবুলীর কোন ব্যাকরণ বা পূর্ণাঙ্গ শব্দ-কোষ এ যাবৎ সংকলিত হয় নাই। আমরা এখানে যে ব্রজবুলীর ব্যাকরণ-সুত্রাবলীর নির্দেশ করার জন্য চেষ্টা করিব, সেজন্য শক্তি, অবসর ও স্থান আমাদের নাই। অথচ সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলে, ব্রজবুলীর সম্বন্ধে আলোচনার একটা গুরুতর ত্রুটি থাকিয়া যাইবে; এ জন্য আমরা ব্রজবুলীর উচ্চারণ, শব্দ-রূপ, ধাতু-রূপ, কৃৎ-তদ্ধিত প্রত্যয়, সমাস ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি সোদাহরণ নিম্নে নির্দেশ করিব।

ব্রজবুলীর উচ্চারণ সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে, ব্রজবুলীতে ‘আ’ ‘ঈ’ ‘উ’ ‘এ’ ‘ঐ’ ‘ও’ ‘ঔ’ গুরু স্বরবর্ণগুলি এবং সংযুক্ত অক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষর সংযুক্ত ও হিন্দীর দ্বারা সর্বত্র গুরুবর্ণ-রূপে উচ্চারিত হয় না। উহা বিবক্ষ্যবশতঃ লঘু বর্ণ-রূপেও উচ্চারিত হইতে পারে। এরূপ স্থলে ‘আ’-কারের, ‘ঈ’-কারের ও ‘উ’-কারের পরিবর্তে কোন কোন সময় ‘অ’-কার ‘ই’-কার ও ‘উ’-কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু সর্বত্র উহা দেখা যায় না। ব্রজবুলীর এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যাপতির মৈথিলের অল্পরূপ বটে। দৃষ্টান্ত যথা—

“যমুনাক তির উপবন উদবেগল”

“তৌহে মতিমান হুমতি মধুসূদন”

“তনই বিদ্যাপতি স্থন বর জীবতি”

—(নগেন্দ্র বাবু, ১ সংখ্যক)

১ম পঙ্ক্তির ‘যমুনাক’ শব্দের ‘না’, ২য় পঙ্ক্তির ‘তৌহে’ শব্দের ‘তৌ’ ও ‘হে’ ও ৩য় পঙ্ক্তির ‘বিদ্যাপতি’ শব্দের ‘বি’ লঘু-বর্ণ-রূপে উচ্চারিত না হইলে হ্রস্বোভঙ্গ ঘটিবে। এরূপ উদাহরণ নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত মৈথিল ‘রাগতরঙ্গিনী’ ও তালপত্রের পৃথি হইতে অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালার ব্রজবুলী দেখুন—

“ইহ লোচন-আনন্দ-ধাম।

অবাচিত এ হেন

পতিত হেরি যো পছ

বাচি দেয়ল হরি-নাম ॥”—(পদকল্পতরু, ১ সংখ্যক)।

১ম পঙ্ক্তির ‘আনন্দ’ শব্দের ‘ন’, ২য় পঙ্ক্তির ‘বা’ ও দুইটি ‘হে’ অক্ষর ও ৩য় পঙ্ক্তির ‘দে’ অক্ষর হ্রস্বের জন্য লঘু উচ্চারিত হইবে।

ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণে ব্রজবুলীর কোন বিশেষত্ব নাই; তবে 'ব'-অক্ষর সর্বদাই 'জ'-এর স্থায় এবং 'বৈছন' 'কৈছন' ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের 'ছ' অক্ষর হিন্দীর 'স' বা ইংরেজীর 'S' অক্ষরের স্থায় উচ্চারিত হয়।

ব্রজবুলীর শব্দরূপের সম্বন্ধে প্রথমই লক্ষ্য করার বিষয় যে, হিন্দী, মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি অপভ্রংশ ভাষার স্থায় ইহাতেও বি-বচনের কোন বিভক্তি নাই। বি-বচনের অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে, শব্দের আগে বা পরে 'দুহ' বা 'দোন' শব্দের প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়; যথা—

“দুহ লোচন ভরি বো হরি হেরই” (প-ক-ত, ২৩৪ সং) ইত্যাদি।

বহু-বচনেরও কোন বিভক্তি-চিহ্ন নাই; ‘সব’, ‘গণ’, ‘আদি’ প্রভৃতি শব্দ-যোগে প্রথমার বহুবচনের অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(১) ১মার এক-বচনে প্রায়ই কোন বিভক্তি-চিহ্ন প্রযুক্ত হয় না; কচিং কর্তৃকারকে ১-মার ‘এ’ বিভক্তি দেখা যায়।

(২) কর্ম-কারকে দ্বিতীয়ার প্রায়ই কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। এ অস্ত্র অনেক সময়ে অর্থ দ্বারা বাক্যের কর্তা ও কর্ম ঠিক করিতে গোলযোগ ঘটে।

(৩) তৃতীয়ার ‘এ’, ‘হি’, ‘হি’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—

(ক) “করে কর বারিতে উপজল প্রেম।”—(প-ক-ত, ৫২ সং)

(খ) করে কর দারা।

(গ) কর—করকে (কর্ম-কারকে বিভক্তি লোপ হইয়াছে)

“কর কর লোরহি লোলিত কাজর”—(প-ক-ত, ৪০ সং)

লোরহি—লোর (অস্ত্র) দারা।

‘হেতু’ অর্থে তৃতীয়া-বিভক্তি হয়, যথা—

“বো অভিলাসহি একট নবদীপে (ঐ ৬৮ সং)

(৪) ‘অভিলাসহি’—অভিলাস হেতু।

(৫) পক্ষমীতে ‘সে’ ও ‘সঞে’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়; যথা—

“ঘর সঞে করবয়ে নয়ল স্থলেহ” (প-ক-ত, ১১৫ সং) ইত্যাদি।

(৬) বঙ্গীতে ‘ক’, ‘কা’, ‘কি’ ও ‘কে’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু হিন্দীতে যেমন ‘রাজা কা বেটা’, ‘রাজা কী বেটা’—এইরূপ ‘বেটা’ ও ‘বেটী’ শব্দের যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী-লিঙ্গ অনুসারে সম্বন্ধে বঙ্গী বিভক্তির ‘কা’ ও ‘কী’ হইয়া থাকে, মৈথিল ও ব্রজবুলীতে সেরূপ হয় না। মৈথিলে পুং-স্ত্রী-নির্কিপেয়ে ‘ক’ বিভক্তি দেখা যায়। বাঙ্গালা ব্রজ-বুলীতে ব্রজ-ভাষার প্রভাব হেতু যদিও বঙ্গী বিভক্তিতে কখনো ‘কি’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু ব্রজ-ভাষার স্থায় লিঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। যথা—

(ক) “পেখলু জুই খির বিজুরি ক মালা।”—(প-ক-ত, ৫৬ সং)

ব্রজ-ভাষার ‘মালা’ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ‘বিজুরি কী’ হইত।

(খ) “রূপগুণবতিকা ইহ বড় কাজ।”—(ঐ, ৬৩ সং)

(গ) “আরতি মুগলকিশোর কি কীজে।” (ঐ, ২৮৫৮ সং)

ব্রজ-ভাষা অনুসারে ‘আরতি’ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ‘মুগলকিশোর কী’ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ‘কি’

হলে ‘কী’ করিলে ছন্দঃপতন ঘটে। পর-কর্তা পরমানন্দ অর্থাৎ কবিকর্ণপুর বাঙ্গালী; তাই তিনি ব্রজ-ভাষার নিয়ম সম্পূর্ণ মানিয়া চলেন নাই।

(ব) ‘ধাঁকে মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর, রামচন্দ্র কবিরাজ ।’—(ঐ, ১১ সং)

এখানে ‘ধাঁকে’ হলে ‘ধাঁক’ পাঠ করিয়া করিলে ছন্দঃপতন ঘটে। এখানে ‘কে’ ও ‘ধাঁ’ লঘু।

(৭) সপ্তমী বা অধিকরণ-কারকে ‘এ’, ‘হি’ ও ‘হি’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। কখনও বা কোন বিভক্তি-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। অনেক স্থলে ‘মধ্যে’ শব্দের অপভ্রংশ ‘মাহা’, ‘মাহ’ বা ‘মাকো’ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা সপ্তমীর অর্থ প্রকাশ করা হয়। যথা,—

(ক) “ইহ সব ভুবনে প্রেম-রস-সিকনে

পূরল জন-জন-আশ ।”—(ঐ, ৮ সং)

‘ভুবনে’ শব্দে সপ্তমীতে ‘এ’ ও ‘সিকনে’ শব্দে ‘সিকন দ্বারা’ অর্থে তৃতীয়ার ‘এ’ হইয়াছে।

(খ) “মরমহি শ্রামর পরিজন পামর” (ঐ, ৪০ সং)

‘মরমহি — মর্মে, অন্তরে।

(গ) “কবিগণ চমকয়ে চীত ।”—(ঐ, ১৮ সং)

চীত—চিহ্নে (সপ্তমী-বিভক্তির লোপ)

(ঘ) “নৃপ-আসন খেতরি মাহা বৈঠত” (ঐ, ১১ সং)

এখানে ‘মাহা’ শব্দের উচ্চারণ ‘মহ’; নতুবা ছন্দঃপতন হয়।

(চ) “সো রস-জলধি মাঝে মনি-গেহ ।”—(ঐ, ২৭ সং)

সকল ভাষাতেই সর্কনামের রূপে বিশেষত্ব দেখা যায়; ব্রজবুলীর সর্কনামেও সেই বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্ব কিছু বাংলা, কিছু মৈথিল ও কিছু ব্রজ-ভাষার প্রভাব-জাত।

(১) ‘অম্বদ’ সর্কনাম-শব্দের ১মা, এক-বচনে—‘হম’ বা ‘হাম’; বহুবচনে ‘হম সব,’ ২য়া, এক-বচনে ‘মুকে,’ ‘হমে’ বা ‘হামে’। ৩য়া এক-বচনে ‘হম সে’। ৪র্থী এক-বচনে ‘মুকে,’ ‘হমে’ বা ‘হামে’। ৫মী এক-বচনে ‘হসা সঞে’। ৬ষ্ঠী এক-বচনে ‘মোর,’ ‘মরু’ বা ‘হামক’। ৭মী এক-বচনে ‘হলে’ বা ‘হাসে’।

(২) ‘মুদ্র’ শব্দের ১—১ ‘তুহ’; ১—বং ‘তুহঁ সব’; ২—১ ‘তোহে’; ৩—১ ‘তো সো’; ৪—১ ‘তোহে’; ৫—১ ‘তো সঞে’ বা ‘তুহঁ সঞে,’ ৬—১ ‘তুয়া,’ ‘তোয়’ বা ‘তোহয়’। ৭—১ ‘তোহে’।

(৩) ‘তদ’ শব্দের ১—১ সো; (মৈ= ‘সে,’ অঃ-ভা= ‘সো’; ব্রজবুলীর ‘সো’ ব্রজ-ভাষার প্রভাব-জাত; ‘বো’ লঘুও ইহাই বক্তব্য) ; ‘সেহ’ (মৈ= প্রভাব-জাত)। ২—১ ‘তাহে’। ৩—১ ‘তা সঞে’। ৪—১ ‘তাহে’। ৫—১ ‘তা সঞে’। ৬—১ ‘তহু,’ ‘তাক,’ ‘তাকর’। ৭—১ ‘তাহে’।

(৪) ‘বদ’ শব্দের ১—১ ‘বো,’ ‘বেহ’। ২—১ ‘বাহে’। ৩—১ ‘বা সঞে’। ৪—১ ‘বাহে’। ৫—১ ‘বা সঞে’। ৬—১ ‘বহু,’ ‘বাক,’ ‘বাকে’ ‘বাকর’। ৭—১ ‘বাহে’।

(৫) ‘ইদম’ শব্দের ১—১ ‘ইহ,’ ‘এ,’ ‘এহ’। ২—১ ‘ইহ কে’। ৩—১ ‘ইহ সঞে’। ৪—১ ‘ইহ কে,’ ৫—১ ‘ইহ সঞে’। ৬—১ ‘অহু,’ ‘ইহক,’ ‘ইহকর’। ৭—১ ‘ইহ পর’।

(৬) ‘অদম’ শব্দের ১—১ ‘উহ,’ ‘ও’। ২—১ ‘উহ কে,’ ৩—১ ‘উহ সঞে’। ৪—১ ‘উহ কে’। ৫—১ ‘উহ সঞে,’ ৬—১ ‘উহক,’ ‘উহকর’। ৭—১ ‘উহ পর’। হানাতাবে বাহ্য্য ভয়ে অধিক উদাহরণ দেওয়া হইল না।

ব্রজবুলীর খাটু-রূপে প্রায় সর্বত্রই মৈথিল ও বাংলা-ভাষার প্রভাব দেখা যায়, তবে ‘গেও’ ইত্যাদি

কোন কোন খাটু-রূপে ব্রজভাষার প্রভাব স্থলপট। ব্রজ-ভাষার ‘গঞ’ ব্রজ-
খাটু-রূপ বুলীতে ‘গেও’ হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত যথা,—

“হয়ে গেও মুরলি অলাপন গীত ।”—(ঐ, ৫৫ সং)

(১) খাটুর উত্তর ১ম-পুরুষে বর্তমান-কালে ‘অ’, ‘অই’ ‘অয়ে’ ও ‘উ’ বিভক্তি হয়, যথা—‘কহ্’
খাটুর পদ ‘কহ্’, ‘কহই’, ‘কহয়ে’ ও ‘কহ’। এক-বচনে ও বহুবচনে রূপের প্রভেদ নাই। মধ্যম-পুরুষে—
‘অ’ ও ‘অসি’ বিভক্তি-যোগে—‘কহ’, ‘কহসি’ পদ হয়। উত্তম-পুরুষে ‘অ’ ‘ই’ ‘উ’ ও ‘ও’ বিভক্তি যোগে
‘কহ’, ‘কহি’, ‘কহ’ ও ‘কহৌ’ পদ হয়।

(২) অতীত-কালে ‘অল’-প্রত্যয় মৈথিল ও বাংলার নিজস্ব বিশেষত্ব। ‘কহই’ ‘কহে’ ইত্যাদি
রূপ ব্রজ-ভাষায় কচিং দৃষ্ট হইলেও ‘কহল’, ‘কহলু’ ইত্যাদি রূপ উহাতে আদৌ হয় না। অনভিজ্ঞ
ব্রজ-মণ্ডলের লোকের নিকট ‘কহল’ ‘কহলু’, ইত্যাদি রূপগুলির অর্থও ত্রুটিবোধ।

(৩) ব্রজভাষার আর এক বিশেষত্ব এই যে, উহাতে কর্তৃ-পদ জ্বলিত হইলে তিঙত-পদও ‘ী’
যুক্ত হয়, যথা—‘রাজা জাতে হৈ’, কিন্তু ‘রানী জাতী হৈ’। ‘রাজা গয়া’, কিন্তু ‘রানী গয়ী’। ‘রাজা চলেক’,
কিন্তু ‘রানী চলেকী’। কেবল ব্রজ-ভাষা অর্থাৎ বৃন্দাবন-অঞ্চলের হিন্দী-ভাষায় নহে, হিন্দীর অন্যান্য
প্রাদেশিক ভাষায় (Dialect) ও উর্দুতে তিঙত-পদে এই লিঙ্গ-ভেদ দেখা যায় ; কিন্তু মৈথিল ও বাংলা
ভাষায় ইহা নাই। তবে বিজ্ঞাপতির প্রাচীন মৈথিল-ভাষার সহিত ব্রজ-ভাষার পার্থক্য অপেক্ষাকৃত
কম ছিল বলিয়া বিজ্ঞাপতির পদে কোন কোন স্থলে ব্রজ-ভাষার এই বিশেষত্বও লক্ষিত হয়, যথা—

“গেলি কামিনি গজহ গামিনি” (নগেন্দ্রবাবু ৫১ সং)

“ততহি খাওল দুহ লোচন রে

জতহি গেলি বর নারি ।”—(ঐ, ৫২ সং)

(৪) মৈথিল ও ব্রজবুলীতে ‘অব’ যোগে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া-পদ সিদ্ধ হয় ; যথা—‘কহব’,
‘চলব’ ইত্যাদি। ইহা বাংলার ‘কহিব’ ‘চলিব’ ইত্যাদির অল্পরূপ বটে। ব্রজ-ভাষায় ও উর্দুতে পুংলিঙ্গে
‘এগা’ ও জ্বলিঙ্গে ‘এগী’ যোগে ভবিষ্যতের ক্রিয়া-পদ হয়। যথা—“লড়্কা কহেগা”, “লড়্কা কহেগী”।
সম্মানার্থে ‘এল’ ও ‘এলী’ হয়, যথা—‘রাজা কহেলে’, ‘রানী কহেলী’।

(৫) অল্পজায় ‘অউ’-যোগে ‘কহউ’, ‘চলউ’ ইত্যাদি পদ হয়।

(৬) প্রাচীন বাঙ্গালায় যেমন ‘সে কহিব’, ‘আমি (বা মুঞি) কহিব’ ইত্যাদির জায় প্রথম ও
উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া-পদে কোন প্রভেদ নাই,—সেইরূপ মৈথিল ও ব্রজবুলীতেও ‘সো কহব’, ‘হম কহব’
ইত্যাদি পদ দেখা যায়।

(৭) প্রাচীন বাংলার জায় ব্রজবুলীতেও ভাব-বাচ্যে ‘ইয়ে’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—
“যো তুয়া দুখে ছথায়ত শত-শুণ, তাহারে কি বেদন না কহিয়ে ।”—(ঐ, ৭১ সং)

‘কহিয়ে’—(সং ‘কথ্যতে’) কহা যায়।

(১) ‘কৃৎ’-প্রত্যয় সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, হিন্দী, মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি অপভ্রংশ-ভাষার
জায় ব্রজবুলীর নিজস্ব কৃৎ-প্রত্যয়ের সংখ্যা খুব কম। তৎ-সম কৃদন্ত-শব্দ
কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় হইতেই অপভ্রংশের নিয়ম অল্পসারে ব্রজবুলীর কৃদন্ত পদও উদ্ভূত হইয়া থাকে।
যথা, সংস্কৃত ‘বপু’ প্রত্যয়-নিশ্পন্ন ‘প্রথম্য’ ইত্যাদির অপভ্রংশ ‘প্রথমিঅ’ হইতে ব্রজবুলী ও বাংলার ‘প্রথমি’

ইত্যাদি। এইরূপ ‘কথরিষা’ ‘চলিষা’ ইত্যাদির অপভ্রংশ ‘কহইষ’ ‘চলিষ’ ইত্যাদি হইতে ব্রজবুলীর ‘কহই’ ‘চলই’ বা ঠিক বাংলার মত ‘কহি’ ‘চলি’ ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলা ও ব্রজবুলীর একটা নিজস্ব কৃৎ-প্রত্যয়—সংস্কৃতের অতীতের ‘ক্ত’-প্রত্যয়ের অর্থে ‘ইল’ প্রত্যয়। এই ‘ইল’ প্রত্যয় কোন কোন স্থলে সংস্কৃতের যোগ্যার্থক ‘অনীষ’ প্রত্যয়ের অর্থেও হয় ; যথা,—

“যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়।

খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়।”—(ঐ, ৮২৭ সং)

‘খেপিল’ ইত্যাদি পঙক্তির অর্থ—‘যে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, (উহা) যেমন রাখিবার অর্থাৎ কিরাইয়া লইবার যোগ্য নহে।’

বিভাপতির পদেও ‘ভিতল বসন’ (প-ক-ত, ২০৭ সং), ‘নাহিল গোরি’ (ঐ, ২০৮ সং) ইত্যাদি কদম্ব পদ ‘সিক্ত বসন,’ ‘স্নাতা গৌরাজী’ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রজবুলীতে উহার উদাহরণ অসংখ্য।

(২) ‘তদ্ধিত’-প্রত্যয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ব্রজবুলী ও বাংলায় নিজস্ব তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংখ্যা খুব কম। ব্রজবুলীতে তৎসম তদ্ধিতান্ত শব্দ হইতেই অপভ্রংশের নিয়ম অল্পসারে তদ্ধিতান্ত পদ উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

ব্রজবুলীর ‘সমাস’ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উহাতে বেশীর ভাগে ‘কর্মধারয়’ ও ‘তৎপুরুষ’ সমাসই দৃষ্ট হয়। ‘বহুব্রীহি’ সমাসের ব্যবহার খুব কম। সংস্কৃত-ব্যাকরণে ‘সমাস’

সমাস

সম্বন্ধে একটা প্রধান সূত্র—“সমর্থঃ পদবিধিঃ”; অর্থাৎ উল্টা-পাল্টা পদগুলির

মধ্যে সমাস হইবে না ; সমর্থতা অর্থাৎ যোগ্যতা অল্পসারে সমাসের পদগুলি সাজাইয়া লইয়া, পরে সমাস করিতে হইবে। ব্রজবুলীতে এরূপ ধরা-বাছা কোন নিয়ম নাই ; উহাতে উল্টা-পাল্টা পদের মধ্যেও সমাস হয় ; যথা,—

(ক) “চঞ্চল-নয়নে

চাহ চপলমতি

জিত-গতি মত্ত গজরাজ।”—(ঐ, ৩৮ সং)

‘জিত-গতি’ ইত্যাদি পঙক্তিটা নারিকার বিশেষণ ; উহার অর্থ—গতি দ্বারা জিত হইয়াছে মত্ত গজরাজ দ্বারা কর্তৃক (বহুব্রীহি)। সংস্কৃতের নিয়ম অল্পসারে এখানে ‘গতি-জিত-মত্ত-গজরাজ’ হওয়া উচিত ছিল।

(খ) “চুড়ক চুড়ে

ময়ূর-শিখণ্ডক

মণ্ডিত-মালতি-মাল।”—(ঐ, ৭৪ সং)

‘মালতি-মাল’ দ্বারা ‘মণ্ডিত’—এই অর্থে ‘মালতি-মাল-মণ্ডিত’ পদই সংস্কৃতের নিয়ম-অনুযায়ী বটে। এইরূপ “মোচন-ভব-নদ-বন্ধ”—অর্থাৎ ভব-নদ-বন্ধনের মোচন (মোচন-কারী), ‘স্নাত-নব-রস-কূপ’ অর্থাৎ নব-রস-কূপে স্নাত, ইত্যাদি বহু পদ দৃষ্ট হইবে।

বিভাপতির পদে সংস্কৃত-প্রবণ বাঙ্গালার ব্রজবুলীর অপেক্ষা ‘তৎসম’ শব্দের ও সমাসের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অনেক কম হইলেও, উহার কোন কোন সমাসে এই স্বাধীনতা দৃষ্ট হয় ; যথা,—

“দাম-চম্পকে কাম পূজল”—(ঐ, ৫৭ সং)

‘চম্পকের দামে’ অর্থে সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম অল্পসারে ‘চম্পক-দামে’ হইবে।

সমাস সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা এই যে, হিন্দী, মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি প্রচুর ভাষাগুলিতে দীর্ঘসমাসের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়, কিন্তু ব্রজবুলীর কৃত্রিম ভাষার প্রায় সর্বত্র, বিশেষতঃ গোবিন্দ-

দাসের পদে জয়দেবের গীতগোবিন্দের জায় সমাসের মালা গাঁথা হইয়াছে। “অভিনব-জয়দেব” বিভাগতি বাহা করিতে পারেন নাই,—আমাদের বাঙ্গালী গোবিন্দদাস সে কাজটা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার—

“অঞ্জন-গঞ্জন

অগ-অন-রঞ্জন

অলদ-পুঞ্জ জিনি বরণ।

তরুণাকণ-খল-

কমল-মলারুণ

মঞ্জির-রঞ্জিত-চরণ।”

ইত্যাদির জায় শত শত কলিতে (Stanza) গীতগোবিন্দের সহিত তুলনীয় যে রচনা-পারিপাট্য দেখা যায়, ‘তৎসম’ শব্দ ও সমাসের প্রাচুর্য্যই উহার মুখ্য কারণ,—রচনা-কৌশল গৌণ কারণ বটে। বাঙ্গালার ব্রজবুলীর ইহাই অনন্ত-সাধারণ বিশেষত্ব। বাহারি গোবিন্দদাসের ব্রজবুলী-ভাষার এই স্থম্পট বিশেষত্ব লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার প্রযুক্ত ভাষাকেও বিভাগতির ভাষার জায় মৈথিল বলিয়াই প্রচার করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের হৃদয়দর্শিতার প্রশংসা করিতে পারি না।

পদাবলীর ছন্দ

বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ছন্দ দেখা যায় :—(১) মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ, (২) অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ ও (৩) মাত্রা-বৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্ত-মিশ্রিত ছন্দ। মাত্রা-বৃত্তে অক্ষরের সংখ্যা ধর্তব্য নহে; অক্ষরের লঘু-গুরু মাত্রা ও যতির নিয়মই ধর্তব্য। অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ পদের চরণগুলির অক্ষর-সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। মাত্রা-বৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্ত-মিশ্রিত ছন্দে কোথাও অক্ষরের লঘু-গুরু মাত্রা এবং কোথাও বা অক্ষরের সংখ্যা মাত্র করা হয়।

শুদ্ধ মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ বিভাগতির মৈথিল ও বাংলার ব্রজবুলী পদাবলীতেই দেখা যায়। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে মাত্রা-বৃত্তের প্রত্যেক গুরু-বর্ণ দ্বিমাত্রাত্মক ও প্রত্যেক লঘু-বর্ণ একমাত্রাত্মক গণ্য করা হইলেও মৈথিলী ও ব্রজবুলীতে বর্ণের লঘু-গুরু বিচার সম্বন্ধে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেখা যায়। আমরা ‘ব্রজবুলীর ব্যাকরণ’ শীর্ষকের আরম্ভেই বর্ণাবলীর লঘু-গুরু-উচ্চারণের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

মৈথিল পুথিতে এবং অনেক বাংলা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে আমরা উচ্চারণ অল্পযায়ী বর্ণ-বিভাগ দেখিতে পাই; কিন্তু মুদ্রিত বাংলা পদাবলীগ্রন্থে বাংলার প্রচলিত বর্ণ-বিভাগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সর্বত্র উচ্চারণ অল্পযায়ী বর্ণ-বিভাগ রক্ষিত হয় না। বাংলার পদাবলী-সম্পাদক-দিগের মধ্যে নগেন্দ্র বাবুই প্রথমে তাঁহার সংস্করণে উচ্চারণ অল্পযায়ী বর্ণবিভাগ রক্ষা করিয়া ও উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হইয়াছেন। বিভাগতির কোনও কোনও মৈথিল পদে বর্ণের লঘু-গুরু ব্যবহারের স্বাধীনতা এত অধিক দৃষ্ট হয় যে, উহার ছন্দকে মাত্রা-বৃত্ত না বলিয়া, অক্ষর-বৃত্ত বলিলেই যেন অধিক সঙ্গত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ৬২ সংখ্যক পদটির প্রথম তিনটি কলি দেখুন,—

“সামর হৃদয় এঁ বাটে আএল

তেঁ মোরি লাগিল আধী।

আরতি আঁচর সাজি ন ভেলে

সবে সখী-জন সাখী ॥ ২।

কহই মো সখি কহই মো

কতএ তাহেরি বাসা।

দুরূহ হৃদয় এড়ি যঞে আবও

পুহু দরশন আসা ॥ ৪।

কি মোরা জীবনে কি মোরা যৌবনে

কি মোরা চতুরপনে।

মদন-বানে মুকহলি অছঞে।

সহঞে জীব অপনে ॥ ৬।”

এই কলিগুলি মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দের লঘু গুরু মাত্রা ও যতি রক্ষা করিয়া পড়া অসম্ভব; বর্ণগুলির লঘু-গুরু বিচার না করিয়া যদি বাংলা লঘু ত্রিপদীর ভ্রায় পড়া যায়, তাহা হইলে দুই তিনটি স্থল ব্যতীত আর কোথাও বাধে না। ‘সাজি’, ২য় ‘মো’ ও ‘বানে’ শব্দগুলি যথাক্রমে ‘সা-আ-জি’, ‘মো-ও-য়’ ও ‘বা-আ-মে’ এবং ‘আবও’ ও ‘অছঞে’ স্থলে ‘আও’ ও ‘অছৌ’ উচ্চারণ করিলেই অক্ষর ও যতি-স্বচ্ছ বাংলা লঘু-ত্রিপদী ছন্দ হয়। আমরা নগেন্দ্রবাবুর বিজ্ঞাপতিতে এইরূপ আরও কয়েকটি পদ পাইয়াছি, যাহা পাঠ করিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, বিজ্ঞাপতির সময়টি প্রাচীন মাত্রা-ছন্দ ও আধুনিক অক্ষর-ছন্দের মধ্যবর্তী যুগ; কাজেই তাঁহার রচনায় ছন্দের উভয়বিধ প্রণালী ও উভয়ের মিশ্রণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাংলার ব্রজবুলির কৃত্রিমতা ও সমধিক সংস্কৃত-প্রবণতা হেতু, উহার পদাবলীতে কিন্তু এরূপ স্বাধীনতা দেখা যায় না। বাংলা ব্রজ-বুলির পদে মাত্রার লঘু-গুরু-নির্ণয়ে যে ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা বিজ্ঞাপতির এই জাতীয় পদের স্বাধীনতার ভ্রায় ইচ্ছাকৃত নহে, উহা বাক্যালী পদ-কর্তাদিগের অপ্রণিধান বা অনভিজ্ঞতারই ফল। ইহার প্রমাণ এই যে, বাংলার ব্রজবুলি পদ-কর্তাদিগের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ—সেই গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর, ঘনশ্রাম প্রভৃতির রচনায় প্রায় কোথাও গুরুতর ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। তবে মৈথিলীর ভ্রায় তাঁহাদিগের ব্রজবুলি রচনায়ও ‘আ’ ‘ঈ’ ‘উ’ ‘এ’ ‘ঐ’ প্রভৃতি সংস্কৃত মাত্রাছন্দের গুরু-বর্ণগুলি প্রয়োজন অনুসারেই কচিৎ লঘু-রূপেও গণ্য করা হইয়া থাকে। কোন্ স্থলে ঐ অক্ষরগুলি লঘু ও কোন্ স্থলে গুরু পাঠ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে অল্প কথার কিছু বলা অসম্ভব। এখানে বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে পূর্বেকৃত জিবিধ ছন্দের সকল ভেদগুলির দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া, উহাদের বিশেষত্ব দেখাইতে যাওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। কৌতূহলী পাঠক অনুসন্ধান করিলে, মাত্রা-বৃত্ত ছন্দের মধ্যে আট মাত্রার ও বোল মাত্রার ‘মাত্রা-চতুশ্রী’ বা ‘চৌপদ্য’, বার মাত্রার মাত্রা-চতুশ্রী, অষ্টাশ্রয় বার মাত্রা ও ষষ্ঠাশ্রয় বোল মাত্রার বিষ্ণু-চতুশ্রী, আটাইশ মাত্রার ত্রিপদী, ৩+৪+৩+৪+৩+৪+৪=২৫ মাত্রার ত্রিপদী, ৩+৩+৩+৩+৩+৩+৫=২৩ মাত্রার ত্রিপদী, ৪৭ মাত্রার ও ৫১ মাত্রার দীর্ঘ-চতুশ্রী প্রভৃতি ছন্দ এবং বাংলা অক্ষর-বৃত্ত ছন্দের মধ্যে চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, আটঅক্ষরী, দশঅক্ষরী ও একাদশঅক্ষরী একাবলী, ছাব্বিশ-অক্ষরী দীর্ঘ ত্রিপদী, কুড়ি-অক্ষরী লঘু-ত্রিপদী, ধামালী ও আরও নানা প্রকার মিশ্র ছন্দ দেখিতে পাইবেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব-কবির বিচিত্র ও স্থলিত এত বিভিন্ন ‘ছন্দের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন যে, নূতন ও বিচিত্র ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া, আধুনিক বাক্যালী কবিদিগের গর্ব করিবার বিশেষ কিছু নাই। তবে গুরু-পদীর ওজোশব্দ-ভূষিত রচনার উপযোগী অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন ও ছনিপুণ প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে, বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ শক্তি-বৃদ্ধি ও সমুন্নত নূতন যুগের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার ‘মেঘনাদ-বধ’, ‘বীরসেনা কাব্য’ প্রভৃতি কালক্রমে বিশ্বস্তির গর্ভে বিলীন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তিনি

অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন দ্বারা বাংলা-সাহিত্যের যে অচিহ্নিত উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আমরা উল্লিখিত মাত্রা-বৃত্ত, অক্ষর-বৃত্ত ও মিশ্র-বৃত্ত ছন্দগুলির কয়েকটা উদাহরণ দেখাইয়াই ছন্দঃপ্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

ব্রজবুলীর মাত্রা-বৃত্ত ছন্দের আট মাত্রার ও বোল মাত্রায় মাত্রা-চতুস্পদী, যথা—

(১) “অল-কেলি সাধে।

চলু ধনি রাধে ॥

উত্তরল তীরে।

পহিরল চীরে ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ২৬৪৮ সং)

(২) “ভনইতে চমকই গৃহপতি-রাব।

তুষ মঞ্জির-রবে উনমতি ধাব ॥”—ইত্যাদি (ঐ ৩২ সং)

‘পাদান্তস্থ বিকল্পেন’—অর্থাৎ চরণের অন্তস্থিত লঘু-বর্ণকেও বিকল্পে গুরু গণ্য করা যায়—এই স্বত্র অনুসারে ‘রাব’ ও ‘ধাব’ শব্দের অন্ত্য ‘ব’ গুরু অর্থাৎ দুই-মাত্রাশ্রুক ধরিয়া বোল মাত্রা পূর্ণ করা হইয়াছে।

(৩) বার-মাত্রার মাত্রা-চতুস্পদী, যথা—

“মীলল নাগর পাশ।

দীঘল তেজই নিশাস ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ৪৮ সং)

(৪) বিষম-চতুস্পদী, যথা—

“কালিদমন দিন মাহ।

কালিন্দী-কুল কদম্বক ছাহ ॥

কত শত ব্রজ-নব-বালা।

পেথলু জহু থির বিজুরিক মালা ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ৫৬ সং)

এই পদের প্রত্যেক অযুগ্ম-চরণে বার মাত্রা ও প্রত্যেক যুগ্ম-চরণে বোল মাত্রা আছে।

(৫) আটাইশ-মাত্রার ত্রিপদী, যথা,—

“ঢল ঢল সজল জলদ তহু শোহন

মোহন অভরণ সাজ।

অরুণ-নয়ন-প্রতি বিজুরি-চমক জিতি

দগধল কুলবতি-লাজ ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ৭৩ সং)

(৬) ২৫ মাত্রার ত্রিপদী, যথা—

“মুদির-মরকত মধুর মুরতি

মৃগধ মোহন ছান্দ।

মজি-মাগতি- মালে মধু-মত

মধুপ মনমথ ফান্দ ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ২৪২২ সং)

(৭) ২৩ মাত্রার ত্রিপদী, যথা—

“মন্দ-পবন কুঙ্ক-ভবন

কুঙ্ক-গন্ধ-মাধুরী।

মহন-রাজ

নব সমাজ

অমর-অমরি-চাতুরী ॥—ইত্যাদি (ঐ, ১০৬৬ সং)

(৮) ৪৭ মাজার দীর্ঘ-চতুর্পদী, যথা—

“দেখত বেকত গৌর-চন্দ্র

বেড়ল ডকত-নখত-বৃন্দ

অখিল-ভুবন-উজর-কারি

কুন্দ-কনক কাতিয়া ।

অগতি-পতিত-কুমদ-বন্ধ

হেরি উছল রসক সিদ্ধ

হৃদয়-কুহর-তিমির-হারি

উদিত দিনহি রাতিয়া ॥” *

ইত্যাদি (ঐ, ১০৬৩ সং)

(৯) ৫১ মাজার দীর্ঘ-চতুর্পদী ছন্দ, যথা—

“(আলি রি) হোত মনহঁ উলাস সুলছন

বাম নিজ তুজ উরজ ঘন ঘন

কুরই হুর সঙ্গে প্রাণ-পিউ কিয়

অহুরে আওব রে ।

যবহঁ পহ পর-দেশ তেজব

আগে লিখন-সন্দেশ তেজব

তবহ বেষ বিশেষ বিতুখণ

সবহঁ ভাওব রে ।—ইত্যাদি (ঐ, ১১৭৫ সং)

বাংলার অক্ষর-বৃত্ত ছন্দের নিম্ন-লিখিত উদাহরণগুলি দেওয়া বাইতে পারে, যথা—

(১) চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, যথা—

“প্রতি অক্ষ কোন বিধি নিরমিল কিসে ।

দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ।

মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিছ অগনে ।

খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ১৪৬ সং)

(২) আট-অক্ষরী একাবলী, যথা—

“না পারি বুঝিতে রীত ।

সব দেখি বিপরীত ॥

* সঙ্কল্প পাঠক বাঙ্গালী গোবিন্দ কবিরাজের এই অপূর্ণ পৌরচন্দ্র-পদের রচনা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। ইহা এবং “নীলব-বরনে নীল-বন সিকনে” ইত্যাদি গৌরান্দ-বিবরণ পদগুলি কি গোবিন্দরাজের প্রথম প্রকাশিত পদ নহে? নবমের বাবু বসিতে চাহেন যে, “সলসল-সকর-ভরহি” ভর কাতর” ইত্যাদি (ঐ, ৬২৩) ভাঁহার প্রকাশিত পদগুলির তুলনায় এ সব পদ অপকৃষ্ট। বার্ষে যে মানুষকে স্তম্ভিত অক্ষ করিতে পারে, এটা ভাঁহার একটা জীবন্ত উদাহরণ। এটা গোবিন্দরাজের উৎকৃষ্ট পদের সজাতীয় বঙ্গীয় স্বীকার করিলে, বাঙ্গালার পৌর-ভক্ত মহাকাব্য গোবিন্দরাজের বাঙ্গালীকে যে প্রমাণিত হইয়া যায়!—সম্পাদক।

সোনার বরণ তহু ।

কাজর ভৈগেল জহু ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ১১৩ সং)

(৩) দশ-অক্ষরী একাবলী, যথা—

“কহ কহ সুবদনি রাধে ।

কিবা তোর হইল বিয়াধে ॥

কেন তোরে আন-মন দেখি ।

কাহে নখে কিত্তি-তলে লেখি ॥”—

ইত্যাদি (ঐ, ৩১ সং)

(৪) এগার-অক্ষরী একাবলী, যথা—

“অপরূপ তুয়া মুরলি-ধনি ।

লালসা বাড়ল শবদ শুনি ॥

কিরূপে এ রূপ দেখিয়া সেহ ।

উদবেগে ধনি না ধরে দেহ ॥”—

ইত্যাদি (ঐ, ৪২ সং)

(৫) ছাব্বিশ-অক্ষরী দীর্ঘ-ত্রিপদী, যথা—

“কি খেনে দেখিলুঁ গোরা নবীন কামের কোঁড়া

সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে ।

কত না করিব ছল

কত না ভরিব জল

কত বাব হুসুখী-তীরে ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ১১৭ সং)

(৬) কুড়ি-অক্ষরী লঘু-ত্রিপদী, যথা—

“কদম্বের বনে

ধাকে কোন জনে

কেমন শব্দ আসি ।

এ কি আচরিতে

শ্রবণের পথে

মরমে রহল গশি ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ৩২ সং)

(৭) ধামালী-ছন্দ, যথা,—

“আর শুভ্রাছ আলো সই

গোরা-ভাবের কথা ।

কোণের ভিতর কুল-বধু

কান্দ্যা আকুল তথা ॥

হলদি ষাটিতে গোরা

বসিল যতনে ।

হলদি-বরণ গোরাটাদ

পড়্যা গেল মনে ॥

কিসের রাঙ্গন কিসের বাঁজন

কিসের হলদি ষাটা ।

আখির জলে বুক ভিজিল

ভাত্তা গেল পাটা ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ২১৭৪ সং)

পদকল্পতরুতে স্থানাভাবে প্রত্যেক অর্ধ-কলি দুই ছত্রে মূত্রিত হইয়া থাকিলেও, ইহা ত্রিপদী হুন্দ্র নহে। ইহার প্রত্যেক অর্ধ-কলিতে অক্ষর-সংখ্যার কোন নিয়ম নাই, কিন্তু উহাতে ১৬টা মাত্রা আছে। কিংবা হ্রস্ব বর্ণগুলিকে বাদ দিয়া গনিলে প্রত্যেক অর্ধ-কলিতে পদ্যারের চৌদ্দ অক্ষর পাওয়া যাইবে। ঐ চৌদ্দ অক্ষরই এখানে ১৬ মাত্রার সমান বটে।

(৮) মিশ্র পঞ্চপদী হুন্দ্র ; যথা—

“বেলি অবসান কালে।

কবে গিয়াছিল। জলে।

তাহারে দেখিয়া ইবত হাসিয়া

ধরিলি সখীর গলে ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ২১৫ সং)

এই পঞ্চপদী হুন্দ্রের প্রথম দুইটা পদ বা চরণ দীর্ঘ-ত্রিপদীর প্রথম দুইটা চরণের ত্রায় ৮ অক্ষরী এবং শেষের তিনটা চরণ লঘুত্রিপদীর ৬+৬+৮=২০ অক্ষরবিশিষ্ট।

মাত্রা-বৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্ত মিশ্রিত হুন্দ্রের মধ্যে নিম্নলিখিত ভেদগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—

(১) মিশ্র পরায়, যথা—

“বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।

যদি সে পরাণ বন্ধুর তার লাগ পাই ॥

গুরু দুকজন যত বন্ধুর শেষ করে।

সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুক পড়ে ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ৮৫১ সং)

এখানে কোন চরণে ১৪ অক্ষর, কোন চরণে ১৫ অক্ষর আছে ; কিন্তু মাত্রা-হিসাবে সাম্য হেতু ঐ বৈষম্য কাণে বাধে না। সুতরাং ইহাকে মিশ্র পরায় বলা যাইতে পারে।

(২) মিশ্র ত্রিপদী, যথা—

“তখন বলিলুঁ তোরে যাইস না যমুনা-তীরে

চাইস না সে কব্জের তলে।

তুমি এখন কেন বা বোল তন নাগো বড়ি মাই

গা মোর কেমন কেমন করে ॥”—ইত্যাদি (ঐ, ১২২ সং)

এই দীর্ঘ-ত্রিপদীতে নিম্নলিখিত ৮+৮+১০=২৬ অক্ষর ঠিক রাখা হয় নাই। তথাপি কোন কোন হ্রস্ব বর্ণ গণনার বাদ দিলে, এবং ‘কেন’ শব্দকে ‘কেন্’ পাঠ করিলে কানে বাধে না।

বাংলার একাবলী প্রভৃতি হুন্দ্র হইতেও একরূপ মিশ্র-হুন্দ্রের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু বাহুল্য-তরে তাহা করা হইল না।

পদাবলীর অলঙ্কার

এই আধীনতার যুগে কবির। আর অলঙ্কার-শাস্ত্রের বাধাবীধি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহেন না ; তাই অলঙ্কারের বিচার এখন অনেক পরিমাণেই অনাবশ্যক ও শুধু নিম্নলিখিত পাণ্ডিত্যের

পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতের অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিচার্য রস ও অলঙ্কারের সম্বন্ধে কেবল জানাভাব নহে,—অনেক সময়ে নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণাই এই অলঙ্কার প্রকৃত কারণ বলিয়া মনে হয়। নব্য শিক্ষিতদিগের অনেকেই মনে করেন যে, সংস্কৃতের আলঙ্কারিকেরা অসীম ও অনন্ত মানব-জগতের সমস্ত রস ও ভাবগুলিকে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ ইত্যাদি নব রসের সর্বাঙ্গ গভীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, নূতন নূতন রস ও ভাব-বিকাশের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং কাব্যের অলঙ্কারের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়া প্রকৃত কাব্য-রসের বিচারে অজ্ঞতা ও অক্ষমতাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্র-সমূহের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে; তথাপি যাহারা পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া রস ও অলঙ্কার-প্রয়োগে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারই অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রাধিকানের জন্য বলিতে চাহি যে, যদিও কবির কাব্য-রচনা কোনও অলঙ্কার-শাস্ত্রের অপেক্ষা রাখে না—কিন্তু ভাষ্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল সুকুমার শিল্প-কলা সৃষ্টির জ্ঞায় কবির কাব্যও হয় কিংবা উপাদেয়, তাহা নির্ণয় করার প্রয়োজন আছে। সুকুমার শিল্প-কলায় নীতির বিচার আদৌ আবশ্যিক কি না,—বিংশ শতাব্দীর এই জটিল প্রশ্নটি উত্থাপিত করিয়া আমরা আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা বর্দ্ধিত করিব না; প্রত্যক্ষবাদীর স্বীকৃত সূত্র বা আনন্দকে মাপকাঠি ধরিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে—পূর্বোক্ত শিল্প-কলা-সমূহ সকল সূত্রের আশ্রয়ন সমান উৎকৃষ্ট, চিরস্থায়ী ও পরিণাম-সুখকর নহে। ঐ স্থানান্তরগুলির পরস্পর তুলনা ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যের আলোচনা করিয়া, কতকগুলি রসান্বাদনকে উৎকৃষ্ট, চিরস্থায়ী ও পরিণাম-সুখকর বলিয়া উপাদেয় বা বাঞ্ছনীয় এবং কতকগুলি রসান্বাদনকে নিকৃষ্ট, ক্ষণস্থায়ী ও পরিণাম-হুঃখকর বলিয়া হেয় বা বর্জ্যনীয় মনে না করিয়া থাকা, বিচার-বুদ্ধি-সমন্বিত মানবের পক্ষে অসম্ভব। এই স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধির অহুশীলন হইতেই শিল্প-সমালোচনার জ্ঞায় প্রণালী-বদ্ধ কাব্য-সমালোচনার উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতীয়-আর্য্য-প্রতিভার অগ্রতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সংস্কৃত অলঙ্কার ও রস-শাস্ত্র। কাব্যাহুশীলন অনেক সময়ে অসংঘম ও উচ্ছৃঙ্খলতার সহায় হইয়া থাকে দেখিয়া, প্রাচীন কালে ভারতীয় ধর্ম্মাহুশাসনে—‘কাব্যালোপাংশং বর্জয়েৎ’ অর্থাৎ কাব্যালোপ করিবে না—এইরূপ একটা কঠোর বিধি প্রণীত হইয়াছিল। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র ঐরূপ বিধির একদেশ-দর্শিতা লক্ষ্য করিয়া, উহা কেবল অসং-কাব্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সংকাব্য সম্বন্ধে নহে—এই সমীচীন সত্যের ঘোষণা দ্বারা প্রথমেই কাব্য-সৃষ্টির একটা প্রবল প্রতিবন্ধকতার মূলোৎপাটন করিয়াছিল। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তের সহিত প্রতীচ্য সমালোচক-শ্রেষ্ঠ ম্যাথু আর্গন্ডের—“Poetry is a criticism of life” অর্থাৎ কাব্য মানব-জীবনের সমালোচনা—এই মতটির মূলতঃ কোন পার্থক্য দেখা যায় না; সুতরাং আমরা যদি এই মূল সূত্রটি ধরিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর রস ও কবিত্বের বিচার করি, তাহা হইলে বোধ হয়, উহা লইয়া কাহারও বিশেষ আপত্তির কারণ থাকিবে না। পদাবলীর রস ও অলঙ্কারের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে আমাদের আলঙ্কারিকেরা—রস ও অলঙ্কার বলিতে কি বুঝেন, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

অসীম ও অনন্ত মানব-জগতের ভাব-সমূহের শ্রেণী-বিভাগ করা অতি কঠিন কাজ। এই শ্রেণী-বিভাগ সকল সময়ে সুসাধ্য বা সর্ববাদিসম্মত না হইলেও, সকল শাস্ত্রেই তদ্যালোচনার জন্য শ্রেণী-বিভাগ একান্ত আবশ্যিক। আমাদের আলঙ্কারিকেরা সে জন্যই অহুরাগ, হাস্য, শোক প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থায়ী ভাবগুলিকে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ ইত্যাদি মোটামুটি নয়টি রসে বিভক্ত করিয়া, অজ্ঞাত অপ্রধান ও অস্থায়ী ভাবগুলির মধ্যে কতকগুলিকে অহুতাব ও কতকগুলিকে সকারী বা ব্যক্তিকারী ভাব নামে অভিহিত

করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল এই শ্রেণী-বিভাগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; সকল কাব্যরসের গুলে কি ভাব বা রস আছে, নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদের দ্বারা তাহারও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে 'বিস্ময়' (admiration) বা চমৎকারিত্বই এই সমস্ত কাব্য-রসের প্রাণ। সুতরাং চমৎকারিত্ব বলিয়া রাখিরা এবং সংকাব্যের পূর্বোক্ত সনাতন লক্ষণ অতিক্রম না করিয়া, যে বস্তু অভিনব ভাব বা রসের সৃষ্টি করুন না কেন—তাঁহাতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোন বাধা নাই।

অলঙ্কার সম্বন্ধেও আমাদের আলঙ্কারিকদিগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, অলঙ্কার কাব্যের প্রাণ নহে; 'ধ্বনি' বা ব্যঞ্জনাই কাব্যের প্রাণ। কোনও রচনার কোনও অলঙ্কার না থাকিয়া যদি উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন থাকে—তাহা হইলেও উহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু ব্যঞ্জন-হীন অলঙ্কার-পূর্ণ কাব্যকে কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা যাইতে পারে না। বড় জোর উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য বলা যাইতে পারে। আর 'পরধি পেখন্দু' পুরুষ-উত্তম পুরুষ পাহন-জাতি' ইত্যাদির দ্বারা কেবল শব্দ-চিত্রময় রচনা নিকৃষ্ট অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য।

কাব্যের রস একটি চমৎকার জিনিস;—উহাকে প্রকাশ করিতে হইলে স্ব-বাচক শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না; উহার বিভাব, অমুভাব ও সঞ্চারিত-ভাব বর্ণিত করিয়া—সেই সকল ভাবের সম্বন্ধে অর্থাৎ ব্যঞ্জন দ্বারা উহাকে পরিস্ফুট করিতে হয়। মনে করুন—দম্পতির প্রেম বা আদি-রসকে রচনার পরিস্ফুট করিতে হইবে। এখানে 'আহা কি দাম্পত্য প্রেম!' 'আহা কি দাম্পত্য প্রেম!' বাক্যটির শত-সহস্র বার আবৃত্তি করিলেও উহা দ্বারা আদি-রসের বিন্দুমাাত্রও আশ্বাসন পাওয়া যাইবে না; কিন্তু যদি 'প্রেম' শব্দটির ঘুণাকরে উল্লেখ না করিয়াও বৈকুণ্ঠ-কবির ভাষায় বলা যায়—

‘রাই যব হেরল হরি-মুখ ওর।

তৈখনে ছলছল লোচন-জোর ॥

যব পহঁ কহলহি লহ-লহ বাত।

তবহঁ করল ধনি অবনত মাথ।

যব হরি ধরলহি অকল-পাশ।

তৈখনে চরচর তল্ল পরকাশ ॥

যব পহঁ পরশল কঙ্ক-সঙ্গ।

তৈখনে পুলকে পুরল সব অঙ্গ ॥”—(পদকল্পতক, ৫২৩ সং পদ)

তাহা হইলেই অঙ্গ, পুলক ও গদগদ বাক্য প্রভৃতি মানান্ত-মিলনের অমুভাবগুলির ব্যঞ্জনার সাহায্যে স্মিতাধাতকের প্রেম-চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সকল রসই এইরূপ একমাত্র ব্যঞ্জন-গম্য বলিয়া, প্রাচীন ও আধুনিক সকল শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিকই 'ধ্বনি' বা 'ব্যঞ্জন'কে কাব্যের প্রাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রসের কথা বলিতে গেলেই রসাতাসের কথা আসে। বাহা মার্জিত-রুচি সুসত্য ব্যক্তির চিত্তে অকচির উৎপাদন করে,—আলঙ্কারিকেরা সেইরূপ রসকেই রসাতাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পরকীর নায়ক কিংবা পরকীর নায়িকার প্রেম-বর্ণনা এবং পশু পক্ষী প্রভৃতির দাম্পত্য-প্রেমের বর্ণনা সাধারণতঃ সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের শ্রীতিকর নহে, এ অঙ্গ উহাকে রসাতাসের উদাহরণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা ইহার বেশী আর অঙ্গের হইতে পারেন নাই। তাঁহারা সাধারণ বিচারে বাহা রসাতাস অর্থাৎ প্রকারান্তরে বর্জনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বৈকুণ্ঠ-রসসমাজকার ও আলঙ্কারিকেরা উহাকেই পরম-সমাদরে গ্রহণ করিয়া, উহার উপরই বৈকুণ্ঠ রস-তত্ত্ব ও বৈকুণ্ঠ কাব্য-

সাহিত্যের বিরাট সৌধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন; কেন না, অস্বীকার-বাদ ও পরকীয়া-বাদ নইয়া বড় বিচার বিতর্কই চলুক না কেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, পরকীয়া ব্রজাঙ্গনারা ইহ-কাল ও পর-কালের সকল চিন্তা, সকল তর পরিভ্যাগ করিয়া, উপপত্তি-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শুধু প্রেমের জন্ত যে প্রেম করিয়াছেন,—ভাগবতকারের মতে এবং সকল রসজ্ঞ ব্যক্তির মতে উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রেম আর কিছু হইতে পারে না। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ জীব গোস্বামী তাঁহার ‘বট্ সন্দর্ভ’ গ্রন্থে ব্রজাঙ্গনার এই সর্বসাধ-নিমুক্ত সম্পূর্ণ-স্বাধীন প্রেমকে মুক্তি হইতেও অতুল্য পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রকারদিগের এই আপাত-বিরুদ্ধ অটল রস-ভবের উপপত্তি প্রদর্শন কিংবা উহার বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে। যদি সমাজ-দ্রোহ বা দুর্নীতির পরিপোষক বলিয়া গুরুতর আপত্তি না থাকিত, তাহা হইলে, সর্ব-স্বার্থ-বিরুদ্ধিত এই শুধু প্রেমের জন্ত প্রেম যে অতি শ্রেষ্ঠ, ইহা বুঝাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। বৈষ্ণব দার্শনিক ও রসশাস্ত্রকারেরা নিখিল-রসায়ন-মুষ্টি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার-লীলার একরূপ প্রেম যে একান্ত অপরিহার্য এবং উহাতে যে, সমাজ-দ্রোহ বা দুর্নীতির আশঙ্কা বা অবসর নাই—তাহা প্রমাণিত করিতে যাইয়া যথেষ্ট চিন্তাশীলতা ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই সিদ্ধান্ত সর্ব-বাদি-সম্মত কিংবা সকলের প্রীতিকর হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের একটি উক্তি স্বর্ণাকরে লিখিয়া রাখার উপযুক্ত। তাঁহারা ব্রজ-লীলার পরকীয়া-রসে আকর্ষণ-নিমগ্ন হইলেও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র ও সর্বশক্তিমান্ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলার যে প্রেম সম্ভব হইয়াছিল, তাহা আর কোথাও হয় নাই, হইবে না,—হইতেও পারে না; হইলে, তাহা সমাজ-দ্রোহ ও দুর্নীতির পোষক হওয়ায়, উহার উপায়েই সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার রসান্বাদন প্রেমিক-সাধকের আকাঙ্ক্ষনীয় হইলেও, উহা চির-কাল ধ্যান-প্রাপ্যই রহিবে—সেই প্রেম-লীলা কদাপি কাহারও কার্য্যভ্যন্তরীণ হইবে না। বস্তুতঃ জগৎ হইতে স্বার্থ, হিংসা, ঘেব, বাসনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়া কবি-কল্পনার চরম-স্থিতি সৌন্দর্য্য ও নিকাম-প্রেমের সাম্রাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রজ-গোপীর প্রেম কোথাও অবিকল ভাবে অনুকরণীয় নহে, ইহা একটু প্রাণধান করিলেই বুঝা যাইবে। আধুনিক বস্তু-তাত্ত্বিক (Realistic) উপভাসকারদিগের উদ্যম কল্পনাও যে, পরকীয়া-প্রেমকে সমাজ-দ্রোহ ও দুর্নীতি-বর্জিত করিয়া চিত্রিত করিতে পারে নাই—ইহা দ্বারা ইহ রস-শাস্ত্রকারদিগের উক্তির স্বার্থাভিত্তি প্রমাণিত হইতেছে।

জগতের সমস্ত রস-রচনার মধ্যে দম্পতি-প্রেমের স্তর, বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইলেও উহাতে সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি অবাস্তব রসেরও অভাব নাই; বস্তুতঃ প্রেমের বর্ণনায় বৈষ্ণব-পদাবলী যেমন অভুলনীয়,—বাৎসল্য-রসের বর্ণনায়ও উহা সেইরূপ অভুলনীয় বটে। আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর রস-বৈচিত্র্য ও অলঙ্কার-বৈচিত্র্যের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের দীর্ঘ ভূমিকাটিকে সমীক্ষিত করিব না; সহস্র পাঠক পদকল্পতরুর মধ্যে রস-বৈচিত্র্যের অনেক স্থলর উদাহরণ প্রাপ্ত হইবেন।

যাঁহারা বিশেষ-ভাবে বৈষ্ণব রস-ভবের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীর প্রণীত ‘উজ্জল-নীল-বর্ণি’ নামক সর্বশ্রেষ্ঠ রস-গ্রন্থখানির অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। এই গ্রন্থখানি প্রাচীন রীতি অনুসারে স্তরের স্তর গভীর অর্থ-পূর্ণ কারিকার আকারে লিখিত হওয়ায়, জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর দার্শনিক-বিচার-পূর্ণ দৃষ্টি অবিদ্বত চীকার সাহায্য ব্যতীত সর্বত্র সূলের আধরণ্য-গ্রহ হয় না; সুতরাং উৎকৃষ্ট হইলেও দুষ্কর ও বহুবিস্তৃত বলিয়া, ‘উজ্জল-নীল-বর্ণি’ গ্রন্থ-

খানি সাধারণ পাঠকের ঘোটেই উপযোগী নহে। সর্বসাধারণের উপযোগী রস-গ্রন্থের মধ্যে ভাছন্দ-বিষয়িত 'রস-মঞ্জরী' গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়। ইহা একাধারে অলঙ্কার ও অপূর্ণ কাব্য। ভারতবর্ষ ভাছন্দের রস-মঞ্জরীর হারা অবলম্বনে রস-মঞ্জরী রচনা করিয়া থাকিলেও, উহার সহিত কিংবা সাহিত্য-পরিবর্ধের প্রকাশিত পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর সহিত ভাছন্দের রসমঞ্জরীর বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। ইহা আকারেও ভারতচন্দ্র বা পীতাম্বরের রস-মঞ্জরী হইতে প্রায় চতুর্গুণ বড়। কানীর সংস্কৃত কব্ধ হইতে সুপ্রসিদ্ধ নাগেশ ভট্ট ও অনন্ত পণ্ডিতের অপূর্ণ টীকা সহ—সংস্কৃত রস-মঞ্জরী গ্রন্থখানির একটি সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। চুঃখের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত এ দেশে রস-মঞ্জরী গ্রন্থখানির বঙ্গাকারে কোন সংস্করণ বা অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সাধারণ পাঠকের উপযোগী একরূপ গ্রন্থ আর নাই বলিয়া, আমরা উহার একটি পদ্ধতুবাদ সুবিস্তৃত সূচী, ভূমিকা ও ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত করিয়াছি। পদকল্পতরুর শব্দ-সূচীতে সন্নিবিষ্ট রস-শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলির লক্ষণ আমাদিগের সেই পদ্যভাবাদ হইতেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 'উজ্জলনীল-মণি' গ্রন্থখানির আলোচনা বাহাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, আমাদিগের এই 'রস-মঞ্জরী' পাঠ করিলেও তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারিবে।

রসের পরেই 'অলঙ্কার', 'বসক', 'রস' প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং 'উপমা', 'রূপক', 'উৎপ্রেক্ষা', 'অর্থান্তরভাস', 'ব্যতিরেক' প্রভৃতি বহুবিধ অর্থালঙ্কার অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিচার্য বিষয়। পদকল্পতরুর পদাবলীতে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের অসংখ্য স্থলর স্থলর উদাহরণ পাওয়া যায়। আমরা টীকার অনেক স্থলেই ধনি ও অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছি। এখানে উহার দিগ্दर्শন করাইবারও স্থান হইবে না। সুতরাং এ অল্প পাঠকদিগকে টীকার উপর বরাত দিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

পদাবলীর কবিত্ব ও বিশেষত্ব

কাব্যের প্রকৃতি অনুসারেই উহার কবিত্বের বিচার করিতে হয়। পাঠ্য বা শ্রব্য কাব্য ও দৃষ্ট-কাব্য—আমাদের আলঙ্কারিকেরা প্রধানতঃ কাব্যের এই দুইটি শ্রেণীভেদ করিয়াছেন। পাঠ্য বা শ্রব্য কাব্যের আবার মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষ-কাব্য প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ এবং দৃষ্ট-কাব্যের নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে। খণ্ড-কাব্য, কোষ-কাব্য ইত্যাদি শ্রেণী-বিভাগ যে খুব যুক্তি-যুক্ত ও স্থলভ, তাহা বলা যায় না। বাহা রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতির দ্বায় মহাকাব্য নহে, এবং আৰ্য্য-সপ্তশতী প্রভৃতির দ্বায় পরম্পর-বিচ্ছিন্ন প্রোকাশক কোষ-কাব্য নহে, তাহাই খণ্ড-কাব্য—ইহা বলিলে খণ্ডকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ বলা হয় না। মেঘদূত বা গীত-গোবিন্দের বিত্ত্ব শ্রেণী-নির্দেশ করিতে গেলেই পূর্বোক্ত শ্রেণী-বিভাগের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য হয়। এই শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে মেঘদূতকে খণ্ড-কাব্য ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। প্রতীচ্য সমালোচকগণ যাহাকে বর্ণনাত্মক কাব্য (Descriptive poem) ও গীতি-কাব্য (Lyric poem) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—মেঘদূত একাধারে সেইরূপ বর্ণনাত্মক গীতি-কাব্য; কিন্তু শুধু খণ্ড-কাব্য বলিলে মেঘদূতের এই বিশেষত্বটি বুঝা যায় না। সেইরূপ 'সর্গবন্ধ মহাকাব্য' ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া বাদশর্গনাত্মক গীত-গোবিন্দকে মহাকাব্য বলিলে—উহার প্রকৃত শ্রেণী-নির্দেশ হয় না। গীত-গোবিন্দে যে ভাবে অধিকাংশ স্থলে নারক নারিকার প্রত্যক্ষ (direct) উক্তি—গীতের সাহায্যে ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে উহাকে মহাকাব্য না বলিয়া—গীতি-নাট্য বলাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থখানির সম্বন্ধেও এই

কথা থাকে। উহাকে মহাকাব্য বা ঐশ্বর্যকাব্য না বলিয়া গীতি-নাট্য বলিবেই উহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। বৈষ্ণবপদাবলী সর্বাংশে উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত; কিন্তু পদকল্পিতক প্রকৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে বৈষ্ণব-পদাবলী যেসকল নায়ক-নায়িকার ও সখা-সখীদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি-প্রধান পালায় আকারে সজ্জিত হইয়াছে এবং কীর্ত্তনিন্যাস অনেক সময়েই যে ভাবে কীর্ত্তনের পালাগুলি গান করিয়া থাকেন, তাহাতে ঐ পালাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-নাট্য (opera) বলাই সম্ভব বোধ হয়। অনেক সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় দৃশ্য-কাব্যগুলির অভিনয়ে দৃশ্য পট ইত্যাদি নাট্য-কীর উপকরণের বাহ্য দূরে থাকুক, নিত্যম্ অভাবই লক্ষিত হয়। তিন চারি শতাব্দী পূর্বে প্রতীচ্য ভূমির দৃশ্য-কাব্যেও দৃশ্য-পট ইত্যাদির বাহ্য ছিল না। সুতরাং গীত-গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভায় বৈষ্ণব পদাবলীর পালাগুলিতে দৃশ্য-পটাদির অব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

বাংলা সাহিত্যে চিরকালই গীতি-কবিতার প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু সে ক্ষুদ্র চিরকালই যে এই গীতি-কবিতার প্রকৃতি একরূপ আছে, ইহা বলা যায় না। প্রতীচ্য কাব্য-সমালোচকগণ কবিতার ভাষা ও ভাব-গত প্রকৃতির আলোচনা করিয়া, উহাকে প্রাচীন-কবিতা (Classical poetry) ও নব্য-কবিতা (Romantic poetry) এই দুইটি স্থানিষ্ঠিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাব-সংঘম ও শব্দ-চিত্রে রেখা-পাতের সম্পৃষ্টতা প্রাচীন-কবিতার বিশেষত্ব; সেইরূপ ভাবোচ্ছ্বাস ও শব্দ-চিত্রে রেখা-পাতের বৈচিত্র্য নব্য-কবিতার বিশেষত্ব। এই দুইটি শ্রেণী-বিভাগ নির্দোষ বলা যায় না; কারণ, অনেক সময়েই দেখা যায় যে, আলোচ্য কবিতায় প্রাচীন-কবিতার ও নব্য-কবিতার উল্লিখিত বিশেষত্ব অস্বাভাবিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। এরূপ স্থলে আলোচ্য কবিতার উক্ত দ্বিবিধ বিশেষত্বের তারতম্যের আলোচনা করা ব্যতীত উহাকে কোনও শ্রেণীরই অন্তর্গত করা যায় না। বাংলার গীতি-কবিতার উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি এবং মেঘদূত ও গীত-গোবিন্দের কতিপয় কবিতার সহিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ ও হিন্দী রস-রচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বিহারীলালের 'বিহারী সতসঙ্গ' কাব্যের কতিপয় দোহার সহিত তুলনা করিয়া, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত আমাদের দেশে গীতি-কাব্যের সেই ভাব-সংঘমাত্মক প্রাচীন ধারাটি অব্যাহত ছিল, প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে সেই প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপিত করিব না। এখানে ইহাও বক্তব্য যে, বৈষ্ণব-পদাবলী উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত ও উহার ভাষা ও ভাব-গত প্রকৃতি অল্পসারে প্রাচীন-কবিতার শ্রেণীভুক্ত হইলেও, সকল পদ-কর্ত্তার রচনায় এই বিশেষত্ব সমান পরিমাণে লক্ষিত হয় না। শক্তিশালী প্রথম শ্রেণীর কবিগণ ব্যতীত কেহই প্রাচীন কবিতার লক্ষণাক্রান্ত শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রণয়ন করিতে পারেন নাই। অক্ষম কবির হাতে ভাব-সংঘম ও রেখা-পাতের অল্পতা অনেক সময়েই রচনার ভাব-দারিদ্র্য ও চিত্রের নগণ্যতার কারণ হইয়া পড়ে। সার্ব-শতাব্দিক বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের রচনায় কোথায়ও যে ঐরূপ অক্ষমতা প্রদর্শিত হয় নাই, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। তবে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, এরূপ শত শত পদ পাওয়া গিয়াছে, বাহাতে কি শব্দ-লালিত্য, কি ছন্দের স্বাক্ষর, কি ভাবের চমৎকারিত্ব, যে দৃষ্টি দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, সেসকল কবিতা শুধু ভারতীয় সাহিত্যে কেন, বোধ হয় বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব কমই আছে।

আমরা বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা-গত ও রস-গত বিশেষত্বের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি; এখানে ভাব-গত প্রধান দুই একটি বিশেষত্বের আলোচনা করিয়া আমাদের দেশের বক্তব্য শেষ করিব।

কাব্য অনেক স্থলেই নীতি বা ধর্ম-প্রচারের সহায় হইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি প্রধানতঃ নীতি বা

ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন কাব্য প্রণীত হইলে উহা কাব্য-শিল্পের উৎকর্ষ অপেক্ষা অপকর্ষেরই স্বাক্ষর হইয়া পড়ে—ইহা কাব্য-সমালোচকদিগের একটি সমীচীন সিদ্ধান্ত বটে। অধিকাংশ পদকর্তাই বৈক্য-ধর্মের অল্পপ্রেরণায় পদাবলী রচনা করিয়াছেন;—এ অবস্থায় তাঁহারা সেগুলিতে বৈক্য-মতবাদ অনাবশ্যকরূপে উদ্ভাপিত ও পল্লবিত করিয়া কাব্যরসাস্বাদনে যে ব্যাঘাত উৎপাদন করেন নাই—ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় হইলেও পদাবলী-পাঠক সর্বদা স্মরণ রাখিবেন—বৈক্য-পদকর্তারা প্রধানতঃ কাব্য-রচনার অন্য পদাবলীর রচনা করেন নাই; সেগুলি তাঁহাদিগের বৈক্য-ধর্মের প্রধান অঙ্গ ব্রজ-লীলা-ধ্যানের আত্মবলিক ফল ও উহার সহায় মাত্র। এ অবস্থায় পদাবলী-রচনা করিতে বাইরা, শ্রীকৃষ্ণ যে সর্কাবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ ও শ্রীরাধা যে সেই ভগবানের পরা-শক্তি বা পরা-প্রকৃতি—এই মূলীকৃত তথ্যটি তাঁহারা কদাপি বিস্মৃত হন নাই। পদাবলীর পাঠকও এই তথ্যটি বিস্মৃত হইবেন না। এই মূল তথ্যটি স্মরণ রাখিলে, যাহা সামান্ত নায়ক-নায়িকার প্রেমের দৃষ্টান্তে আপাততঃ অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত মনে হইবে—শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পরা-প্রকৃতির পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত বলিয়া বুঝা যাইবে। দৃষ্টান্ত-স্থলে নায়কের বহু-বল্লভতা কিংবা নায়িকার তৎকালীন দৌত্যকার্য্য—এই দুইটি অবস্থার আলোচনা করা যাউক। কোনও কাব্যের প্রধান নায়ক সর্বতোভাবে নিজের উপযুক্ত একটি প্রণয়িনী লাভ করা সত্ত্বেও অস্তান্ত বহু নায়িকার প্রতি আসক্ত হইয়া, অবসরক্রমে উহাদিগের সহিত সংগত হইলে এবং তাহার সেই প্রণয়িনীটি নিজে দূতী সাজিয়া তাহার ঐ কার্য্যের সহায়তা করিলে, উহা নিতান্তই অস্বাভাবিক ও রস-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ব্রজ-লীলায় পরমপুণ্য নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের ও পরা-প্রকৃতি নায়িকাশিরোমণি শ্রীরাধার ঐরূপ কার্য্য যে কেবল স্বাভাবিক ও সঙ্গত—তাহা নহে; উহা তাঁহাদিগের প্রেম-লীলায় অনন্যসাধারণ উৎকর্ষেরই পরিচায়ক বটে। বৈক্য-কবিগণ কাব্য-শিল্পকে বাঁচাইয়া তাঁহাদিগের কাব্যে যেরূপ স্নকৌশলে স্বাভাবিক ও আপাততঃ অস্বাভাবিকের সম্মিলন-রূপ এই অসাধ্য-সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল কবি ও কাব্য-সমালোচকদিগের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় থাকিবে।

বৈক্য পদাবলীর ভাব-গত আর একটি বিশেষত্ব—সেগুলির অতুলনীয় আন্তরিকতা, গভীরতা ও মর্ম্ম-স্পর্শিতা। কোনও প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য লেখকের স্তম্ভীর চিন্তা-প্রসূত একটি সছৃক্তি এই যে, যাহা মাতৃব্দের হৃদয় হইতে বাহির হয়, তাহা সহজেই মাতৃব্দের হৃদয়ে প্রবেশ করে। বস্তুতঃ যে কথাটি আমাদের আন্তরিক—উহা কিছুতেই গভীর ও মর্ম্ম-স্পর্শী না হইয়া পারে না। বৈক্য পদ-কর্তাদিগের পদাবলী তাঁহাদিগের শুধু কবি-কল্পনার জিনিষ নহে; সেগুলি তাঁহাদিগের প্রাণের গভীরতম মর্ম্ম-ভাবের অভিব্যক্তি বটে। স্তত্রাং সেগুলি যে আমাদের প্রাণের একান্ত মর্ম্ম-স্পর্শী হইবে, তাহাতে সন্দেহের বিষয় কি আছে? বস্তুতঃ পদ-কর্তাদিগের রচনার এই অসাধারণ বিশেষত্বের জন্তই উহাতে এরূপ একটা অতুলনীয় সরলতা ও তন্দ্রতা আছে, যাহা কেবল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনারই দেখা যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, উচ্চ-শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস ও শিল্পের যাহা কিছু উপাদেয়, তাহার উপরই শিক্ষিত ভারতবাসীর সাধন দৃষ্টি পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের মতক-হানীর আধুনিক বাঙ্গালীরা ইতিহাস, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেরূপ কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়া থাকুন না কেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের কৃতিত্ব যে সর্বাপেক্ষা অধিক—ইহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পরিমাণের বিচারে না হউক, বস্তুতঃ গুণের বিচারেও বৈক্য-পদাবলী যে অতি শ্রেষ্ঠ হান অধিকার করিয়া আছে, তাহাতে বোধ হয়, সন্দেহ নাই।

আজ পর্যন্ত আমরা বেশীর ভাগে ঘেঁষাপ পল্লব-গ্রাহি-ভাবে পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিয়াছি,—তাহাতে সৌধীন সাহিত্য-চর্চার উদ্দেশ্য সাধিত হইলেও, উহা যারা প্রকৃত সাহিত্য-সাধনার পথ উন্মুক্ত হয় নাই। বৈষ্ণব-পদাবলীর শত শত সন্নিধ পদ, পাঠ ও অর্থ আজিও অনির্ণীত রহিয়াছে। উহার স্তম্ভীমাংসার জন্ত ভাষা-তত্ত্ববিৎ বহুসংখ্যক মনীষী ব্যক্তির সমবেত গবেষণা এখনও একান্ত আবশ্যক। তার পর, যাহাতে আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠকগণ অনায়াসে ও স্বল্প-ব্যয়ে বৈষ্ণব কবিদিগের উৎকৃষ্ট পদাবলীর রসাস্বাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য বিপুল পাঠ ও চীকাদি-সম্বলিত স্থলভ সংক্ষিপ্ত সংস্করণসমূহ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। তার পর, কেবল আমাদের দেশবাসীদিগকে বৈষ্ণব-পদাবলীর রসাস্বাদন করাইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবে না—দেবনাগর অক্ষরে বৈষ্ণব-পদাবলীর, বিশেষতঃ প্রাচীন হিন্দীর সহিত সৌসাদৃশ্যপূর্ণ ব্রজবুলি-পদাবলীর প্রচার করিয়া ভারতের হিন্দী-ভাষী ভ্রাতৃগণকে আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদের অংশী করিতে হইবে। তার পর, ব্যবসার উদ্দেশ্যেই হউক, কিম্বা গৌরবের উদ্দেশ্যেই হউক—উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব-পদাবলীর উৎকৃষ্ট ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া, ইংরেজীর সাহায্যে সেগুলিকে বিশ্ব-সাহিত্যের মেলায় উপস্থাপিত করিতে হইবে। বিজ্ঞাপিতর কতকগুলি মৈথিল-পদাবলী উৎকৃষ্ট ইংরেজী গদ্য অনুবাদ সহ দেব-নাগর অক্ষরে প্রকাশিত করিয়া, এক্ষেত্রেও মনীষী শ্রম গ্রিয়াসনই আমাদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন ; আমরা কিন্তু এমনই অকর্তব্য যে, আজ পর্যন্তও সেই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, এ বিষয়ে আমাদের সুশিক্ষিত ভ্রাতৃবর্গের স্ফূর্তি সঞ্চরই আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহাদিগের যত্নে অদূর ভবিষ্যতেই কেবল সমগ্র ভারতে নহে,—সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা-খণ্ডে পর্যন্ত—আমাদের বাংলার বৈষ্ণব-কবিদিগের যশঃপ্রভা বিকীর্ণ হইবে।

ঢাকেশ্বরী মিল পো:

(ঢাকা)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

সম্পাদক।

শব্দ-সূচী

বিশেষ্য প্রস্তাব্য :—পদকল্পতরুর দ্বারা বিরাজিত গ্রন্থের শব্দ-সূচীতে সোজা ও কঠিন সকল শব্দ সন্নিবেশিত করিয়া, প্রয়োগ-সূচক সকল পদ-সংখ্যার নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে। এ জন্য ইহাতে ‘জল’, ‘গৃহ’, ‘পুরুষ’, ‘নারী’ প্রভৃতির দ্বারা সোজা ‘তৎসম’ শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ‘তৎসম’ শব্দ, ব্রজবুলী ও বাংলা শব্দগুলির মধ্যে কেবল প্রয়োজনীয় স্থলেই অর্থের সহিত ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ-সূচক দুই একটি পদ-সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শব্দ-সূচীতে নিম্ন-লিখিত সাক্ষেতিক অক্ষরগুলির ব্যবহার করা হইয়াছে ; যথা,—

অপ°————অপভ্রংশ

আ°————আরবী

উ°————উড়িয়া-ভাষা

ক° কী°————ঐক্যকীর্তন

গা°————গাথা-সম্বন্ধিত

গ্রা°————গ্রাম্য

চৈ° চ°————ঐচৈতন্ত-চরিতামৃত

তু°————তুলনীয়

তু° রা°————তুলসীদাসের “রাম-চরিত-মানস” নামক হিন্দী-রামায়ণ।

ঔ°————ঔষ্ঠব্য

পুং————পুংলিঙ্গ

পূ° ব°————পূর্ববঙ্গ

প্রা°————প্রাকৃত

ফা°————ফারসী

বা°————বাংলা

ব্র°————ব্রজভাষা

বা° শ°————সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত “বাঙ্গালা শব্দকোষ”

মৈ°————মৈথিল

স°————সংস্কৃত

য————অন্তর্ ‘য’ ; (উচ্চারণ ইংরাজী ‘V’ অক্ষরের দ্বারা)

জী°————জী-লিঙ্গ

হি°————হিন্দী

[শব্দ-সূচীর সংখ্যা দ্বারা পদের সংখ্যা বুঝিতে হইবে। প্রথম শাখার ২য় পত্র হইতে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক পদের পরে দুইটি সংখ্যা আছে ; উহার মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যাটি ধরিতে হইবে।]

অংস (স°)—বৃক্ষ; ১২০৪;
 অণ্ড (হি° ‘ওঁড়া’) অবনত; ১৬৯৮;
 অকল্ল (স°)—নির্দিষ্ট; ১৮৫;
 অকল্ল (স°)—কল্ল-চিহ্ন-শব্দ; ২২১৩;
 অকাজ—অকার্য, মন্দ কাজ; ৪৫, ৭০, ১২৪
 অকিঞ্চন (স°)—নিঃস্ব, দরিদ্র; ২২১৩;
 অকিরিতি—অকীৰ্ত্তি, অধ্যাতি; ২৩৩
 অকুর—অকুর; ১৬২০;
 অকুশল (স°)—অমঙ্গল; ১৬০০;
 অকুর—অকুর; ১৮৮৪;
 অকুর—অকুর; মথুরা-নিবাসী কৃষ্ণ-ভক্তবিশেষ;
 ১৬০২;
 অকর (স°)—১। অঁখর; ২। অনখর; ২৮৭৪;
 অখণ্ড (স°)—সম্পূর্ণ; ১৪৯৮;
 অখল (স°)—(‘অখলা’ জ্যৈ°) সরল; ৮২৫;
 অখিল—অখিল; অপরাজিত; ১২০৪;
 অখিল (স°)—সমস্ত; ২৭০;
 অগতি (স°)—গতি-হীন; ১;
 অগম—অগম্য; ২৫৬২;
 অগাধ (স°)—অতল-স্পর্শ; অধৈ; ২৮;
 অগুরু (স°)—অগুহি কাঠবিশেষ;
 অগেয়ান (স° ‘অজ্ঞান’) (১) জ্ঞানাভাব; ১;
 (২) জ্ঞান-হীন; ১২২২;
 অগেয়ানি (নী)—জ্ঞান-হীনা; ৮২;
 অগোচর (স°)—অজ্ঞাত; ২৫১৭;
 অগোর—আগ্লাইয়া; ৬৭;
 অগোর—(স° ‘অগুরু’) অগুরু-কাঠ; ১৪৮;
 অগোরই (হি)—আগ্লায়; ২৭৪২; ২২০৫;
 অগোরল—আবৃত্ত করিল; ২৪২১;
 অগোরি—১। আগ্লাইল; ২৫০৩; ২। আগ্লাইয়া;
 ২৫০৫;
 অগ্রজ (স°)—জ্যেষ্ঠ সহোদর; ২২২৯;
 অঘ (স°)—পাপ; ২২৫৪;

অঙ্ক (স°)—১। ক্রোড়; ২৬৪৮; ২। হাতের
 রেখা; ৩৯৯;
 অঙ্কা—(‘অঙ্ক’ জ্য°) চিহ্ন; ৪৮৩;
 অঙ্ক (স°)—মেহ, শরীর; ৭২১;
 অঙ্কদ (স°)—কেয়ূর, বাহুবলবিশেষ; ২৬৮
 অঙ্কন (স°)—আঙ্গিনা, ১২৭৪;
 অঙ্কনা (স°)—নারী; ১২৭১;
 অঙ্কনা—আঙ্গিনা; ১১৫২;
 অঙ্গিয়া—অঙ্ক ১৪৩৮;
 অঙ্কিকরি—স্বীকার করিয়া; ২১২৪;
 অঙ্কিকর—অঙ্কীকার কর; ২১৬৫;
 অঙ্কুরি (স°)—অঙ্কুরি, আঙ্কুর; ১৬১৭;
 অঙ্কুরি—(স° ‘অঙ্কুরী’) আঁটি; ৯২;
 অচপল (স°)—অচঞ্চল; ১৬৫;
 অচল (স°)—১। গতি-হীন; ২। স্থায়ী; ৩।
 পর্বত; ২৮২৯; ২২০২;
 অচাহে—(হি° ‘চাহ্’—ইচ্ছা) অনিচ্ছার; দৈবাৎ;
 ২৮৮৬;
 অচলয়—অচলিত, অচঞ্চল; ১৫১৮;
 অচির (স°)—শীঘ্র; ১২৭১;
 অচ্ছ—(স° ‘অচ্ছ’; অপ° ‘অচ্ছ’; ‘তচ্ছ’, ‘বচ্ছ’ তু°)
 উহার; ১৫১; ৫৩২;
 অচ্ছ—(মৈ° ‘অচ্ছ’, ‘’) আছে; ১৬৫৮;
 অচ্ছ—(‘অচ্ছ’ তু° রা°; হি° ‘এসা’) এইরূপ; ১৭৪;
 ৪৪২; ৭৬০; ১৭৬৬;
 অজ—(স°); ব্রহ্মা ২০৬৩;
 অজর (স°)—অবিনশ্বর; ১০৮০;
 অজাহু—আজাহু; জাহু পর্যন্ত ২০;
 অজরে, অজোরে—অবিশ্রান্ত ধারায়; ২০২৭;
 অজল (স°)—১। প্রান্ত; ২৩৪; ২। বজ্রের প্রান্ত;
 অঁচল; ২২;
 অজহিতে—অজ্ঞান দ্বারা চিত্তিত করিতে; ২৫০১;
 অজ্ঞন (স°)—কাজল; ২৪১২;

অঙ্কলি (স°)—সংযুক্ত কর-তল; ১৪৫৩;
 অটমি—অটমী; ১০৩৮;
 অট (স°)—উচ্চ; ৭৬৪;
 অটালী (লিকা) (স°)—দালান; ২৬৯১; ২৬৮১;
 অণিমা (স°)—যোগ-জনিত স্তম্ভদেহ ধারণের শক্তি-
 রূপ অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত সিদ্ধি বিশেষ; ৬১৭;
 অণ্ডজ (স°)—পক্ষী; ২২০৪;
 অতম্ব (স°)—১। কন্দর্প, মদন; ১৫৮; ২৪০;
 ২। অরুণ, সূর্য; ১২৫;
 ৩। দেহ-হীন অর্থাৎ অদৃশ্য; ২৪০;
 অতমিত—অন্তমিত; ১৬২৩;
 অতয়ে—অতএব; ১২, ৪৮;
 অতসী-কুহুম (স°)—তিসী বা মসিনার স্থনীল পুষ্প;
 ২৭৪;
 অতিথ্য—এত-কণ ১৪২২; ২৬৮২;
 অতিতর—অত্যন্ত; ২৮৯১;
 অতিবল—(স°) অতিশয় বলবান্; ৫;
 অতিবাহ (স°)—অতিশয় বহন অর্থাৎ সেচন; ২৬৪২;
 অতুর—(স° ‘আতুর’) পক্ষ, বিকল; ২২০৩;
 অতুল (স°)—তুলনা-হীন;
 অথল—স্থল-হীন অর্থাৎ অথই; ২৫৬২;
 অথির—অস্থির, চঞ্চল; ১০৪;
 অথীর—(‘অথির’ জ°) ৪;
 অদধিন—অদক্ষিণ অর্থাৎ বাম; ২৮৭৮;
 অদভূত—অদ্ভূত, আশ্চর্য্য; ১০২;
 অদরশ—অদর্শন; ১৮২;
 অদান (স°)—(‘দান’ জ°) দান-হীন, শুদ্ধহীন;
 ২২০৩;
 অদুর—অদূর, নিকট; ১২৭৫;
 অধর (স°)—ওষ্ঠ, চোঁট; ২৬৭;
 অধরম—অধর্ম; ১২৪২;
 অধিকাই—অধিক-পরিমাণ, বেশী; ২৫২০;
 অধিকায়ল—অধিক হইল; ১৮২২;
 অধিদেবা—(স° ‘অধিদেবতা’) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা;
 ৭৫৪;

অধিদেবী (স°)—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; ২৩৩;
 অধিপদ (স°)—অধিকার; ২৩৭০;
 অধিবাস (স°)—পূজা ইত্যাদি অমুষ্ঠানের পূর্ব-দিবসে
 করণীয় মাঙ্গলিক কার্য্য; ২৪;
 অধীতা (স°)—পণ্ডিতা; ২৬৬৭;
 অধীন—(ছন্দের মিলের অমুরোধে আকারান্ত)
 অধীন;
 অনন—অন্তোন্ত, পরস্পর; ২২৬;
 অনগনি—(স° ‘অগণিত’; হি° ‘অনগিনে’); অসংখ্য;
 ১৫৫৭; ১২৩৭;
 অনঙ্গ (স°)—কাম-দেব; ১২৩৮;
 অনহন—(‘আনহান’ জ°) আচ্ছন্ন; অস্থির; ১৪১২;
 অনত—আনত, অবনত, ১৮৭২;
 অনত—অগ্রজ; অগ্র স্থানে; ৩৬২; ১৬৬০;
 অনধিন (স° ‘অনধীন’)—অবশ; ৭৬৩;
 অনরথ—অনর্থ, অমঙ্গল; ৩১৪; ৩৪৬;
 অনিঁদ—অনিদ্র, নিদ্রা-হীন; ১৮০৬;
 অনিবার (রি)—(স° ‘অনিবারম্’) অবিরত; ৭০১;
 অনিমিথ—অনিমিষ; চক্ষুর পলক-শূন্য; ১২৮৪;
 অনিল (স°)—পবন; ৪৮৮;
 অহু (স°)—পশ্চাৎ; ২৭৭৪;
 অহুকুল (স°)—সাহায্যকারী; ২৫২;
 অহুকুম (স°)—পরিষায়; ৩০৮২;
 অহুখণ—অহুক্ষণ, সর্ষদা; ১৪, ১৫৮, ১৭০;
 অহুগা (স°)—অহুগামিনী, সহচরী; ১৮২২;
 অহুজ (স°)—কনিষ্ঠ সহোদর; ২২২৪;
 অহুদিন (স°) সর্ষদা;
 অহুনয় (স°)—অহুরোধ; ৫০৭;
 অহুনেহ—(স° ‘অহু’+নেহ) অহুকুল নেহ; ১৭০১;
 অহুপ—(‘অহুপম’ জ°) ২৫১৮;
 অহুপম (স°)—তুলনা-রহিত; ৩১০;
 অহুপাম (জী°—অহুপামা) অহুপম, তুলনা-রহিত;
 ১৫, ৭৬; ২১৩;
 অহুবন্ধ (স°)—১। আরম্ভ, ৫; ৪৩;
 ২। আশ্রয়, অবলম্বন; ৫; ১২;

৩। নিষক; রীতি; ৪। বহু;
 অহুবাদ (স°)—জাত-বিষয়ের বিবরণ; ১২০৬;
 ঈর্ষা ৪৩, ২৬২ পৃ°; “অহুবাদ কহি তারে যেই
 হয় জাত।”—১৫° চ°;
 অহুবাদ—(স° —‘অহু+বাদ’—পশ্চাতে বিবাদ)
 প্রতিকূলতা; ৮৭৮;
 অহুত্রজি—পশ্চাতে গমন করিয়া; ২২০২;
 অহুভব—(স°)—উপগন্ধি; ২২৮;
 অহুভব (স°)—‘অহুভাব’ অ°) অশ্রু-পুলকাদি সাত্বিক
 ভাব; ৬৬৪;
 অহুভবি—অহুভব করিয়া; ২৭, ২৩৩;
 অহুভাব (স°)—১। অশ্রু, ঘর্ম, রোমাঞ্চ প্রভৃতি
 সাত্বিক-ভাব; ১৫৭, ২২৫, ২৩৩; ২। অহুভব,
 জ্ঞান; ২০;
 অহুভাবি—অহুভব করাইয়া; ১০২২;
 অহুমাতে—অহুমান করে; ১৬০২;
 অহুমান (ই)—অহুমান করে; ২৮৪;
 অহুমানল—অহুমান করিল; ২৮২;
 অহুমানলু—অহুমান করিলাম; ১০১২;
 অহুমানিয়ে—অহুমান করি; ২৭; ২২৫;
 অহুমোদই—অহুমোদন অর্থাৎ সমর্থন করে; ২৩৭;
 অহুমোদন (স°)—সমর্থন অর্থাৎ অহুকুল ভাবের
 প্রকাশ; ২৭২২;
 অহুরত—অহুরত; ২৩;
 অহুরাগ (স°)—১। প্রেম; ২। চির-অহুভূত
 প্রিয়জনকেও যে প্রেমে নিত্য নূতন-রূপে অহুভূত
 করায়, তাহাই রস-শাস্ত্রে ‘অহুরাগ’ বলিয়া উক্ত
 হইয়াছে; ২৩৭;
 অহুরাগি—(‘অহুরাগ’ অ°; মিলের লজ্জা ই-কারণে)
 ২৬৩; ৩৬২;
 অহুরাগি(গী)—অহুরক্ত; ৭৫২;
 অহুরাগিণি (গী)—অহুরাগ-যুক্তা;
 অহুরাধা (স°)—বিশাধা; ২৮১৬;
 অহুরূপ (স°)—সদৃশ, তুল্য; ১২০৪;
 অহুরোধই—অহুরোধ করে; প্রতিপাদ্য করে; ৩৬১;

অহুলেপন (স°)—চর্চিত্ত করণ; ২৪১৫;
 অহুলেপহ—লেপন কর; ২৮৬;
 অহুবলী (স°)—সম্বন্ধ-যুক্ত; ২৭;
 অহুসদ্ধিত (স°)—কৃতভূতদ্বান; ২৪২২;
 অহুসঙ্গ—(স° ‘অহুসঙ্গ’) উত্তোগ; ৬৩;
 অহুসলিয়া—(‘অহুবলী’ অ°) সম্বন্ধ-যুক্ত; ১২৮০;
 অহুসরই—অহুসরণ করে; ৮৩;
 অহুসরি—১। অহুসরণ করিয়া; ২। চলিল; ৭৩৪;
 অহুসারই—অহুসরণ করে; ২২০৫;
 অহুসারি—(‘অহুসরি’ অ°) অহুসরণ করিয়া; ৩৪২;
 অনুপ—অনুপম, অতুলনীয়; ২৩৫০;
 অনুপম—(স° ‘অনুপম’) অতুলনীয়; ১২০২;
 অনোমন—(স° ‘অন্তোক্ত’) অন্তোক্ত, পরস্পর;
 ১৪২৮;
 অন্ত (স°)—১। প্রদেশ; ১৭১৫; ২। শেষ; ১৭১৮;
 ৩। প্রান্তে, ধারে; ২৬৩; ৪। পরাকাষ্ঠা;
 ৭৫০;
 অন্তর (স°)—১। অন্তঃকরণ, প্রাণ; ৫১৮;
 ২। অন্তরাল, আড়াল; ১২৪৮;
 অন্তর—(স° ‘অন্তর’) মধ্যে, ভিতরে; ১২৩, ২১৭;
 অন্তর (ক)—(স° ‘অন্তরা’) মধ্যে; ২২১৫;
 অন্তরঙ্গ (স°)—আত্মীয়; ২২০৫;
 অন্তরধাম—স° অন্তর+ধাম বহুব্রীহি সমাস) অন্তর্ধামী;
 ২৮৮২;
 অন্তর-ধামিনী—১। অন্তর্ধামী; ১৭৮৫; ২। অন্ত-
 ধামিনী; ২৫১৬;
 অন্তরায় (স°)—১। বাধা; ৭০২;
 ২। বিদূরিত; ৪১০;
 অন্তক—অন্তরিত অর্থাৎ আবৃত করিল; ৭১;
 অন্তরে অন্তক—(স° ‘অন্তরান্তর’) মধ্যে মধ্যে; ২২১৫
 অন্তর্দান (স°)—অগ্রকট; ২২২৪;
 অন্তোক্ত (স°)—পরস্পর; ১৬৩২;
 অন্ধা—অন্ধ;
 অন্ধায়ল—অন্ধ হইল; ১৮৩১;
 অন্ধার-রা-রি—অন্ধকার; আঁধার; ২৭৫; ২৮৫;

অপগুণ (স°)—দোষ ; ৫৩০ ;

অপঘন (স°)—অজ ; ১০২০ ;

অপরাধিয়া—অপরাধী ; ২১১২ ;

অপকুব—অপূর্ব ; ৬৩৪ ;

অপকূপ—(‘অপকুব’ জ°) ৫২ ;

অপরে—১। অস্ত্র লোকে ;

২। অস্ত্র কালে ; ২৪১

অপশোসই—(ফা° ‘অফসোস্’ হইতে) আপসোস্ অর্থাৎ

অনুতাপ করে ; ৭৩৩ ;

অপসর (রি)—অপসরা ; ৪৮৩ ; ২২২৩ ;

অপহার (স°)—অপহরণ ; ১৬৩২ ;

অপাঙ্গ (স°)—কটাক্ষ ; ২১৫০ ;

অপায় (স°)—বিপদ ; ১৬৫৪ ;

অপার-রা-রি—অসীম ; ২৭১ ; ৩৪৪ ; ২৮২৬ ;

অপ্রকট (স°)—অন্তর্দ্বান ; ২৩৬৮ ;

অকুরাণ—অকুরন্ত ; অস্ত-হীন ; ১২৩ ;

অব—(হি°, মৈ° ‘অব্’) এখন ; ২৩০ , ২৮৫ ;

অবইতে—আসিতে, আসিবার কালে ; ৩১২ ;

২২৬ ;

অবগাই—(তিঙন্ত শব্দ) ১। অবগাহন করে ; ৫৩ ;

১৫০১ ;

২। অবগাহন কর ; ২৭ ;

৩। অবগাহন করিল ; ৩২৩ ;

৪। তলাইয়া দেখে ;

৫। অবগাহন করিয়া ; ২২২ ;

৬। তলাইয়া ; ৩৭৬ ;

অবগাই—(কদন্ত শব্দ)

১। অবগাহন করিয়া ; ২৭ ; ১০১ ;

২। ভিতরে প্রবেশ অর্থাৎ হৃদয়স্থ করিয়া ;

অবগাত—অবগাহন করে ;

অবগান—অবগাহন ; গান ; ২৬৪৭ ;

অবগাহ (স°)—অবগাহন ; ২১১৬ ;

অবগাহ (স°)—১। গান ; ২৪৭৭ ;

২। ভিতরে প্রবেশ ; ৭০৬ ;

অবগাই—১। গান করে ; ৩০১ ;

২। গান করিয়া ; ১০১১ ;

অবগাই—১। অবগাহন করে ;

২। তলাইয়া বুঝে ; ২৪০ ;

অবগাই—১। গান করিয়া ;

২। প্রবেশ করিয়া, তলাইয়া ; ৩৭৬ ; ২৩১ ;

অবগুণ—(স° ‘অপগুণ’ হি° মৈ°—‘অবগুণ’, ‘ঐগুণ’)

দোষ ; ৪৮১ ;

অবগুণন (স°)—ঘোমটা ; ২৭২ ;

অবঘাত—১। আক্রমণ ; ২২৬ ;

২। আকস্মিক ; ১৭২২ ;

অবতংশ—(‘অবতংস’ জ°) ১৩ ;

অবতংস (স°)—১। কর্ণ-ভূষণ ; ১২০৪ ;

২। শিরোভূষণ ; ২২৮ ;

অবতংসহ—অবতংস রচনা কর ; ২৭৩৪ ;

অবতরি—অবতীর্ণ হইয়া, ১৩ ;

অবতরী—অবতার ; ২২৬৮ ;

অবতার (রী)—(স°)—মূর্তিমান্ বিগ্রহ ; ১২০, ২২২৮ ;

অবতারা (রি)—(‘অবতার’ জ°) অবতার ; ২৭১,

২২৭১ ;

অবধান (স°)—১। মনোযোগ ; ২। মনোগত ভাব ;

৮৭ ; ২২৪১ ;

অবধায়—অবধান করে, লক্ষ্য করে ; ১১৪ ;

অবধায়বি—অবধারণ করিবি ; ১৬৭৭ ;

অবধারণ—অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় করিল ; ১২ ;

অবধারণু—অবধারণ করিলাম ;

অবধারি—১। অবধারণ করিয়া ; ১৬৮ ;

২। অবধারণ ; ২৫২ ;

অবধার্মি—(স° ‘অবধার্ম্য’)

১। অবধারণ করিয়া ; ৪১০ ;

২। (অব্ + ধার্মি) ধারণ করিয়া ; ৪১০ ;

অবধি (স°)—১। সীমা ; ১৮৭, ১৮১৪ ;

২। সম্মিলনের প্রতিশ্রুত সময় ১৮১৩ ;

৩। প্রতীকা ; ৪৮২ ;

৪। শেষ ; ১০৫২ ;

অবধূত—(স° ‘অবধূত্’) সন্ন্যাসী ; ২২২৪ ;

অবধোত—(স° ‘অবধূত’) সন্ন্যাসী ; ২৬৬ ;
 অবধোত-চান্দ—ঐনিত্যানন্দ প্রভু ;
 অবধোত-রাগ—ঐনিত্যানন্দ প্রভু ;
 অবনত (স°)—নীচু ; ২৫৫ ;
 অবনি (নী) স°—পৃথিবী ; ২৬৩ ; ২৬৬ ;
 অবরোধন—অবরুদ্ধ করিল, আটকাইল ; ৩৬১ ;
 অবরোধে—আক্রমণ করে ; ১৮৫৮ ;
 অবলম্ব (স°)—১। অবলম্বন, আশ্রয় ; ৬৮ ;
 ২। উদগম ; ৬৭ ;
 অবলম্ব—অবলম্বন করিল ; ১০৬ ;
 অবলম্বই—১। অবলম্বন করে ; ২৭৫ ;
 ২। অবলম্বন করিয়া ; ২২১৫ ;
 অবলম্বন (স°)—১। আশ্রয় ;
 ২। জীবিকা ; পেণা ; ৪৮৩ ;
 অবলা (স°)—বল-হীনা স্ত্রী-জাতি ; ৩৩ ;
 অবলোকই—অবলোকন অর্থাৎ দর্শন করে ; ২৯২৩ ;
 অবলোকন (স°)—দৃষ্টি ;
 অবশ (স°)—অবাধ্য ; ১৯০৭ ;
 অবশায়িত (স°)—অবশীকৃত ; ২৯০৪ ;
 অবশেষ (বিয়া)—১। অবশিষ্ট ; ১৮০২ ;
 ২। ভুক্তাবশিষ্ট ; ২৫৩৫ ;
 অবসাই—১। অবসান হইয়া ; ১৭৬১ ;
 ২। শেষ করিল ; ২০৪০ ;
 অবসাদ (স°)—ক্লান্তি ;
 অবসাধ—(স° ‘অবসাদ’ দ্র°) ক্লান্তি ; ২২৪৯ ;
 অবসান—অবসান, শেষ ; ৩০১৬ ;
 অবহন—(মৈ° ‘এছন’ ; বা° ‘এহেন’) এইরূপ ; ১২২৬ ;
 অবহি—(‘অব’ ও ‘হি’ দ্র°) এখনই ; ৯৭১ ;
 অবহ—(‘অব’ ও ‘হ’ দ্র°) এখনও ; ১০১২ ;
 অবাকই—(স° ‘অব’+‘অক’ ধাতু) বক্র করে ;
 ৪৫০ ;
 অবিঘন—অবিঘ্ন, নির্বিঘ্ন ;
 অবিঘনি—(‘অবিঘন’ দ্র°) নির্বিঘ্ন ; ৯৭৭ ;
 অবিচল (স°)—অচঞ্চল, স্থির ; ২৮৩ ;
 অবিরাম (স°)—অবিচ্ছিন্ন, ৬৩৭ ;

অবিরোধি—বাহাতে বিরোধ নাই ; ৪৬৮ ;
 অবব্ধ—(স° ‘অবুধ’) ১। বুদ্ধি-হীন ; ২৫০ ;
 ২। অসংবুদ্ধি ; ৫০২ ;
 অবুধ (স°)—মূর্খ, অজ্ঞ ; ৭২৯ ;
 অবুধিনি—বুদ্ধি-হীনা ;
 অবেকত—অব্যক্ত, অস্মৃট ; ৬২ ;
 অভরণ—আভরণ, গহনা ; ১১৮০ ;
 অভাগ-গি-গে—দ্রুদদৃষ্ট ; ভাগ্য-হীনতা ; ৩৭ ; ৪৪২ ;
 ৪৪২ ;
 অভাগিয়া—দুর্ভাগ্য ব্যক্তি ; ২৯৮৫ ;
 অভিন—অভিন্ন ;
 অভিনন্দন (সং)—সানন্দ প্রার্থনা ; ২৯৭১ ;
 অভিনব (স°)—নূতন ; ১৪৬ ;
 অভিনয় (স°)—নাট্যব্যং অনুকরণ ; ২৪৮ ;
 অভিমত (স°)—অভীষ্ট ; বাঞ্ছিত ; ২৫৯ ;
 অভিমুখ—আগ্নানেব প্রকৃত শুদ্ধ নাম ; ২৯৫৮ ;
 অভিমানলি—অভিমান করিলি ; ৪৮৯ ;
 অভিযোগ (স°)—নাট্যিকার বশীকরণ জন্ত ইজিত
 ইত্যাদি ; ৬২০ ;
 অভিলাষই—অভিলাষ করে, ২৫২৩ ;
 অভিষেক (স°)—শাস্ত্রের বিধান মতে মন্ত্রপুত স্নান ;
 ১৫৭৪ ;
 অভিসর—অভিসারে গমন কর ; ৩১৯ ;
 অভিসার (স°)—সঙ্কেত-স্থলে গমন ; ৩৪২ ;
 অভিসারই—অভিসার করে, ২৬২৪ ;
 অভিসারবি—অভিসারে পাঠাইবি ; ১০২৫ ;
 অভিসারল—অভিসারে গমন করিল ; ৩২৬ ;
 অভিসারি—(‘অভিসার’ দ্র° ; মিলের জন্ত ইকারান্ত)
 ৪৮ ;
 অভিসারিকা (স°)—নাট্যিকা-বিশেষ ; যথা—
 “যে যায় সঙ্কেত-কুঞ্জে কান্তে বা আনায় ।
 কহে কবিগণে অভিসারিকা তাহায় ॥”—রস-মঞ্জরী ।
 অভিসারিণী (স°)—(‘অভিসারিকা’ দ্র°) ২৪৫ ;
 ২৭০ ;

অভিসিক্ই—অভিষেক করে অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধান মতে
 দান করায়; ১৫৭২;

অমিময়—(‘অমির’ ঙ্র°) অমৃতময়; ১৫১৮;

অমিয় (ঙ্রা)—(স° ‘অমৃত’, প্রা° ‘অমিঅ’) অমৃত;
 ১৩; ৪৬;

অমীলন—অমিলন, মিলনের অভাব; ২০৩২;

অমৃতকেনি (লিকা)—লাড়ু-বিশেষ; ২৫২৫;

অমেধ্য (স°)—অপবিত্র; ৩০৪১;

অম্বর (স°)—১। আকাশ; ৩৭; ১২৩;

২। বস্ত্র; ১৩২; ২৩৫;

অম্ব (স°)—জল;

অম্বুদ (স°)—মেঘ; ৬১;

অম্বুধর (স°)—মেঘ; ১৩২৩;

অরকত—আরক্তিমতা, লোহিতবর্ণ; ৩৭৩; ৩৮১;

অরপিত—অর্পিত; ২৮৩৭;

অরবিদ্য (স°)—শ্বেত-পদ্ম; ১২৬৭;

অরি (স°)—শত্রু; ২৫২;

অরু—(স° ‘অপর’; অপ° ‘অবর’; হি°, মৈ° ‘ঐর’)

আরো; ১৫২; ৭৬৩;

অরুণ (স°)—১। সূর্য্য; ৬৫৭;

২। (জ্বী—‘অরুণা’) রক্ত-বর্ণ; ৭৩৫;

অরুণিত (নিম)—লোহিত-আভা-যুক্ত ২৮;

অর্ক (স°)—সূর্য্য; ১৬৫১;

অর্গল (স°)—দ্বার বন্ধ করার জন্তু হুগোল, দীর্ঘ ও
 স্থূল কাঠ-খণ্ড; ২৪০৮;

অলক (স°)—ললাটের প্রান্তের ক্ষুদ্র কেশ; ২০৮;
 ৩০৩;

অলক (কা)—চন্দনের চিত্র; ১১২; ১২০; ২৫০;

অলকত—অলক, আলতা; ৩৭৩;

অলকা—(‘অলক’ ঙ্র°) ললাটের ক্ষুদ্র কেশ; ২৭১;

অলকাবলকা—অলকাবলি (কা), চন্দন-চিত্র-সমূহ;
 ২৪৬২;

অলকারি—(হি° ‘লল্কারনা’) স্পর্শ-পূর্ব্বক
 ডাকিয়া; ২৫০২;

অলধি (ধী)—অলম্বী; ৪১৭;

অলখিত—অলক্ষিত; অজ্ঞাত; ১৩৩; ১৫১;

অলত(তক)—(স° ‘অলকক’) আলতা; ৪০২;
 ২৪৬২;

অলপ—অল্প; ৪২৪;

অলপ-গেয়ান—অল্প-জ্ঞান, তল্প-বুদ্ধি; ১১১;

অলস (স°)—আলস্ত-যুক্ত; জড়তা-প্রাপ্ত; ২১২;

অলস—আলস্ত; ২০১৫;

অলসল—আলস্ত-যুক্ত; ২৭২২;

অলসাই—আলস্ত প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ আলস্ত-স্বচক
 গা মোড়ামুড়ি দিয়া; ২৮৩৮;

অলাত (স°)—কুমারের চাক; ১৫৪৫;

অলাপি—আলাপ করিয়া; ২৪২১;

অলিক (স°)—ললাট; ২৪৫৮;

অলী—অলি, ভ্রমর; ১৩২৪;

অলেখি—বাহার লেখা অর্থাৎ হিসাব করা যায় না;
 ২৮২৫;

অশকতি—১। অশক্তি, অক্ষমতা;

২। শক্তি-হীন; ১৬৩৪;

অসঁভার—(স° ‘অসস্তার’) অবলম্বন-হীন; ৪৮৮;

অসকাল—বিকাল; ২০২;

অসত—অসৎ, মন্দ; ১;

অসম (স°)—বেভোড় সংখ্যক, পঞ্চ-সংখ্যক;

অসমঙ্গল (স°)—অসামঙ্গল-বিশিষ্ট, বিরুদ্ধ; ২৪২;

অসমতি—অসম্মতি, অনিচ্ছা; ৪৪৮;

অসম্বর (স°)—সম্বর-হীন; ৭৩৪;

অসম্বরী—সম্বর-হীন; ১৩০০;

অসম্বীত—(‘সম্বিত’ ঙ্র°) অচেতন;

অসিত (স°)—কৃষ্ণবর্ণ; ১৩২৩;

অসিম—অসীম, সীমা-হীন; ২১১১;

অস্থ্যা—অস্থ্যা অর্থাৎ জগের উপর দোষারোপ;
 ১৬৭;

অস্থবাস্তে—(বা° ‘আধিবিধি’) ব্যস্ত-ভাবে; ২৬২৭;

অহনিশি—অহনিশ, দিবা-রাত্রি, সর্ব্বদা; ৫০৪;

অহি (স°)—সর্প; ৪১২;

অহিমকর (স°)—উক-কিরণ; সূর্য্য; ১৩২৩;

অহিরিণি—আভীরী, গোয়ালিনী; ৪৮০;
 অহে—ওহে; ৮০৪;
 অহেরা—(সং ‘আবেটক’, হিং ‘অহেড়’, ব্রং ‘অহের’) শীকার; ৩১৬;

[আ]

আঁকুর—অকুর; ১২৫২;
 আঁধর—অন্ধর;
 আঁধি—চকু; ১৮৬৬;
 আঁচড়—বিদারণ-জাত রেখা; ২৫২২;
 আঁচর—অঞ্চল; ১৭৪;
 আঁটনি—বন্ধন; ১১২৩;
 আঁটি—আঁটিয়া, দৃঢ় করিয়া; ২৭৮;
 আঁটে—সমতুল্য হয়;
 আঁত—(সং ‘অত্র’ শব্দ-জাত; যথা—‘আঁতে তিতা দাঁতে লুন’—‘ডাকের কথা’) উদর; ৩০২৮;
 আঁত—আত্মা; ৪৫;
 আঁতর—১। অন্তর, ব্যবধান; ২২১;
 ২। মধ্য; ১০২৬;
 আ—(সং উপসর্গ=পর্যন্ত;) যথা—আকর্ণ, আক্কাহু; ইত্যাদি;
 ১। আই—(সং ‘আর্থা, অপং ‘অজ্জা’, ‘আজ্জা’, ‘আজ্জি’) মাতা; ১৮৫৪;
 ২। আই—আশ্চর্য-বোধক অব্যয় শব্দ; ১৪৬; ২৭২;
 ৩। আই—১। আসিয়া; ৩০৬;
 ২। আসিল; ১৭৬২;
 আইঠা—(সং ‘উচ্ছিষ্ট’) এঁঠো; ১২০০;
 আইয়তি(তী)—(সং ‘আয়তি’) ভবিষ্যৎ মঙ্গল অর্থাৎ দ্বীলোকের অবৈধব্য; ২৭২২;
 আইলা—আসিল; ১১৭৩;
 আইলু—আসিলাম; ২৭২;
 আইস—এসো; ২২৮;
 আইহ—(?) ২২০২;
 আউছ—(উং ‘আউছি’) আনিতোছে; ১৫৪২;

আউটল—(সং ‘আ+বৃত্ত’ খাটু) আবর্তন করিল,
 আল দিয়া ঘন করিল; ২১২২;
 আউদর—(সং ‘অর্দ্ধাবৃত’ ?); উন্মুক্ত; ২১৬৮;
 আউলাই (ইয়া)—আলুলায়িত করিয়া; ৩০;
 আউলাইল—আলু-খালু হইল; ২৭৪;
 আউলাঞা—আলু-খালু হইয়া; ২৬২; ৩২০;
 আউলায়—আলু-খালু হয়; ৫২৫;
 আউলায়া—আলুলায়িত করিয়া; ৬৭৭;
 আওই—আসে; ১৭১৩;
 আওজ—(আং ‘আবাজ’), শব্দ; ১৫৫৭;
 আওত (য়ে)—আসে; ১৩৬; ১৫৫; ২৭০;
 আওব (বে)—আসিবে; ৭১; ১৮১৩;
 আওয়াস—(সং ‘আবাস’) গৃহ; ২৫১৭;
 আওল—আসিল; ১১৩;
 আওলি—আসিলি; ২৩০;
 আওলু—আসিলাম; ২৭২;
 আওসি—আস; ২৮০৬;
 আকর্ণ (সং)—কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত; ২৪০৮;
 আকর্ষয়—আকর্ষণ করে; ২৫২১;
 আকৃত (সং)—অভিলাষ; ৬৪১;
 আকৃতি—(‘আকৃত’ ব্রং) অভিলাষ, বাঞ্ছা; ৬৭২;
 আকুর—অক্রুর; ১৬১৬;
 আকুল (সং)—১। পরিপূর্ণ; ৩;
 ২। অস্থির; ২৬৫২;
 ৩। আলুলায়িত; ৪০৫;
 আকুলি—আকুলা; ১৭৭৬;
 আখটি(টী)—(সং ‘অখটি’) জেদ, আব্দার; ২৮০২;
 আখর—অন্ধর, আঁধর; ৬২; ১৩২;
 আখ্যান (সং)—নাম, পরিচয়;
 আগ—(সং ‘অগ্র’, প্রাং ‘অগ্গ’)
 ১। আগা; ২০৩;
 ২। সমুদ্র; ৮৩;
 ৩। অগ্র-ভাগ, পূজার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত
 বস্তুর আন্ত অংশ; ১২৭৭;

আগ—(স° ‘অগ্নি,’ হি° মৈ° ‘আগ’) আগুন;

আগম (স°)—তত্ত্ব-শাস্ত্র; ২২৯৮;

আগর—(‘অগুরু’ দ্র°) হুগন্ধি অশুক-কাষ্ঠ;

আগর—(স° ‘আকৃ’ ধাতু প্রণে)

১। পরিপূর্ণ; ২৮৩;

২। আকর, আলয়; ১২৮৩;

আগরি—(‘আগর’ দ্র°; জীলিঙ্গের রূপ) পরিপূর্ণা; ৯৩৬;

আগলি—(‘আগরি’ দ্র°) পরিপূর্ণা; ১৮৭;

আগি (গী)—(‘আগ’ দ্র°) অগ্নি; ১৫০; ২৩৪; ৩২১;

আগিলা—(স° ‘অগ্ন্য’, অপ° ‘আগিরা,’ হি° ‘অগিলা’)
অগ্নিবর্তী; ৬৭৯;

আগু—(‘আগ’ দ্র°) আগে; ৯৫৮;

আগুনি—অগ্নি; ৭১; ২৭৯;

আগুবাড়ি—আগুবাড়াইয়া অর্থাৎ অগ্নসর হইয়া;
২৮৬৭;

আগুয়াণি—(‘আগুয়ান’) অগ্নাগিনিী; ৭১;

আগুয়ান—(স° ‘অগ্নবান্’; হি° ‘অগ্নবা’) অগ্নসর;
২১১;

আগুসরি—অগ্নসর হইয়া; ৯৯; ৩৩২;

আগুসরি—অগ্নসর; ৯৮৪;

আগে—১। পূর্বে, প্রথমে; ২২৩৩;

২। সমুদ্রে; ২২৩৬;

আগোর—(স° ‘আ + গৃহ’ (গত্যর্থক); হি° ‘অগোর’)

১। আগ্লাইল; ৭৫; ২৫১;

২। আগ্লাইয়া; ২৫৮;

আগোরত—(‘আগোর’ দ্র°) আগ্লায়; ৪৪৮;

আগোরয়ে—আগ্লায়; ৮২;

আগোরল—আগ্লাইল; ২৬০; ২৭৪।

আগোরল—আগ্লাইল, আচ্ছাদন করিল (জী°
কর্তৃ-পদ স্থলে) ৫২;

আগোরি—১। আগ্লাইলাম; ২৬১;

২। আগ্লাইয়া;

আঘণ—অগ্রহারণ; ১৭৪৮; ১৮১৪;

আচড়ি—আঁচড়াইয়া; ২০২২;

আকুটি—আংটি; ২৭০

আচবিত—অকস্মাৎ; ১৪২;

আচর—আচরণ কর; ১৩৪১;

আচরে—আচরণ করে; ১০৯৮;

আচার (রা)—আচরণ; ২৭২৭;

আচোড় (র)—আঁচড়; ৭৪৪, ২৫৩৯;

আছ (হয়ে)—আছে; ৪৯৬; ১৪৮৪;

আছইতে—থাকিতে; ১৮৮৫;

আছল—ছিল; ১৮৮৫;

আছলি—ছিল (জী° কর্তৃ-পদ স্থলে) ৬১;

আছিতে—থাকিতে; ৮৯৩;

আছিয়ে—আছি; ৮৯৩;

আছিলু—ছিলাম; ৯৯৩;

আছুক—থাকুক; ২১৫৪;

আছোঁ—আছি; ২৯৮৩;

আজানে—আজানা-ভাবে, অজাত-ভাবে; ১৪৯৪;

আজু—অজ্য, আজ; ২০৯; ২৪৩;

আজুক—আজিকার; ৭২৩; ৭৪১;

আজুলি (লী)—(স° ‘অজুকা’, অপ° ‘উজ্জুকা’)
সরলা; ২০৮৬;

আটকিল—আটকা পড়িল; ২৪৫২;

আটনি—বন্ধন; ২৩২৫;

আটব-সাটব—(স° ‘আটোপ’—গর্ক) সগর্ক আড়ঘর;
২৬৩১;

আঠা—আটা, চটচটে রস; ৮৫৭;

আড়—(স° ‘অর্জু’; প্রা° ‘অড়্‌টো’)

১। বক্র; ৭২১;

২। আড়াল; ৮০৩;

৩। দিক্; ১৬৬২;

আড়ঘ (ঘর)—স° ঘটা, মাজ-মজা;

আড়ঘিনি—আড়ঘর-যুক্ত; ১৫১৮;

আত—(স° ‘আতপ’; অপ° ‘আতব’, ‘আতো’) রৌজ;
১৬৪০;

আতক (স°)—শব্দা; ৬২;

আতপ (স°)—রৌজ; ১৮১৪;

আতর—(আ° 'ইতর') সুগন্ধি নির্বাস-বিশেষ;
 আতি—(স° 'অত্যর') নাশ, ভঙ্গ; ২৫৯৮;
 আতি—অতি, অতিশয়; ২৭৪৫;
 আতুর (স°)—রোগী; ২৩০১;
 আত্মসাৎ—(স° 'আত্মসাৎ') স্বীকার, গ্রহণ;
 ২২৫৮;
 আদিত—আদিত্য; সূর্য্য;
 আধ—অর্ধ; ৪; ৬১;
 আধি (স°)—মানসিক ব্যাধি; ৫৮৫;
 ১। আন—অন্ত, অপর; ৩৬; ৭০;
 ২। আন—১। অন্তর্ভুক্ত; ১২৪; ১৬৫;
 ২। অন্তর্ভুক্ত; ৭১৬;
 আনআন—অন্তোন্ত, পরস্পর; ৭৬২; ২৮২৪;
 আন আন—('১। আন' দ্র°) অন্যান্য; ৭৬৩;
 আনটান, আনটান—(স° 'আচ্ছন্ন-শব্দ-জাত')
 অস্থির; ৬২৭; ২২২৪;
 আনত—অন্যত্র; ১০৫;
 আনত—আনে; ১৭৫৬;
 আনন্দন (স°)—আনন্দ-জনক; ১২০৬;
 আনব—১। আনিবে; ২। আনিব; ৩২৭;
 আনমত (তি)—অন্য রূপ; ৪৭;
 আন-মন—অন্য-মনস্ক; ৩১;
 ১। আনল—অনল, অগ্নি; ১৮২৮;
 ২। আনল—আনিল;
 আনলি—আনিল (ত্রী° কজ্জ-পদ স্থলে) ২০৮;
 আনয়ল—আনাইল; ১৭৩৩;
 আনিরে—আনা হউক; ২৩;
 আনোআন—অন্য-ভাবে; ৬২৫;
 আকল—(স° 'অক', বা° 'আকল', 'আক্লা') অক;
 ৪৩৩;
 আকায়লু—অক করিলাম; ১৬৭১;
 আক্কার (রা)—অককার; ২০৭; ২৩২; ২২৮;
 আক্কারি (রী)—১। আঁকার;
 ২। অককারাচ্ছন্ন; ৩৪৪;
 আক্কা—ঈধো; ২৫৩১;

আপ (পে)—(স° 'আপন', প্রা° 'আপ্প', হি° 'মৈ°
 'আপ্প') নিজ; ১১; ১৩৮৮;
 ১। আপদ (স°)—পদ পর্য্যন্ত; ২৪৮;
 ২। আপদ—(স° 'আপৎ') বিপদ;
 আপন (না)—১। নিজ; ২৮০;
 ২। নিজকে; ২৭২;
 আপনাহি—নিজ; ৪৫৪;
 আপাদ (স°)—পদ পর্য্যন্ত; ২৫০২;
 আপি—১। অর্পণ করিয়া; ৪২; ১১৫;
 ২। ব্যাপ্ত করিয়া; ৩৪৩;
 আব (বে)—আসে; ১১২;
 আব—ক্রীড়া স্থগিত রাখার সংক্লেত-সূচক শব্দ-বিশেষ
 ১১৮৪;
 আবির—ফাগু; ১৪৫৮;
 আবেশ (স°)—১। আবর্জিতাব; ২। ভাবের
 উচ্ছ্বাস; ১৬১; ৩। আগন্তু; ২১৬৫;
 আবেশমোই—আবেশময়; ১২৯৮;
 আবেশিনি (নী)—আবেশ-যুক্তা; ২৭০;
 আভা (স°)—কান্তি; ৬০;
 আভীর (স°)—গোয়াল; ২৬২২;
 আমন্ত্রণ (স°)—আহ্বান; ২৩;
 আমলা—অঙ্গে মর্দনের জন্য আমলকী; ২৫১৭;
 আমা—আমার, আমাকে; ১৪৪;
 আমোদ (স°)—১। সৌরভ; ২৪৬২;
 ২। আনন্দ; ৫;
 আয়—আসিয়া; ২২; ১৮২৬;
 আয়ত—আসে; ২৪২;
 আয়ব—আসিবে; ৩৪৫;
 আয়ল—আসিল; ২২;
 আয়লি—(ত্রী° কজ্জী স্থলে) আসিল; ২৫২;
 আয়লু—আসিলাম; ১৮৮;
 আরান—(স° 'অতিমাত্র', অপ° 'অহিম্র'; ক° কী°
 'আইহন') শ্রীরাধার পতির নাম; ১৩২৩;
 আরানি—('সিয়ানী' কু°) জ্ঞান-হীনা; ১৩ ২৩;
 আরাস (স°)—১। পরিশ্রম;

২। অবসাদে; ১৬১৭;

অযুধ (স°)—অস্ত্র; ১৭৬

আয়ে—(হি° 'আয়ে') আসে; ২৪২৫;

আরত—অমুরক্ত; ১৩৯; ২৩৬;

১। আরতি—('আরত' দ্র°) অমুরক্তা; ১৩৮;

২। আরতি—আর্তি, উৎকর্ষা; ৮৯; ২১২; ২৬৭;

৩। আরতি—(স° 'আ+রতি') অমুরাগ; ১৭; ৩৩;

৪। আরতি—(স° 'আরতিক') মঙ্গল-আরতি; ২৮৭১;

আরম্ভল—আরম্ভ করিল;

আরাত্রি (ত্রিক)—আরতি; ১৫৩৮;

আরাধন (স°)—পূজা; ৭৪৪;

আরাধব—আরাধনা করিব; ১৮৯৩;

আরাধল—পূজা করিল; ১২৬১;

আরাধলি—পূজা করিলা; ৩৯

আরাধহ—পূজা কর; ১৩৪১;

আরাধিলু—আরাধনা করিলাম; ১২৭৭;

আরিজা—(স° 'আর্য্য'; পূ° ব° গ্রা° 'আরিজ্জা'); বড়;

আরিশি—(স° 'আদর্শ') আশী, দর্পণ; ২১৩৮; ২৫৪৮;

১। আরে—অধিকন্তু; ২৫৩২;

২। আরে—ও রে; ৮৫৮;

আরোপণ (স°)—স্থাপন; ২৩;

আরোপলি—(ক্রী° কজী°) আরোপণ করিল; ২৪৫১;

আরোপিয়া—স্থাপন করিয়া; ২১১৯;

আর্ন্ত (স°)—কান্তর; ২৯২৪;

১। আলয় (স°)—গৃহ;

২। আলয়—আল, ফেলে; ২২০০;

আলগছি—পায়ের আঙ্গুলে ভর করিয়া চলা; ১১৫২;

আলবাটি—পিকদানী; ৩০৭৭;

আলদ—আলস্ত; ২২৮; ২৩২;

আলসল—অলস হইল; ২১২৯;

আলা—আলোকিত; ৬০; ১২৫; ২৬৭;

আলাইছে—এলাইয়া পড়িতেছে; ২৫৮০;

আলাই বালাই—(আ° 'বলা'; মৈ° 'আলী-বালী')

আপদ-বিপদ; ২৫২৫;

আলান (স°)—গজ-বহন-যন্ত্র; ১৬৭৭;

আলাপ (পন) স°—১। কথা-বার্তা; ১৬৯; ২১৮৫;

২। রাগ-রাগিনীর আলাপ-চারী; ৫৫; ১৪৮;

আলাপই (রে)—আলাপ করে; ১৩৯; ১৮৩০;

আলাপলি—রাগালাপ করিলা; ১৬৫;

আলাপি—আলাপ করিয়া; ৯৩;

আলি (লী) স°—সখী; ৭১; ১২৭৫;

আলিঙ্গই—আলিঙ্গন করে; ৭৫৮;

আলিপন—আলপনা; ১১৭১;

আলু—আসিলাম; ২৭৭;

আলুইছে—এলাইয়া পড়িতেছে; ২৫৮০;

আলুয়া—এলাইয়া; ১০৮৩;

আলো—(স° 'হল', বা° 'হালো' 'ওলো') সোধোদন-ম্চক

শক; ৯৫১;

আলোকন (স°)—দর্শন; ২৭৩;

আশংস (স°)—আশা; ১৩১২;

আশ—আশা; ৮; ৭৮;

আশিন—আশ্বিন; ১৮১৪;

আশীষ—আশীর্বাদ; ১২৭৭;

আশোয়াস—আশ্বাস; ২৭; ১৮৩;

আশোয়াসল—আশ্বাস দিল; ৭৩;

আশোয়াসলি—১। আশ্বাস দিল (ক্রী° কজী°)

২। আশ্বাস দিল; ৩৬৬;

আশোয়াসলু—আশ্বাস দিলাম; ১৮২৯;

আশোয়াসে—আশ্বাস দেয়; ১৭৪;

আশ্বাস (সন) স°—সাম্বনা; ১৬১৫;

আষাড়ি—দণ্ডধারী; ১৩২৫;

আসন (স°)—১। উপবেশনের পৌষ্ঠ ইত্যাদি; ১৯০২;

২। বাস-স্থল; ১১;

৩। রতি-বহু; ১৯৭৫;

আসব (স°)—মধু; ১৫৩৪;

আসিছে—আসিতেছি; ১০৬৩;

আসু—(হি° 'আসু') অস্ত্র; ২৪৮৯;

আস্ত—সম্পূর্ণ, সমগ্র; ১২২;

আবাদে—আবাদন করে; ১৩; ১৪;

আহ—আহা; ১০৮০;

আহিরিণি—আভীরী, গোপী ;

আহিরী—গোপী ;

আহীর—আভীর, গোপ ; ৬৮৭ ;

আহতি (স°)—যজ্ঞের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য ইত্যাদি

দ্রব্য ; ৪৬৬ ;

আহ্লাদন (স°)—আনন্দ-উৎপাদন ; ২১৩৫ ;

[ই]

ইক্ষু-শাল—আঁখ-মাড়াইর যজ্ঞের ঘর ; ২২০০ ;

ইজিত (স°)—সংক্ৰান্ত, দৈশার ; ৯৯ ; ২২০ ;

ইচ্ছয়ে—ইচ্ছা করে ; ১৭৭ ;

ইচ্ছয়া—ইচ্ছা করিয়া ; ৮৪৩ ;

ইচ্ছিল—ইচ্ছা করিল ; ১৯৬৬ ;

ইচ্ছ—ইচ্ছা করে ; ২৪৫৩ ;

ইতিউতি—(স° ‘অত্র অমুত্র’) এথাৎ-ওথাৎ ; ২৪৪ ;

ইথে—(স° ‘অত্র’, প্রা° ‘অথ’) ইহাতে ; ২৬৭ ;

ইথে লাগি—এই জন্য ; ৩০২ ;

ইনকে—ইহার ; ১০৬ ;

ইনহি—ইনি ; ২৮২৩ ;

ইন্দ্রবর—(স° ‘ইন্দ্রবর’ জ°) নীলোৎপল ; ২২৯ ;

ইন্দ্রবর (স°)—নীলোৎপল, নীল-বর্ণ শালুক-ফুল ;

৯৮০ ;

ইন্দু (স°)—চন্দ্র ; ২১৫২ ;

ইন্দুয়া—(‘ইন্দু’ জ°) চন্দ্র ; ৩৪১ ;

ইন্দুরতন—ইন্দুরত্ন ; মুক্তা ; ২৭১ ;

ইন্দ্রজালিক—(স° ‘ঐন্দ্রজালিক’) ইন্দ্রজাল অর্থাৎ

ভোজের বাজিতে নিপুণ ; ৫৭ ;

ইন্দ্রনীল (স°)—উজ্জল নীল-বর্ণ বহু-মূল্য মণি-বিশেষ,

‘নীলম্’ নামে প্রসিদ্ধ মণি ; ২৬৮ ;

ইন্দ্রন (স°)—জালানি কাঠ ; ৭০৭ ;

ইন্দি—ইনি ; ২৮৮৪ ;

ইবে—এখন ;

ইবত—ঈষৎ, অল্প ; ২০১ ;

ইহ (স°)—এখানে ; ৫১ ; ৬১ ; ৩৫ ;

ইহ—(স° ‘ইদম্’ শব্দ-জাত ; হি° ‘সহ’)

১। এই ইহা ; ১, ৮২ ;

২। এই ব্যক্তি ; ১১৩ ; ২৪০ ;

ইহাঁ—(স° ‘ইহ’ জ°) এখানে ; ২০২৫

[ঈ]

ঈশ (স°)—প্রভু, দৈশ্বর ; ১৫২২ ;

ঈষত—ঈষৎ, অল্প ;

[উ]

উ° (উ°)—(পঞ্চমী-বিভক্তির চিহ্ন) ইহাতে ; ১৫৪২ ;

উকটিতে—তালাস করিতে ; ১১৬৭ ;

উকটিয়া—তালাস করিয়া ; ১৩১৬ ;

উকটিগ—তালাস করিল ; ১১৬৪ ;

উকটে—তালাস করে ; ২৬৩১ ;

উকি—(স° ‘উক্কা’, অপ° ‘উক্কা’, ‘উকা’) জলন্ত তৃণা-

দির খণ্ড ; ৮৭৯ ;

উগইতে—(‘উগয়ে’ জ°) উদিত হইতে ; ১৮৫৭ ;

উগয়ে—(হি° ‘উগ্না’ ধাতু) উদিত হয় ; ৫৪৯ ;

উগরই—উদগীরণ করে ; ৭০৮ ;

উগরে—উদগীর্ণ করে ; ১০৯৩ ;

উগারই (রে)—উদগীর্ণ করে ; ২৬৮ ; ৬৪৫ ;

উগারল—উদগীর্ণ করিল ; ২৩২ ;

উগারসি—উদগীর্ণ করিতেছে ;

উগারে—উদগীর্ণ করে ; ২৪২ ;

উগ্রসেন—কংসের পিতা রাজা-বিশেষ ; ২২৬৯ ;

উঘট—উদ্ঘাটিত হয়, নির্গত হয় ; ১৫৫৭ ;

উঘাড়ই (ত)—উদ্ঘাটিত করে, খোলে ; ৫৭৩ ; ২৩৬৪ ;

উঘাড়ল—উদ্ঘাটিত করিল ; ২৪৯৬ ;

উঘাড়িয়া—উদ্ঘাটিত করিয়া ; ২৩১০ ;

উঘারি—১। উদ্ঘাটিত করিয়া ; ৩২৭ ;

২। উদ্ঘাটিত করে ; ১০৪ ;

উঘারিলা—উদ্ঘাটিত করিল ; ২৩৫১ ;

উচ—উচ্চ ; ১০৫ ;

উচকই—(স° ‘উৎ + চকিত’) উৎপীড়িত হয় ; ৯৮৭ ;

উচল—উচ্চ স্থল ; ৮৮৭ ;

উচাটন—(স° 'উচ্চাটন') ১। অস্থির ; ২২ ; ৩৪৫ ;

২। অস্থিরতা হেতু বস্ত্রণা-দায়ক ; ২২০ ;

উচাটে—উচ্চাটিত হয়, অস্থির হয় ; ২৭০ ;

উচায়—উচ্চ করে ; ২৮৭৮ ;

উচার—উচ্চারণ করে ; ১৪৮৩ ;

উচার—উচ্চারণ ; ১৪৮৪ ;

উচারিতে—উচ্চারণ করিতে ; ৩৮৬ ;

উচারিয়া—উচ্চারণ করিয়া ; ২৮৮৪ ;

উছর—(স° 'উৎ + সর') বর্জিত ; ২৫২৫ ;

উছল—উচ্ছলিত হইল ; ১৮০৭ ;

উছলই (ত)—১। উচ্ছলিত হয় ; ৮৬ ; ২৭৩ ;

২। উত্তীর্ণ হয় ;

উছলনি—উৎকণ্ঠ করা ; ১২৮২ ;

উছলল—উৎখলিল ; ২৭৩ ; ২৭৪ ;

উছলাই—উচ্ছলিত করিয়া ; ২৬৮২ ;

উছলি—উচ্ছলিত হইয়া ; ১৩১৮ ;

উছলিত—উচ্ছালিত ; ১৮২ ;

উছলিতে—বিস্তৃত অর্থাৎ খলিত হইয়া পড়িতে ; ২০২ ;

উছাহ—উৎসাহ ;

উজর—উজ্জল ; ১৬২ ;

উজরল—উজ্জল করিল ; ২৫১২ ;

উজলিত—উজ্জলীকৃত ; ২৫১২ ;

উজাগর—(স° 'উজাগর') জাগরণ ; ৩৬২ ; ৩৮৩ ;

উজাগরি—জাগরণ করিয়া ; ৩৮৬ ;

উজান—(স° 'উৎ + যান') জলের উর্দ্ধ-গতি, জোয়ার ;

১৪৮ ;

উজারই—উজ্জল করে ;

উজারল—উজ্জল করিল ; ২২০৭ ;

উজারলু—উজ্জল করিলাম ; ২৮২ ;

উজারি (রি)—উজ্জল ;

উজারি—উজ্জল করিয়া ;

উজালা—উজ্জল ; ২৮৬৮ ;

উজিয়ার (রা)—উজ্জল ; ৩৫০ ; ৪৮১ ;

উজিয়ারি (রী)—উজ্জলা ; ৭৫২ ;

উজিয়ালা—উজ্জল ; ২৭৪ ;

উজোই—('উজোরি' জ°) উজ্জলা ; ১২২৮ ;

উজোর—উজ্জল ; ৬৭ ; ১৩২ ;

উজোরল—১। উজ্জল করিল ; ৩১৪ ;

২। উজ্জল ১০১৪ ;

উজোরলি—উজ্জল করিল (জী° কর্তৃ-স্থলে) ; ৩০৫ ;

উজোরহ—উজ্জল কর ; ২৭৩৪ ;

উজোরি—উজ্জলা ; ১২৩ ;

উজ্জল (স°)—১। দীপ্তি-শালী ;

২। উজ্জল অর্থাৎ আদি-রস ; ৬২৫ ;

উজ্জল-রস (স°)—'শুভার' বা 'আদি-রস' ; ১১ ;

উঝাল—উত্তীর্ণ ; প্রদীপ্ত ; ২৭০৭ ;

উঝালি—(বা° শ° জ°) উত্তোলন করিয়া ; ২২২৩ ;

উঠই (ত)—উঠ ; ৩২ ;

উঠই (ইতে)—উঠিতে ; ১৬২৪ ;

উঠউ—উঠে ; ১৬১৭ ;

উঠল—উঠিল ; ২৫১ ;

উড়ান—উড়ন অর্থাৎ শূন্যে কল্পন ; ১৬৫১ ;

উড়ায়ত—উড়ায় ; ১৪৪২ ;

উড়ু (স°)—নক্ষত্র ; ৩৮০ ;

উড়ু উড়ু—('উড়' 'উড়' অর্থাৎ উড়ি উড়ি) বাহির

হওয়ার জন্য অস্থির ; ৭২৩ ;

উড়ুপ (পতি) স°—চন্দ্র ;

উড়ুপুড়ু—('উড়ু' 'উড়ু' জ°) ২৫৩২ ;

উটনী—('ওটনি' জ°) উত্তরীয় বস্ত্র ; ২৬২৩ ;

উতকণ্ঠিত—উৎকণ্ঠিত ; ২৮০ ;

উতপত্ত—উত্তপ্ত, উষ্ণ ; ২৫ ; ১৫২ ;

উতপত্তি—উৎপত্তি, জন্ম ; ১১৪৮ ;

উতপল—উৎপল, শালুকের ফুল ; ২১ ; ৮৬ ;

উতপাত—উৎপাত, উপদ্রব ; ১৫৮৬ ;

উতর—উত্তর, অবাব ; ৭২ ;

উতরল—উত্তীর্ণ হইল, উপস্থিত হইল ; ২৬৪৮ ;

উতরলু—উত্তীর্ণ হইলাম ;

উতরি—উত্তীর্ণ হইয়া ; ১৪২২ ;

১। উতরোল—(স° 'উৎ + তরল') উৎকণ্ঠিত ; ৫৪ ;

২৬ ; ১২৬ ;

২। উত্তরোল—(‘উৎ+রোল’) উচ্চ শব্দ; ২৫; ১০৩;
 উত্তরোলসি—উৎকর্ষা প্রকাশ করিতেছে; ১৩৮;
 উতাপই—উতাপিত করে; ১৭১৩;
 উতাপিত—উতাপিত;
 উতার—খোল; ১৩৯১;
 উতারই—খোলে; ২২২৭;
 উতারব—১। উত্তীর্ণ হইবে; ৭১;
 ২। উত্তীর্ণ করিবে; ৪৩২;
 ৩। উত্তীর্ণ করিব; ১৪১০
 উতারল—১। খুলিল; ৭২৮;
 ২। নামাইল; ২৬২৭
 উতারলু—খসাইলাম; ২৬১;
 উতারি—খুলিয়া; ৪৮২;
 উৎকর্ষিতা (স°)—অষ্ট-নারিকার অন্তর্গত নারিকাবিশেষ; বধা,—
 “সক্রেতে প্রাণেশ নাহি আসে কি কারণ,—
 করে চিন্তা যেবা ‘উৎকর্ষিতা’ সেই জন।” রস-মঞ্জরী।
 উৎসুক (স°)—উৎকর্ষিত; ৬২০;
 উত্তর (স°)—১। পরবর্তী; ১৮৫;
 ২। জবাব;
 উত্তান (স°)—চিৎ হইয়া শায়িত; ১৬৬২;
 উথলই—উছলিয়া উঠে; ১৫৬৭;
 উথলল—উছলিয়া উঠিল; ৬৬০;
 উথলে—১। উছলিয়া উঠে; ৭৮৩;
 ২। উচ্ছল হইল; ২৫১;
 উদ—(‘উদিত’ হইতে) উপস্থিত; ১৮৪৪
 উদ—(স° ‘উদক’; সমাসে ‘উদ’) জল; ৭৬০;
 উদগতি—উদগতি, উদগম; ২৬১২;
 উদগীম—উদগীষ, উৎকর্ষিত; ৭২;
 উদঘাটলু—উদঘাটিত করিলাম, খুলিলাম; ৯৮৮
 উদঘাটহ—উদঘাটিত কর;
 উদগু—উদাম, উদগু; ২৮২৬;
 উদবেগ—উদবেগ, উৎকর্ষা; ৪২;
 উদভট—উদভট, অজুত; ২৫০;
 উদয়ত—উদিত হয়; ১৭৫২

উদয়তি (স°)—উদিত হইলে; ৪৮০;
 উদযোগ—উদ্যোগ; ১২৬৮;
 উদয়ল—১। উদয়ল হইল; ২০২;
 ২। উদয়ল; ১০৭৪;
 উদাম—(স° ‘উদাম’) ১৩৮৬; উচ্ছল; দড়ি-
 ছেঁড়া; ১২৩;
 উদার (স°)—১। সরল; ২৩৮;
 ২। মহৎ-স্বভাব; ২৬৬;
 উদাস—উদয়ল; ১২৩; ৭২৬;
 উদাস (সা)—১। উদাস্ত; ২১৪; ২৫২;
 ২। উদাসীন; ৩৮;
 উদিগে—ঐ দিকে, অন্তর্দিকে; ৭২৬;
 উদিত (স°)—১। উদিত;
 ২। উদয়িত, বিকসিত; ১৫
 উদুখল—উদুখল; ১২; উদুখলি; ১১৬২;
 উদেশ—(স° ‘উদ্দেশ’) ১। উদ্দেশ; ৫২৩;
 ২। অমুসন্ধান; ২০২; ১৮৫৮;
 উদগু (স°)—দণ্ডায়মান-অবস্থা-যুক্ত; ১৫৪৫;
 উদর্জন (স°)—অঙ্গে লেপনের গন্ধ-দ্রব্য; ১৭৭৭;
 উদমবহ—চেষ্টাযুক্ত; ২৪৩৫;
 উদ—উর্জ; ২৬২১;
 উদার—উদার; ২২০১;
 উদার—উদার কর; ৪২৩;
 উদারণ—(স° ‘উদারণ’) উদার-কারী; ২২৬২;
 উদারল—উদার করিল; ২৪৩১;
 উদমজি—উদয় হইয়া অর্থাৎ ভাগিরা উঠিয়া; ২৫০১;
 উদমত—উদমত, পাগল; ৭৪;
 উদমতা—উদমতা; ২৫৪৭;
 উদমতি (তী)—পাগলিনী; ৩২;
 উদমতি—(‘উদমতি’ জ°) পাগলিনী; ১২২০;
 উদমাদ—(স° ‘উদমাদ’) ১। উদমততা; ৫৩; ১৭৩;
 ২। উদমত; পাগল; ৩৪০;
 উদমুখ—উদমুখ, উৎসুখ; ১১২০;
 উদহি—উনি, তিনি; ২৫৩২;
 উদহি—উদাহতে; ১০৬;

উন্নয়ন (স°)—উন্নয়ন-যুক্ত ; ২০২৭ ;
 উন্নয়ন (স°)—প্রবণ ; ১১৩ ;
 উন্নয়নিত (স°)—উৎপাদিত ; ১৮৭ ;
 উপচক্র—(স° 'উপ+চক্র') সমস্ত, জড়সড় ;
 ১০০ ; ১০০২ ;
 উপচার (স°)—১। উপভোগের দ্রব্য ; ৩০২ ; ১৭২৩ ;
 ২। অকুষ্ঠান ; ২৫ ;
 উপচারি—(স° 'উপ+চর' ধাতু) উপচার দিয়া ;
 ১৫৭৩ ;
 উপচারি—উপচার, উপকরণ ; ১৮৭২ ;
 উপজত (রে)—উৎপন্ন হয় ; ২২২ ;
 উপজল—উৎপন্ন হইল ; ৫২ ; ১২৪ ;
 উপজায়—উৎপাদিত করে ; ৭৭৮ ;
 উপজায়ল—উৎপাদিত করিল ; ১৫০ ;
 উপজিত—উৎপন্ন ; ২১১৪ ;
 উপজিতে—উৎপন্ন হইতে ; ২৪২ ;
 উপজে—উৎপন্ন হয়, জন্মে ; ২২১ ;
 উপদেশল—উপদেশ করিল ; ৪৫৪ ;
 উপনিত—উপনীত, উপস্থিত ; ১৭৭ ;
 উপনীত—(স°)—উপস্থিত ; ১০৮ ; ২২০ ;
 উপমা (স°)—তুলনা ; ১৩ ;
 উপরায় (স°)—স্বর্ষ বা চন্দের গ্রহণ ; ৮৫ ;
 উপরি উপরি—(স° 'উপরি+পরি') অজস্র, অবিশ্রান্ত ;
 ৭৬৪ ;
 উপহাসব—উপহাস করিবে ; ৪৬৫ ;
 উপহাস্য—(স°) উপহাসের পাত্র ; ৩০২০ ;
 উপাই—উপায় ; ১২১২ ;
 উপাল—বান্ধ-বস্ত্র-বিশেষ ; ২২২২ ;
 উপাম—১। উপমা ২২২ ;
 ২। (সমাল যুক্ত পদে) তুল্য ; ১২৫ ;
 উপাস—উপবাস, অনশন ; ৫১৫ ;
 উপেখ—উপেক্ষা কর ; ১৬৫৭
 উপেখন—উপেক্ষা ; ১২৫১
 উপেখব—উপেক্ষা অর্থাৎ পরিত্যাগ করিব ; ৪৫ ;
 উপেখবি—উপেক্ষা করিবি ; ৩৭৫ ;

উপেখয়ে—উপেক্ষা করে ; ১৭৭
 উপেখল—উপেক্ষা করিল ; ৪৫ ; ১৮৪
 উপেখলি—১। উপেক্ষা করিল (ত্রী° কর্তৃ° হলে) ; ৪২০
 ২। উপেক্ষা করিলা ; ১২০৪ ;
 উপেখলু—উপেক্ষা করিলাম ; ৪৪৩ ;
 উপেখসি—উপেক্ষা করিতেছিস ;
 উপেখি—১। উপেক্ষা করিল ; ৪ ;
 ২। উপেক্ষা করিয়া ; ৩০২ ;
 উপেখিতে—উপেক্ষা করিতে ;
 উপেখিবা—উপেক্ষা করিবা ; ৩০৭৬ ;
 উপেখিয়া—উপেক্ষা করিয়া ; ২১০২ ;
 উপেখিয়ে—উপেক্ষা করা হয় ; ২৩২ ;
 উবটন—(স° 'উবর্টন') ১। অঙ্গ-মর্দন ; ২৫৩৫ ;
 ২। অঙ্গ-মর্দনের উপকরণ ; ২৬৮৭ ;
 উবরি—(স° 'উৎ+বৃত্ত', অপ° 'উবড়' ধাতু) উত্তৃত্ত
 হইয়া ; কিরিয়া ; ২২৪ ;
 উবরে—('উবরি' দ্র°) কিরে ; ২৪৭ ;
 উভ—(স° 'উর্ক' অর্থে 'উদ্', অপ° 'উধ্', 'উভ্') উচা ;
 ৬৫২ ; ২১৬৭ ;
 উভ-রায়—(স° 'উর্ক-রায়') উচ্চ শব্দে ; ১৫৮৭ ;
 উভ-হাতে—(স° 'উর্ক-হতে') দুই হাত উঠাইয়া ; ৮২৬ ;
 উভায়য়ে—ঢালে ; ২৬১৩ ;
 উভারি—১। ঢালিতেছে ; ১৭৫২ ;
 ২। উছলিয়া ;
 উভারিল—ঢালিল ; ২১১২
 উমগ—(স° 'উমার্গ', হি° 'উমগ্') হর্ষোচ্ছ্বাস-যুক্ত ;
 উমগতি—('উমগ' দ্র°) হর্ষোচ্ছ্বাস-যুক্ত হয় ; ১০২০ ;
 উমড়ই—উছলে ; ১৪৬১ ; ২২১৪ ;
 উমড়ি—উছলিয়া ;
 উমত—উন্নত ; ২৬০ ;
 উমতায়—উন্নত হয় ; ১২০৪ ;
 উমতায়ই—উন্নত করিয়া ; ১৪৩২ ;
 উমতায়ল—উন্নত করিল ;
 উমতায়লি—উন্নত করিলি ; ৪০ ;
 উমতি (ত্রিনী)—উন্নতা ; ২৭৭ ; ২২৪০ ;

উম্মি—(স° 'উম্মত' হইতে) অস্থির হইয়া ; ১৭২২ ;

উমা (স°)—পার্বত্য ; ২০২ ;

উমাপতি (স°)—মহাদেব ; ২০২ ;

উন্নব—উদিত হইবে ; ৯০৪ ;

উন্নস—উদিত হইল ; ১৩২ ;

উন্ন—(স° 'উন্নস') বক্ষ ; ৭১ ; ১৫০ ;

উন্নগ (স°)—'সর্গ' ; ৭৮৯ ;

উন্নজ—('উন্নজ' অ°) স্তন ; ২০৬ ;

উন্নঝাই—(হি° 'উন্নঝা') মিশ্রিত হইয়া, জড়াজড়ি
হইয়া ; ২৫৫৫ ;

উন্নধ—উন্ন ; ২৮৮৭ ;

উন্নবি—উন্নী, পৃথিবী ; ২৪৬২ ;

উন্ন (স° 'উন্ন')—উন্ন, উন্ন ; ২০৬ ;

উন্ন (স°)—বিশাল ;

উন্নজ (স°)—স্তন ; ৮২ ; ১২৫ ;

উন্ন—হলহুল ; ১০০২ ;

উন্নট (টি)—উন্নটা, বিপরীত ; ৯৪ ; ৫৭১ ;

উন্নটল—উন্নটা অর্থাৎ অলিত হইল ; ৭১৭ ; ২৭২৭ ;

উন্নটারবি—উন্নটা করিবি ; ৪৭৩ ;

উন্নটারল—উন্নটা করিল ; ৫৫ ; ২০০ ;

উন্নটারসি—উন্নটা করিতেছি ; ২৩১ ;

উন্নটি—১। ফিরিয়া ; ৪৯ ;

২। উন্নটাইয়া ; ২০৬ ; ৩০২ ;

উন্নটে—ফিরিয়া আসে ;

উন্নডাল—উন্নট-পালট ; ২৮২৮ ;

উন্নসই—উন্নসিত হয় ; ২১৩৫ ;

উন্নসি—উন্নসিত হইয়া ; ২৫৮৯ ;

উন্নসিত—উন্নসিত, আনন্দিত ; ২৭৪ ;

উন্নালী-হুলালী—(সহচর-শব্দ ; 'হুলালী' অ°) ২৫৬১ ;

উন্নাস—উন্নাস, আনন্দ ; ২২৫ ;

উন্নসি, উন্নসি—(স° 'উন্ন+সন' ধাতু, উন্নসাস লইয়া ;

১২১৮ ; ২৫৯৭ ;

উহ (হি°)—('হি°' 'হ') ১। ঐ ; ৭৮ ;

২। উহা ; ১২৩ ;

উহকে—উহার ; ১০৬

[উ]

উহর—উহল ; ১২০৪ ;

উহই (ত)—ওহ ; ৩৮০ ; ১৬২৭ ;

উহি—উহিয়া ; ৫৯৮ ;

উহত—উহে ; ১৭৩৩ ;

উহি—উহিয়া ; ১৬৭৯ ;

উহে—উহে ; ২৪৩৪ ;

উন (স°)—কম ; ৪৬ ;

উপর—(স° 'উপরি', হি° 'উপর') উপরে ; ২১ ;

উন্নত—উদিত হয় ; ২৪৭৫ ;

উন্নল—১। উদিত হইল ; ৫৯ ; ১৭৬ ; ৩০৪ ;

২। আকাশে উদ্ভিত হইল ; ৭০৯ ;

[ঞ্চ]

ঞ্চ (স°)—কাল-বিভাগ-বিশেষ ; ৩০৬ ;

ঞ্চ-পতি (স°)—বসন্ত ঞ্চ ; ৩১৪ ;

ঞ্চ-রাজ (স°)—বসন্ত ঞ্চ ; ১৪৬৬ ;

[ঞ]

ঞ—(হি° 'এহ') এই ; ৬৬ ; ১৯৮ ;

এক-চিত—(স° 'এক-চিত্ত') এক-মন ; ২৪৬ ;

একতান—একই স্তর-যুক্ত ; ২৫৫৭ ;

একদিষ্ট—এক-দৃষ্টি ; ৩০ ;

একস্ত—(স° 'এক+স্ত') এক-মনে ; ৭০ ;

একস্ত—(স° 'একাত্ত') একাত্ত, নিতাত্ত ; ২১৯ ;

একল (ল)—একাকী ; ৩০ ; ৭৫ ;

একলি—১। কেবলই ; ২১৭ ;

২। একাকিনী ; ২১১ ; ২৪৯ ;

একগরি (রিয়া)—(স° 'একসর') ১। একাকী ;

২। একাকিনী ; ৩৩৬ ; ৪১১ ; ৭৩৪ ;

একাত্ত (স°)—১। নিতাত্ত ; মিশ্রিত ; ২১৯ ;

২। নির্জন স্থল ; ৬৮ ;

একু—একই ; ১০১ ; ২৭৩ ;

একু-মেলি—একত্র-মিলিত ; ৭৯ ;

একে—১। এক পক্ষে ; ১৩৪ ; ১২৫ ;

২। একত্র ; ২৭৭ ;

একেশ্বর—('একসরিয়া' জ°) একাকী ; ৩৫৬ ;
 একেশ্বরী—('একসরিয়া' জ°) একাকিনী ; ৮৮৩ ;
 এড়াই—অতিক্রম করি, ছাড়াই ; ২৪২ ;
 এড়ান—অতিক্রম, অব্যাহতি ; ৮৫৭ ;
 এড়ি (ড়িয়া)—ছাড়িয়া ; ২২৩০ ;
 এত—১। এই পরিমাণ ;
 ২। এরূপ ; ১২০ ;
 এতহ—ইহাও ; ১২০৪ ;
 এতা—(হি° 'এতা') এত ; ১২১৮ ;
 • এতনি—(হি° 'ইতনা') এইরূপ ; ১২৭৫ ;
 এতক—এই পরিমাণ ; ১৩৩ ;
 এতেনে—(হি° 'ইতনা') এই-পরিমাণ, এইরূপ ; ১১১ ;
 এথা—এখানে ; ১৪৪ ;
 এবে—(হি° 'মৈ° 'অব্') এখন ; ১১৬ ;
 এমত—এইরূপ ; ১৮৪ ;
 এহ (হি°)—১। এই ব্যক্তি ; ১৫০ ;
 ২। ইহা ; ১৪২ ; ২৩৩ ;
 এহেন—('এইহন' জ°) এইরূপ ; ৩৪৫ ;

[জ]

এইহন—(স° 'ঈদূদ', গ্রা° 'এরিসো', অপ° 'এইসা', হি°
 'এসা', মৈ° 'এসন', এসন', 'এহন', বা° 'এহেন'
 'হেন') এইরূপ ; ১০ ; ৩০৯ ;
 এইহ—('এইহন' জ°) এইরূপ ; ৩৭ ; ৬৪ ;
 ঐরি—(স° 'অরি') শত্রু ; ১৭৭০ ;

[ঙ]

ঙ—(স° 'অদঃ' হি° 'বহ্') ঐ ; ৭১ ; ৭৭ ; ২১৫ ;
 ঙজ—(স° 'অজ'-শজজ) পদ্ম ; ১০৮১ ;
 ঙঝা—(স° 'উপাধ্যায়', গ্রা° 'উবঝঝা' ; অপ°
 'উঅঝঝা', হি° 'মৈ° 'ঙঝা 'ঝা') ঙস্তান ; ১৩৫ ;
 ঙঠ—ঙঠ, ঠোঁট ; ২২০২ ;
 ঙঢ়নি (নী)—১। উড়নী, গায়ের উত্তরীয় বস্ত্র ; ১০২৪ ;
 ২। ঢাকনি ; ১৩৫৫ ;
 ঙত—(মৈ° 'ঙত') আড়াল ; ১২৪৮ ;

ঙতারল—('ঙত' জ°) লুকাইল ; ২৮২৪ ;
 ঙদন (স°)—অর ; ৪২০ ;
 ঙরাজ—(কা° 'আরাজ') শত্রু ; ৬৫৭ ;
 ঙরারো—(হি° 'রার'—আবাত) আবাত করি ;
 ১০৮৬ ;

ঙর—১। সীমা, প্রান্ত ; ৫৭ ; ১৪২ ; ২০৪ ;

২। দিক ; ১৫১ ; ৪৬৮ ;

ঙল—(স° 'ঙল') আত্ম, ভিত্তি ; (২০৮ স° পদের
 'ভুল' স্থলে সংশোধিত পাঠ ; গ্রহ-শেষে 'পরিবর্তন
 ও পরিবর্তন' শীর্ষক জটব্য)

ঙলাব—নামাইব ; ১৩৭২

ঙহি—('উহি' জ°) ১। ঐ ; ২৪৮৫ ;

২। কুহ-ধ্বনি ; ২৪৮৫ ;

[ঙ]

ঙধদ—ঙধধ ; ৪২ ; ৯৮ ;

ঙপধি—ঙধধ ; ১২১৮

[ক]

কঁচুক—('কঙ্কক' জ°) বর্ষ ; ৪৫০ ;

ক—১। বস্তু-বিভক্তির চিহ্ন ; ২১ ; ৪৩ ;

২। দ্বিতীয়-বিভক্তির চিহ্ন ; ৫২৮ ; ৫৩৭ ;

কক্ণটি (টী)—বানর-বিশেষের নাম ; ২৫০৬ ;
 ২৫০৭ ;

কক্ণ (স°)—কাঁকন ; ২৩৫ ;

ককতি (স°)—চিক্ণী ; ২২২০ ;

কঙন—(হি° 'কোন') কে ; ১৮১৪ ;

কঙল—কমল, পদ্ম ; ৮৫৫ ;

কঙলা—১। মিষ্টান্ন-বিশেষ ; ২৫৫৭ ;

২। কমলা-লেবু ; ৬৫১ ;

কচ (স°)—কেশ ; ১০৪ ;

কচালিয়ে—রগড়াই ; ৭৪১ ;

কছ—(হি° 'কুচ্') কিছু ; ১১২ ; ১১৪ ;

কক্ক (স°)—১। বর্ষ ; ১৪৮৩ ;

২। কাঁচুলি ; ১১৭ ; ৩২৬ ;

কক (স°)—পদ্ম ; ২২ ;

কটক (স°)—ভূষণ-বিশেষ ; ২৪৩৯ ;
 কটরি—বাটি, পেয়ালা ; ২৭১ ;
 কটখ (খি)—কটাক, বহিমৃষ্টি ; ৫৮ ; ১৫০ ;
 কটরলি—কর্তিত করাইল ; ১২৮ ; ২০২ ;
 কটোর-রা-রি—বাটি, পেয়ালা ; ১২৫ ; ১২৮ ;
 ২০২ ;

কড়হ—(স° ‘কটি-কক’) কৌচড় ; ২০৩ ;
 কণ (স°)—কণা, ক্ষুদ্র অংশ ; ২৪৫৫ ;
 কণি—কোণা ; ৬৩৭ ;
 কটক (স°)—১। কাঁটা ; ২৭০৫ ;

২। রোমাঞ্চ ; ২৬৬০ ;

কটকী (স°)—কাঁঠাল ; ১৭০০ ;
 কঠক (স°)—কঠ ; ২৪৩২ ;
 কত—কত জন ; ২৭ ;
 কতয়ে—(হি° ‘কিতা’) কত ; ১৮৩ ;
 কতহ (হ°)—কতই ; ৬৯ ; ৩৬২ ;
 কতি—কত ; ৯৭৭ ; ২৫৩০ ;
 কতি—(‘কথি’ দ্র°) কোথায় ; ৬৭৬ ; ১৩৫৫ ;
 কতিহ—কোথাও ; ১৭১ ;
 কতেক—কত পরিমাণ ; ১৪১ ;
 কতেক—কত ; ১৪১ ;
 কথন (স°)—কহা ; ১৬৭৭ ;
 কথি—(‘কতি’ দ্র°) কত ; ৮৪ ; ১০৭ ;
 কথি—(স° ‘কুত্’, প্রা° ‘কুথ’) কোথায় ; ১১৪ ;
 কথি—(স° ‘কথ’) কেন ; ২৫৩ ;
 কথি লাগি—কি জন্তে ; ১৭৯ ; ৩৬২ ;
 কথিহ—কোথাও ; ১৮ ;
 কথো—কতেক ; ১৮৫০ ;
 কদন (স°)—১। ক্রেশ ; ১৩১৩ ;

২। ক্রেশ-দায়ক ; ৪৭ ;

কদম (স°)—কদম-ফুল ; ৬৭ ;
 কদমক (স°)—সমূহ ; ২৭১২
 কদম্বা—মিষ্ট-দ্রব্য-বিশেষ, কদম্বা ; ২৫৯৫ ;
 কদম্বন (স°)—বিভ্রমণ ; ৮৭৯ ;
 কদলক (স°)—কলা ; ২৭০০ ;

কদলী—(স°)—কলা-গাছ ; ১৫৩ ;
 কনক (স°)—স্বর্ণ ; ১২৫ ;
 কনক-ধূম (স°)—(১৩৪১ পদের টীকা দ্র°) ১৩৪১ ;
 কনক-লতা—স্বর্ণ-বর্ণ-লতা-বিশেষ ; ২৬৪ ;
 কনয় (রা)—কনক, স্বর্ণ ; ৪ ; ৪৭ ; ৫৯ ;
 কনৈঠ—কনিষ্ঠ, ছোট ; ৮৩ ;
 কন্ত—কান্ত, প্রিয়তম ; ১১২ ; ৩০৩
 কন্ম (স°)—মূল, আকর ; ৮ ; ১৭ ;
 কন্ম—(স° ‘কন্মল’) মূলী পুষ্প-বিশেষ ; ২৪৩৫ ;
 কন্ময় (স°)—গুহা ; ৩৫০ ;

কন্ময়, কন্ময়—স্বক ; ১২৩০ ;

কন্মরা—কন্ময় ; গুহা ; ১০৩১ ;

কন্মল (স°)—নীলবর্ণ পুষ্প-বিশেষ ; ২৪১৪ ;

কন্মল (স°)—বর্জন ; ২৪৩৭

কন্মুক (স°)—ক্রৌড়ার গোলক-বিশেষ ; ১২৪৬ ;

কঙ্ক—স্বক, কাঁধ ;

কঙ্কর (স°) গ্রীবা, গলা ; ১৩২৩ ;

কপট (স°)—১। ছল ; ২১৭ ;

২। কপটা, প্রবঞ্চক ; ৩৩০ ;

কপল—(‘কপোল’ দ্র°) গাল ; ২৮৮ ;

কপাল (স°)—১। মাথার খুলি ; ৮৫৫ ;

২। অদৃষ্ট ;

কপালি (লী)—কপাল-গস্তা, সামুদ্রিক-বেতা ; ১২৭৭ ;

কপালি—পোড়া-কপালী ; ২৬৯৮ ;

কপিনাস—বাস্ত-যজ্ঞ-বিশেষ ; ১২৭৮ ;

কপূর—কর্পূর ; ২৮১ ;

কপূর—কর্পূর ; ৩০৫ ;

কপূরিত—কর্পূর-যুক্ত ; ৩০৮ ;

কপোত (স°)—পায়রা ; ১৪৯২ ;

কপোল (স°)—গণ্ড, গাল ; ১৩৬

কব—(হি° মৈ° ‘কব্’) কখন ; ৬১ ; ১৭১ ;

কব—কহিব ; ২৫৮

কবজ (আ°)—বিক্রম-পত্রের আশ্রয়িত দখলের

রসিদ ; ৫০৫ ; ২০৫৬ ;

কবরি (রী)—মোপা ; ১৫৬ ; ২০৫ ;

কবল (স°)—গ্রাস ; ৪৩৯ ;
 কবলই—গ্রাস করে, পরাজিত করে ; ১০৪৩ ;
 কবলিত (স°)—গ্রস্ত, গিলিত ; ৬২০ ;
 কবছ—কখনও ; ৯১২ ;
 কবিলাস—বাস্ত-যন্ত্র-বিশেষ ;
 কমঠ (স°)—কচ্ছপ ; ৭০৫ ;
 কমনিয়—কমনীয়, স্থলয় ; ২৪৫০ ;
 কমল (স°)—১। পদ্ম ; ১৬৩ ;
 ২। জল ; ১৬৩ ;
 কমলালয় (স°)—পুষ্করিণী ; ৩৫০ ;
 কমলিনি—১। কমল, পদ্ম ;
 ২। পদ্মিনী-জাতীয়া নারিকা ; ১০৯ ; ১১৩ ;
 ৩। সুকুমারী, কোমলাঙ্গী ; ১২৭ ; ২৭৪ ;
 কম্প (স°)—কাঁপ ; ১৫৯ ;
 কম্পই—কাঁপে ;
 কম্পিয়া—কম্পিত ; ১৮০৬ ;
 কম্বু (স°)—শব্দ ; ৫৯ ;
 কম্বল—করিল ; ৫৭ ; ১১৫
 কম্বলি—১। (জী° কর্ত্তী স্থলে) করিল ;
 ২। করিলি ; ৪৫ ;
 কম্বলু—করিলাম ; ৪৮ ;
 কম্ব (স°)—১। হস্ত ; ১৩০ ;
 ২। শুঁড় ; ৭২০ ;
 ৩। কিরণ ; ২১৯ ;
 কম্ব—যজ্ঞ-বিভক্তির চিহ্ন ; ৫১ ; ৪০৬ ; ২০০২ ;
 কম্ব—(হি° 'কব্') করিয়া ; ৭০৬ ;
 কম্বই—১। করে ; ১৬৭ ;
 ২। করিয়া ;
 ৩। করিতে ; ২০৪ ;
 কম্বইতে—করিতে ; ২২১ ;
 কম্বটি—(স° 'কব্টি') কাঁকড় ; ২৬৫১ ;
 কম্বা (স°)—শিলা ;
 কম্বগ—ডালিম ; ২৭১ ;
 কম্বল—(স° 'কব্ব') বমণলু, করোয়া ; ৩০৫০ ;
 কম্বল (স°)—নখ ; ১২৮৩ ;

কব্বল—একপ্রকার পুশ ; ৮১ ;
 কব্বল (স°)—১। ক্রিয়া ; ১২২৯ ;
 ২। রতি-বন্ধ ;
 কব্বল—কর্ণ ; ২৪৩৫ ;
 কব্বল—(স° 'কব্বল') রতি-বন্ধ ; ২৭২৭ ;
 কব্বলি—কব্বল, কার্ধ্য ; ১২৫৭ ;
 কব্বত—১। করে ; ১ ; ১১ ;
 ২। করিতে ; ৭১০ ;
 কব্বতারি—কব্ব-তালী, হাতে তালী ; ২৮৭০ ;
 কব্বতাল—বাস্ত-যন্ত্র-বিশেষ ; ২৩ ; ১১৭ ;
 কব্বব—১। করিবে ; ২১৮ ;
 ২। করিবা ;
 ৩। করিব ; ৪৬ ;
 কব্ববি—করিবি ; ২৭ ; ২৮ ;
 কব্ববীর (স°)—কব্ববী-ফুল ; ২২১ ;
 কব্বত (স°)—হস্তি-শাবক ; ৭২০ ;
 কব্বম—১। কর্ম ; ১৫১ ;
 ২। ধর্ম-কর্ম ; ১১ ;
 ৩। অদৃষ্ট ; ৩৭ ;
 কব্বদিত (স°)—সম্মিলিত ১০১৩ ;
 কব্বয়—করে ; ১০২ ;
 কব্বয়ে—১। করে ;
 ২। ('কব্বই' জ°) করিতে ; ৩০৫ ;
 কব্বল—করিল ; ৬ ;
 কব্বলি—(জী° কর্ত্তী স্থলে) করিল ;
 কব্বলু—করিলাম ; ৪০৪ ;
 কব্ববব—আকর্ষণ করিব ; ১২৭৫ ;
 কব্ববয়ে—আকর্ষণ করে ; ১১৫ ;
 কব্ববিতে—আকর্ষণ করিতে ; ৫৭৪ ;
 কব্বসি—১। করিস ; ২৭ ; ১৩৮ ;
 ২। করিতেছ ; ১২৬৩ ;
 কব্বাল—করাইল ;
 কব্বায়সি—করাইতেছে ; ৪২৮ ;
 কব্বি—১। করিয়া ; ২৬০৮ ;
 ২। করিল ; ২৬০৮ ;

করিয়ে—করি; ৬২; ৬৩;

করিলু—করিশাম; ১২৪;

করু—১। করে; ১; ১১;

২। কর; ২৭; ১০৭;

৩। করি;

৪। করুক; ১৮;

৫। করিল; ১১৫;

৬। করিলা; ৫৭৪;

করুণ (স°)—১। করুণা-যুক্ত;

২। এক-জাতীয় লেবু; ১৪৩০;

করুণা (স°)—১। দয়া; ৮২২;

২। কাতর-উক্তি; ৬৬;

করোঁ—করি; ১১৮;

কর্ণধার (স°)—মাকী; ১৪১৮;

কর্ণিকার (স°)—১। পদ্মের পাপড়ীর অগ্রভাগ; ২১৮৬;

২। ২১৮ সোনালু-গাছের স্বর্ণবর্ণ পুষ্প; ২৪৭৩;

কর্ণুর (স°)—অগন্ধি দ্রব্য-বিশেষ;

কর্ণুর-মালতী—অকট-নাশক অখাত্ত-বিশেষ; ২৫৫২;

কর্ষহ—আকর্ষণ কর; ১৬৬০;

কষিতা (স°)—আকৃষ্টা; ১৬৬০;

১। কল (স°)—অক্ষুট-মধুর-ধ্বনি; ২৪৩৪;

২। কল—(স° ‘কলা’) বস্তু; ১৩১৪;

কলই—কল-ধ্বনি করে; ২০৫;

কলধৌত (স°)—স্বর্ণ; ৪০৪;

কলন-না-নি—(‘কল’ দ্র°) কল-ধ্বনি; ২৬৮;

কলগ—কল্ল-পরিমিত কাল; ২৮৪;

কলগতক—কল্লতক; ১;

কলম্ব—কল্লব, পাপ; ১২৫৪;

কল-ম্ব (স°)—১। মধুর অক্ষুট-ধ্বনি; ১১২১;

২। মধুর শব্দ-যুক্ত; ১০৭২;

কলহংস (স°)—এক-জাতীয় বস্তু হাঁস; ২৪৩৪;

কলহাস্তরিতা (স°)—অষ্ট-নাম্বিকার অন্তর্গত নাম্বিকা-বিশেষ; যথা,—

“অপমান করি’ কান্তে অহুতপ্তা হয়,

কলহাস্তরিতা তারে কবিগণ কর;”—রস-মঞ্জরী।

কলা—(স° ‘কদলক’, প্রা° ‘কঅলক’)

১। কদলী-বৃক্ষ; ২৩;

২। কদলী-ফল;

কলা (স°)—১। চন্দ্রের কলা; ৬৩;

২। নৃত্য-গীত ইত্যাদি শিল্প-কলা;

কলা-আগন—(‘কলা’ ও ‘আগন’ দ্র°) রতি-কলায়

নৈপুণ্য-মুচক বিচিত্র রতি-বস্তু; ১২৮৩;

কলানিধি (স°)—চন্দ্র; ১২২৫;

কলাপ (স°)—১। সমূহ; ১৬৯৮;

২। ময়ূর-পুচ্ছ;

কলাবতি (তী)—কলাবতী, কাম-কলায় নিপুণা; ৬২;

কলি (স°)—কলি-যুগ; ২২১৫;

কলিক—কলিকা; কলি; ১০৮৬;

কলিজা (হি°)—হৃৎপিণ্ড; ১৭০৭;

কলিত (স°)—১। ধ্বত; ৬২;

২। জনিত; ৩৩২;

কলি-ভব (স°)—কলিতে জাত অর্থাৎ কলির জীব;

৩০২৩;

কলুব (স°)—পাপ; ১৩২;

কলেবর (স°)—দেহ; ৪০৪;

কলেশ—ক্লেশ; ১৮৪২; ১২৭৫;

কলোক্তি (স°)—কলা অর্থাৎ ক্রীড়া-হেতু উক্তি;

২৬৬২;

কল্যাণ (স°)—কুশল; ১৭৭;

কল্লব (স°)—পাপ; ৩; ৩৮;

কল্লোল (স°)—তরঙ্গ;

কলটি—কটি-পাথর; ১২১৮;

কলণ—কর্ণণ, আকর্ষণ; ২৬৪;

কলণক শিলা—আকর্ষণের পাথর, চমুক পাথর; ২৬৪;

কলারিত (স°)—কলার-রস-যুক্ত অর্থাৎ বিরস; ৫৬৩;

কবি—কটি-পাথরে ঘসিয়া; ১২১৮;

কবিল—কটি-পাথর দ্বারা পরীক্ষিত; ২৮;

কসিনী—পরিধান-কারিণী; ২৮৭২;

কহ—১। কহে; ৫৩; ৮৫;

২। কহিয়া; ১০৮০;

৩। কহিতেছ; ১৮২৭;
 কহই—১। কহে; ৩৫; ৪৮;
 ২। কহিতে; ১১৫;
 ৩। কহিয়া;
 কহইতে—কহিতে; ৫৩; ১২২;
 কহত—১। কহে;
 ২। কহ; ৫৭৪;
 ৩। কহিতে; ১৫৮;
 কহন—কথন, কথা; ১৫১;
 কহব—কহিব; ৭২;
 কহবি—কহিব;
 কহল—১। কহিল; ২২৩;
 ২। কহিলাম; ৩২২;
 কহল—('কহিল' প্র°) কহার যোগ্য; ৭২৮;
 কহলম—কহিলাম; ৮৭;
 কহলা—কহিল; ১৬৭০;
 কহলি—১। (প্রী° কহলী) কহিল;
 ২। কহিলি; ৩৬৮;
 কহলু—কহিলাম; ৮১;
 কহসি—১। বল; ৬৩;
 ২। বলিতেছ; ৭০;
 কহারসি—কহাও, বলাও; ৩০১৭;
 কহি—('হি° কহী') কোথাও; ১৭৬;
 কহিয়া কারক—('কারক' প্র°) কহিয়া কারাক অর্থাৎ
 খালাস; ৩০৩৬;
 কহিরে—১। কহি; ২৪;
 ২। কহা যায়; ৭১;
 কহিল—(ক্রমস্ত 'ইল' প্রত্যয়) কহার যোগ্য; ৭৩৬;
 কহিলু—কহিলাম; ১৩৩;
 কহ (হ)—কহে; ২১৫৭;
 কহৌ—কহি; ৫৬;
 কাকালি—কটি; ১৩৫৫;
 কাচনি—সজ্জা; ২২০;
 কাচর—('কাচলা' প্র°) কাচুলী; ২০০;

কাঁচলা (লি)—(স° 'ককুলিকা') কাচুলী; ১২৫;
 কাঁচ (চা)—১। অপক; ১২২;
 ২। ভরল অর্থাৎ নির্দল; ১০৩; ৫৩১;
 কাঁচুয়া—(স° 'ককুক') কাচুলী; ৬২০;
 কাঁঠি—কণী, কণ্ঠ-হার; ১১৬১;
 কাঁতি (তিরা)—কান্তি; ৫৫; ১৪৭২;
 কাঁদন—ক্রন্দন; ১০৫;
 কাঁপ—১। কম্প; ১৩৬;
 ২। কাঁপে; ১০০; ১২২;
 কাঁপাই (রে)—কাঁপে; ২৮; ১৬২;
 কাঁপসি—কাঁপিতেছ; ২৬৩;
 কাঁপি—১। কাঁপে; ১৬০০;
 ২। কাঁপিয়া;
 কা—(হি° 'ক্যা') কি; ১৭৪; ৩২৮;
 কা—(বঞ্জী-বিতস্তির চিহ্ন, প্র° 'কা')
 কাকর—কাহার; ৫৪৮;
 কাকলি (লী) (স°)—অব্যক্ত মধুর শব্দ; ৫৭৪;
 কাকু (স°)—কাতর-শব্দ;
 কাকুতি—(স° 'কাকুতি') কাকু-সূচক উক্তি; ১৬৪;
 কাচ (স°)—ভঙ্গুর স্বচ্ছ দ্রব্য-বিশেষ (Glass)
 ৩৬৮;
 কাচলি—('কাঁচনি' প্র°) সজ্জা; ২৪৩২;
 কাজিয়া—কাজ; ১৬২৮;
 কাজর—(স° 'কার্য', অপ° 'কারজ্'—'কাজ') কার্য;
 ১২৮৩;
 কাজর (ল)—কজ্জল, কাজল; ৮০; ১৩৭;
 কাকন (স°)—বর্ণ; ১০;
 কাকন-বুধি—বর্ণ-বর্ণ যুই-কুল-বিশেষ; ২০;
 কাটব—কর্তন করিবে, দংশন করিবে; ৩৬৭;
 কাটল—দংশন করিল; ৩৮২;
 কাটারি—(স° 'কর্তরী') দা; ১৪২;
 কাড়িতে—টানিয়া সরাইতে; ৭২৭;
 কাড়িয়া—বাহির করিয়া; ৭২০;
 কাড়ই—নির্গত করে; ৭৭০;

কাঢ়ল—টানিয়া সরাইল ; ১৮৮৬ ;
 কাঙার (স°)—নৌকার হাল ;
 কাঙারী (স°)—নৌকার মারী ; ১৪০৯ ;
 কাতরি—ঘনা-গাছের সহিত কাত বা বক্রভাবে সংযুক্ত
 ঘূর্ণমান কাঠখণ্ড ; ২২০০ ;
 কাতা—(প্রা° 'কর্তা') কর্তা ; ৮৫০ ;
 কাতিক—কার্তিক ; ১৭৭৪ ;
 কান (হু)—শ্রীকৃষ্ণ ; ৩৯ ; ৭৩ ; ১১৫ ;
 কানরা—(যৈ° 'কলু') শ্রীকৃষ্ণ ; ১৬৯৮ ;
 কানড়—(স° 'কণ্ডোট', অপ° 'কন্নোড়') নীলোৎপল ;
 ১৫৭ ; ২০৫ ;
 কানড়া—(স° 'কর্ণাটিকা') রাগিণী-বিশেষ ;
 কাঙ (স°)—প্রিয় ;
 কান্ডা (স°)—প্রিয়া ; ৫ ;
 কান্ডামৃত (স°)—রূপ-মুখা ; ১৬৫১ ;
 কান্দ—কাঁদে ; ৭৭ ; ২৬৬ ;
 কান্দই(রে)—কাঁদে ;
 কান্দারসি—কাঁদাইতেছে ; ৩৭৪ ;
 কান্দার—কানী, ধার ; ২০৩ ;
 কাম (স°)—১। কামনা ; ২৪০ ;
 ২। কাম-দেব ; ১৬২ ;
 ৩। কাম-বাসনা ; ৫২৬ ;
 কাম (মা)—১। কর্ম, কার্য ; ১৭০ ; ২১৪ ;
 ২। কামনা-বাসনা ; ২৫৪ ;
 কামদ (স°)—কামনা-পূর্ণ-কারী ; ১৬৫ ;
 কামন—কামনা, অভিলাষ ; ৩৩৩ ;
 কাম-সিন্দুর—উৎকৃষ্ট সিন্দুর-বিশেষ ; ৫৩৫ ;
 কামাইলা—কোর-কর্ম করিলা ; ৬৩৭ ;
 কামায়ল—নির্মাণ করিল ; ১৮৮৬ ;
 কামান (কা° 'কমান')—ধনু ; ৩৪ ; ৭৪ ;
 কামিনি(নৌ)—১। সুবতী নারী ; ২০৭ ;
 ২। কামুকী ; ৫৬১ ;
 কাম—কাহাকে ; ১৪৬ ;
 কাম—('কাহে' জ°) কেন ; ২৩০ ; ৮৫৮ ;
 কাম (স°)—দেহ, কারা ; ৩২৯ ;

কামবার—(স° 'কাম-বার্ভা', ডু° 'রাম-বার' বা° শ°)
 স্ততি ; ২৬৯৬ ;
 কাম—(স° 'কাল') জ্ঞাতন ; ৬৪১ ;
 কামা (রি)—(স° 'কাল', 'কালী') কৃষ্ণ-বর্ণ-বিশিষ্ট ;
 ৪৮১ ;
 কামিগর (ফা°)—কামিকর, শিল্পী ; ১৫৩ ;
 কাল(লা)—১। কৃষ্ণ-বর্ণ ; ১০১ ; ১২১ ;
 ২। শ্রীকৃষ্ণ ; ১২১ ; ৮২৮ ;
 কালকূট—ভীত বিষ-বিশেষ ; ১২০২ ;
 কাল-বাল (স°)—কৃষ্ণ-সর্প ; ২১৬৩ ;
 কাল-ভুজগ—(স° 'কৃষ্ণ-ভুজঙ্গ')
 ১। কৃষ্ণ-সর্প ; ১০১ ;
 ২। লম্পট শ্রীকৃষ্ণ ; ১০১ ;
 কালি—কালিয়-নাগ ; ৫৬ ; ৫১৬ ;
 কালিম—কালিমা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ-যুক্ত ; ১৮৮৬ ;
 কালিয় (স°)—নাগ-বিশেষ ; ১৮৮৬ ;
 কালিয়(রা)—১। কালো ; ১৩৫ ; ৪০৬ ;
 ২। শ্রীকৃষ্ণ ; ২৯ ; ৪০৬ ;
 কাহ—১। কাহার ; ১২৩ ;
 ২। কাহাকে ; ১৭৭৩ ;
 কাই—(হি° 'কাই') কোথায় ; ২২৭ ;
 কাই—('২। 'কাহে' জ°) কেন ; ৪৫৮ ;
 কাইক—কোন্ ব্যক্তির ; ৪৩৯ ;
 কাহা—(হি° 'ক্যা') কি ; ৪৫৩ ;
 কাহি—কাহাকে ; ৯৩৯ ;
 কাহ—কাহাতেও ; ৯৩৭ ;
 কাহক (কে)—কাহাকেও ; ৬২ ; ১৭৪ ; ১৭৬ ;
 ১। কাহে—১। কাহাকে ; ১২৩ ;
 ২। কাহাতে ; ১২৩
 ২। কাহে—(স° 'কথাম', অপ° 'কাই', হি° 'কাঁও')
 কেন ; ৬৮ ; ৭৫ ;
 কাহে লাগি—কি জন্তে ; ১৪৬ ;
 কি (কী)—বস্তু-বিকল্পের চিহ্ন ; ৮৫ ; ২৪৫ ;
 কিঞ্চি (কী)—কটির অলংকার-বিশেষ ; ২৬৮ ;

- কিংক (স°)—গলাশ-ফুল ; ১৪৩০ ;
 কিঙ্কর (স°)—ভৃত্য ; ৪০৬ ;
 কিঞ্জে—('কীঞ্জে' দ্র°) করুন ; ২৮৬০ ;
 কিঞ্চন (স°)—ধনী ; ২২১৩ ;
 কিড়া—(স° 'কীট', অণ° 'কীড়', 'কীড়') পোকা ;
 ৩২২৬ ;
 কিলকিলিত (স°)—গর্জ, অভিলাষ, রোমন, হাস
 প্রভৃতি ভাবের সংমিশ্রণ-জাত আনন্দের অবস্থা-
 বিশেষ ; ১৩৪০ ;
 কিতব (স°)—শঠ ; ১৮৮৬ ;
 কিতাব—(ফা° 'কিতাবৎ') কর্তৃত্ব ; ১০৬ ;
 কিয়ে—(হি° 'ক্যা') ১। কি ; ১২ ; ৭১ ;
 ২। কি জন্ত ; ২৩৬ ;
 ৩। কিংবা ; ১২ ; ৪৭ ;
 ৪। কি করিয়া ; ১২৪ ;
 ৫। কি দিয়া ; ১৪৬ ;
 কিয়ে (হি°)—করিয়াছেন ; ২৮৬২ ;
 কিয়ে কিয়ে—কত কত ; ৭৬২ ;
 কির—('কীর' দ্র°) টিয়া-পাখী ; ৭১৭ ;
 কিরিত্তি—কীৰ্ত্তি ; ৩০৫ ;
 কিরিপা—কুপা ; ৩০৭২ ;
 কিরীতিয়া—কীৰ্ত্তি ; ১৮০২ ;
 কিশলয় (স°)—পল্লব ; ২১২ ;
 কিশোর (স°)—কুমার ;
 কিশোরি (রী)—১। কিশোর-বয়স ;
 ২। স্ত্রীরাধা ;
 কিসে—কি দিয়া ; ১৪৬ ;
 কী—কি, কোন্ ; ৭৫ ; ২২৭ ;
 কীঞ্জে—(হি° 'কীজিএ') করুন ; ২৮৫৮ ;
 কীর (স°)—টিয়া-পাখী ; ২৪৪ ;
 কীরণ—কিরণ ; ৩২৭ ;
 কীৰ্ত্তন (স°)—ভগবানের নাম-গান ; ১৬২ ;
 কীৰ্ত্তিদা (স°)—স্ত্রীরাধার মাতার নাম ; ২৫৮০ ;
 কীল (স°)—লৌহাদির নির্মিত শঙ্খ বা ঘণ্টা ;
 ১৬৭৬ ;
 কু (উ)—বষ্টি-বিভক্তির চিহ্ন ; ১৫৪২ ;
 কুক্রম—কুক্রম, হ্রস্বদৃষ্ট ; ৪০৪ ;
 কুক্রম (স°)—জ্ঞান, স্বগন্ধি জব্য-বিশেষ ; ৩৭৩ ;
 কুচ (স°)—স্তন ; ১২৭ ;
 কুক্ষিত (স°)—১। কোকড়ানো ; ২৬৮ ;
 ২। বক্র ; ১৮৮৬ ;
 কুষ্টি—(স° 'কুষ্টি') কুম্বাসা ;
 কুটা—(বা° শ° দ্র°) মর্দিত খড় ; ২৫২৫ ;
 কুটির—কুটির, পত্রাদি দ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ ; ২৫ ;
 কুটিল (স°)—বক্র ; ২৩ ;
 কুটুম (স°)—বান্দানো মেজে ; ২৫৭২ ;
 কুষ্ঠক (স°)—কুষ্ঠা-জনক, জয়-কারী ; ২৪৩২ ;
 কুণ্ডলি (লী)—সর্প ; ১৮২৩ ;
 কুতুহলি—কুতুহলী, কৌতুকযুক্ত ; ২৬৬ ;
 কুন্তল (স°)—কেশ ; ৫৩১ ;
 কুন্দ (স°)—শেতবর্ণ পুষ্প-বিশেষ ; ৮০৬ ;
 কুন্দ—কাঠ-মিল্লীদিগের যন্ত্র-বিশেষ ; ১৩৪৮ ;
 কুন্দন (হি° 'কুন্দন')—উজ্জল ; ১০২ ;
 কুন্দল (লি)—কোদল, কলহ ; ২৬২৮ ;
 কুন্দাওল—কুন্দানো, কুন্দাইয়া গড়া ; ১৩৪৮ ;
 কুন্দার—যে কাঠ-মিল্লী কুন্দের কাজ করে ; ৭২০ ;
 কুন্দিল (লে)—কুন্দাইয়া গড়িল ; ১৫৩ ;
 কুবলয় (স°)—নীলোৎপল ; ২৬৮ ;
 কুমতিনি (নী)—কুব্জি-যুক্ত নারী ; ৩৬৩ ;
 কুমদ—১। (স° 'কুমদ') কুমদ অর্থাৎ শেতবর্ণ শালুক-ফুল ;
 ১০৬৩ ;
 ২। (স° 'কুমদ') কুংসিত মস্ততা-যুক্ত ; ১০৬৩ ;
 কুমদ (স°)—শেতবর্ণ শালুক-ফুল ; ৮৬ ;
 কুমদবন্ধ (কুম্বা)—চক্র ; ১৪২৩ ;
 কুস্ত (স°)—১। কলসী ; ৩০২ ;
 ২। হস্তীর মস্তকের কুম্বাকৃতি অংশ ; ২৫১ ;
 কুরজ (স°)—মৃগ ; ১৪৮৪ ;
 কুরঙ্গী (স°)—মৃগী ; ১৪৮৩ ;
 কুর (স°)—করো ; ৫১৫ ;
 কুলজা (স°)—কুল-কাষিনী ; ২৬৫১ ;

কুলিন সাপিনী—এক-জাতি সপী ; ৭৮৫ ;
 কুলিশ (স°)—বজ্র ; ১৬১২ ;
 কুশ (স°)—তৃণ-বিশেষ ; ১৭৬২ ;
 কুশারি—(পু° ব° ‘কুশইর’) ইক্ষু, আখ ; ৪৫০ ;
 কুসুম (স°)—পুষ্প ; ২০৪ ;
 কুসুম-শর (স°)—কল্পর্প, কামদেব ; ৭৫ ;
 কুসুমিত (স°)—পুষ্প-যুক্ত ; ৬৮ ;
 কুহক (কি)—কুহক, ভেলকি ; ৫৭ ; ১৭৬ ;
 কুহকত—কুহ-ধনি করে ; ৫৬৪ ;
 কুহর (স°)—গর্ভ ; ২৪৬২ ;
 কুহরত—কুহরে, মধুর শব্দ করে ; ৩২৩ ;
 কুহ—১। কোকিলের শব্দ
 ২। (স° ‘কুহ’) অমাবস্তা ; ১৬২২ ;
 কুহলিয়া—(পু° ব° ‘কুইল্’ = আর্ন্ত-নাদ) আর্ন্ত-নাদ করিয়া ;
 ১৮১২ ;
 কুজই (য়ে)—কুজন-শব্দ করে ; ২৪৭২ ; ২৪৮২ ;
 কুপ (স°)—১। জলাশয়-বিশেষ ; ১০০ ;
 ২। গভীর আধার ; ১৪৩ ;
 কুল (স°)—১। তট ; ২০৫ ;
 ২। (স° ‘কুল’) সমূহ ; ৩০১ ;
 ৩। বংশ ; ৭০২ ;
 কৃত-সেব (স°)—সেবিত ; ২৪৩১ ;
 কৃতান্ত (স°)—ঘম ; ১৭২২ ;
 কৃত্য (স°)—কার্য ; ২৪৫৮ ;
 কৃপণ (স°)—১। দীন ; ২৪৩২ ;
 ২। অদাতা ; ৫১৩ ;
 কৃপাণ (স°)—তরোয়াল ; ৪০২ ;
 কৃশিম—কৃশ ; ৭৮২ ;
 কে—১। নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তির চিহ্ন ; ২৫৫ ;
 ২। সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন ; ১০৬ ; ১১১ ;
 ১৮৭২ ;
 কেওয়া—(স° ‘কেতক’) কেয়া-ফুল ; ১৩৪৮ ;
 কেকা (স°)—ময়ূরের শব্দ ;
 কেকি (কী)—(স° ‘কেকিনু’) ময়ূর ; ২০০২ ; ২৪০৬ ;
 কেতকি (কী)—কেয়া-ফুল ; ১৩৪৮ ;

কেতন (স°)—গৃহ ; ২৬০ ;
 কেন্দুবিষ—বীরভূমের অন্তর্গত ‘কেন্দুলি’ নামক স্থান
 (জয়দেব গোস্বামীর বাস-স্থল) ; ১৩ ;
 কেরোয়াল—দাঁড় ; ২২০৩ ;
 কেল—করিল ; ১৩২ ;
 কেল (লিয়া)—ক্রীড়া ; ১ম ভাগ, ১৩৫ পৃষ্ঠা ; ১২৭৭ ;
 কেলি—করিলি ;
 কেলিকদম্ব—এক-জাতীয় কদম্ব-বৃক্ষ ; ৭৪ ;
 কেলি-কমল—বিনাস হেতু করে ধৃত কমল ;
 কেশর (স°)—১। নাগেশ্বর ; ১৪৩০ ;
 ২। বকুল ;
 ৩। কুসুম, জাফান ; ২৬২ ;
 ৪। পুষ্প-রেণু ; ৩২৫ ;
 কেশর—(স° ‘কসেরু’) এক-জাতি সুখান্ড উদ্ভিজ্জ মূল ;
 ২৬৫১ ;
 কেশরি (রী)—সিংহ ; ২০১ ;
 কেশিনি (নী)—কেশযুক্তা ; ২৭০ ;
 কেশো—(স° ‘কেশর’, হি° ‘কেশো’) কেশব ; ২২৬৮ ;
 কেসরি (রী)—সিংহ ; ২৫১ ; ২৫৪ ;
 কেহ—কে ; ১৮৩১ ;
 কেহ (হো)—কেহ ; ৮১৬ ;
 কৈছন—(স° ‘কীদুশ’, ‘ঐছন’ দ্র° ; তু°) কেমন, কিরূপ ;
 ৪৩ ; ১৫১ ;
 কৈছে—(‘কৈছন’ দ্র°) ৩৩ ; ১৪১ ;
 কৈতব (স°)—কপটতা ; ৫৭৪ ;
 কৈতবিনি—(‘কৈতব’ দ্র°) কপটতা-যুক্তা ; ৪১৩ ;
 কৈরব (স°)—শালুক-ফুল ; ২১৩৫ ;
 কৈলি—(ত্রী° কজী°) করিলা ; ৬১ ;
 কৈলু—করিলাম ; ২৫৬ ;
 কৈশোর (স°)—দশ হইতে পনের বৎসর পর্যন্ত বয়স ;
 ৬০ ;
 কোচি—কুটাইয়া ; ১৫৭২ ;
 কোড়া—(স° ‘কুটাল’) কুড়ি ; ১২৩ ;
 কো—(হি° ‘কো’) ১। কে ; ১০ ; ৪৩ ;
 ২। কেহ ; ২ ;

কো—১। দ্বিতীয়া-বিভক্তির চিহ্ন; ১৭৩৬;

২। নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তির চিহ্ন;

৩। সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন; ১০৮৬;

কোই—(হি° 'কোই') ১। কে; ৬৪;

২। কেহ; ২;

৩। কোন; ২১১;

কোক (স°)—চক্রবাক অর্থাৎ চকা-পাখী; ৬৫৭;

কোকনদ (স°)—রক্ত পদ্ম; ৪৪৭;

কোডন—(হি° 'কোঁন') কোন ব্যক্তি; ২৩৬৪;

কোঙর (রা)—(স° 'কুমার') কুমার; ১১৮; ১১৭৭;

কোটাল—(স° 'কোটপাল') নগর-রক্ষক; ২১২২;

কোটি (স°)—কোটি-সংখ্যক; ৬৬;

কোথলী—(স° 'কু-স্থলী' বা° শ° ট্র°) বৈষ্ণবের ভিক্ষার

ঝুলী, কুখলী; ৩০;

কোন (নে)—কেন; ১২০; ১৩৪;

কোনে—কোন্ ব্যক্তি; ২৪৫;

কোপ (স°)—ক্রোধ;

কোপিনি—কোপ-যুক্তা; ৪০৪;

কোমর—(কা° 'কমর') কটি; ১৩৬০;

কোয়—('কোই' ট্র°) ১। কে; ৩৬৩;

২। কেহ; ১৬০১;

৩। কাহাকে;

কোয়িল—(হি° 'কোএল') কোকিল; ১০২;

কোর—১। ক্রোড়, কোল; ২১;

২। আলিঙ্গন; ২২৫;

কোরক—কলি; ১৩৫৮;

কোরি—(১। 'কোর' ট্র°) ক্রোড়, কোল; ৩২৪;

কোল—১। ক্রোড়; ৬২৪;

২। আলিঙ্গন; ১৪৪;

কোহে—(হি° 'কো হী') ছন্দের অল্পরোধে 'কোহে'; ২২৬৬;

কোন (হি°)—কোন্; ১৮১০;

কোয়ুদি—কোয়ুদী, জ্যোৎস্না; ৩০৫;

কোষিক (স°)—কোষের রেশম দ্বারা নির্মিত; ১০;

ক্রুর (স°)—নিষ্ঠুর; ১৬০২;

কণয়তি—(স° 'কণ' খাতু) মধুর শব্দ করে; ২২২০;

কণিত (স°)—মধুর ধ্বনি-যুক্ত; ২২২৮;

কমাইয়া—কমা করা ইয়া; ১২৪২;

কমাইল—কমা করা ইল; ১৫৮০;

কীর্ণ—১। কৃশ; ১৬২;

২। কৃশতা; ১০৬;

ক্ষেত্র—প্রিজগরাধ-ক্ষেত্র, পুরী; ১৬;

ক্ষেম (স°)—মঙ্গল-জনক; ১৬২;

ক্ষেম—কমা কর; ৫৭১;

ক্ষেমা—(স° 'ক্ষমা' = সহন) ১। সহ; ২২৫২;

২। ক্ষান্তি; ৩০২৬;

ক্ষেভ (স°)—চাঞ্চল্য;

ক্ষেভি—ক্ষেভ-কারী, চাঞ্চল্যকারী; ২৫২০;

[খ]

খগ (স°)—পক্ষী; ২১৫১;

খগপতি (স°)—পক্ষীরাজ গরুড়; ২৮৮;

খচর (স°)—আকাশ-চর পক্ষী; ২৪০৭;

খঞ্জরিটা—(স° 'খঞ্জরীট') খঞ্জন-পক্ষী; ২৪৬৮;

খড়িক—গোষ্ঠ, গো-রক্ষণের স্থান; ২৪৪৩; ২৫৫২;

খণ (ন)—ক্ষণকাল;

খণ্ডক (স°)—খণ্ডন-কারী; ৮২;

খণ্ডন (স°)—১। ক্ষত;

২। বিনাশ-কারক; ৩;

খণ্ডিতা (স°)—অষ্ট-নায়িকার অন্তর্গত নায়িকা-বিশেষ;

যথা :—

“অন্তের সম্ভোগ-চিহ্ন করিয়া ধারণ,

আসে প্রাতে প্রিয় যার—খণ্ডিতা সে জন;”

—রস-মঞ্জরী

খত (আ°)—অঙ্গীকার-পত্র; ৫২১;

খনি (স°)—আকর; ১৩;

খন্তিকা—লৌহদণ্ড-বিশেষ; ৬৪০;

খপূর (স°)—হুপারি; ২৮১;

খমক—বাঁহযন্ত্র-বিশেষ; ২৭১২;

খর (স°)—তীর;

খরগ—খড়্গা; ২৪২৩;

ধরতর (স°)—অত্যন্ত তীব্র ; ৪৮২ ;
 ধরশান—(স° ‘ধর-শাণ’) তীক্ষ্ণ, শাণিত ; ১৭৩৩ ;
 ধরা—তাপ ; ২৫৬৬ ;
 ধরা—(স° ‘ধরষ’) তাপ ; ২৫৬৬ ;
 ধর্কয়া—(স° ‘ধর্কক’) ধর্ক-কারী ; ২৬৫৭ ;
 ধল (স°)—দুঃস্থ ;
 ধল—অলিত হয় ; ২৪৭৫ ;
 ধলই (ত)—অলিত হয় ; ৫০ ; ৩৮০ ;
 ধলধল—ধলধল করিয়া ; ১৭০ ;
 ধলন (না)—অলন, পতন ;
 ধলিত—অলিত ; ৫৭১ ;
 ধসইতে—ধসাইতে ; ২৬১ ;
 ধসয়ে—ধসে ; ৫৮ ;
 ধসল—ধসিয়া পড়িল ;
 ধসাঞা—ধসাইয়া ; ২২ ;
 ধসায়ল—ধসাইল ; ২৫৬ ;
 ধাধার (রি)—কলঙ্ক ; ২০৬ ; ২১৬৮ ;
 ধাধারী—(‘ধাধার’ ঙ্) কলঙ্কিনী ; ৮৩৬ ;
 ধাইছি—ধাইতেছি ; ৮২৩ ;
 ধাইছু—ধাইতেছি ; ৩১০১ ;
 ধাইলু—ধাইলাম ; ১১৭ ;
 ধাওত (য়ে)—ধায় ; ১১৫৩ ; ১১৫৫ ;
 ধাওত—ধাইতে ; ২৮৩৩ ;
 ধাউ (উচ্চারণ ‘ধাউ’)—ধাই ; ৭২০ ;
 ধাজা—প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন-বিশেষ ; ২৫৫৭ ;
 ধাঞা—ধাইয়া ;
 ধানি—(স° ‘ধণ্ড’ শব্দ-জাত) ধণ্ড ; ৭২০ ;
 ধানিক—(স° ‘কণৈক’) কণ-কাল ; ৮২৮ ;
 ধাপ—তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রের আধার ; ১৮২৩ ;
 ধায়ত—ধায় ;
 ধায়ব—ধাইব ; ১৭৬০ ;
 ধার—(স° ‘কার’) অশোধিত লবণ ; ৩৬৮ ;
 ধিচনি—জরাণ্ড-কাজ ; ২২৩ ; ৭২১ ;
 ধিড়িক—ধিড়িক, বাড়ীর পশ্চাৎ-ভাগ ; ২৫৪৩ ; ২৫৫২ ;
 ধিণ (ন)—ক্ষীণ, কৃশ ; ২১ ; ৪২ ;

ধিতি—ক্ষিতি, পৃথিবী ; ৪৮৫ ;
 ধিনি—ক্ষীণ, কৃশ ; ১২৭ ;
 ধিরি—পায়স ; ২৫২৫ ;
 ধিরিণী—প্রসিদ্ধ ফল-বিশেষ ; ২৬৫১ ;
 ধীণ—ক্ষীণ ; ১৫০৩ ;
 ধীয়ত—ক্ষীণ হয় ; ১৭১ ; ১৮৭৮ ;
 ধুন—(স° ‘ধনি’, হি° ‘ধান’) ধনি, আকর ; ২৬০ ;
 ধুবধ—ক্ষুর, চঞ্চল ; ২১৬৪ ;
 ধুবধ—ক্ষুর, চঞ্চল ; ২৪৬২ ;
 ১। ধুরলি—ধুড়িলি ; ৮২৫ ;
 ২। ধুরলি (স°)—অভ্যাস, পুনঃ পুনঃ সাধন : ২০ ;
 ২৪৩৪ ;
 ধুরি—ক্ষুর বাটি ; ২৭০১ ;
 ধুসি—(ফা° ‘ধুসী’) আনন্দ ; ১২৮ ;
 ধেমিল—ঘাহাকে খেদানো হইয়াছে, তাড়িত ; ২৫০৬ ;
 ধেদাড়িয়া—খেদাইয়া ; ১১৬৪ ;
 ধেন—কণ ; ৩৮ ; ১১৭ ;
 ধেপয়ে—ধেপন করে, যাপন করে ;
 ধেপছ—ক্ষেপণ করে ; ১৬৮৫ ;
 ধেপা—পাগল ; ১৩২১ ;
 ধেপিল—নিষ্কিপ্ত ; ৮২৭ ;
 ধেপু—ধেপন করে ; ১২৩২ ;
 ধেম—ক্ষমা কর ;
 ধেম—(স° ‘ক্ষেম’) মজল ; ১২৫৬ ;
 ধেমা—ক্ষমা, ধৈর্য ; ১৪০১ ;
 ধেয়া—(স° ‘ক্ষেপ’, অপ° ‘খের’) নৌকা দ্বারা নদী পার
 করার কার্য ;
 ধেয়াতি—ঘাতি, প্রসিদ্ধি ; ১৭ ;
 ধেল (লি)—খেলা ; ৭২ ; ৮৬ ;
 ধেলই (ত)—খেলে ; ৮০ ; ১৬৫ ;
 ধেলন (স°)—খেলা ; ২৭৬ ;
 ধেলু—খেলোয়ার, ক্রীড়ক ; ১১২৬ ;
 ধোজব—১। ধুঁজিবে ; ১২ ;
 ২। ধুঁজিব ; ১৭২৮ ;
 ধোজলু—ধুঁজিলায় ; ৫৭৬ ;

খোটা—নিম্না, কলঙ্ক ; ২৭৭ ;
 খোই—১। খোয়ায়, নষ্ট হয় ; ১৮১১ ;
 ২। খোয়াইয়া, হারাইয়া ; ৩৬২ ;
 খোজতি—খোজে ; ২৪৮৭ ;
 খোভয়ে—খেদ জন্মায় ; ২০৩ ;
 খোয়—১। খোয়ায় ; ৭১ ;
 ২। খোয়াইয়া ; ১৬৯৫ ;
 খোয়বি—হারাইবি ; ১২৫৪ ;
 খোয়ল—খোয়াইল ; ৩৩৬ ;
 খোয়লি—খোয়াইলি ; ৬০৩ ;
 খোয়লু—খোয়াইলাম ; ১৭২৫ ;
 খোয়ায়বি—খোয়াইবি ;
 খোয়ায়লু—খোয়াইলাম, ক্ষয় করিলাম ; ১৬৭১ ;
 খোয়ালু—খোয়াইলাম ; ৮৩৬ ;
 খোল—মাদল-জাতীয় বাস্তবজ্ঞ-বিশেষ ; ২৩ ; ১১৭ ;
 খোল (লই)—খোলে ; ২৪৮২ ;

[গ]

গইড়—খড়ের ঘরের চালের প্রান্ত ; ৬৮৮ ;
 গওয়ায়ত—গাওয়ায় ; ২৩৭৩ ;
 গডার (জী-‘গডারি’)—গ্রামীণ, অজ্ঞ ; ২৫০৬ ;
 গদ—গদা ; ২৮ ; ৮৫৫ ;
 গজ (স°)—হস্তী ; ১৭১ ;
 গজমতি, গজমোতি—গজ-দন্তে জাত বহুমূল্য মূক্তা-বিশেষ ;
 গজ্জন (স°)—তিরস্কার ; ১১৭ ;
 গজয়ে—তিরস্কার করে ; ২৫২ ;
 গজসি—গজনা করিতেছে ; ৪২৪ ;
 গজে—গজনা করে ; ২৬৭ ;
 গঠই—গড়ে ; ২৯৬ ;
 গঠন (স°)—গড়ন, নির্মাণ ; ১৬২ ;
 গড়—দুর্গ ; ২৭২২ ;
 গড়ি—গড়াগড়ি ; ৫৪ ; ৩৩৪ ; ৩৫৬ ;
 গড়িয়া—(পূ° ব° ‘গাড়িয়া’, বোধ হয়, স° ‘গর্ভ’ হইতে)
 বস্ত্র ; ২২০৬ ;
 গড়া—(‘গইড়’ তু°) ঘরের চালের প্রান্ত ; ২৫২৫ ;

গড়ল—১। গড়িল ; ২৯০ ;
 ২। গড়লাম ; ৩৬২ ;
 গড়াইব—গড়াইবে, নির্মাণ করিবে ; ৯২ ;
 গণইড়ে—গণনা করিতে ; ১৮৮ ; ২২২ ;
 গণসা—গণিলাম ; ১৬৭০ ;
 গণ (স°)—গাল ; ৪ ;
 গণকিরি—রাগিণী-বিশেষ ; ১৩০৭ ;
 গঙ্গাগতি (স°)—যাতায়াত ; ৬৮ ;
 গতি (স°)—১। গমন ; ১৫১ ;
 ২। প্রণালী ; ১৬৬৪ ;
 গতিক—(‘গতি’ ত্র°) দশা, অবস্থা ; ১৭২৪ ;
 ১। গদ (স°)—রোগ ; ১৭২ ;
 ২। গদ—(‘গদগদ’ ত্র°) গদগদ ; ১৭১ ;
 গদগদ—গদগদ শব্দ ; ৫৩ ; ১২৯ ;
 গদ্য-পদ্য—নানাবিধ ছন্দ ; ১৫ ;
 গন্ধ (স°)—১। অগন্ধি দ্রব্য ; ৯৮২ ;
 ২। জ্ঞান ; ২০০২ ;

গন্ধ চতুঃসম—সম-পরিমিত চারিটি অগন্ধি দ্রব্যে প্রস্তুত দ্রব্য-
 বিশেষ ; ৫৫২ ;

গন্ধবহ (স°)—বায়ু ; ২০০২ ;
 গন্ধবাস—উল্লানাদি অগন্ধি দ্রব্য ও বস্ত্র ; ২৩ ;
 গন্ধিত (স°)—গন্ধ-যুক্ত ; ১৭৯৭ ;
 গবাখ—গবাক্ষ, ভ্রানালী ; ৩০৭১ ;
 গবাশন (স°)—গো-খাদক ; ৩৩৩ ;
 গবি (বী)—(স° ‘গবী’) গাই ; ২৫৭ ; ১৩০৭ ;
 গভর—গহ্বর, গুহা ; ১২৫২ ;
 গমক—গানের সুরের কায়দা-বিশেষ ; ১৩০৭ ;
 গম্ভিরা—(স° ‘গম্ভীর’ হইতে) মন্দিরের মধ্য-ভাগ ;
 ১৬৪৩ ;
 গরগর—উচ্ছ্বসিত ; ১২১ ;
 গরজই (ত)—গর্জন করে ; ৬৩৬ ;
 গরজন-নি-নিয়া—গর্জন ; ৬ ; ১৫৫৭ ; ২১৪৫ ;
 গরজন্তি—গর্জন করে ; ১৭৩৫ ;
 গরজিত—গর্জিত, গর্জন ; ১৭৩০ ;
 গরজে (জয়ে)—গর্জন করে ; ১২১ ; ৩৪৯ ;

গরব—গর্ভ, অহংকার ; ১৪৭ ;
 গরবাইত—গর্ভিত ; ১৩০৭ ;
 গরবাখাণি—যে নারী নিজের গর্ভ খাইয়া বসিয়াছে,
 (স্ত্রীলোকের গালি-বিশেষ) ; ৭৪১ ;
 গরবি—গর্ভিত ; ৪৭৩ ;
 গরবিড—গর্ভিত অর্থাৎ মান্য সম্পর্ক-যুক্ত ; ১১৭ ;
 গরভিত—গর্ভিত, যুক্ত ; ১৩০৭ ;
 গরাস—গ্রাস ; ৭১৪ ;
 গরাসন—গ্রাসন, গ্রাস ; ১৭২৮ ;
 গরাসয় (য়ে)—গ্রাস করে ; ১৩৬০ ; ১৩৭৬ ;
 গরালল—গ্রাস করিল ; ১২০ ;
 গরাসি—গ্রাস করিয়া ; ২৫১ ;
 গরিস—(স° 'গরিম') ; ১। গোরব ;
 ২। গোরব-যুক্ত ; ১৭৯ ;
 গরীম—('গরিম' ত্র°), গোরব-যুক্ত ; ১০২২ ;
 গল (স°)—গলা ;
 গল—গলে ; ৬৬১ ;
 গগই (ত)—গলে ; ২৩৫ ;
 গহ—গ্রহ, কুগ্রহ ; ৯১ ;
 গহ—(স° 'গ্রহ') আগ্রহ ; ১৮২০ ;
 গহন (স°)—১। নিবিড় ; ২১ ;
 ২। গভীর ; ১৪১৮ ;
 ৩। ভিড় ; ১৪৩৬ ;
 ৪। অরণ্য ; ৭৫ ; ১৪৮১ ;
 গহনা—('গহন' ত্র°) নিবিড়, গাঢ় ; ২২০৩ ;
 গহি—গ্রহণ করিয়া ; ৩৭১ ; ৪৩১ ;
 গহীন—গভীর ; ৭০৪ ;
 গাঠি—গ্রহি, পেড়ো ; ২২৭ ;
 গাখই—গাখে ; ২৮৩ ;
 গাখনি—গাখন ; ৩০ ; ২০১ ;
 গাখল—গ্রহিত ; ৭৬৪ ;
 গাখিয়ে—গাখি ; ৬১০ ;
 গাখিহু—গাখিলাম ;
 ১। গা (গায়)—গাজ, শরীর ; ১২২ ; ১৪২১ ;
 ২। গা—গিয়া ; ৬০৫১ ;

গাই—গান করে ; ১৪২২ ;
 গাওই (ত)—গান করে ; ১৪ ; ১৫ ;
 গাওন (নি)—গান ; ১২৫৫ ;
 গাওয়ে—গান করে ; ২০৭ ;
 গাগর-রি-রী—কলসী ; ২০৬ ; ২২০০ ; ২৩৬৫ ;
 গাজ—গজ্জন করে ; ১২৭২ ;
 গাজে—(হি° 'গাজ্জ') ১। শব্দ করে ;
 ২। হুটে হয় ; ১০২০ ;
 গাঠি—(স° 'গ্রহি') গাঁঠি ; ২৪২৬ ;
 গাড়ি—গড়িয়া, পুতিয়া ; ১০০১ ;
 গাঢ় (স°)—গভীর, অত্যন্ত ; ১৮৪২ ;
 গাঢ়ল—গাড়িল ; ১৮৪২ ;
 গাঢ়া—গাঢ়, গভীর ; ১২২৩ ;
 গাত—গাজ, শরীর ; ৫৩ ;
 গাথা (স°)—১। কবিতা ; ৩৬ ;
 ২। কাহিনী ; ২৫২১ ;
 গান—গান করে ; ৯২ ;
 গাহুয়া—গান ; ১২৭৭ ;
 গাঙ্কী (ক্ৰিষ্ণা) (স°)—স্ত্রীবাধা ; ২৩৭০ ; ৩০৮৪
 গাঙ্কার—রাগিনী-বিশেষ ; ১৩০৭ ;
 গাঙ্কিনী (স°)—অঙ্কুরের মাতার নাম ; ২৪৩৬ ;
 গাব—১। গাইবে ; ৪৫৭ ;
 ২। গান ;
 গাব (বই)—গান করে ; ৬২ ; ১৮০২ ;
 গাবয়ে—গান করে ; ২৫০৮ ;
 গাবিয়া—গাইয়া ; ১৭৬৬ ;
 গাম—(স° 'গ্রাম') ১। নিবাস-স্থল ; ২১৮ ;
 ২। সমূহ ; ৩৩ ;
 গামি—গমন-কারী ; ১৩০৭ ;
 গামিনি—গমনকারিণী ; ৫৭ ; ২৭০ ;
 গায়ত—গান করে ;
 গায়নি—গান ; ১২৭৮ ;
 গায়েন—(স° 'গায়ন') গায়ক ; ২২০০ ;
 গারি—(স° 'গালি') গালি ; ১০৫ ;
 গাহক—গ্রাহক, খরিদার ; ৩৩৫ ;

গাহকী (কিনী)—গরিদারনী ; ৬৪০ ;
 ১। গাহনি—অবগাহন, স্নান ; ১২৫৬ ;
 ২। গাহনি—গান ; ১২৫৬ ;
 গাহি—গ্রাহী, গ্রহণ-কারী ; ১৬০৭ ;
 গাহিয়া—অবগাহন করিয়া ; ১৪২২ ;
 গিহ—('গীম' ত্র°) গ্রীবা, গলা ; ৫২ ;
 গিরত—পতিত হয় ; ৩৮২ ;
 গিরব—পতিত হইব ; ১৪৮৪ ;
 গিরহ—(হি° 'গিহ্না') পতিত হও ; ২২৩১ ;
 গিরায়ব—পাতিত করিব ; ১৪৮৪ ;
 গিরি (স°)—পর্বত ; ২০৬ ;
 গিরিরাজ—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল হেতু পর্বত-শ্রেষ্ঠ গোবর্ধন ;
 ১৩২৪ ;
 গিরিষ—গ্রীষ্ম ; ১৫৩৯ ;
 গিরীশ্বর—গিরি-রাজ গোবর্ধন ;
 ১। গীর—(স° 'গীর্') বাক্য ; ২৪২৭ ;
 ২। গীর (রত)—পতিত হয় ; ১৭৫ ; ১১৫৩ ;
 গীরিষ—গ্রীষ্ম ; ১২২৫ ;
 গুঁড়ি—গোড়া ; ১৪২১ ;
 গুজা—(গজা ?) মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ ; ২৫৫৭ ;
 গুজ—১। গুজন শব্দ ; ১৬৪৬ ;
 ২। গুন্‌গুন্‌ শব্দ করে ; ৭৪৬ ;
 ৩। গুজন করিয়া ; ২৬৪৬ ;
 গুজা (স°)—হুঁচ ; ১৩০৭ ;
 গুজাগাভা—হুঁচের মালা (?) ; ১১২১ ;
 গুজিত (স°)—গুজন-শব্দ-বিশিষ্ট ; ২৭২ ;
 গুটিক—('গুটি+এক') এক গোটা, জনৈক ; ৪২৪ ;
 গুণ—জাহ্নু ; ১৩২১ ;
 গুণগাম—গুণ-গ্রাম, গুণ-সমূহ ; ১৮৮ ;
 গুণবতি (তী°)—গুণ-যুক্তা ; ২০৭ ;
 গুণবস্ত—গুণবান ; ১০২ ;
 গুণবি—গণনা করিবি ; ২৩২ ;
 গুণি—গণনা করিয়া ; ১৬৬ ;
 গুণিতে—গণনা করিতে ; ১২৪ ;
 গুণ্ডিচা-মন্দির—(বা° শ° 'গুণ্ডিচা' ত্র°) পুরীতে জগন্নাথ
 দেবের মন্দির-বিশেষ ; ১৫৪৪ ;

গুপত—গুপ্ত ; ২২৭ ;
 গুমরি—গোপন ভাবে ; ৩১১ ; ৫৫৭ ; ৭৮৬ ;
 গুহিত (স°)—প্রথিত ; ১৩০৭ ;
 গুয়া—গুবাক, হুপারি ; ৩৬০ ;
 গুরু (স°)—১। ভারী ;
 ২। গুরু-জন ; ২২ ;
 গুরু-গরবিত—('গরবিত' ত্র°) গুরু-শ্রেণীর মাত্র ব্যক্তি ;
 ১৬২৮ ;
 গুরুয়া—(স° 'গুরুক', প্রা° 'গুরুক') গুরু, ভারী ; ৪১ ;
 ১৪৭ ;
 গুজরি (রী°)—রাগিনী-বিশেষ ; ১৩০৭ ;
 গুলাব (ফা°)—১। গোলাপ-বৃক্ষ ; ২৮৬২ ;
 ২। গোলাপ-জল ; ১৪৩৭ ;
 গুলাল (হি°)—কাণ্ড, আবির ; ১৪৩৮ ;
 গুঢ় (স°)—গুপ্ত ; ১৩০৭ ;
 গুণ—গুণ ; ২৫৩ ;
 গুণবি—গণিবি, গণনা করিবি ; ২৩২ ;
 গুণল—গণিলাম ; ১৮৩৩ ;
 গেও—(স° 'গত', অপ° 'গঅ', ত্র° 'গএ') গেল ; ৫৫ ;
 ১২৩ ; ২০৮ ;
 গেড়ু (ডুয়া)—(স° 'কন্ডুক', অপ° 'গড়ুঅ') খেলার
 উপযোগী ক্ষুদ্র গালাকার দ্রব্য-বিশেষ ; ২০৫ ;
 ১১২৫ ;
 গেদু—(স° 'কন্ডুক' শব্দ-জাত) গেড়ু ; ১৫২৭ ;
 গেয়ান—১। জ্ঞান, চৈতন্য ;
 ২। তত্ত্ব-জ্ঞান ; ১১ ;
 গেলা—গেল ; ৭৭৪ ;
 গেলি—(ত্রী° কর্তা) গেল ; ৫৭ ; ২০১ ;
 গেলু—গেলায় ; ৭৮ ; ১২১ ;
 গেহ (স°)—গৃহ ; ২৭ ;
 গেহা—গেহ, গৃহ ; ২৭১ ;
 গেহি—(স° 'গেহী') গৃহ-স্থিত ; ১৭২৫ ;
 গৈরিক (স°)—গিরি-জাত রক্তবর্ণ বৃন্তিকা-বিশেষ ; ৩৭৩ ;
 ১। গো—যেহু, গাভী ; ১৩০৭ ;
 ২। গো—সম্বোধন-সূচক শব্দ ; ১৪৭ ;

গোই—১। গোপন ; ২৫১৩ ;

২। গোপন করিয়া ; ১৬৬ ; ২৫২ ; ৩২৬ ;

৩। গোপন করিল ; ২০৫৬ ;

গোকুল (স°)—ব্রজধামের পল্লী-বিশেষ, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ ঘোষের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ; ৬২ ;

গোড়ব—গোপন করিব ; ১২৮৩ ;

গোড়াই—(স° 'গমি' ধাতু) ১। যাপন করি ; ৩৩৪ ;
২। যাপন করিয়া ;

গোড়াইব—যাপন করিব ; ১৮২২ ;

গোড়াব—যাপন করিব ; ৩৬৩ ;

গোড়ায় (রই)—যাপন করে ; ৬৬৭ ;

গোড়ায়ব—যাপন করিব ; ৯৬২ ;

গোড়ায়বি—যাপন করিবি ; ৪৩৫ ;

গোড়ায়লি—যাপন করিলা ; ৪২৫ ;

গোড়ায়লু—যাপন করিলাম ; ২৩৭ ;

গোড়ার (জী 'গোড়ারি')—

১। গ্রামীন, অজ্ঞ ; ১০০ ; ২১৩ ;

২। গুণ্ডা ; ১৪০৩ ;

গোড়াই—যাপন কর ; ১১৪ ;

গোচর (স°)—প্রত্যক্ষ ; ৬৫ ;

গোঠ—গোষ্ঠ, গো-চারপের স্থান ; ১৩০৭ ;

গোপক (স°)—রক্ষক ; ১৩০৭ ;

গোপত—গুপ্ত ; ১৫ ;

গোপন (স°)—রক্ষক ; ১৩০৮ ;

গোপন—গুপ্ত-ভাবে ;

গোপবি—গোপন করিবি ; ২৩০ ;

গোপসি—গোপন করিতেছে ; ১৩৩৬ ;

গোপাল—১। গো-রক্ষক কক ;

২। রাখাল ;

৩। গরুর পাল ;

গোশালা—গরুর পাল ; হুম্মের অল্পরোধে আ-কারান্ত
১৩২৬ ;

গোপি—গোপী ; ১২৫৫ ;

গোপূর (স°)—সিংহদ্বার ; ১৬১৬ ;

গোপোয়া (অ°)—গোপিত হইল ; ২৮৩৩ ;

গোবিন্দাই—গোবিন্দ ; ১৪২১ ;

গোয়—১। গোপন করে ;

২। গোপন করিয়া ; ১৭৪ ;

৩। গুপ্ত-ভাবে ; ১৬৪৬ ;

গোর—(স° 'গোর') গোরবর্ণ-বিশিষ্ট ; ৩২ ;

গোরখ—(স° 'গোরক্ষক') রাখাল ; ৩২৮ ;

গোরচন (না)—(স° 'গোরোচন') উজ্জল পীতবর্ণ দ্রব্য-বিশেষ ; ১২০ ;

গোরজ—গো-গণের ক্ষুরোদ্ধৃত ধূলি ; ১৩০৮ ;

গো-রস (স°)—১। গো-দুগ্ধ ; ১৩৮০ ;

২। গো অর্থাৎ বাক্যের রস ; ১৩৮০ ;

গোয়া—১। গোরবর্ণ-বিশিষ্ট ; ১২৫ ;

২। অীগোরাঙ্গ ; ২ ; ১১৭ ;

গোরি (রী)—১। গোরাক্ষী ; ৪১ ; ১১৩ ;

২। গোরী, পার্কতী ; ৩২ ;

গোরি—রাগিণী-বিশেষ ; ১৩০৭ ;

গোরোচন (স°)—('গোরচন' অ°) ; ১৩০৭ ;

গোল—'গোড়' নামে রাগিণী ; ১৩০৭ ;

গোলাল—গুলাল, আবির ; ১৪৬২ ;

গোসাঞি—গোস্বামী ; ১৬ ;

গোহন—(স° 'গো-স্থান', অণ° 'গোধান' ; অ° 'গোহন')

গ্রামের প্রান্ত-স্থিত বাধান ; ২২৬৬ ;

গৌ (হি°)—১। ধেনু ; ২২৬২ ;

গৌর (স°)—১। গোরবর্ণ-বিশিষ্ট ;

২। অীগোরাঙ্গ ;

গৌরব (স°)—সন্মান ; ৭০ ;

গৌরী (স°)—পার্কতী ; ১৩৪১ ;

গ্রহি (স°)—গাঁঠি ; ৮২৪ ;

গ্রহিবারে—গ্রহণ করিবার জন্য ; ১৪২ ;

[ঘ]

ঘটন—ঘটনা ; ৬৬১ ;

ঘটল—সম্মিলিত হইল ; ২২৬ ;

ঘটা—মেঘ-মালা ; ১৭৩৪ ;

ঘটা (স°)—সমূহ ; ১২ ;

ঘটায়ল—ঘটাইল ; ১৫১৪ ;

ঘটি (ঘটা)—দণ্ড ; ১৬১৮ ;

ঘটিত (স°)—যাহা ঘটিয়াছে ; ১৬৫ ;

ঘটিকা (স°)—ক্ষুদ্র ঘট, ঘটখুর ; ২৪৫৫ ;

ঘন (স°)—১। গাঢ় ; ১৪৪ ;

২। মেঘ ; ১৪৪ ;

ঘনন (ত্র°)—ঘন-সমূহ ; ১৭৩৬ ;

ঘনয়ারি—(স° ‘ঘন’+ফা° ‘বার’=যুক্ত) মেঘ-যুক্ত ;

১০৮৫ ;

ঘনশায়র—১। মেঘের স্তায় শ্রামবর্ণ ; ১৯১৪ ;

২। ‘ঘনশ্রাম’ নামক পদকর্তা ; ১৯১৪ ;

ঘনসার (স°)—কর্পূর ; ৮ ; ৪৮ ; ৯০১ ;

ঘনাইয়া—কাছে আসিয়া ; ১৩৬১ ;

ঘনি—ঘন, গাঢ় ; ১৫৫৭ ;

ঘর-করণ—ঘর-কন্না, গৃহ-কার্য ; ৬০ ;

ঘরগী—গৃহিণী ; ২৫৪৬ ;

ঘরমাইত—বর্ষাক্ত ; ১৩১১ ;

ঘরমি—ঘর্মী, বর্ষ-যুক্ত ; ৪৬৮ ;

ঘরাণ—(তু° হি° ‘ঘরানা’=পারিবারিক গৃহ-কার্য) ;

২৪৫৭ ;

ঘাঁঘর—১। কঁাসার ঝাঁজ-বাঁজ ;

২। অলঙ্কার-বিশেষ ; ১১৫৬ ;

ঘা—(স° ‘ঘাত’, অপ° ‘ঘাঅ’) আঘাত ; ৭৩২ ;

ঘাটি—ঘাটের পথ ; ১৩৭০ ;

ঘাত (স°)—বিনাশ ; ১২৫৪ ;

ঘাত (ন) (স°)—আঘাত ; ২২৪ ; ৪৪৪ ;

ঘাতক (স°)—হিংস্র ; ১২১৪ ;

ঘাততি—আঘাত করে ; ১৭৭৩ ;

ঘাতন (স°)—আঘাত ; ১৩১৩ ;

ঘাতবি—বিনাশ করিবি ; ১২৫৪ ;

ঘামই—ঘামে ; ৫৭২ ;

ঘাম-কিরণ—(স° ‘বর্ষ-কিরণ’) সূর্য্য ; ১২১৪ ;

ঘামল—বর্ষাক্ত ; ২৭৩২ ;

ঘিউ—(স° ‘স্বত’, প্রা° ‘ঘিঅ’) স্বত ; ৩৯৮ ;

ঘুজুট—ঘোমটা ; ১২৭৫ ;

ঘুজুর—(হি° ‘ঘুজুর’) ঝন্-ঝন্ শব্দকারী অলঙ্কার-বিশেষ ; ১১৫৬ ;

ঘুজুরগালি—(হি° ‘ঘুজুরগালী’) কুঞ্চিত, কৌকড়ানো ; ২৮৬০ ;

ঘুচাইলে—দূর করিলা ; ৮১৫ ;

ঘুচাঙ—ঘুচাই ; ১১২ ; ১৩৭ ;

ঘুচাঞা—ঘুচাইয়া ; ৩২ ; ৬৪১ ;

ঘুচান্নু—ঘুচাইলাম ; ২৪৬ ;

ঘুণিত—ঘুণ দ্বারা বিদ্ধ ; ৬৯০ ;

ঘুমল—নিদ্রিত ; ৩৪২ ; ৯৮৬ ;

ঘুমাওল—ঘুমাইল ; ২৮১৪ ;

ঘুমায়ত—ঘুমায় ; ১৫১১ ; ২৪৮৪ ;

ঘুমিতে—ঘুমাইতে ; ৭৪৯ ;

ঘুফণ (স°)—কুসুম ; ১৪৪৩ ;

ঘুচব—ঘুচিবে ; ১২৫৮ ;

ঘুম—ঘুম, নিদ্রা ; ১৮৩০ ;

ঘুমল—ঘুমাইল ; ২৪৭৬ ;

ঘুমল—নিদ্রিত ; ৩০৭১ ;

ঘূরত—ঘূর্ণিত হয় ; ১৮ ;

ঘূর্ন (স°)—ঘূর্ণিত ; ১৪১৮ ;

ঘেরল—ঘেরিল ; ১২১৪ ;

ঘোক—(স° ‘ঘোব’=গোপ-পল্লী, স° ‘ব’ অপভ্রংশে ‘খ’ ও কদাচিৎ ‘ক’ উচ্চারিত হয়) গোপ-পল্লী ;

২২৬৬ ;

ঘোদট—ঘোমটা ; ৭২৭ ;

ঘোড়নি—(পু° ব° ‘ঘোড়ন’=ঢাকন) ঢাকনী ; ২৫৪২ ;

ঘোর (স°)—১। গাঢ় ; ৩৪৯ ;

২। ভীষণ অরণ্য ; ২২৫ ;

ঘোর—ঘোল ; ১৩৩৫ ;

ঘোরল—ঘোর ; ১৩৩৫ ;

ঘোরি—(হি° ‘ঘোল’ খাত) গুলিয়া ; ২৫৭৮ ;

ঘোষ (ই)—ঘোষণা করে ; ২৩২ ; ১৬০২ ;

ঘোষণা (স°)—খ্যাতি ; ১২৩ ;

ঘোষব—ঘোষণা করিবে ; ১২৫৪ ;

ঘোষসি—ঘোষণা করিতেছে ; ৪৮০ ;

[চ]

চকিত (স°)—১। চঞ্চল; ২২৭;
 ২। চঞ্চল-ভাবে; ১২৩;
 চকীড—চকিত, চঞ্চল; ২৮১;
 চক্কেবা—চক্রবাক, চকা; ২০৭; ৩০১;
 ১। চকোর (স°)—চক্ষের জ্যোৎস্না পান করে বলিয়া
 প্রসিদ্ধ পক্ষি-বিশেষ; ২২;
 ২। চকোর—(স° ‘চক্রবাক’, ‘চক্র’, অপ° ‘চকর’ ‘চকোর’)
 চক্রবাক পক্ষী, চকা পাখী; ২২৬;
 চকোরিনি (নী)—(২। ‘চকোর’ ঙ°) চক্রবাকী,
 চকা; ২১;
 চক্র (স°)—চাকা; ২৪৬২;
 চক্রাবত—(স° ‘চক্রাবর্ত’) চক্রের দ্বায় পৈচ-যুক্ত; ১২০২;
 চক্রি (ক্রী)—চক্রধারী; ২২৭৫;
 চক্রী (স°)—১। চক্রাকার; ২৪২৪;
 ২। (স্মিট অর্থ) চক্রান্ত-কারী; ২৪২৪;
 চঙকি—চমকিয়া; ২৪২৪;
 চঙ্ক—(‘উপচক’ ঙ°) ত্রাস; ১৬৩৭;
 চঙ্ক (কা°)—তার-যুক্ত বাঁচ-বস্ত্র-বিশেষ; ১৫৫৭;
 চঙ্কি—(হি° ‘চস্কা’) লালসা; ২৮৩৪;
 চঙ্করি—(স° ‘চঙ্করীক’) ভ্রমর; ৬৫৭;
 চঙ্কু (স°)—চৌকি; ২১;
 চটকিনি—চড়ী, মাদী চড়ুই পাখী; ২১;
 চটল (স°)—চঞ্চল;
 চড়বি—চড়িবে; ২৭;
 চড়—চড়; ১৪১০;
 চড়ল—চড়িল; ৩৬২;
 চড়ায়ই—চড়ায়; ৩৫৮; ২৮১৩;
 চড়ায়ল—চড়াইল; ১৪১২;
 চড়ায়লু—চড়াইলাম;
 চড়ি—চড়িয়া; ১৬২৮;
 চড়িলু—চড়িলাম; ১৪১১;
 চঙ—(স°)—প্রচণ্ড; ১৬৭৭;
 চঙি—(স° ‘চঙী’) ১। কোপনা নারী; ৪০৬;
 ২। দুর্গা; ৪০৬;

চতুনা—একপ্রকার টুপি; ১১৬১; ১১২১;
 চতুর—(স° ‘চতুর্’) চারি; ১৭৩৬;
 চতুরপন—চতুরতা; ২০২;
 চতুরাই—চাতুর্য, চাতুরী; ২৫৬; ৩৩২;
 চতুরানন (স°)—চতুর্শ্ল-যুক্ত ব্রহ্মা; ৩০৪;
 চতুরি—চতুরা; ১৬৩;
 চতুরিম—চাতুর্যময়, চাতুরী-পূর্ণ; ১২; ৪৬; ৬১;
 চতুসম—(স° ‘চতুঃসম’) সম-পরিমিত, কপূর, চন্দন
 প্রভৃতি চারিটি স্বেচ্ছাচূর্ণের সংমিশ্রণে প্রস্তুত গন্ধ-
 দ্রব্য-বিশেষ; ২৮১৩;
 চঘর (স°)—আগ্নি; ২৩১৩;
 চনক (স°)—চানা, ছোলা; ১৬৬৬;
 চন্দ (ন্দা)—চন্দ্র; ১২; ৪৬;
 চন্দনা—চন্দন; ৭৫;
 চন্দ্র (স°)—১। চাঁদ; ১৪৪০;
 ২। কপূর; ৩২৮; ৩৬৬;
 চন্দ্রক (স°) ১। শিখিপুচ্ছ; ১০১, ২৭৩৮;
 ২। (স° ‘চন্দ্র’+অন্নার্থে ‘ক’ প্রত্যয়) ক্ষুদ্র
 চন্দ্রাকৃতি বস্তু; ২১;
 চন্দ্র রত্ন: (স°)—কপূর-চূর্ণ; ৬২;
 চন্দ্রাবলি (স°)—১। চন্দ্রের আবলি অর্থাৎ শ্রেণী;
 ৫৭১;
 ২। ত্রীনাথার নামান্তর; ১৩২৮;
 ৩। ত্রীনাথার প্রতিদ্বন্দ্বিনী গোপী-বিশেষ; ৫৭১;
 চন্দ্রি—চন্দ্রক-যুক্ত; ১৩২২;
 চন্দ্রিকা (ম)—(২) ‘চন্দ্রক’ ঙ°); ১২০; ৭৮২;
 চন্দ্রিম—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; ১৩৩৬;
 চপল (স°)—১। চঞ্চল; ৭৩; ১০৮৮;
 ২। ক্ষুণ্ণ-যুক্ত, নিপুণ; ২৬;
 চপল—বিদ্যুৎ; ১০২৩;
 চপলা (স°)—বিদ্যুৎ; ২৪৫৮;
 চমক—১। দীপ্তি; ২৭০;
 ২। চমৎকার; ৩২৬;
 চমকই—১। চমকিত হয়; ৩২;
 ২। চমকিত করিয়া; ১৩২;

চমকউ—চমকিত হউক ; ২৪৭৮ ;

চমকয়ে—চমকিত হয় ; ১৮ ;

চমকায়—চমকিত করে ; ৩৩৫ ;

চমকিনি—('চমক' জ্ঞ) চমৎকৃত ; ৫৭৩ ;

চমৎকৃত—চমৎকার, আশ্চর্যজনক ; ৩২৮ ;

চমক—পার্কৃত্য পশু-বিশেষ, যাহার পুচ্ছে চামর হয় ;
১৯০৪ ;

চমুপতি—চমুপতি, সেনাপতি ; ১৪৭৮ ; ১৪৮২ ;

চম্পক (স°)—চাঁপা-ফুল ; ২৪৮ ;

চম্পা—চাঁপা-ফুল ; ১৫১৮ ;

চর—চরায় ; ১৩০৭ ;

চরচা—চর্কা, আলোচনা ; ৭৫৭ ;

চরচায়—চর্কা করে ; ৮৪৩ ;

চরচিত—চর্কিত, ভূষিত ; ৩০৫ ;

চরণায়ুধ (স°)—কুঙ্কট ; ২৪৮৮ ;

চরত—চরে ; ১৩০২ ;

চরব—চড়িবে ; ১২ ;

চরবণ—চর্ষণ ; ৪৫০ ;

চরমাচল (স°)—অস্তাচল, অন্ত-গিরি ; ২৪৮৫ ;

চরাওত—১। চরায় ; ১২০৪ ;

২। ঘাস খাওয়ায় ; ২২৬৯ ;

চরাষব—চরাইব ; ১৭৬০ ;

চরিত (স°)—১। আচরণ ; ১১২ ;

২। চরিত্র ; ১৩ ;

চরিত্তি—চরিত্র ; ৬৯০ ;

চরীত—চরিত্র ; ৫১ ; ২৮১ ;

চর্কিত (স°)—ভূষিত ; ২৭৮ ;

চল—১। চলে ; ৯৯৩ ;

২। চলিয়া ; ৮৬ ;

চলই—১। চলে ;

২। চলিয়া ; ৫৫৮ ;

৩। চলিতে ; ৪ ;

চলইতে—চলিতে ; ২২০ ;

চলউ—চলুক ; ১৬১৬ ;

চলত—চলে ; ১৩২২ ;

চলন (স°)—গমন ; ২০২ ;

চলনা (নি)—('চলন' জ্ঞ) গমন ; ২৬৮ ;

চলমল্যা—চঞ্চল ; ২৫৫ ;

চলল—চলিল ; ২৮৪ ;

চললি—(জ্ঞী কর্তা) চলিল ; ৬১৪ ;

চলসি—চল ; ১২৬৩ ;

চলিত (স°)—চলন ; ২৪৬২ ;

চলু—১। চলে ; ২৭৪ ;

২। চল ; ২৭ ; ১৬৯৮ ;

৩। চলুক ; ৩৫০ ;

চষক (স°)—পান-পাত্র ; ১৩৩৪ ;

চাঁচর—(স° 'চঞ্চল' শব্দ-জাত) কুঞ্চিত, ঢেউখেলানো ;
২১৬১ ;

চাঁহলু—(স° 'তক্ষ' ধাতু) চাঁহলাম ; ৯৩৩ ;

চাই—১। চাহে ; ১৭০ ; ২১১ ;

২। চাহি ; ১২২ ;

৩। চাহিয়া ; ৩২ ;

৪। চাহিল ; ২২০ ;

চাখই—চাখে, আশ্বাসন করিয়া পরীক্ষা করে ; ১ম ভাগ,
২০২ পৃঃ

চাগ—(স° 'চক্র', অপ° 'চাক', 'চাগ'=চক্রাকার নিতম্ব ;
অথবা চৈ'চ° 'চাক'-মক, মঁচা * অর্থাৎ চিপির
আকৃতি-বিশিষ্ট অঙ্গ অর্থাৎ নিতম্ব ;) ২০৩ ;

চাঞা—চাহিয়া ; ১২৪ ; ৩৩১ ;

চাতক (স°)—'পিউ পিউ' শব্দ-কারী পক্ষি-বিশেষ, পাপিয়া ;

চাতুরি—১। চাতুর্য, কৌশল ; ৮২ ;

২। চতুরা ;

* সাহিত্য-পরিষদের 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' গ্রন্থে 'শাক' শব্দের 'শকু'
বা 'শূল' অর্থের তুলনায়হলে চৈতন্যচরিতামৃতের 'চালে চড়াইল' বাক্য
উদ্ধৃত হইয়া, 'চালে' শব্দের অর্থ 'শকুতে' লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু
চরিতামৃতের 'চাক' শূল নহে ; উহার অর্থ স্পষ্টতঃ 'মক' বা 'মঁচা' ;
কেননা উহার পরে আছে,—“যেহা কেলাইতে তলে খড়গ পাতিল,”
(চৈ'চ° অধ্য ২য়) পূর্ববন্ধ ও আসামে 'মঁচা' অর্থই প্রসিদ্ধ।
'মঁচা' অর্থ হইতে উচ্চ-স্থান ও চিপির আকৃতি অঙ্গ (Protuberance)
অর্থাৎ নিতম্ব বুঝাইতে পারে।

- চাষুর (স°)—ঐ নামে প্রসিদ্ধ কংস রাজার মন্ত-বিশেষ ; ২। বিচিত্র ; ১২৬৬ ;
 ২২৭৫ ;
 চান্দনি (নিয়া)—চন্দ্র-যুক্তা, জ্যোৎস্নাময়ী ; ৩০৫ ; ২৮৮৮ ;
 চান্দা—১। চাঁদ ; ২১০ ;
 ২। শ্রেষ্ঠ ; ২৬৬ ;
 চাপ (স°)—ধনু ; ১৪৮৩ ;
 চাপল (লি)—চাপল্য, চঞ্চলতা ; ১৬৮৪ ; ২৮২৫ ;
 চামর-রি-রী—চামর অর্থাৎ তিব্বত দেশ-জাত চমরী নামক
 পশুর পুচ্ছ দ্বারা নির্মিত বাজন-বিশেষ ; ১২০৪ ;
 চারয়া—(স° 'চাল' ধাতু) সকালিত করে ; ১৬৯৮
 চারু (স°)—সুন্দর ; ২০৭ ;
 চাল (লি)—ব্যবহার ; ২৫৪২ ;
 চালনা—চালন, গতি ; ১২৭৭ ;
 চালনী—গতি ; ২৮২৫ ;
 চালয়ে—চালায় ; ২৬২১ ;
 চাহ, চাহই (ত)—চাহে ; ৩৮ ; ৬২ ; ১৭১ ;
 চাহনি—দৃষ্টি ; ৩৪ ;
 চাহি—১। চাহে ;
 ২। চাই ; ১২৪ ;
 ৩। চেয়ে, হইতে ; ৪৬ ; ৬৩ ;
 ৪। যাচঞা করিয়া ; ৬১ ;
 চাহৌ—চাহি ; ২০০ ;
 চিকণ—চিকণ, উজ্জল ; ৩৪ ; ১২৪ ; ২২৫ ;
 চিকণিয়া—('চিকণ' ঙ্গ) ; ২৬৮ ;
 চিকিছক—চিকিৎসক ; ৬৪৩ ;
 চিকিছা—চিকিৎসা ; ৬৪৪ ;
 চিকুর—বিদ্যাত ; ১২৪৫ ;
 চিকুর (স°)—কেশ ; ৯৮ ;
 চিত—১। বিচিত্র ; ১৮৯ ;
 ২। চিত্র, ছবি ; ২৪৬২ ;
 চিত—চিত্ত, মন ; ৭৭ ;
 চিত-রঙ্গ—বিচিত্রি কৌতুক ; ১৮৯ ;
 চিতা—চিতার অগ্নি ; ৩০৬৬ ;
 চিতাওল—চিত্রিত করাইল ; ২৪৬২ ;
 চিত্র (স°)—১। ছবি ; ২৮৫২ ;
- চিত্রই—চিত্রিত করে ; ৩২৮ ;
 চিত্রিত (স°)—বিচিত্র ; ২২২১ ;
 চিন—চিহ্ন ; ৮১৫ ;
 চিনই—চিনিতে ; ৮৬ ;
 চিনল—১। চিনিল ;
 ২। পরিচিত ; ৮৬ ;
 চিন্তাই—চিন্তা করিয়া ; ৩০৭২ ;
 চিবুক (স°)—থুতি ; ২১ ;
 চিয়াইয়া—চেতন করাইয়া ; ১১৭৭ ;
 চিয়াইল—চেতন করাইল ; ১৪৫ ;
 চিয়াওল—জাগাইল ; ২৪৮২ ;
 চিয়ায়ব—জাগাইবে ; ২৪৮৮ ;
 চির (স°)—বিলম্ব ;
 চির—('চীর' ঙ্গ) বস্ত্র ; ২২৮ ; ১৬৭০ ;
 চিরখাই—চির-স্থায়ী ; ৭৩০ ;
 চিরুই—চিনে ; ৭২ ;
 চিরুল—চিনিল ;
 চিরুলি—(ঙ্গী কর্ত্তী) চিনিলা ; ৪২৪ ;
 চিরু—চিনে ; ৯৮ ;
 চীকণ—চিকণ, উজ্জল ; ১৭২১ ;
 চীত—চিত্র ; ২৫ ; ৩১৫ ;
 চীত—চিত্ত, মন ; ১৮ ;
 চীত-নলিনী—চিত্রে অঙ্কিত গাথা ; ১০০ ;
 চীত-পুতলি—চিত্রে অঙ্কিত পুতলী ; ২৫, ৩১৫ ;
 চীন—চিহ্ন ; ২৫০ ;
 চীন—চীনাগুণক অর্থাৎ চীনদেশীয় রেশমী-সূতা ; ২১৬১ ;
 চীনমু—চিনিলাম ; ৮৫৮ ;
 চীর (স°)—বস্ত্র ; ৯৮ ;
 চুনি—(হি° 'চুন্না'—চয়ন কৃ) চয়ন করিয়া ; ৭২১ ;
 চুবক—চুয়া ; ৬৪২ ;
 চুমে—চুষন করে ; ৬৮২ ;
 চুষ—চুষন, চুয়া ; ৬০২ ;
 চুষই (য়ে)—চুষন করে ; ২৮৭ ; ৬১০ ;
 চুলি—চুল ; ৩০ ; ২৩৬২ ;

চুচক (স°)—সুনের অগ্রভাগ ; ৪৪৮ ;
 চুড়—চূড়া ; ৭৪ ;
 চূত (স°)—আশ্র ; ১৮০২ ;
 চুষত—চুষাইয়া পড়ে ; ৬৭ ;
 চুষল—চূত হইল ; ৭০০ ;
 চুর (৭°)—চূর্ণ ; ৪৮২ ; ২৬১৪ ;
 চুরিত—(স° 'চূর্ণিত') চূর্ণ ; ২৫১৭ ;
 চূর্ণ-কুস্তল—ললাটের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র কেশ ; ১৭৭০ ;
 চেতন—১। চেতনায়ুক্ত ;

• ২। চৈতন্য ;

চৈতন্যদ্বারী (স°)—চৈতন্য অর্থাৎ চেদি-রাস্তার পতি

শিশুপালের উদ্ধারকারী ; ২৯৭৫ ;

চৈল—চলিও ; ১৩৩২ ;

চোড়ক—(হি° 'চৌক') চমক ; ১০৬৪ ;

চোড়কি—চমকিয়া ; ২৪৮৩ ;

চোঠ—('চোঠ' অ°) চারি ; ১৮১৩ ;

চোয়ত—('চুষত' অ°) চুষাইয়া পড়ে ; ২৮৩১ ;

চোর (স°)—তস্কর ; ৩৪১ ;

চোর (রি)—চুরি, অপহরণ ; ২১৫ ; ২৩০ ;

চোরণি—চুরি ; ১২৫৫ ;

চোরল—চুরি করিল ; ১৮১৪ ;

চোরা—('চোর' অ°) তস্কর ;

চোরায়—চুরি করে ; ২৬৩২ ;

চোরায়ত—চুরি করে ; ২৮০৮ ;

চোরায়নি—চৌধ্য-কারী ; ১০৫৫ ;

চোরায়ল—চুরি করিল ; ২২৮ ;

চোরায়লি—(জী° কর্তা) চুরি করিল ; ২০৪ ;

চোরায়সি—চুরি করিতেছে ; ১৩৫৬ ;

চোরাহ—চুরি করে ; ১৮৮৭ ;

চোরি—চুরি করিয়া ; ৫২ ; ২০৮ ;

চোরী—চৌধ্য-কারিণী ; ৬৬৮ ;

চোলি (হি°)—জী-লোকের কর্তা ; ১২৫৫ ;

চৌ—চারি ; ১৫১ ; ২২৭ ;

চৌড়কি—চমকিত হইয়া ; ৮৩ ;

চৌচীর—চারি খণ্ড ; ১৮২৩ ;

চৌঠ—(স° 'চতুষ্টয়', হি° 'চৌঠা') চারিটা ; ১৭২৪ ;

চৌতরা—(হি° 'চৌতরা') উচ্চ বেদী, চৌতারা ; ৩০৪২ ;

চৌধরি—চারিটা স্বর অর্থাৎ লহর-যুক্ত ; ২২৮৪ ;

চৌদশি—চতুর্দশী ; ১৬২৭ ;

চৌয়ানপনা—('চৌয়ান' * + পনা) চতুরপনা, চতুরতা ;
 ৬০২ ;

চোর (স°)—চোর ; ১১ ;

চোরি—১। চুরি ;

২। চৌধ্য দ্বারা সিদ্ধ, গুপ্ত ; ৬৩ ; ২৪৮৫ ;

চ্যুত (স°)—অলিত, পতিত ; ১১৪৭ ;

[ছ]

ছটকটি—১। ছটকটানি, অস্থিরতা ; ১৭২০ ;

২। ছটকট করিয়া, অস্থির হইয়া ; ৯৫ ;

ছটা (স°)—দীপ্তি ; ১৪৪ ;

ছটাছটি—ছড়াছড়ি ; ৮৩ ;

ছড়া—গুচ্ছ, মালা ;

ছদ—('ছদম' অ°) ছদ্ম, ছল ; ৩০৩৬ ;

ছদম—ছদ্ম, কপট ; ১২১১ ;

ছদ্ম (স°)—ছল ; ১৬৮২ ;

ছন্দ—ছাঁদন, বন্ধন ; ২৫৫১ ;

ছন্দ—১। অভিপ্ৰায় ; ৪৬ ; ১২৭ ;

২। কৌশল ; ২১৭ ;

৩। প্রকার ; ৮৪ ; ১০৭ ;

৪। শোভা ;

৫। কপট ; ১২১২ ;

ছন্দন—শোভা ; ২১৬৪ ; ২৮৮০ ;

ছবি (স°)—কান্তি ; ১০২০ ;

ছবীল (লে) (হি°)—(স্বন্দর) ছবি অর্থাৎ কান্তিবিশিষ্ট ;
 ২২৬৬ ;

ছয়ল—('ছৈল' অ°) চতুর ; ১০৭১ ; ২২৬৬ ;

ছরম—শ্রম, পরিশ্রম ; ৩০২ ;

ছরমি—শ্রমী, পরিশ্রান্ত ; ৪৬৮ ;

* 'চৌয়ান' শব্দটি কি হিন্দী 'চৌ' ও হলাখক 'আন' শব্দের যোগে
 নিপন্ন ?—সম্পাদক ।

ছরমিত—ঋম-মুক্ত ; ২৮৯০ ;
 ছল (স°)—কন্দি ; ৭০ ;
 ছলছল—অশ্র-জ্বলে পূর্ণ ; ১৮৩ ;
 ছলা—ছল ; ২৯ ;
 ছলিয়া—(হি° ‘ছৈল’, ‘ছলিয়া’) ১। চতুর ; ১৪৯ ;
 ২। প্রবঞ্চক ; ১২৩ ;
 ছাই—১। ছায়া ; ৩৫৮ ;
 ২। কাস্তি ; ১২০১ ;
 ছাট—(স° ‘ছটা’) ছড়ি, লাঠী ; ১৬৯৮ ;
 ছাড়ি—১। ছাড়ে ; ৬৩ ;
 ২। ছাড়িয়া ;
 ছাড়্য—ছাড়িও ; ৩৫৩ ;
 ছাতি (তিয়া)—(হি° ‘ছাতি’) বুক ; ৫৫ ; ১৪৭৯ ;
 ছানিয়া—ছাকিয়া ; ২০২ ;
 ছান্দ—শোভা ; ২০৩ ; ২২৮ ; ২৬৮ ;
 ছান্দ (ন্দ)—বন্ধন ; ২৬২ ;
 ছান্দন—(‘ছন্দ’ ঙ°) কৌশল ; ২৮৭৯ ;
 ছান্দল—বায়িল ; ২৫৫৩ ;
 ছান্দা—বেটন ; ১২৯১ ;
 ছাপলি—(জী° কর্তা) লুকাইলা ; ২৩০ ;
 ছাপসি—লুকাইতেছ ; ৩৩২ ;
 ছাপাই—লুকাইয়া ; ৩৩২ ; ৯৬৮ ;
 ছাপায়ল—লুকাইল ; ৯৬২ ;
 ছাপায়লু—লুকাইলাম ; ৯৬২ ;
 ছাপি—১। লুকাইয়া ; ১৬৩৯ ;
 ২। লুকায়িত, গুপ্ত ; ১২১১ ;
 ছায়—ছায়ায় ; ২৯৫ ; ৩০৪ ;
 ছায়—আচ্ছাদিত ক’রে ; ৫৮ ;
 ছার—(স° ‘কার’) ১। ছাই ; ২১৪ ;
 ২। অধম ; ১৭৩৬ ;
 ছারে খারে—(‘ছার’ ও ‘খার’ ঙ° ; সহচর শব্দ) অধঃ-
 পাতে ; ১১৭ ;
 ছাহ—ছায়া ; ২১ ; ৫৬ ;
 ছিন—ছিন্ন ;
 ছিন্নে—ছি (ষ্ণা-মুচক অব্যয়) ৩৬৮ ;

ছিন্নকত—(হি° ‘ছিন্নকনা’) ১। ছিটায় ; ১৫৬১ ;
 ২। ছিটাইতে ; ১২১১ ;
 ছিন্নি—১। ত্রী ; ১২১১ ;
 ২। শোভা ; ১৬৯৬ ;
 ছিন্নফল—ত্রীফল, বেগ ; ১২৭ ;
 ছীকনে—ছীচি দেওয়ায় ; ১২১১ ;
 ছীন—ছিন্ন ; ১২১১ ;
 ছুটই (ত)—ছুটে, ছাড়ে ; ১৭৪ ;
 ছুটল—১। ছুটিল ; ২৪৭৭ ;
 ২। নিষ্কপ্ত ; ৮৫ ;
 ছুত—ছুৎ, স্পর্শ-দোষ ; ২৬৯৮ ;
 ছুতনা—(স° ‘মুতনা’, ‘মুত’) ছুতা, ছল ; ২৫৬২ ;
 ছুট—ছুটে ; ২৪৬২ ;
 ছুরী—(স° ‘সুরী’) চাকু ; ৮৭৩ ;
 ছুটল—ছুটিল ; ২৪৭৭ ;
 ছেমন—ভঙ্গ ; ৭১ ;
 ছেদল—ছেদন করিল ; ১৫০ ;
 ছৈল—(স° ‘হৈক’ + ল, প্রা° ‘ছইল’, হি° ‘হৈল’)
 ১। নিপুণ, চতুর ; ৭০৭ ;
 ২। ধূর্ত ; ১২১১ ;
 ছোট—ছোট, ক্ষুদ্র-দেহ ; ৬৬ ;
 ছোড়ই—ছাড়ে ;
 ছোড়ত—ছাড়ে ; ১৭৩ ;
 ছোড়বি—ছাড়িবি ;
 ছোড়ল—ছাড়িল ; ১৬৭ ;
 ছোড়লু—ছাড়িলাম ;
 ছোড়ায়ল—ছাড়াইল ; ৪১৭ ;
 ছোড়ি—১। ছাড়িল ;
 ২। ছাড়িয়া ;
 ছোয়ত—(ক্রম পদ) ছুইতে, ছুইলে পরে ; ১২১১ ;
 ছোলকা—ছোলঙ্ক লেবু ; ২৬৫১ ;
 ছোহরা—এক-জাতীয় খেজুর ; ২৬৫১ ;
 ছোঁচ—(স° ‘অশোচ’ হইতে) অশুচি, অপবিত্র ; ৩০৩০ ;
 [ত্ত]
 জগ—জগৎ ; ৩ ; ৬৩ ;

জগাই—জাগাইয়া ; ২৪৮২ ;

জগি—জাগিয়া ; ২৮৬৮ ;

জঘন (স°)—১। নিতম্বের সম্মুখের অংশ ; ১০৭৯

২। নিতম্ব ; ২৪৬২ ; ২৪৭৭ ;

জঘম (স°)—গতিশীল প্রাণী ; ৪ ; ১৬৭৬ ;

জঘব—জঘবা, জাহু-দেশ ; ৩২৪ ;

জ-জকার—(পু° ব° ‘জোকার’) জয়-সূচক উলু-ফানি ;

২৫ ; ১৫৭৭ ;

জঙ্গাল—১। বিড়ম্বনা ; ৩৯ ;

০ ২। বিড়ম্বনা-জনক বস্তু ; ৬৬৭ ;

জটিল—জটী-যুক্ত ; ২৪০ ;

জঠর (স°)—উদর ; ১৩২৩ ;

জড়—(স° ‘জট’) গাছের শিকড় ; ৬৪২ ;

জড়া—জড়িত ; ১২৯ ;

জড়ায়ল—জড়িত ; ১৫৫৪ ;

জড়িত—জড়ত্ব-প্রাপ্ত, অসার ; ১৬৫ ;

জড়িম—জড়িত ; ২৪৭৩ ;

জনজাল—জঙ্গাল, বিড়ম্বনা ; ১৭৩১ ;

জনম—জন্ম ; ২৫৬ ;

জনমিয়ে—জন্মগ্রহণ করি ; ৩০১৭ ;

জনা—জন, ব্যক্তি ; ১১৬ ;

জনাযত—জানাইতেছে ; ১৬৩৭ ;

জনি—(স° ‘যৎ+ন’ ; হি° ‘মৈ’ ‘জনি’ ‘জিনু’) ১। যেন
না ; ২২২ ; ২৪৭ ;

২। না ; ৬৩ ; ২৩৬ ;

জনী—যেন ; ১৩২৪ ;

জহু—১। যেন ; ২৮ ; ৮০ ;

২। না ; ২৪৫ ;

জপাই—জপ করে ;

জপাইতে—জপ করিতে ;

জপত—জপ করে ; ১২২ ;

জপু—(স° ‘জাপক’) জপ-পরায়ণ ; ২৫৫ ;

জবদ—(আ° ‘জব্’) পরাজিত ; ২৫৬১

জমকি—(আ° ‘জমা’ হইতে ‘জম্কা’ ধাতু) জমা অর্থাৎ
একত্র হইল ; ২৭১৫ ;

জমুকি—(স° ‘জমকী’) শৃগালী ; ৬১৭ ;

জয়তি (স°)—সর্বোৎকৃষ্ট-রূপে বিরাজিত হইতেছেন ; ২১ ;

জয়-তোর—(স° ‘জয়-তুরী’) জয়-সূচক তুরী-যন্ত্রের বাস্ত ;
২৮৪৩ ;

জর—জর ; ১৭০ ;

জরজর—জর্জরিত, জীর্ণ ; ৮৭ ; ১৬১ ;

জরতি—(‘জরতী’ জ°) বৃদ্ধা ; ২৫৪৭ ;

জরতী (স°)—বৃদ্ধা, শ্রীরাধার শাস্ত্রী ; ১৩৩২ ;

জরা (স°)—বার্দ্ধক্য ; ৩০১৬ ;

জরি—জলিয়া ; ৬১৭ ;

জরি—(ফা° ‘জর’ বর্ণ) সোনার তারের কাপড় ; ২৬২২ ;

জরিয়া—জলিয়া ; ৩৩৬ ;

জলজ (স°)—পদ্ম ; ১৭১ ;

জলত—জলে ; ২১৭ ;

জলদ (স°)—মেঘ ; ৭৩ ;

জলধর (স°)—মেঘ ; ১২৬ ;

জলমগ্নক—ক্রীড়া-বিশেষ, জলে হাত দ্বারা শব্দ-উৎপাদন ;
১২৮২ ;

জলরুহ (স°)—পদ্ম ; ১২১২ ;

জলু—জলে ; ১৫৮ ; ২৩৪ ;

জলেরে—(‘এরে’ নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তির চিহ্ন) জলের
জনা ; ১২৪ ;

১। জাগ—(স° ‘যাগ’ , হি° ‘মৈ’ ‘জাগ’) যাগ, যজ্ঞ ; ৫২ ;

২। জাগ—জাগে ; ৬৪ ; ১৭৭ ;

জাগাই—(‘১। জাগ’ জ°) যাগ অর্থাৎ যজ্ঞ করে ; ৫২ ;

জাগাইবে—জাগাইবে ; ৭২৫ ;

জাগর—(স° ‘জাগরিত’ হইতে) জাগ্রত ; ২৪৩০ ;

জাগর (স°)—১। জাগরণ ; ৪৩ ;

২। অনিদ্রা ; ১৬০০ ;

জাগরি—জাগরিতা ; ৩২০ ;

জাগলু—জাগিলাম ; ২৪৭ ;

জাগাওব—জাগাইবে ; ২৮৩২ ;

জাগাবি—জাগাইবি ; ১১২ ;

জাগায়ল—জাগাইল ; ৬২৫ ;

জাগি—১। জাগে ; ২৫ ; ২০৭ ;

২। আগরিত; ৩৪২; ৯৮৬;

৩। আগক;

২। আগিয়াছে; ১৬২;

উচ্চারণ 'আউ') বাই; ৪৬; ২৬৭;

—(ঘনা-গাছের গর্ভে যে দীর্ঘ কাঠ ঘুরিয়া পিষিয়া সরিয়া, তিল প্রভৃতি হইতে তেল বাহির করে; বা° স°) ইক্ষু মাড়াই করার যন্ত্রের অংশ-বিশেষ ২২০০;

জাত—জাতি; ১৬৪;

জাত — (স° 'যা'—জাতি, হি° 'জাতা') যায়; ১২১২;

জাত (স°)—১। উৎপন্ন;

২। সমূহ;

জাদ—১। ঘেণীর আগায় খুলাইবার ক্রম খোঁপা; ১৩৩০;

জান—১। জানে; ১১; ৪৬;

২। জান; ৩০৯;

৩। জানি; ১১১;

৪। জানিয়া; ৩৭৩;

জানই (ত)—জানে; ১৬৪; ৩৩৬;

জানন—(পূ° ব° 'জানন্') জানা; ৯৩৯;

জানল—জানিল; ২৭০৮;

জানলি—(দ্বী° কর্জী) জানিল; ২৪৯৬;

জানলু—জানলাম; ৪২৫;

জানসি—জানিতেছ; ২৮; ৪০৪;

জানহ—জানিও; ১৮৪;

জানি—('জনী' ত্র°) যেন; ২৫৫০;

জানি—('জনি' ত্র°) না; ৫৭৬; ৬৪৬;

জানি—(সম্ভেদ-স্বচক অব্যয়) যদি, পাছে; ৪৭; ১৮৭;

জানি—জানে; ৫০; ১৮৩৪;

জানিতাও—জানিতাম; ৮০১;

জানিতু—জানিতাম; ২৫৬;

জানিয়ে—জানি; ৭৩; ২৭;

জাপ—জপ করে; ১১২;

জামি—(প্রাচীন হি° 'জিমি') যেন; ২৪৫৫; ২৪৭২;

জামুনদ (স°)—জামুনদী হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণ-রেণু-জাত উৎকৃষ্ট স্বর্ণ; ১১৪৪;

জার—জালাইয়া; 'করই বিলাস দীপ লই জার' বিভূষিত;

জারই (ত)—জালায়; ২০৪; ২৮১; ৩১৯;

জারত—জলিত, দগ্ধ; ২১৯৭;

জারব—জালাইবে; ১৮২৭;

জারয়ে—জালায়; ১৮৭;

জারল—১। জালাইল; ৪১; ১৬৬;

২। প্রজ্জলিত; ৩৫৮;

৩। দগ্ধ; ১৭৯১;

জারহ—জালাও; ৩০৮;

জারা (লা)—জালা, যজ্ঞা; ২০১; ১২৩৮;

জারি—জালিয়া; ৪৪২;

জাল (স°)—১। সমূহ;

২। মৎস্য ধরবার জাল; ১৯৮;

জিউ—('জীউ' ত্র°) জীবন; ৬৪;

জিঠি—(স° 'জোষ্ঠী') জেঠী, টিক্‌টিকী; ২১৬;

জিত (স°)—পরাজিত; ২২;

জিতল—জয় করিল; ৩; ৭৬;

জিতি—জয় করিয়া; ৪; ৭৩;

জিতে—বাঁচিতে; ২৬৯;

জিনি—জয় করিয়া; ১০২; ১৩২;

জিনে—জয় করে;

জিবইতে—বাঁচিতে; ২৮; ১২৮;

জিবন—জীবন; ৫৭; ৮৬;

জিস্তিতা—জৃস্তিত, প্রকাশিত; ১৮৩০;

জিহ্বত—বাঁচে; ১৮২৯;

জিহ্বব—বাঁচিবে; ১৮৩৯;

জিহ্ববি—(দ্বী° কর্জী) বাঁচিবে; ১৫৮;

জিয়ায়বি—বাঁচাইবা; ২১৫৭;

জিয়ায়সি—জিতাইতেছ; ৫৮২;

জিয়ে—বাঁচে; ২৬৭;

জিলু—বাঁচিলাম; ৬৮১;

জী—বাঁচি; ৮৬৭;

জীউ—(স° 'জীব') জীবন; ৯৮;

জীত—(স° 'জিত', ভাবে 'জ'—জয়) জয়; ২৫১৭;

জীত (তল)—জিতিল; ১০১৪; ১৪৮৫;

জীতলি—জিতিয়াহ ; ২২৭ ;
 জীতে—বাঁচিয়া থাকিতে ; ৭৮৬ ;
 জীন্—(আ° 'জিন্') জেন ; ৪৩৯ ;
 ১। জীব—(স°)—১। প্রাণী ; ৪৮০ ;
 ২। জীবন ; ৯৮ ;
 ২। জীব—১। বাঁচে ; ৬৮৩ ;
 ২। বাঁচিব ; ৮৫৭ ;
 জীবই—বাঁচে ; ১৮০ ;
 জীবউ—বাঁচুক ; ১৪১২ ;
 জীতয়ে—বাঁচে ; ১৮৭৮ ;
 জীবসি—বাঁচিতেছে ; ২৩৬ ;
 জীবাব—বাঁচিবার ; ১২১ ; ৯০৬ ;
 জীয়—('জীউ' অ°) জীবন ; ১২০১ ;
 জীয়ত—বাঁচে ; ১৬৪৬ ; ১২৫৪ ;
 জীয়ব—বাঁচিব ; ৮৭ ;
 জীয়ল মাছ—যে মংসা তোলা জলে বহুদিন পর্যন্ত জীবিত থাকে, শিঙ্গি মাছ ; ৮৭২ ;
 জীয়লু—বাঁচিলাম ; ২৫৬ ;
 জীয়ে—বাঁচে ; ৮২৯ ;
 জীল সুর—উচ্চ-সুর, পঞ্চম-সুর ; ১৫৬১ ;
 জুখিলু—ওমন করিলাম ; ৮২৫ ;
 জুড়াহু—জুড়াউক ; ৮১৮ ;
 জুড়ায়ই (ত)—জুড়ায় ;
 জুড়ায়ব—জুড়াইবে ; ৫৭ ;
 জুড়ি—বোড়া ; ২২০০ ;
 জুতি—জ্যোতি ; ১৬৯ ;
 জুয়ারি—জুয়া-খেলোয়ার ; ১৩৬ ;
 জুলুপ—(ফা° 'জুল্ফ') কণ-মূলের নিকটের কেশ ; ৬৪৪ ;
 জেঙ—(হি° 'জহু') ঘেন ; ২৮৩৩ ;
 ১। জেঠ—জ্যেষ্ঠ, বড় ; ৮৩ ;
 ২। জেঠ—জ্যেষ্ঠ-মাস ; ১৮১৪ ;
 জেঠ—জ্যেষ্ঠ ; ১৭২৫ ;
 জোই—বোড়ে, সংযোজিত করে ; ১৮১২ ;
 জোই—(জোয় অ°) ১। নিরীক্ষণ করে ; ১৭২২ ;
 ২। নিরীক্ষণ করিয়া ; ১৮৮৬ ;

জোখা—ওজন, পরিমাণ ; ৮৫০ ;
 জোড়—বোড়া, যুগল ; ৩৪ ;
 জোড়ল—সংযোজিত হইল ; ৩০২ ;
 জোতি—জ্যোতি, কান্তি ; ২৮০ ;
 জোতিখ—জ্যোতিষ, দৈবজ্ঞ ; ১৮০ ;
 জোয় (যত)—(হি°, মৈ° 'জোহ' খাত্ত) ১। নিরীক্ষণ করে ; ৫১২ ; ১৮৪২ ;
 ২। নিরীক্ষণ করিয়া ; ১০৬১ ;
 জোয়ত—('জোয়' অ°) নিরীক্ষণ করিতে ; ১২১২ ;
 জোর (ফা°)—১। বল ;
 ২। জোরে, বলপূর্বক ; ২২৪ ;
 জোর-রা-রি—('জোড়' অ°) যুগল, বোড়া ; ৫৫ ; ২০৯ ;
 ২৬১ ;
 জোরত—যুক্ত করে ;
 জোরহি—যুক্ত করে ; ৬১ ;
 জোরি—১। সংযোজিত করিল ; ৮৫ ;
 ২। সংযোজিত করিয়া ; ১২২ ;
 ৩। সংযোজিত ; ২৭ ;
 জোরে—(ফা° 'জোর') বল-পূর্বক ; ৬ ;
 জোহন—('জোয়' অ°) নিরীক্ষণ ; ২৯৬৬ ;
 জোহি—নিরীক্ষণ করিয়া ; ২৪৮৫ ;
 জোহিত—('জোয়' অ°) দৃষ্ট ; ২৪২৮ ;
 জোহে—('জোয়' অ°) নিরীক্ষণ করে ; ২৯৬৬ ;
 জ্যোতি—দীপ্তি ;
 জরী (স°)—জর-যুক্ত ; ১২৪ ;
 জলত—জলিতেছে ; ৫৭ ; ২০ ;

[অ]

ঝকোর (রি°)—(হি° 'ঝকোল') ঝাঁকি, নাড়া ; ১৫২৯ ;
 ১৫৫২ ;
 ঝগড়ত—(হি° 'ঝগড়') জেদ করিতেছে ; ১৭৪১ ;
 ঝক—(হি° 'ঝক') জ্বালা ; ৩১২ ; ১৭৪১ ;
 ঝকন—('ঝক' অ°) উষ্ম-জনক ; ১৮২৩ ;
 ঝকক—ঝকান-শব্দ করে ; ৬৭ ;
 ঝকহি—ঝকান করে ; ১৮২০ ;

বাক্য (সং)—গুণন-শব্দ ; ৭৪ ;
 বাক্তি (সং)—বাক্য ; ২৪৬৩ ;
 বাক্স (সং)—বাক্স ; ১৫৪১ ;
 বাটকই (ত)—জোরে আকর্ষণ করে ; ৩৭৭ ; ২০৩৭ ;
 বাটকি—১। জোরে অঙ্গ-চালন-করিয়া ; ১৭৪১ ;
 ২। জোরে আকর্ষণ করিয়া ; ৪৮২ ;
 বাটিত (তে)—(সং 'বাটিতি') শীঘ্র ; ৬১৪ ;
 বাণকিতে—বন্-বন্ শব্দ করিতে ; ৭১৬ ;
 বানবানি—বঙ্গন শব্দ ;
 বানবান—বন্-বন্ শব্দ করিয়া ; ৩৭৭ ;
 বামকিত—(হি° 'বামক') দীপ্তি-যুক্ত ; ১৭৭১ ;
 বাম্পই—বাঁপ দেয় ; ১৩২১ ;
 বাম্প, বাম্পিত—আচ্ছাদিত ; ১৫১৮ ;
 বাম্পি—বাঁপিয়া ; ১৭৩৫ ;
 বাম্পিয়া—('বাম্পিত' জ°) আচ্ছাদিত ; ১৮০৬ ;
 বায়—বায় ; ১৮২৮ ;
 বায় (সং)—নিব্বার, প্রবাহ ; ২১২ ;
 বায়ই—বায় ; ২১ ;
 বায়ক—(হি° 'বায়োণ') বায়কা, জানালা ; ৫৬৪ ;
 বায়বায়—সর্বদা বর্ষণ-কারী ; ৮৭ ; ১৭৪১ ;
 বায়বায়ি—একপ্রকার জল-পাত্র ; ২৭২১ ;
 বায়ণ—('বায়' জ°) বায়ণ ; ৫৮২ ;
 বায়ত (য়ে)—বায় ;
 বায়—বায় ; ৩২ ; ১১০ ;
 বায়ক—দীপ্তি ; ২১ ;
 বায়কই (ত)—দীপ্তি পায় ; ১২২ ; ২২৭ ;
 বায়কিতা—মণি-প্রভায় উজ্জ্বলা ; ২৪৭২ ;
 বায়কে—দীপ্তি পায় ; ২০৩ ;
 বায়-বায়কই—বায়মল করে ; ২৪৪২ ;
 বায়মল—উজ্জ্বল ; ১২ ; ২৮৮ ;
 বায়মলি—উজ্জ্বলতা ; ১০২ ; ২১০ ;
 বায় (সং)—মন্ত্ৰ ; ৬২৩ ;
 বায়িকি—ক্রত-ভাবে অঙ্গ চালনা করিয়া ; ৫৬৪ ;
 ৩০৮১ ;
 বাঁপ—(সং 'বাম্প') ১। হস্ত-ক্ষেপণ ; ২৩২ ;

২। আক্রমণ ; ২৫৪ ;
 বাঁপ—১। ঢাকে ; ১০০ ;
 ২। ঢাক ;
 ৩। ঢাকিয়া ; ৩২৬ ;
 বাঁপ (য়ে)—ঢাকে ; ৫৮ ; ২৩৭ ;
 বাঁপবি—ঢাকিবি ; ১১২ ;
 বাঁপল—১। ঢাকিল ; ৩৭১ ;
 ২। আবৃত, ঢাকা ; ৯৩২ ;
 ৩। অর্পণ করিল ; ৪২৬ ;
 বাঁপলু—ঢাকিলাম ; ৪৩৫ ;
 বাঁপসি—ঢাকিতেছ ; ২২৭ ;
 বাঁপা—খোপার ত্রায় একপ্রকার সম্ভার দ্রব্য
 ২২৬ ;
 বাঁপাউ—ঢাকো ; ১০৩৮ ;
 বাঁপান—(২য় খণ্ড ২২৪ পৃ° জ°) ১০৫২ ;
 বাঁপায়সি—ঢাকিতেছ ; ১০৩৬ ;
 বাঁপায়হ—ঢাকো ; ১০৬১ ;
 বাঁপি—১। ঢাকে ; ১৬০০ ;
 ২। ঢাকিল ; ৫৭ ;
 ৩। ঢাকিয়া ; ১১২ ;
 বাই—(হি° 'বাই') ত্র্যতি ; ১৫৫৭ ;
 বাক—দল ; ২৬১২ ;
 বাকত—(হি° 'বাকুন' প্রলাপ কৃ) : প্রলাপ করিতে
 করিতে ; ১৮৮৭ ;
 বাঙর (জী°—'বাঙরি')—ঝামা অর্থাৎ তীব্র-ময়ি-দগ্ধ
 মৃজিকার ত্রায় কৃষ্ণ-বর্ণ ; ২৫৩ ;
 বায়র—(সং 'বায়রীক') বায়রা, বহুছিন্ন-যুক্ত ;
 ১৬৭০ ;
 বায়রি—এক-প্রকার জল-পাত্র ; ২৫৫২ ;
 বাট—(সং 'বাটিতি') শীঘ্র ; ১২৮ ;
 বাড়ল—বাড়িল ; ২৪০ ;
 বাড়ি—বাড়া ; ২৪১ ;
 বাপ্যাছিল—ঢাকিয়াছিল ; ১২১ ;
 বায়র—('বাঙর' জ°) কৃষ্ণ-বর্ণ ; ৩১ ; ৪০ ; ১০৬ ;
 বায়রি—('বায়র' জ°) কৃষ্ণ-বর্ণ ; ১৭৪১ ;

ঝামা—অতিরিক্ত-রূপে দধি ইষ্টক ; ৬৩৭ ;
 ঝারি—জল-পাত্র-বিশেষ ; ১৫৭৯ ;
 ঝারিয়ে—ঝাড়া যায় ; ২৪০ ;
 ঝি (ঝী)—কত্ভা ; ১৪৩ ;
 ঝিঞ্জী (ঝা)—ঝিঝি-পোকা ; ১৪৪ ; ৩৪৮ ;
 ঝিক্কিরি—ঝিঝি-পোকা ; ১৭৪১ ;
 ঝিনিকি—ঝিন্-ঝিন্ শব্দ ; ১৫৪ ;
 ঝিয়ারি (ঝী)—ঝি, কত্ভা ; ৮৩৬ ;
 ঝিয়ে—ঝি, কত্ভা ; ৩৫৩ ;
 ঝীকয়ে—(হি° 'ঝীক্না' হুঃখ-কাহিনী প্রকাশ
 ক) হুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করে ; ১৮৮৭ ;
 ঝুঁটা (টি)—('ঝুট' দ্র°) চূড়া ; ২৭৭ ;
 ঝুকিত—পতন-প্রবণ ; ১৫৬১ ;
 ঝুট (টা)—('স° 'জুট') চূড়া ; ১০১২ ; ১৫০১ ;
 ঝুণ্ড—পুণ্ড ;
 ঝুমত—ঝিমানি-যুক্ত ; ৩৮২ ;
 ঝুমরি, ঝুমরি—এক-প্রকার দ্রুতছন্দের গীত, ঝুমুর ;
 ১৪৩৪ ; ১৭৪১ ;
 ঝুর-রে-রয়ে—শোক প্রকাশ করে ; ২৭৭ ; *
 ঝুরি—ঘণ্ট, খাতি-দ্রব্য-বিশেষ ; ২৫৯৫ ;
 ঝুরি—('ঝুট' দ্র°) ১। চূড়ার মালা ; ১৩৪৭ ;
 ২। মালা ; ২৪৭০ ;
 ঝুরিয়া—শোক প্রকাশ করিয়া ; ২০৩ ; ২৭৭ ;
 ঝুরে—শোক প্রকাশ করে ; ১৩ ; ১৫২ ;
 ঝুলইতে—ঝুলিতে ; ২৬২১ ;
 ঝুলত—ঝুলে ; ১৫৬২ ;

* বা° স° গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—“ঝুর...ধাতু (স° 'অশ্র' হইতে) ঝুরি—অশ্র ঝোটন করি, প্রঃ—‘‘তোমা হেন বধু হেলার হারারে ঝুরিয়া ঝুরিয়া মধু’’ ইত্যাদি। কিন্তু ‘ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলী’, ‘পশু পক্ষী ঝুরে’ ইত্যাদি বাক্যে ঝুর ধাতুর অর্থ—to pine°শোকাবুল হওয়া। গ্রিগসন মঃহোমরের Maithil Chestomath্যতে ‘ঝুর’ ধাতুর অর্থ...“to wither, to be parched, to burn” লিখিত হইয়াছে। স° ‘অশ্র’ হইতে ‘ঝুর’ ধাতু সিদ্ধ হয় না। সম্ভবতঃ স° ‘জু’ [জীর্ঘ্যতি] [ধাতু হইতে —‘জোর’, ‘জুর’ ও ‘ঝুর’ ধাতু আসিয়াছে।

সংশোধক

ঝুলন—দোলন ; ১৫৫৮ ;
 ঝুলনা—দোলা ; ১৫৬৮ ;
 ঝুলয়ে—ঝুলে ; ১৫৬০ ;
 ঝুলাওত—ঝুলায় ; ১৫৫৪ ;
 ঝুলায়ই—ঝুলায় ;
 ঝুট—(স° ‘জুট’ উৎসৃষ্ট, অতৃষ্টি ; হি°, নৈ° ‘ঝুট’) মিথ্যা ; ১৭৪১ ;
 ঝুটক—(‘ঝুট’ দ্র°) মিথ্যা ; ৬০১ ;
 ঝুর—(‘ঝুর’ দ্র°) শোক প্রকাশ করে ; ১৮১৮ ;
 ঝুরই (রে)—(‘ঝুর’ দ্র°) শোক প্রকাশ করে ;
 ৬১ ; ১৭৩৯ ;
 ঝুরত—(‘ঝুর’ দ্র°) শোক প্রকাশ করে ; ১৭৪১ ;
 ঝুরসি—(‘ঝুর’ দ্র°) শোক প্রকাশ করিতেছে ;
 ৪৫৪ ;
 ঝুলত—ঝুলে ; ১৫৬৩ ;
 ঝেলি—(হি° ‘ঝেলনা’ ধাতু) (জী° কজী) পোষণ করে ; ২৮৩৪ ;
 ঝোক—ঝোক, হিমোল ; ২৬১৯ ;

[ট]

ট°কারি—টকার দিয়া ; ১৮২০ ;
 টলই—টলে ; ২৩৫ ; ৩২৬ ;
 টগমল—চঞ্চল ; ১৯ ;
 টলী—টলিয়াছে ; ১৩২৪ ;
 টাটক—কর্ণ-ভুষণ-বিশেষ ; ২৭৬৩ ;
 টারল—(স° ‘টল’, হি° ‘টাল’ ধাতু) বাপন করিল ;
 ১৭১৮ ;
 টালনি—হেলনা, বক্রতা ; ৩৪ ; ১২০ ;
 টালিয়া—হেলাইয়া, বক্র করিয়া ;
 টিকে—ধাকে ; ৮৭৩ ;
 টুটই—টুটে, ভাঙ্গে ;
 টুটইতে—ভাঙ্গিতে ; ১০৯ ;
 টুটউ—টুটুক, ভাঙ্গুক ; ১৯২১ ;
 টুটব—ভাঙ্গিবে ; ৫৭ ;
 টুটয়ে—ভাঙ্গে ; ৩৩৬ ;
 টুটল—ভাঙ্গিল ; ১৯৫ ;

টুটা—ভাঙ্গা, হ্রস্বস্থাপন ; ১৩৯৬ ;

টুটারল—ভাঙ্গিল ; ৯৬২ ;

টুটি—ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া ; ৪৮২ ; ৭২১ ;

টুটে—১। ভাঙে ; ১০৯ ;

২। খুচে ; ১৩৫ ;

টুটত—ভাঙে, ক্ষয় হয় ; ৩৬২ ;

টুটব—ভাঙ্গিবে ; ৩০৭১ ;

টুটল—১। ভাঙ্গিল ; ২৫৪ ;

২। ভগ্ন ; ২৪৯২ ;

টুটি—টুটা, ভাঙ্গা ; ১৪১০ ;

টেটি—(হি° 'টেট') বৃন্দাবন-অঞ্চলে জাত 'করীল'

নামক জলের ফল ; ২৬৫১ ;

টেড়া (কি)—বক্র ; ১৩৯০ ; ২৮৬০ ;

টেরি—(হি° 'টেরনা' চীৎকার ক্র) চীৎকার
করিয়া ; ১৮৭৯ ;

টোরত—ঝোঁক করে ; ১৭১৮ ;

[ঠ]

ঠাটা—ঠাট, সাজ ; ১৫১৮ ;

ঠমক—অঙ্গ-ভঙ্গী ; ৭২০ ;

ঠমকি (কাই)—অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া ; ৬৩৩ ; ২৮৮১ ;

ঠাই—('ঠান' জ°) স্থান ; ১১৭ ;

ঠাকুরাল (লি)—ঠাকুরের উপযুক্ত কার্য, মহিমা ;
৬৬৫ ;

ঠাঞি—('ঠান' জ°) স্থান ; ১১৬ ;

ঠাট—১। আরোজন, সাজ ; ৪৯ ;

২। মণ্ডলী ; ১০৫৭ ;

ঠাড়াই (হি°)—দাঁড়াইল ; ৪১৯ ; ২০৩৬ ;

ঠাড়াহি—দাঁড়ায় ; ২৭৭০ ;

ঠাড়ি—১। দাঁড়াইল ; ৪৮৩ ;

২। দাঁড়াইয়া ; ৫০৪ ;

ঠাড়ে—দাঁড়ায় ; ২৭৭২ ;

ঠান (জ্ঞা)—(স° 'স্থান', প্রা° 'ট্ঠাণ') স্থান ;

১৫৬ ; ১২৭৭ ;

ঠাম—('ঠান' জ°) ১। স্থান, ঠাই ; ৩৭ ; ১১১ ;

২। ভঙ্গী ; ১২০ ; ১৪৬ ;

৩। শোভা ; ১৫৩ ;

ঠামা—('ঠাম' ও 'ঠান' জ°) স্থান ; ৩১৯ ; ৩২০ ;

ঠায়—ঠাই ; ২০৩৭ ;

ঠার—১। ইঙ্গিত, ইশারা ; ১৪৮ ;

২। ইঙ্গিত-স্বচক চালন করে ; ২৭৯৮ ;

ঠারাঠারি—পরস্পর ইশারা বা ইঙ্গিত ; ২৭৭ ;

ঠারিয়া—ইঙ্গিত করিয়া ; ৩০৮২ ;

ঠারে-ঠোরে—('ঠার' ও 'ঠোর' জ°) ইঙ্গিত ও স্থান

অর্থাৎ স্থানোচিত ইঙ্গিত ; ১১২২ ;

ঠাহর—ঠাওর, ঠিকানা ; ২৬৩১ ;

ঠিকন—ঠিকানা, নিশ্চয়-স্বচক চিহ্ন ; ১৯৭৯ ;

ঠেকনা—ঠেস ; ২১৬ ;

ঠেকা—ঠেস, হেলান ; ১২০ ;

ঠেকিলু—ঠেকিলাম ; ২৭৯ ;

ঠেটা—ধুট ; ২৬৯৬ ;

ঠেরণ—স্থগিত-কারী ; ১৫৫৭ ;

ঠেরত—ঠেলিবে, দূর করিবে ; ১৭১৮ ;

ঠেলই—ঠেলে ; ১০০ ;

ঠেলন—ঠেলার যোগ্য ; ১০০৩ ;

ঠেলবি—ঠেলিবি ; ৪৯ ;

ঠেলসি—ঠেলিতেছি ; ৪১৭ ;

ঠেসন—ঠেস ; ২৯০৩ ;

ঠোর—(হি° 'ঠোর') স্থান ; ১০৩২ ;

[ড]

ডগমগ—১। অস্থির, চঞ্চল ; ৪ ;

২। চঞ্চল-ভাবে ; ১০৯৬ ;

ডড়াই—দাঁড়াইল ; ২০৩৬ ;

ডমক—বাক্ত-বস্ত্র-বিশেষ ; ২৭১ ;

ডমক—বাক্ত-বস্ত্র-বিশেষ ; ২২৬ ;

ডঘর (স°)—ঝাঁক, দল ; ১৯৩ ; ৩৪২ ;

ডর—(স° 'দর') ভয় ; ১২০ ;

ডরডর—ভাঙ্ক-পক্ষীর শব্দ ; ১৭৫৬ ;

ডরবি—ভয় পাইবি ; ১৪৮৪ ;

ডরলি—(জী° কৰ্মী) ভয় পাইল ; ২৬৩১ ;
 ডরালি—ভয় পাইতেছে ; ১৩৫৮ ;
 ডাকই—ডাকে ; ৪ ;
 ডাকউ—ডাকুক ; ১৯৯৬ ;
 ডাকিনী—ষাণ্ণ-বিজ্ঞার সাহায্যে মারণ, উচ্চাটন ইত্যাদি
 কার্যে অভিজ্ঞা স্ত্রী ; ২৫৬৫ ;
 ডামর (স°)—(জী° ‘ডামরী’) চোর ; ২৪৬২ ;
 ডারই (ত)—নিষ্কেপ করে ; ৫৭৩ ;
 ডারবি—নিষ্কেপ করিবি
 ডীরল—নিষ্কেপ করিল ;
 ডারলি—নিষ্কেপ করিলি ; ২৪৯৫ ;
 ডারলু—নিষ্কেপ করিলাম ; ৩৬৫ ;
 ডারসি—ফেলিতেছে ; ৪৪০ ;
 ডারহ—নিষ্কেপ কর ; ৩৬৭ ;
 ডারি—নিষ্কেপ করিয়া ; ২৮৪ ;
 ডারে—নিষ্কেপ করে ; ২৬১২ ;
 ডালা (লি)—উপহার দ্রব্যাদির সজ্জিত পাত্র ; ২৭৯ ;
 ২৯২ ;
 ডাহিনী—(স° ‘ডাকিনী’) ডাইন্ ; ৮৭৭ ;
 ডাহক—(স্ত্রী°—ডাহকি-কী) পক্ষি-বিশেষ ; ১৪৪ ;
 ১৭৩৬ ;
 ডিগয়—(হি° ‘ধগ্‌ডা’, ‘ধগ্‌গড়’) লম্পট ; ১৩৯০ ;
 ডিগুম (স°)—বাদ্য-যন্ত্র-বিশেষ ; ১০৭৯ ;
 ডুকরি—উচ্চ-শব্দ করিয়া ; ৬৮৫৩ ;
 ডুইন্তে—ডুবিতে ;
 ডুবল—ডুবিল ; ৩০০ ;
 ডুবলু—ডুবিলাম ; ২৮ ;
 ডুবাই—ডুবাওয়া ; ২৫০৩ ;
 ডুবায়ল—ডুবায়েল ; ১৬২৬ ;
 ডুবিছু—ডুবিতেছি ; ৩১০১ ;
 ডুরি—(‘গোর’ দ্র°) রজ্জু, দড়ি ;
 ডুই—ডুবে ; ১৬২৭ ;
 ডুবব—ডুবিবে ; ১৩৩১ ;
 ডুবল—ডুবিল ; ১৬২৭
 ডুব—ডুব ; ৫০৯ ;

ডেরি—(?) ২৮০২ ;
 ডোর—(স° ‘ডোরক’) ১। দড়ি, রজ্জু ; ২৮৮ ;
 ২। ফিতার মালা ; ২৮৮ ;
 ডোর—(‘ডোল’ দ্র°) দোলে ; ১৭১১ ; ২১৯৬ ;
 ডোর দেহ—ডোর অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা বন্ধ করিয়া
 রাখ ; ৬০ ;
 ডোল (লে)—দোলে ; ৪১ ; ৩৩৪ ;
 ডোলত—দোলে অর্থাৎ ঘোরে ; ২৯৭১ ;
 ডোলনি—দোলন ; ১২৫৫ ;
 ডোলে—দোলে ; ১২৪৭ ;

[ড]

ডঙ্গ—(স° ‘নস্ত’) ১। কপট, ছল ; ৫৯৩ ;
 ২। ভঙ্গী ; ১৮৯ ;
 ডঙ্গিয়া—(‘ডঙ্গ’ দ্র°) ঢঙ্গী, ভঙ্গীযুক্ত ; ১৪৩৮ ;
 ডরই—ঢলিয়া পড়ে, এলাইয়া পড়ে ; ১৬৮৩ ;
 ডরকত—(হি° ‘ডরকনা’) ১। প্রবাহিত হর ; ৬৬০ ;
 ২। ঢলকিয়া পড়িতেছে ; ২৮৩৩ ;
 ৩। প্রবাহ-রূপে নির্গত ; ২৭৮০ ;
 ডরকি—১। ঢলকিয়া অর্থাৎ উছলাইয়া ; ৪৫২ ;
 ২। ঢলিয়া ; ১০৮৮ ;
 ডরকে—ঢলকিয়া পড়ে ; ১৫২৮ ;
 ডর ডর—ঢল-ঢলে, উচ্ছলিত ; ৩৪ ; ১২০ ;
 ডরত—ঢলিয়া পড়ে ; ৩৮২ ;
 ঢল ঢল—ঢল-ঢলে, উচ্ছলিত ; ১৫২ ;
 ঢলী—ঢলিয়া পড়িল ; ১৩২৪ ;
 ঢামালি—উল্লাস-সুচক লাফা-লাফি ; ২৬২৯ ;
 ঢার—ঢালিলাম ; ১৪২২ ;
 ঢারই (ত)—ঢালে ; ৫৯ ; ১৫৭৯ ;
 ঢারউ—ঢালে ; ১৫৪৩ ;
 ঢারল—ঢালিল ; ১০৭৮ ;
 ঢারি—১। ঢালে ; ১৫৭৯ ;
 ২। ঢালিয়া ; ১০০১
 ঢিট—(‘ঢীট’ দ্র°) ধুট, শঠ ; ৭০০ ;
 ঢীট—(স° ‘ধুট’, হি° ‘ঢীট্’) ধুট, শঠ ; ৫০৬ ; ৬০৯ ;

টীটপনা—('টীট' ও 'পণা' দ্র°) ধুটতা, শঠতা ; ৬৪৫ ;
 চুঁড়ই (ত)—ভ্রমণ করে ; ১৫০৩ ;
 চুঁড়ি—ভ্রমণ করিয়া ;
 ঢুলায়ই (ত)—ঢুলায়, ঘুরায় ; ৩ ; ২৭৫ ;
 ঢুলিয়া—হেলিয়া ; ১৫১৩ ;
 চুঁড়ই—ভ্রমণ করে ; ১২৫২ ;
 চুঁড়ত (য়ে)—ভ্রমণ করে ; ৫৯৮ ;
 চুঁড়ব—ভালাস করিব ; ৭১ ;
 ঢেঠনা—('টীট' দ্র°) ধুট্ট যুবক ; ১৪৬২ ;
 ঢেরি—(হি° 'ঢের') জুপ, রাশি ; ১৫৬১ ;
 ঢোরি—ঢলিয়া ; ২৬৪০

[ত]

ত—(স° 'তু') ১। কিস্ত ; ২৯২ ; ১৪৯২ ;
 ২। নিশ্চয়ার্থে অব্যয় ; ২৯১ ; ২৯২ ;
 ৩। পদ-পূরণে অব্যয় ; ১১৮ ; ১৪৩ ;
 ত—(স° 'তপ্' প্রত্যয়) হইতে ; ১৪৩৭ ;
 তকলবি—(আ° 'তকলুফ্') ভদ্রতার রীতি-সম্মত ;
 ৬৪৩ ;
 তঙ—(উ° 'তৌ' ; হি° 'তো', 'তৌ') তা হইগে ;
 ২৩৬৪ ;
 তছু—(প্রা° 'তন্' ; ঙ্র° 'তন্') তাহার ;
 ১২ ; ১৮ ; ১৬৯ ;
 তটিনি—তটিনী, নদী ; ৯০৮ ;
 তটী (স°)—তট ; ২১০ ;
 তড়ক—ভ্রমণ-বিশেষ ; ১৮৯৬ ;
 তড়াবড়ি—তড়-বড়-করিয়া অর্থাৎ দ্রুত-ভাবে ; ২৬৯৬
 ততহি—(স° 'তত্' ; অণ° 'তথ', 'তথি') ; সেখানে ;
 ১৯ ; ৫৭ ; ২১৮ ;
 ততি (স°)—সমূহ ; ১৫৮৮ ;
 ১। তথি—('ততহি' দ্র°) সেখানে, তাহাতে ;
 ২৬১ ;
 ২। তথি—(স° 'তথা') সেইরূপ ; ৩৮৬ ;
 তহুচীতি—(স° 'তহুচি') উহার উপস্থিত ; ২৮৫০ ;
 তন—(হি°) তনু, বেহ ; ২৯৬৬ ;

তনি—(স° 'তনুজা' হইতে) তনয়া, কন্যা ; ১১৩৯ ;
 তনি—(স° 'তনু' ; হি°, ঙ্র° 'তনিক' 'তনি') অন্ন ;
 ১৬৯৭ ;
 তনু—(স°) ১। অঙ্গ, শরীর ; ৮৬ ;
 ২। কুশ ; ৮৬ ;
 তনু তনু—প্রত্যেক অঙ্গ ; ৭২৭ ;
 তনুতনু—(স° 'তনুতনু' (?) ; হি° 'তনুতনু')
 কার্পাস-সূত্র-নির্মিত বহুমুগা বস্ত্র-বিশেষ ; ২৭৭ ; *
 তত্ত (স°)—মৃত্যু ; ১৯২৪ ;
 তত্ত (স°) ১। শাস্ত্র, বিধান ; ১৩১০ ;
 ২। তার ; ৪৮৩ ;
 তপত—তপ্ত, উষ্ণ ; ৪৫০ ;
 তপন—(স°) সূর্য্য ;
 তপসি (সী)—তপস্বী ; ২৫৩৮ ;
 তপসিনি—তপস্বিনী ; ২৫১৩ ;
 তব—(হি°, মৈ° 'তব্') তখন ; ১৫ ;
 তব ধরি—তখন হইতে ; ৬৫ ; ১৫৫ ;
 তবহি—তখনি ; ৫৩ ;
 তবহি—তভু, তবু ; ৪৫ ; ২৯২ ;
 তবে—('তব' দ্র°) তখন ; ২৮৬ ;
 তভু (যু)—তবু ; ২৩৭ ; ২২০০ ;
 তরইতে—উত্তীর্ণ হইতে ; ৯৩৯ ;
 তরকি—তর্ক করিয়া, বিবেচনা করিয়া ; ১৮৯৬ ;
 তরখ—দ্রাস ; ৯৯৬ ;
 তরখি—দ্রাস-যুক্ত হইয়া ; ২৮৮০ ;
 তরখিত—দ্রাস-যুক্ত ; ১০৫১ ;
 তরজি (গী)—১। তরঙ্গ-যুক্তা ; ১৩৪ ;
 ২। নদী ;
 তরজিত (স°)—তরঙ্গ-যুক্ত ; ২৭৬ ;
 তরজিয়া—তরঙ্গিত ; ১৪৩৮ ;
 তরজন—তর্জন ; ৭৯৪ ;
 তরণ (স°)—উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া ; ২৪৬২ ;

* 'শাইন-আকবরী' গ্রন্থে 'তনুতনু' বস্ত্রের বিবরণ আছে।

ভরণি (নী) (স°)—নৌকা ; ১৪১৮ ; ১৪২০ ;

ভরণি (স°)—স্বৰ্ঘ্য ; ১৩০৫ ;

ভরল (স°)—চঞ্চল ; ৮৬ ;

ভরল বাঁশ—‘তল্লাবাঁশ’ অর্থাৎ ভিতরে ফোঁপরা

এক-জাতীয় সরু বাঁশ ; ৮২৮ ; ২৬৩১ ;

ভরল বাঁশী—(‘ভরল বাঁশ’ দ্র°) তল্লাবাঁশের বাঁশী ;
৮২৮ ;

ভরল মণি (স°)—হারের মধ্যস্থিত বৃহৎ মণি ; ১ম
ভাগ, ২০৯ পৃষ্ঠা ;

ভরলিত (স°)—চঞ্চল ; ২৩৫ ;

ভরলি—(‘ভরলি’ দ্র°) ; ১০০ ;

ভরাস—ভ্রাস, ভয় ; ৬৪ ; ২০৭ ;

ভরাসই—ভ্রাস-যুক্ত ; ১৮৯৬ ;

ভরিয়—উত্তীর্ণ হইয়া ; ৩৪৫ ;

ভরুণা—ভরুণ, যুবক ; ২৫১ ;

ভরুণি—ভরুণী, যুবতী ; ১০৫ ;

ভরুণিম—(স° ‘ভরুণিমন্’) যৌবন ; ৮৩ ;

ভরে—(স° ‘অস্তরম্’ ; ক্ কী° ‘আস্তরে’) জ্ঞে ;
৩৫ ;

ভরুক (স°)—বাহুর ; ২৫৭৩ ;

ভলপ—(স° ‘ভল’) শয্যা ; ৩৩৬ ;

ভলপ—(আ° ‘ভলব্’) স্নান ; ২৮৬৯ ;

ভলপই—(হি° ‘ভলফ্’) ছটফট করে ; ২৭২২ ;

ভলপায়—(হি° ‘ভলফ্’) ছটফট করে ; ২৬৮২ ;

ভলপিত—বাহা শয্যায় পাতা হইয়াছে ; ৩২৮ ;

ভলোয়ার—ভরবারি, ভরোয়ার ; ১৮২৩ ;

ভল (স°)—শয্যা ; ১৬৬০ ;

ভহি (হি°)—(‘১। ভহি’ দ্র°) তাহাতে ; ১০৫ ;

ভহিক—তাহার ; ৫৬ ;

১। ভাই—(‘ভাই’ দ্র°) সেখানে ; ২৮১ ; ১৮৭৫ ;

২। ভাই—তাহাকে ; ১৩৮ ; ৩৫৮ ;

ভাক—(স° ‘ভক্’ শব্দ-জাত) ; নিরীক্ষণ ; ৬৪১ ;
৮৫৭ ;

ভাক—১। তাহাকে ; ৪৪১ ;

২। তাহার ; ১৬০ ;

ভাকছ (উ°)—তাহাদের (?) ; ১৫৪২ ;

ভাকর—(মৈ° ‘ভাকর’) তাহার ; ১৩৮ ;

ভাকিয়া—তাকাইয়া ; ৭৪৯ ;

ভাজনি—তর্জন ; ৭৪২ ;

ভাজে—তর্জন করে ; ৭৪১ ;

ভাড়—(স° ‘ভাড়’ শব্দ-জাত ?) বাহর ভূষণ-
বিশেষ ; ১০০৯ ;

ভাড়ল—ভাড়না করিল ; ২৪৭৬ ;

ভাড়ি—ভাড়না করিয়া ; ১৮৯৬ ;

ভাণ্ডব (স°)—উদ্ভগ্ন নৃত্য ; ২১৬৪ ;

ভাণ্ডব (জী° ‘ভাণ্ডবী’)—বন্দ-দান-কারী (হরিণ)
২৬০১ ;

ভাত (স°)—পিতা ; ১৫২৬ ;

ভাতল—(স° ‘ভণ্’ ; হি° ‘ভত্তা’, ‘ভাতা’) তপ্ত,
উষ্ণ ; ১৭৪ ;

ভাথ (থে°)—তাহাতে ; ৩৫৩ ; ৪৭৪ ;

ভান—স্বরের মূর্ছনা ; ২৬ ; ১০৮৮ ;

ভানে—(পূ° ব°) তাহাকে ; ১১১৯ ;

ভাপ (স°)—১। উষ্ণতা ;

২। সম্ভাপ ; ৭৭০ ;

ভাপনি—(স° ‘ভাপনী’) তপন-কতা, যমুনা-নদী ;
১০৪৫ ;

ভাপায়ত—ভাপিত করে ; ৭৭০ ;

ভাপায়ল—ভাপিত করিাম ; ১৭৫৩ ;

ভাপায়লু—ভাপিত হইলাম ; ১৭১২ ;

ভাপায়দি—ভাপিত করিতেছ ; ৪৫ ;

ভাপিনি (নী)—ভাপিনী, ভাপ-যুক্তা ; ১৬০ ;
১৭৩০ ;

ভামরন (স°)—পদ্ম ; ৪৮৮ ;

ভার—১। তাহাকে ; ২৩ ; ২৭ ;

২। তাহাতে ; ৯৪ ;

ভার—(স° ‘ভারা’) ; ১। ভার, নক্ষত্র ; ৩৮১ ;

২। চকুর ভার ; ১৫১ ;

ভারক (স°)—১। নক্ষত্র, ভার ; ২৯৪৮ ;

২। চকুর ভার ; ২৯১৩ ;

তার-হার (স°)—তারার তার উজ্জল মণি দ্বারা রচিত

হার ; ৭৮৯ ;

তার-পতি (স°)—চন্দ্র ; ৩৫০ ;

তারি—(‘তালি’ দ্র°) তাল ; ২৮৮৪ ;

তারুণ—(স° ‘তারুণ্য’) যৌবন ; ৮৩ ;

তারে—তারার অস্ত্র ; ৭৮১ ;

তালি—(স° ‘তালী’) তাল ; ২৮৮৪ ;

তাহ—(‘তাহী’ দ্র°) সেখানে ; ২১ ;

তাহ (হি)—(‘তাহি’ দ্র°) ; ২১ ;

তাহী—(সঃ ‘তত্র’ ; হি°, মৈ° ‘তহী’) সেখানে ;

২৩৫ ;

তাহি—(‘তাহী’ দ্র°) ; সেখানে ; ৪৫৮ ;

তিতল—(সঃ ‘তিম’ ধাতু—আজ্ঞীভাবে ; হি°, মৈ°

‘তীতল’) আর্জ, তিজা ; ২০৭ ;

তিত (তা)—(স° ‘তিক্ত’) তিক্ত-রস ; ২১৮ ;

তিতিছে—তিজিতেছে ; ৭১৫ ;

তিতিল—(‘তিতা’ দ্র°) তিক্ত করিল ; ৮৭৪ ;

তিতিল—(‘তিতল’ দ্র°) সিক্ত হইল, তিজিল ;

৬৭৭ ;

তিমিত—তিমিত, স্তব্ধ ; ১৮২৬ ;

তিমির (স°)—অন্ধকার ; ১৩২ ;

তিম্বাজল—ভ্যাগ করিল ; ১৮২৬ ;

তিম্বাস—(স° ‘ত্বা’) তৃষ্ণা ; ৫০৬ ;

তিম্বাসল—তৃষিত হইল ; ৬১ ;

তিরপিত—তৃপ্ত ; ৭০১ ;

তিরষক—তির্যক্-যোনি পক্ষী ইত্যাদি ; ১৬৭৫ ;

তিরি—(স° ‘ত্রী’ ; মৈ° ‘তিরিমা’) ত্রী ; ১৭৮ ;

তিরিখি—তীর্থ ; ৬১৭ ;

তিরিভঙ্গ—ত্রিভঙ্গ ; ৬৫২ ;

তিরিষা—তৃষ্ণা ; ১৮৬০ ;

তিরোধান (স°)—অস্তর্ধান, অদৃশ্য হওয়া ;

তিরোহিত—১। অস্তহিত, দূরীভূত ; ৫৪৭ ;

২। শুষ্ক ; ২৭৭৪ ;

তিল (সঃ)—১। শস্য-বিশেষ ; ২৪ ;

২। অণু-মাত্র সমর ; ২৯ ;

তিল আধ—(সঃ ‘তিলার্দ্ধ’) অর্দ্ধ-তিল-পরিমিত কাল ;

২৮৫ ;

তিলা—চিনি ও তিল দ্বারা তৈরী মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ ;

২১২৫ ;

তিলাঞ্জলি (সঃ)—মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তি-উদ্দেশ্যে

ঐদত্ত তিল সহ জলাঞ্জলি ; ইহা হইতে ‘অস্তিম-

বিদায়-সূচক কাণ্ড্য’ অর্থ আসিরাছে ; ১২৪ ;

৭৭৭ ; ৭৮০ ;

তিসিত—তৃষিত, তৃষ্ণা-যুক্ত ; ১৬৩ ;

তিহৌ—তিনি ; ১৮৫২ ;

তীখন (ণ)—তীক্ষ্ণ ; ১১৪ ; ৭৮৯ ;

তীতল—(‘তিতল’ দ্র°) সিক্ত, তিজা ; ২০৮ ;

৭৫৪ ;

তীলক—তিলক ; ৪৮২ ;

তু—(হি° ‘তু’) তুমি ; ৫৩১ ;

তুদ (সঃ)—উচ্চ ;

তুন্দ (স°)—উদর ; ২৬১৩ ;

তুন্দবন্ধ (স°)—কমর-বন্ধ ; ২৬১৩ ;

তুয় (রা)—(স° ‘তব’ ; প্রা°, মৈ° ‘তুঅ’) তোমার ;

৩৭ ; ১৬৮৩ ;

তুরিভক্তিক—(স° ‘ভোধ্যত্রিক’) নৃত্য, গীত ও বাণ্য,

১০২৩ ;

তুরিত—অরিত, সম্বর ; ৬ ; ৩৭ ;

তুল—(স° ‘তুলা’) দ্রব্য ওজন করার যন্ত্র ; ২১৯ ;

তুল—তুলা ; ৫১ ;

তুলি (লী)—তুলা-পূর্ণ তোষক ; ৩৩০ ;

তুলী (স°)—গদী ; ২৬১৬ ;

তুষদহ—(স° ‘তুষ-দহন’) ; তুষের আগুন ; ৪৪২ ;

তুষানল (স°)—তুষের আগুন ; ৪৭ ;

তুষার (স°)—বরফ ; ১৮১৪ ;

তুহার (রি)—তোমার ;

তুহিন (স°)—তুষার ; ৩২৬ ;

তুহিনকর (স°)—চন্দ্র ; ১৮২৬ ;

তুহঁ—তুমি ; ২৭ ;

তু (ঃহি°)—তুমি, তুই ;

তুণ (সং)—বাণের আধার ; ৭৪ ;

তুর—তুরী, বাস্ত-বিশেষ ; ১৪৮৭ ;

তূর্ণ (সং)—শীঘ্র ; ২৬১৩ ;

তুল—১। তূলা ;

২। যোগ্য ; ৩৫৮ ;

তুল (সং)—তুলা ; ৬৯ ;

তুলনা—তুলা দ্বারা পুরণ ; ২৭০১ ;

তুষ—সতুষ, লালসা-যুক্ত ; ২৫৭৯ ;

ট্টে—('তর্জি' ঙ) তাহাতে ; ৬৩০ ;

ট্টে (তে)—১। সহার্থে ওয়া-বিভক্তির চিহ্ন ('সে' তু) সহিত ; ২৮৩৩ ;

২। (করণ-কারকের ওয়া-বিভক্তির চিহ্ন) দ্বারা ; ২৮৩৩ ;

৩। ওয়া-বিভক্তির চিহ্ন ; ১০৭১ ; ২৮৩৩ ;

তে—তাই, সে জন্ত ; ১৬২ ; ১৯০ ;

তে (সং)—তোমার ; ১২৬৩ ;

তেজই—ত্যাগ করে ; ৪৭ ;

তেজউ—ত্যাগ করক ; ৫০২ ;

তেজত—১। ত্যাগ করে ; ৯৭ ;

২। ত্যাগ করিতে ; ৯৭ ;

তেজব—ত্যাগ করিবে ; ১২৭৫ ;

তেজল—ত্যাগ করিল ; ২৫১ ;

তেজলি—(জী° কজী) ত্যাগ করিল ;

তেজলু—ত্যাগ করিলাম ;

তেজসি—ত্যাগ করিতেছে ; ১৩৮ ;

তেজিয়ান—তেজিয়ান, তেজস্বী ; ২৮৬৩ ;

তেজি—তাই, সে জন্ত ; ২০৭ ;

তেন—সেই প্রকার ; ২০৭৬ ;

তেনা—টেনা, ছিন্ন-বস্ত্র ; ৬৪৩ ;

তেনাগল—ত্যাগ করিল ; ১৬৩ ;

তেনাগি—ত্যাগ করিল ; ৬১৭ ;

তেনাগিরা—ত্যাগ করিরা ; ১৫৩ ;

তেনাগিলু—ত্যাগ করিলাম ; ৮৩৬ ;

তেরহ—(স° 'তির্ঘা') বক্র ; ২৮ ;

তেরা—(হি° 'তেরা') তোমার ; ৩১৬ ;

তেরি—(হি° 'তেরি,' সম্বন্ধ-যুক্ত পদ জীলিত হলে)

তোমার ; ২৮৮২ ;

তেহার—(হি° 'তেহা') উৎসব ; ১৪৭৫ ;

তৈখন—তখন ; ১২ ; ৫০ ;

তৈছন—(স° 'হাদ্ধ', 'ঐছন' তু) তেমন ; ২৭২ ;

তৈছে—('তৈছন' ঙ) তেমন ; ৮৫৮ ;

তো—(হি° 'তু') তুমি, তুই ; ৯৫ ; ৯৬ ;

তোই—তোমাকে ; ৫৬১ ;

তোড় (ডই)—ছিড়ে ; ৪৫৮ ; ২০৫৮ ;

তোড়ক—তোড়া ; ১৫২৮ ;

তোড়ল—ছিঁড়িল ; ২৫১ ;

তোড়লমল—(স° 'মলতোড়ল') চরণের অলঙ্কার-

বিশেষ ; ২৪ ;

তোড়ি (ড়ি)—ছিঁড়িয়া ; ১৪৯৯ ; ২৫১৮ ;

তোমা—তোমাকে ; ২২৬ ; ২৮৫ ;

১। তোয়—১। তোমাকে ; ৩৭ ; ৮৭ ;

২। তোমার ; ১১৯ ; ১৩৭ ;

২। তোয় (সং)—জল ; ১৫৫৭ ;

তোর—(সং 'তুর', 'তুরী') বাস্ত-বস্ত্র-বিশেষ ; ২৮৪৩ ;

তোরা (রি)—তোমার ; ৪১ ; ১৭০ ; ৩০৪ ;

তোরা (সং 'তুবা')—সম্বন্ধতা ;

তোলাই—তুলিয়া ; ৮৬৮ ;

তোলো—তুলি ; ৮১২ ;

তোষণি—তোষক ; ৭১১ ;

তোষয়ে—তুষ্ট করে ; ৪৮০ ;

তোহার-রা-সি—তোমার ; ৩০১৬ ;

তোহি—তুমি ; ৪০৬ ;

তোহে—১। তোমাকে ; ৫৬ ;

২। তোমার ; ১২৭ ;

তোষ্যজিক (সং)—নৃত্য, পীত ও বাস্ত—এই ত্রিবিধ

অঙ্গ-বিশিষ্ট সঙ্গীত ; ২৬৪৩ ;

তোলাইলু—তুল দ্বারা মাগিলাম ; ১১২ ;

ত্রিপঞ্চ-গামিনী—গঙ্গা ; ১৯৭৫ ;

ত্রীণ—তৃণ ; ঘাস ; ১৭৫৪ ;

[খ]

খকিত—স্থগিত ; ১৩৬ ; ৮২৯ ;
 খড়া—(৭) ১৫৭৫ ;
 খন্নি—স্তম্ভিত হইয়া ; ২৫০১ ;
 খর—(সঃ 'স্তর') খাঁক ; ২২১ ;
 খরকরে—(হিঃ 'খিরকনা') খর-খর করিয়া কাঁপে ;
 ২০১০ ;
 খরহরি—১। খরখর করিয়া ; ৫১ ;
 ২। কম্পিত ; ৩২৮ ;
 খল—স্থল, স্থান ; ২৮৮৩ ;
 খল কমল—স্থল-কমল ; স্থল-পদ্ম ; ২৮০ ;
 খাকরে—খাকৈ ; ৩০ ;
 খানা—(সঃ 'স্থান') আড্ডা ; ১২১ ;
 খাপি—স্থাপিত করিল ; ২৩৬২ ;
 খাবর—হাবর ; ৪৮০ ;
 খায়—খই অর্থাৎ তল গার ; ৯১৩ ;
 খারি—(হিঃ 'ঠাড়ি') ১। ঠাড়াইল ; ২৪০ ; ৫৫৮ ;
 ২। খাকিয়া ; ২৭৫৩ ;
 খারি—(সঃ 'স্থানী') খালা ; ১২০৯ ;
 খির—(সঃ 'স্থিরী' ; হিঃ, মৈঃ 'খির' 'খীর') স্থির ;
 ২২১ ;
 খীর—('খির' ঙ্র) ১। স্থির ; ১৭৫ ; ১৮১৪ ;
 ২। স্থিরতা ; ১৩৮ ; ৬৭৬ ;
 খু—খুত ; ৯৫৪ ;
 খুঞা—খুইয়া ; ৭৮৬ ;
 খেহ (হা)—(সঃ 'স্থিত' ; অপঃ 'খিজ', 'খের')
 ১। স্থিরতা, স্থৈর্য ; ৪২১ ;
 ২। অবলম্বন ; ৯৯৯ ;
 ৩। স্থিতি ; ১৬৩৩ ;
 খোপা—(সঃ 'স্তবক') গুচ্ছ, খোপনা ; ২৯৬ ;
 খোব—খাবা ; ৬৪৩ ;
 খোর—১। রাখে ;
 ২। খুইয়া ; ২০৩ ;
 খোরলি—খুইলা ; ১৬৯৬ ;

খোর (রি)—(হিঃ, মৈঃ 'খোড়া' 'খোড়ি') অন্ন ;
 ১৬৫ ; ১২৪ ;

[দ]

দংশ (সঃ)—দংশন, কামড় ; ৭০ ;
 দংশইতে—দংশন করিতে ; ৩০১ ;
 দংশন (সঃ)—কামড় ; ১০১ ;
 দংশল—দংশন করিল ; ২৮ ; ১৯২ ;
 দউ—দুই ; ১০৫৯ ;
 দক্ষ (সঃ)—নিপুণ ; ২৮৯৯ ;
 দখিণ (ন)—দক্ষিণ ; ৭৫ ;
 দগদগি—জালা ; ৮২৭ ;
 ১। দগধ—দগ্ধ, পোড়া ; ১৭৫ ;
 ২। দগধ—দগ্ধ কর ; ৪১১ ;
 দগধই (রে)—দগ্ধ করে ; ১৮২ ; ৩৩৬ ;
 দগধল—১। দগ্ধ করিল ; ৭৩ ;
 ২। দগ্ধীকৃত, দগ্ধ ; ৪ ;
 দগধসি—দগ্ধ করিতেছ ; ৪২৮ ;
 দগধি—দগ্ধ করিয়া ; ৪৪৩ ;
 দগধে—দগ্ধ করে ; ১৮৪ ;
 দড়—('দঢ়' ঙ্র) দৃঢ়, নিশ্চিত ; ১১৮ ;
 দড়া—স্থল রজ্জু ; ৬৪৫ ;
 দড়াইলু—নিশ্চিত করিলাম ; ২৭৯ ;
 দঢ়—(সঃ 'দৃঢ়') দৃঢ়, নিশ্চিত ; ২২৬ ;
 দঢ়াইলু—('দড়াইলু' ঙ্র) নিশ্চিত করিলাম ; ৩৩ ;
 দঢ়িয়া—দৃঢ় করিয়া ; ২২০৮ ;
 দত্ত (সঃ)—১। দাত্তি ;
 ২। বট্টি, লাঠি ; ৪ ;
 দত্তক (সঃ)—কবিতার ছন্দ-বিশেষ ; ৪৮৮ ;
 দধি-লোল (সঃ)—দধির অল্প চঞ্চল অর্থাৎ লোভ-মুক্ত
 (ত্রিক্ষণের প্রিয় বানর-বিশেষ) ২৪৮২ ;
 দহুজ (সঃ)—দৈত্য ; ১৯০১ ;
 দন্দ—(সঃ 'বন্দ') ১। বিবাদ ; ২০১ ; ৩১৪ ;
 ২। সন্দেহ ; ৪০২ ; ১০১২ ;
 ৩। বিপদ ; ৪৫৫ ;

দপিদার—(?) ; ১০৭১ ;

দবদাহ—দাবানল ; ১৭৯০ ;

দমন (স°)—১। নির্ধ্যাতন ;

২। দমন-কারী ; ১০৩২ ;

দমন-লতা—(স° 'দমনক-লতা' ; হি°, মৈঃ 'দোনা-লতা') এক-জাতীয় সুগন্ধি-লতা ; ২৫২ ;

দন্ত (স°)—১। গর্ভ ; ৪০৬ ;

২। ছল ; ২৭৩৯ ;

দয়িত (স°)—প্রিয়তম ; ১২০১ ;

দয়দরাইতে—গল্-গল্ করিয়া ; ২২০০ ;

দরপ—দর্প ; ১০২০ ;

দরপই—দর্প করে ; ১০২০ ; ১৮১৫ ;

দরপই—দ্রব হয় ; ২৯২৭ ;

দরপক—১। দর্প-কারী ; ১০৩২ ;

২। কন্দর্প ; ১২০১ ; ২৮৯৬ ;

দরপণ (গী)—দর্পণ, আয়না ; ২০৬ ; ৬৩৭ ;

দরবয়ে—দ্রব হয় ; ১৪৮ ;

দরবার (ফা°)—রাজ-সভা ; ১৩৮৯ ;

দরবি—দ্রবিশা, দ্রবীভূত হইয়া ; ২৪৬২ ;

দরবিত—দ্রবীভূত ; ৫৫৮ ;

দরবে—দ্রব হয় ; ৬৩৫ ;

দরশ (শন)—(স° 'দর্শন' ; হি°, মৈ° 'দরস') দর্শন ;

১২৬ ; ২৮৫ ;

দরশই—দর্শন করে ; ১৮৮১ ;

দরশক—দর্শক, দর্শন-কারী ; ৫১ ;

দরশাই—দেখাইয়া ; ২৫৯ ; ১৮১৫ ;

দরশাইতে—দেখাইতে ; ২৫৯ ;

দরশায় (যই)—দেখায় ; ৩১৮ ; ১৩৩৬ ;

দরশায়ল—দেখাইল ; ১০০৩ ;

দরশায়লু—দেখাইলাম ; ২৫০ ;

দরশায়লি—দেখাইলি ; ১৩৯ ;

দরশায়সি—দেখাইতেছে ; ৩১১ ;

দরশি—১। দেখাইয়া ; ৫২ ;

২। দেখিয়া ; ৭৩ ;

দরিশা (ফা°)—১মুদ্র ; ৮৮১ ;

দল (স°)—১। ফুলের পাগড়ি ; ১৭৩ ;

২। পত্র, পাতা ; ৭৫ ; ১২৮ ;

৩। সমূহ ;

৪। পক্ষ ; ১০৪ ;

দলই—দলিত করে ; ২৩৫ ;

দলন (স°)—মর্দন ; ১৭১ ;

দলিত—মর্দিত ; ১২০১ ;

দশইতে—দংশন করিতে ; ৫৩ ;

দশন (স°)—দাঁত ; ১২৫ ;

দশন-বসন (স°)—দশনচ্ছদ, গুঁঠ ; ২৪৬২ ;

দশবান—(হি° 'দশবানি দোনা' তু°) বিস্কৃতম ;

৪১ ; ৪৭৬ ;

দশমি-দশাশ্রমি—দশমি (মী) দশা অর্থাৎ মৃত্যুর

আশ্রমি (মী) অর্থাৎ অবলম্বন-বিশিষ্ট ; ১৮৮১ ;

দশমী দশা (স°)—রস-শাস্ত্রের বর্ণিত বিরহের দশটি

অবস্থার মধ্যে শেষ অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু ; ১৭৯ ;

দহ—(স° 'দহন') ; অগ্নি ; ৪৪২ ; ১৮১১ ;

দহ—(স° 'দ্রব' ; অণ°, 'হৃৎ', 'দহ') অকৃত্রিম বৃহৎ

জলাশয় ; ৪৪১ ; ১৫৮৭ ;

দহ (হই)—দগ্ধ করে ; ২১৭ ; ১৮১১ ;

দহইতে—পোড়াইতে ; ১৫০ ;

দহ দহ—দগ্ধ-প্রায় ; ১৯০১ ;

দহন—দগ্ধ ; ৪০৬ ;

দহন (স°)—অগ্নি ; ১৫৮ ;

দহনা—('দহন' ত্র°) অগ্নি ; ৪০৫ ;

দহয়ে—পোড়ে ; ১৮৩ ;

দাঁড়াগুলি—ঐ নামের ক্রীড়ার উপকরণগুলি ;

১১৯৫ ;

দাই—দারী, দায়ক ; ৩০৭২ ;

দাখ—(স° 'দ্রাক্ষা') কিস্মিস ;

দাগ—(ফা° 'দাগ') দাগ, চিহ্ন ; ৩৭১ ; ৩৮৬ ;

দাগিয়া—চিহ্ন দিয়া ; ১৩৬৫ ;

দাড়্যা—দাঁড়ী অর্থাৎ তুলার দণ্ড ধরিয়া ওজন-কারী ;

২৩১৩ ;

দাঁছর—দক্ষুর, ভেঁক ; ১৫৫৭ ;

দাহুরি (রী)—(স° 'দর্দুরী') ভেকী ; ১৪৪ ;

দান (স°)—১। শুক, মাঙল ; ১৩৯৩ ;

২। পাশা-খেলার দান ;

দানি—('দানী' জ°) ১৩৫৩ ;

দানী (স°)—মাঙল আদার-কারী ; ১৩৭৬ ;

দাপনা—উরুর পার্শ্বের ভাগ ; ৬৪৩ ;

দাপনি—দর্পণ ; ১৪০২ ;

দাব—(স° 'দাবানল') দাবানল ; ১২১৯ ;

দাব (স°)—বন ; ১৭৯০

দাবই—(স° 'দাবি' ধাতু) বিজ্ঞপিত করে, তাড়ায় ;
১২১৯ ;

দাব-দহন (স°)—দাবানল ;

দাবানল (স°)—কাঠে কাঠে ঘর্ষণদ্বারা যে অগ্নি
উৎপন্ন হইয়া বন দগ্ধ করে ;

দাম (স°)—১। মাংস ; ৫৭ ; ৩১০ ;

২। সমূহ ; ১০৩২ ;

দামা—('দাম' জ°) সমূহ ; ৩১৯ ;

দামিনি (নী)—বিহ্বাৎ ; ২৭০ ; ৩০২ ;

দামিনি (নী)—দাম-যুক্তা, মাংস-যুক্তা ; ২৭০ ;

দার (স°)—ক্ষতি অর্থাৎ সঙ্কট ; ১২৫ ; ৭৩৯ ;

দার—(সম্ভবতঃ ফা° 'দাদ' আইনের বিচার হইতে)
দোহাই ; ১১৬ ;

দারি—(স° 'পর-দার', হি° 'দারি'—বলপূর্বক গৃহীতা
বাণী ; তু° উ° 'দারি'—বেশা) পরদার-গমন,
বেশা-গমন ; ৬৪৩ ;

দারিদ—১। (স° 'দারিদ্র্য') দরিদ্রতা, অভাব ;
৬৯৯ ;

২। (স° 'দারিদ্র') দরিদ্র ; ৫২ ;

দারিদ্র্য (স°)—দরিদ্রতা ; ৮৮৭ ;

দারু (স°)—শুক কাঠ ; ১৫ ;

দারুণ (স°)—তীব্র ; ১২৪ ;

দারুণী—(স° 'দারুণা') নিষ্ঠুরা ; ৭৮০ ;

দালাল—(ফা° 'দলাল') ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যবর্তী
কারবার-কারী

দাসি—(স° 'দাস্ত' ; উচ্চারণ 'দাসিয়') দাস্ত ;
৩০৩২ ;

দাহ (স°)—জ্বালা ; ৪৩৩ ;

দাহ (হই)—দহন করে ; ৪৪২ ; ১৮৫৫ ;

দাহিতে—গোড়াইতে ; ১০৯ ;

দিগ—দিক্ ; ১৫৬ ;

দিগম্বর (স°)—উলঙ্গ ; ৪০১ ;

দিগান্তর—(স° 'দিগন্তর') দূরে ; ৩৬৩ ;

দিজরাজ—(স° 'বিজ-রাজ' জ°) ; ১৩৪২ ;

দিঠি (ঠিয়া)—১। দৃষ্টি ; ৬১, ১২৭৪ ;

২। নয়ন ; ১১০ ;

দিন—দীন, দরিদ্র ; ১০ ;

দিনকর (স°)—স্থায়ী ; ১৫৬ ;

দিনি—দিন ; ৮৯ ;

দিব (ব্য)—দিব্য, শপথ ; ২৫৬ ; ৮১১ ;

দিয়ে—১। দেই ; ২০৩ ;

২। (হি° 'দিয়া') দিয়াছ ; ১৬৯৫ ;

৩। দিলেন ; ২২৬৯ ;

দিল—(ফা° 'দিল') মন ; ৬৪৬ ;

দিলু—দিলাম ; ৯৮ ;

দিলে—দিল ; ১২১ ; ১৬০৫ ;

দিশ—দিক্ ; ১২ ;

দিশই—(স° 'দিশ' ধাতু—'দৃশতে') দেখা যায় ;
১৭৭ ;

দিশার—দিক্-দর্শক ; ২০০৩ ;

দিশি—দিকে ; ১৬২ ;

দিশি দিশি—চতুর্দিকে ; ১৭১ ;

দী—দেই ; ৬৮৫ ;

দীগ—দিক্ ; ৩৪২ ;

দীগবদন—(স° 'দিগবদন') দিগম্বর, উলঙ্গ ; ৩৮০ ;

দীগ-ভরাতি—দিক্-ভ্রান্তি, দিক্-ভুল ; ৩৪২ ;

দীঘ—দীর্ঘ ; ৯৩ ;

দীঘল—দীর্ঘ ; ৪৮ ;

দীজে—(হি° 'দীজিএ') দিউন ; ২৮৫৮ ;

দীঠ (ঠি)—১। দৃষ্টি ; ১০১ ; ১২৪ ;

২। নয়ন; ৫৬;
 দীন—দিন; ২১২;
 দীপতি—দীপ্তি; ১৬২;
 দীপি—(স° 'দীপিন্'), নেকড়ে বাঘ; ৬১৭;
 দীপ-ধর (স°)—মণীশ্ৰুতি; ১৫১৯;
 দীব—দিব্য, শপথ; ৯৮;
 দীপ—দিক্; ১৮২৫;
 দীশই—('দিশই' জ°) দেখা যায়; ১৫৭; ২৬৮০;
 হুকুল—('হুকুল' জ°) উড়্ণী; ৩০২;
 হুকুল—(স°) উড়্ণী; ৬৯;
 হুখদ—হুঃখ-দারক; ১৭৭;
 হুখলি—(হি° 'হুখিয়ারী') হুঃখিতা; ১৯১৮;
 হুখায়ত—(স° 'হুঃখায়' ধাতু—'হুঃখায়তে') হুঃখিত
 হয়; ৭১;
 হুখিত—হুঃখিত ৪৭;
 হুগুলি—হুইটি গুলু অর্থাৎ শির-বিশিষ্ট; ২১০;
 হুজ্জ—বিত্তীয়ত; ১৭১৩;
 হুত—দূত; ১৫৯৯;
 হুতি—দূতী; ১২৯;
 হুন—(স° 'দূন') ক্রান্ত; ২৫৩২;
 হুন (হু)—(হি° 'দোনৌ') হুই; ২৩৩৩; ২৩৫১;
 হুন্সুভি—বাত্ত-বস্ত্র-বিশেষ, দামামা; ১১২০;
 হুবর—হুর্কল; ১৬২;
 হুবলা—হুর্কলা; ২৫১১;
 হুবরী—হুর্কলা; ১৮৭৮;
 হুয়—(স° 'হুয়') হুই; ২২০; ২৩৩;
 হুর—দূর; ২২০; ২৩৩;
 হুর-অবগাহ—('অবগাহই' জ°) হুর্কোধ্য; ৫৫;
 হুরগত—(স° 'হুর্গতি') হুরবস্থাপন; ৬১৭;
 হুরগত—(স° 'হুর্গতি') হুরবস্থাপন; ১; ১৮;
 হুরগম—হুর্গম, হুর্কোধ্য; ৯৪৩;
 হুরগহ—(স° 'হুর্গহ') ১। মন্দ আগ্রহ-বৃত্ত; ৪৫৫;
 ২। হুই গ্রহ; ৪৫৫; ১৮৫৮;
 হুরঘট—হুর্ঘট, হুস্থাপা; ৬২২
 হুরজন—হুর্জন; ২০০;

হুরতর—(স° 'দূরতর') অতিশয় দূর; ৫৮০;
 হুরতর—হুস্ত, হুঃসাধ্য; ২০৯৬;
 হুরদিন—(স° 'হুর্দিন') মেবাজ্জ দিন; ৩৪৯;
 হুরদীন—হুর্দিন, মন্দ দিন; ৫০৭;
 হুরস্তর—দূরবর্তী স্থান; ৩১৮;
 হুরবল—হুর্কল; ৯৬;
 হুরবার—হুর্বার, হুর্দমনীয়; ১৩১০;
 হুরবিহি—হুই বিধাতা; ১৮৪১;
 হুরভান—(স° 'হুর্ভান') বিপরীত ধারণা; ৪২৭;
 হুরমতি—হুর্মতি, হুর্কুক্ষি; ৮;
 হুরবশ—হুর্বশ, অখ্যাতি; ২৫০২;
 হুরাপ (স°)—হুর্লভ; ৩১৫;
 হুরিত (স°)—পাপ; ৬১৭;
 হুরজন—হুর্জন;
 হুরবঞ্চ—(স° 'হুর্কঞ্চ') কষ্টে বঞ্চনার যোগা;
 ১০১৪;
 হুর্গত (স°)—হুরবস্থাপন; ২১৯৪;
 হুর্শেধ—(স° 'হুর্শেধাঃ') হুই বুদ্ধি-বৃত্ত; ২৫৬২;
 হুলহ (হি°)—হুর্লভ; ৫২; ১২৩;
 হুলহিনি—হুর্লভা; ২৯৬৮;
 হুলারি—('হুলারি' জ°) আহুরে মেয়ে; ২৮৫৯;
 হুলাল—(স° 'হুর্ললিত', হি° 'হুলার') ১। আহুরে
 ছেলে; ২৭৭;
 ২। মনোহর; ১০৬৬;
 হুলালি (জী)—('হুলাল' জ°; জী°) আহুরে মেয়ে;
 ২৮০২;
 হুলালিরা—('হুলাল' জ°) আহুরে ছেলে; ১১৬১;
 হুলিত—দোলিত, চঞ্চল; ১০৭৯;
 হুলভ—হুর্লভ; ৩৬৫;
 হুস্থ—(স° 'হুস্থ') হুঃখ; ১৭৭৬;
 হুসহ—হুঃসহ, অসহ; ১৯০১;
 হুহাই—বোহাই; ১০৮০; ২৮০২;
 হুহ (হ)—(হি° 'মৈ° 'হুহ') উভয়; ২৮৭;
 হুহকর—উভয়ের; ৫১;
 হুহই—উভয়ের পক্ষে; ২৮৭;

দুধ—দুঃখ ; ৭১ ; ৮৭ ;
 দুগ্গল (স°)—নয়নের আঁচ ; ৪৮২ ;
 দুত্তর—দুত্তর, দুর্গম ; ১০০১ ;
 দুধ—(হি° 'দুধ') দুগ্ধ ; ২৪৫ ;
 দুপার—বি-প্রহর, মধ্যাহ্ন ; ১৫৬ ;
 দুবর (জী° 'দুবরি')—দুর্ভাগ ; ১৬২ ; ১৭১ ;
 দুবর (স°)—দোষারোপ ; ৩৬১ ;
 দুবহ—দোষ দেও ; ৫২৩ ;
 দুটে (স°)—দর্শন ; ২৩ ;
 দে—(স° 'দেহ', হি° 'দেহ্') দেহ ; ১৪৪ ;
 দে—('দেয়া' জ°) মেঘ ; ১৪৫ ;
 দেই—১। দেয় ; ২ ; ১১ ;
 ২। দিয়া ; ২৬ ; ৪১ ;
 ৩। দ্বারা ; ১৭৪ ; ৩৭১ ;
 দেউ—দেউক ; ১৭০৪ ;
 দেওই—দেয় ; ১১৫৪ ;
 দেওগি—দিতেহ ; ৮৫৮ ;
 দেখই (ত)—দেখে ; ৩০১
 দেখউ—দেখুক ; ২৭৩৪ ;
 দেখক—দেখিতে ; ১২০১ ;
 দেখগি—(জী° কজী) দেখিলাম ; ১২১৮ ;
 দেখগিয়া—(দেখ + আসিয়া) আসিয়া দেখ ; ১০৮৩ ;
 দেখায়গি—(জী° কজী) দেখাইলা ; ৬১ ;
 দেখি—১। দেখিতে ;
 ২। দেখিয়া ; ১২৭ ;
 ৩। দেখিব ; ১৪৮৪ ;
 দেখিয়ে—১। দেখি ; ২২৮ ; ২৮৬ ;
 ২। দেখা যায় ; ১৬২২ ;
 দেখিলু—দেখিলাম ; ৩৪ ;
 দেখো—দেখি ; ১২১ ;
 দেব-কুমারি—দেব-কন্যা, দেব-দাসী ; ১৪৬৩ ;
 দেবতি (জী)—দেবতা ; ২৫১৩ ; ২৬২৬ ;
 দেব-নারি—দেব দাসী ; ১৫৪২ ;
 দেবা—দেব, দেবতা ; ১১৮ ; ২০৭ ;
 দেবা—(হৈ° 'দেব') দান, অর্পণ ; ১০৭৮ ;

দেবি—দেবী ;
 দেবি—দিব ; ১২৭২ ;
 দেয়ই (ত)—দেয় ; ২৮৪ ; ৭৪৫ ;
 দেয়ব—১। দিবে ; ১০ ; ৬৪ ;
 ২। দিব ; ৪২ ;
 দেয়ল—দিল ; ১ ; ৬৭ ;
 দেয়া—(স° 'দেহ') পর্জন্য-দেবতা, মেঘ ; ১৪৪ ;
 দেয়ানিনি—(স° 'দেব-বাদিনী') দেব-সেবিকা ;
 ২৪০ ;
 দেগ—১। দিল ; ৪১ ; ১২২ ;
 ২। দিলাম ; ১৬০৪ ;
 দেলা—দিলাম ; ১৬৭০ ;
 দেগি—১। (জী° কজী) দিল ;
 ২। দিল ; ২৫১ ;
 দেহ (স°)—শরীর ;
 দেহ—দেও ; ৯ ;
 দেহলি—(স° 'দেহলী') ১। দরজার চোকাঠ ;
 ৩৪২ ;
 ২। দেউড়ী, বহির্দ্বার ; ৪২৫ ; ৭১৬ ;
 দেহা—('দেহ' জ°) শরীর ; ৫৬ ; ৫৮ ;
 দেহি—(হৈ° 'দেই') দিয়া ; ১২০১ ;
 দেহি (স°)—দেও ;
 দেহী (স°)—দেহ-ধারী আত্মা ; প্রাণ ; ৩০৬৪ ;
 দৈবত (স°)—দেবতা ; ২৬৬ ;
 দোকান—(ফা° 'দুকান') পণ্যশালা ; ৬৪০ ;
 দোকান দাকান—('দোকান' জ°, 'দাকান' সহচর-
 শব্দ) দোকান-পাট ; ৬৪০ ;
 দোখ—দোষ ; ৪৩ ; ৩৭৭ ;
 দোখব—দোষী করিব ; ১২৭৫ ;
 দোখল—দোষ দিল ; ৪৩৭ ;
 দোখলু—দোষ দিলাম ; ৪৬২ ;
 দোত—(আ° 'দুত্ভা') মনীষাত্ম, দোয়াত ; ১৭৩৭ ;
 দোতি—দুতী ; ৮০ ; ১০৮ ;
 দোন—(হি° 'দোমো') উভয় ; ১১২৫ ;
 দোল (লা)—দোলা, হিন্দোলা ; ২৬২১ ;

দোল—দোলে ; ১২৯ ;

দোলত—দোলে ; ৭৩ ; ৭৪ ;

দোলমাল—(স° 'দোলায়মান') চঞ্চল ; ১১৮৭ ;

দোলা—(স° 'দোলন') কল্পন ; ২৭৭ ;

দোলা—দোলিত অর্থাৎ আন্দোলিত ; ২৪৭০ ;

দোলায়ত—দোলায় ; ১৪৫২ ;

দোব (স°)—অপরাধ ;

দোবা কর (স°)—১। দোষের আঁকর ; ৩৮১ ;

২। 'দোবা' (স°)—রজনী করে যে, (দোবা +
° ক্ + টক্) ; ৩৮১ ;

দোষিণী (স°)—অপরাধিনী ; ৮৫৩ ;

দোসর—(হি° 'দুসরা') ১। সহচর, সাথী ; ৭২৮ ;

২। অপরন্ত ; ১২৫৪ ;

দোসরি—('সরি' জ°) ছই-লহরী ; ২৯২৫ ;

দোসারি—ছই সারি অর্থাৎ শ্রেণী ; ১২১ ;

দোহুড়ি—ছই-লহরী ; ২২৩ ;

দোহা—১। উভয় ; ৩২৩ ;

২। উভয়ের ; ২৭৪ ;

দোহাই—সুবিচারের জন্ত শপথ ; ৮০ ;

দোহাইব—দোহাইব ; ১৭৬০ ;

দোহে—উভয়ে ; ১৭ ;

দো—ছই ; ৫৯ ;

দ্যুতিত—দ্যুতি-যুক্ত ; ২৮৮৪ ;

দ্বন্দ্ব (স°)—১। যুগল ; ২৬৬৯ ;

২। বিবাদ ;

৩। সন্দেহ ; ৪১৩ ;

দ্বিজ—(স°)—১। ব্রাহ্মণ ; ১৬২ ;

২। পক্ষী ; ৩০৬ ;

৩। দস্ত ; ১০৪৩ ;

দ্বিজ-রাজ (স°)—১। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ; ১৬৪ ;

২। চন্দ্র ; ১৬৪ ;

দ্বিরেক (স°)—ভ্রমর ; ৩২৮ ;

দ্বৈত (স°)—ছই জন রবীর মধ্যে যুক্ত ; ২৬৪৯ ;

ধক ধক—ধড়ফড় ; ৩২ ;

ধজ—১। ধবজা ; ২৬৯১ ;

২। চূড়া ; ২৬৯১ ;

ধটয়া—(স° 'ধটা') পরিধেয় বস্ত্র ; ২৭৮ ;

ধটা (স°)—পরিধেয় বস্ত্র ; ২২২৫ ;

ধড়—ধেহ ; ৮২৮ ; ১১৮৮ ;

ধড়ফড়হিতে—ধড়ফড় করিতে ; ৮৫৭ ;

ধড়া (ডি)—(স° 'ধটা') পরিধেয় বস্ত্র ; ১১৮৭ ;
১১৯১ ;

ধনস্তরি—ধনস্তরি, স্বর্গ-বৈজ্ঞ ; ১০৫৩ ;

১। ধনি (নিয়া)—(স° 'ধজ') ধত্ত ; ৬১ ; ১১৫০ ;

২। ধনি (নী)—স্বন্দরী নারী ; ৩১ ; ৪২ ;

৩। ধনি (নী)—(স° 'ধনি') ধনি, শব্দ ; ৪২ ;
২৮৭২ ;

ধনু—ধনুক ; ৩১৫ ;

ধন (কা)—(স° 'ধন' শব্দ) ধাদা ; ৪৩ ; ৬১ ;
৮৪ ;

ধবল (স°)—১। ধলা, সাদা ; ৩০৫ ;

২। ধলা বৃষ ;

ধবলাবলি—খেত-বর্ণ বৃষ-সমূহ ; ২৫৪৩ ;

ধবলি—১। খেত-বর্ণ গাভী ; ১১৯২ ;

২। গাভী ; ১২০৫ ;

ধবলিম—(স° 'ধবলিমন্') ধবল ;

সাদা ; ৩০৫ ;

ধমিল—(স° 'ধমিল') কেশ ; ১৯৬২ ;

ধয়ল—(কদম্ব পদ)

১। ধরিলে পর ; ১৯৬২ ;

২। ধৃত ; ১৯৬২ ;

ধয়ল (লি)—ধরিল ; ৫৩ ; ১১৫ ;

ধর—ধরে ; ১৪৩৪ ;

ধরই—১। ধরে ;

২। ধরিতে ; ২৬ ;

ধরইতে—ধরিতে ; ৩৬ ;

৩—ধরক ; ৩৭১ ;

ଧରଣ (ନଂ)—ଧାରଣ ; ୮୦ ;
 ଧରଣି (ନିରା)—ଧରଣୀ, ପୃଥିବୀ ; ୮୨ ; ୨୧୫୧ ;
 ଧରତ—ଧରେ ;
 ଧରତି—(ନଂ 'ଧରିତ୍ରୀ', ହିଂ 'ଧରତୀ') ;
 ପୃଥିବୀ ; ୨୫୭୨ ;
 ଧରବ—ଧରିବେ ; ୧୨ ;
 ଧରବି—ଧରିବା ; ୫୨ ;
 ଧରସ—ଧର୍ମ ; ୭୨ ;
 ଧରସନାଶ—ଧର୍ମ-ନାଶକ ; ୮୨୧ ;
 ଧରଣ—ଧରିଣ ; ୧୨୧ ;
 ଧରସି—ଧରିତେହ ; ୫୧୭ ;
 ଧରାଧର (ନଂ)—ପର୍କିତ ; ୩୦୫ ;
 ଧକ୍—୧ । ଧରେ ;
 ୨ । ଧରିଣ ; ୨୭୧ ;
 ଧକ୍ ଧକ୍—('ଧକ୍ ଧକ୍' ଡ୍ରଂ) ;
 ଧକ୍ ଧକ୍ ; ୨୨୧ ;
 ଧକ୍ ଧକ୍—ଧକ୍, ପତିତ ହସ ; ୧୦୭୨ ;
 ଧକ୍ (ନିରା)—ଧକ୍ ହଇରା ;
 ୫୫୮ ; ୮୮୦ ;
 ଧକ୍ ଧକ୍—ଧକ୍ ହଇତେ ; ୮୮୦ ;
 ଧକ୍ ଧକ୍—ଧକ୍ ହଇଲ ; ୮୮୦ ;
 ଧା—('ଧାକ୍' ଡ୍ରଂ) ଧାଧା ; ୧୨୧୦ ;
 ଧା—ଧାଧା ; ୧୨ ; ୨୧ ;
 ଧା—ଧାଧା ; ୧୫୫ ;
 ଧା—ଧାଧା, ଧାଧିତ ହଇ ; ୧୦୨ ;
 ଧାଧି—(ନଂ 'ଧୁଡ୍' ; ଅପଂ 'ଧୁଡ୍' 'ଧୋଡ୍')
 ଧୁଡ୍ ; ୨୫୭୨ ;
 ଧାଧିତ (ରେ)—ଧାଧି ; ୧୧୫୦ ; ୧୨୦୫ ;
 ଧାଧି (ନଂ)—ଧାଧିତା ; ୧୫ ; ୨୭୫୮ ;
 ଧାଧି—(ନଂ 'ଧାଧି', ହିଂ 'ଧାଧି')
 ୧ । ଧୁଡ୍ ; ୧୧୧ ; ୨୭୦୦ ;
 ୨ । ଆଧିକାର ; ୨୭୨ ;
 ୩ । ଧାଧି ; ୧୫୧ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି-ଧାଧି ; ୨୭୧ ; ୧୦୫୮ ;
 ଧାଧି—('ଧାଧି' ଡ୍ରଂ) ୧ । ଧାଧି, ଧାଧି ; ୧୫୫ ;

୨ । ଧାଧି-ଧାଧି ; ୧୨୦ ;
 ଧାଧି (ବହି)—ଧାଧି ; ୭୨ ; ୧୫୧
 ଧାଧି (ନଂ)—ଧାଧିତ ; ୧୫୮ ; ୧୧୫୨ ;
 ଧାଧି—(ନଂ 'ଧାଧି') ୧ । ଧୁଡ୍ ; ୧ ; ୫୫ ;
 ୨ । ଧାଧି ; ୫୦୧ ;
 ଧାଧି—(ନଂ 'ଧାଧି'—ଧାଧି ୧ମୀ ୧ ଧାଧି) ଧାଧି,
 ଧୁଡ୍ ; ୫୮୦ ;
 ଧାଧି—(ନଂ 'ଧାଧି') ଧାଧି ; ୧୦୧୨ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି ; ୫୮ ;
 ଧାଧି (ନଂ)—୧ । ଧାଧି, ଧାଧି ; ୫୫୭ ;
 ୨ । ଧାଧି ;
 ଧାଧି—ଧାଧି କରେ ; ୧୮୮୨ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି କରାଧି ; ୨୦୭୫ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି, ଧାଧି ; ୧୭୫୮ ;
 ଧାଧି (ନଂ)—ଧାଧି ; ୫୫ ;
 ଧାଧି—(ନଂ 'ଧାଧି') ଧାଧି କରାଧି ; ୫୫୦ ;
 ୧୫୮୦ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି କରାଧି ; ୧୧୫୨ ;
 ଧାଧି—(ନଂ 'ଧାଧି' ଧାଧି ନାଧିକାର), ଧାଧି-ଧାଧି ;
 ୧୧୧ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି, ନାଧି ; ୧୧୧ ; ୧୮୫୧ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି—ଧାଧି ଧାଧି ; ଧାଧି-ଧାଧି ; ୧୮୫ ;
 ଧାଧି—(ନଂ 'ଧାଧି' ଧାଧି-ଧାଧି ; 'ଧାଧି' ଡ୍ରଂ)
 ଧାଧି ; ୧୧୫୨ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି, ଧାଧି-ଧାଧି ; ୧୦୮୦ ;
 ଧାଧି—(ନଂ 'ଧାଧି'—ଧାଧି-ଧାଧି)
 ଧାଧି ଦାଧି ; ୧୦୫୭ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି ; ୧୦୫୦ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି ; ୧୦୫୮ ;
 ଧାଧି (ଧାଧି)—(ନଂ 'ଧାଧି' ଧାଧି—ଧାଧି) ଧାଧି ;
 ୬୦୦ ; ୨୦୫୫ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି କରାଧି ; ୧୦୫୮ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି ; ୧୧୫୦ ;
 ଧାଧି—ଧାଧି, ଧାଧି ; ୧୧୫୨ ;
 ଧାଧି (ନଂ)—ଧାଧି ; ୨୭୫୨ ;

ধূত—ধূত; ১২৬২;
 ধূম—১। উৎসবের আড়ম্বর; ৫৬;
 ২। প্রাবল্য; ১৬১৬;
 ধূমল—ধূমবর্ণ; ১২৬২;
 ধূলি (স°) ধূলা; ৪৪৬;
 ধূসর (স°)—মলিন; ১৬৩;
 ধৃতি (স°)—দৈর্ঘ্য; ২৮২৯;
 ধেছু (স°)—গাভী; ১৪৮;
 ধেছক (স°)—বুব-রূপী অস্তর; ১২২৯;
 ধোয়া—ধ্যান কর; ২৩৭৮;
 ধোয়াঞা—ধ্যান করিয়া; ১৩৬৩;
 ধোয়ান—ধ্যান; ৩০; ২১;
 ধোয়ানী—ধ্যানী, ধ্যানস্থ; ৩৬১;
 ধোয়ায়—ধ্যান করে; ১২৭;
 ধৈরজ—দৈর্ঘ্য; ৪৭; ৭৫;
 ধোই—ধুই; ৭২৭;
 ধোয়ত—ধোয়; ১২৬২;
 ধ্রুব (স°)—গানের ধূম্বা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ গেল আ
 অংশ; ২৬৪৩;

[ন]

ন—(স° 'ন'; হি°, মৈ° 'ন'; বা° 'না') না;
 ন—(প্রাচীন হিন্দী বহু-বচনের বিভক্তি; হি° 'ওঁ') ৩০৩৫;
 নও—(স° 'নব') নব, নবীন; ১৫৫৭;
 নওল—(স° 'নব'; হি°, মৈ° 'নবল') নবীন; ৫৩৮; ১৫৫৭;
 নথত—নকজ; ১০৬৩;
 নথতর—নকজ; ১৬০২;
 নথ-পদ (স°)—নথাসাত-চিহ্ন; ৩৮১; ৩২৩;
 নথর (স°)—নথ; ২২;
 নথ-রঞ্জনী (স°)—নকন, নথ কাটিবার অস্ত্র-বিশেষ; ৬৩৭;
 নথ-রেখ—নথের রেখা অর্থাৎ আঁচড়; ২৩২;
 নথিতে—('লখিতে' ত্র°) লক্ষ্য করিতে; ১ম ভাগ ২৮ পৃষ্ঠা;
 নগরি—নগরী, সমূহ; ২৭১৩;
 নহত—নকজ; ১০২০;
 নট (স°)—নর্তক, নৃত্যকারী; ২৬৮;

নটই (ত)—নাচে; ১৫০১;
 নটতি (স°)—নাচে; ১৫০২;
 নটন (স°)—নৃত্য; ২২;
 নটপটি (টিয়া)—বহু পাঁচ-বিশিষ্ট; ২৭৮;
 নটবর—১। নর্তক-শ্রেষ্ঠ; ৭৪; ১২০;
 ২। নর্তক-শ্রেষ্ঠ ত্রিকৃষ্ণ;
 নটরাজ (স°)—নর্তক-শ্রেষ্ঠ; ২৪২;
 নঠ—নট; ৪৫৪;
 নড়ি—নড়ি, লাঠি; ২২০০;
 নড়ে—ধাবিত হয়; ১২৪৫;
 নটায়ল—(মৈ° 'নড়াই') নিক্ষেপ করিল; ২৪৫;
 নতি (স°)—প্রণতি; ৪০৮;
 নাথনি—কুহু নথ; ২৬২২;
 নদ (স°)—বৃহৎ নদী; ১৩২;
 নদহি—(ত্র° 'নদই') নাদ করে; ২৪২৭;
 ননদী (দিনী)—(স° 'ননন্দা') ননদ, পতির ভগিনী
 ৭৩২; ৭৮৫;
 ননি (নী)—নবনীত, মাখন;
 ননুড়া—(মৈ° 'ননুআ') নবীন, কোমল; ১২৭;
 নন্দন (স°)—১। পুত্র; ৫;
 ২। আনন্দকারী; ১৩৭০;
 নন্দনা—পুত্র; ৭৫;
 নন্দিত (স°)—আনন্দিত; ২৭১৩;
 নন্দিনি (নী)—কন্যা;
 নফর (আ°)—দাস; ১৫৪৩;
 নবদ্বীপ—নবদ্বীপ; ১২২; ৩৫২;
 নবধা (স°)—নব প্রকার; ২২৮৮;
 নবমি (যী)—নবম-সংখ্যা-বিশিষ্ট; ২৭;
 নবরজ—নারাজী বা কমলালেবু; ৮২;
 নবি—(স° 'নবা' হইতে) নবা, নবীন; ১১৮১০;
 নবিন—নবীন; ১৪৭২;
 নবোচ্চা—রস-শাস্ত্রের বর্ণিত নারিক-বিশেষ;—
 "ক্রমে লজ্জা ভয় সনে সন্তোষ ঘটিলে—
 নবোচ্চা বলিয়া তায়ে কবিগণে বলে;"
 রস-মঞ্জরী

নয়না—(হি° 'নৈনা') নয়ন ; ২৭৩৮ ;
 নয়ন (লি)—(হি° 'নয়ন') নয়ন ; ১১৫ ; ১৩০২ ;
 নয়ান (নি)—(স° 'নয়ন', হি° 'নৈন'-না) নয়ন, চক্ষু ; ১২
 নয়ানী—নয়ন-বিশিষ্টা ; ৫৩ ;
 নয়তন—নর্তন ; নৃত্য ; ১০৪৩ ;
 নর্তন (স°)—নৃত্য ; ১৪২২ ;
 নর্ধ (স°)—রহস্ত-কেলি ; ৩২৪ ; ১৫৭৪ ;
 নলিনি (নী)—১। পদ্ম ; ৫২ ;
 ২। পদ্মিনী-জাতীয়া ; ১৭২৮ ;
 ১। নহ—১। নহে ; ১২ ; ২৭ ;
 ২। হইও না ; ১২৬ ;
 ৩। নহি, নই ; ৫৬১ ;
 ৪। না হও ; ১৩৮২ ;
 ২। নহ (হে)—('নহে ত' হইতে) যদি না হয় ; নতুবা ;
 ১৭৭ ; ১৮৬ ; ২৬৬ ;
 নহত—১। না হয় ; ১৬৪৬ ;
 ২। না হও ; ১৮২৪ ;
 নহি (স°) না ; ৫৩ ; ১৩০ ;
 নহি (হি°)—ক্ষুদ্র ; ১৫৫৭ ;
 নহিয়ে—না হই ; ৭১ ;
 নহিল—না হইল ; ১১৬৭ ;
 নহে—১। হয় না ; ১১৩৭ ;
 ২। না ; ১৬৩ ;
 নহৌ (হো)—নই ; ৬৭৭ ; ২০৬ ;
 ১। না—(স° 'ন') নিবেদ্যর্ক অব্যয় ; ৩১ ;
 ২। না—(স° 'নাম') সম্ভাবনা-স্ফটক অব্যয় ; ২৭২ ;
 ২৮৮ ; ৩০৭ ;
 না (নাও)—নৌকা ; ১৪১৬ ; ১৪২২ ;
 নাই—১। না আছে ;
 ২। নিবেদ্যর্ক অব্যয়, না ; ১৪৮ ; ১২০৩ ;
 নাই—(১। 'নাই' জ°) নামাইয়া ; ১৪১৮ ;
 নাগর (স°)—নাগর ; ১৪৮ ;
 নাগরগনা—নাগরালি ; ৭৮২ ;
 নাগরালি—নাগরগনা ; ৬০ ;
 নাগরি (রী)—নাগিকা ; ৭৪ ; ১২৮ ;

নাগরিয়া—নাগরালি ; ২৭৩৭ ;
 নাগল—নাগিল ; ১৭২৮ ;
 নাচই (ত)—নাচে ; ২৬৬ ;
 নাচন—নৃত্যকারী ; ২১৭০ ;
 নাচন (নি)—নর্চন, নাচ ; ১০২ ; ২৭৭ ;
 নাচতি—নাচেন ; ১৫৪৩ ;
 নাচাওত (য়ে)—নাচায় ; ১১৫৩ ; ১২০৪ ;
 নাচায়ত—নাচায় ; ১৭৬ ;
 নাচিয়ে—নাচি ; ১৫৭ ;
 নাছ—বাটার বহির্ধার ; ৬৩৮ ;
 নাট—১। নৃত্য ; ২৬২ ; ১৮৫২ ;
 ২। নাট্য, অভিনয় ; ৩৪২ ;
 নাটুয়া—নর্তক ; ৭২০ ;
 নাভ—(স° 'লোপ্ত' ? ; মৈ° 'লাথ' ; বা° 'লোত', 'নোত'
 তু°) ছলনা ; ২৪৫ ;
 নাভিনী—নাংনী ; ১৩৪ ;
 নাথ (স°)—শব্দ ; ১২১ ;
 নাথ—স্নান করে ; ৬৭২ ;
 নাথক (স°)—১। স্বামী ; ৭৪ ;
 ২। প্রণয়ী ; ৫ ;
 নাথর—নাগর ; ২৭৪ ;
 নাথরি—নাগরী ; ১২২ ;
 নাথ্যা—নাবিক, নেয়ে ;
 ১। নাথি—নাথী ; ৭৪ ; ১০২ ;
 ২। নাথি—পারি না ; ১১৭ ; ২০২ ;
 নাথি—('নাথি' জ°) পারিলায় না ; ১০২ ;
 নাথিব—পাথিব না ; ১১৭ ; ২০২ ;
 নাথিল—পাথিল না ; ২১৫ ;
 নাথিলু—পারিলায় না ; ১২৪ ;
 নাথই—নষ্ট করিয়া ; ৫৭৩ ;
 নাথক (স°)—নাথ-কারী ; ১৩৪ ;
 নাথল—বিনাশ করিল ; ১৭২৮ ;
 নাথলি—নাথ করিতেছ ; ৮৫৮ ;
 নাথাইল—নষ্ট করাইল ; ১৪৭ ;
 নাথায়—(বার্থে শিল্প) নাথ করে ; ২২৬২

নাগ—নাগা; নাক; ৬২৯ ;
 নাসবেশ—সাজ-সজ্জা; ৬৬৭ ;
 নাসিক—নাসিকা, নাক ;
 নাহ—(স° 'নাথ') নাথ, স্বামী ; ১৭৪ ; ২২৩ ;
 নাহ (হই)—জান করে; ১২৫৩ ;
 নাহলি—স্নাতা ; ২০৮ ;
 নাহি—নাহিয়া, জান করিয়া ; ২১১ ; ৭২১ ;
 নাহি—নাহি ; ২২০৬ ;
 নাহিতে—জান করিতে ; ৬৭২ ;
 নাহিয়া—জান করিয়া ; ৬৭২ ;
 নিদ—('নিদ্' অ°) নিদ্রা ; ২৫১১ ;
 নিদায়লি—('নিদ' অ°) নিদ্রিত হইল ; ২৫১১ ;
 নিকর (স°)—সকল ; ৬৪৪ ;
 নিকরুণ—নিরুপ, নির্দয় ; ৩১২ ;
 নিকলহ—নিকলহ, কলহ-হীন ; ২৪৫২ ;
 নিকসই (ত)—(স° 'নিঃ+কষ' ধাতু) বাহির হয় ; ২৪০ ;
 নিকসউ—বাহির হউক ; ১২৫২ ;
 নিকসব—('নিকসই' অ°) বাহির হইবে ; ৬৪ ;
 নিকসল—('নিকসই' অ°) বাহির হইল ; ২৪০ ;
 নিকসে—নির্গত হয় ; ১৮২১ ;
 নিকাশ (স°)—১। নির্গম ; ১৮২১ ;
 ২। নির্গত ; ২২১৬ ;
 নিকুরষ (স°)—সমূহ ; ১৭২ ;
 নিকে—('নৌকে' অ°) স্তম্ভ ; ২৪২৫ ;
 নিকেত (তন) (স°)—গৃহ ; ২৩৮ ; ২৩৪৫ ;
 নিখিল (স°)—সমস্ত ;
 নিগড় (স°)—শৃঙ্খল ; ১৮৮১ ;
 নিগদই—(স° 'নি'+ 'গদ' ধাতু) বলে ; ১৭০ ;
 নিগম (স°)—বেদ ; ২৩৩২ ;
 নিগুড়—নিগুড়, গুড় ; ২৮১৪ ;
 নিগুড় (স°)—বিশেষভাবে গুড় ; ২ ;
 নিঝাড়ি (ডিয়া)—নিড়্ড়াইয়া ; ২১০ ; ২৪৩ ;
 নিঝাড়িতে—নিড়্ড়াইতে ; ২০৮ ;
 নিচ—নীচ, নিয় ; ১১০০ ;
 নিচর—নিচর ; ২৭৩ ;

নিচল—নিচল, স্থির ; ১৭৭ ;
 নিচল—(স° 'নীচ-স্থল') নিম্ন-স্থান ; ৮৮৭ ;
 নিচূণ—নিঃশব্দ ; ১৬২০ ;
 নিচোড়ি (রি)—(হি° 'নিচোড়না') নিড়্ড়াইয়া ; ২৫১৫ ;
 নিচোল (স°)—বস্ত্র ; ২১ ;
 নিছনি—(স° 'নির্ধ্বনীয়') উৎসর্গীকৃত জব্য ; ১২৫ ;
 ২০৬ ; ২৬৭ ;
 নিছয়ারি—নিছনি ; ১০৮৫ ;
 নিছাই—নিছনি ; ২৬২৭ ;
 নিছাই—১। নিছনি করে ; ৫৭১ ;
 ২। নিছনি করিয়া ; ২৮০৬ ;
 নিছাণয়ে—নিছনি করে ; ১০৮৭ ;
 নিছায়রি—নিছনি ; ২৮৫৮ ;
 নিছারি—('নিছোরি' অ°) ; ২৫০৫ ;
 নিছিয়া—('নিছনি' অ°) নিছনি করিয়া ; ১৪২ ;
 নিছিয়ে—('নিছনি' অ°) নিছনি করি ; ২৮৫ ;
 নিছিলু—নিছনি করিয়া ; ৭৪২ ;
 নিছোরি—(তু° 'নিছারি', 'নিছায়রি') নিছনি ; ২৪০৭ ;
 নিষর—নিষর, প্রবাহ ;
 নিষরই—প্রবাহিত হয় ; ১৮২৪ ;
 নিষরে—ঝরা অর্থাৎ অশ্রু-বর্ষণের শেষ নাই বাহাতে, সেই-
 রূপে ; ২৫ ;
 নিষাপই—বিশেষভাবে আবৃত করে ; ২৭৫ ;
 নিষাউ—নিষাপিত করিল ; ১৪৮৭ ;
 নিষায়ব—নিষাপিত করিব ; ১২৩৪ ;
 নিষ্ময়—নিষ্ময় ; ২৮২২ ;
 নিঠর—নিঠর ; ১৮৩ ;
 নিঠরপন (না)—নিঠরতা ; ৪৭ ; ১২১২ ;
 নিঠরাই—নিষ্ময়তা ; ৪৮ ;
 নিঠরে—নিঠরে ; ১৭৩৬ ;
 নিতক (স°)—পাছা ; ২১০ ;
 নিতি—নিত্য, প্রত্যহ ; ৭৭ ; ১৪৭ ;
 নিতুই—নিতাই ; ২১২ ;
 নিদয় (ষা)—নির্দয় ; ১৬৭৪ ;
 নিদাষ (স°)—গ্রীষ্মকাল ; ১৩১৪ ;

নিদান (স°)—১। কারণ; ১৬৫;

২। শেষ অবস্থা; ২৮; ১৮১২;

৩। শেষ অবস্থায় পতিত; ১২৮;

নির্দারক (স°)—নির্ভর; ১৫৮২;

নির্দেশ—নির্দেশ, ঠিকানা; ৬১; ২৭;

নির্দেশল—আদেশ করিল; ১৭০৫;

নিধান (স°)—আকর; ২৬৫;

নিধারক—ধারণ করে; ২৮২২;

নিধারল—১। নির্ধারণ অর্থাৎ স্থির করিল; ২৮৮৭;

২। ধারণ করিল; ২৮২৩;

নিধি (স°)—১। গচ্ছিত ধন; ২০০৫;

২। আকর; ২১৪;

নিধুবন (স°)—১। রতি-ক্রীড়া; ১২২০;

২। বৃন্দাবনের অন্তর্গত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিহারের স্থল-

বিশেষ; ১২২০;

নিম্ম—(স° 'নিম্মা', হি° 'নিম্ম') নিম্মা; ৪০; ১৪৪;

নিম্ম (ন্ধই)—নিম্মা করে; ২১৭; ৫৩১;

নিম্ম্ (হ)—নিম্মা করিতেছে; ৪৮০;

নিম্মউ—নিম্মা করি; ৭০২; ৭১০;

নিম্মল—নিম্মা করিল; ১২০৩;

নিম্মালি—নিম্মিত হইল; ২৬৫৩;

নিম্মি—(স° 'নিম্মিন্') নিম্মাকারী; ১৬৭;

নিম্মু—নিম্মা করি; ১৮০৮;

নিম্মুয়া—নিম্মা; ১৮০৭;

নিম্মুয়া—(স° 'নিম্মক্') নিম্মা-কারী; ২৬৫৭;

নিপট—(হি° 'নিপট্') নিতান্ত; ৪৭৮;

নিপাত (স°)—পতন; ৩৩২;

নিবন্ধ (স°)—বন্ধন, গ্রন্থি; ২২২;

নিবসই (য়ে)—বাস করে; ৪২৮; ৪২১;

নিবসতি—(স°)—বাস করে; ৬২;

নিবাসন (স°)—উত্তম বাসন; ২৭১৩;

নিবার—নিবারণ; ৮৩৫; ১৬০১;

নিবারলু—নিবারণ করিলাম; ৪৩৫;

নিবারসি—নিবারণ করিতেছে; ৭০;

নিবারি—নিবারণ করিয়া; ১২৪;

নিবারিবা—নিবারণ করিবা; ৬২৪;

নিবাস—(স° 'নিঃ'+ 'বাসস্') বস্ত্র-হীন অবস্থা;

নিবাস (স°)—বাস-স্থল; ৭০৪;

নিবারিবা—নিবারণ করিবা; ৬২৪;

নিবাসয়া—('নিবাসা' অ°) ১৬২৮;

নিবাসা—নিবাস, অবস্থান; ১০৫২;

নিবিড় (স°)—গাঢ়, দৃঢ়; ১১৪;

নিবি-বন্ধ—(স° 'নীবি-বন্ধ') কটির বসন-গ্রন্থি; ১১৪; ২০২;

নিবিহক—(নিবি+হ+ক) নীবিগ ও (নীবি=কটির) বসন

১১২;

নিবিড়—নিবিড় অর্থাৎ গাঢ়-রূপে; ১০৮৮;

নিবেদন (স°)—প্রার্থনা; ২৪;

নিবেদব—১। নিবেদন করিবে;

২। নিবেদন করিবে; ১৮৩;

নিবেদল—নিবেদন করিল; ৮২;

নিবেদলু—নিবেদন করিলাম; ১৮৩৩;

নিবেদহ—নিবেদন করিতেছি; ৩০৭৩;

নিবেদিহু—নিবেদন করিতেছি; ৩১০১;

নিবেশ (স°)—প্রবেশ; ৭৬৩;

নিভয়ে—নিবৃত্ত হয়; ২৫৮৪;

নিভাই—নির্মাণ করি; ৭২৭;

নিভাইতে—নির্মাণ করিতে; ৩৪৮;

নিভাইল—নির্মাণের যোগ্য; ৮৭৫;

নিভাডন—('নি+ভাডন', 'ভাডন' অ°) শোভা-যুক্ত;

২২৬৬;

নিভান—নির্মাণ-প্রাপ্ত; ৮৪৬;

নিভায়—নির্মাণিত করে; ২৫১১;

নিভৃত (স°)—১। নির্জন; ২৫৭;

২। গোপন; ২৫৪৮;

নিমগন—নিমগ্ন; ১২২; ২৭৬;

নিমজব—নিমগ্ন হইবে, ডুবাবে; ২৪৮২;

নিমজিয়া—নিমগ্ন হইয়া; ২১৮২;

নিমহন—('নির্মহন' অ°) নিহনি; ১০৩৩

নিমালি—নিমাল্য; ১২১৮;

নিমিথ—(স° 'নিমেথ'), ১। নিমেথ-পরিমিত কাল; ৩১৮;

২। চক্ষুর পলক ; ১২২ ;

৩। চক্ষুর পলক ; ৯৮ ; ৩১১ ;

নিমীলিত (স°)—মুজ্রিত ; ২৩২ ;

নিম্ফ—(স° 'নিকট') নিকট ; ১১ ; ৫১ ;

নিম্নোজব—নিম্নুক্ত করিবে ; ১১৩ ;

নিম্নোজল—নিম্নুক্ত করিল ; ৩০৩ ;

নিম্ন—নীচ, জল ; ৬৩৪ ;

নিম্নই—১। নিরীক্ষণ করে ; ১৭৩ ;

২। নিরীক্ষণ করিয়া ; ১২২ ;

নিম্নত (যে)—নিরীক্ষণ করে ; ১৭০ ;

নিম্নত্ব—নিরীক্ষণ ; ৩০ ;

নিম্নত্বগিয়া—নিরীক্ষণ, দৃষ্টি ; ২০৬৬ ;

নিম্নত্ব—নিরীক্ষণ করিবে ; ২৭৩২ ;

নিম্নত্ব—নিরীক্ষণ করিতে ; ২৬৫ ;

নিম্নগত—নির্গত ; ১৭১ ;

নিম্নগণ—নিম্নগণ, গুণ-হীন ; ৪১৬ ;

নিম্নত—নির্ধাত ; বজ্র ; ১৭৩৪ ;

নিম্নত্ব (স°)—১। উচ্ছ্বাস ; ৩০১ ;

২। অনিবার্য ; ২২৪ ;

৩। অক্লান্ত-হীন অর্থাৎ স্বাধীন ; ৩০২৮ ;

নিম্নজ—নীচজ, পদ্ম ; ২৭১৫ ;

নিম্নজন—নির্মজন, নিরাশা ; ৮২ ;

নিম্নজন—নীচজন, আরাতি ; ১০৪২ ;

নিম্নত্ব—অনাবৃত ; ৭০১ ;

নিম্নত্ব—নিম্নত্ব, বর্ণনা ; ১৮৮৩ ;

নিম্নজন (স°)—অজন-শূন্য, কাজল-হীন ; ২০৮ ;

নিম্নগিত—নির্গত, অবগত ; ২৮৭২ ;

নিম্ন—নীচ, মেঘ ; ৩০৪ ;

নিম্নত্ব—(স° 'নিম্নত্ব') সুখে-দুখে সম-ভাব-বৃত্ত ;

৩০৪ ; ৩০৩৪ ;

নিম্নত্ব—নির্মিত ; ৬৬৮ ;

নিম্নত্ব—জল-ধারা ; ২২৩ ;

নিম্নত্ব (স°)—অবিরত ; ১৮৪ ;

নিম্নত্ব—নির্মিত, আগ্রহ ; ২২২ ;

নিম্নত্বই—নির্দাহ হয় ; ১৭৬ ; ২৩৫ ;

নিম্নত্ব—(স° 'নির্দাহ') নির্দাহ ; ১০১৪ ;

নিম্নত্ব—১। নির্দাহ, সমাপন ; ২২৪ ;

২। নির্দাহ করে ; ১৩৫৬ ;

৩। নির্দাহ করিল ; ৭০৫ ;

নিম্নত্ব—নির্মিত ; ১০৫৩ ;

নিম্নত্ব—নির্মিত ; উদাত্ত ; ১৬৬ ;

নিম্নত্ব—নিম্নত্ব হইয়া, ভুবিয়া ; ২৫০১ ;

নিম্নত্ব—('নিম্নত্ব')—১। নিম্নত্ব করিবে ; ১০৫৪ ;

২। নিম্নত্ব করিব ; ৩২০ ;

নিম্নত্ব—নিম্নত্ব করিল ; ২০৩২ ;

নিম্নত্ব—নির্মিত ; নিম্নত্ব ; ৩৮০ ;

নিম্নত্ব—১। নির্দাহ, পরিকৃত ; ৬৭২ ;

২। নির্দাহ ; ১৭০ ;

নিম্নত্ব—(স° 'নির্মিত') ১। নির্দাহ করে ; ২০৪৮ ;

২। নির্দাহ করিল ; ৭৭২ ;

নিম্নত্ব—(স° 'নির্মিত') নির্দাহ করিয়া ; ৫২৭ ;

নিম্নত্ব—নির্মিত করিল ; ১২৫৮ ;

নিম্নত্ব—নির্মিত ; ১৬৪০ ;

নিম্নত্ব—নির্মিত, রচিত ; ২৭১৩ ;

নিম্নত্ব—নির্মিত করিলাম ; ৩৬৩ ;

নিম্নত্ব—নির্মিত, সম্মুখে উৎপাতিত ; ৮২২ ;

নিম্নত্ব—নীচত, রস-শূন্য ; ২৩ ;

নিম্নত্ব—('নিম্নত্ব') শুদ্ধ করে ; ২১১ ;

নিম্নত্ব—নিম্নত্ব-কারী ; ১০৩৭ ;

নিম্নত্ব—('নিম্নত্ব') ১। ক্ষান্ত হইবে ;

২। রস-শূন্য হইবে ; ৩৪৬ ;

নিম্নত্ব—(স° 'নিঃ'+ 'অস' ধাতু) ১। নিম্নত্ব হইল, ক্ষান্ত

হইল ; ৩৮২ ;

২। (স° 'নিঃ'+ 'রস') রস-হীন, অর্থাৎ প্রেম-হীন হইল ; ৩৪৬ ;

৩। রস-হীন ; ৪৩১ ; ৪২০ ;

নিম্নত্ব—('নিম্নত্ব') নিম্নত্ব করিলাম ; ৪৫৫ ;

নিম্নত্ব—('নিম্নত্ব') রস-হীন অর্থাৎ রূপ হইয়া ; ৫২৭ ;

নিম্নত্ব—নির্মিত, অকারণ ; ৫৮২ ;

নিরুপম (স°)—তুলনা-হীন ; ১৪ ;
 নিরোধ (স°)—রুদ্ধতা ; ১১৪ ;
 নির্ধ্বন (স°)—নিছনি, আরতি ; ২৬১৬ ;
 নিলজ—নির্লজ্জ ;
 নিশব্দ—নিঃশব্দ, শব্দ-হীন ; ২১২ ;
 নিশব্দ—১। নিঃশব্দ, শব্দ-হীন ; ২১২ ;
 ২। শব্দ-হীনতা, যৌন ; ১২০ ;
 নিশাস—নিশ্বাস ; ১২০ ;
 নিশাসই—নিশ্বাস ফেলে ; ১১৪ ;
 নিশাসি—নিশ্বাস ফেলিয়া ; ১০ ; ১৩৬ ;
 নিশান (ফা°)—১। পতাকা ; ১৪৩০ ;
 ২। চিহ্ন ; ২৬৫০ ;
 নিশাস—নিশ্বাস ; ৪৮ ;
 নিশাসই—নিশ্বাস ফেলে ; ১৬৪ ;
 নিশিত (স°)—তীক্ষ্ণ ; ১১২ ;
 নিশি দিশি—(অস্থ্রাসের প্রভাবে 'দিশি' স্থলে 'দিশি')
 রাজি-দিন ; ১২৫ ; ১৬০ ;
 নিশ্চয় (স°)—ঐত্বগীষারা নিহত দৈত্য-বিশেষ ; ৪০৬ ;
 নিশোয়াস—নিশ্বাস ;
 নিশ্চল (স°)—স্থির ; ১৮৫ ;
 নিষেচিত—নিষিক্ত, আর্জ ; ১২৩৪ ;
 নিষ্ঠ—নিষ্ঠা-যুক্ত ; ৩০৪২ ;
 নিশান—(স° 'নিশ্বন') ১। নিশ্বন, ধনি ; ১৬৫ ;
 ২। ডকা ইত্যাদির দ্বায় ঘোষণা-জনক বাস্তব-যন্ত্র ; ১৩৬৫
 নিসিক্তন—নিষেক, বর্ষণ ; ২১২০ ;
 নিসিক্তব—নিষেক করিবে, বর্ষণ করিবে ; ২৪২৫ ;
 নিস্তল (স°)—স্বগোল ; ১২ ;
 নিসাম্বিত (স°)—নির্গলিত ; ১২ ;
 নিষর—(স° 'নি'—অতিশয়) অতিশয়-শব্দ-যুক্ত ; ১১৩৪ ;
 নিহারসি—দেখিতেছে ; ১০ ;
 নিহারি—('নেহারি' জ°) ১। দেখিয়া ; ৫১ ;
 ২। দর্শন ; ১৫৫৩ ;
 নিহারে—দেখে ; ১৫৫৩ ;
 নিঃসর—নির্গত হইল ; ২১০৬ ;
 নীকে—(হি° 'নীক্') স্বন্দর ; ২৪৪৫ ;

নীচয়ে—নিশ্চিত ; ৮২ ; ১৬৫ ;
 নীচল—নিশ্চল, গতিহীন ; ২১১৩ ;
 নীছই—('নিছনি' জ°) নিছনি করে ; ১১৩ ;
 নীছনি—('নিছনি' জ°) নিছনি ; ১২ ;
 নীছিয়ে—নিছনি করি ; ১৬৬১ ;
 নীঝর(রে)—('নিঝরে' জ°) অবিভ্রান্ত বর্ষণে ; ৪১ ; ১২৩৮ ;
 নীত—(স° 'নিত্য' হইতে) নিত্য, প্রত্যাহ ; ২৪৪৫ ;
 নীত—(স° 'নীতি,' হি° 'নীত্') ১। নীতি ; ৪৫২ ;
 ২। রীতি, রেওয়াজ ; ১২১২ ;
 নীন্দ—('নিন্দ' জ°) নিন্দা ; ১৮৮৮ ;
 নীপ (স°)—কদম্ব ; ২২৫ ;
 নীব—লইবা ; ৫১৬ ;
 নীবি (স°)—কটির বসন-গ্রন্থি ; ২৪ ;
 নীবি-বন্ধ (বন্ধন) (স°)—স্ত্রী-লোকের পরিধেয় বস্ত্রের
 ক র বন্ধন ; ২২৪ ;
 নীর (স°)—জল ; ৬১ ;
 নীরজ (স°)—পদ্ম ; ৪৮৮ ;
 নীরদ (স°)—মেঘ ; ৬১ ;
 নীরধর (স°)—মেঘ ; ২৪৪১ ;
 নীরস (স°)—রস-হীন ; ১৫২০ ;
 নীরোধি—(স°)—বরণ ; ১৫২৬ ;
 নীল—১। নীলবর্ণ ;
 ২। নীল-গণি (হি° 'নীলম্') ১২ ;
 নীলজ—নির্লজ্জ ; ৩৬১ ;
 নীলাঘর (স°)—নীল-বস্ত্র ; ৩১ ;
 নীলিম—(স° 'নীলিমন্') নীল-বর্ণ ; ২৪৬ ;
 ছনি (নী)—(স° 'নবনীত') ননী, মাখন ; ৩১১ ;
 নূনা—(স° 'নূন') ক্ষুদ্র ; ২০১ ;
 নৃত্যতি (স°)—নাচে ; ১৮২ ;
 নেত—স্বন্দ-রেশমী বস্ত্র ; ১২২১ ;
 নেব (বি)—লইব ; ১৮১৬ ; ১২১২ ;
 নেবা—লইবা ; ২৪৪ ;
 নেল—লইল ; ১২৮ ;
 নেহ (হা)—('লেহ' জ°) প্রেম ; ৬৮০ ; ৬৮১ ;
 নেহার—১। দেখ ; ৫১৪ ;

২। দেখিয়া; ১৬১০;
নেহারই (ত) — (হি, মৈ 'নিহারনা') দেখে; ২৮১;
৩৮২;

নেহারণি—দৃষ্টি; ১৩৩৬;

নেহারল—দেখিল; ২৭;

নেহারি—১। দৃষ্টি; ২৮০;

২। দৃষ্টি করিয়া; ১০২১;

নেহারিণি—দৃষ্টি-কারিণী; ২৭০;

নেড়ালে—দেখে; ১৪৮৬;

নেহি—('নেহ' ঙ্র) নেহ; ১৭২৫;

নৈরাকার—নিরাকার, আকার-হীন; ৮৭৩;

নৈস্তিক—নিষ্ঠা-নিত্য; ১৭২৮;

নৈরাশ—১। (স° 'নিরাশ') আশা-হীন; ১৮৭;

২। (স° 'নৈরাশম্') আশা-হীনতা; ২১১;

নৈষ্টিক (স°)—নিষ্ঠায়ুক্ত; ৪৮১;

নৌতুন—(হি 'নৌতুন') নূতন; ২১২;

নায়লি—(হি, মৈ 'নবল (লি)') নবীন; ২৫৩;

নাসী (স°)—সন্ন্যাসী; ২৩৩৬;

[প]

পউরব—(হি 'পৈর' ধাতু) পার হইবে; ৭৬৭;

পকান—(স° 'পকান', হি 'পকোয়ান') দ্রুত-পক খাদ্য-দ্রব্য;

পকান (স°)—('পকান' ঙ্র) . ২৫৮৮;

পক্ষ—পক্ষী; ১৩; ১৭৭৮;

পগ—(হি 'প') পদ; ১২৭৫;

পঙরলু—পার হইলাম; ৯৮৮;

পঙরি—(হি 'পৈরনা') পার হইয়া; ৪৩২;

পঙার—(স° 'প্রবাল', মৈ 'পবার') প্রবাল; ২৪৫;

পঙারব—পার হইবে; ৯২১;

পঙ্ক (স°)—১। কর্দম, কাদা; ৫২০;

২। পঙ্কের ন্যায় ঘন তরল বস্তু; ২১২; ৪৮৮;

পঙ্ক (স°)—পঙ্ক; ২০৪;

পঙ্কা—১। পঙ্ক, কাদা; ৩১৩;

২। পঙ্কের ন্যায় ঘন তরল বস্তু; ৩১৩;

পঙ্কিল (স°)—পঙ্কযুক্ত; ৯৮৭;

পঙ্ক—(স° 'পঙ্ক') পঙ্ক ও অঙ্ক; ২২৪৩;

পঙ্ক (স°)—খোড়া; ১২;

পচায়ত—পচায়; ৫২০;

পজারল—প্রজলিত; ৩১;

পঞ্চগব্য (স°)—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র; ১৫৭০;

পঞ্চদেব (স°)—শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অবশ্য-উপাস্য পঞ্চ দেবতা

যথা—গণেশ, বৃদ্ধা, শিব, দুর্গা ও বিষ্ণু; ২৬০৮;

পঞ্চম (স°)—পঞ্চম স্র; ২৭০;

পঞ্চম-রাগিণি—পঞ্চম-স্র-প্রধান অর্থাৎ উচ্চৈশ্বর্য; হৃদয়

রাগিণী; ২৭০;

পঞ্চায়ত (স°)—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা; ১৫৭০;

পঙ্কনে—(?) ১০৭৬;

পঞ্জর (স°)—পিঞ্জরা; ৪৮২;

১। পট (স°)—১। বস্ত্র; ২৮৩৪;

২। চিত্র-পট; ৩৬;

২। পট—পট, রেসমী; ২৬৭; ৩০২;

পটকল—জোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল; ৪৮২;

পটকিতে—জোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে; ৪৮২;

পটতাল—চারি মাজার তাল-বিশেষ; ১০৭১;

পটল (স°)—সমূহ; ৬২;

পটা—(১। 'পট' ঙ্র) বস্ত্র; ১৫১৮;

পটাম্বর—পটাম্বর, রেসমী বস্ত্র; ৮৫৫;

পটিম—(স° 'পটিমন্') নৈপুণ্য; ২৪৬২;

পটীর (স°)—চন্দন; ২১৬৪;

পড়ই—পতিত হয়; ৮৬;

পড়ল—পড়িল, পতিত হইল; ৭০;

পড়সী—(স° 'প্রতিবেশী') প্রতিবেশী; ৮৫৭;

পড়ায়লি—পাতিত করিলা, ফেলিলা; ৩৭৬;

পড়ু—১। পতিত হয়; ৩৭;

২। পতিত হইল; ১০২৬;

পড়ায়ি—প্রতিহারি, দ্বারপাল; ১৫৪২;

পড়ই (ত) —পাঠ করে; ২৪২৭; ২৬৫৬;

পড়াই—পড়াইল; ১৪২২;

পড়াওল—পাঠ করাইল; ৩২২;

পড়ায়ত—পাঠ করায়; ৫৬৭;

পণ (স°)—১। প্রতিকা ; ১৪৫ ;

২। মূল্য ; ১০০১ ;

পণ্ডিত (স°)—১। শাস্ত্রজ্ঞ ;

২। শ্রীগদাধর পণ্ডিত ; ১৬ ;

পতঙ্গ (স°)—কড়িং ; ১০৬৮ ;

পতঙ্গ (স°)—(ক্রী° ‘পতঙ্গী’) কড়িং ; ১৫৮ ;

পতন্তি—পতিত হয় ; ১৭৭৩ ;

পতনি—উত্তরীয়, উড়ণী ; ২৪১৬ ;

পতাক—পতাকা, ধ্বজা ; ১০৬০ ;

পতিআশ—প্রত্যাশা ; ২৬২ ;

পতিতন—(‘পতিত’ শব্দের ত্র° বহু-বচন) পতিত-সকল ;

২২৭১ ;

পতিবরতা—পতিব্রতা ; ৩২৮ ;

পত্রক (স°)—চন্দ্রনাদি দ্বারা রচিত চিত্র-রাজি ; ২৪৬২ ;

পদ (স°)—১। চরণ ; ১২ ;

২। স্থান ; ৬২ ;

৩। চিহ্ন ; ৩৫০ ; ৩৭৩ ;

৪। বাক্য ; ৬৫০ ;

পদউধ—(স° ‘পদাউধ’) কুর্কট ; ১৫১২ ;

পদবি—পদবী, উপাধি ; ৫৫৩ ;

পদাবলী—১। পদ অর্থাৎ গীত সকল ;

২। শব্দ-সমূহ ; ১৪২ ;

পদুম—পদ্ম ; ১৬৭৭ ;

পদুমা—(পদ্মাকৃতি ?) মিষ্টব্যা-বিশেষ ; ২৫৫৭ ;

পদুমিনী (নী)—(স° ‘পদুমিনী’)

১। পদুমিনী, পদ্ম ; ২৪৮৫ ;

২। পদুমিনী-জাতীয়া নারী ; ১২৬ ; ৫৫৩ ;

পদুচিনি—উত্তর-বঙ্গে ঐ নামে প্রসিদ্ধ নারিকেলের গন্ধাজলী

সন্দেশ ; ২৫৫৭ ;

পদ্মা—চন্দ্রাবলীর প্রিয় সখী ; ১৪৭৭ ;

পদ্মাবতি (তী)—১। অমরেন্দ্রের পত্নী ; ১৩ ;

২। হাড়াই ওয়ার পত্নী, শ্রীনিবাসেন্দ্রের মাতা ; ৮ ;

পন (পনা)—(স° ‘পন(ং)’ প্রত্যয় ; অপ° ‘বন্’, ‘পন্’) ‘ব’

বা ‘তা’ প্রত্যয় ; ৬০২ ; ৭৮২ ; ৭৯৩ ; ৮১৩ ;

পনস (স°)—কাঁঠাল ; ১২৬০ ;

পনা—পণ, প্রতিজ্ঞা ; ৬০২ ; ৩ ;

পন্থ—(স° ‘পন্থিন্’—পন্থা ; হি° ‘পন্থ’) পন্থ ; ৭০ ;

পন্থিক—(স° ‘পন্থিক’, হি° ‘পন্থী’) পন্থিক ; ৪৮২ ;

পন্থারি—(স° ‘পন্থনাড়ী’ ; মৈ° ‘পন্থেনারি’) পন্থের মৃণাল ;

২৪৫ ;

পপিহ—চাতক পক্ষী ; ১৭৩০ ;

পয়সি (স°)—জলে ; ৫২ ;

পয়াগ—প্রয়াগ-তীর্থ ; ৫২ ;

পয়াগ (গি)—(স° ‘প্রয়াগ’) গমন ; ২৫১৩ ; ২৫৫০ ;

পয়ান (নি)—(‘প্রয়াগ’ ত্র°) গমন ; ৩৭ ; ৪৫৮ ;

পয়ে—(স° ‘উপরি’ ; অপ° ‘পরি’, ‘পই’, ‘পয়’)

১। উপরে ; ২৩৩ ; ৩৬৬ ;

২। হইতে ; ২০৩২ ;

পয়ে—(মৈ° ‘পয়’, ‘টৈ’) যদি, যদিও ; ৭৬২ ; ১০৪২ ;

পয়োদর (স°)—স্তন ; ১২৩ ;

পয়োধি (স°)—সমুদ্র ; ১০২৬ ;

পর (স°)—১। অন্য ; ৪০৫ ;

২। অতীত ; ৬৬৬ ;

পর—১। উপরে ; ৬১ ; ৩৬২ ;

২। মধ্যে ; ৪৭৭ ;

পর—গ্রহর ; ১৩৭৭ ;

পরকার (রি)—(স° ‘প্রকার’) উপায়, কৌশল ; ৪৬৩ ;

৪৪২ ;

পরকাশ—প্রকাশ ; ১৫ ; ৫০ ;

পরকাশ—প্রকাশ করিল ; ২২১৫ ;

পরকাশই—প্রকাশ করে ; ২২৭ ;

পরকাশল—১। প্রকাশ করিল ;

২। প্রকাশ করিলাম ; ১২৬ ;

পরকাশি—প্রকাশ করিল ; ২৫৫ ;

পরকিত—প্রকৃত, বার্থ ; ৮১ ;

পরধি—পরীক্ষা করিয়া ; ২৫৮ ;

পরচার (রি)—প্রচার, প্রকাশ ; ১০৫ ; ২৩৭ ;

পরচারি—প্রচারিত করিল ; ২৪২৮ ;

পরচারী—প্রচার-কারী ; ১৩০৭ ;

পরচুর—প্রচুর ; ২০২ ;

পরণ—তালের বোল ; (সংশোধিত পাঠ) ১৫১৭ ;
 পরণাম—প্রণাম ; ১১১ ;
 পরতাপ (ব)—প্রতাপ, প্রভাব ; ১১ ; ৯৯৬ ;
 পরতিতি—(স° 'প্রতীতি') প্রতীতি, প্রত্যক্ষ ; ৩৮৩ ;
 পরতিতি—('পরতীতি' অ°) প্রত্যয়, বিশ্বাস ; ১৬৬৫ ;
 পরতীত (তি)—(স° 'প্রতীতি') প্রত্যয়, বিশ্বাস ; ১৪৫
 ৩৮৭ ;

পরতেক (কি)—প্রত্যক্ষ * ; ২৩০ ; ৫০১ ; ১৫৭০
 ১৫৭৮ ; ১৬৭৭ ;

পরতেক—প্রত্যেক ; ১১৪৬

পরথাই—প্রস্তাব করিয়া ; ৮১ ;

পরথাপল—প্রস্তাব করিল ; ৭০০ ;

পরথাপলু—প্রস্তাব করিলাম ; ৫০২ ;

পরথাব—প্রস্তাব, প্রসঙ্গ ; ২২৩ ;

পরথাব—প্রস্তাব করে ; ১২৮৩ ;

পরথায়—প্রস্তাব করে ; ৫৮ ;

পরদেশ (শিখা)—বিদেশ ; ১৮০৮ ;

পরদেশিয়া—প্রবাসী ; ১৮১৫ ;

পরধান—প্রধান ; ১৪৯২ ;

পরবন্ধ—(স° 'প্রবন্ধ') ১। অস্থচান ; ৬৬৯ ; ২৩১৩ ;

২। প্রকার ; ৩০৬ ;

পরবশ (স°)—১। পরাধীন ; ৪৬৫ ;

২। পরাধীনতা ; ২৫০৬ ;

পরবাস—প্রবাস, বিদেশ ; ৮৩৯ ;

পরবাহ—প্রবাহ ; ২২৮৬ ;

পরবীণ—১। প্রবীণ, শ্রেষ্ঠ ; ২৫৪৯ ;

২। অতিশয় ; ১২৫১ ;

পরবেশ—প্রবেশ ; ৪১৭ ;

পরবেশই—প্রবেশ করে ; ১০৪২ ;

পরবেশউ—প্রবেশ করুক ; ১৯০৪ ;

পরবেশব—প্রবেশ করিবে ; ৩৭৬ ;

পরবেশল—প্রবেশ করিল ; ৩১৫ ;

পরবেশিয়া—প্রবেশ করিয়া ; ১৮১৫ ;

পরবোধ—প্রবোধ, সাক্ষ্য ; ২৫১ ;

পরবোধই—প্রবোধ দেয় ; ১৫৯০ ;

পরবোধউ—প্রবোধ দিতেছি ; ৫৫৩ ;

পরবোধয়ে—প্রবোধ দেয় ; ১৬০ ;

পরবোধব—১। প্রবোধ দিবে ; ১৫৯০ ;

২। প্রবোধ দিব ; ১৮৭৭ ;

পরবোধবি—প্রবোধ দিবি ; ৪৫৫ ;

পরবোধল—প্রবোধ দিল ; ১৮২ ;

পরবোধসি—প্রবোধ দিতেছ ; ৬৮৩ ;

পরবোধি (শিখা)—প্রবোধ দিয়া ; ১১৩ ; ১১৪ ;

পরভূত (স°)—কোকিল ; ১৮৭৯ ;

পরমাণ—(স° 'প্রমাণ')

১। প্রমাণ, সাক্ষী ; ৬২ ;

২। নির্ণয়-কারক ; ২২৫ ; ২৪৩ ;

পরমাদ—প্রমাদ, বিপদ ; ৩ ; ৯১ ;

পরমাদসি—প্রমাদ ঘটাইতেছ ; ৪৪১ ;

পরমিত—(স° 'প্রমিত') প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত ; পরিমিত ;

২২৫৪ ;

পরমেষ্ঠী (স°)—বিষ্ণু ; ২২৭৪ ;

পরলাপ—প্রলাপ, অসংলগ্ন উক্তি ; ৩৭ ;

পরলাপয়ে—প্রলাপ করে ; ১৬৫৬ ;

পরলাপসি—প্রলাপ বাণ্য বলিতেছ ; ৩২৫ ;

পরশ—১। স্পর্শ ; ১৬৯ ; ৪৩৪ ;

২। পরশ-পাথর ; ৩৭১ ; ৪৩৪ ;

পরশ—স্পর্শ কর ; ৩৮৯ ;

পরশই-ত-তি—স্পর্শ করে ; ৫৯ ; ২৭৫ ; ১৯১৮ ;

পরশন—স্পর্শন, স্পর্শ ; ১৮৯ ;

পরশব—স্পর্শ করিবে ; ৩৭১ ;

পরশবি—স্পর্শ করিবি ; ২২২ ;

পরশল—স্পর্শ করিল ; ৩৪৯ ;

পরশাই—স্পর্শ করাইয়া ; ১৬৯৫ ;

পরশাওত—স্পর্শ করায় ; ২৪৫১ ;

* প্রকাশ্যে গ্রন্থিত অতুলক পোষামী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে 'পরতেক' ও 'পরতেক' শব্দদ্বয় যথাক্রমে 'প্রত্যেক' ও 'প্রত্যক্ষ' অর্থে ব্যোজ্য করিয়াছেন। পদ্যকল্পিত 'পরতেক' রূপটি দৃষ্ট হয় নাই ; হস্তাক্ষর উক্ত পার্থক্য-স্ববিধানক 'হইলেও, আমরা' আনুমানিক] পাঠ সংশোধন করা সম্ভব মনে করি

পরশি (শিখা)—স্পর্শ করিয়া ; ২১২ ;

পরশিতে—স্পর্শ করিতে ১০০ ;

পরশিহ—স্পর্শ করিও ; ২২২ ;

পরশংস—১। প্রশংসা করে ; ৭৫৮ ;

২। প্রশংসা করিল ; ১৬৭৯ ;

পরসজ—প্রসজ, কাহিনী ; ৭৯ ; ১৫৬ ;

পরসন্ন—১। প্রসন্ন ; ৮১ ;

২। প্রকাশ ; ২৫৩৬ ;

পরসাদ—১। প্রসাদ, প্রসন্নতা ; ৫৩ ;

২। প্রসাদ, অহুগ্রহ ; ৮৯ ; ২২৯ ;

পরহার—গ্রহার, আঘাত ; ২৫১ ;

পরাক্রম (স°)—কমতা ; ২৮৯৯ ;

পরাগ (স°)—ফুলের রেণু ;

পরচীত—প্রায়শ্চিত্ত ; ১২৩৯ ;

পরাজয়ি (রী)—পরাজয়-কারী ; ১৮২ ;

পরানি (নী)—প্রাণ ; ১৮৩ ; ৭৪২ ;

পরাত (তর)—প্রাতঃকাল ; ২২৬ ;

পরাদিনী—পরাদীনা ; ৮১৪ ;

পরাম্পর (স°)—শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ; ২৮৮০ ;

পরাম্পর (স°)—পর ও অপর অর্থাৎ নিজ ও পর ; ২৮৬৮ ;

পরাম্ব (স°) পরাম্ব ; ৩৫০ ;

পরাম্ব—(৫৭ স° পদের টীকা ৩°) প্রভাব ; ৫৭ ;

পরাক্ষ (স°)—১। হিন্দু-গণিতের অন্তিম সংখ্যা ;

২। পরাক্ষ-ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ বাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র-

তম অংশ নাই ; ৩০৯৯ ;

পরায়লি—পরায়ল ; ২২১৫ ;

পরি—(স° 'উপরি') উপরে ; ৫২ ; ৪০২ ;

পরিবর (স°)—সহকারী ; ১৭ ;

পরিব্রম (স°)—তীর্থ-স্থানের ধর্মার্থে পরিভ্রমণ ; ৩০৫১ ;

পরিধণ—('পরিধণ' ৩°) পরীক্ষা ; ৫০৮ ;

পরিধত—পরীক্ষা করে ; ১২০৪ ;

পরিচর—পরিচর্যা অর্থাৎ সেবা করে ; ২৮৯৩ ;

পরিচ্ছেদ (স°)—সমাপ্তি ; ৭০০ ;

পরিজন (স°)—পরিবার-বর্গ ; ১৬৬ ;

পরিণাম (স°)—শেষ-ফল ; ১০০ ;

পরিণামা—পরিণাম, শেষ-ফল ; ৯৩২ ;

পরিতাপ (স°)—খেদ ; ১৬১৭ ;

পরিভেজব—পরিভ্যাগ করিবে ; ১৬৮৫ ;

পরিপাটি (টা)—(স° 'পরিপাটি') পর্যায়, শৃঙ্খলা ;

১০২ ;

পরিপালহ—পরিপালন কর ; ৫৫৩ ;

পরিপীড়সি—পীড়ন করিতেছ ; ৮৫৬ ;

পরিপূর—পরিপূর্ণ ; ১৫১ ;

পরিপূর (রয়ে)—পরিপূর্ণ করে ; ৮৩১ ; ১১০০ ;

পরিপূরব—পরিপূর্ণ হইবে ; ৩০৫৭ ;

পরিপূরল—পরিপূর্ণ করিল ; ৫৬০ ;

পরিপূরহ—পরিপূর্ণ করে ; ৯ ;

পরিবন্ধ—(স° 'প্রবন্ধ') বন্ধন ; ৪১৩ ;

পরিবাদ (স°)—কলঙ্ক, কুৎসা ; ১১৭ ;

পরিবাদব—কুৎসা করিবে ; ২০৩৯ ;

পরিবাদসি—কুৎসা করিতেছ ; ৪২৪ ;

পরিবাদিনি—(স° 'পরিবাদিনি' + ঙ্গ) পরিবাদ অর্থাৎ

কারিণী ; ২৪৬৭ ;

পরিবাদিনি (স°)—বীণাযন্ত্র-বিশেষ ; ৪৮৩ ;

পরিবার (স°)—আত্মীয়, স্বগণ ; ১৬ ; ১৭ ;

পরিবন্ধ—পর্ধ্যক, খট্টা ; ১০০ ;

পরিবন্ধ—পর্ধ্যস্ত, অবধি ; ৩০৩ ;

পরিবস্ত (ভণ) (স°)—আলিঙ্গন ; ৫৩ ; ৫২৪ ;

পরিসর—(স° 'প্রসর') বিস্তৃত ; ১৬৭৭ ;

পরিহর—১। পরিত্যাগ করে ; ১১৪ ; ৩৩৭ ;

২। পরিত্যাগ কর ;

৩। ক্ষমা কর ; ১১১ ;

পরিহরি—পরিভ্যাগ করিয়া ; ১৮৮ ;

পরিহর—১। পরিত্যাগ করক ; ১৬২৫

২। পরিত্যাগ করে ; ২৮৯৬ ;

পরিহার (স°)—দৈজ্ঞ, মিনতি ; ২১ ; ২২৮ ;

পরিহারল—('পরিহার' ৩°) মিনতি করিল ; ২৪৯৬

পরিহারসি—পরিভ্যাগ করিতেছ ; ৫১৩ ;

পরিহারে—মিনতি করে ; ২২৭৪ ;

পরিহাস (স°)—ঠাট্টা ; ২৪৮ ;

পরিহাসসি—পরিহাস করিতেছে ; ৫৫৩ ;

পরিহাসে—পরিহাস করে ; ৮১ ;

পরীখত—পরীক্ষা করে ; ২২১ ;

পরীখন—(স° ‘পরীক্ষণ’) পরীক্ষা ; ৩৭০ ;

পরোক্ষ (স°)—দৃষ্টির অগোচর ; ২০৭১ ;

পৰ্ণ (স°)—পাণ ; ১০৮২ ;

পৰ্কয়া—(স° ‘পৰ্ক’) সজ্জি-স্থানের দ্বারা ; ২৬৫৭

পলক—১। পল-মাত্র কাল ; ৮৭ ;

২। চক্ষুর নিমেষ ;

পলকন—(হি° ‘পলক্ণা’) চক্ষুর পলক ফেলা ; ২৮৩৩ ;

পলকাধো—(স° ‘পলকার্ধ’ হইতে) অৰ্দ্ধ-পল-পরিমিত

সময় ; ১৮২৩ ;

পলটি—(‘পালটি’ হ্র°)

পলাশ (শা°)—(স° ‘পলাশ’) পত্র ; ১৬৪০ ;

পশি—প্রবেশ করিয়া ; ২০৩ ;

পশুজ (স°)—পশু-জাতীয় প্রাণী ; ১৭৫৫ ;

পসরা—(স° ‘প্রসার’) পণ্য-দ্রব্যের দোকান ; ৭০০ ;

পসায়ন (নি)—(স° ‘প্রসাধন’, অপ° ‘পসাহন’) সাজান ;

২৩৬ ;

পসার .(রি)—(‘পসরা’ হ্র°) পণ্য-দ্রব্যের দোকান ;

২১২২ ;

পসারই (ত)—প্রসারিত করে ; ৪৪২ ;

পসারব—প্রসারিত করিব ; ১২৭৩ ;

পসারল—প্রসারিত করিল ; ৫২ ; ১৮৪০ ;

পসারলি—(জী° কর্তা) প্রসারিত করিলা ; ৬১

পসারি—১। প্রসারিত করিল ; ১৭০ ; ২৪২৮

২। প্রসারিত করিয়া ; ৬১ ;

পসারি (রিয়া)—(স° ‘প্রসারী’) ১। বণিক, বেণে ;

৬৪০ ;

২। পণ্য-দ্রব্যের-বিক্রয়-কারী ; ১১৪৬ ;

পসারিশি—(‘পসারি’ হ্র°) পণ্য-দ্রব্যের বিক্রয়-কারিণী ;

১১৪৬ ;

পসাহন—(‘পসায়ন’ হ্র°) সাজান ; ১০৩৫ ;

পহরি—প্রহরী ; ৩৬২ ;

পহির—পরে ; ১৫৫৭ ;

পহিরই (ত)—পরে ; ২৮১ ;

পহিরণ—পরিধান, পিন্ধন ; ২২৩ ; ১৫৮৩ ;

পহিরব—পরিব ; ১২৭৫ ;

পহিরল—পরিল ; ৪৮৩ ;

পহিরলি—(জী° কর্তা) পরিল ; ১৬২৪ ;

পহিরলু—পরিলাম ; ২০১ ;

পহিরাওয়ে—পরাইল ; ২২৬২ ;

পহিরাণ—(‘পহিরণ’ হ্র°) পরিধান ; ২৪৩৩ ;

পহিরাব—পরাইব ; ৩০৬৮ ;

পহিরাবহ—পরাত্ত ; ৩৪২ ;

পহিরি—১। পরিয়া ; ২২৩ ;

২। পরিয়াছে ; ১০২০ ;

পহিল—(হি° ‘পহলা’, মৈ° ‘পহিল’) প্রথম ; ২২০ ;

পহু (হ)—(স° ‘প্রহু’, মৈ° ‘পহু’) প্রভু, স্বামী ; ৬ ;

১২১ ;

পাঁচনী—রাখালদিগের হাতের নড়ি ; ১১৮৬ ;

পাঁচবাণ—পঞ্চবাণ, কামদেব ; ১১৫ ; ২৭৫ ;

পাঁজর—পঞ্জর, বৃকের হাড় ; ২০৫ ; ৩১২ ;

পাঁজি—(স° ‘পঞ্জী’) পঞ্জিকা, পঞ্জি ; ৫৭৩ ;

পাঁত—(‘পাঁতি’ হ্র°) পঙ্ক্তি, শ্রেণী ; ২৭৫২ ;

পাঁতর—প্রান্তর, মাঠ ; ২২১ ;

পাঁতি—(স° ‘পঞ্জী’) পত্র ;

পাঁতি (তিয়া)—(স° ‘পঙ্ক্তি’) পঙ্ক্তি, সারি ; ২১ ;

১২৭২ ;

পা—(স° ‘পাদ’ ; প্রা° ‘পাঅ’ ; পূ° ব° ‘পাও’) পদ, চরণ ;

১২২ ; ৩২০ ;

পাই—পারি ; ৭৩১ ;

পাই—পাইয়া ; ২১ ; ২২ ;

পাইয়ে—পাই’ ; ২৮ ; ১৮১৪ ;

পাউ—পাউক ; ১৪৭৭ ;

পাউখ (স)—(স° ‘প্রাবৃখ’) বর্ষা-কাল ; ২২৭ ; ১৭৫০ ;

পাওই (ত)—পায় ; ১৭৬ ; ২০৭ ;

পাওন—প্রাপ্তি ; ২৮২৩ ;

পাওয়ে—পায় ;

পাওব (বে)—১। পাইবে ; ১৮১৩ ;

২। পাইব; ১৮২৭;

পাওল—পাইল; ৩৮;

পাওলু—পাইলাম;

পাক (স°)—১। পরিণাম, দশা; ২১২২;

২। ফিকির; ৬৭২;

পাকড়ি—(হি° 'পকড়না') জোরে ধরিয়া; ৩৭৭;

পাকল (স°)—পক; ২১৮২;

পাখাল—প্রকাশিত করিয়া; ১৪৭১;

পাখালই—প্রকাশিত করে, ধোয়; ৬১৫;

পাখির—পাখী; ১৮০৫;

পাখী—১। পক্ষী;

২। পাখ-বিশিষ্ট; ২৪৫৮;

পাখোর—পক্ষীর; ১৩৮৬;

পাগ—পাগড়ি; ৬৪৫;

পাগড়ি—(হি° 'পগড়ী') পাগ; ২৭৮;

পাগা—পক্কীকৃত, পাক-করা; ২৩৪;

পাঙ—(উচ্চারণ—'পাউ') পাই; ৭২৬;

পাছু—(স° 'পচাৎ'; হি°, মৈ° 'পিছু') পাছ; ৮০২;

পাঞা—পাইয়া; ২৬;

পাঞাছে—পাইয়াছে; ২০২;

পাট—(স° 'পট্');

১। পট-বস্ত্র, রেশমী-কাপড়; ৮১৭;

২। পট্টক, পাটা; ১০৮০;

৩। সিংহাসন; ১৩২৭;

পাটল (স°)—গোলাপী রং; ১৩৩১;

পাটল—(স° 'পাটলি') পারুল ফুল; ১৪৩১;

পাটল (স°)—এক-জাতি অগন্ধি বস্ত্র গোলাপ;
১৪৩০;

পাটা—(স° 'পট্টক') ১। শিল; ২১৭৪;

২। পাট্টা, ভূম্যধিকারীর প্রদত্ত হুকুম-নামা; ১৩২৬;

পাটা—উত্তরীয়-বস্ত্র, চাদর; ২৭২৭;

পাটাবুকী—বে নারীর বুক পাটার মত দৃঢ়; ২৫২৬;

পাটাবর—পট্ট-বস্ত্র, রেশমী কাপড়; ৫৪৪;

পাটী—(স° 'পাট্') পাশা; ২৭২৫;

পাটিলে—পাতিত করিল, নিক্ষেপ করিল; ১৬৫৪;

পাটোয়ার—(স° 'পট্টোয়ারিন', 'পাটোয়ারী' জ°, বা° শ°)

(কক্ষপ-রাজের) কার্য-কারক; ১২৮১;

পাদি (স°)—হাত; ৫০২;

পাদিশাখ—করের অঙ্গুলি; ৭৮২;

পাত—(স° 'পত্') গাছের পাতা; ৫৩৮;

পাত (স°)—পতন; ১৮৪২;

পাতব—পাতাবে; ১৩৩৪;

পাতল—(স° 'প্রতলু' ?) পাতলা, মিহি; ৭২৭;

পাতি—পাতিয়া, বিছাইয়া; ৭৫;

পাতি-তিয়-তিয়া—(স° 'পত্ৰী' হইতে) পত্ৰ; ১৮০২;

২১৮৫;

পাতিয়াই (য়)—প্রত্যয়, বিশ্বাস; ১৭২১; ১৮২৭;

পাতিয়াই—(স° 'প্রত্যোতি') প্রত্যয় করে; ১২৫৭;

পাতিয়াওব (য়ব)—(মৈ° 'পতিআব') প্রত্যয় করিবে; ২৩১;

পাতিয়াওয়ে—প্রত্যয় করে; ১৭৩২;

পাতিয়ারা—প্রত্যয়, বিশ্বাস; ২৪৪; ১৪৭১;

পাত্ৰ (স°)—রাজ-মন্ত্রী; ১৪২২;

পাথার—(স° 'পাথোথর', অণ° 'পাথোহর')

১। সমুদ্র; ১২৩; ৩০০;

২। প্রান্তর; ১৩৯৮;

পাদুক—পাদুকা; ২০৪;

পানই—(স° 'উপানহ্') চৰ্ম-পাদুকা; ১১৮২;

পানা—(স° 'পানক', অণ° 'পানঅ') সরবৎ; ২৫৫৭;

পানা—জলজ ভাসন্ত উদ্ভিদ-বিশেষ; ৮৭২;

পানা—('পারা' জ°) সদৃশ, তুল্য;

পানি (নী)—(স° 'পানীয়'; হি°, মৈ° 'পানী') জল;
৫০২;

পানি-সার—সর্প-বিষের এক-প্রকার ঝাড়া, যাহাতে জল-পূর্ণ
কলসী আবশ্যক হয়; ১০৭৬;

পাপ (স°)—১। অধর্ম;

২। পাপী; ১০৪; ২৫২;

পাপিয়া—পাপী; ২৫১;

পাব—১। পায়; ৭২; ১০৬;

২। পাই; ৭২;

৩; পাইবা; ৭২২; ১৮৪৩;

৪। পাইব; ৪৫৭;

পাইব—পায়; ৫৫৩;

পাবক (সং)—অগ্নি; ৫৭;

পাবন (সং)—পবিত্র; ২২৫৮;

পাবস—(সং ‘প্রাবৃষ্’) বর্ষা-কাল; ১৫৫৭;

পামর (সং)—অধম; ১৮; ২৭২;

পামরি (রী)—১। নীচ-বংশ-জাতা; ১৭৪০;

২। অধম; ১৬৮৪;

পায়—পা’কে, চরণকে; ৮৩৫;

পায়ই—পায়; ৩০৩;

পায়ব—পাইবে; ১২;

পায়ল—পাইল; ১১৫;

পায়লি—পাইলি; ৩৫;

পায়লু—পাইলাম; ২৮;

পায়স (সং)—ভৃগু-জাত মিতোন্ন-বিশেষ; ১১৫২;

পার—১। পারে; ২১৮;

২। পারি; ২৬০;

পারই—১। পারে; ৩৭;

২। পারিয়া; ১৭১;

পারিত—পারে; ২৩২;

পারা—(সং ‘প্রায়’; অপং ‘পরায়’) প্রায়; ১৩৪; ২২৬;

পারা—পারে; ১৮৭৭;

পারাপার (সং)—ঐ কুল ও ঐ কুল; ৮৭৩;

পারাবার—(‘পারাপার’ হ্রস্ব) ঐ কুল ও ঐ কুল; ৩০২৭

পারি—পারে; ৩২১;

পারিয়ে—১। পারি; ৭৫;

২। পারা যায়; ২২৭; ২৬২;

পারিষদ (সং)—সভাসদ, সদস্য; ১০;

পার্বদ (সং)—সহচর; ৩০৫৬;

পালঙ্ক—(সং ‘শল্যক’) খাট; ৩১১;

পালটল—উল্টা হইল; ১০৭৮;

পালটাব—ফিরাইবে; ২১২;

পালটায়—ফিরায়; ২২১;

পালটি—১। ফিরিয়া; ২০০;

২। উল্টাইয়া; ২০২;

৩। পুনরায়; ২০০; ২০৫;

পালনা—পালন, রক্ষা; ১২৭৭;

পালা—(সং ‘প্রালেয়’) ঘনীভূত শিশির; ১৮২২;

পাশ (শা)—(সং ‘পার্শ্ব’; হিং, মৈং ‘পাস্’)

১। পার্শ্ব-দেশ; ২০৫; ১৭০১;

২। পাশে, নিকটে; ১৬; ৪৮;

পাশ (শা)—(সং ‘পাশক’) পাশা-খেলা; ২৬৬২; ২৭২৪;

পাশ (সং)—১। রজ্জু, দড়ি; ২৭;

২। ফাঁস, ফাঁদ; ৫২; ১২৪;

পাশক (সং)—পাশা; ২৬৭৩;

পাশোয়াল—(‘পাশা’+‘ওয়ালা’) পাশা-খেলায় নিপুণ;

২৭২৪;

পাশু (সং)—খাত্তে অবিশ্বাসী, নাস্তিক; ২৭৮;

পাসরয়ে—(সং ‘বি’+‘স্ব’ ধাতু) ভুলে; ১২৫;

পাসরা—ভুলা; ১৪১;

পাসরিভে—ভুলিতে; ১২৫;

পাসরিল—বিস্মরণের যোগ্য; ৮৩৮;

পাসরৌ—ভুলি; ২০০;

পাহক—(সং ‘প্রাবৃষ্’) বর্ষা-কাল; ২৬৭;

পাহন—(সং ‘প্রাধুনিক’, হিং ‘পাহনা’) প্রবাসী; ১৭৩৫;

পিউ—পাপিয়া-পাখীর শব্দ. ১৭৩০;

পিউ—(সং ‘প্রিয়’, অপং ‘পিজ’) প্রিয়তম; ১৬১১;

১৭৩০;

পিউলি—পীত-বর্ণা গাভী; ১১২২;

পিও—(‘পিউ’ হ্রস্ব) ১। চাতকের শব্দ; ২১২৪;

২। পান করি; ২১২৪;

১। পিক (কু)—(সং ‘পিক’) কোকিল; ১০৮৮; ১৪২৮;

২। পিক—চর্কিত পানের রস; ২৮২৩;

পিচকা—পিচকারি; ১৪২৫;

পিছলিতে—সরাইতে; ৮২২;

পিছলে—সরে; ৮২২;

পিছলা—পশ্চাৎভর্তী; ৬৭২;

পিছ—ময়ূর-পুচ্ছ; ২০;

পিঞ্জর—(সং ‘পঞ্জর’) পিঞ্জরা; ২২১;

পিটা—(সং ‘পীঠ’) পিড়ি; ২৭২১;

পিত—পীত, হরিত্রা-বর্ণ; ৪৩১;
 পিনাক—বাণ-বহন-বিশেষ; ১২৭৮;
 পিঙ্কন—পরিধান; ১৩৫;
 পিঙ্কায়ল—পরাইল; ৪৩৬;
 পিপিহ—পাপিরা, চাতক-পক্ষী; ৭৬২; ১৮০৫;
 পিবই—পান করে; ১৬৮৩;
 পিবইতে—পান করিতে; ১২; ৫৩;
 পিবউ—পান করুক; ৫৩২;
 পিবি—পান করিয়া; ৭৬১;
 পিয়—(‘পিয়’ ঙ) প্রিয়তম; ৭০৫;
 পিয় (রা)—(স° ‘প্রিয়’; হি°, মৈ° ‘পিজা’) প্রিয়তম;
 ৫৫৩;
 পিয়ত—গান করে; ২৪৫৫;
 পিয়ব—পান করিবে; ১২৭৪;
 পিয়য়ে—পান করে; ৫১৬;
 পিয়ল (লি)—(স° ‘পীত’; বা° ‘ল’ প্রত্যয়) পীত-বর্ণ,
 হরিত্রা-বর্ণ; ১৪২; ১৩৪৬;
 পিয়া—পান করিয়া; ১৩;
 পিয়ারি (হি°)—প্রিয়া; ৫৫০;
 পিয়াল (লা)—কল-বৃক্ষ বিশেষ; ১২৬০; ২৭১০;
 পিয়ান—পিপাসা; ৩৬৮;
 পিয়ান—পিপাসা-বৃক্ষ; ১০৫২;
 পিয়ে—১। পান করে; ২৮;
 ২। পান করিয়া; ২৬৩;
 পিরিত (তি)—প্রীতি, প্রণয়; ৬; ২২৩;
 পিরীত—প্রীতি, প্রণয়; ৬৪; ২২;
 পিলে—পান করিলে; ১৩৬০;
 পিগন (স°)—১। নিম্বক; ৮৫৬;
 ২। তুট; ১৮৫৭;
 পী—(‘পিবি’ ঙ) পান করিয়া; ২৬৮;
 পীক—(‘পিক’ ঙ) চর্কিত পানের রস; ২৮৩৪;
 পীছল—(স° ‘পিচ্ছল’) পিছল; ১০০১;
 পীঠ—পৃষ্ঠে, পিঠে; ৭২৭; ৭২২;
 পীঠল—(বা° ল° ‘পিঠলী’ ঙ) এক-প্রকার বৃক্ষ; ১৪৩১;
 পীড়—পীড়া; ১৭৩৬;

পীত (স°)—হরিত্রা-বর্ণ; ২১;
 পীতিম (স°)—পীত-বর্ণ; ২৫১৩;
 পীন (স°)—দুগল; ১২২২;
 পীনহলী—দুগল-অঙ্গ; ১২২২;
 পীব (বই)—পান করে; ৩৫১; ১৩২১;
 পীবউ—পান করুক; ৫৩২;
 পীবত—পান করে; ১৭৫৪;
 পীয়ব—পান করিব; ১৭৯৮;
 পীয়লু—পান করিলাম; ৩০১৮;
 পীধুয (স°)—অমৃত; ৮২২;
 পীয়ে—পান করে; ১২০;
 পীলু—এক-জাতি ফল; ২৬৫১;
 পুছই (ত)—(স° ‘পুচ্ছ’ ধাতু; হি°, মৈ° ‘পুচ্ছনা’) জিজ্ঞাসা
 করে; ২৫৭;
 পুছইতে—জিজ্ঞাসা করিতে; ৪২;
 পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ; ১৫৪;
 পুছারি—(স° ‘পুচ্ছ’, অপ° ‘পুরিছা’) জিজ্ঞাসা; ২৪২; ২৪২;
 পুছিয়ে—জিজ্ঞাসা করি; ২৪;
 পুছে—জিজ্ঞাসা করে; ৫০;
 পুছেরি—(‘পুছারি’ ঙ) জিজ্ঞাসা; ২৩০;
 পুজক (স°) পূজা-কারী; ১৫২৩;
 পূজাওল—পূজা করিল; ১৫২৩;
 পূজায়ব—পূজা করাইব; ২৮৬৩;
 পূজায়বি—পূজা করাইবি; ২৮৬৩;
 পূজায়ল—পূজা করাইল; ১৪২২;
 পূজ (স°)—রাশি;
 পুজর (স°)—পুজ-যুক্ত; ৭৮২;
 পুট-পাক (স°)—বন্ধ-যুগ্ম পায়ে পাক; ১২০২;
 পুণ—পুণ্য; ৩৭৬;
 পুণবত—পুণ্যবন্ত; ৬১৭;
 পুণবতি—পুণ্যবতী; ১৬৪৪;
 পুণভাগ (গি)—পুণ্য-ভাগ্য; ১০০২;
 পুণমি—(‘পুণিম’ তু°) পূর্ণিমা; ১৭৬৬;
 পুণমিক—পূর্ণিমার; ২৪৩৮;
 পুণিম—পূর্ণিমা; ১২০;

পুতলি (লী)—পুতলী, পুতুল; ২৫; ১৮৭;

পুন (নি)—১। পুনরায়; ১৫২;

২ কিস্তি; ১০৭; ১৫০;

পুনবার—পুনর্ব্বার; ৯৮৫;

পুনবেরি—পুনর্ব্বার; ৮৫; ১৮৮;

পুন্নাগ (স°)—নাগেশ্বর বৃক্ষ; ২৮১৬;

পুয়া—(স° ‘পূপ’) পিটক-বিশেষ; ২৫২৫;

পুরট (স°)—স্বর্ণ; ২০২২;

পুরণিত—পূর্ণিত, -পূর্ণ; ২২০৭;

পুরন্দর (স°)—ইন্দ্র; ৫;

পুরল—১। পূর্ণ করিল; ১৮১৪;

২। পূর্ণ; ১৮২;

পুরাইহ—পূর্ণ করিও; ২৫৪;

পুরি—এক-প্রকার লুচি; ২৫২৫;

পুরুথ—পুরুষ; ১০২;

পুরুব—১। পূর্ব-দিক্;

২। পূর্ব-কাল; ১৭৬;

পুরুষ-আচারী—পুরুষের আচরণ অর্থাৎ পুরুষের ন্যায়
বিহার; ২৮২৭;

পুরুষ-ধরম—পুরুষের ধর্ম বা আচরণ অর্থাৎ পুরুষের ন্যায়
বিহার; ১০২৮;

পুরুথ-বিহারী—পুরুষের ন্যায় বিহার; ১০৭৮;

পুলক (স°)—রোমাঞ্চ; ৩; ৫৪;

পুলকায়িত—পুলকিত; রোমাঞ্চিত; ২১৮;

পুলকি (স°)—পুলক-যুক্ত; ৩৫২;

পুলকিত (স°)—রোমাঞ্চিত; ১২২;

পুলকিনি—(স° ‘পুলকিনি’) রোমাঞ্চিতা; ১০১;

পুলিন (স°)—নদীর জলের সংলগ্ন তীর; ১৩৫০;

পুলীন—(‘পুলিন’ জ°) ১৩২৫;

পুন্ডর (স°)—গঙ্গা; ৭৮২;

পুহপ—(স° ‘পুপ’, মৈ ‘পুহপ’) পুপ; ২০১;

পুহপ—(‘পুহপ’ জ°) পুপ; ২৮৭৭;

পুছই(ত)—জিজ্ঞাসা করে; ১৮৭৮;

পুছব—জিজ্ঞাসা করিবে; ১২৫৮;

পুছমো—জিজ্ঞাসা করি; ২৫০;

পুছল—জিজ্ঞাসা করিল;

পুছলু—জিজ্ঞাসা করিলাম; ৪৫৪;

পুছহ—জিজ্ঞাসা কর; ১৬০০;

পুছিয়ে—১। জিজ্ঞাসা করিতেছি; ৭১; ৭২;

২। জিজ্ঞাসা করা যাউক; ৪৫৪;

পুজ (জন)—পূজা; ৩২২;

পুজল—পূজা করিল; ৫৭;

পুজসি—পূজা করিতেছ; ৪২৪;

পূজা (স°)—পূজনীয়; ১০;

পুণ—পুণ্য; ৬৩০;

পুন—পুনরায়; ৮১;

পুর—পুর, নগর; ১৫২৬;

পুর (স°)—প্রবাহ, ধারা; ৫২২;

পুর (রে)—(হি°, মৈ: ‘পুরা’) পূর্ণ; ২১০; ৫৫৩;

পুর—১। পূর্ণ করে; ৬৭;

২। পূর্ণ কর; ১৬;

৩। পূর্ণ হয়; ৪৫;

৪। পূর্ণ হইল; ৩৫০;

পুরতি—পূর্ণ করে; ৩০৫;

পুরব—পূর্ব; ১১৬;

পুরব—১। পূর্ণ করিবে; ২৭;

২। পূর্ণ হইবে; ১৮৩;

পুরবি—পূর্ণ করিবা; ৪৮;

পুরল—১। পূর্ণ করিল; ১;

২। পূর্ণ হইল, ৫৪;

পুরল—পূর্ণ; ২২৬৬;

পুরলু—পূর্ণ করিলাম; ২২৫;

পুরি—এক-প্রকার কচুরী বা ডাল-পুরী; ২৫৫৭;

পুরিত—পূর্ণ; ১২৪;

পূর্ণ-কল (স°)—পূর্ণ-কলা-বিশিষ্ট; ২২৮২;

পেথই (ত)—দেখে; ১৭৪০, ২৮৫০;

পেথলু—দেখিলাম; ১৮

পেথহ—দেখ; ১৭৪৪;

পেথি—১। দেখা; ১২৫;

২। দেখি; ৫৭৩;

৩। দেখিয়া ; ৪৮৮ ;

৪। দেখিল ; ৫২৮ ;

দেখিয়া—দেখিয়া ; ১৭৬৬ ;

পেচ—(কা 'পেচ') বেটন ; ২৮৬০

পেড়া—(হি 'পেড়া') কীরের সম্বন্ধ ; ২৫২২ ;

পেরলি—(জী 'কজী') প্রেরণ করিল ; ২৪২৬ ;

পেলল—১। অন্মোলিত ; ১৩৩৬ ;

২। ফেলিল ; ৭২১ ;

পেলাই—ফেলি ; ২৫৪ ;

পেলি (রা)—ফেলিয়া ; ৩৬৩ ; ১১৪৭ ;

পেলিয়ে—ফেলি ; ৭৭৮ ;

পেশল—(স 'পিব' ধাতু) নিষ্পেষিত করিল ; ৫৭৬ ; ৫৮৫ ;

পেশল—(স 'প্র' + 'বিশ' ধাতু) প্রবেশ করিল ; ৫৬৩ ;

পেশল (স)—কোমল ;

পেশলি—['পেশল' (স) হ্র] কোমলা ; ১৮০৪ ;

পৈঠ—প্রবেশ করে ; ২৫০৫ ;

পৈঠত—প্রবেশ করে ; ১৬৪ ;

পৈঠব—১। প্রবেশ করিবে ; ৩৫০ ;

২। প্রবেশ করিব ; ৪৬ ;

পৈঠবি—প্রবেশ করিবি ; ৪১৭ ;

পৈঠরে—১। প্রবেশ করে ;

২। পাঠায় ; ১১৫ ;

পৈঠল—প্রবেশ করিল ; ১৪৪ ;

পৈঠলি—১। (জী 'কজী') প্রবেশ করিল ; ১৫৮ ;

২। প্রবেশ করিলি ; ৭২৭ ;

পৈঠলু—প্রবেশ করিলাম ; ৩৩৪ ;

পৈঠি—১। প্রবেশ করিয়া ; ৫৬ ;

২। প্রবেশ করিতে ; ১৭৫৪ ;

পৈঠে—প্রবেশ করে ; ১৭৪০ ;

পৈড়—(উ 'পৈড়') ডাব নারিকেল ; ৪৮১ ;

পৌছত—(স 'প্রোছ' ধাতু) মুছে ; ২৮৩৪ ;

পৌতিব—(স 'পুত্ত', হি 'পোতী', বা 'পুতি') পুতি,

কাচের ছোট ছোট মুক্কা ; ৪৮২ ;

পো—(স 'পুত্' ; অপ 'পুত', 'পুজ') পুত্ ; ৯৫৩ ;

পোক—পোকা, কীট ; ২৫৮০ ;

পোক পাড়য়ে—কীট উৎপাদন করে অর্থাৎ দূষিত করে ;

২৫৮০ ;

পোড়া—(স 'পুট', অপ 'পুট') দহ ;

পোলা—(পু° ব°) পুত্র ; ১৩২৭ ;

পৌধ—(স 'পৌধ') পৌষ-মাস ; ১৮১১ ;

পৌখলি—পৌষ-মাস-সম্বন্ধিনী ; ৩২৬ ; ১৭৫২ ;

পৌগণ্ড (স)—১। পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত

বয়ঃক্রম ; ১০২ ;

২। কিঞ্চিৎ প্রবল ; ১৪৩১ ;

পৌর (স)—পুর-বাসী ; ১৭৪০ ;

প্যারি—(স 'প্রিয়া', 'হি' 'পিয়ারী')

১। প্রিয়া ; ১৭৪০ ;

২। প্রিয়া-জী, জীরাধা ; ২৮৩৪ ;

প্যাসিত—('পিয়াস' হ্র) পিপাসিত ; ১৭৪০ ;

প্রকট (স)—প্রকাশিত ; ৩৪১ ;

প্রকটই—প্রকাশ করে ; ৫৭৩ ;

প্রকটলা—প্রকট অর্থাৎ প্রকাশিত হইলা ; ৩০২৫ ;

প্রকরণ (স)—পরিচ্ছেদ ; ৪র্থ খণ্ড—২৬২ পৃ ;

প্রণব (স)—ঔ-কার ; ২৩৩৮ ;

প্রতিআশ (না)—প্রত্যাশা ; ৩১০ ; ২৭২৪ ;

প্রতিকার (স)—হিতকর কার্য ; ১৮৪ ;

প্রতিকূল (স)—বিরুদ্ধ ; ৮১ ;

প্রতিভাতি—(স 'প্রতিভা') বিবেচনা-শক্তি ; ৪৮০ ;

প্রতিভাস—প্রতিবিম্ব ; ২২৫৬ ;

প্রতীত (স)—স্বার্থ ; ৪৮১ ;

প্রথক—পৃথক, স্বতন্ত্র ; ২৫১৭ ;

প্রদক্ষিণ (স)—দেবতা প্রভৃতিকে সর্বদা দক্ষিণে অর্থাৎ

ডাহিনে রাখিয়া ঘুরা ; ৩০৪ ;

প্রপকন—(স 'প্রপক') বাহুল্য ; ৩০২৫ ;

প্রপদ (স)—চরণের অগ্রভাগ ; ২৪৬২ ;

প্রবন্ধ (স)—১। চেষ্টা ;

২। তালের বোল ; ১০৭২ ;

প্রবর (স)—উৎকৃষ্ট ; ২৪৭৩ ;

প্রবর্দ্ধন (স)—প্রকৃষ্ট-রূপে বর্দ্ধন-কারী ; ৫ ;

প্রভু-স্বতা—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা

ঠাকুরাণী ; ১০ ;

প্রমাদ—পরমাদ ; ২৫৮৭ ;

প্রলাপিতে—প্রলাপ করিতে ; ১৬৬৬ ;

প্রশংস—(স° 'প্রশংসিত' হইতে) প্রশংসিত ; ২৪৩৩ ;
 প্রশংসি—প্রশংসা করিয়া ; ১২৩৬ ;
 প্রসর (স°)—বিস্তৃত ; ১৮৫৫ ;
 প্রহেলি (স°)—প্রহেলিকা, হৈয়ালী ; ২৮৩০ ;
 প্রাণদ (স°)—প্রাণ-দান-কারী ; ১২৮৪ ;
 প্রাণী—প্রাণ ; ১২২২ ;
 প্রাতর—(স° 'প্রাতর্') প্রাতঃকালে ; ১০২১ ;
 প্রার্থন—প্রার্থনা করিতেছি ; ৩০৭৩ ;
 প্রবিট—প্রাবুট, বর্ষা-কাল ; ১৪১৮ ;
 প্রাবুট (স°)—বর্ষা-কাল, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃ° ;
 প্রিয়কর (স°)—হিতকারী ; ৭ ;
 প্রিয়বদ (স°)—প্রিয়-ভাবী ; ১০৪৫ ;
 প্রিয়ানুজ (স°)—অনুজের প্রতি অনুবক্ত ; ৫ ;
 প্রীত—(স° 'প্রীতি', বা° 'পিরীত') প্রেম ; ৮১৬ ;
 প্রীতম—(স° 'প্রিয়তম', হি° 'পীতম') প্রিয়তম, শ্রীকৃষ্ণ ;
 ২৮৩৪ ;

প্রেম (স°)—১। প্রণয় ; ২৬৬ ;

২। প্রেম-জনিত অশ্রুজল ; ২৬৬ ;

প্রেমবতি - প্রেমবতী, প্রেমিকা ; ২৬৪ ;

প্রেম-বৈচিত্র্য—নারক-নারিকার যে প্রেম তন্নয়তার জ্ঞান
 সন্নিকটে থাকিয়াও একজন অন্তর্যজনের সঙ্গ অনুভব
 করিতে না পারিয়া, বিরহে আকুল হন—তাহাকে
 প্রেম-বৈচিত্র্য কথা যায়। যথা—

“প্রিয়স্ত সন্নিকর্বেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।

যা বিল্লবধিরাষ্টিঃ স্তাৎ প্রেম-বৈচিত্র্যমিষ্যতে ॥

—উজ্জল-নীলমণি।

প্রেরু (জী° 'প্রেরা') (স°)—প্রিয়তম ; ২২৫৮ ;

[ক্র]

ফলি—ফলী, ফণা-ধারী সর্প ; ১০০১ ;

ফন্দ—ফাঁদ ; ১০১৪ ;

ফরকাহ—(আ° 'ফরুক্') ফাঁক কর ; ১০৮৬ ;

ফলক (স°)—১। ময়ূপ ও কিকিং প্রাপ্ত খণ্ড ; ২১৬৪

২। ঢাল ; ২৭২০ ;

ফলব—ফলিবে ; ১৭২১

ফলাহারী—ফল-বিক্রেতা ; ১১৪৬ ;

ফলি—ফলিতা, ফল-যুক্তা ; ১৮৭ ;

ফাপর—অস্থির ; ২০০ ;

ফাঁস—ফাঁদ ; ১২৫ ;

ফাটি—ফাটিয়া ; ২০ ;

ফান্দ—ফাঁদ, ফাঁস ; ২২ ; ৩৪ ;

ফারক—(ফা° 'ফরাখ্') ফারাক ; ৩০৩৬ ;

ফারল—বিস্ফারিত ; ১৭২১ ;

ফারলু—ফাড়িলাম ; ১৪২২ ;

ফালি—খণ্ড ; ১০৫৫ ;

ফরিত (য়ে)—ঘুরে ; ৩১৬ ; ৩০২ ;

ফিরা—উল্টা ; ৮৭৭ ;

ফীর (রই)—ফিরে ; ঘুরে ; ১১৩ ; ৭৯৫ ;

ফীরত (য়ে)—ফিরে ; ঘুরে ; ১৪৮১ ;

ফীরব—ফিরিবে, ঘুরিবে ; ১৭৭৩ ;

ফুকরই (য়ে)—১। উচ্চ স্বরে বলে ; ৭ ; ১৮৪২ ;

২। উচ্চ স্বরে বাজায় ; ১৫০ ;

ফুকরত—উচ্চ শব্দ করে ; ২৮৪০ ;

ফুকরি—১। উচ্চ শব্দ করিয়া ; ১১৭ ;

২। গলা ছাড়িয়া ; ১৮৫৩ ;

৩। উচ্চ-স্বরে ডাকি ; ১৮৫৫ ;

ফুকরে—উচ্চ শব্দ করে ; ৬২৯ ;

ফুকার (রি)—(স° 'ফুংকার')

১। শোর, ঘোষণা ; ১২০ ; ২৪০ ; ৩০১ ;

২। উচ্চ শব্দ ; ২৫৮০ ;

ফুকারই (ত)—উচ্চ-শব্দ করে ; ৭৪৫ ; ১০৬৮

ফুকারই—উচ্চ শব্দে ডাকিয়া ; ২৪৮২ ;

ফুকরি—১। উচ্চ শব্দে ডাকে ; ১৮৭২ ;

ফুকারই—উচ্চ শব্দে ডাকিয়া ; ২৪৮২ ;

২। উচ্চ শব্দে ডাকিয়া ; ২৭৫৩ ;

ফুগইতে—ফুলিতে ; ৬২৯ ; ৭২৮ ;

ফুটত—ফুটিত হয়, বিদীর্ণ হয় ; ১৭৬৬ ;

ফুটল—প্রফুটিত হইল ; ১৭১৫ ;

ফুটল—প্রফুটিত ; ৭০ ;

ফুটল—ফুটল, বিধিল ; ৮৫ ;

ফুটল—বিদ্ধ ; বাণ-বিদ্ধ ; ৭৮১ ;

ফুতকার—ফুৎকার, উচ্চ শব্দ; ১৭২১;

ফুল—১। উল্লুঙ্গ, খোলা; ৪১; ১৫৬; ২৬০;

২। ফুটিল; ১৪৩০;

ফুর (রে)—ফুরিত হয়, প্রকাশ পায়; ৩৩৪; ১৪৮৯;

ফুরউ—(‘ফুর’ ঙ্র) ফুরিত হউক, প্রকাশ পাইক; ২৪২৭;

ফুরায়ত—ফুরিত অর্থাৎ প্রকাশিত করে; ২৮৮৫;

ফুলধারি—(‘পরিবর্তন ও পরিবর্তন’ ঙ্র) ফুলের ধারা
অর্থাৎ ধারার আকারে পুষ্প-বর্ণণ; ১৬৩৯;

ফুলয়ে—খোলে; ৩০;

ফুল (স’)—প্রক্ষুটিত, ফোটা; ৭৮৯;

ফুলিত—প্রক্ষুটিত; ১২৫৯;

ফুটল—১। ফুটিল; ৮০;

২। ফোটা, প্রক্ষুটিত; ৬২৯;

ফর—১। ফুরিত হয়, ফোটে; ১৮১৮;

২। ফুটিয়া, স্পষ্ট-ভাবে; ৩১৮; ১০০২;

ফুরই (রে)—ফুরিত হয়, স্পন্দিত হয়; ১৫৯৯; ১৬০০;

ফুলি—১। ফুত হইয়া; ২৭১৫;

২। প্রক্ষুটিত হইল; ২৭১৫;

৩। প্রক্ষুটিত হইল; ২৭১৫;

ফুলে—ফুলিয়া; ৩০১;

ফেনি—এক-প্রকার বড় বাতাসা; ২৫৫৭;

ফের (রি)—(‘হি’ ‘ফির’) ১। ফিহ; ১০৬;

২। পুনরায়; ১৭২১;

ফেরি—১। ফিরিয়া; ১৩৮; ২৩০;

২। ফিরাইয়া; ৪৪;

৩। ফিরিতেছে; ৯২;

ফেলল—ফেলিল;

ফোই—(‘ফুলয়ে’ ঙ্র) খুলিয়া; ১৭২৮;

ফোটি—বিদীর্ণ হইয়া; ৭৬৯;

ফোর—(স’ ‘ফুৎকার’; ১১৪ সং পদের টীকা ঙ্র)
খিকার; ১১৪;

ফোর—(‘ফোরা’ ঙ্র) ফোড়ে, বিদ্ধ করে; ৪৫৫;

ফোরল—ভাঙিল; ১৭২১;

ফোরা—(স’ ‘ফুটিত’; অপ’ ‘ফোডিল’, ‘ফোডা’, ‘ফোড়া’)

ছিদ্র-বৃক্ষ; ২৬৩১;

ফোরি—১। ফুড়িয়া; ২৪৯৩;

২। ছিন্ন করিয়া; ১৯৩৯;

[ব]

বংশ (স’)—১। বাঁশ; ৮২৩;

২। বাঁশী; ৭৩;

৩। কুল; ৮২৩;

বংশী (স’)—বাঁশী;

বক (কা)—১। বক্র, বাঁকা; ১৯৪;

২। বক্র, প্রতিকূল; ৩৯৯;

বক্ররাজ—চরণের অলঙ্কার-বিশেষ; ২৯৭;

বকন (না)—অলঙ্কার-বিশেষ; ২৫৬০; ২৬৫৭;

বকিম—বক্র, বাঁকা; ১৯২;

বকর—বক্র; ৩৮৯;

বকান—বাদন; ২৮৮২;

বকায়ত—বাজায়; ২৮৪৩;

বকই—বাপন করে; ৫৯২;

বকউ—(স’ ‘বক’ ধাতু) বঞ্চিত করে; ৪২৫;

বকব—১। বাপন করিবে; ৩৩৭;

২। বাপন করিব; ৩০৮;

বকবি—বাপন করিবি; ৪৩৯;

বকয়ে—বাপন করে; ৯৮৫;

বকল—১। বাপন করিল,

২। প্রবঞ্চনা করিল; ৩৬৭;

বকলি—বাপন করিলি; ৩৬৮;

বকলু—বাপন করিলাম; ৩৭৫;

বকসি—বাপন করিতেছ;

বকিত (স’)—নিরাশ; ১৫৯;

বকিল—প্রবঞ্চনা করিল; ৪২১;

বকুল (স’)—বেত-গাছ; ২১৭;

বট—(স’ ‘বৃত’, ঙ্রা’ ‘বট’ ধাতু) হও; ১৪৫৯;

বট (স’)—১। বট-বৃক্ষ; ১২২৫;

২। কড়ি; ৬৪২;

বটু (স’)—১। ব্রাহ্মণ-কুমার;

২। শ্রীকৃষ্ণের সখা ব্রাহ্মণ-কুমার; ১৮২;

বটে—হয়; ৩৬;

বটেক—এক বট-পরিমিত ; ২০০৫ ;

বটোরগু—(হি° ‘বটোরগু’) সঞ্চয় করিলাম ; ৩০১৮ ,

বড়বানল (স°)—সমুদ্র-গর্ভস্থিত অগ্নি-বিশেষ ; ১৭১২ ;

বড়ারি—(‘বড়ো’ অ°) মহৎ জীলোক ; ২৫৮৬ ;

বড়ি—(স° ‘বুড়’ বা ‘বড়’, বা° ‘বড্ড’, হি° ‘বড়া’, জী°—
‘বড়ী’) ১। বুড়া, বুড়ী ; ১২২ ; ১৩৫০ ;

২। অত্যন্ত, ৪২০ ; ৫৩০ ;

বড়ু—(স° ‘বটু’ ; অপ° ‘বড়ু’)

১। ব্রাহ্মণ-কুমার ;

২। কৌলিক উপাধি-বিশেষ ; ২৮২ ;

বড়ুয়া—(স° ‘বটুক’, অপ° ‘বড়ুঅ’) মহৎ লোক, বড়
লোক ; ৮১৬ ;

বড়ুয়াই—(বড়ুয়া + ‘আই’ প্রত্যয়) বড় মানুষের ভাব
অর্থাৎ অহঙ্কার ; ৫৭৭ ;

বড়ো—(‘বড়ুয়া’ অ°) মহৎ লোক ; ২৪৪২ ;

বশিকিণী—বেনেনী, বেণে জিনিসের বিক্রয়-কারিণী ; ৬০২

বতংস (স°)—অবতংস, শিরোভূষণ ; ২৪৩১ ;

বতাস (সা)—বাতাস ; ১২৪০ ; ১২৪৩ ;

বদ (স°)—কহ ; ৩০৩৬ ;

বদন্ত—বলে ; ২২৩ ;

বদন (স°)—মুখ ; ৫৮২ ,

বদরি (রী)—১। কুল-গাছ ;

২। কুল-গাছের ফল ; ৮২ ;

বদল (আ°)—বিনিময় ; ১৩৬২ ;

বদসি (স°)—কহিস্ ; ৪৪৭ ;

বধয়ে—বধ করে ;

বধী—বধের পাণ-ভাগী ; ১৩৬৫ ;

বনই—সাজে ; ৩০৫ ;

বনভারি (হি°)—বন-বিহারী ; ২২৬৬ ;

বনজানল (স°) বনজ অনল অর্থাৎ দাবানল ; ১২২৮ ;

বন-দেবতী—বন-দেবী, বৃন্দা-দেবী ; ২৭৮৭ ;

বনয়ারি—(স° ‘বন’ + ফা° ‘রার’ = যুক্ত) ১। বনে বিলাস-
কারী ;

২। শ্রীকৃষ্ণ ; ১০৮৫ ;

বনসোণা—অৰ্ণ-বর্ণ বস্ত্র পুষ্প-বিশেষ, সোঁদাল ফুল (?) ;

১৩৮২ ;

বনাই (হইয়া)—১। নির্মাণ করিল ; ২২০ ;

২। নির্মাণ করিয়া ; ১২৫২ ;

বনাইতে—নির্মাণ করিতে ; ২৪২ ;

বনাওল—নির্মাণ করিল ; ৫০৫ ; ১৪৯২ ;

বনান—১। নির্মাণ ; ২৮০ ;

২। নির্মিত, ২৪৫ ;

বনানি—সন্ধ্যা ; ২৫৬১ ;

বনায়ই (ত)—নির্মাণ করে ; ১১১ ; ২৭৫২ ; ২৮৪০ ;

বনায়ল—নির্মাণ করিল ; ১২২ ;

বনয়ার্লু—নির্মাণ করিলাম ; ৩৬৫ ;

বনায়সি—নির্মাণ করিতেছ, ১৬১২ ,

বনাল্যে—নির্মাণ করিল ; ১২৮ ;

বনি (নী)—১। সাজিয়াছে ; ১৮ ; ১০২০ ;

২। সাজিয়া ; ৩৩৩ ;

৩। সজ্জিত ; ১২৭ ;

বনিয়া—১। সাজিয়াছে ; ২১৪৫ ;

২। সজ্জিত ; ১৫১৩ ;

বনিয়াছেন—(সমানে প্রয়াগ) সাজিয়াছেন ; ২৪৫৮ ;

বন্দন (স°)—ফাগু ; ১৩১৬ ;

বন্দি—(স° ‘বন্দি’) জুতি-পাঠক ভাট ; ১১২৮ ;

বন্দীশাল—কয়েদ-খানা ; ২৩৬১ ;

বন্দুক—(আ° ‘বন্দুক’) আগ্নেয় অস্ত্র ; ১৭৩৬ ;

বন্দে (স°)—বন্দনা করি ; ২২ ;

বন্দো—(স° ‘বন্দে’) বন্দনা করি ; ৩০১৮ ,

বন্ধ—(স° ‘বন্ধু’ কিংবা ‘বন্ধন’ শব্দ হইতে) সদৃশ ; ১২০৫

বন্ধ—(স° ‘বন্ধ’) কৃষ্ণ, বন্ধ ; ৩২৬ ;

বন্ধ (স°)—বন্ধন, গ্রাসি ; ১১২ ;

বন্ধন (স°)—১। বাঁধন ; ৩০২ ;

২। অঙ্গ-ভঙ্গী ; ২৬৬ ;

৩। ভঙ্গী ; ২৮৮৮ ;

বন্ধান—(‘বন্ধন’ অ°) ১। ভঙ্গী ; ৭২১ ;

২। কোশল ; ২৫৫৭ ;

বন্ধু স°)—১। বন্ধু, मित्र ;

২। প্রিয়তম নায়ক ; ২৮২ ; ৭৩৩ ;
 ৩। সঙ্গ ; ২৭১২ ;
 বন্ধুক (স°)—রক্তবর্ণ পুষ্প-বিশেষ, বাঁধুলি ফুল ; ২১৬৪ ;
 বন্ধুজীব (স°)—('বন্ধুক' জ°) ১৪৩০ ;
 বন্ধুয়া—('বন্ধু' জ°) ১। বন্ধু, মিত্র ; ৩৪১ ;
 ২। প্রিয়তম নায়ক ; ৬২৬ ; ৯০৬ ;
 বন্ধুর (স°)—উচু-নীচু ; ৭৮২ ;
 বপু—(স° 'বপুষ্'—বপুঃ) দেহ ; ৩০৭ ;
 বয়ন (স°)—বমি ; ৪৮১ ;
 বয়ন (না)—(স° 'বদন', অপ° 'বঅন') বদন, মুখ ; ৫৭ ;
 ১০৭৮ ;
 বয়নী—বদন-বিশিষ্টা ; ৫২ ;
 বয়সাকৃত—বয়সের আকৃতি-বিশিষ্ট ; ১১৫২ ;
 বয়স্ক (স°)—সম-বয়স্ক সখা ; ২৯০২ ;
 বয়ান (নি)—('বয়ন' জ°) মুখ ; ১৩২ ; ৭৩০ ;
 বর (স°)—১। শ্রেষ্ঠ ; ৬৫ ;
 ২। আশীর্বাদ ; ৩০৮ ;
 বরকে—(আ° 'ব্রলেকিন', হি° 'বলকি') বরঞ্চ ;
 অধিকন্তু ; ৯৩৯ ;
 বরখ—বর্ষ, বৎসর ; ৭৩৬ ;
 বরখগিয়া—বর্ষণকারী ; ২১৪৫ ;
 বরখত—বর্ষণ করে ;
 বরখনি—বর্ষণ ; ১৫৫৭ ;
 বরখল—বর্ষণ করিল ; ২১৪৫ ;
 বরখা—(স° 'বর্ষা') বর্ষা-কাল ;
 বরজ—ব্রজ ; ১৬৫ ;
 বরজত—বর্জিত করে ; ৫৪৮ ;
 বরজ-বিরাজ—ব্রজে বিরাজ-কারী শ্রীকৃষ্ণ ; ২৪৬২ ;
 বরজোরি—(ফা° 'ববু'—হইতে, 'জোর'—বল) বলাৎকার,
 অবরদণ্ডী ; ১৪৪১ ;
 বরণ—বর্ণ, রং, ১০ ;
 বরণব—বর্ণন করিবে ; ১৫৬৩ ;
 বরণি—বর্ণিত ; ১১৩ ; ৬১৯ ;
 বরণিত—(স° 'বর্ণিত') ব্রণ-যুক্ত ; ৯২৭ ;
 বরণীত—বর্ণিত, রচিত ; ৫০৮ ;

বরত—ব্রত ; ৬২ ;
 বরততি—(স° 'ব্রততি') লতা ; ২৫২৬ ;
 বরতায়—(হি° 'বরত'—বিবেচনা কৃ) নির্দেশ করে ;
 ২৮৮০ ;
 বরতি (তিনী)—ব্রত-ধারণী ; ২৫১৬ ;
 বরনারি (রী)—১। শ্রেষ্ঠ নারী ; ১০২ ;
 ২। সুবতী ; ৭৯ ;
 বরসীলে (লা) (ব্র°)—বর্ষণ-কারী ; ২৯৬৬ ;
 বরাক—দীন, ক্ষুদ্র ; ১৩৯৯ ;
 বরখ—('বরখ' জ°) ; বর্ষ, বৎসর ; ১১৫২ ;
 বরখগিয়া—('বরখগিয়া' জ°) ২০৬৬ ;
 বরখত—বর্ষণ করে ; ৩৪৩ ;
 বরখস্তিয়া—(তু° উ° 'বরখস্তি') বর্ষণ করে ; ১৭৩৫ ;
 বরখব—বর্ষণ করিবে ; ৪৭৬ ;
 বরখয়ে—বর্ষণ করে ; ১৮ ;
 বরখল—বর্ষণ করিল ; ৪ ;
 বরখসি—বর্ষণ করিতেছে ; ৩৭৬ ;
 বরিখে (যে)—বর্ষণ করে ২৮ ; ১৪৬ ;
 বরিখা—(স° 'বহ') ময়ূর-পুচ্ছ ; ৭২৮ ;
 বরীয়াবী (স°)—পূজনীয়া ; ১১৩২ ;
 বরু—বরণ ; ৩২০ ; ১৬৪৪ ;
 বরুণালয় (স°)—সমুদ্র ; ১৭২২ ;
 বর্ণ (স°)—অক্ষর ; ১৩ ;
 বর্জন—(স° 'উষর্জন') গায়ে মাখিবার অগন্ধ দ্রব্য ; ৬৪২ ;
 বলই—বলয়, বালা ; ১৭২১ ;
 বলই—চঞ্চল হয় ; ১০৪২ ;
 বলন (নি)—(স° 'বলন') গঠন ; ১৫৩ ; ১৫৩২ ;
 বলবন্ত—প্রবল ; ৩৫৫ ;
 বলয়া—বলয়, বালা ; ৯২ ;
 বলাকিনি—(স° 'বলাকা') বকী ; ২৪২১ ;
 বলাৎকার (স°)—বলপ্রয়োগ ; ৩০২৩ ;
 বলাহক (স°)—মেঘ ; ২৯৩০ ;
 বলি—(স° 'বলি'—উপহার, হি° 'বলি') নিছনি ;
 ৪৬ ; ৫৭১ ;
 বলি (লী)—১। (স° 'বলিন', 'বলী') বলবান্ ; ১৯০ ;

২। দৈত্য-পতি বলি-রাজা ; ২২৮৬ ;
 বলিত (স')—১। যুক্ত ; ১২০ ;
 ২। (তা'বে 'জ') বলন, গঠন ; ২০৬১ ;
 বলিহার (রি)—(হি' 'বলিহারি') নিছনি ; ৫৬৭ ;
 ১০৮৭ ;
 বলু—বলুক ; ৮১২ ;
 বলোঁ—বলি ; ২০০ ;
 বল্লই—আন্দোলিত হয় ; ২৮৪ ;
 বল্লিত (স')—আন্দোলিত ; ১০১৩ ;
 বল্লব (স')—গোপ ; ৭২ ;
 বল্লবি (বী)—গোপী ; ১৬১৬ ;
 বল্লভ (স')—স্বামী, প্রিয় ; ৪৩৩ ;
 বল্লরি (রী) (স')—লতা ; ২৭১ ;
 বল্লি (লী)—লতা ; ১৪৩১ ;
 বলসই—বাস করে ৮৫ ; ৪৭৩ ;
 বলসতি (স')—বাস-স্থান ;
 বলসতি (স')—বাস করে ; ১১৫ ;
 বলিয়ে—বসি ; ২৮৬ ;
 বসু-জাহ্নবী—জীনিত্যানন্দ প্রভুর বসুধা ও জাহ্নবী (ওরফে
 'জাহ্নবা') নারী পত্নী-ধম ; ৭ ; ৮ ;
 বহ—বহে ; ১৩৩১ ;
 বহই—১। বহে ;
 ২। বহিতে ; ২১৮ ;
 ৩। বহিয়া ;
 বহত (রে)—বহে ; ৫৭২ ; ১৮৩২ ;
 বহন্তা—বহন-কারী ; ২৭০৬ ;
 বহন্তি—বহে ; ২৪৭২ ;
 বহার—(স' 'বহিঃ', হি' 'বহার') বাহির ; ২৫০৪ ;
 বহি—(হি' 'বহিঃ', হি' 'বহিঃ') উহা ; ১৩৩৬ ;
 বহি—(স' 'বহিঃ') ; ব্যতীত, বই ; ৮০৩ ;
 বহি—বহিয়া, ধুইয়া ; ১৪২২ ;
 বহিলে—চলিয়া গেলে ; ২৮০১ ;
 বহ (হু)—বধু, বৌ ; ২৫৮ ;
 বহজাফি, বহজাফি—(স' 'বধুজী') বউ ; ২৫৮৬ ;
 বহত—(হি' 'বহিঃ') অনেক, অত্যন্ত ; ২৪০ ;

বহবল্লভ (স')—বহু নারিকার প্রিয় ; ৪৭৪ ;
 বহবির (স')—অনেক প্রকার ; ২৭৬ ;
 বহুরি (রী)—(স' 'বধুজী') বৌ ; ৩২২ ;
 বহুল (স')—বহু, প্রচুর ; ২৭০৪ ;
 বাঁকা—(স' 'বক', হি' 'বাঁকা') বক্র ; ১২০ ;
 বাঁকুয়া—(বা' 'ব') বক্র ; ১২২৭ ;
 বাঁচসি—বঞ্চনা করিতেছে ; ১৩৭৩ ;
 বাঁচি—বঞ্চনা করিয়া ; ৮৮ ;
 বাঁচিতে—বঞ্চনা করিতে ; ৭১০ ;
 বাঁটুল—(স' 'বর্তুল') গুলি ; ৬২৬ ;
 বাঁশিয়া—(স' 'বাংশিক') ১। বংশী-বাদক ; ৭৪২ ;
 ২। বাঁশী ; ৮২৬ ;
 বা—(স' 'বাত', প্রা' 'বাত', পূ' ব' 'বাত') বাতাস ;
 ২৫০ ; ১৭৮৫ ;
 বা—অথবা ; ১০৮৩ ;
 বাইয়া—বাজাইয়া ; ৮০৬ ;
 বাউ—বায়ু, বাতাস ; ২০৭ ;
 বাউর (ল)—বাতুল, পাগল ; ৫০১ ; ৬৮৭ ;
 বাউরি (রী)—পাগলিনী ; ১৩৪ ; ৮২৭ ;
 বাও—('বা' 'ও') বাতাস ;
 বাওত (ই)—বাজায় ; ১০৬৫ ; ১২১৬ ;
 বাওনি—বাদন, ২৮৮৮ ;
 বাওনি—(বা' 'বায়েনী') বাস্ত-কারিণী ; ২৮৮৩ ;
 বাওব—বাজিবে ; ১২৭৫ ;
 বাওয়ে—বাজায় ; ১৪৪২ ;
 বাওয়ে—বাজে ; ২৮৬১ ;
 বাক—বাক্, বাক্য ; ১০৬০ ;
 বাখান—(স' 'ব্যাখান') প্রশংসা ; ১০৮২ ;
 বাখানে—প্রশংসা করে ; ২৫২৮ ;
 বাখানিয়ে—ব্যাখ্যা করা যায় ; ২৩৭ ;
 বাউন—বায়ন, ধর্ম-দেহ বস্তু ; ১২ ;
 বাজ—বজ্জ ; ১৬৫৪ ;
 বাজই (ত)—বাজে ; ১২৬৬ ;
 বাজন—বাস্ত-কারী ; ১৪২ ; ১৩৩৩ ;
 বাজনি—বাত ; ২০ ;

বাজন্তি (উ°)—বাজে ; ১৫৪২ ;
 বাজাওয়ে—বাজার ; ১২০২ ;
 বাজারব—বাজারইব ; ১৭৬০ ;
 বাজি—(স° 'বাজিন্'—বাজী) অর্থ, ঘোড়া ; ১৪৮ ;
 বাজিল—(স° 'বিধ' ধাতু) বিধিল ; ৭৩৮ ;
 বাজিলে—বিধিলে ; ৬২৬ ;
 বাজে—(স° 'বাহ' ধাতু—বাহতে) বিধে, বাধা দেয়
 ২২৬ ; ১৩৭৫ ;
 বাট—(স° 'বস্তু' ; অপ° 'বট্ট') পথ ; ১০৩ ;
 বাট-বাটত ('বাট' ও 'বাটত' জ°) পথে উপস্থিত ; ১৬৫ ;
 বাটপার—('বাটোয়ার' জ°) পথের দল্লা ; ১৩৩১ ;
 বাটোয়ার—(স° 'বস্তু-মারক' ; হি° 'বাটুয়ার') পথের
 দল্লা ; ২৪২২ ;
 বাটোয়ারি—('বাটোয়ার' জ°) পথের দল্লাতা ; ১৩৮৭ ।
 বাটোয়ারী—('বাটোয়ার' জ° ; জী°) পথের নারী দল্লা ;
 ১৩৯১ ;
 বাড়ই—(স° 'বর্দ্ধকি' ; অপ° 'বর্দ্ধটই' ; বা° 'বাড়ই')
 মিল্লী, কারিগর ; ২২০০ ;
 বাড়ব (স°)—সমুদ্র-গর্ভস্থ অগ্নি-বিশেষ ; ১৪৩ ;
 বাড়াই—বাড়ায় ; ১৫৩২ ;
 বাড়—বাড়ে ; ১৭৭০ ; ১৮২২ ;
 বাড়ই (তে)—বাড়ে ; ১০২ ; ২৫৮ ;
 বাড়ব—বাড়িবে ; ৪২৭ ;
 বাড়ল—বাড়িল ; ২৫৮ ;
 বাঢ়া—(স° 'বর্দ্ধিত' অপ° 'বাজ্জটজ') অধিক ; ৬৪৫ ;
 বাঢ়াই (ইল)—বাড়াইল ; ২৯ ; ১৪২২ ;
 বাঢ়াল—বাড়াইল ; ২০১ ;
 বাঢ়াঞা—বাড়াইয়া ; ৮৭৪ ;
 বাঢ়ায়—বাড়ায় ; ২২৩ ;
 বাঢ়ান—বর্দ্ধন ; ২২৬৬ ;
 বাঢ়ায়বি—বাড়াইবি ; ৪৩৫ ;
 বাঢ়ায়লি—বাড়াইলি ; ৪৩৭ ;
 বাঢ়ায়লু—বাড়াইলাম ; ৪৫৫ ;
 বাঢ়ায়লি—বাড়াইতেছে ; ৩৭৩ ;
 বাঢ়াই—বাড়াও ; ৪৪১ ;

বাড়ি—বাড়ে ; ৬৩ ;
 বাণি (লী)—বাণী, বাণ্য ; ২৪ ; ২১৩ ;
 বাত—(স° 'বার্তা' ; হি° 'বৈ' 'বাত্') কথা ; ২৪ ;
 বাত-বিভজ—বাত-ভোগের দ্বারা গতি-শক্তি-হীন , ১১২ ;
 বাতি (জী)—বস্তি ; প্রদীপ ; ২৭০১ ; ২৮৭১ ;
 বাধান—গোষ্ঠে গাভী বন্ধনের স্থান ; ১২২৮ ;
 বাদ (স°)—১। বিবাদ ; ৮৫৮ ;
 ২। খ্যাতি ; ১৭৪ ;
 ৩। অখ্যাতি ; ৪১২ ;
 ৪। প্রতিবন্ধতা ; ৪২৬ ;
 ৫। বিপদ ; ৪০৬ ;
 বাদিয়া—(নিশ্চিত ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত ; বা° শ জ°) বাজিকর-
 জাতি-বিশেষ ; ৬৪৩ ;
 বাদর (ল)—(স° 'বার্দল') কুষ্টি ; ২৬৬ ;
 বাদী (স°)—বিরোধী ; ৮৬০ ;
 বাধ—বাধা, ব্যাঘাত ; ১৬২৫ ;
 বাধত—বাধা দেয় ; ৩০২ ;
 বাধন (স°)—বাধা-জনক ; ৩০২ ;
 বাধয়ে—বাধা দেয় ; ৯৮৫ ;
 বাধল—১। বেদনা দিল ; ১৫২ ;
 ২। বাধা দিল ; ১৮১৪ ;
 বাধা (স°)—১। ব্যাঘাত ; ১১৬২ ;
 ২। পীড়া ; ১৮৭ ;
 বাধা—(স° 'বধ্য') কাষ্ঠ-পাছরা ; ১১৮২ ;
 বাধাই, বাধিয়া—(হি° 'বধাই') বন্ধিত ; ৫৪০ ;
 ১। আনন্দ-উৎসব ; ২০৮০ ;
 ২। উৎসব ; ১১২২ ;
 ৩। অভিনন্দন ; ১৪২২ ;
 বান—(স° 'বস্ত্রা') ১। জোয়ারের বন্ধিত জল ; ৬১৮ ;
 ২। বান—(স° 'বর্ণ' ; প্রা° 'বর')
 ১। দাহ-জনিত বর্ণের উজ্জলতা ; ৪৭৬ ;
 ২। শোভা ; ২৩২ ;
 বানা—(স° 'বান'—বহন)
 ১। ধন্য, পতাকা ; ১১২৪ ;
 ২। সাজ ; ২৩১২ ;

বাক্—(স' 'বক্') বীধ ; ২১৬ ;

বাক্ ই—১। বীধে ;

২। ধারণ করে ; ১৬৮ ;

বাক্ উ—বীধুক ; ২৪৪৫ ;

বাক্ত—ধারণ করে ; ১৬৪৮ ;

বাক্ল—বীধিল ; ১২২ ;

বাক্ল—বীধানো ; ২১৫৭ ;

বাক্লি—(জী' কজী) বীধিল ; ৫৮ ;

বাক্লু—বীধিলাম ; ২৪২ ;

বাক্কা—১। বীধা ; ১২৩ ;

২। বন্ধন-কারী ; ১২৩ ;

বাক্ছি—বন্ধ হইয়া ; ৩৮৫ ;

বাক্লি(জী)—রক্ত-বর্ণ পুষ্প-বিশেষ ; ৮০ ; ১২২ ;

বাক্কে—১। বীধে ;

২। ধারণ করে ; ৬৭৬ ;

বাম (স')—প্রতিকূল ; ৭৫ ;

বামা (স')—নারী ;

বামা—('বাম' জ') প্রতিকূল ; ৫১১ ;

বাম্য (স')—বামতা, প্রতিকূলতা ; ১৬৬ ; ১৬৬০ ;

বায়—(স' 'বাত' ; 'প্রা' 'বাও') বাতাস ; ১৪২১ ;

বায়—('বা' জ') বাতাসে ; ৩০০ ;

বায় (রই)—বাজায় ; ২৩ ; ১২০১ ;

বায়েন—(পু' ব' 'বায়ান') বাদক ; ২২০০

বার (স')—নিবারক ; জঙ্ঘ-কারী ; ২৪৩৮ ;

বারই—বারণ করে ; ৫৩ ;

বারউ—বারণ করক ; ১৫২৭ ;

বারণ (স')—১। নিবারণ ;

২। হতী ; ৫৮ ;

বারণ্ড—১। বারণ করে ;

২। বারণ করিত ; ২৩৬ ;

বারিব—১। বারণ করিবে ; ৩০১ ;

২। বারণ করিব ; ১০৩৮ ;

বারল—বারণ করিল ; ১৭৪৮ ;

বারাইয়া—বাহির হইয়া ; ৮৪৪ ;

বারি (স')—জল ;

বারি—বালিকা ; বালী ; ২৪৭৬ ;

বারি ১।—বারণ করি ; ১২৩ ;

২। বারণ করিয়া ; ৭৫২ ;

বারিজ (স')—পদ্ম ; ৪৮১ ;

বারিতে—বারণ করিতে ; ৫২ ;

বারিদ (স')—মেঘ ; ১৩২৪ ;

বারুণী (স')—মন্ত-বিশেষ ; ২৬৮৮ ;

বাল (স')—শিশু ; ১৩১ ;

বাল-চরীত—বালিকার অভাব-বিশিষ্টা ; ৫১ ;

বালী (স')—নব যুবতী ; ১৩১ ;

বালী—(স' 'বালক' ; অপ' 'বালক', 'বালী') বালক ;

১১৪১ ; ১৫১৪ ;

বালী—(আ' 'বলী') অমঙ্গল ; ১২৪ ;

বালুক—বালুকা ; ২০৪ ;

বাল্লী—(স' 'বাল্লী' ; অপ' 'বাল্লী' 'বাল্লী')

তাম্রিক দেবী-বিশেষ ; ৮০৫ ; ৮৬২ ;

বাস—(স' 'বাস'—বাস :) বস্ত্র ; ৮০ ;

বাস (স')—১। বাস, অবস্থান ; ৭৭ ;

২। বাস-স্থল ; ৩৩৭ ;

৩। সুগন্ধ ; ৩৩৪ ;

বাস (সো) মনে কর ; ৩২৩ ;

বাসই—সুবাসিত করে ; ৩৫৭ ;

বাসক (স')—নাগক-নামিকার বিলাস ; ২৮৩ ; ১৭৪২ ;

বাসক-গেছ—প্রিয়তমের সহিত বিলাসের গৃহ ; ২৮৩ ;

বাসক-সজ্জা—অষ্ট-নামিকার অন্তর্গত নামিকা-বিশেষ ;

যথা—“প্রাণেশ আসিবে জানি” হর্ষে যে নামিকা

সাজায় গৃহাদি বটে বাসক-সজ্জিকা ;

—রস-মঞ্জরী ।

বাসব—বাসিব, মনে করিব ; ২১২ ;

বাসর—(স' 'বাসক' জ') বিলাস-রজনী ; ৪৭৮ ;

বাসর (স')—দিবস ;

বাসল—সুবাসিত করিল ; ২০৫২ ;

বাসহ—বাস, মনে কর ; ১৩৮২ ;

বাসি (সিয়ে) মনে করি ; ২২০ ; ৪০০ ;

বাসিত—সুবাসিত ; ৩৫৭ ;

বাহুলী—(‘বাহুলী’ জ’) ; ২১৪ ;
 বাসে—মনে করে ; ৬৮৪ ;
 বাসেঁ—মনে করি, ১৬২২,
 বাহ—(স’ ‘বাহ’, হি’ ‘বাহ্’) বাহ ; ১০৮৮ ; ১২৬১ ;
 বাহার—(‘বহার’ জ’) বাহির ; ২৪২ ;
 বাহিনী—গামিনী ; ১২৫৬ ;
 বাহিরান (ন)—বাহিরগত হওয়া ; ৮৩৩ ; ১৬০৪ ;
 বাহিরাব—বাহির হয় ; ১৪৬০ ;
 বাহিরায় (যত)—বাহির হয় ; ১৬৭ ; ৭১৬ ;
 বাহিয়াহ—বাহির হইত ; ১৪৬০ ;
 বাহীর—(‘বাহির’ জ’) বাহির ; ৩৪২ ;
 বাহী—বাহির অলঙ্কার-বিশেষ ; ২৭০ ;
 বাহড়—কিরিয়া আইল ; ১৮৬৬ ;
 বাহড়য়ে—কিরিয়া আসে ; ১৭২৮ ;
 বাহড়ল—কিরিল ; ১৩৪০ ;
 বাহড়াই—কিরাইল ; ২৫৮২ ;
 বাহড়ায়—কিরায় ; ১১২০ ;
 বাহড়ায়ব—কিরাইয়া আনিবে ৩১২ ; ৪৩৪ ;
 বাহড়িয়া—কিরিয়া ; ১৮৬৫ ;
 বাহড়িলা—কিরিয়া আসিলা ; ১৮০১ ;
 বিকচ (স’)—প্রক্ষুটিত ; ২৬৮ ;
 বিকল (স’)—অস্থির, আকুল ; ২৬১ ;
 বিকলি, বিকুলি—১। বিকলতা, ব্যাকুলতা ; ৪৮৭ ;
 ২। ব্যাকুল-ভাবে ; ২৪০৬ ;
 বিকশল—বিকাসিত ; ৬২৫ ;
 বিকসল—১। বিকসিত হইল,
 ২। বিকসিত ; ৮০ ;
 বিকাশল—বিকসিত হইল ; ১৪২২ ;
 বিকে—বিক্রয়ের স্থলে ; ১৩৬২ ; ১৩৭১ ;
 বিখ—(স’ ‘বিখ’ ; হি’ ‘মৈ’, ‘বিখ্’
 বিখণ্ডন (স’)—১। বিশেষ-ভাবে ছেদন ; ২২৪ ;
 ২। বিশেষ-ভাবে খণ্ডন-কারী ; ২৪৬২ ;
 বিগলিত (স’)—খলিত ; ৭৩ ;
 বিগাত—বিশিষ্ট গাজ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জল ; ২৪২৩ ;
 বিগান (স’)—নিম্না ; ২৬৬ ;

বিগ্রহ (স’)—মুষ্টি ; ২১৪৭ ;
 বিঘটন (স’)—ভঙ্গ ; ১৬১৪ ;
 বিঘটল—১। ভাঙ্গিল ; ২৭৫০ ;
 ২। বিনষ্ট ; ৬২৪ ;
 বিঘটাওয়ে—বিঘটিত অর্থাৎ চ্যুত করে ; ১৭৩২ ;
 বিঘটি—১। ভগ্ন হইয়া ; ৭১৬ ;
 ২। বিযুক্ত হইয়া, ২২৬ ;
 বিঘটিত—(স’ ‘বিঘটিত’) বিশৃঙ্খল, ১০০৬ ;
 বিঘন—বিঘ্ন ; ১৮০ ;
 বিঘাত (স’)—প্রহার ; ১৪৮৩ ;
 বিঘাতন (স’)—বিনাশ-কারী ; ১৭২২ ;
 বিঘিনি (নী)—বিঘ্ন ; ৩২৬ ; ১৫২২ ;
 বিচক্ষণ (স’)—নিপুণ ; ১৩ ;
 বিচার (স’)—১। ব্যবস্থা ; ২৫৬ ;
 ২। ফলাফল-চিন্তা ;
 বিচারই—বিচার করে, চিন্তা করে ; ১২২০ ;
 বিচারহ—বিচার কর, চিন্তা কর ; ২৮৪ ;
 বিচারি—১। বিচার করে ; ১৮০ ;
 ২। বিচার করিয়া ; ২০২ ;
 বিচারেঁ—বিবেচনা করি ; ১০৮৬ ;
 বিছরণ—বিস্মরণ ; ২৭৫৬ ;
 বিছান—বিস্তার করণ ; ১২৭৩ ;
 বিছাই (যই)—বিছায় ; ২৮১ ; ৪২২ ;
 বিছায়ত—বিছায় ; ১৮৫৭ ;
 বিছায়লু—বিছাইলাম ; ২৮২ ;
 বিছুরত—১। বিস্তৃত হয় ; তুলে ;
 ২। বিস্তৃত হইতে ; ২১০ ;
 বিছুরস্তিয়া—বিস্তৃত হই ; ১৮১৭ ;
 বিছুরব—১। তুলিব ; ১৬৭ ;
 ২। তুলিবে ; ১৬০৪ ;
 বিছুরবি—তুলিবি ; ২০৪ ;
 বিছুররে—১। বিস্তৃত হয় ;
 ২। বিস্তৃত হইত ; ২০২
 বিছুরল—তুলিল ; ২০ ;
 বিছুরলু—তুলিলাম ; ৫২২ ;

বহুসহ—বিশ্বত হও ; ৫৭৬ ; ১৮৩৪ ;
 বহুসাই—বিস্মরণ ; ৪৪০ ;
 বহুসাই—বিশ্বত হইয়া ; ১৬৪০ ;
 বহুরি—ভুলিতে ; ২৬০ ;
 বহুদে—বিচ্ছেদ, বিরহ ; ১৬৮০ ;
 বজ—১। বীজ ; ২৭১ ;
 ২। বীজ-মন্ত্র, ১০২ ; ৩২২ ;
 ৩। বীর্ঘ, শুক্র ; ৩২২ ;
 বিজই—(স 'ব্রজ' ধাতু) গমন করে, ১৩০৬ ; ১৪২৫ ;
 বিজই—ব্যজন করে ; ৫২৪ ;
 বিজই—(স 'বিজয়িন্') জয়-কারী ; ২৬৭ ;
 বিজইতে—ব্যজন করিতে ; ১১০০ ;
 বিজকপুর—বীজপুর, একপ্রকার লেবু, ১ম ভাগ, ৬২পূঃ ;
 বিজন—ব্যজনী, পাখা ; ৩১০ ; ৩২৪ ;
 বিজয়—('বিদায়'-শব্দ অমল-জনক বলিয়া উহার পরিবর্তে
 প্রযুক্ত) ; ১৩০৪ ;
 বিজয় (স)—জয় ;
 বিজলি—বিদ্যুৎ ; ২৭২ ;
 বিজুর (গী)—বিদ্যুৎ ; ৫৬ ; ১৫০ ;
 বিজোরি—বিদ্যুৎ ; ১০৬১ ;
 বিটক (স)—সুন্দর ; ১৬৭৭ ;
 বিটাল—বিরস ; ৩০৩২ ;
 বিড়ম্ব—বিড়ম্বনা কর, ৪৪২ ;
 বিড়ম্বিত (স)—১। অল্পকৃত ; ৬৯ ;
 ২। প্রতারণিত ;
 বিড়ম্বিল—প্রতারণা করিল ; ৩৬০ ;
 বিণা—বীণা, তার-যুক্ত বাজ-যন্ত্র-বিশেষ ; ২৪৬৭ ;
 বিততি (স)—বিত্তার ; ২১৪৮ ;
 বিতথা—(স 'বিতথ') বিড়ম্বনা, হুগতি ; ৭১৪ ;
 ২৭২৫ ;
 বিত্তরণ (স)—দান ; ১৫২ ;
 বিতাম (স)—১। চক্ৰাতপ, চামোয়া ; ৩০৮ ;
 ২। কুণ্ড ; ১২২০ ;
 বিতান—(স 'বি + তান' ধাতু) দান করিল ; ২৮৪ ;
 বিতানিত (স)—বিত্তারিত, প্রকাশিত ; ২৬০৯ ;

বৈধান—(স 'বি' + 'ধান') ১। স্থান-চ্যুত ; ১৪০০ ;
 ২। বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ; ২৮৩৭ ;
 বৈথার—(স 'বিত্তার') ১। বিত্তার ; ২৮৫ ;
 ২। বিতৃত ; ৭৫১ ;
 বৈথার (রি)—১। বিত্তার করে ; ২২৫ ;
 ২। বিত্তার করিল ; ১০৪ ; ২২৫ ; ১৬০০ ;
 ৩। বিতৃত করিয়া ; ২১২ ;
 বৈথারই—বিত্তার করে ; ২৭৪২ ;
 বৈথারল—১। বিতৃত হইল ; ৩৪৬ ;
 ২। বিত্তার করিল ; ৬৪৬ ;
 বৈথারা—('বৈথারে' শ্র) বিত্তার করে ; ১৮৬৪ ;
 বৈথারিত—বিত্তারিত, ব্যাপিত ; ২৭৭ ;
 বৈথারিয়া—বিত্তার করিয়া ; ৩০৭৪ ;
 বৈথারে—বিত্তার করে, প্রকাশ করে ; ৭২২ ;
 বৈদগধ—বৈদগ্ধ, রসিক ; ৬৫ ;
 বৈদগধি—রসিকা ; ৪৫২ ;
 বৈদারত—বৈদীর্ণ করে ; ১৩৪৬ ;
 বৈদারি—বৈদীর্ণ করিল ; ২৫৪ ;
 বৈদারে—বৈদীর্ণ করে ; ২৫১ ;
 বিদাগ—বিপরীত দিক্, উল্টা দিক্ ; ২৮ ;
 বিদিত (স)—জ্ঞাত ; ১৮২ ;
 বিদীঘল—সুদীর্ঘ ; ৩৩২ ;
 বিদ্যমালা—বিদ্যামালা, বিদ্যাসুতা ; ৬০২ ;
 বিক্রম (স)—প্রবাল ; ১০২০ ;
 বিদায়ক (স)—বিধান-কারী ; ২২৬৬ ;
 বিধু (স)—চন্দ্র ; ৪৬০ ;
 বিধুবল (স)—রাহ ; ২২০ ;
 বিধুমণি (স)—চন্দ্রকান্ত মণি ; ৭৬০ ;
 বিন-নিহ—বিনা, ১২৫ ; ১৪৪ ; ১৬২২ ;
 বিনতি—('বিনতি' শ্র) মিনতি ; ৫৫৫ ;
 বিনদ (দিয়া)—বিনোদ ; ২৬৬ ; ১০৬২ ;
 বিনদিলি—বিনোদিনি, রসবতী ; ২৬৩ ;
 বিনাম (নি)—বিভাস, সম্মা ; ২৫৫২ ;
 বিনাশি—বিনাশ করিয়া ; ৮২২ ;
 বিনিম্বক (স)—মিনাকারী ; ৬৯ ;

বিনিগ্রহ (স°)—বিশেষরূপে পরাজয়-কারিণী ; ২৬৬০ ;

বিনিবারণ (স°)—নিবারণ-কারী ; ২২৫ ;

বিনিয়া—বিনাইয়া, সাজাইয়া ; ২৫১৭ ;

বিনিহিত (স°)—স্থাপিত ; ১৫০৭ ;

বিনোদ (স°)—১। আনন্দ ; ৫ ;

২। মনোহর ; ২৭২ ;

৩। শ্রীকৃষ্ণ ; ১০২৪ ;

বিনোদিয়া—মনোহর ; ২২১ ;

বিন্দ—বিন্দু ; ২৭৫২ ;

বিন্দুয়া—(স° 'বিন্দুক') বিন্দু ; ২৬৫৭ ;

বিন্ধলি—(ত্রী° কত্রী°) বিঁধিল ; ২০০ ;

বিপত্তি—বিপত্তি, বিপদ ; ২৬০ ;

বিপরিত—বিপরীত, উল্টা ; ১৭৮ ;

বিপরীত (স°)—১। উল্টা ; ১০৭২ ;

২। অসুত ; ৬ ;

বিপাক (স°)—মন্দ পরিণাম ; ২৪৬ ;

বিপিন (স°)—বন ; ১২২০ ;

বিপুল (স°)—প্রচুর ; ১৭০ ;

বিপ্রলকা—অষ্ট-নায়িকার অন্তর্গত নায়িকা-বিশেষ ;

যথা—

“সঙ্কেত-ভবনে নাহি হেরি প্রিয়-অনে

খ্যাঙ্কলি যে বিপ্রলকা কহে কবিগণে ;” রঙ্গ-মঞ্জরী ।

বিবরণ—বিবর্ততা ; ২৭০ ;

বিবরি—বিবৃত করিয়া, বিস্তার করিয়া ; ৫৬৬ ;

বিবশ (স°)—অবাস্য ; ৮৩১ ;

বিবেক (স°)—বিচার ; ১২০ ; ৮১৬ ;

বিভজ (স°)—বিয়োগ ; ১৭২২ ;

বিভজ (বি)—ভঙ্গী ; ১২ ; ৫২ ;

বিভব (স°)—বৈভব, ঐশ্বর্য ; ২২১১ ;

বিভাব (স°)—ভাব-শূন্য, অস্ত ভাব-শূন্য ; ১৫০৩ ;

বিভাবিত—ভাব-শূন্য ; ১৮৮ ; ৩৫২ ;

বিভোর—(স° 'বিহ্বল', অপ° 'বিভোল') বিহ্বল ;

১০২ ; ২৬১২ ;

বিষম—(স° 'বিষয়াঃ') ১। হৃদ্বিত ; ৬৬১ ;

২। বৈষম্য, মানসিক ক্রোধ ; ২৫০ ;

বিষুথ (স°)—বিরক্ত ; ৩৬৫ ;

বিষুখন—('বিষুথ' শব্দের ব° বহু-বচন) বিষুথ ব্যক্তিগণ ; ৩০৩৫ ;

বিমোহ (স°)—বিশেষ মোহ, ব্যাকুলতা ; ২৪২৭ ; ২১৮৪ ;

বিমোহন (স°)—১। বিশেষ-রূপে মোহন ;

২। বিমোহন-যুক্ত ; ১৪২ ;

বিষাধর—পক্ষ তেলা-কঁচা ফলের দ্বায় গুঠ ; ১৫১৮ ;

বিষু (স°)—জলের বুদ্বুদ ;

বিষু (যুক্ত)—বিষ-ফল, তেলাকঁচার ফল ; ২৭১ ; ৭৮২ ;

বিষুকাই—বুদ্বুদ হইয়া ; ১২১২ ;

বিষাকুল—ব্যাকুল ; ২৪৬২ ;

বিষাজ—ব্যাজ, বিলম্ব ; ৪১৩ ;

বিষাধি(ক্ষে)—ব্যাধি ; ৩১ ; ৪২ ;

বিষাধিনি—ব্যাধি-যুক্তা ; ১৬২৬ ;

বিষাপি—('বেষাপি' ত্র°) ব্যাপ্ত করিল ; ২০৬৬ ;

বিষোগিনি (নী)—বিরহিণী ;

বিরকত—বিরক্ত ; ৩০৫৭ ;

বিরকতি—বিরক্তি ; ৫১৭ ;

বিরজ—মলিন ; ২৫২২ ;

বিরচই—রচনা করে ; ৩১৫ ;

বিরচল—রচনা করিল ;

বিরচহ—রচনা কর ; ৩০৮ ;

বিরতি—১। বিরাম, নিবৃত্তি ; ৩০ ;

২। বিতৃষ্ণ, বিরক্ত ; ৮২৭ ;

বিরপন—বীরষ ; ৬২৫ ;

বিরমল—নিবৃত্ত হইল ;

বিরমহ—নিবৃত্ত হও ; ২৫০ ;

বিরল (স°)—নির্জন স্থল ; ৩০ ;

বিরলই—বিরক্ত করে, নিবৃত্ত করে ; ২১৩৫ ;

বিরাগিনি—বিরক্তা ; ১২২ ;

বিরাজ—১। বিরাজ করে ; ১১ ;

২। বিরাজ কর ; ৭৪১ ;

বিরাজই(ত)—বিরাজ করে ;

বিরাজিত (স°)—শোভিত ; ১৫০ ;

বিরিখ(খি)—বৃক্ষ, গাছ ; ৪৭৮ ; ৭২২ ;

বিরিকি (স°)—ব্রজা ;
 বিরিত্তি—(স° 'বিরীতি') অনভ্যাস ; ৭০১ ;
 বিরোধ—বিরোধ করিও ; ১৬০১ ;
 বিল (স°)—গর্ভ ; ২১২৬ ;
 বিলধ—(স° 'বিলক') বিম্বিত ; ২৬৪৩ ;
 বিলপই—বিলাপ করে ; ৭৭০ ;
 বিলম্বিত—('বিলম্বিত' জ°) বিলম্ব করে ; ১০২৫ ;
 বিলম্ব (স°)—গোণ ;
 বিলম্ব—বিলম্বিত ; ১০৩০ ;
 বিলম্বায়ত—(স° 'বিলম্বায়তে') বিলম্ব করে ; ৩৫৮ ;
 বিলম্বাহ—বিলম্ব করাও ; ১৬২৫ ;
 বিলম্বই (যে)—বিহার করে ; ৩৫১ ;
 বিলসন (স°)—বিলাস ; ১২২২ ;
 বিলসব—বিলাস করিবে ; ২৪২৬ ;
 বিলাস (স°)—১। ব্যবহার, চরিত্র ; ২৬৮ ;
 ২। বিহার ;
 বিলাসত—বিলাস করে ; ১৮৩২ ;
 বিলাসন (স°)—('বিলাস' জ°) বিহার ; ১১৩ ;
 বিলাসিতে—বিলাস করিতে ; ১০২৪ ;
 বিলুপ্তই—বিলুপ্তিত হইয়া ; ১১৮৭ ;
 বিলুপ্তি (স°)—বিস্তৃত, স্থলিত ; ১৮৭৭ ;
 বিলোকন (স°)—১। দর্শন ; ১২৪ ;
 ২। চক্ষু ; ১২২ ;
 বিলোচন (স°)—দৃষ্টি ; ৮৬ ;
 বিলোল (স°)—হুচঞ্চল ; ৮৬ ;
 বিশকট—বিশেষ-রূপে আশঙ্ক্য করিতেছি ; ৬২২ ;
 বিশব (স°)—নির্দল ; ৩২৮ ;
 বিশিধ (স°)—বাণ ; ৫৮ ;
 বিশেষ—বিশেষ, উপশম ; ১২৪৫ ;
 বিশেষি—১। বিশেষ করিয়া ; ৫৪২ ;
 ২। পরাজিত করিয়া ; ২৭১ ;
 বিশেষ—১। বৈশিষ্ট্য, মাহাত্ম্য ; ৭৭০ ;
 ২। বিশেষ-রূপে ; ২১৩ ;
 বিশোদাস (সা)—বিশ্বাস ; ১৩২ ; ৩০১৬ ;
 বিশোদাসব—বিশ্বাস করিবে ; ১৫৮ ;

বিশ্বস্তর—(স°) শ্রীচৈতন্য-দেবের পূর্ব আশ্রমের নাম ; ৪ ;
 ২২০০ ;
 বিশ্বাস—বিশ্বস্ত, প্রাচীন কালের উপাধি, প্রধান কার্য-
 কারক ; ২১২২ ;
 বিশ্বম (স°)—১। বে-বোড় অর্থাৎ পঞ্চ-সংখ্যক ; ১৫২ ;
 ২। দাক্ষণ ; ১৭১ ;
 বিশ্বয়—বিশ্বয়-কার্য, চাকরী ; ১০৭৭ ;
 বিশ্বহরী (স°)—মনসা-দেবী ; ৬৪৩ ;
 বিশ্বাণ (স°)—শিঙা ; ১১২২ ;
 বিশ্বাইল—বিশ্ব-মুক্ত ; ১৭৭৮ ;
 বিশ্বাই—বিশ্বাস করে ; ৫৫৮ ;
 বিশ্বপ্রিয়া—শ্রীগোরাঙ্গের তৃতীয়া পত্নী ;
 বিস (স°)—পদ্ম-নাল ; ১২২০ ;
 বিসরণ—বিস্মরণ ; ১৬৮ ;
 বিসদ্বি—১। বিস্মৃত হই ; ১১০২ ;
 ২। বিস্মৃত হইয়া ; ১২৫৫ ;
 বিসদ্বিত—বিস্মৃত ; ১২২২ ;
 বিসদ্বিয়া—বিস্মৃত হইয়া ; ১৭৪৭ ;
 বিসরে—বিস্মৃত হয় ; ১৮৬০ ;
 বিসাজ—সাজের অভাব ; ১০০৮ ;
 বিসারে—('হি° 'বিসরণ') ভুলে অর্থাৎ কার্য-বিস্মৃত হয় ;
 ২৮৬৮ ;
 বিসাহন—('পসাহন' জ°) প্রসাধন, সজ্জা ; ৫৮০ ;
 বিনুচি—বিনুচিকা, উৎকট ব্যাধি-বিশেষ ; ১২০২ ;
 বিহগ (স°)—পক্ষী ; ১৭৭ ;
 বিহনে—(স° 'বিহীন' হইতে) বিনা ; ১২৪ ; ১৭৪৬ ;
 বিহরই (যে)—বিহার করে ; ১৫০ ; ৩২৮ ;
 বিহরণ—বিহার, বিলাস ; ১৪৭৮ ;
 বিহসলি—(জী° কর্তা) হাত করিল ; ২২০ ;
 বিহসি—হাসিয়া ; ২২৩ ; ২৫৭ ;
 বিহান—(স° 'বাহু' ; হি° 'মৈ° 'বিহান') প্রাতঃকাল ;
 ২০৬ ; ৩২৫ ;
 বিহার (স°)—১। ক্রীড়া ;
 ২। সন্তোষ ;
 বিহারব—বিহার করিবে ; ১৭৬০ ;

বিহারি—বিহার, ক্রীড়া ; ৩২৭ ;

বিহি—বিধি, বিধাতা ; ২১৩ ;

বিহিন—বিহীন, শূন্য ; ১৮০ ;

বীকল—বিকল, অস্থির ; ৪৬৮ ;

বীকে—('বিকে' জ°) বিক্রয়ের স্থলে ;

বীধ—(হি° 'বৈ' 'বিধ্') বিধ ; ১৮৫৭ ;

বীচ—(হি° 'বীচ') মধ্য ; ১০২৩ ;

বীজ (স°)—১। শক্তাদির বীজ অর্থাৎ মূলকারণ ;

২২০১ ;

২। বীজ-মন্ত্র, মূল-মন্ত্র ;

বীজই—('বিজই' জ°) গমন করে ; ৬৪২ ;

বীজই—(স° 'বিজয়িন্') জয়-কারী ; ১০৫২ ;

বীজই (রে)—ব্যজন করে ; ১০২৪ ;

বীজন—(স° 'ব্যজন') তালবৃক্ষ, পাখা ; ৩১০ ;

বীজব—ব্যজনী দ্বারা বাতাস দিব ; ৩০৬৮ ;

বীটিকা (স°)—খিলি ; ৩০৮০ ;

বীড়—(স° 'বীটিকা', হি° 'বীড়া') সজ্জিত পাণ ; ১২২

বীণ—বিনা ; ৫০৭ ;

বীতট—(হি° 'বীত' ধাতু) অতীত হটক ; ১৫২২ ;

বীদর (রে)—১। বিদীর্ণ হয় ; ১৮২১ ;

২। বিদীর্ণ করে ; ২৭২২ ;

বীর (স°)—১। পূর ;

২। বীরচন্দ্র ওরফে বীরভদ্র নামে ত্রিনিত্যানন্দ প্রভুর

পুত্র ; ৭ ;

বীৰ্য (স°)—লতা ; ১৬২৪ ;

বুজাব—(পু° ব° 'বুজানা' ধাতু নির্কাপিত করা অর্থে)

নির্কাপিত করিব ; ৭৪০ ;

বুজইতে—বুঝিতে ; ১২২ ;

বুঝল—বুঝিল ; ৮১ ;

বুঝলম—বুঝিলাম ; ৭৮ ; ৮৪ ;

বুঝলু—বুঝিলাম ; ২৮ ;

বুঝহ—বুঝ ; ১০২ ;

বুঝাই—১। বুঝাইল ; ১৪২২ ;

২। বুঝাইয়া ; ১৪২২ ;

বুঝাব—বুঝাইতেছে ; ৮১ ; ৪৪৮ ;

বুঝাব—বুঝাইয়া ; ২৬৮ ;

বুঝলু—বুঝিলাম ; ২৫২ ;

বুঝি—সন্দেহ-মুচক অব্যয় ; ২২ ;

বুঝিয়ে—১। বুঝা যায় ; ৩৮ ; ২৫১ ;

২। বুঝি ; ১১১ ;

বুঝিল—(ক্রমস্ত 'ইল' প্রত্যয়-যোগ্য অর্থে) বুঝার যোগ্য ;

১০২ ;

বুঝিলু—বুঝিলাম ; ২৮ ;

বুড়া—বুড়া, বৃদ্ধ ; ৩০৩৭ ;

বুড়ি—বুড়ী, বৃদ্ধা ;

বুড়িয়া (হি°)—বৃদ্ধা ; ১১৩২ ;

বুদ্ধ—(স° 'বিন্দু', হি° 'বুদ্ধ') বিন্দু ; ১৫৫৩ ;

বুদ্ধ—ভ্রমণ কর ; ২৫৩৭ ;

বুলাইছে—ঘুরাইতেছে ; ৬৩৭ ;

বুলে—ভ্রমণ করে, ঘুরে ; ৬১৮ ;

বুক—বক্ষ ; ৭০৭ ;

বুঝ—১। বোধ ;

২। প্রবোধ ; ৫০২ ;

বুঝব—বুঝিবে ; ২৪০ ;

বুঝয়ে—বুঝে ; ২৫ ;

বুঝল—বুঝিল ; ১৬৭ ;

বুঝলু—বুঝিলাম ; ১৬৮৩ ;

বুঝি—বুঝিয়া ; ১১৩ ;

বুঝিয়ে—১। বুঝা যাউক ; ৪৫৪ ;

২। বুঝিতে ; ২৭০২ ;

বুড়ব—(স° 'বুড়' ; হি° 'বৈ' 'বুড়' ধাতু) ভুবিব ; ৭১ ;

বুড়া—('বুড়ব' জ°) নিষন্ন-কারী ; ২৪৫৫ ;

বুর—('বুড়ব' জ°) ভুবিয়া ; ২১২৬ ;

বুর—('বুড়ব' জ°) ভুবিলা ; ৩০৫ ;

বুরল—('বুর' জ°) ভুবিলা ; ২৫০৪ ;

বুঝতাহ—বুঝতাহ, ত্রিরাধার পিতা ;

বুঝ (স°)—সমূহ ; ১৭১ ;

বুঝিমূষণ (স°)—বুঝি-বংশজাত কজিরমিষের দোষারোপ-

কারী ; ২৪০৫ ;

বৈত—(বা° শ° 'বৈত' ক্রমস্ত জ°) মুখস্থিত ; ১২০০ ;

বেবত (তা)—ব্যক্ত, প্রকাশিত ; ৬ ; ৫৭ ;

বেগর—(কা° আ° 'ব' + গৈর) ব্যতীত, বিনা ; ১৭৩৬ ;

বেকা—বক্ষ, বক্ষ ; ৩০৩৭ ;

বেচন—বিক্রয় ; ১৩৫৬ ;

বেচলু—বেচিলাম ; ৩৬১ ;

বেচহ—বেচ ; ৪২৬ ;

বেড়ি—১। বেড়িয়াছে ; ৩০২ ;

২। বেড়িয়া ; ১৬২৮ ;

বেটল—বেড়িল ; ২১ ; ২২৪ ;

বেট্রা—বেড়িয়া ; ১২৮ ;

বেণা—খসৃথসের ঝোপ ; ৬৪২ ;

বেণি—(স° 'বেণী') ১। বেণীর আকারে রচিত বেশ-
পাশ ; ২৪৭২ ;

২। জলের নালী ; ৬২৩ ;

বেণি, বেণী—ত্রিবেণী, প্রয়াগ-তীর্থ ; ১৩৪১ ; ১৩৪২ ;

বেণু (স°)—বাণী ; ১৫০ ;

বেডন (স°)—মূল্য ; ১১৪৬ ;

বেধা—ব্যথা, বেদনা ; ৩০ ;

বেধি—('বেধিত' ক্র°) ব্যথিত ; ২৩৮ ;

বেধিত—ব্যথিত, ব্যথার ব্যধী ; ৮১৭ ; ১৬৪৪ ;

বেদন (স°)—বেদনা ; ৭১ ;

বেদনী—('বেধিত' তু°) দরদী ; ৬২০ ;

বেনন—১। বিনানো ; ১৩৫৩ ;

২। বিনানো বেশ ; ২৬১ ;

বেগথু (স°)—কম্প ; ৪৮৮ ;

বেবহার—ব্যবহার, লোক-চরিত্র ; ১০৬ ;

বেভার—১। ব্যবহার ; ২২৮ ;

২। প্রচলিত কর ; ১৩৫৬ ;

বেভারয়ে—ব্যবহার করে ; ২৫৪৭ ;

বেয়াতুল—ব্যাতুল ; ১৫২ ;

বেয়াজ—১। ব্যাজ, বিলম্ব ; ৩২১ ;

২। টাকার হ্রদ ; ২৩৮ ;

৩। ছল ;

বেয়াধি—ব্যাধি ; ১১৮ ;

বেয়াপ (পি)—ব্যাগ করিল, ডরিল ; ২১২৬ ;

বেয়াপিত—ব্যাপিত ; ৪০৮ ;

বেরা—['বেল (লি)' ক্র°] ১। বেলা, সময় ; ২৪৩ ;

২। বার ; ৮১, ৮২ ;

বেল (লা)—(স° 'বেলা') সৈকত, নদীর জলের সঙ্কিত
সংলগ্ন বাসুকায়ের নিয় স্থান ; ২০৪ ;

বেল (লি)—বেলা, সময় ; ২০১ ; ৬৪২ ;

বেলা—কাংতাদি-নির্মিত ভোজন-পাত্র-বিশেষ ; ২৭০০ ;

বেশ (স°)—পোশাক ; ২৪২ ;

বেশর—নাসিকার অলঙ্কার-বিশেষ ; ৬২৬ ;

বেশিনি—(স° 'বেশিনী') বেশ ফুতা ; ২৭০ ;

বেসাইতে—(কা° 'বেশি' হইতে) বাড়াইতে ; ২২৬২ ;

বেসালি—বড় মুখ চেন্টা, মৃৎপাত্র ; ১২২২ ;

বেহার—(স° 'বিহার') ভ্রমণ ; ২৫১৮ ;

বৈচিত্র—বিচিত্র ; ১৩২৩ ;

বৈজয়ন্তী (স°)—নানা-বর্ণ পুষ্পের আজ্ঞামূল্যিত মালা ;
১২২৮ ;

বৈঠ—বসিল ; ২৫০৫ ;

বৈঠই—বসে ;

বৈঠত (যে)—১। বসে ; ১০৮ ; ২১৭ ;

২। বাস করে ; ১১ ; ২১৩ ;

বৈঠব—বসিব ; ৭১ ;

বৈঠল—বসিল ; ২৮২ ;

বৈঠলি—(ক্রী° কর্তা) বসিল ; ৩১৮ ;

বৈঠলু—বসিলাম ; ৭২৭ ;

বৈঠায়ল—বসাইল ; ১৮২ ;

বৈঠি—বসিয়া ; ১১৪ ;

বৈদগতা—বিদগমতা, রসিকতা ; ১৩৬৪ ;

বৈদগমি (দী)—বৈদগমী, রসজ্ঞতা ; ১৪৬ ; ২৩৮ ;

বৈনো—(ক্র° 'বন' ধাতু-অতীতের রূপ—'বতো')
সাক্ষিয়াছে ; ১০৮৬ ;

বৈবর্ণ (স°)—বিবর্ণতা ; ১৫৪৫ ;

বৈত্তব (স°)—ঐশ্বর্য, মাহাত্ম্য ; ২৮০ ;

বৈয়া—বহিয়া, চলিয়া ; ৮০৬ ;

বৈয়াগর—বৈয়াগ্যের ; ২৩২৫ ;

বৈরিণি—(স° 'বৈরিনী') শত্রুতা-কারিণী ; ২৪৪ ;

বৈরী (স) — শত্রু ; ১৩৪ ;

বৈল—বলিল ; ১৬৩২ ;

বৈলারব—বসাইবে ; ১২৫৮ ;

বৈগায়ল—বসাইল ; ২২৮ ;

বৈসে—উপবেশন করে ; ১৬৮০ ;

বোধ (স) — ১। বুঝি ;

২। প্রবোধ ; ২২৩ ;

বোধলি—প্রবোধ দিল ; ৪২০ ;

বোধায়জু—প্রবোধ দেয় ; ২২৭৪ ;

বোধি—প্রবোধ দিয়া ; ২৬৮৫ ;

বোরি—('বুর' জ) ডুবিল ; ১৭০২ ;

বোল—১। বলে ; ৬৬ ;

২। বলা ; ২৭৯ ;

বোল—বাক্য ; ৩৫ ;

বোলই—১। বলে ;

২। শব্দ করে ; ২১ ;

বোলইতে—বলিতে ; ১২৯৪ ;

বোলইতে—বসাইতে ; ১২০ ;

বোলত—বলিতে ; ২৭৫৪ ;

বোলত (য়ে)—১। বলে ; ১৩২ ; ১৬৫ ;

২। শব্দ করে ; ১২৫৫ ;

বোলনি—ভাষা ; ১২৭৮ ;

বোলবি—বলিবি ; ২৪৪ ;

বোলল—বলিল ; ১৭৬ ;

বোলসি—বলিতেছে ; ৭১ ;

বোলহ—বলো ; ৭১ ;

বোলারত—শব্দ উৎপাদন করে ; ১০৬৪ ;

বোলি—১। বলিয়া ; ৫০ ;

২। বলিল ; ১৩০ ;

বোলে—বলে ; ২ ;

বোহারি (রী)—(স 'বখুলী') বউ ; ৮২৮ ; ২৯৮৪ ;

ব্যর্থ (স) — বৃথা ; ১৬০২ ;

ব্যাকুলি—১। ব্যাকুলতা ; ২৬২৫ ;

২। ব্যাকুলা ; ১৭৬ ;

ব্যাধ (স) — দ্বন্দ্ব ; ১১১৩ ;

ব্যাধা—ব্যাধ ; ১১৪ ;

ব্যালিল—ব্যাধ হইল, পূর্ণ হইল ; ১৪ ;

ব্যাল (স) — সর্প ; ১২৬৩ ;

ব্রহ্ম—ব্রহ্মা ; ১০২৩ ;

[ভ]

ভই—১। হইয়া ; ২০ ; ১৫৫ ;

২। হইল ; ৫৬৭ ; ৫৭১ ; ৫৮০ ;

ভকত—ভক্ত ; ৮ ;

ভকতি—ভক্তি ; ১১ ;

ভক্যে—ভক্তিতে, ভক্তি দ্বারা ; ১১১২ ;

ভধিন—ভীষণ, বাক্য ; ১৮২৫ ;

ভধিবু—ভক্ষণ করিব ; ৮৩৪ ;

ভধিয়া—ভক্ষণ করিয়া ; ৬২৩ ;

ভগ্ন—ভগ্ন ;

ভঙন—ভবন, গৃহ ; ১৬৯৮ ;

১। ভঙ্গ—১। ভঙ্গী ; ৭০ ;

২। নিবৃত্তি ; ৩৮ ;

২। ভঙ্গ—১। ভগ্ন ; ২৭ ; ৭৪ ;

২। পৃষ্ঠ-ভঙ্গ ; ২২৩ ;

ভঙ্গি (জী)—ভঙ্গী ; ৭৬ ; ২৩ ;

ভঙ্গিনি (নী)—ভঙ্গী-মুক্তা ; ২৭০ ;

ভঙ্গিম (মা)—ভঙ্গী ; ২০২ ; ২২০ ;

ভঙ্গিয়া—('ভঙ্গি' জ) ১৪০৭ ;

ভঙ্গুর (স)—ভঙ্গ অর্থাৎ আকৃষ্টন-প্রসারণ-বিশিষ্ট ;

ভঞ্জিবা—('ছি' 'ভৈ' সা) মহিব ; ২৭৯৮ ;

ভট (স)—যোদ্ধা ; ১৬ ; ৬২৬ ;

ভট-মুগ—মুগসিদ্ধ ভট-মুগ অর্থাৎ শ্রীমুনাথ ভট ও

শ্রীগোপাল ভট ; ১৬ ;

ভণ (পয়ে)—কহে ; ৫৭ ; ১৩৮ ;

ভণই (ত)—কহে ;

ভণব—কহিবে ; ১২২২ ;

ভণহ—কহে ;

ভণি—কহিল ; ১২৩৮ ;

ভণে—কহে ;

ভব (স°)—১। শিব;

২। সংসার; ১০২;

ভয় (রা) (স্রী° 'ভয়রি')—ভয়; ৭০৮; ১০৮৮;

ভয়—চকিত;

ভয়—ভয়া, পূর্ণ; ১৪০৩; ১৭৬৫;

ভয় (স°)—ভয়, প্রাচুর্য; ১৩২; ১৯৭;

ভয়ই—ভয়ে, পূর্ণ করে; ৮৬;

ভয়ছন—ভয়সনা, নিম্না; ৪২৮;

ভয়ম—ভয়, ভুল; ৮৯; ৪৩৫;

ভয়ম—(স° 'সম্ম' শব্দ-জাত) সম্ম, সঙ্কোচ; ৫৮;

ভয়মই—ভয়মণ করে; ১২৫৩;

ভয়মাইত—ভয়মিত, ঘৃণিত; ১৩৩১;

ভয়মিব—ভয়মণ করিব; ৮৪৪;

ভয়ল—১। ভয়িল; ৭৩;

২। পরিপূর্ণ; ১৫৬;

ভয়তি—ভয়তি, ভয়; ৩৫৮;

ভয়া—ভয়, বোঝাই; ২০৪৭;

ভয়ি—১। ভয়িয়া;

২। ভয়িল; ১২৫;

ভয়পূর—ভয়পূর, পরিপূর্ণ; ২২৪;

ভয়—১। পূর্ণ হয়; ৩০৫;

২। পূর্ণ করিল; ৬৮;

ভয়চক—(সি° 'ভোঁচক') ১০০৩;

ভয়োসা (সি°)—ভয়সা, বিশ্বাস; ২৮৭০;

ভয়ম—ভয়, ছাই; ২০;

ভাঁড়্যা—ভাঁড়িয়া, প্রতারণা করিয়া; ২৩১৩;

ভাতি—(স° 'ভাতি') ১। শোভা; ১২০;

২। ভদ্রী; ১১৩;

৩। সঙ্গ, তুল্য; ৪৫;

ভা—(স° 'ভাস') দীপ্তি; ১৭৩৬;

ভাইয়া—ভায়া, ভাই; ২৬৬;

ভাওই—(স° 'ভাও-ভায়া'; সি° 'ভাওজ'; ত্র° 'ভোজি';

'ভোজাই') ভাও-বধু; ৭৫৭;

(যে)—(ভাওত' ত্র°) ভাল লাগে; ১-৭২;

২৮৩১;

ভাওত—(স° 'ভা'—ভাতি) ভাল লাগে; ১৭০;

ভাওনা—ভাবনা, চিন্তা; ২৮২৩;

ভাওনি—(ভাওনি' ত্র°) ভদ্রী; ২৮৮৫;

ভাওব—(ভাওত' ত্র°) ভাল লাগিবে; ১২৭৫;

ভাওয়ে—(স° 'গিহন্ত' 'ভী' খাতু—ভায়তি) ভীত হয়;

১১৫৩;

ভাখ (খি)—ভাষা, বাক্য; ২৩; ২৫; ৩৬৬;

ভাখই (যে)—বলে; ৭৭০; ২৮৪০;

ভাখত—বহু; ১৬০২;

ভাগ—ভাগিল, পলাইল; ২৪২২;

ভাগ (গি)—ভাগ্য; ৩৭; ৫০৩; ১৬৬০;

ভাগত—পলায়; ২৬৪৮;

ভাগল—(ভাওত' ত্র°) ভাগিল পলাইল; ২৪০;

ভাগি—দায়ী; ৪২৩;

ভাগি—(ভাওত' ত্র°) ১। ভাগিয়া; ১১;

২। ভাগিল; ১১১;

ভাগে—ভাগ্যে; ১২২৬; ১২৩২; ২৮৩৪;

ভাগে—(ভাওত' ত্র°) পলায়ন করে; ১২০;

ভাঙ—ভদ্রী; ২৭১৫;

ভাঙন—ভদ্রী-যুক্ত, শোভা-যুক্ত; ১৫৫৭; ১৭৩৬;

ভাঙনি (নী)—ভদ্রী; ৩; ১৩২১;

ভাঙু—(উচ্চারণ—'ভাউ', সি° 'ভোঁ') ভা, ভুজ; ৫২;

ভাঙই—ভাঙে; ৪৭;

ভাঙল—১। ভাঙিল;

২। ভয়; ২২৬;

ভাঙত—(স° 'ভাঙ' খাতু) ভাঙ দেন, পলায়ন করে; ১০;

ভাঙন (স°)—পাঞ্জ; ২৫৫৭;

ভাঙব—(ভাওত' ত্র°) পলাইবে; ১২৭৫;

ভাঙে—(ভাওত' ত্র°) পলায়ন করে; ৬৫৭;

ভাট—ভক্তি-পাঠক; ৩৩;

ভাঙিয়া—ভেড়িয়া, নরকীর নীচ অহর; ২২৩৬;

ভাণ—(ভাণ' ত্র°) বলে; ৬১;

ভাণিয়া—(ভাণ' ত্র°) বলে; ১৬২৮;

ভাণি—(ভাণি' ত্র°) ১২১৬;

ভাণির, ভাণীর—এ নামে প্রসিদ্ধ বট-ফল-বিশেষ; ৩২৯;

জাতি (তিরা)—১। শোভা; ১০৬৫;

২। ভকী; ১৪৭২;

৩। কোশল; ১০; ৩৮;

জাতি—(‘ভাষ’ অ’) ভাল লাগে; ১০৩৫;

জাতিয়া—১। ভকী; ১২৭৮;

২। জাতি-বৃত্ত, ভকী-বৃত্ত; ১২৫;

জানর—ভাষ; ৮৬৮;

জানো—(‘হি’ ‘জানো’) ভাষ; ১৭৩৬;

জান(স°)—১। প্রতীতি, জান; ১৭৮;

২। অজ্ঞান; ৪০৪;

৩। সূদন, জুলা; ২৬৮;

জামল—প্রতীত হইল; ২১৮০;

ভাষ(স°)—১। সূচ্য;

২। বুঝাছ নামক শ্রীরাধার পিতা;

ভাষা—ভাষ; ৩৪২; ১২৭৭;

ভাষ(স°)—১। মনের অবস্থা; ৫;

২। প্রেম; ২;

৩। কল্পনা; ৮১;

ভাষই—ভাষে, চিত্তা করে; ৭৬৩;

ভাবক—ভাবুক; ২১৬১;

ভাব-সন্ধি(স°)—২র্থ, বিবাদ প্রকৃতি বিভিন্ন ভাবের
সংমিশ্রণ; ১৬১৮;

ভাবিনী(নী)—(স° ‘ভাবিনী’) ভাব-বৃত্তা;

অজ্ঞান-বৃত্তা; ১৮৮; ১০০১;

ভাবিয়ে—চিত্তা করি; ৪১২;

ভাষা(স°)—মানিনী; ২২৬৬;

ভামিনি—(স° ‘ভামিনী’) কোপ-বৃত্তা নারী; ৪১২;

ভার—(স° ‘ভা’ ধাতু—‘ভাতি’) ১। ভাল লাগে;
১২৪; ১৪৮;

২। ভাল বোধ করে; ১৬০;

ভারত—(‘ভা’ অ’) ভাল লাগে; ১৮১৪;

ভার(রা)—(স° ‘ভার’) ১। বোঝা; ১৬৮;

২। সূহ; ১৬৩; ২০২;

ভারি—(স° ‘ভারি’) ১। ভার-বিশিষ্ট;

২। অত্যন্ত, বেশী; ২৪৪;

১। ভাল(স°)—কপাল, ললাট; ২১; ২।

২। ভাল—(স° ‘ভল’, ‘হি’ ‘ভলা’) উত্তম; ৩৫৫;

ভালি(নে)—(‘২। ভাল’ অ’) উত্তম; ৪৮২; ৪২৫;

ভালে ভালে—ভালয় ভালয়; ৫৫৪;

ভাষ(স°)—১। ভাষা, বাক্য; ৩;

২। ধ্বনি; ২৪৬৩;

ভাষ—(পূ° ব° ‘ভাষি’) মাহাত্ম্য; ১১১২;

ভাষণি—(‘ভাষ’ অ’) বাক্য; ৩;

ভাষি—কথা কহিয়া; ১৫০;

ভাস—(স° ‘ভাস’ ধাতু—দীপ্তি প্রকাশে) দীপ্তি; ৩০৫;

ভাস(সে)—(‘ভাস’ অ’) দীপ্তি পায়; ২৪৩২; ২৮৮৭;

ভাসয়ে—ভাসে; ১৩;

ভাসল—ভাসিল; ২৬৩;

ভাসাও—(উচ্চারণ—‘ভাসাউ’) ভাসাই; ৮২৮;

ভাসায়ল—ভাসাইল; ৩৮;

ভাসুর—(স° ‘ভা’ অ’-‘ভাসুর’ অ’ ‘ভাসুর’) ভাসুর, পতির

জ্যেষ্ঠ স্রাতা; ৭৫৭;

ভিখ—ভিকা; ৩১৮;

ভিগায়—ভিজায়; ২৫০২;

ভিগি—ভিজিয়া; ৫৪৮;

ভিগায়ই—ভিজায়; ২৪৮৭;

ভিড়িয়া—ঘনাইয়া; ২৭২২;

ভিত—(স° ‘ভিত্তি’ *) ১। দেয়াল; ১৬৪৩;

২। ভিত বা দেয়ালের ভায় নদীর উচ্চ তট; ৮৭৮;

৩। দিক; ২৪২;

৪। পাকা; ২৬৭৮;

ভিন—১। ভিন্ন; ১০৬;

২। ছিন্ন; ২৫০;

ভিন্ন(স°)—বৃত্ত, পৃথক; ২৪৬২;

ভিন্নাইল—মিঠাই পাক করিল; ৮২০;

ভিন্নান—মিঠাইর পাক; ২৭৪২;

ভীখ—ভিকা; ২৪০;

* সাধারণতঃ পুংলিঙ্গ চাষিণী ভিত্তি বা দেয়াল চাষিণী দিক পূরণ
করে বলিয়া ‘ভিত্তি’ হইতে ‘দিক’ অর্থ আসিয়াছে।

ভীগই (ভ)—ভিষে, ২৫০৫; ২৭৮০।

ভীগল—ভিজিল; ১৫৭;

ভীড়—(ক্ কী 'ভিড়ি' জ) সন্নিহিত; ১০৮৮;

ভীত—(স° 'ভীতি') ভয়; ৫১; ১১৩;

ভীত (স°)—ভয়-বৃত্ত; ৬৪;

ভীত—(স° 'ভিত্তি'-শব্দ) ভিত্তি, মেয়াদ; ৩৫১;

ভীত-পুতলি—মেয়াদে চিত্রিত বা উৎকীর্ণ মূর্তি; ১০০;

ভীতি—ভীতা, ভয়-বৃত্ত; ২৫২;

ভীন—(স° 'ভিন্ন') ছিন্ন; ২৫০;

ভূক—(স° 'বৃত্তক'-শব্দ) ক্ষুধা; ৮১০;

ভুকিল—ভুটিল, বিধিল; ১২১২;

ভুখিল—('ভুখিল' জ) ক্ষুধাতুর; ১৯১৮;

ভুখা—(স° 'বৃত্তকিত') ক্ষুধিত; ২৭৮৭;

ভুখিল—ক্ষুধার্ত; ২২২; ২৭৪।

ভুজ (স°)—বাহু; ২০৭;

ভুজইতে—ভুজিতে; ২৬৮;

ভুজগ (স°)—১। ভুজগ, সর্প; ১০১;

২। ভুজগ, লম্পট; ১০১;

ভুজগ-গুরু (স°)—সাপের গুস্তান, মাল-বৈষ্ণ; ১০০১;

ভুজগিনি—সর্পা;

ভুজগ (স°)—সর্প; ৪;

ভুজগম (স°)—১। সর্প; ১০১;

২। লম্পট; ১০১;

ভুজগিনি—সর্পা; ১২২;

ভুজই—ভোগ করে; ২৬৮;

ভুজব—খাইবে; ৩০৭৪;

ভুজু—ভুলিলাম;

ভুলায়ল—ভুলাইল; ১৪৮;

ভুলিঙ্গু—ভুলিলাম; ১২১;

ভুখণ—ভুখণ, অলঙ্কার; ২৩২;

ভুয়ল—ভোজন করিল; ১১১১;

ভূতা—ভূত, প্রেত-বোনি-বিশেষ; ১৬৫;

ভুথর (স°)—পর্কত; ২৪৩১;

ভুথর-রাজ (স°)—শ্রীকঙ্কর লীলাবল হেতু গিরিপ্রভ

গোবর্ধন; ২৮৭৭;

ভূপ (পতি) (স°)—রাজা; ১৫২৬;

ভূবয়ে—(স° 'ভূবি') ভূমিতে; ২৬৫৭;

ভূষ—ভূমি; ৫৪;

ভূরি (স°)—প্রচুর; ১২২২;

ভুল—ভুলিল; ৩০৫;

ভুলত—ভুলে; ২৭৫৪;

ভুলল—১। ভুলিল; ২৬৩;

৩। ভুলিলাম; ৩৬৫; ১০২৪;

ভুলহ—ভুলিও; ২২২;

ভুল (স°)—ভ্রমর;

ভুলী—শ্রীরাধার সহচরী কিরাত-কঙ্কার নাম; ২৭২৫;

ভেও—(স° 'ভূতম্', জ 'ভে') হইল; ২৮৫৮;

ভেক, ভেথ—(স° 'ব্বেষ') বেষ, সজ্জা; ৩৯৮;

ভেখধারী—বেশ-ধারী; ৩৯৮;

ভেজ—পাঠায়; ৩১১;

ভেজব—পাঠাইবে; ১২৭৫;

ভেজল—পাঠাইল; ৮৮;

ভেজাই—পাঠাই; ৭১৫;

ভেজাইলাম—পাঠাইলাম; ৭৪৮;

ভেজাঞা—পাঠাইয়া; ২৭২;

ভেট—সাক্ষাৎ, মিলন; ১১৫;

ভেট—১। সাক্ষাৎ করিল; ৮৩;

২। সাক্ষাৎ দেও; ২৮৬০;

৩। সাক্ষাৎ করিলাম; ১৬০২;

ভেটব—সাক্ষাৎ করিব; ১৪৮৪;

ভেটল—সাক্ষাৎ করিল; ২৫৬;

ভেটলি—(জী কর্জী) সাক্ষাৎ করিল; ১০০৮;

ভেটলু—সাক্ষাৎ করিলাম; ৭৫;

ভেটহ—সাক্ষাৎ কর; ১২৮;

ভেটা—ভেট সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ক্রীড়ার বিজ্ঞতার উপহার;

১১২৫;

ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব; ১৩৫৫;

ভেটিয়াছ—সাক্ষাৎ করিয়াছ; ১৮৫২;

ভেন—ভেন করে, বিদ্য করে; ১৮৭৭;

ভেব (স°)—১। ভাব-প্রকাশ; ৪২;

২। প্রভেদ, পার্থক্য ; ২১১ ;

ভেদই—ভাব-প্রকাশ করিতেছে ; ৪৫০ ;

ভেদল—বিদ্ধ করিল ; ২০ ;

ভেদি—বিদ্ধ করিয়া ; ১৫০ ;

ভেপু—ভেপু, এক প্রকার বাঁশী ; ২৫৫ ;

ভেয়া—('ভাইয়া' জ') ভাই ; ১২১৬ ;

ভেল (লা)—হইল ; ৮ ; ৮২ ; ১৮৫৮ ;

ভেলি—১। হইল (মিলের জন্ত 'ই'কারান্ত) ; ৩ ;

২। (জী' কর্তী) হইল ; ২৭ ;

ভৈ—('ভই' তু') ১। হইয়া ; ৫৭১ ;

২। হইল ; ৫৭০ ;

ভো (স')—সংবোধন-স্বচক অব্যয় ; ২৯১১ ;

ভোখ—(স' 'বুঝা') বুঝা ; ১০৫০ ;

ভোজতি (উ')—ভোজন করেন ; ১৫৪২ ;

ভোট—ভোটান্-দেশ-ব্রাত ; ১৭৮৬ ;

১। ভোর—(স' 'বিহ্বল', অপ' 'বিভোল') ;

১। বিহ্বল, মত্ত ; ৫০ ;

২। বিহ্বলতা ; ২৭০ ;

৩। ভুল ; ৮০ ;

২। ভোর—প্রভাত ; ৬৫৭ ;

ভোরণি—('ভোর' জ') বিহ্বলতা ; ১২৫৫ ;

ভোরল—১। তুলিল, ১ম ভাগ, ২১৫ পৃ ;

২। ভোর, মত্ত ; ১৪২৮ ;

ভোরল—১। মত্ত হইল ; ২৩১৭ ;

২। মত্ত ; ২৫৫৭ ;

ভোরলি—মত্ত হইলি ; ২৪৮৫ ;

ভোরা—('১। ভোর' জ') মত্ত ; ৩১২ ;

ভোরি—('১। ভোর' জ') মত্ত ; ১৮১৪ ;

ভোরি—('১। ভোর' জ', জী') মত্তা ; ১৭৬ ;

ভোল—তুলের আধার বা বিষয় ; ২২৮০ ;

ভোলা—('ভোরা' জ') ভোর, মত্ত ; ২৫৭৯ ;

ভমই—ভ্রমণ করে ; ১১৪ ;

ভমরা—ভ্রমর, মৌ মাছি ; ৭৪ ;

ভমরি—ভ্রমরী ; ৭৪ ;

ভমি (স')—ভ্রমণ ; ১৫৪৫ ;

ভমি—ভ্রমণ করিয়া ; ১৭৭০ ;

[অ]

মউর (রা')—ময়ূর ; ১৯ ; ১২২২ ;

মউরি (রী)—ময়ূরী ; ১০৫১ ;

মকর (স')—গৌরাগিক মৎস্য-বিশেষ ; ৭৪ ;

মকর—(স' 'নক্র', অপ' 'নকর', 'মকর'-এর ক্রিয়ত-

সাদৃশ্যে ; হি' 'মগর') কুড়ীর ; ৮৭২ ;

মকর-কুণ্ডল—মকরের আকার-বিশিষ্ট কুণ্ডল ; ১৪৯ ;

মকর-কেতন (স')—১। কম্পর্প ;

২। মকর-২৭স্ত-চিহ্নিত ধ্বজা ;

মকরি (রা')—তিলক ; ২৪৬২ ;

মকরন্দ (স')—পুষ্প-মধু ; ১২ ;

২। মধু ; ৫৩২ ;

মকুলিত—মুকুলিত, অকুরিত ; ৮৩ ;

মকুর—মুকুর, মর্পণ ; ২০৯ ;

মধ (স')—মজ্জা ; ১২৪৪ ;

মগন—১। মগ্ন ;

২। সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট ; ৪২০ ;

মঙ্গল (স')—১। কুশল ;

২। মঙ্গল-জনক ; ২ ;

৩। মঙ্গল-স্বচক গীত ; ২৬৬ ;

৪। মঙ্গল-স্বাচরণ ; ২৩ ;

মজাইল—ডুবাইল ; ৭৮২ ;

মজাকু—মজাউক ; ৮০৩ ;

মজিল—ডুবিল ; ২৪ ;

মজ্জন (স')—জ্ঞান ; ৩০৫২ ;

মকু—(প্রা' 'মজ্জ' ; হি' 'মকু' তু') আহার ; ১২ ; ৪৭ ;

মজরি (রী)—১। মুকুল ;

২। অক্ষর ; ১৯৯ ; ২৭১ ;

মজির—মজীর, নুপুর ; ১৪৩৯ ;

মজীর (স')—মুপুর ; ২ ; ১৫৩ ;

মজ্জ (জুল) স'—মজ্জার ; ২১৭ ; ৫৫৯ ;

মড়ক—জীর্ণতা ; ২৫৪ ;

মড়া (ডিত)—মণ্ডিত, মোড়া ; ৭৯০ ;

মড়িয়া—মণ্ডিত করিয়া ; ২৭১০ ;

মণি (স')—১। রত্ন ; ৭১১ ;

২। শ্রেষ্ঠ; ১৩; ১২৭;
মণিত (স°)—রতি-স্ব-জনিত কুজন ধনি; ১৩৪৪;
২৬৪৩;

মণিময় (স°)—রত্নময়; ১১০৮;

মণিরা—মণি; ২৬৮;

মণী—মণি; ১৩২৪;

মণ্ডন (স°)—ভূষণ, অলঙ্কার; ২৬৬; ৩১২;

মণ্ডনয়া—('মৈ' 'অয়া' প্রত্যয় স্বার্থে) মণ্ডন, ভূষণ;
১১৫৯;

মণ্ডলী (স°)—১। সমূহ;

২। মণ্ডলাকার স্থান; ১৩;

মণ্ডিত (স°)—ভূষিত; ৭৪;

মণ্ডুক (জী' 'মণ্ডুকী')—ভেক;

মত—মন্ত; ২৪২২;

মত—প্রকার; রকম; ১৪;

মতজ—(স° 'মাতজ') হস্তী; ৫৩;

মতজজ (স°)—মাতজ, হস্তী; ১০২;

মতা—মন্তা; ২৭০০;

মতি (স°)—বুদ্ধি; ১২২;

মতি—(স° 'মা'; হি' 'টমত্') নিষেধার্থে অব্যয়; ১১৫৩;

মতিমন্ত—মতিমান, বুদ্ধিমান; ১৬৫;

মথ—(হি' 'মথ্') মছন করিয়া; ১৪২৬;

মথন—১। মছন, আলোড়ন;

২। মছন-কারী; ১৫২;

মথনি—এক-প্রকার সরবৎ; ২৫৫৭;

মদ (স°)—গর্ক; ২৪৮; ২৪২৬;

২. মস্ততা; ২৩২;

মদন (স°)—কন্দর্প;

মদন-মথন (স°)—মদনের গর্ক-নাশ-কারী; ১৬২;

মদন-শরান—('মদন' ও 'শরান' জ°), দিগাম-শয্যা;

১১৫; ৩০৮;

মদভ—('মদাত' জ°) মদ্য; ৪২০;

মধি—মধ্যে; ১৫৬৩;

মধু (স°)—১। কুলের মধু;

২। অমৃত; ১৬৩৪;

৩। বসন্ত; ৩১৩;

৪। চৈত্র; ১৭২১;

মধুকর (স°)—জমর; ১৫০০;

মধুকরি—মধুকরী, জমরী; ৩৫০;

মধুশ (স°)—জমর; ২৬৪;

মধুপুর—মধুরা; ১৬৮১;

মধুপুরী—মধুরা; ১৬৫৭;

মধুমত—মধু-মন্ত; ২৪২২;

মধুমতী (স°)—কৃষ্ণ-প্রিয়া, গোপী-বিশেষ; ১৪২২;

মধুরাহি—মাধুর্য্য; ২৫৬;

মধুরিম—মধুর; ১০; ৮৬;

মধুসুদন (স°)—১। ত্রিকৃষ্ণ; ৩৫০; ২৬৩৫;

২। মধুর সুদন বা ভক্তক অর্থাৎ মধুকর; ৩৫০;
২৬৩৫;

মধ্য (স°)—মাজা, কমর;

মধ্যতি—মধ্যস্থ, মধ্যবর্তী; ৫৭৬; ২৭৫৬;

মধ্যম—মধ্য-দেশ, কমর; ৭৮২;

মনই—মনে করে; ১৭২২; ১২২১;

মনইতে—মনে করিতে; ২৪২৬;

মনকাম—মনস্বাম, মনের বাহা;

মনভব—মনোভব, কন্দর্প; ১৪৬৭; ১৮৪২;

মনমথ—১। মনমথ; ১৫২; ৬২০;

২। মন-মোহন-কারী; ৬২০;

মনরথ—মনোরথ, মনের বাহা; ৩০৫;

মনসিজ (স°)—কন্দর্প, কামদেব; ৫৬; ৮৭;

মনহি মন (হি°)—মনে মনে; ১৮৮;

মনাই—মানা, প্রবোধ দেয়; ২৭২২;

মন্ডু—মন্ডলায়; ১০৩;

মন্ডুজ (স°)—মন্ডুজ; ২৬৬; ১৭৫৫;

মনোজ (স°)—কন্দর্প; ১৬২৪;

মনোভব (স°)—কন্দর্প; ২৩৫;

মনোরথ (স°)—১। মনের বাহা; ৩১২;

২। মনের বাহা-অরুণ রথ; ৩৬২;

মন্ডোহরা—নারিকেল, কীর ও শর্করা দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন-
বিশেষ; ২৫৫৭;

মস্ত (স্ত্র) — মস্ত; ২১৭; ১৬২৩;

মস্তর (স) — মস্ত, মস্ত; ১৪৬; ১৪৮;

মস্ত (স) — ১। মস্ত; ৮৩; ৫২৪;

২। মলিন; ২৩২; ৩। মৃৎ; ১৭; ৪। অধম; ১৮১৪;

মস্তর (স) — পক্ষত-বিশেষ; ০ বে পক্ষত সমুদ্র-মস্তনে

মস্তন-মস্তর কার্য সাধন করিয়াছিল;

মস্তা — (‘মস্ত’ জ) অধম, মৃৎ; ২৫১;

মস্তাকিনী (স) — স্বর্গের গদা; ৩;

মস্তার (স) — পারিজাত পুষ্প; ২৪২৬;

মস্তার — (‘মস্ত’ জ) পক্ষত-বিশেষ; ১৮;

মস্তন (না) — মস্তন; ১০৭৮; ১০৮৩; ১৩০৫;

মস্তমস্ত — মদ-মস্ত; ৩২৫;

মস্তম — মদ-মস্ত; ২৪৭৬;

মস্তকত (স) — মস্তকবর্ণ মণি-বিশেষ, পাশা; ৭৫;

মস্তদন — (স) ‘মর্দন’ ১। মর্দন; ২। মর্দন-কারী

মস্তদলি — মর্দন করিলি; ২৪২৪;

মস্তন (স) — মকরন, মধু; ৬৭; ৩০৩;

মস্তবি — ১। মস্তবি; ২। মস্তবি; ১৪৮৪;

মস্তম — (স) ‘মর্দন’-মকজ)

১। মস্তর; ২১৭; ২২৬;

২। মনের ভাব; ২; ৩২;

মস্তমি (মী) — (স) ‘মর্দন’ মর্দন, যে মর্দন বুঝে; ২২৬; ২৪৩;

মস্তি না লো — বিশ্ব-মৃচ্চক অব্যয়; ২১৮;

মস্তি মস্তি — বিশ্ব-মৃচ্চক অব্যয়; ২৮৮;

মস্তিধা — মর্দ্যাদা, সীমা; ৫৩; ২৩৪;

মস্তো — মস্তি; ২২৬; ৪৮৮; ৬৮৩;

মর্ষ (স) — ক্ষমা, সহিষ্ণুতা; ২৬৬০;

মলয় (স) — দাক্ষিণাত্য পক্ষত-বিশেষ;

মলয়জ (স) — মলয়-পক্ষত-জাত চন্দন;

মলয়জ-পক্ষ (স) — কর্দ্দমবৎ বস-চন্দন;

মলি — মল্লা; ২৩৬২;

মলু — মলিাম; ১২৪;

মল্য — (উচ্চারণ — ‘মৈল’) মলি; ২৬৭;

মল (স) — পলোমান, কৃতিগিরি; ২৬৬;

মলতোড়ল — পায়ের অলকার-বিশেষ; ২০৫;

মল্লি — (‘মল্লী’ জ) বেল ফুল; ২৪২৬;

মল্লী (মিকা) (স) — বেল-ফুল; ২৭২;

মল্লম — মোলায়েম; ১৭২২;

মল্লগ — মল্লগ, মহামূল্য; ১৭২২;

মল্লত — মল্লত, গোরব;

মল্লতি — বীণা-বিশেষ; ১৫০১;

মল্ল (আ) — প্রেক্ষিত, বাজীর অংশ; ৬৪১;

মল্ল — ১। (সমাসে ‘মল্ল’ শব্দের রূপ) অতিশয়; ৪৬৮;

২। (হি) ‘মল্ল’ মধ্য; ১৮২২;

মল্লজন (স) — মল্লজা ব্যক্তি; ৮৫৭;

মল্লস্ত — বৈষ্ণব-মল্লজন; ১৬;

মল্লপাত্র (স) — প্রধান অমাত্য; ২০১২;

মল্লভাব (স) — প্রেমের পরাকাষ্ঠার অবস্থা-বিশেষ;

“প্রেমের পরম সার মল্লভাব জানি।

সেই মল্লভাব-রূপা রাধা ঠাকুরাণী।”

চৈ০ চৈ০ মধ্য ৮ম;

মল্লি — (‘মল্লী’ জ) পৃথিবী; ৪৬;

মল্লী (স) — পৃথিবী; ১৫২;

মল্লীম — মল্লীমা; ১৫২১;

মল্ল — মধু; ২১২২;

মল্লরী — বাস্তবিক-বিশেষ, ১১২৬;

মল্লোদধি (স) — সমুদ্র; ১২২;

মল্ল — (‘মল্ল’ জ) মধ্য; ২২১; ২৪২৭;

মল্লি — (‘মল্ল’ জ) মধ্য; ১৪১০;

মল্লি — (স) ‘মল্ল’; প্রা ‘মল্ল’; হি, মৈ ‘মল্ল’)

১। মল্লি; ১২২;

২। বিশ্ব-মৃচ্চক অব্যয়; ১৩৫; ৭২৭;

মল্লক — (স) ‘মল্লক’, ক’ কী ‘মল্লক’ বানর; ১৩২৮;

মল্লন — ১। নবনীত, নলী; ১১৫৬;

২। (স) ‘মল্লিত’ হইতে) মল্লি; ১৮২৫; ২৪৪২;

মল্লি (বি) — মল্লিনো; ১০৫;

মল্লি — (‘মল্লি’ জ) খাত্ত;

১। মল্লিতে, বাচ্য করিতে; ৩৮৮;

২। মল্লিতে; ২৪৬৬;

মল্লি — (স) ‘মল্লি’ খাত্ত প্রার্থনা করে; ৩০১৮;

মাগয়ে—মাগে, বাজা করে; ২০৮;
 মাগহ—মাগ, বাজা কর; ৪৮৩;
 মাগে—মাগি, বাজা করি; ৬১৬;
 মাগো—(‘মাই’ জ’) বিশেষ-স্বচক অব্যয়; ৪৮৯;
 মাগন—(সং ‘মার্গন’) প্রার্থনা, বাজা; ৪২৭;
 মাগ্জি—(সং ‘মহার্জ’, হি ‘মহাশ্রী’) দ্রুম্য; ১২৮৩;
 মাগই—মাগে; ৭৫৪;
 মাগরে—(সং ‘মগরি’ হইতে ‘মগর’ ধাতু) মগরিত হও,
 • নূতন পত্র ও ফুলে সজ্জিত হয়; ৩০৪৫;
 মাঙ্গল—মাজিল; ৫৪৭;
 মাঙ্গল—মাজিত; ২১৬৮;
 মাঝ—১। মধ্য-দেশ; ৩৫০; ২। মধ্য; ১১০;
 মাঝ (ঝা)—শরীরের মধ্যদেশ অর্থাৎ কমর; ১২৭; ২০১;
 মাঝার—মধ্য; ১০৩;
 মাটেরি—এক-প্রকার সন্দেশ; ২৫২৫;
 মাঠনি—বর্ষণ-জনিত মস্তণতা; ১২২১;
 ১। মাতল—মাতিল; ৩২২;
 ২। মাতল—১। মস্ত; ১২; ৮০;
 ২। মস্ত-ভাবে; ২৫০২;
 মাতা—মস্ত;
 মাতি—মস্ত হইয়া; ১৩২;
 মাতি (তিয়া)—মস্ত; ১২৫৫; ১৪৩২;
 মাতোয়ারা (ল)—(‘২। মাতল’ জ’) মস্ত; ২৬৬; ২৬৭;
 মাতোয়ারা—(‘মাতোয়ার’ জ’) মস্ত; ১৬৫৮;
 মাথ—(সং ‘মস্তক’; প্রা ‘মথজ’; হি, মৈ ‘মাথ’) মাথা;
 ৪২৭;
 মাথন্তি (উ)—মাথায় (৭); ১৫৪২;
 মাথামাথি—বাহাতে মাথায় মাথায় চুবাচুবি হয়; ১২০৬;
 মাথুর (সং)—১। মথুরা-সম্বন্ধী;
 • ২। মথুরা-প্রবাস; ১৬১২;
 মাতন (সং)—১। মস্ততা-জনক; ৮২২; ১৭২০;
 ২। মস্ততার উৎপাদন; ২৪৬২;
 মাতল—(সং ‘মর্দল’) বাজ-বজ্র-বিশেষ; ১৫০২;
 ২। খোল; ২৮৮;
 মাথব (বং)—১। ত্রিকণ; ২। বৈশাখ মাস;

মাথবি (বী)—১। মাথবী-লতা; ১৪৩০; ১৪৩১;
 ২। ত্রিরাধা; ১৪২২;
 ৩। কৃষ্ণ ত্রিরা গোপী-বিশেষ; ১৪০২;
 ৪। (সং ‘মাথব’) বৈশাখ মাস; ১৭৬৮;
 মাথবী (সং)—ত্রিরাধা;
 মাথাই—(সং ‘মাথব’; হি ‘মাথো’) মাথব, ত্রিকণ; ৭২৭;
 মাথুকরী—নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ-কারী মধুকরের জায়
 নানা স্থানে ভ্রমণ ও ভিক্ষা দ্বারা প্রাণ-ধারণের উপযোগী
 খাদ্য-দ্রব্যের সংগ্রহকে ‘মাথুকরী’ অর্থাৎ ‘মধুকর-বৃত্তি’
 বলা হয়। ত্রিরাধ-বানী নিকটবর্তন বৈরাগীদিগের ইচ্ছাই
 একমাত্র সত্ত্ব জীবিকা; ৩০৫১;
 মাথো (হি)—মাথব; ১৭৩৬;
 মাথলীক (সং)—মধু হইতে জাত স্থমিষ্ট মস্ত-বিশেষ;
 ২১৬৪;
 মান (সং)—১। নায়ক-নারিকার প্রেম-জনিত অবস্থা-
 বিশেষ; ১৫০;
 ২। গানের লয় ও তাল; ১৪২৮; ২০২৪;
 মান—১। মানে, স্বীকার করে; ৬২;
 ২। স্বীকার কর; ৮৫৮;
 ৩। স্বীকার করি; ২০৪;
 মানই (য়ে)—মানে, স্বীকার করে; ১৬৮;
 মানই—মানিয়া; ৩৮৩;
 মানদ (সং)—মান-বর্জন-কারী; ১৭২২;
 মানল—মানিল; ৩৫০;
 মানলু—মানিগার; ৩৬১;
 মানস (সং)—মনের ভাব; ১৬৩;
 মানস-গড়া—গিহি-গোবর্ধনের অন্তর্গত জলাশয়-বিশেষ;
 ১৪১১;
 মানসতা—(‘মাহুত’ শব্দ-জাত) ভ্রাতৃত্ব-বাবহার; ১০৭৭
 মানস-স্বপ্নানি—(‘মানস-গড়া’ জ’) ২৮৭;
 মানসি—১। মানিতেছে; ৪৪৪;
 ২। সম্মান অর্থাৎ আদর করিতেছে; ১৫৮;
 মানহ—মানো, স্বীকার কর; ৩৮২;
 মানা—(আ ‘মমনা’) নিবেদ; ১০৭০;
 মানাই (ত)—ক্ষমা করার; ৩৭৭;

মানানন্দ—কথা করাইব ; ৫০১ ; ১৭৬০ ;
 মানিয়ে—মনে করি ; ১৩২ ;
 মাছধ—মাছধ ;
 মাক—(আ 'মুআফ্') কথা ; ৩৯৮ ;
 মারগ—মার্গ, পথ ; ১৭২২ ;
 মারসি—মারিতেছ ; ১২৬৩ ;
 মারি—মারিল ; ৯৮ ; ২৪২৬ ;
 মাকত (স্)—পবন, বায়ু ; ৪৮০ ;
 মাল (লরা)—মালা ; ৭৪ ; ১৬২৮ ;
 মালতি (তী)—চামেলী-ফুল ; ২৭২ ;
 মালসাট—(স্ 'মল্লাফোর্ট') মন্দের আফোর্ট অর্থাৎ তাল-
 চৌকা ; ১০৩ ;
 মালা (স্)—১। মালা ; ১৪২ ;
 ২। শ্রেণী ; ৫৬ ;
 মালাকার (স্)—ফুল-মাণী
 মালিকা (স্)—মালা ; ১০৬৬ ;
 মালিকে—মালিকার দ্বারা ; ২১ ;
 মালিনী (নী)—১। মালাকার নারী ;
 ২। জীবাস পণ্ডিতের পত্নী ; ৮ ; ১৫৩৭ ;
 মাহ—(স্ 'মাস', হি 'মাহ্') মাস ; ১১৩৫ ;
 মাহ-হা-হি—(স্ 'মধ্য') মাঝে ; ৪৭ ; ১০০৭ ;
 মাহি—('মোহ' জ্) মাঝে ; ১৫২৬ ;
 মিছ (ছই)—মিথ্যা, মিছা ; ৬৪ ; ৯৩ ;
 মিটারত—দূর করে, বৃহৎ ; ১১৫২ ;
 মিটারবি—দূর করিবা ; ৪১১ ;
 মিটারল—দূর করিল ; ৭১৬ ;
 মিঠ (টি)—(স্ 'মিঠে') মিঠা ; ৭২৪ ; ২৯০২ ;
 মিঠাই—মিঠান, মিঠাই ;
 মিত (তা)—মিত্র, বন্ধু ; ২৫৮ ; ৩০১৬ ;
 মিত্র (স্)—১। স্বর্ঘ্য ; ২৬৭৫ ; ২। বন্ধু ; ২৬৭৫ ;
 মিন—মীন, মৎস্ত ; ২৪৭২ ;
 মিনতি—(স্ 'বিকৃতি', প্রা 'বিরতি', হি 'বিন্তি')
 প্রার্থনা, নিবেদন ; ২২২ ;
 মিমাসক—কৈমিনি-প্রণীত পূর্ব-মীমাংসা নামক দর্শন-
 শাস্ত্র ; ১১ ;

মিরগাল—মুগাল ; ১২৮২ ;
 মিরিতি—(স্ 'মুতি') মুহূর্ত ; ৯১৯ ;
 মিলইতে—মিলিতে ; ৫০ ;
 মিলত—মিলে, উপস্থিত হয় ; ১৭০৩ ;
 মিলব—১। মিলবে ; ১২ ;
 ২। মিলিব ; ৬৪ ;
 মিলম—মিলে ; ৩৩ ;
 মিলল—মিলিল ; ২ ;
 মিলাওব—মিলাইবে ; ১৬০২ ;
 মিলাঞা—১। পাওয়াইয়া ; ১৬৪৫ ;
 ২। মিলাইয়া ; ১৪৬ ;
 মিলান—মিলন ; ১৪৯৪ ;
 মিলারত—মিলাইতেছে ; ১৮৫ ; ২৪৬২ ;
 মিলাব—১। মিলাইবে ; ২৭ ;
 ২। মিলাইব ; ১০৪ ;
 মিলায়ল—মিলাইল ; ৬৫ ;
 মিলি—মিলিয়া ; ৩০৫ ;
 মিলিয়া—গলিয়া ; ১৬৮১ ;
 মিলু—১। মিলে ; ২৮৭৭ ;
 ২। মিলিত হইল ; ২৪২৭ ;
 মিলে—মিলিত হয় ; ৩৪ ;
 মিহির (স্)—স্বর্ঘ্য ; ২৪৬২ ;
 মিহির-জা (স্)—স্বর্ঘ্য-জ্ঞা, যমুনা ; ১৭২২ ;
 মিছ—('মিছ' জ্) মিথ্যা ; ৩৭৩ ;
 মীঠই—মুচায় ; ৪৬৬ ;
 মীটব—মুচিবে ; ৩২০ ;
 মীটল—মুচিল ; ২৪৭৭ ;
 মীঠ (টি)—মিঠে ; ১৬৬ ; ৪৫২ ;
 মীঠি-গরল—মিঠা-বিব নামক এক-জাতীয় উদ্ভিদ বিব ;
 ১৬৬ ;
 মীত—১। মিত্র ; ১১৯৪ ; ২। মিত্রতা ; ১৪২৯ ;
 মীন (স্)—মৎস্ত ; ৭০৪ ;
 মীন-কেতন (স্)—কন্দর্প ; ১২৮৩ ;
 মীলই—সম্মিলিত হয় ; ১৪৩১ ;
 মীলন—মিলন ; ১১১ ;

মৌলব—১। সম্মিলিত হইবে; ৭৫; ৩০৬;

২। সম্মিলিত হইবে; ১১১;

মৌলবি—সম্মিলিত হইবে; ১২৬১;

মৌলল—সম্মিলিত হইল; ১৭০৬;

মৌলহ—সম্মিলিত হও; ১৬৫;

মৌলু—মিলুক; ২৮৭৭;

মু—(হি°, মৈ°, বা° 'মুক্তি') আগি; ১৪২; ২৬৭;

মুক্তি—মুক্তি, অব্যাহতি;

মুক্তত—মুক্ত, খোলা; ১২২;

মুক্ততা—মুক্তা, যোতি; ৩৪;

মুক্তর (স°)—দর্পণ; ৪৮২;

মুক্তল (স°)—পুষ্পের অঙ্গুর, কুড়ি; ৬৭;

মুক্তলিত (স°)—('মুক্তল' জ°) ১। মুক্তল-মুক্ত; ৮১;

২। মুক্তিত; ৭১৬;

মুখর (রিত) (স°)—শব্দ-মুক্ত; ২৪২৬;

মুখানি—মুখখানি; ১৪৭; ২৫৮;

মুগধ—(স° 'মুগ্ধ') ১। মোহিত;

২। স্তম্ভর; ৭৪৪;

মুগধল—১। মুগ্ধ; ২৫০১;

২। মুগ্ধ; ৮৬;

১°। মুগধি—মুগ্ধা নামে প্রসিদ্ধ নায়িকা;

“সলঙ্কিত ব্যবহারে তোষে পতি-মন

ক্রোধ-বশে কঠোরতা না করে ধারণ;

নব অলঙ্কার হেরি করে আকিঞ্চন;

মুগ্ধা নায়িকার বটে এ সব লক্ষণ।”

রস-সঙ্গরী

২। মুগধি—(স° 'মৌগ্ধ্য') মুগ্ধা নায়িকার স্বভাব; ৫০;

৩। মুগধি (ধিনি)—('১। মুগধি' জ°) মুগ্ধা নায়িকা;

৬৫; ১৮৭;

মুচকি—(হি° 'মুস্কান') ঈষৎ হাস্য করিয়া; ২০৫;

মুচুকারই—ঈষৎ হাস্য করিয়া; ১২৬;

মুচুকারনি—(হি° 'মুস্কানি') ঈষৎ হাস্য; ২৪২৬;

মুছই—মুছে; ৪০১;

মুঝে—(হি° 'মুঝে'); ১। আমাকে; ১২৬;

২। আমার প্রতি; ১৫১;

মুঞ্জি—('মু' জ°) আগি; ১২৩;

মুঞ্চ—পরিভাগ করে; ৪৮৮; ১৬২৮;

মুঞ্চ (স°)—পরিভাগ কর; ৪৪৭;

মুঞ্জ—মঞ্জ, স্তম্ভর; ১২২৪;

মুটকি—এক-জাতি বৃহৎ পাত্র, মটকী; ১৪৪৪;

মুড়—(স° 'মুণ্ড') মাথা; ২৬৮;

মুড়ায়লু—(স° 'মুণ্ডি' ধাতু মুণ্ডয়তি) মুড়াইলাম; ২৮৮;

মুণ্ড (স°)—মাথা; ১৬৩৬;

মুদয়ে—মুদ্রিত করে, বন্ধ করে; ৫৩৪;

মুদরি—(স° 'মুদ্রা') অঙ্গুরী; ২৭৬;

মুদল—মুদ্রিত; ১৮৫৪;

মুদসি—মুদ্রিত অর্থাৎ নিম্নলিখিত করিতেছে; ২২৮;

মুদি—মুদ্রিত হইয়া; ১৩৫৮;

মুদিত (স°)—আনন্দিত; ২৪২৬;

মুদ্রি (স°)—মেধ; ১৩০৮;

মুদ্রিকা (স°)—মুদ্রা, অঙ্গুরী; ৭৮২;

মুদসি—লেখন-কার্যের অধিকারী কর্মচারী (প্রাচীন উগাধি)

২১২২;

মুদ্রিক—মুদ্রিত; ২০৭;

মুদ্রল—মুদ্রিত করিল, বন্ধ করিল; ৩৪২;

মুদ্রি—বন্ধ করিয়া; ৫৫২;

মুদ্রি—মুদ্রিত করে; ১৭৪৬;

মুদ্রাই—মুদ্রিত হয়; ২১৭;

মুদ্রান—মুদ্রিত, মুদ্রা; ২৪২৭;

মুদ্রল (লি)—মুদ্রিত হইল; ৭৬৬;

মুদ্রলি—('মুদ্রা' কৰ্মী) মুদ্রিত হইল; ১৭৮;

মুদ্রান—মুদ্রিত, মুদ্রা; ১৭২৩; ১৭২৬;

মুদ্রায়লি—মুদ্রিত করিল; ২১৪৫;

মুদ্রি—মুদ্রিত হইয়া; ৩৬;

মুদ্রিত—মুদ্রিত; ৩৫;

মুদ্র (স°)—মুদ্র, পাখোয়াজ; ১০৬২;

মুদ্রত—(স° 'মুদ্র') মুদ্রিত; ১০৬২;

মুদ্রি—মুদ্রিত; ৭৭;

মুদ্রি (লী)—('মুদ্রা' জ°) বস্ত্র-বিশেষ; ১৪০;

মুদ্র—মুদ্র; ৩৬৮;

মুকুত—মুকুত হয়; ৩৭;

মুকুল—মুকুত হইল; ৩৮২;

মুকুতা—মুকুতা; ১৫২;

মুকুত—মুকুত হয়; ৫৪;

মুকুতাই (ত)—মুকুত করে; ২০০; ২৪২৩;

মুকুত—মুকুত; ২১;

মুকুত—মুকুত; ২৮৫০;

মুক—(সং ‘মুক’, হি ‘মুক্’) মুক; ১ম ভাগ, ২১৪ পৃ;

মুহরি—(কং ‘মোহর’—সীল) গালা-মোহর করিয়া; ২০০;

মুহান—(সং ‘মুক’ শব্দ; পূঁ বা ‘মুহনি’ জল নির্গমের
নালা; ৪৪৪;

মুকুমুহ—পুনঃ পুনঃ; ১৭৭৮;

মুক (সং)—বোবা;

মুক—মুক; ৮৭;

মুকল—মুকুত করিল; ২৪৮২;

মুক (সং)—১। গোড়া; ৩৮৮;

২। মূল-ধন; ৪২৭;

মুক—(সং ‘মুলা’, হি ‘মোল’) মুলা; ৫০৬; ১৩৮৬;

মুকব—(দর্প) হরণ করিব; ১৩৮৩;

মুকুট—(সং ‘মুকু’ ব্যাধ; ২৪৬২;

মুকুদ (সং)—মুকুনাভি, কস্তুরী; ১২৩;

মুকুতি (সং)—কামনা করে; ১৭২২;

মুকুতা—মুকুত, চন্দ্র; ১৬৮৫;

মুকাল (সং)—পদ্মগতার কোমল অঙ্গুর বা মূল; ৩০২;

মুকব (দিয়া)—পাখোয়াজ; ১০৭০;

মুক—(প্রা ‘মি’; হি, ‘মে’) অধিকরণে ৭মী-বিভক্তির
চিহ্ন;

মুকলা (সং)—কটির অলঙ্কার-বিশেষ;

মুক (সং)—স্তম্বল; ২৪৬২;

মুকুট—মিটুক, ঘুটুক; ১৭৭;

মুকব—মিটবে; মুটিবে; ১৫৮;

মুকটল—১। মিটল, মুটল; ২২০;

২। চয়ন করিলাম; ২৪৪;

৩। মিটাইল; ২৪৬২;

৪। মুক; ২৭০৪;

মুকি—মুকুতাই; ১৮৩৩;

মুকিলি—মুকিলি, ভূমি; ১৭৬২;

মুক (নে)—(সং ‘মুক্’ হি ‘মানো’) অহমান-মুক
অব্যয়, মুকি; ১০৩; ১২০;

মুক (সং)—বর্ণময় অমর-পর্বত; ২৫৬;

মুক—১। মিলিয়া; ১৭৫; ১২৫৭;

২। সঙ্গ; ১৩৪৮;

মুক—আগমন; ২৭২০;

মুকানি—(‘বিদায়’ অমর-মুক বালিয়া উহার পরিবর্তে
মিলনার্থক শব্দ) বিদায়; ২৮০১;

মুকি—১। মিলন; ২৩৫;

২। মিলিত হইয়া; ৩; ১৫;

মুক (লিয়া)—মুক, সঙ্গ; ১৬৬; ১২৭৭;

মুক—মিলিলাম; ৮২৭;

মুক—(সং ‘মুক’; হি, ‘মৈ’ ‘মৈহ্’) মুক; ২০২;

মুকান—মুক, মিলন; ২০৪;

মুক—(‘মুক্’) ১। আমি; ১২০; ২৭৭;

২। আমার; ১২৭৪;

মুক—(সং ‘মোহ’-শব্দ হইতে তু ‘মোহ-মো’) মমতা;
২৬২৮;

মুকি—(‘মো’ ত্রু) আমাতে; ২৬৩;

মুক (সং)—১। নিবারণ; ১৩২;

২। নিবারণকারী;

মুকুই (ত)—মুকু; ২২৮°;

মুকুল—মুকুল; ৩৮২;

মুকুতাই—মুকু; ১৪৭৪;

মুকু—মোড়া মুড়ি দিয়া; ৭৭৪;

মুকুই—মোড়া মুড়ি দেয়; ৭৩;

মুকুসি—মোড়া মুড়ি দিতেছে; ৭০;

মুকু (ডি)—মোড়া মুড়ি; ২২৬; ২৬১;

মুকুয়নি—মুকুয়নি; ১৫০৫;

মুকু—মোড়া মুড়ি দিয়া; ৫৩;

মুকু (তিম)—মুকু, মুকু; ২১; ৪১;

মুকুয়নি (ত্রু)—(‘মুকু’-‘মুকুয়নি’) মুকু-সমূহ; ২৮৬০;

মুকু—আমাতে; ৩০২১;

মোদ (স°)—আনন্দ, হর্ষ ; ২২৬৬ ;

মোদন (স°)—আনন্দ-উৎপাদন ; ২৪২৬ ;

মোদিত (স°)—আনন্দিত ; ১৭৩৫ ;

মোয়—('মো' ঙ্র°) ১। আমাকে ; ১৫৪ ;

২। (জিহ্বা-যোগে চতুর্থী বিভক্তি) আমার পক্ষে ;
৪৭৩ ; ৪৭৫ ;

৩। আমাতে ; ৫০৯ ;

মোর—(স° 'ময়ূর', হি° 'মোর') ময়ূর ; ১১৩ ;

মোর (রি)—আমার ; ১০৭ ; ১২২ ;

মোরা—(হি° 'মেরা') ১। আমরা ;

২। আমার ; ২৫৬৬ ; ২৭২২ ;

মোরি—('মোড়ি' ঙ্র° ব্রজ-ভাষার প্রভাবে 'ড' স্থলে 'র')

মোড়ামুড়ি দিয়া ; ৫৭ ;

মোরে—১। আমারে ; ১৮৪ ;

২। আমার পক্ষে ; ১২১ ; ২৪৫ ;

মোহ (হই)—১। মোহ-প্রাপ্ত করে ; ১৭০ ;

২। মোহিত হয় ; ১৭৬৮ ; ১৭৬৫ ;

মোহন (স°)—১। মোহ-কারক ; ৭৩ ;

২। মোহ-উৎপাদন ; ১৭৭ ;

৩। শোভা ; ২৫৪৩ ;

মোহনি (নিয়া)—মোহ-উৎপাদন ; ১৩০৫ ; ২১৪৫ ;

মোহ মোহ—(স° 'মোহিত-মোহিত' 'মহমহই মলমলবাও'
গা°, ৫১২৭ ; পু° ব° 'ম.ম করে') মোহিতের মতন ;
৩৪৮ ;

মোহর (রি)—আমার ; ৮২৫ ; ২৫৪৭ ;

মোহসি—মোহিত করিতেছে ; ৮২২ ;

মোহিতা—মোহিত ; ১৭৭০ ;

মোহিনি—(স° 'মোহনম্') মোহ-জনক যন্ত্র, বাহু ; ৭২৫ ;

মোহিনী (স°)—মোহ-কারিণী ;

মোহে—১। আমাকে ; ২০২ ;

২। আমার পক্ষে ; ২৪২ ; ৩। আমাতে ; ১২৭ ;

মৌক্তিক (স°)—যুক্ত ; ১০১৩ ;

মৌন (স°)—বাক্য-হীনতা ; ৪২ ; ১৬০১ ;

মৌলি (স°)—১। মস্তক ; ২৮৪ ;

২। চূড়া ; ১৪৩১ ;

[অ]

যঙ—(উ° 'জো' ; হি° 'জো' ; 'জো')
২৩৬৪ ;

যছু—(স° 'বস্য', ঐ° 'জসস', মৈ° 'জহ')
৭৬ ;

যজিয়ে—যাজন অর্থাৎ জা করি ; ৩০৩০ ;

যত-তত—যতটা শক্তিতে কুলায় ততটা ; ২৮ ;

যতন—যত্ন ; ১৫৫ ;

যতহ—যত-ই ; ৩২ ;

যতি (স°)—ব্রহ্মচারী ; ৬০ ;

যতি—যত ; ৩১২ ; ১৬২১ ;

যন্তি—(স° যন্তী) গমন-কারিণী ; ২৬৫৬ ;

যন্ত (স°)—১। বাস্ত-যন্ত ; ৪৮৩ ;

২। শিল্প-কার্যের উপকরণ ; ১২৮৪ ;

যন্তীয়া—যন্তি, যন্ত-বাদক ; ৪৮৩ ;

যব—(হি° 'জব', মৈ° 'জব') যখন ; ২০১ ;

যবধরি—('যব' ঙ্র°) যখন হইতে ; ১৫৫ ; ১২২ ;

যবহ—('যব' ঙ্র°) যখনই ; ১৫ ;

যহি—('যাহী' ঙ্র°) যেখানে ;

যাক—('যাক' ঙ্র°) বাহার ; ১১ ;

যাতি—চাপিয়া ; ২৪৮২ ;

যাই—১। যায় ; ১৭২৭ ;

২। বাইয়া ; ৩৬১ ;

যাইছ—যাইতেছে ; ১১৭৭ ;

যাইছি—যাইতেছি ; ১২২৬ ;

যাইয় (হ)—যাইও ; ২৫৪ ;

যাইয়ে—যাই ; ২১৩ ;

যাউ—১। যাউক ; ৩১৩ ;

২। গেল ; ১৪৮৭ ;

যাওই (ত)—যায় ; ২১ ; ১৬২০ ;

যাক (কর)—বাহার ; ১ ; ১৫ ;

যাগ (স°)—যজ ;

যাঙ—(উচ্চারণ—'যাউ') বাই ; ৮৭ ;

যাচই (ত)—যাচঞ করে ;

যাচক (স°)—প্রার্থী ;

বাচাওয়ে—বাচাও করায়; ১১৫২;
 বাচান—বাচাও করায়; ১৪১;
 বাছি—বাইতেছি; ১২২১;
 বাজিক (সং)—বজা-কারী; পুরোহিত; ৪৬৬;
 বাজিক (সং)—বজা-কারী; ১২৬০;
 বাঞা—বাইয়া; ২৬;
 বাত—বার; ৩৬১;
 বাতি—১। বার;
 ২। বাই; ২৮৭৮;
 বাতি (তিরা)—বার; ১৫৬২;
 বাজা (সং)—উৎসব; ১২৪৩;
 বাছ (ছা)—আয়ের ধন; ১১৫১;
 বাব—১। বার; ৭৩;
 ২। বাইবে; ১২৪;
 ৩। বাইবা; ১৬১৭;
 ৪। বাইব; ২২২;
 বাবই—বার; ১৮১২;
 বাবক (সং)—আলতা; ৩০২;
 বাস (সং)—গ্রহর;
 বাসুন (সং)—১। বসুনার সঙ্গ-যুক্ত; ৩৩৭;
 ২। বসুনা-সঙ্গ; ১০৭২;
 বায়ব—১। বাইবে;
 ২। বাইব; ৩৭৫;
 বাসি—১। বাইতেছ; ১০৫৮;
 ২। বাও; ১৮৭২;
 বাই—১। বার; ৩৫৫;
 ২। বাও; ১৩৫৬;
 বাই—(সং 'বহ'; প্রা 'আহি'; হি 'মৈ' 'বহ') যেখানে;
 ৪৮; ৮৬;
 বৃগ (সং)—১। বৃগল; ২০২;
 ২। লতা, জেতা প্রকৃতি বৃগ;
 বৃগ—বৃগ, বৃগল; ১৫২২;
 বৃগতি—বৃতি, পুরাণ; ১০১;
 বৃগল (সং)—১। বৃহ-বৃগ; ১১;
 ২। বৃগ-বৃগল অর্থাৎ জীবনধর্ম; ১১০;

বৃষত—বৃষ করে; ২৭৬২;
 বৃষব—বৃষ করিব; ১৪৮৪;
 বৃষব—বৃষ করিবে; ৬২৫;
 বৃষাব—বৃষ করাইব; ১৪৮৪;
 বৃষায়—(সং 'বৃষাতে') বোগা হয়; ২২২;
 বৃধ (সং)—দল; ৩০৮০;
 বৃধি (সং)—বৃহি-মূল; ২০;
 বৃষতি—বৃষতী; ৫৭;
 বেঙ তেঙ—(উচ্চারণ—'বেউ' তেউ') ৬৭৭৭;
 করিয়া; ১৪১২;
 বেহ (হো)—১। বাহা;
 ২। বে; ১৭৫৫; ১৭৪৩;
 বৈখনে—বখন; ১২;
 বৈছন—(সং 'বাদুল'; 'ঐছন' 'তৈছন' তু) যেমন;
 ১০৮;
 বৈছে—('বৈছন' অং 'ঐছে' 'তৈছে' তু)
 ১। যেমন; ২১;
 ২। বেরুপে; ৪৬;
 বো—(সং 'বঃ', হি 'বো') ১। বে; ১; ১১;
 ২। সেই; ৩;
 বোই—('বো' অং) বে; ২৩;
 বোগায়ই—বোগায়; ১৪৭৪;
 বোগিনি (নী)—সন্ন্যাসিনী; ৭১;
 বোটন (না) (সং)—বটনা; ৮৪২; ২১৩৭;
 বোধ—বোদ্ধা; ১৩৮০;
 বোধ-পতি—(সং 'বোধপতি') বীর-জ্যেষ্ঠ; ৮৫৮;
 বোয়—('বো' অং) বাহা; ৪৮৩।
 বোষিত—(সং 'বোষিৎ') নারী; ২৬৬;
 বোবত (সং)—বুবতি-সমূহ; ১২৫৭;
 [ক]
 বরন—বরিত; ১৬২৮;
 বর (সং)—সন্নিক্ত, জিয়ারী; ৬২; ১১৩;
 বর (সং)—১। উজাল আনন্দ; ১০; ৬৩; ১০০;
 ২। কোতুক; ১০০; ২২৭;

৩। রস-লীলা; ২৭; ১৯৮;
 ৪। রং, বর্ণ; ১৯২;
 ৫। রং-বৃত্ত; রত্নের বর্ণ-বৃত্ত; ২৫৩;
 রত্ন—রত্ন-বিশেষ; ১৪৩০;
 রত্নধূল—রত্নধূল, নাট্যশালা; ২৮৮০;
 রত্ন-পুতলি—রাং-নামক খাতুর দ্বারা নির্মিত রূপারবর্ণ
 পুতুল; ৩০৫;
 রত্ন-ভূমি (স°)—নাট্যশালা; ২৮১;
 রত্নলতী—একপ্রকার পুষ্পলতা;
 রত্নি (সী)—(‘রত্ন’ অ°) উজ্জ্বল-বৃত্ত; ৭৬; ১৫৬;
 রত্নিণি (সী)—(‘রত্ন’ অ°) ১। রত্ন-বৃত্তা, বিলাসিনী;
 ৭১; ১৮১৪;
 ২। রং-বৃত্তা; ১৪৭২;
 রত্নিত (স°)—রত্ন-বৃত্ত; ২২২১;
 রত্নিম—রত্নিন, রং-বৃত্ত; ২২৬;
 রত্নিয়া—১। রত্নিন, রং-বৃত্ত;
 ২। রত্ন-রহস্তে রত, রসিক; ২৭৭; ২৭৮;
 রত্নিলে-লা (হি°)—(‘রত্নিয়া’ অ°) রসিক; ২২২১;
 রচই—রচনা করে; ৫৩;
 রচইতে—রচনা করিতে; ১৬০;
 রচয়তি—রচনা করে; ২৪২৮;
 রজ—(স° ‘রজঃ’) ধূলা; ৯;
 রজনি (সী) (স°)—রাজি;
 রজনীকর (স°)—নিশাকর, চন্দ্র; ৫০২;
 রজই—রং দ্বারা চিত্রিত করে; ৪৮৩;
 রজন (স°)—১। রং দ্বারা চিত্রণ; ১৪;
 ২। সজ্জাব-বিধান;
 রজব—আনন্দিত করিব; ২৬২;
 রজয়ে—আনন্দিত করে; ২৫৯;
 রজল—রং দ্বারা চিত্রিত করিল; ৫৯;
 রজলু—আনন্দিত করিলাম; ১৬০৪;
 রজিত (স°)—রং দ্বারা চিত্রিত; ১৯৭;
 রট—বল, উচ্চারণ কর; ২২৬৫;
 রটই—বল করে; ১৫০১;
 রটত—শব্দ করে; ১৫৫৭;

রটী—(স° রটিত) শব্দ; ১৫০১; ১৫১৮;
 রটে—১। বলে; ৬৪৪;
 ২। ধনি করে; ২৪৭৩;
 রণরণি—রণরুহ ধনি; ২৪৭;
 রণিত (স°)—অলঙ্কার প্রভৃতির মধুর ধনি; ৩৩২;
 রত (স°)—১। নিবৃত্ত; ১৫০১;
 ২। রতি-ক্রীড়া, সজ্জাগ; ২৩৬;
 রতন—১। রত্ন; ১৫২;
 ২। স্বেচ্ছা; ১৭৬;
 রতি (স°)—১। অলঙ্কার; ১৪;
 ২। রতি-ক্রীড়া; ২৩৭;
 ৩। কামদেবের পত্নী; ৭৪;
 রতি—একটি কৃত্তের সমান গুণন; ১৬১৪;
 রদ (স°)—দন্ত;
 রদন (স°)—দন্ত; ১৪৮৪;
 রদ্র (স°)—হিং্র;
 রব (স°)—শব্দ; ২৬;
 রবই—শব্দ করে; ২৪৮৮;
 রবইতে—শব্দ করিতে; ৭১৬;
 রবাব (ফা°)—বীণা-বদন-বিশেষ; ১৫০১;
 রবার—রহিবার; ৩৩;
 রবিজা—সূর্য-স্বতা যযুনা; ১৮২৫;
 রভস (স°)—১। রসাবেশ; ৬২; ১৩৬;
 ২। সজ্জাগ; ২৯; ১০৫;
 ৩। বল-প্রয়োগ; ৫১;
 ৪। রহস্য, পরিহাস; ২৪৪; ২৪৭;
 রমণ (স°)—১। রতি-ক্রীড়া, সজ্জাগ; ১৩৪;
 ১৬৬০;
 ২। কাঙ্ক্ষা; ১৪৮;
 ৩। সজ্জাব-কৌশল; ২৪৫;
 ৪। মোহন-কারী; ৩২৮; ১৬৬০;
 রমসি—আনন্দিত করিতেছ; ৮২২;
 রমি—(স° ‘রমিতা’) সজ্জাগ; ১৫২৩;
 রমণ—(স° ‘পরিব্রজন’) আনন্দন; ৭৫৪;
 রম্ভা (স°)—কলাপাহ; ৮২২;

রসনা-নি-নী—(হি° 'রৈন') রজনী, রাজি; ২৭৭; রহত—১। রহে; ৬৮;

১৭৩৬; ২৮৬৩;

২। রহিতে; ৩২৬; ৪৩০;

রস (স°)—১। অহুবাগ; ৪৭; ২৩৭;

রহবি—রহিবি; ১২২;

২। আনন্দ; ৩১;

রহল—১। রহিল; ৩২;

৩। সন্তোষ; ২৫২;

২। রহিলাম; ২৫২;

৪। পারদ, পারা; ৩০৫;

রহলা—রহিল; ২১১;

রসন—রসনা, কটি-ভূষণ-বিশেষ; ১২৫৫;

রহলি—(জী° কজী°) রহিলা; ১২২;

রসনা (স°)—১। জিহ্বা; ১০৫৩;

রহলু—রহিলাম;

২। কটি-ভূষণ-বিশেষ; ২৪৬২;

রহসি (স°)—নির্জনে; ৫৩০;

রসবতি—রসবতী, রসিকা-নারী; ৬৩;

রহান্ন—রাধে; ১৩২৭;

রসবতী (স°)—১। রসিকা-নারী;

রহ—১। রহে; ১১;

২। পাকের স্থান ('সমানো রসবত্যাঙ্ক পাকস্থান-
মহানসম্'—অমর); ৮৮৪;

২। রহ; ৬৪৬;

রসবন্ত—রসিক; ৬৩;

৩। রহি; ৩৬২;

রসভূত—(স° 'রসভূত') রসপূর্ণ; ১৫১৫;

৪। রহিল; ৪৫;

রসভূত (স°)—আনন্দিত করন; ২৪২০;

৫। রহক; ১১৩;

রসাবেশ (স°)—রসের আবেশ অর্থাৎ আবির্ভাব; ১২৫;

রা—(স° 'রাহ', পূ° ব° 'রাও') শব্দ; ২৯৮; ১৮৫৩;

রসায়ন (স°)—১। রসপূর্ণ; ১০; ১৪;

রাই—(স° 'রাধিকা'; অপ° 'রাহিআ', 'রাহি') স্ত্রীরাধা;

২। আনন্দ-জনক; ৮৪; ১০৭;

৩২৬;

৩। সজীবন-কারক ঔষধ; ১৩৩৫;

রাকা (স°)—পূর্ণিমা; ৩৫০;

রসাল (স°)—১। রস-যুক্ত;

রাখউ—রাখুক; ১৬০২;

২। হুমধুর; ২;

রাখব—১। রাখিবে; ৬৪;

৩। হুমর; ২৬৪;

২। রাখিবে;

৪। আশ্র-যুক্ত; ৩০৮;

রাখবি—১। রাখিবি। ৪৫;

রসালি—হুমর; ১৪৮৭;

২। রক্ষা করিবি; ১০৭;

রসালি (স°)—নির্জলা দক্ষি, শর্করা প্রভৃতি দ্বারা তৈরী লেহু

রাখলি—(জী° কজী°) রাখিল; ২৩৩;

জব্য-বিশেষ; ২৫৫৭;

রসিকপন—('পন' জ°) রসিকতা; ২৩৮৮;

রাখি—১। রাখিয়া; ১২২; ২। রাখিও; ৩২৯;

রসিকিনি—রসিকা, রসবতী; ৭১;

রাখিয়ে—রাখা হয়; ২৬;

রসিরা—(স° 'রসিক', প্রা° 'রসিঅ') রসিক; ২৪৩;

রাখিল—রাখার যোগ্য; ৮২৬;

১৪২৩;

রাখিহ—ঠেকাইও; ১০২৬;

রহ—রহে; ১৫৮; ১৮১৪;

রাগ (স°)—১। অহুবাগ; ৪৩;

রহই—১। রহে; ১২০৪;

২। রক্তিমা; ৩৭১;

২। রহিতে; ২৪৭;

৩। (হি° 'রাগ') সঙ্গীতের রাগ বা রাগিনী; ১০৬৬;

রহইতে—রহিতে; ৩২৬;

রাগ-মালিকা, রাগ-মালিনী—'রাগ-মালা' নামে প্রসিদ্ধ
একজ সন্নিবেশিত নানা রাগ-রাগিনীর পল্লব; ১০৬৬;

২৭১৫;

রাগি—অহুরাগিণী ; ২১১ ;
 রাজা—রক্ত-বর্ণ ; ৩০ ; ১২২ ;
 রাজ—(স° 'রাজন্') রাজা ; ৮২২ ; ১৭৬৭ ;
 রাজ—বিরাজ করে ; ১১২ ;
 রাজ (জি)—১। রাজ্য ; ১০৬ ; ৬২৮ ;
 ২। রাজস্ব, রাজ-কর ; ১৩২৩ ;
 রাজত—বিরাজ করে ; ১৭২৬ ;
 রাজব—বিরাজ করিবে ; ১২৭৫ ;
 রাজীব (স°)—পদ্ম ; ১০৪৫ ;
 রাতা—রক্ত-বর্ণ ; ২১ ; ১৪৯ ;
 রাতি (তিয়া)—রাজি ; ৩১৪ ; ১৪৭২ ;
 রাতুল—('রাত' জ°) রক্ত-বর্ণ ; ৩২৮ ;
 রাব (স°)—শব্দ ; ৩৯ ;
 রাবিয়া—('রাব' জ°) শব্দ ; ১৮০৫ ;
 রাম (স°)—১। শ্রীরাম ;
 ২। অীবলরাম ; ২৫ ;
 ৩। রমণীয় ; ১৬৬০ ;
 রাম-কদলি—এক-জাতি কলা-গাছ ; ১৫৩ ;
 রামচাকি—ঐ নামের ক্রীড়ার উপকরণ চক্র ; ১১২৫ ;
 রাম-রস্তা—এক-জাতি কলা-গাছ ; ১২৩৫ ;
 রাম—(স° 'রাজ, প্রা° 'রাজ') ; ১। রাজা ; ৫১ ;
 ২। মহাশয় ; ২৬৬ ; ১৮৫৩ ;
 ৩। উপাধি-বিশেষ ; ১৫ ;
 রায়ান—আয়ান, শ্রীরাধার পতির নাম ; ২৫৬২ ;
 রাশি (স°)—১। সমূহ ; ১২৮ ;
 ২। মেঘ প্রভৃতি রাশি ; ১১২২ ;
 রাস (স°)—নারী-পুরুষের মণ্ডলাকারে নৃত্য ; ১০৬৬ ;
 রি—(হি° 'রি') জীলোকের সম্বোধনে অব্যয় ; ৭১ ;
 ১০৬৬ ;
 রিষত—দ্রষ্ট হয় ; ১২৭২ ;
 রিষাওন—দ্রষ্ট করণ, হর্ষ উৎপাদন ; ২২৬৬ ;
 রিষাওয়ে—('রীষ' জ°) ১। দ্রষ্ট করে ; ২৮৬০ ;
 ২। দ্রষ্ট হয় ; ১০৮৭ ;
 রিষাওহ—দ্রষ্ট কর ; ৫৮৮ ;
 রিষায়ত—দ্রষ্ট করে ; ১৪৩৭ ;

রিষায়ব—দ্রষ্ট করিব ; ২২৩৪ ;
 রিষায়বি—দ্রষ্ট করিবি ; ২৮২৫ ;
 রিষি—দ্রষ্ট হইয়া ; ৪৮৩ ;
 রিষি—(স° 'হৃদ' বা 'হৃদি') হৃদয় ; ৪৮৩ ;
 রিত (তি)—রীতি, প্রণালী ; ১৮৪ ; ৩৭৫ ;
 রিতি—রীতি ; ৫২০ ;
 রিতি-নতি—রীতি-নীতি ; ৪২০ ;
 রিমি-ঝিমি—(হি° 'কমে ঝমে') কম-ঝম শব্দে ; ১৪৪ ;
 রীক—(স° 'হৃদ' ; হি° 'মৈ' 'রীক' ধাতু)
 ১। দ্রষ্ট করে ; ২৪৬২ ;
 ২। দ্রষ্ট হইয়া ; ১৪৩৭ ; ২৮৬০ ;
 ৩। দ্রষ্ট করিয়া ; ২২২১ ;
 রীকলি—দ্রষ্ট হইলা ; ১৮২৫ ;
 রীকি—দ্রষ্ট হইয়া ; ২২৪৭ ;
 রীকো—দ্রষ্ট হয় ; ২৬২০ ;
 রীত (তিয়া)—রীতি, প্রণালী ; ৫১ ; ১৮০২ ;
 রীতু—ঋতু ; ১৪৩৩ ;
 রুখ—রুক ; ২৩৭০ ;
 রুখলি—রুক-শরীর-যুক্তা ; ১২১৮ ;
 রুচই—(স° 'রুচ' ধাতু—'রোচতে') ভাল লাগে ; ২২০০ ;
 রুচি (স°)—দীপ্তি, কাস্তি ; ৮০ ;
 রুচির (স°)—মনোহর ; ৩০৫ ;
 রুচে—ভাল লাগে ; ৮৩৬ ;
 রুক (স°)—সুগ-বিশেষ ; ১১৪২ ;
 রুকস—(স° 'রোলস') ভ্রমর ; ১৪৮২ ;
 রুহ—(স° 'বৃক', হি° 'রুখ') বৃক ; ৭০৮ ;
 রুবব—রুট হইব ; ১২৮৩ ;
 রে—('নিমিত্ত-অর্থে চতুর্থী-বিভক্তির চিহ্ন') ২৭৮ ; ১৬৫০ ;
 রেউড়ি—তিজ-ভাজা ও চিনি দ্বারা তৈরী মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ ;
 ২৫৫৭ ;
 রেখ (থি)—রেখা ; ২৩২ ; ৬৩৪ ;
 রেখাকিত—(স°) রেখা-যুক্ত ; ২২ ;
 রেগু (স°)—পরগ ;
 রেহ (হা)—রেখা ; ২০১ ; ৩৭১ ;
 রৈয়া—রহিয়া ; ৫৬৫ ;

রোই—১। রোদন করে; ১৬৩;

২। রোদন করিয়া; ৩৬২;

৩। রোদন করিয়া; ২৫১;

রোথ—রোষ, ক্রোধ; ৪৩;

রোথ—('রুহ' ঙ্গ) বৃক্ষ, ১ম ভাগ, ২১৪ পৃ;

রোথই (রে)—রোষ করে; ৪৩৩; ৬০৮;

রোথব—১। রোষ করিব; ৬০; ১২০৫;

২। রোষ করিবে; ২১৩;

রোথবি—রোষ করিবি; ২৭৩৮;

রোথল—রোষ করিল; ৪৪৪;

রোথলি—রোষ করিলি; ৪৩৫;

রোথলু—রোষ করিলাম; ৫২০;

রোথি—রোষ করিয়া;

রোচন (স°)—রুচি-কারী; ১৮২৫;

রোচি—(স° 'রোচি:') কাস্তি;

রোতি (তিয়া)—রোদন করে; ১৮১১;

রোদইতে—রোদন করিতে; ২৬২০;

রোদতি—(স° 'রোদতি') রোদন করে; ৭৬৬;

রোধ—(স° 'রোধ:') তট; ১৬৬৪;

রোধয়ে—রুদ্ধ করে, আটকাইয়া; ১৩২;

রোধল—রুদ্ধ করিল, আটকাইল; ২৭৩২;

রোধলি—রুদ্ধ করিলি; ৪৬৮;

রোপল—রোপণ করিল; ১৮৩;

রোপলু—রোপণ অর্থাৎ স্থাপন করিলাম; ৪৩৪;

রোপি—রোপি অর্থাৎ স্থাপন করিয়া; ১২৫৫;

রোপো—রোপিত হইল; ২৮৩৩;

রোয়—১। রোদন করে; ৩৭;

২। 'রোদন' করিয়া; ১৬০;

রোয়ই (ঙ্গ)—রোদন করে; ১৭০; ৫০১; ৫৫৭;

১৭৬৮;

রোয়উ—রোদন করুক; ৫০২;

রোয়ল—রোদন; ২৫০০;

রোয়ব—রোদন করিবে; ২৫০০

রোয়ে—রোদন করে; ১২২৪;

রোল (স°)—খন্ড, খন্ড; ১৪১

রোলই—খন্ড করে; ২১;

রোবাই—রোব করিয়া; ৪৮২; ৫৭১;

রোহিণি-নায়ক—রোহিণী নক্ষত্রের পতি চন্দ্র; ১৩৫;

[ল]

লইতে—লওয়াতে; ৬৮৭;

লইলু—লইলাম;

লক্ষ (স°)—লাখ; ১৩৭৪;

লক্ষ—লক্ষ্য, উদ্দেশ্য; ১৬৬০;

লক্ষ্মীপ্রিয়া—শ্রীগোরাঙ্গের প্রথমা পত্নী; ১৫২৭;

লখ—লক্ষ্য কর; ১১৮;

লখই—১। লক্ষ্য করে; ৩২৬;

২। লক্ষ্য করিতে; ৭৪; ৮৩;

লখন—লক্ষণ, চিহ্ন; ৭৩১;

লখি—১। লক্ষ্য; ৪২৩;

২। লক্ষ্য করিয়া; ৪২৩;

লখিমি (মী)—লক্ষ্মী, সম্পদ; ১৭৭; ১৬৩৫;

লখিমিনী—লক্ষ্মী; ২০৭০;

লখিল—লক্ষ্যের যোগ্য; ৭২২;

লখিলে—লক্ষ্য করিলে; ৭২২;

লগাত—লাগায়; ২৮১৩;

লগুড় (স°)—মোটা লাঠি; ১১২৭;

লঘু (স°)—দীর্ঘ; ২৮৮৮;

লঘি—(স° 'লঘী', 'লঘু-ক্রিয়া') মূত্রত্যাগ; ৩০৩৭;

লছন—লক্ষণ, চিহ্ন; ৪৮৩;

লছিয়া—('লছিমি' ঙ্গ) বিজ্ঞাপনের প্রতিপালক রাজা শিব-

সিংহের প্রধান মহিষী;

লছিমি—(স° 'লক্ষ্মী'; হি°, মৈ° 'লছিমো') লক্ষ্মী, সম্পদ;

৪৩৬;

লজিত—লজ্জিত; ১০২০;

লটকত—লটকে, বুলে; ১৫৬১;

লড়ি—লগুড়, বুল যষ্টি;

লনি (নী)—নবনীত, মাথার;

লপটল—লপটাইল, বেটন করিল; ২৭৪৩;

লপটাই—লপটাইল, বেটন করিল; ২৮২১;

লগত—আলাপ করে; ১০৭০;

লব (স°)—কণা, বিন্দু; ১;

লবলেশ—(স° ‘লব’ ও ‘লেশ’ উভয়ের অর্থ ‘কণা’; কণার
জোড়ের অল্প বিকৃতি); ১;

লভ—লভে, পায়; ১০৬০;

লভিত (স°)—প্রাপিত; ১৬৭৭;

লম্পট (স°)—লোভী; ২২৬৫;

লক্ষ (স°)—লাক্ষ; ২৬৬;

লয় (স°)—সীনতা, নিশ্চলতা; ৩৬২;

ললকার—(হি° ‘ললকনা’) বুলে; ২৬;

ললপিত—চমকিত (?); ১৫৫৮;

ললিত (স°)—হৃন্দর; ২০৬;

লহবি—সইব; ৪২০;

লহর-রি-রী—(স° ‘লহরী’) তরঙ্গ; ২৭৩; ৩০১৬;

লহ—লহু, অল্প; ৩; ৮২;

১। লাই—(স° ‘নামি’ ধাতু) নামাইয়া, লামাইয়া; ৫২৭;

২। লাই—(স° ‘লগ’ ধাতু)

১। লাগে; ৩২৬;

২। লগ হইয়া; ১২৬৬;

৩। লাই—(স° ‘রা’ ধাতু) লইয়া; ১৪২২;

লাইয়ে—সই; ১৮১৮;

লাওল—লইল; ১৭৬২;

লাখবান—(‘দশবান’ ত্র°, ‘দশ’ বুলে ‘লাখ’ কবি-স্থলভ
অতিশয়োক্তি) উজ্জলতম স্বর্ষ; ২৬৭;

লাখেলাখ—লক্ষ-লক্ষ; ৯৭২;

লাগ—লাগে; ১০০৭;

লাগই—লাগে; ১৭১;

লাগয় (য়ে)—লাগে; ১১৭; ১৮২২;

লাগল—লাগিল; ১৬৬;

লাগাই—১। লাগাইল; ১৫৩৯;

২। লাগাইয়া; ১৬২৪;

লাগায়লি—লাগাইতেছে; ৪১৬;

লাগি—১। লাগে; ২৩৪; ১৮২২;

২। লাগিল; ২০৭;

৩। লাগিয়া; ৭৫;

৪। জড়ে; ৩৫;

৫। হেতু, কারণ;

লাজ (স°)—খই; ১৯০৪;

লাজ—লজ্জা পায়; ২৬৫৭;

লাজাই—লজ্জা পাইয়া; ৮১;

লাজায়লি—১। (ত্রি° কর্তা) লজ্জা পাইল; ২৬১;

২। লজ্জা পাইল; ২৬৩০;

লাজায়লি—লজ্জিতা; ২৭৫১;

লাজে—১। লজ্জিত করে;

২। লজ্জা পায়; ১০৯০;

লাটুয়া—(স° ‘লট’, পৃ° ব° ‘লাটিম’) লাটু; ১১২৫;

লাড়লি (হি°)—আদরের পাত্রী; ২৯৬৬;

লাবণি—সাবণা; ৩; ১৫২;

লায়ব—সইব; ১৭৬০;

লায়ল—সইলাম, আনলাম; ১৮৩৩;

লাল (লন)—(স° ‘লালিত’ হইতে) আদরের পাত্র;
১৩২৬; ১৭৫৭;

লালক (স°)—লালন-কারী; ২৩১২;

লালস—লালসা; ২৮;

লালিম—(ফা° ‘লাল’) রক্তিম আভা; ১০৪;

লিখ—লেখে; ১৮৮৫;

লিখই—লেখে; ৪৮৬;

লিখইতে—লেখিতে, চিত্রিত করিতে; ৩১৫;

লিখন (স°)—১। পত্র;

২। রাজ্যদেশ পত্র; ১০৮০;

লিখু—লেখে; ৫২;

লিয়ে—১। লয়; ১৬৮০;

২। লইয়াছেন; ২০৬৯;

লিয়ে—(হি° ‘লিএ’ বা ‘লিয়ে’) জড়ে, নিমিত্তে; ২৮১৫;

লিয়ো—(ত্র° ‘লিও’) লইল; ৫১০;

লীখত—লেখে; ৫৫১;

লীজে—(হি° ‘লিজিয়ে’) লউন; ২৮৫৪;

লীলা (স°)—কেলি;

লীলা-কমল (স°)—বিলাস .হেতু করে যুক্ত কমল-পুষ্প;
৩১৩৩;

লুকা—লুকানো ; ১৩৩৮ ;
 লুকারত—লুকার ; ২৪৫ ;
 লুকারলি—(জী° কর্তা) লুকাইল ; ১২০ ;
 লুকারলু—লুকাইলাম ; ৭২৮ ;
 লুকারসি—লুকাইতেছ ; ২২৯ ;
 লুটে—লোটায় ; ৬১৫ ;
 লুঠই (ত)—লোটায় ; ৩৯ ; ১৫২ ;
 লুনি—('লনি' অ°) ২৫৬৬ ;
 লুবধ (ধক)—লুক ; ১০১ ; ১৯৮৮ ;
 লুবধল—লুক, লোভী ; ১০০ ;
 লুবধাই—লুক হইয়া ; ১৬৮৭ ;
 লুবধল (লোভী)—লুক, লোভী ; ১০০ ;
 লুলিত (স°)—আউলানো ; ২৬০ ;
 লুট—লুট করে ; ২৪৬২ ;
 লুঠই (রে)—লোটায় ; ১৫২০ ; ১৭০৩ ;
 লুঠল—লোটাইল ; ৩২৩ ;
 লেই—১। লয় ; ৩৯৮ ;
 ২। লইয়া ; ২৮১ ;
 লেউ—লউক ; ৭৫ ;
 লেওল—লইল ; ৫৩২ ;
 লেখা—১। লিখিত, অঙ্কিত ; ৩৬ ;
 ২। লিখন, পত্র ; ৬৮৩ ;
 ৩। গণনা ; ১৭ ;
 লেখি—১। লিখি, গণনা করি ; ৫৪৯ ;
 ২। লিখিয়া ;
 ২। লিখিতেছ ; ৩১ ;
 ৩। লিখিল ; ৩৫ ; ৫২৮ ;
 লেপই—১। লেপন করে ; ১২৮ ;
 ২। লেপিতে ; ৭৩১ ;
 লেপইতে—লেপিতে ; ৭৩১ ;
 লেপহঁ—লেপন করি ; ১৬৮৫ ;
 লেয়ল—লইল ; ২৪০ ;
 লেয়লি—(জী° কর্তা) লইল ; ৫২ ;
 লেশ (স°)—কণা ; ৩০১৭ ;
 লেহ (হা)—(স° 'য়েহ' ; প্রা° 'শিবেহ' ; হি° 'মৈ° 'মেহ')

প্রেয ; ১৭ ; ৫৬ ;
 লেহ—লও ; ১৭ ;
 লোৎস (স°)—চক্ষু ; ১ ;
 লোটন—১। নারীর নিয়মুখ ধোঁপা ; ৯৭১ ;
 ২। বেণী ; ১৩৫৫ ;
 ৩। ঝুলিয়া পড়া ; ১১৫২ ;
 লোটাই—লোটায় ; ৯১ ;
 লোটায়ত—লোটায় ; ১৫৬ ;
 লোটায়ল—লোটাইল ;
 লোটায়্যা—লোটাইয়া ; ৭৯১ ;
 লোভন (স°)—লোভ-জনক ; ২৮৮০ ;
 লোভয়ে—লোভ করে ; ২০৩ ;
 লোভা—১। লোভ ; ১৯৩ ;
 ২। লুক, লোভী ; ২০৮ ;
 লোভাই—লোভ করিয়া ; ২৪৪ ;
 লোম (স°)—১। রোম, রোয়া ;
 ২। জিবলীর রোম-রাজি ; ২১ ;
 লোর (রা)—অশ্রু-জল ; ১২১৮ ;
 লোল—চঞ্চল হয় ; ১৮১৪ ;
 লোল (স°)—চঞ্চল ; ১৮৮৬ ;
 লোলত (রে)—চঞ্চল হয় ; ১১৫২ ; ২৭১৫ ;
 লোলনি—চঞ্চলতা ; ১২৫৫ ;
 লোলাইয়া—চঞ্চল করিয়া ; ৭৮৬ ;
 লোলি—লোলা, চঞ্চলা ; ২৭৭ ;
 লোলিত—১। চঞ্চল ;
 ২। বিগলিত ; ৪০ ;
 লোলুপ (স°)—লুক, লোভী ; ২১৬৪ ;
 লোহ—('লোর' অ°) অশ্রু-জল ; ২১৭৪ ;
 লোহিত (ল°)—লাল-বর্ণ ; ২৩২ ;

[৩৭]

শকতি—শক্তি শেল ; ২৪৯৩ ;
 শকতি—শক্তি, ক্ষমতা ; ৬৮ ;
 শকই—শকা করে ; ১৯১২ ;
 শকর (স°)—মহাদেব ; ৪০৫ ;
 শকিল—শকা-বৃত্ত

শব্দিক (স°)—শাধারী; ৮০২;
 (টী)—ঐচ্ছিকভাবে মাতা; ১৭৬; ১৪২৭;
 শঠ (স°)—প্রবন্ধনা-কারী; ৪৬৫;
 শঠান—শঠতা; ৫৬১;
 শঠি—(‘শঠ’ অ°) প্রবন্ধনা-কারিণী; ৪২৬;
 শতধরিয়া—বে পুরুষ শত-সংখ্যক পর-গৃহে পরজী-গমন
 করে (গালি-বিশেষ); ৪১১;
 শতবান—(‘দশবান’ অ°; ‘দশ’ স্থলে ‘শত’ কবিত্বলব্ধ
 • অতিশয়োক্তি) উজ্জলতম; ৫১৪;
 শতেশ্বরী—(সম্ভবতঃ ‘সাতসরি’—সাত-সহস্রী শব্দের ভ্রান্ত
 সংজ্ঞা-রূপ) সাতনরী হার; ৪৮৩;
 শপতি (ষি)—শপথ, দিবা; ১০৭; ৮১২;
 শবদ—শব্দ; ৬১৭;
 শব্দিত—শব্দিত, শব্দ-যুক্ত; ১৫৬১;
 শমন (স°)—বহন-রাজ; ১৬৩;
 শমন (স°)—১। শোণন; ৭২৫;
 ২। শয্যা; ৩২৬;
 শয়ান—১। শয়ন;
 ২। নিদ্রা; ৩৩২;
 • ৩। শয্যা; ১১৫; ২২০৬;
 শরণ (স°)—১। আশ্রয়; ১০;
 ২। আশ্রয়-দাতা;
 শরৎ—শরৎ-কাল; ১২৭;
 শরবরি—শরীরী, রজনী; ১৭১৭;
 শলভ (স°)—ফড়িং; ২৬৮;
 শলাক—শলাকা, কানের অলঙ্কার-বিশেষ; ২৪৬১;
 শলি—শল্য, শেল; ২৫৩৩;
 শল (স°)—শলক, ধরগোস; ৬১৭;
 শশধর (স°)—চন্দ্ৰ;
 শশধর (স°)—চন্দ্ৰ;
 শশি (নী)—চন্দ্ৰ; ১৫৩;
 শশোধর—শশধর, চন্দ্ৰ; ২৪৫০;
 শাকর—(‘হি’ ‘শকর’) শরীরা; ২৮৬৪;
 শাকিনী—(‘ভাকিনী’ অ°); ২৫৬৪;
 শাধু—শাধা; ১৮২০;

শাধি (বী)—(স° ‘শাধিন্’—‘শাধী’) বৃদ্ধ; ১৪৭;
 ২৪১৫;
 শাভর (ল)—শ্যামল, শ্যাম-বর্ণ-বিশিষ্ট; ১১৪১
 শাভরি—(‘শাভর’ অ°, জী°)
 শাটি (টী) স°—শাড়ী; ২১; ২৪৬২;
 শাধান—(স° ‘শাধিত’) ধারালো; ৮১২;
 শাতকুট (স°)—বর্ষ; ১৬৩৪;
 শাতি—শান্তি; ৭৫; ১৮১৪;
 শামর—শ্যামল, শ্যাম-বর্ণ; ৫৩১;
 শামরি—শ্যামলা, শ্যাম-বর্ণা;
 শারি (রী)—মাদী শালিক-পক্ষী; ৬৫৮; ১০৮৮;
 শারি (রী) (স°)—শাশা-খেলার গুটি; ২৬৬২; ২৭২৭;
 শারিক—শালিক-পক্ষী; ৬৫৭;
 শারিণি—শারী; ১৪৮২;
 শারিণী—শারী; ১৪৮২;
 শাল—শল্য, শেল;
 শাল—শালা, গৃহ; ১৭৫৮;
 শাশ (ত)—(স° ‘শাশ্’; ‘হি’, ‘মৈ’ ‘শাস’) শাশুড়ী।
 ৩২২; ২৪৮২;
 শাস—শাস, নিষাস; ২৫;
 শিকড়—গাছের মূল; ৬৪২;
 শিখণ্ড (স°)—১। পুচ্ছ; ১২; ৩০০;
 ২। ময়ূর-পুচ্ছ; ২৪৩৩;
 শিখণ্ড—শিখণ্ডী, ময়ূর; ১৪৪;
 শিখণ্ডক—১। পুচ্ছ; ৭৪;
 ২। শিখণ্ডী, ময়ূর; ১৪২২;
 শিখণ্ডি—(স° ‘শিখণ্ডিন্’) ময়ূর; ২৪৩৩;
 শিখর (স°)—১। চূড়া; ৪২৬;
 ২। পর্বতের চূড়া; ১২;
 ৩। স্থলের হুড়ি; ২৬৭;
 শিখরী (স°)—ঘন দধি, শরীরা ইত্যাদি জল-মোহন
 প্রস্তুত পানীয়-বিশেষ; ১২৪২;
 শিখলি—শিখিরাহ; ২২৭;
 শিখায়ব—১। শিখাইবে; ৪৩১;
 ২। শিখাইব; ১১৫;

শিখারবি—শিখাইবি ; ৬২১ ;

শিখিনী (স°)—ময়ূরী ; ১০২৩ ;

শিখার—(স° 'শুকার' ; হি° , মৈ° 'শিংগার')

১। সাজ ; ৮২ ;

২। শূকার-কেলি, কাম-কেলি ; ২৫৬ ;

শিখারিনি—('শিখার' ঙ°) সজ্জিতা ; ১০৫৪ ;

শিক্তি (স°)—অলঙ্কারের ধ্বনি ; ২৪৬২ ;

শিতল—শীতল ; ২২৬ ;

শিখান—(স° 'শিরঃ-স্থান' শব্দ-জাত) ১। শিরের বালিশ

৬২৬ ; ২৮৩৫ ;

২। বালিশ ; ২৮৩৭ ;

শিরিধ—স্বকোমল পুষ্প-বিশেষ, শিরীষ ফুল ; ২০৪ ;

শিল—শীল, চরিত্র ; ১৭০ ;

শিশু—শৈশব ; ৩০১৬ ;

শিহালা—শেওলা ; ৮৭২ ;

শীকর (স°)—১। জল-বিন্দু ; ২২৪ ;

২। বিন্দু ; ২৭০ ; ১১০৫ ;

শীখ—শিখা ; ১৮৫৭ ;

শীখব—শিখিব ; ৬২২ ;

শীখর—শিখর, পর্বত-শৃঙ্গ ; ১৪২২ ;

শীখলি—শিখিলা ; ১৩৫১ ;

শীত (স°)—১। শীত-কাল ;

২। শীতল ; ৫১ ;

৩। শৈত্য, শীতলতা ; ১৭১৭ ;

শীতিম—(স° 'শি'তি'—সুত্র-বর্ণ) শেত ; ১০৩৩ ;

শীঘ্র (ঙ°)—সুসিষ্ট মন্ত-বিশেষ ; ২৮৮১ ;

শীঘ্র—শিব-লিঙ্গ ; ২১২১ ;

শীঘ্র—শির, মাথা ; ২৪ ;

শীঘ্র (স°)—চরিত্র ; ২৮১৬ ;

শীল—শিলা ; ২৬৪৮ ;

শীলিত (স°)—শূত ; ২৪৬২ ;

শুইছি—শুইতেছি ; ৮২০ ;

শুক (স°)—টিরা-পাখী ; ১০৮৮ ;

শুকল—শুক, শাদা ; ২৮১২ ;

শব (বা)—শব্দ ; ২০৭০ ; ২৭৮৭ ;

শুখারত—শুখার ; ৫২০ ;

শুখারল—শুখাইল ; ২৬৮ ;

শুচি (স°)—পবিত্র ;

শুণ (স°)—শুড় ; ২৭৮ ;

শুতবি—শুইবি ; ৪৬ ;

শুতয়ে—শোয় ; ১৫৬ ;

শুতল—শুইল ; ১৫২৩ ;

শুতলি—১। শয়ানা ; ১৮৭৬ ;

২। (জী° কর্জী) শুইল ; ২৫৮ ;

শুতাই—শয়ন ; ২৮২১ ;

শুতাগুলি—('শুতারলি' ঙ°) ; ১৮৭৭ ;

শুতায়ই—শোয়ায় ; ১৭২৫ ;

শুতায়বি—শোয়াইবি ; ২৮২২ ;

শুতায়ল—শোয়াইল ; ১৩১ ;

শুতায়লি—(জী° কর্জী) শোয়াইল ; ১৭৭২ ;

শুতি (তিয়া)—শুইয়া ;

শুতিয়াছে—শুইয়াছে ; ৬৫৬ ;

শুতে—শোয় ;

শুধা—(স° 'শুধ'—অমিশ্র) রিক্ত, শূত্র ; ১১৪৭

শুধু—('শুধা' ঙ°) কেবল ; ১২৫ ;

শুন—শূত্র ; ৬১ ; ১৬৩৮ ;

শুন—১। শোনে ;

২। শোন ; ৩৭১ ;

শুন—শুনিয়া ; ২৪৮২ ;

শুনই—১। শোনে ; ৩২ ;

২। শুনিতে ; ৪৫ ;

৩। শুনিয়া ; ৪৭ ;

শুনইছে—শুনিতেছেন ; ১০৬১ ;

শুনইতে—শুনিতে ; ১৮ ;

শুনত—১। শোনে ;

২। শুনিতে ; ১২৫৫ ; ১৭৩৬ ;

শুনব—শুনিবে ; ১০২৪ ;

শুনসি—শুনিতেছে ; ২৩১ ;

শুনায়ত—শুনায় ; ৭৪৪ ;

শুনায়ল—শুনাইল ; ১৮৮ ;

তনিলু—তনিলাম; ৩৩;
 ততোদয় (স°)—সোভাগ্য; ৮২৪;
 তত্র (স°)—যেত-বর্ষ; ১৫১৩;
 তত্ত (স°)—ঐহর্গার দ্বারা নিহত দৈত্য-বিশেষ; ৪০৬;
 তত্থ—তত, তত্থনা; ১৭৭৬;
 ত্বক—ত্বক, টিয়া-পাখী; ১৪২২;
 ত্বতই—শয়ন করে; ১৭১৭;
 ত্বতব—শয়ন করিবে; ৩০৮১;
 ত্বতল—ত্বতল; ১৬৩;
 ত্বতলি—(ত্রী° কর্তা) ত্বতল; ৩০২;
 ত্বতলু—ত্বতলাম; ৬০৮;
 ত্বতি—ত্বতয়া; ২০;
 ত্বতিয়ে—১। ত্বত;

২। শোয়া যায়; ৩২০;

শুন—শুত; ৪৬;
 শুন—শোনে; ৮১;
 শুনই (ত)—শোনে; ১৬৪; ১৬৫;
 শুনব—শুনব; ১৭০৩;
 শুনয়ে—শোনে; ৪১৭;
 শুনল—শুনল; ১৭০৩;
 শুনসি—শুনতেছ; ২৩১;
 শুনহ—শোন; ১২৬৫;
 শুনিয়ে—১। শুন; ১১১;

২। শোনা যায়; ৩৫৮;

শুর (স°)—বীর; ৩৫০;
 শেখর (স°)—১। শিরোভূষণ; ১৩;

২। রসিক-চূড়ামণি;

৩। পদ-কর্তা-বিশেষ; ত্রিকৃষ্ণ;

শেজ—শয্যা; ৭৫;
 শেল—তীক্ষ্ণগ্রা অস্ত্র-বিশেষ, শূল; ১৭৭;
 শেব (স°)—১। জনস্ত-দেব; ১১৪৪;

২। পরাকাষ্ঠা, সীমা; ১২০;

৩। অস্ত্র; ১৮০;

৪। ভোজ্য-দ্রব্যের অবশিষ্ট; ২৮১২;

শেবা—শেব-বর্ষ; ১৮৭৭;

শেহলি—শৈবাল, শেওলা; ১০৫৬;

শৈবল, শৈবাল (স°)—শেওলা; ২৭১;

শৈল (স°)—গর্জত; ৪২৮;

শোকিল—শোক-জনক; ১৮২০;

শোভ (ভই)—শোভা করে; ৫৪৪;

শোভনি—শোভা; ১৩২৭;

শোভিতা—শোভিত; ১৭৭০;

শোভত—শয়ন করে; ১৮৬৬;

শোয়াস—শাস; ২৮;

শোর (ফা°)—গণ্ডগোল;

শোষিত (স°)—যাহার রস শোষণ করা হইয়াছে; ১৭১;

শোহ (হে)—শোভা করে; ১৭০;

শোহই (ত)—শোভা করে; ১৩২; ৫৪৪;

শোহন—শোভন, স্তম্ভর; ১৩২;

শোহনি—শোভা; ১৩০৫;

শোহা—শোভা; ১৫৮৫;

শোহাওন (না)—শোভা-যুক্ত; ২২৭২;

শোহায়ত—শোভা দেয়; ২২০৩;

শোহায়ন—শোভা-যুক্ত; ১৭৩৬;

শোহায়ল—শোভিত করিল; ৬২২;

শোহিতা—শোভিতা; ২৪৬৬;

শোহিনি (নী)—শোভিলী, শোভা-কারিণী; ২৭০; ২৭১৫

শ্রাম (স°)—১। শ্যাম-বর্ষ-বিশিষ্ট; ২৮৮৪;

২। ত্রিকৃষ্ণ; ১২৪;

শ্যাম-যুগতি—১। শ্যাম-যুগি ত্রিকৃষ্ণ; ৩৫০;

২। শ্যাম-যুগি অঙ্ককার; ৩৫০;

শ্যামর (রু)—১। শ্যামল, শ্যামবর্ণ; ৪০;

২। ত্রিকৃষ্ণ; ৪০; ১৬৬;

শ্যামরি—শ্যামলা, শ্যামবর্ণ; ৪১;

শ্যামলয়া (স°)—শ্যামলা নারী সখির সহিত; ২৫৭১;

শ্যামা (স°)—১। শ্যাম-বর্ণী; ৫৩৬;

২। ত্রিরাধার প্রিয় সখী-বিশেষ;

শ্যামা—শ্যাম-বর্ণী; ৪৮২; ৫২২;

শ্রবণ (স°)—১। শোনা;

২। কান; ১০৭;

প্রম—পরিপ্রম; ১২০;

প্রম-কল (স°)—প্রাম; ১২০;

প্রিকল (স°)—বিষকল;

প্রিবৎস (স°)—প্রিকের বকের চক্রাকার রোম-রাজি;
৭৮২;

প্রিবাস (স°)—১। প্রিকৃৎ; ১২৪৩;

২। প্রিগোরাঙ্কের ভক্ত-বিশেষ; ৮;

প্রতি (স°)—১। বেম;

২। কান; ১৩২;

প্রতি-পুট (স°)—কর্ণ-যুগল; ১১৮;

প্রোণি (ঐ) (স°)—নিতম্ব; ১৩২৩;

প্রাঘই—প্রাধা করিয়া;

[অ]

বটপদ—বটপদ, জয়র; ১৪২২;

বড়—(স° 'বট'-শব্দ-জাত) ছয়; ১৪৮২;

বঙ (স°)—বাঁড়; ২৫৫২;

বঠ (স°)—ছয়; ১৩১;

বাঁড়া—(স° 'বঙ') বাঁড়; ১৩৮৬;

বোড়ন (স°)—বোল; ৪৮৪;

[জ]

সঁকীরণ—সঁকীর্ণ, মিশ্রিত; ৪৫০;

সঁটার—সঁকার; ৭৬২;

সঁবরী—('সমরী' অ°) সংস্কার করিয়া; ২৭৬৮;

সঁতোপ—সঁতোপ, কাম-কেলি; ৪৫০;

সংকিশ্ত (স°)—সংক্ষেপে কৃত; পূর্বরাগের পরে নান্দক-
নারিকার বে সঁতোপ বটে, উহাকেই রস-শাস্ত্র অহুসায়ে
সংকিশ্ত সঁতোপ বলা যায়; ২২৪;

সংকৃত (স°)—কৃত; ৬৪২;

সঁতোপ—সঁতোপ, কাম-কেলি; ৪৫০;

সঁত্রম (স°)—সঁতোচ, ভয়; ৭৩১;

সঁসেবর (স°)—সম্যক-রূপে ভজন করা; ২২৮;

সঁকটক—সঁকটক; ২২০৫;

সকল (স°)—১। সমস্ত; ২১২২;

২। সম্পূর্ণ কলা-যুক্ত অর্থাৎ বোল কলা-বিশিষ্ট;
২১২২;

সকোপিত—কোপ-যুক্ত;

সখড়—সকড়ি; ২৬২২;

সখিনি—সখিনী, সহচরী; ২৩২;

সগরি—সকল; ৭৪০;

সগরিহ (হ)—সকল-ই; ২৩৬৬; ২৮২২;

সখন (স°)—খন অর্থাৎ মেঘ-ধারা যুক্ত; ২৭৭;

সখন—পুনঃ পুনঃ; ২২;

সঙরসি—স্বরণ করিতেছে; ৪২৭;

সঙরি (রিয়া)—স্বরণ করিয়া; ৮০৮; ১৫৭৭;

সঙরিতে—স্বরণ করিতে; ২৫০০;

সঙরিয়া—সংস্কার করে; ১৬২৮;

সঙারত—(স° 'সং+বৃ' ধাতু—সম্বরণে) সংস্কার করে;
৪৮৩;

সঙারি—সংস্কার করিয়া; ২৬৫০;

সঙারিতে—সংস্কার করিতে; ৩০৩;

সঙে—('সঙে' অ°) সহিত; ২২১২;

সকীরণ—(৪৫০ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য) রস-শাস্ত্রের বর্ণিত
চারি-প্রকার সঁতোপের মধ্যে 'সঁকীর্ণ' নামক মানের পর-
বর্তী ২য়-প্রকার সঁতোপ;

সঁকীর্ণ (স°)—('সংকীরণ' অ°); ৬০৮;

সঁকুচ—সঁকুচিত করে; ৫৩;

সঁকুল (স°)—ব্যাগু, পূর্ণ;

সঁকেত (স°)—১। ইঙ্গিত, ইশারা;

২। গুপ্ত মিলন-স্থল; ২৭১;

সঁক (স°)—১। সঁমিলন; ৬৩;

২। সঁতোপ; ২১৩;

৩। সঁকে, সহিতে; ৬৪১; ৫২৩;

সঁকব (স°)—গোষ্ঠ; ৬২৮;

সঁকম (স°)—১। সঁমিলন; ৪;

২। সঁতোপ; ১৮২;

সঁকর (স°)—যুগ; ১৪৮৪;

সঁকতি—(হি° 'সঁকতি', বা° 'সঁকতি') সহচর, সাথী; ৪৩২;

সজাতি—সজতি, সমিলন; ১০৭৩;

সজিত (স°)—১। সমিলন;

২। সজত; ২১৩;

৩। সাযজসা; ২৮২২;

সজিত (স°)—সংজ্ঞা-যুক্ত, সূচিত; ৩৭৬;

সজিত—সজীত, গান; ১৪৩৮;

সজিনি (নী)—সহচরী, সখী; ৭১;

সজিয়া—সজী; ২৭৭;

সজোপ (স°)—সজোপন; ১১১২;

সজ্ব (স°)—সমূহ; ১২১৮;

সচকিত (স°)—চঞ্চল; ৪৮;

সচুল (স°)—চূড়া-সংযুক্ত; ৬২;

সচেতনি—সচেতনা, চৈতন্য-যুক্তা; ২৫১;

সচেল (স°)—সবস্ত্র, বস্ত্র-সহিত; ১৪৪১;

সজ—সজ্জা; ২৭২৭;

সজনি (নী)—সখী; ২৮;

সজল—জল-যুক্ত; ৭৩;

সজ্ঞ—সজ্জা; ২২১০;

সঞ্চে—(হি°, মৈ° 'সে') ১। দ্বারা (ওয়া-বিভক্তির চিহ্ন) ৮৩১;

২। হইতে (য়ী-বিভক্তির চিহ্ন); ৮১; ১১৫;
১২৭;

সঞ্চে—(স° 'সজ', বা 'সনে') সঞ্চে; ৩৭; ৫৮; ৮৫;

সকর—(স° 'সকর' ধাতু) ১। সকরণ করে; ৬৭;

২। সকার করে, সৃষ্টি করে; ১৪২২;

সকার (স°)—১। সকরণ, গতি; ১৫১;

২। চেষ্টা, বস্তু; ১৬৮;

সকারি—অলঙ্কার শব্দের বর্ণিত 'অলঙ্কার' প্রভৃতি 'সকারি'-
ভাবে; ১৬৭;

সকারি—('সকর' হ্র°) সকরণ করে; ২১৫;

সকাত—(স° 'সংবন', পু° বা 'সংবোৎ') সংবন, কমা;
৩৮৭;

সকত্তর—(স° 'সত্তর') বাধীন; ২৫৩২;

সকত্তরি—('সকত্তর' হ্র°; স্ত্রী°) বাধীনা; ২১০;

সকর—(স° 'সকর') ১। দ্বারা-যুক্ত, দ্বারা; ২৫৩;

২। সতর্ক; ৮২৫;

সতি (তী)—সতী, সাধনী; ৬০;

সতি—সত্য; ৭৬; ১৪৫;

সতীপন—সতীষ; ২৮৬০;

সতী-সাথে—('সাধ' হ্র°) সতীর অভিமான;

সত্ব (স°)—সত্ব-গুণ; ১১১২;

সত্ব (স°)—যজ্ঞ; ১৭২;

সদন (স°)—গৃহ; ৩৩৬;

সদায়—সদা, সর্বদা; ১৫৫;

সনেহ—('নেহ' হ্র°) ১৬২৫;

সন্ত (হি°)—সন্তান; ১৪২২;

সন্তত (তি) (স°)—সতত; ১৭৩৫; ১৮১৭;

সন্ততি—(স° 'সন্তত') সতত; ১৭৩৫;

সন্ততি (স°)—সন্তান; ১৭৮৮;

সন্তাপই—সন্তাপিত করে; ২৭১৭;

সন্তাপই—সন্তাপ শেষ; ১৮০২;

সন্তায়বি—সাম্বনা করিবি; ২৪২৩;

সমেশ (স°)—১। সংবাদ; ৩৩৬;

২। (সংবাদ বা তত্ত্বের সহিত প্রেরিত হওয়ার)

উৎকৃষ্ট মিষ্ট অর্থাৎ দুর্লভ বস্তু; ৭২২; ৮১৪; ৮৩৬;

সন্ধান (স°)—১। সংযোজন; ২৩১;

২। বাণদ্বারা বিদ্ধকরণ; ২৪৪৭;

৩। বাহা; ২২২৬;

সন্ধ্যামুনি—এক-জাতি সর্প (?); ৮৫১;

সন্ধ্যা—('সন্ধ্যা' হ্র°) বন্ধন; ১৪৮৪;

সন্ধ্যা (স°)—বন্ধন; ১৪৮২;

সপদ (স°)—উত্তম অবস্থা; ২৫২৮;

সপদি (স°)—তৎকণাৎ; ৬২;

সপন—সপ্ন; ১২৬;

সকরি (রী)—পুষ্টি-মাছ; ২৭১;

সব কোই—বাবতীর লোকে, সকলে; ১৮১৩;

সবয়স—সম-বয়স; ১৩০৮;

সবহ—সকল-ই; ২২৭;

সবে—(সকলের মধ্যে) কেবল; ১৪৫; ১৭৫২;

সবে—সাহিব—৩৩২;

সভা—১। সভা, সমিতি ; ৮ ;

২। সভা, সকল ; ১৬ ;

সভাকার—সকলের ; ১৮৫২ ;

সভাকারে—সকলকে ; ১৪২২ ;

সভে—সকলে ; ১৬ ; ২৩ ;

সমঝি—বুঝিতে ; ২৫১৪ ;

সমতি—১। সমতি, সাড়া ; ৪১ ;

২। স্বীকৃতি ; ৫৬০ ;

সমতুল—সমতুল্য, সদৃশ ; ১০২ ;

সমবন্ধ—সম-বন্ধক ; ৬২৮ ;

সমর (স°)—যুদ্ধ ; ৪০২ ;

সম-রস—সমান রস-যুক্ত ; ২৪২২ ;

সমরী—('সজারি' ত্র°) সংস্কার করিয়া ; ২৭০৪ ;

সমরেহ—('সমরী' ত্র°) সংস্কার কর ; ২৭০৪ ;

সমর্পির্নু—সমর্পণ করিলাম ; ৩০১৭ ;

সমাওত—(স° 'স' + মা' ধাতু) প্রবেশ করে ; ৩০১৬ ;

সমাগতি (স°)—সমাগম, সম্মিলন ; ২২০ ;

সমাজ (স°)—সমূহ, সম্ভ্রদায় ; ২৩২ ;

সমাধয়ে—ধ্যান করে ; ৩০৪ ;

সমাধল—শেষ করিল ; ১০৬২ ;

সমাধা—নিষ্পত্তি, প্রতিকার ; ৬১ ;

সমাধান (স°)—১। শেষ ; ৫৬৮ ;

২। সম্পাদন, নির্বাহ ;

৩। উপায়, প্রতিকার ; ৫৬২ ;

সমাধি (স°)—১। গভীর ধ্যান ; ৫৬ ;

২। স্থির, নিষ্কর ; ৮৩৮ ;

সমাধিয়া—সমাধি অর্থাৎ ধ্যান করিয়া ; ২৪৬৬ ;

সমাধিয়া—সমাপ্ত করিয়া ; ৭৫৭ ;

সমাধই—সমাপ্ত করে ; ৪২১ ;

সমাধন (স°)—সমাপ্তি ; ২৪ ; ১৬০১ ;

সমাধল—সমাপ্ত করিল ; ৭১৮ ;

সমাধলু—১। সমাপ্ত করিলাম ; ১৬০৪ ;

২। বিলীন করিলাম ; ৩০১৬ ;

সমাধি—সমাপ্ত করিয়া ; ১৫২৩ ;

সমাধা—(স° 'স' + 'আপ' ধাতু) সমাপ্ত হইল ; ২৬২৮ ;

সমারি—সমরণ করিয়া ; ২৫১৩ ; ২৭৩৪ ;

সমিগ—সমীপ, নিকট ; ১০৬১ ;

সমীপ (স°)—নিকট ; ২৮১ ;

সমীর (রূপ) (স°)—ঘাঘু ; ৩৩৭ ; ১০২৬ ;

সমীলন—সম্মিলন ; ২২০৪ ;

সমুঝে—বুঝক ; ১০০৪ ;

সমুঝল—১। বুঝিল ; ৩৩২ ;

২। বুঝিলাম ; ৪১৩ ;

সমুঝল—বুঝিল ; ১৮১২ ;

সমুঝলি—বুঝিলি ; ৪৭২ ;

সমুঝসি—বুঝিতেছ ; ২৩৬ ;

সমুঝহ—বুঝিয়া দেখ ; ১৫৬ ;

সমুঝাই—বুঝে ; ২৭৩৭ ;

সমুঝাই—সমুঝাইয়া ; ৪৫২ ;

সমুঝাওয়ে—সমুঝায় ; ১২৪৩ ;

সমুঝাব—বুঝাইবে ; ২৩৩ ;

সমুঝায়—সমুঝায় ; ১৮২৬ ;

সমুঝায়ত—সমুঝায় ; ১৮৩০ ;

সমুঝায়ব—১। বুঝাইবে ; ৪৩৭ ;

২। বুঝাইব ; ৪৭২ ;

সমুঝায়ল—সমুঝাইল ; ৪৩৪ ;

সমুঝায়লু—বুঝাইলাম ;

সমুঝি—বুঝিয়া ; ১০২

সমুঝিয়ে—১। বুঝি ; ১৩৬ ;

২। সম্মত মনে করি ; ৪০৬ ;

সমুঝনি—সমুঝে ; ১৭৭৪ ;

সমুঝিমান—স্বকীয় প্রবাসের পরে নান্দক-নারিকার যে পরম

উল্লাসময় সন্তোষ ঘটে রস-শাস্ত্র অঙ্গগারে উহাই সমুঝি

মান নামে প্রসিদ্ধ ; ১২৮৫ ;

সম্পন্ন (স°)—পূট ; প্রবাসের পর উৎকৃষ্ট নান্দক-

নারিকার যে উল্লাস-যুক্ত সন্তোষ ঘটে, রস শাস্ত্রে উহাই

'সম্পন্ন' সন্তোষ বটে ; ৬৫৫ (টীকা ত্র°)

সম্পন্নন—সম্পাদন ; ১৫১৮ ;

সম্পূট (স°)—কোটা, ভিবা ; ৩১০ ;

সম্পূরণ—সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ ; ২৩১ ;

সম্বর—১। সম্বরণ করে; ১৬৩;

২। সম্বরণ কর; ৩৮২;

সম্বর (স°)—ঐ নামে প্রসিদ্ধ অম্বর; ২৭৩২;

সম্বর-বৈরী (স°)—প্রত্নায় অর্থাৎ কন্দর্প; ২৭৩২;

সম্বর—১। সম্বরণ করে; ২৭৫;

২। সম্বরণ কর; ৩৮২; ৪০৬;

সম্বর—সম্বরণ; ১০১২;

সম্বাই—সংবাহন করিয়া অর্থাৎ টিপিয়া দিয়া; ৩০৭১;

সম্বাদব—১। সংবাদ দিবে; ৩১৪;

২। সংবাদ দিব; ১৬৫৮;

সম্বাদল—সংবাদ দিল; ২২০;

সম্বাদহ—১। সংবাদ; ৩১৩;

২। সংবাদ দেও, দিও; ১৭১৫;

সম্বাদি—সংবাদ লইয়া; ১৬৩৭;

সম্বাহই—হস্ত-পদাদি মর্দন কর; ৬০৮;

সম্বাহন (স°)—হস্ত-পদাদির মর্দন; ১২৩১;

সম্বাহব—সংবাহন করিব অর্থাৎ টিপিয়া দিব; ৩০৭০;

সম্বাহি—সংবাহন করিয়া; ৩০৮২;

সম্বিত—(স° ‘সংবীত’) সংযুক্ত; ১৫১৮;

সম্বিত—(স° ‘সংবিত্’) ১। চৈতন্য; ১৬০৫;

২। সোয়াস্তি; ৬৩৫;

৩। হুহু; ৮৬২;

সম্বীত—(‘সম্বিত’ হ্র°) সোয়াস্তি; ১৮২২;

সম্বোধই—সম্বোধন করে; ২৮৮০;

সম্বোধব—সম্বোধন করিব; ১৭১৭;

সম্বালি—প্রবেশ করিয়া; ২৮৬০;

সম্বাইল—প্রবেশ করিল; ৮২৬;

সম্বারব—প্রবেশ করিবে; ১২৮৩;

সম্বারল—প্রবেশ করিল; ১৭৭; ১০২৬;

সম্বার (স°)—আয়োজন; ১১২২;

সম্বার—সম্বরণ; ১০৪২;

সম্বাব (স°)—সম্ভাবণ, আলাপ; ২৬;

সম্বাবই—আলাপ করে; ৩৫৮;

সম্বাবলি—আলাপ করিতেছে; ১৩৮;

সম্বাবি—আলাপ করিয়া; ৮১;

সম্ভেদ (স°)—১। মিলন; ২৫২;

২। সংঘটনা; ৭৩৫;

সম্ভেদল—সম্যাক্রূপে ভেদ অর্থাৎ পৃথক করিল; ২৫০৫;

সম্মম (স°)—সন্মান; ২৩৮;

সম্মানি—(‘সিন্নানি’ হ্র°) চতুরা জী; ২৩১৭;

সন্ন—১। সন্ন, কণ্ঠ-ধ্বনি; ৬৩৪;

২। গীত; ১৪৪২;

৩। সন্ন (স° ‘সন্ন’) দুধের সন্ন, মালাই;

সন্নণা (গি)—সন্ননী, পথ; ২৭৭;

সন্নপ্পি—(সন্ন পুরিয়া?) মিষ্টান্ন-বিশেষ; ২৫৫৭;

সন্নব—চলিব; ১৪৮৪;

সন্নবর—সন্নোবর; ২১;

সন্নবস—সন্নব; ১২২;

সন্নবি—চলিবি; ১৪৮৪;

সন্নভাজা—দুধের সন্ন দ্বারা তৈরী প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন-বিশেষ; ২৫৫৭;

সন্নম—(ফা° ‘সন্নম’) লজ্জা; ৫৭১;

সন্নমগুল—(স° ‘সন্ন-মগুল’) বীণাযন্ত্র-বিশেষ; ২৭২২;

সন্নমিত—(‘সন্নম’ হ্র°) লজ্জিত; ২১৫৬;

সন্নরুহ—সন্নোরুহ, পদ্ম; ২৫০;

সন্নস (স°)—১। সন্ন-যুক্ত, আনন্দ-যুক্ত; ৫৫৭;

২। প্রফুল্ল; ২১২;

সন্নসয়ে—সন্ন-যুক্ত করে; ১২৭৭;

সন্নসি—সন্নস অর্থাৎ আনন্দিত হইয়া; ২৬৮১;

সন্নসি—সন্নসী, সন্নোবর;

সন্নসিজ (স°)—পদ্ম;

সন্নসিক্কা (স°)—পদ্ম;

সন্নসী (স°)—সন্নোবর; ২৪৬২;

সন্নি—(স° ‘সন্ন’=মালা) মালা; ২৭৪০;

সন্নথি—(স° ‘সন্ন’=সদৃশ, তুল্য; ৭০২;

সন্নথি—(স° ‘সন্ন’=সন্নি) সন্নি; ৪২৮;

সন্ন—মিহি; ২১০;

সন্নপ—সন্নপ, বর্ষাধ;

সন্নৈ—চলে; ২৭০০;

সন্নোজ (স°)—সন্ন; ২৬৮১;

সরোজ (স°)—পদ্ম ; ১২ ;

সহ—সহে ; ৯৮ ;

সহই—১। সহে ; ১৭৪ ;

২। সহিতে ; ৩৭ ;

সহকারি—সহকারী, সাথী ; ২৫৫১ ;

সহচরিত্র—সঙ্গিনী ; ৮৬ ;

সহজ (স°)—১। স্বাভাবিক ; ১৬৭ ;

২। স্বভাবতঃ ; ১৫০ ;

৩। সাধারণ ; ১২০ ;

সহজে—১। স্বভাবতঃ ; ৪১ ;

২। বিনা কষ্টে ; ২২২ ;

সহবি—১। সহিবে ; ২২২ ;

২। সহিবি ;

সহায়—১। সাহায্য-কারী ; ১২৮ ;

২। সহায়তা ; ১৮৫ ;

সহিতে—সাথে ; ১২৮ ;

সহ—সহে ; ১৬৬৫ ; ১৭৪৭ ;

সহ—সহিতে, সহ করিতে ; ১৬২ ;

সহে—সহিত ; ২২১১ ;

সহোদর (স°)—১। সহোদর ভ্রাতা ;

২। সমুদ্র ; ৭৮২ ;

সাঁচ (চি)—সত্য ; ৩৭৩ ;

সাঁচি—১। সজ্জিত করিয়া ; ৮৮ ;

২। সজ্জিত করিয়াছে ; ২২৭ ;

সাঁজ (ব)—(স° 'সজ্জা' ; প্রা° 'সজ্জা') সজ্জা ; ২৫২ ;

১৫২২ ;

সাঁতার—১। সত্তরপ ;

২। সত্তরপীঠ, সত্তরপ-যোগ্য ; ১৪২৩ ;

সাঁঝি—সংযোজন করিল ; ২৩৬১ ;

সাঁতারি—(স° 'সং-মা' ; হি° 'মৈ' 'সমা' ; বা° 'সাম্বা')

ধাতু) সাম্বাহিয়া, গোপন করিয়া ; ২২৮ ;

সাঁই—সহিত ; ১০৫৪ ;

সাঁজি—(স° 'সাধ' ; প্রা° 'সাহ' ধাতু) সাধিয়া ; ২৫২ ;

সাংখ্য (স°)—কপিল মুনি-প্রণীত সাংখ্য-দর্শন ; ১১ ;

সান্ধি (ধী)—১। সান্ধী ; ৪৩ ;

২। সান্ধ্য, প্রমাণ ; ২২৬ ; ২৩০ ;

সাঁওর (জী° 'সাঁওরি')—ভামল, ভাম-বর্ণ-কিশিট ; ২৫৩ ;

সাঁওলি—ভাম-বর্ণা গাভী ; ১১২২ ;

সাঁঝাতি, সাঁঝাতি—('সজ্জাতি' জ°) সজ্জা সখা ; ২১৭ ;

২০৩৮ ;

সাঁচি—সত্য ; ১৬০৮ ;

সাঁজি—(স° 'সহাধ' ; 'সাঁজি' জ°) সত্য ; ১২৮৩ ;

সাঁচনা—সহ জমাইবার সাজা ; ২১২২ ;

সাঁজ—সাজে, শোভা পায় ; ৭৩ ;

সাঁজ—সজ্জা ; ১১২ ;

সাঁজই (ত)—১। সাজে ; ২১ ;

২। (অন্তর্ভুক্ত শিল্প) সাজায় ; ২৮৩ ; ২৭৩০ ;

সাঁজাওত—সাজায় ; ২৭৫১ ;

সাঁজক—সাজ-কারী ; ২১৫১ ;

সাঁজনা-নি-নী—সজ্জা ; ২২৩ ; ১০০২ ; ২২০২ ;

সাঁজল—১। সাজিল ; ৮০ ;

২। সজ্জিত ; ৩৫৮ ;

সাঁজলু—সাঁজাইলাম ; ২৭৩৮ ;

সাঁজহ—সাঁজাও ; ৭৫ ; ৩১৩ ;

সাঁজা—সজ্জিত, শোভিত ; ২৭১ ;

সাঁজাওল—সাঁজাইল ; ১০০৬ ;

সাঁজায়লি—(জী° 'কজী') সাঁজাইল ; ৩৭১ ;

সাঁজালু—সাঁজাইলাম ; ২৮২ ;

সাঁজে—১। সজ্জা করে ; ১০০২ ;

২। শোভা পায় ;

সাঁটোপ (স°)—আড়ম্বরের সহিত ;

সাঁটোবে—('আটব সাটব' জ°) আড়ম্বরের সহিত ;

২৬৩১ ;

সাঁত (স°)—প্রদত্ত ; ২৩৪ ;

সাঁত—(স° 'সান্ধ্য') অন্ধার ;

সাঁত—সহিত, সাথ ; ২৮৫ ;

সাঁতলী—জীড়কদের সর্গ (?) ; ১১২৫ ;

সাঁতায়লি—সাধনা করিল ; (জী° 'কজী') ; ২৫০২ ;

সাঁতি—(স° 'সান্ধ্য') অন্ধার ; ২৬৩৮ ;

সাঁতুল—সহন, তুল্য ; ১৮৭২ ;

সাধ (ধা)—১। অভিলাষ ; ৭৭ ; ১৮৭ ;

২। লীলা ; ২৮ ;

৩। অভিমান ; ৮৬৩ ;

সাধই—সাধে ; ৩৭৭ ;

সাধন (স°)—অচুঠান ;

সাধন—সাধা, অচুঠনয় ; ১০২৪ ;

সাধবি—১। সাধন করিবি ; ৯২ ;

২। অচুঠনয় করিবি ; ৪১৭ ;

সাধয়ে—সাধ করে ; ১২৭২ ;

সাধস—(স° 'সাধস') ভয় ; ৪৯ ;

সাধসি—সাধন করিতেছ ; ৪৮২ ;

সাধহ—সাধ, অচুঠনয় কর ; ১৬০২ ;

সাধা—সাধ ; ২৫৬৩ ;

সাধায়লু—সাধিলাম অর্থাৎ যত্নে রক্ষা করিলাম ; ১৭১২ ;

সাধিন—সাধীন, সধক-শূত্র ; ৪০০ ;

সান—(হি° 'সৈন') ইজিত ; ২৬ ; ৮৫ ;

সান—('নিসান' ত্র°) শক ; ১৬৯৮ ;

সানন্দয়া—(স° 'সানন্দ') আনন্দিত ; ৩৪১ ;

সান্দ্রীকৃত (স°)—ঘনীকৃত ; ১০১৩ ;

*সান্দ্রাণা—প্রবেশ করিয়া ; ৩২ ;

সান্ধি—(স° 'সান্ধি') ১। ঘোড়া ; ২৮২৩ ;

২। কঁক ; ৬৫৪ ;

সান্ধি—সন্ধান অর্থাৎ সংযোজন করিয়া ; ১৮২০ ;

সাপিনী—সর্পা ; ১৫৩ ;

সাপী—সর্পা ; ২৪৬২ ;

সাকলি—সাকল্য ; ২৮২৫ ;

সামাইল—('সম্ভারল' ত্র°) প্রবেশ করিল ; ৮৮৬ ;

সামালিবা—সম্বরণ করিবা ; ২৫৩০ ;

সামিল—(আ° 'শামিল') সহিত ; ৯৫১ ;

সান্ধাল—('সম্ভার' ত্র°) সম্বরণ, সামাল ; ২৮৮২ ;

সান্ধাল—সম্বরণ কর, সামালো ; ২২৩১ ;

সায় (স°)—শেষ ; ১২৩৬ ;

সায়ক (স°)—বাণ ; ৫৭ ;

সায়র—সাগর ; ১৮ ; ১৮১৪ ;

সায় (স°)—স্বামী অংশ ; ৩৪ ;

সায়ক (স°)—১। হরিণ ; ২৮৮ ;

২। চাতক ; ১৮২২ ;

সায়জি—সায়ক, রাগিণী-বিশেষ ; ১৪৪২ ;

সায়ি—শ্রেণী ; ১০৭৪ ;

সায়ি—সম্বরণ করিয়া ; ১২২০ ;

সায়ী—('সায়ি' ত্র°) মাদী শালিক-পক্ষী ; ১৪২৮ ;

সারোদ্ধার (স°)—সার-অংশের উদ্ধার অর্থাৎ রক্ষা ;

১২৪২ ;

সাহনি—স্বাধীনা ; ১২৫৬ ;

সিকতা (স°)—বালুকা ; ২৬৮ ;

সিটাইতে—সেচিতে ; ১৪২২ ;

সিটত—সেচন করে ; ১৫৭ ;

সিটিত—সিক্ত ; ৭০১ ;

সিচনিয়া—সেচন-কারী ; ২১৪৫ ;

সিচয় (স°)—বস্ত্র ; ১০১৩ ;

সিকই—সিক্ত করে ; ২৬৬ ;

সিক্কা, সিক্কা পড়ে (পু° ব° 'শিব্কা দেয়')—রোমাঞ্চ দেয় ; ২৫৬৬ ; ২৬২২ ;

সিক্কা—সেচন ; ১ ; ৬৭ ;

সিক্কা—সিক্ত কর ;

সিক্কা (কয়ে)—তুলিয়া ফেলে ; ১৪০২ ; ১৪১০ ;

সিত (স°)—শ্বেত, ধবল ; ১০১৩ ;

সিতকার—(স° 'শীৎকার') সম্ভোগ-স্থ-জনিত কান্না ; ৫৩ ;

সিধা (ধি)—(পু° ব° 'সিতা') সীমন্ত, সিঁদ্বী ; ২০৫ ; ৫৪৪ ;

সিধায়ব—সিদ্ধ করিব ; ৭১ ;

সিধারল—(হি° 'সিধার্না') গমন করিল ; ১৭১৩ ;

সিধারহ—('সিধারল' ত্র°) গমন কর ; ৫৮২ ;

সিধারি—গমন করিল ; ১৮৪৭ ;

সিধি—সিদ্ধি ; ৫৫০ ;

সিধু—সীধু, মত্ত ; ২৬৬২ ;

সিনাউ—(উচ্চারণ 'সিনাউ') ভ্রাম করি ; ৬৭৮ ;

সিনান—জান ; ২৬২ ;

সিনায় (হই)—জান করায় ; ৬৮৫ ; ১৭২৫ ;

সিনারন—সান করাইন; ১৭৫২;

সিনারন—সান করাইন; ২৫০২;

সিনিয়া—সান করিয়া; ২১০;

সিনে—সেহ, প্রেম;

সিন্ধু (ছুরা)—সবুজ; ২৭৩; ৩৪১

সিন্ধু (স°)—হুদী; ২৮৪

সিন্ধু—('আনিয়া' শব্দের সংক্ষেপ) আনিয়া; ২০৭১;

সিন্ধানী—(স° 'সজান'; হি°, মৈ° 'সিআন' জী°)

বুদ্ধিমান; ১৩৮৫;

সিন্ধানী—('সিনান জ°) বুদ্ধিমতী, চতুরা; ৪৭২;

সিরজি (জিয়া)—সুজিয়া; ৪১২; ২৩০৪;

সিরজিল (লে)—সুজিল; ৮০৫; ৮৮২;

সিসি—(কা° 'শীশা') শিশী, কাচের ছোট বোত

২৮৩৬;

সীঠত (তরে)—সেচন করে; ২৯৭১; ১৭৫৭;

সীঠহ—সিদ্ধ কর; ৪৩৫;

সীত—সিত, শুভ্র; ২৪৬২;

সীতা (স°)—১। শ্রীঅর্ষেত আচার্যের পত্নী; ২৩;

সীতানথ (স°)—শ্রীঅর্ষেত আচার্য; ৬;

সীতারোহ (স°)—সীতাঠাকুরাণীর আনন্দ-জনক;

সীথ (থি)—(স° 'সীমন্ত'-শব্দজ) ১। সিঁথী; ৪৮৩;

২৮৭০;

২। সিঁথীর অলঙ্কার-বিশেষ; সিঁথীপাটী; ১০০৬

সীথ-কল—সিঁথী-পাত (সিঁথীর অলঙ্কার-বিশেষ); ২২২

সীথে—(হি° 'সীথ') সোজা-ভাবে; ২৭৩৪;

সীম (মা)—১। প্রান্ত; ৩; ৪২;

২। পরাকাষ্ঠা; ২২৭;

সুসুয়ারী (স°)—সুসুয়ারী; ১১৮;

সুসুতি (স°)—পুণ্ড্র; ১;

সুসেনিনি (নী)—সুসেনী; ৪৭২;

সুসন (স°)—সুসন-দায়ক; ৮;

সুসন—(স° 'সুসোদন') সুসনের উপর বাহ্যিক, সুসোদ-

পায়ক; ১৫৬১;

সুসক, সুসক—(স° 'সুগতিত') ১। সুসক; ১৫৭২;

২। সুসক; ২১৩১;

সুসক—(স° 'সু+সুসক—সুসক') ১। সুসক

১১১; ৮৫৫;

২। সুসক;

সুসান—(স° 'সুজান') সুসিক; ৭১৮;

সুসান—(স° 'সুজন') সন্ধ্যা;

সুসান ('সুসান' স°)—সুসানকারে সীমা অর্থাৎ আচ্ছাদিত

১২৭৩;

সুসে—(স° 'সুধ' হইতে) (দৃষ্টিদ্বারা) স্বয়ং-সন্ধ্যাশোধন ক

অর্থাৎ দেখে; ২৬২৮;

সুসান—সুসান, সুসক ভকী-বিশিষ্ট; ২; ১৩২;

সুসার—(হি° 'সুতার' বা° 'সুজোল') সুগঠন; ১০৮০

পদের 'সুতার' স্থলে সন্ধ্যা পাঠ; (পরিবর্তন ও পনি

বর্জন শীর্ষকে পাঠবিচার দ্রষ্টব্য।)

সুত (স°)—পুত্র; ১৫৮২;

সুতন—জামা-বিশেষ; ২৬২২;

সুতা (স°)—কস্তা; ১৬৩;

সুতাহুয়া—সুতান; ১২৭৭;

সুদিপত—সুদীপ্ত, সুসকরূপে উজ্জল; ২৪৭৩;

সুদরগম—সুদর্শন, অত্যন্ত চক্ষুর্দোষ; ২৩৫৪;

সুদা (স°)—সুদা;

সুদাও—জিজ্ঞাসা কর

সুদারস (স°)—চন্দ্র;

সুদাকর (স°)—চন্দ্র;

সুদাময় (স°)—অনুভবময়; ৪৭৪;

সুদায়—জিজ্ঞাসা করে;

সুদারসে—সংশোধন করে; ২৫৪৭;

সুধি—(স° 'সু'+ 'ধী') স্বরূপশক্তি, চৈতন্য; ২৮; ১৩২;

সুধীর (স°)—সুনিপুণ; ৪০২;

সুদরনি—সুদরনা, সুসক-নেত্র-বিশিষ্টা; ২৩৪;

সুনেহ—('নেহ' জ°) উত্তম প্রেম;

সুদরস—সুদরসে আনন্দ; ২৮৮০;

সুপুত্র—সুপুত্র; ১০২;

সুবরণ—সুবর্ণ; ১৭০৪;

সুবলসি—সুগঠন; ২১;

সুদরসি—সুদরসি; ২০৬১;

স্বাস—স্বাসিত ; ২৮২ ;

স্বতঃ—সৌভাগ্য ; ৩৪১ ;

স্বয়ং—১। প্রসন্ন-মুখ-বিশিষ্ট ; ৪২২।

২। স্বন্দরী ;

স্বমের—বর্ষময় স্বমের-পর্বত ; ৫৭ ;

স্বমেলি—স্বমিলিত ; ১২৫৩ ;

স্বন্দ (স°)—স্বন্দর লোহিত বর্ণ ; ৮০ ;

স্বন্দ—স্বন্দা ; ৭৭০ ;

স্বনুত (স°)—রতিজীড়া ; ১৫২৩ ;

স্বর-তরঙ্গিণী—স্বর-নদী, গঙ্গা ; ১০২৩ ;

স্বর-তরু—করু-তরু ; ৬৭২ ;

স্বরধুনি (নী) (স°)—স্বর-নদী, গঙ্গা ; ২৭৮ ;

স্বরভি (স°)—স্বগন্ধি ;

স্বরভি (স°)—১। কাম-ধেনু ; ১৭৬০ ;

২। গাভী ; ১৭৫৪ ;

স্বরগিণি—উত্তম অস্বরগিণী ; ২৮৮০ ;

স্বরাত—('রাতা' জ°) স্বরজ ; ১৪৮৪ ;

স্বলছন—স্বলক্ষণ ; ১২৭৫ ;

স্বলেহ—('লেহ' জ°) উত্তম প্রেম ; ১১৫ ;

স্বম—স্বম-বৃত্ত ; ১০৬০ ;

স্বমা (স°)—সৌন্দর্য ; ২৪৫২ ;

স্বমিত (স°)—স্বমা-বৃত্ত, সৌন্দর্য-বৃত্ত ; ২৮৭৭।

স্বহাগ—(স° 'সৌভাগ্য' ; হি° 'স্বহাগ') আদর ; ২৮৩৪

স্বকৃত্য (স°)—স্বকৃত-ক্রোড় ; ১৬৫১ ;

স্বধ—স্বধ ; ২৫৫ ; ১৫২৬ ;

স্বচন (স°)—প্রকাশ ; ৪৫০ ;

স্বত—স্বত, স্বতা ; ১০২ ;

স্বজধার (স°)—নাট্য অভিনয়ের নেতা ; ২৬৪২ ;

স্বদ্ব্য—(কা° 'স্বদ্ব্য'—সামান্য জ্ঞান, পু° ব° 'স্বদ্ব্যবোধ') ;

সামান্য জ্ঞান ; ৭১ ;

স্বধ—('স্বদ্ব্য' জ°) সামান্য জ্ঞান ; ৭৩১ ;

স্বন—(স° 'স্বন', হি° 'স্বন') পুত্র ; ১১২২ ;

স্বপাত (স°)—স্বপ অর্থাৎ তাইলের স্বপ্ন-অভ্যুদয়-স্বপ্ন ;

১২৪৩ ;

স্বয়ং—স্বয়ং ; ৩৫০ ;

স্বয়ং—(স° 'স্বয়ং') কবি ; ১২৭১ ;

সে, সে—(হি° 'সে') ১। (করণ-কারকে তৃতীয়া-বিতস্তিত চিহ্ন) দ্বারা ; ১৬৫ ;

২। (সহায়ে তৃতীয়া-বিতস্তিত চিহ্ন) সহিত ; ২৭৭ ;

৩। (পঞ্চমী-বিতস্তিত চিহ্ন)

সেঁচহ—সেচন কর ; ৪২৪ ;

সে—১। (সর্বনাম শব্দ) সে ; ১৫৫ ;

২। ('কেবল' অর্থে অব্যয়) কেবল ; ১২৩ ; ৪২৩৭ ;

৩। পূর্বাঙ্কুত বা প্রসিদ্ধ ; ১৪ ; ২৪ ;

সেক (স°)—সেচন, বর্ণণ ;

সেকিত (স°)—ইকিত-বৃত্ত ; ২৮৮৮ ;

সেচন (স°)—সেক, বর্ণণ ; ৩৬১ ;

সেব—সেবা, পরিচর্যা ; ৩০১৮ ;

সেব—১। সেবা করে ; ৮ ; ১৩৩৪ ;

২। সেবা কর ;

সেবই—সেবা করে ; ২৪৪৬ ;

সেবউ—সেবা করক ; ৫৩২ ;

সেবা (স°)—১। পরিচর্যা ; ২৪৪ ; ৩১৫ ;

২। পূজা ; ৪০৫ ;

সেবাতি—সেবারং, সেবক ; ১৫৪২ ;

সেবার—সেবা করে ; ২৬২৭ ;

সেবিহু—সেবা করিতেছি ; ৩০২৮ ;

সেবিহু—সেবা করিলাম ; ৩০১৮ ;

সেবো—সেবা করি ; ২৯৮ ;

সেমান—('সিয়ান' জ°) চতুর ; ১২৪০ ;

সেমানি (নী)—('সিয়ানি' জ°) চতুর ; ৮২ ; ১১৫ ;

সেহ—(স° 'সহি') ১। সে, তিনি ; ৪২ ; ১৬৫৪ ;

২। তাহাও ; ১২৬ ; ১৪৪ ;

সেহাঙ্গল—(স° 'সুগল-কোলিকা', বা° 'সেহাঙ্গল' জ°)

এক-প্রকার কাটা-বৃত্ত ; গভানিয়া গাঁহ ; ১৬৫১ ;

সেহি—সেই ;

সেহো—সেও ; ১৭৪৩ ;

সৈকত (স°)—বাহুসময় নদী-তীরের হৃদি ; ৩০১৬ ;

সৈন—সৈন্য ; ১০৭২ ;

সেঁ—(৫মী-বিতস্তিত চিহ্ন) হইতে ; ১১৪ ; ১১৪৩ ;

সৌগব—সমর্পণ করিব; ৪২;
 সৌগব—সমর্পণ করিলাম; ২৭৩৩;
 সৌগবু—সমর্পণ করিলাম; ১১৫;
 সৌগি—১। সমর্পণ করি; ২৩৬;
 ২। সমর্পণ করিয়া; ৩২০;
 সৌগিত—সমর্পিত; ১২৫৭;
 সৌগিল—সমর্পণ করিল; ২৮০২;
 সৌগিলু—সমর্পণ করিলাম; ১১৩;
 সো—(সং 'সঃ', হিং 'সো') ১। সে; ১৬২৫;
 ২। সেই; ১; ৪৬;
 ৩। তাহা; ১৬২৫;
 সো—(সং 'সো') সহিত; ১১৪; ২৮৬৬;
 সোই—১। সেই; ৩৭;
 ২। সে; ৬৪; ১০৮;
 সোত্তর—স্বরণ; ১৭৩০;
 সোত্তরসি—(উচ্চারণ 'সো'অরসি') স্বরণ করিতেছে; ৪২৭
 সোত্তরাব—স্বরণ করিবা; ৪১৭;
 সোত্তরি—১। স্বরণ করি; ২০৩;
 ২। স্বরণ করিয়া; ২১৭;
 সোত্তরিতে—স্বরণ করিতে; ১৭০;
 সোত্তরক—স্বরণ করক; ১৫২০;
 সোত্তরো—স্বরণ করো; ১০৮৫;
 সোত্তরল—(সং 'সত্তরল' হিং) সংস্কার করিল; ৪৮৩;
 সোপ—(সং 'স্বপ' হইতে) স্বপ-বর্গ; ২৩১৭;
 সোপে নড়ি—স্বপনারা মোড়ানো; ১০৮৬;
 সোপার—(সং 'স্বপার'; হিং, মৈং 'স্বনার') স্বপকার;
 সোপার (রে)—জিজ্ঞাসা করে; ৮০৮; ১৮৫২;
 সোন-সুহৃদ-সন-পাটের স্বপ-বর্গ সুল; ৩;
 সোথ—১। সে; ১৬৫;
 ২। তাহা; ১৭৮;
 ৩। তাহাকে; ১৭৬৫;
 সোয়াথ—যতি, সোয়াতি; ১৭৫; ২৮৩৫;
 সোয়াথ—(সং 'সোয়াথ' হিং) সোয়াতি; ৩২৭; ৩৫;
 সোহ—(সং 'সোহ' হিং) সোহমালা; ১৫৬৫;
 সোহব—সোহব; ১০৩৪;

সোহে—(সং 'সো', 'সোহ' হিং) সে; ১২২৫
 সোহাগ (গি)—(সং 'সুহাগ' হিং) সোহাগ; ৮৩;
 ৭১৬;
 সোহাগল—১। সোহাগ-যুক্ত; ৭০৭;
 ২। সোহাগা-যুক্ত; ৭০৭;
 সোহাগি (গিনি)—আদরিণী; ২৭০; ১৭৪৭;
 সোহায়ল—শোভিত করিল; ১০৮১;
 সোতিনি—(সং 'সপত্নী', অপং 'সবত্নী', হিং 'সোতন')
 সতিন; ৩০২;
 সোদামিনি—বিদ্যা; ২২৭;
 সোভগ (সং)—সোভাগ্য-সূচক; ২২;
 সোর—? ২৩২২; ২৩২৬;
 সোরভ (সং)—সুগন্ধ; ৭৪;
 স্তবধ—১। স্তবতা, জড়তা; ২৭৩।
 ২। স্তব; জড়তা-যুক্ত; ১৭৪৫;
 স্তম্ভ (সং)—১। অসাড়তা; ১৫২;
 ২। খাম, খাধা; ৫২৪;
 স্ত্রিয়া—(সং 'স্ত্রী'; হিং 'স্ত্রিয়া') স্ত্রীলোক; ৪৮৩;
 স্থলি—স্থলী, বেদী; ১৮৭৬;
 স্থেহ—স্থৈর্য, স্থিরতা; ১৪২;
 স্রাত (সং)—রুত-স্রান; ১৬২;
 স্রুটন (সং)—প্রকাশ; ১৮৫৩;
 স্রুই—স্রুত হইয়া; ২২২৬;
 স্রুব—স্রুত অর্থাৎ প্রকাশিত হইবে; ১২;
 স্রুবে—প্রকাশ করিবে; ৩০১৩;
 স্রুবি—প্রকাশ পাইবে; ৩০৫৫;
 স্রুব—প্রকাশ পাউক; ৩০১২;
 স্তম্ভর—১। স্তম্ভ, পৃথক; ২৫২১;
 ২। স্তম্ভ; ৮৪৭;
 স্তম্ভরী—(সং 'স্তম্ভা') স্তম্ভরী; ২২৭
 স্তপন—স্তপ; ১৪৫;
 স্তপ (সং)—১। স্তপ; ৪৮৩;
 ২। স্তপ; ৪৬;
 স্তম্ভ-স্তম্ভক—স্তম্ভ-স্তম্ভক স্তম্ভ-স্তম্ভক স্তম্ভ-স্তম্ভক
 স্তম্ভ—

"সদা কান্ত করে বার আশে পাশে।

দ্বাধীন-ভক্ত কা তারে কহে কবিগণ।

রস-মঞ্জরী।

বামি-বরড—বামি-ব্রত, পতির মঙ্গলার্থে ব্রত ; ২৪৩৫ ;

বেদ (স°)—বাম ; ৬৭ ;

বেদিত (স°)—বর্ণ-বৃত্ত ; ২৯০০ ;

বর (স°)—কামদেব ; ৪০২ ;

বরই—বরণ করে ; ১৬২ ;

ব্রিত (স°)—ঐবৎ হস্ত ; ১০২ ;

ব্রের (স°)—ঐবৎ হস্ত-বৃত্ত ; ১২৭৫ ;

অবি—গলিয়া ; ১২০৩ ;

অবে—প্রবাহিত হয় ; ৯৩ ;

[হ]

হংসন—('ন'—'ত্র' ভা' বহু-বচনে) হংসগণ ;

হ—১। সমুচ্চয়-অর্থে অব্যয় ; ৩০৮ ; ৮০৬ ;

২। নিচ্চয়-অর্থে অব্যয় ; ১৭৩৬ ;

হু—হু ; ২৫৪ ;

হই—১। হয় ; ১৮০ ;

২। হই ;

৩। হইয়া ; ১৮৬ ;

হইয়ে—হউক ; ১২৫৩ ;

হউ—হউক ; ৫০৫ ;

হট—(উচ্চারণ 'হউ') হই ; ৮৫৫ ;

হটী—হট-কারিণী, ধুটী ; ১৩২১ ;

হট (স°)—('হি', 'মৈ' 'হট') ১। বল-প্রকাশ ; ২৩২ ;

২। বল-পূর্বক ; ১৫১ ;

হটীয়া—(স° 'হটী') বল-প্রকাশ-কারী ; ১২৭৪ ;

হটিনা—(স° 'হটিনী') বল-প্রকাশ-কারিণী ; ২৬৪৮ ;

হত (স°)—১। বিনষ্ট ;

২। (নিশ্চ-অর্থে) পোড়া ; ১৮১২ ;

হনইতে—বধ করিতে ; ৩১৮ ;

হন্তিয়া—আঘাত করে ; ১৭৩৫ ;

হব—১। হইবে ; ৩০৭০ ;

২। হইব

হম (মি)—(স° 'অহম' ; 'হি', 'মৈ' 'হম') আমি ; ১০০০ ;

হমার না-রি—('হেম' ব্র° ; 'হি' 'হমার') আমার ;

৪৫ ; ৬২ ; ২৪৪ ;

হমে—আমাকে ; ২৫২ ;

হয় নয়—হয় কি না হয় অর্থাৎ সঁচা কি মিছা ; ১২২ ;

হয়ে—হয় ; ২২১ ;

হর (স°)—১। মহাদেব ;

২। হরণ-কারী ; ৪৮১ ;

হর—হরণ করে ; ১৪৩৪ ;

হরথ—হর্ষ, আনন্দ ;

হরথনি—হর্ষণ ; ১৫৫৭ ;

হরথি—হর্ষিত হইয়া ;

হরি (স°)—১। ঐক্য ; ২৫৫ ;

২। সিংহ ; ২৫৫ ;

হরি—হরণ করিয়া ; ২১০ ;

হরিচন্দন—এক-প্রকার উৎকৃষ্ট অগ্নি চন্দন ; ১০১ ;

হরি-দাস—হরি-ভক্ত ; ২৭ ;

হরিশি—হরিশি, পাশা ; ১২২৩ ;

হরি-মন্দির (স°)—হরির মন্দিরের আকৃতি-বিশিষ্ট ভিলক ;

২২৪২ ;

হরিশ—হর্ষ, আনন্দ ; ১৪৪ ;

হরি হরি—খেদ-স্বতক অব্যয় ; ১৪৩ ; ২১৬ ;

হক—১। হরণ করে ;

২। হারায় ; ১৬১৭ ;

৩। হরণ করন ; ২৬২৮ ;

হল (স°)—নাশল ;

হলধর (স°)—বলরাম ; ২৬২৭ ;

হল্লীষক (স°)—রাস-কেলি ; ১২৬২ ;

হসই—হাসে ; ৮৫ ;

হসইতে—হাসিতে ; ৫৮ ;

হসউ—হাসক ; ১৬২৫ ;

হসত—হাসে ; ১২৫৬ ;

হসন (স°)—হাস্ত ; ১৬৭৭ ;

হসব—হাসিবে ; ৫২৩ ;

হসি—হসিয়া ; ২৮৭২ ;

হালিডে (সং)—১। হাত; ২৪৬২;

২। হাউ-বুক; ৩৪৮;

হাল-উচ্চ-শব্দ; ২৫৭৩;

হাকার-উচ্চ-শব্দ করিয়া তড়ার; ২৮০৪;

হাকারিরা-উচ্চ-শব্দে খেদাইরা; ২৫৭৩;

হাকান্দ—(সং 'আকান্দ'; গ্রা°, বা° 'হাকণ্ড', 'হাকান্দ')

ক্রম-ধ্বনি; ২২২৫;

হাউ-হাউ, বেড়ার; ২৪৪৫;

হাটক (সং)—বর্ষ; ১০৮০;

হাটন-হাটা; ৬৮৬;

হাত (ধ)—১। হস্ত; ৪০৬;

২। আরম্ভ; ১৫১; ১০৬৬;

হান-আঘাত করে; ৬৬২;

হানই (ত)—আঘাত করে; ৭৫ ১৫২০

হানল-আঘাত করিল; ২০১;

হানলি-আঘাত করিলি; ৮৫৮;

হানা-আঘাত ১২১;

হানি (সং)—কতি;

হানি—১। আঘাত করিল; ৯২;

২। আঘাত করিয়া;

হানিল (লে)—আঘাত করিল ১০৩; ১৪৭

হাপুতী—পুত্র-হীনা; ২৫৬৬;

হাকান-হাপ, খানরোধ; ২৪৪৩;

হাম—(‘হম’ অ’) আমি; ১২;

হামরা—(‘হম’ অ’) আমরা; ৭১;

২। আমার; ১২৭৪;

হামার-রা-রি-আমার; ১০২৪;

হামে-আমাকে; ৩৭৪;

হারা-হার, মালা; ৫৯;

হারা—(কমল পদ) হারাইরাছে যে; ১১২; ১০৬

১০৭;

হারাত—(উচ্চারণ ‘হারাত’) হারাই; ২০০৫;

হারি (রী)—হনন-কারী; ২০৬৮;

১। হার, পরাজয়; ৪০৪;

২। যে হারাইরাছে; ১০৬;

হারিন-হারিজা; ১৭০৪;

হালত—কাপিতেছে; ১২৮;

হালিছে—কাপিতেছে; ১৪০১;

হাসই—হাসে; ৮২;

হাসউ—হাসে; ২৪৮৩;

হাসত (য়ে)—হাসে; ১৭০; ১৭৪;

হাসনি—(সং ‘হসন’, হি° ‘হসনি’) হান্ত; ৩

হা হা—(খেম-মুচক অব্যয়, বা° ‘আহা’) ১৪৪;

হঁ, হি—১। করণ-কারকে তৃতীয়া-বিভক্তির চিহ্ন; ৪০;

৪৫;

২। সহ-অর্থে তৃতীয়া-বিভক্তির চিহ্ন; ৩;

৩। ৭মী-বিভক্তির চিহ্ন; ১১; ৪১;

৪। নিশ্চয়-বাচক অব্যয়; ১০; ১২;

হিঁজোর—দোলনা; ১৫৫২;

হিহুল (সং)—পারা ও গন্ধক মিশ্রিত রক্ত-বর্ণ খনিজ পদার্থ-

বিশেষ; ১৪৭;

হিগোর—হিন্দোল, দোলনা; ১৫৫৩;

হিন—হীন; ১০; ৬৭;

হিন্দোলা (সং)—দোলনা; ১৫৫৪;

হিম (সং)—১। শীতল; ২১৭;

২। শিশির; ১৮১৪;

হিমকর (সং)—চন্দ্র; ১২৬;

হিমকর-শীকর (সং)—শিশির-বিন্দু; ১৫৩৯;

হিমখামা (সং)—চন্দ্র; ৫৪;

হির (রা)—হ্রদয়; ১; ৬;

হির—(সং ‘হীর’) হীরা; ১১৪৮;

হিরণ—হিরণ্য, বর্ষ; ১৩৫;

হিরণ্য (সং)—বর্ষ;

হিলন—১। হেলান, ঠেস; ২২৩;

২। হেলান দেওয়া; ১২;

হিলারত—হিলায়, দোলার; ২৮৮৬;

হিলোর—হিন্দোল, দোলনা; ৫৮;

হিলোর (রি)—হিন্দোল, হ্রদয়; ১৩৫৭

হিলোল—১। হিলোল, হ্রদয়; ৮৬;

২। আন্দোলন, লক্কান; ১৫২;

ইলোলি—আন্দোলিত করিয়া; ৭০৫ ;

ইত—হিত ; ৪২৭ ;

ইতম—হিত ; ২৮৫৩ ;

ইল (স°)—১ ; রহিত ;

২। অধম ; ১৫২ ;

ইম (মা)—হিম, শিশির ; ২০৮ ; ১৮৩২ ;

ইয়—জন্ম ; ১২০১ ;

ইয় (স°)—হীরা ; ১৩২৭ ;

ইক্কাত—কম্পিত হয় ;

ইলান—হেলান দেওয়া ;

ই, হ—১। নিশ্চয়-বাচক অব্যয় ; ১৮৪৩ ; ৮৬১৪ ;

২। সম্ভূত-বাচক অব্যয় ;

৩। শব্দের মাত্রা পূরক অব্যয় ; ৪৮ ;

ইকার (স°)—গর্জন ; ৩৫০ ;

ইকত (স°)—ইকার ; গর্জন ; ১৬৪ ; ২৩৫২ ;

ইড়—ভীড়, জনতা ; ২১০৫ ;

ইড়ি—হচু খাইয়া ; ৩০২৭ ;

ইতাল (শন) স°—অগ্নি ; ৪৮ ; ১৪৭৭ ;

ইলাহলি—উলু-ধনি ;

ইতি (স°)—হরণ ; ২৮৫৪ ;

ইদর (স°)—১। বক ; ২১৫ ;

২। অন্তঃকরণ ;

ইদরজ (স°)—স্তন ; ৮৩ ;

ইদি—১। ইদর ; ১৩২ ;

২। ইদরে ; ১০২২ ;

ইবিক—(স° 'ইবীক') ইজির ; ১২২২ ;

ইবিক-করণ—ইজিরের ক্রিয়া ; ১২২২ ;

ইে—(হি° 'ইে') ক্রিয়া-বিভক্তি-বিশেষ ; ১০৮৮ ; ২২৬২ ;

ইেট—(হি° 'ইেট') অবনত ; ১১৫ ;

ইেট-মুড়া—যে ব্যক্তি মাথা নীচু করিয়া থাকে ; ২৫৫ ;

ইেসে—(সম্বোধনে অব্যয়) ; ১৩৬৫ ;

ইেন—('ইেন' ঙ°) ১। এইরূপ ; ৭৭ ; ১৪৮ ;

২। সঙ্গ ; তুল্য ; ১৬ ;

ইেব—(স° 'ইেবন') বর্ষ ; ২৮৭ ;

ইেব—('ইেব' ঙ°) অকুর ; ১০৮৩ ;

ইেই—১। দেখে ; ৪২১ ;

২। দেখিয়া ; ১৫০ ; ৩২২ ;

ইেই (ইতে)—দেখিতে ; ২৮ ; ১৩৮২ ;

ইেই—(উচ্চারণ 'ইেই') দেখি ; ১৬৮৪

ইেইত—১। দেখে ; ৫২ ;

২। দেখিতে ; ১২৫৫ ;

ইেইবি—দেখিবা ; ৩২০ ;

ইেইবু—দেখিলাম ;

ইেইসি—দেখিতেছ ; ২২৭ ;

ইেইরি—১। দেখে ; ৮৫ ;

২। দেখিল ; ৪৪ ; ৮১ ;

৩। দেখিয়া ; ১২৫ ;

ইেইরি—ইেইরি, দেখিয়া ; ১৮৭৬ ;

ইেইয়ে—দেখা যায় ; ১৮ ;

ইেইরু—দেখিলাম ; ১২৫ ;

ইেই—১। দেখিল ; ২৫৬ ;

২। দেখিলাম ; ৫৭ ;

ইেলা (স°)—অবহেলা ;

ইেলা—হেলান, ঠেস ; ১৪২ ;

ইেলাই—ঠেস দেয় ; ২৭৫ ;

ইেলাইলি—পরস্পর পরস্পরের গায়ে হেলিয়া পড়া ;

ইেলি—ইেলাইয়া ; ৩৭৭ ;

ইেইন—ইেইন-কাল ; ১৭১৮ ;

ইেইনব (স°)—টাটকা মাখন ; ১১২৮ ;

ইেইলু—ইেইলাম ; ১১৭ ;

ইো—১। ক্রিয়া-পদের সহিত ব্যবহৃত হি° প্রত্যয়-বিশেষ ;

২১২৫ ;

২। (হি°) ইউক ; ২২৭১ ;

ইো—('ই' ঙ°) সম্ভূত-বাচক অব্যয় ; ৬ ; ৭২৪ ;

ইোই (য়)—১। হয় ; ৪৩ ; ৪৬ ;

২। হইয়া ; ১৭১ ;

ইোড—১। হয় ; ৩০৮ ;

২। হও ; ১৮২৭ ;

ইোইড—হয় ; ১৮ ;

ইোতি—হয় ; ৫৫৮ ;

